



## বিজ্ঞাপন

— ১১০ —

জগৎপাতা পরাংপর জগদীশ্বরের এমাদে ও অনুগ্রাহক পাঠকবর্গের  
অনুগ্রহে আমি শাস্তি পূর্ব প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্বে একপ আশা  
করি নাই যে, এই অল্প দিনের মধ্যে মহাসমুদ্র স্বরূপ ভারতের শাস্তি পূর্ব  
মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। কালের যে রূপ কুটিল গতি, তাহাতে এই  
জগতে এমন কোন বস্তুই নাই যাহা সর্বভুক কালের কবলগত না হয়,  
এই সর্বক্ষণ কালের শুভাশুভ বিচার বা সম্বন্দ বিবেচনা নাই। কাল  
যখন যাহাকে আক্রমণ করিবে তখনই তাহাকে কবলগত করিয়া থাকে,  
অতএব কোন কার্য যে অচির-কাল মধ্যে সম্পন্ন হইবে একপ কিছুমাত্র  
বিশ্বাস করা যায় না; বিশেষতঃ একপ কার অধিকাংশ লোকের রুচিভি-  
প্রকার অধিকাংশ ব্যক্তিই নাটকাদি পাঠ করিতে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ  
করিয়া থাকেন, হয়! কি আক্ষেপের বিষয় অদ্য যিনি পরম হিন্দু ও পরম  
ধার্মিক বলিয়া সমাজে পরিচিত আছেন, কল্যাণ দেখি তিনি বা তাঁহার  
পুত্রেরা ঘোরতর নাস্তিক হইয়াছেন, পূর্বে “মহাভারত”-এই শব্দ উচ্চারণ  
মাত্রে শরীর ও গৃহ পবিত্র হইত, কিন্তু কি হুঃখের বিষয় এক্ষণে সেই মহা-  
ভারতকে তাঁহারা ধর্মশাস্ত্র বলেন না, ভাগবতকে ধর্মশাস্ত্র বলেন না,  
স্বর্গে তাঁহারা যে আর কাহাকে ধর্মশাস্ত্র বলিবেন, বলিতে পারি না, বোধ  
হয় ডুবাল বা গাশিলিওর জীবন চরিতকে ধর্মশাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত করিয়া  
থাকিবেন, বস্তুতঃ অনীন প্রস্তাব কাল সকলই করিতে পারেন। যাহা  
স্বারা জ্ঞান লাভ, ধর্মলাভ ও পরমার্থ লাভ হয়, তাঁহারা ভারতাদি সেই  
সকল সংশাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করেন না। ইহা সমস্তিক হুঃখের বিষয়  
অনেকই নাই।

এই শাস্তি পূর্ব রাজধর্ম, দানধর্ম ও আপদধর্ম ও মোক্ষ ধর্ম এই  
এই চারিধার ধর্মের বিষয় বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে, ফলতঃ এই  
শাস্তি পূর্ব ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমস্থিত ব্যক্তি  
মাত্রেরই বিশেষ প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। মহর্ষি বেদব্যাস মানবজাতির  
মহোপকার সাধনার্থ ই এই শাস্তি পূর্ব রূপে রূপ রূপদপের ইষ্টি করিয়াছেন,  
অতএব শাস্তি পূর্ব যে ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করা বর্তব্য ইহা নির্দেশ  
বাহুল্য মাত্র।



মুক্তাগাছা নিবাসী শাস্ত্রানুরাগ পরায়ণ দেশহিতৈষী বিদ্যানুরাগী রাজশ্রী স্বর্গ্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর মহোদয়ের অনুগ্রহে ও অনু-  
কূল্যে এই শান্তি পর্বের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই সদাশয় পরোপকার পরায়ণ মহোদয় অসাধারণ পরোপকারিতা,  
নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা ও অপরিমিত বদান্যতা প্রভৃতি সমৃদ্ধ পরম্পরায়  
বশীভূত হইয়া আমার অনুষ্ঠিত মহাভারতের হিতসাধনার্থ যেরূপ যত্ন  
করিতেছেন, তাহা সামান্য লিপি দ্বারা নিখিতা শেষ করা যায় না, এমন  
কি তিনি স্বীয় প্রজাবর্গের নিকট চাঁদা স্বরূপে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ  
সংগ্রহ করিয়া মহাভারতের সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যদিচ  
বর্তমান বৎসরে তদীয় প্রজাবর্গের কষ্ট নিবন্ধন কৃতকার্য্য হইতে পারা  
যায় নাই, বোধ হয় আগামী বর্ষ হইতে সে বিষয় কৃত-কার্য্য হওয়া  
প্রাইবে সন্দেহ নাই, ফলত উক্ত মহোদয় যে আমার ভারতের প্রধান  
হিতৈষী ও উৎসাহদাতা ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব এবং এই কার্য্য  
দ্বারা তিনিও পরম পবিত্র ধর্ম্ম ও বিপুল যশোলাভে অধিকারী হইবেন  
ইহা ভারতের গ্রাহক প্ৰাচীক সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।  
অলমতি বিস্তরণ— .

প্রতাপজ্ঞে রায়  
দাতব্য মহাভারত প্রকাশক।

## জীপর্কের সূচীপত্র ।

জলপ্রদান পরীক্ষাধার ।

প্রকরণ

পৃষ্ঠা

পংক্তি ।

১ম হইতে ১৫শ অধ্যায় পর্যন্ত । যজ্ঞলাচরণ, যুক্তরাষ্ট্রের শোকাপনোদন-  
নার্থ সজ্জারর আশ্রম প্রদান । যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিজয়ের সাধুগণাবাক্য ।  
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিজয়ের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান । বাসদেব কর্তৃক দৈবো-  
পাখ্যানাদি দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের শোকাপনোদন করণ । বিজয় কর্তৃক  
পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রের শোকাপনোদন । যুক্তরাষ্ট্রের সমরাজন দর্শনার্থ  
গমন । অশ্বখামা, কুপাচার্যা ও কুবর্ষার যুক্তরাষ্ট্রাদির নিকট গমন ।  
যুক্তরাষ্ট্রের লৌচময় ভীম ভক্তি । যুক্তরাষ্ট্রের ক্রোধান্বয়ণ । বাসদেব কর্তৃক  
গাঙ্গারীর আশ্রম প্রদান । কৃত্তীর পূজা দর্শন

১

৪

জীনিলাপ পরীক্ষাধার ।

১৬ শ হইতে ২৫শ অধ্যায় পর্যন্ত । গাঙ্গারীর যুক্তভূমি দর্শন । গাঙ্গারী-  
রীর উদ্যোগদর্শন । গাঙ্গারী বাক্য । কৃত্তীর প্রতি গাঙ্গারীর অভি-  
সম্পাদ

২৮

৩

শ্রীচন্দ্র পরীক্ষাধার ।

২৬ শ হইতে ২৭ শ অধ্যায় পর্যন্ত । কোববট্টিগের ঔজ্জ্বল্যক কার্য  
সমাপ্ত

৪৫

৫

জীপর্কের সূচীপত্র সম্পূর্ণ ।

## শান্তি পর্কের সূচীপত্র ।

রাজধর্ম্মদর্শন পরীক্ষাধার ।

২৮ শ হইতে ১০ ম অধ্যায় পর্যন্ত । তদলাচরণ, নারদের নিকট যুধিষ্টি-  
রের কর্ণপরিচরোক্তি ও তাঁহার মৃত্যুজনিত হঃখ প্রকাশ । যুধিষ্টিরসমীপে  
নারদের কর্ণবৃত্তান্ত কথন ; এম ব্রাহ্মণের কর্ণের প্রতি তদীয় রণচক্রগ্রাস-  
বিষয়ক অভিলাষ । পরশুরামের নিকট কর্ণের অন্ত প্রাপ্তি এবং এক  
নিশাচরের নরকমুক্তি । স্বয়ম্বরে যুধোয়ন কর্তৃক কন্যাহরণ । কর্ণের বল-  
বীৰ্য্য কথন । ক্রীজাতির প্রতি যুধিষ্টির অভিলাষ । যুধিষ্টির বজ্রবা-  
কবনাশনিবন্ধন বিলাপ । অর্জুন বাক্য, যুধিষ্টির বাক্য ও ভীষ্মের

প্রকরণ

পৃষ্ঠা

পংক্তি ।

১১শ হইতে ২১শ অধ্যায় পর্যন্ত । স্বর্গকুনি সংবাদ । নকুল বাতা ।  
কঙ্কর বাতা; দ্রৌণদী বাতা । ধনঞ্জয় বাতা । ব্রহ্মদত্ত বাতা । যুধিষ্ঠির  
বাতা । ধনঞ্জয় বাতা । যুধিষ্ঠির বাতা । দেবদত্ত বাতা ২০ ১৮

২২শ হইতে ৩০শ অধ্যায় পর্যন্ত । ধনঞ্জয় বাতা । বাসদেব বাতা ।  
সেনজিৎ উপাখ্যান । যুধিষ্ঠির বাতা । বাস বাতা । ষোড়শরাজিকো-  
পাখ্যান । নারদ পর্ষদোপাখ্যান ৪১ ২৫

৩১শ হইতে ৪০শ অধ্যায় পর্যন্ত । সুবর্ণজীবর উপাখ্যান । প্রায়শ্চি-  
কোপাখ্যান । বাস বাতা । যুধিষ্ঠিরের পুত্রপ্রবেশ । চার্মাক বধ । চার্মক-  
বধোপায় কথন । যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক ৭০ ২১

৪১শ হইতে ৫০শ অধ্যায় পর্যন্ত । ভীষ্মাদির কৰ্ম্ম গ্রহণ । শ্রীকৃষ্ণের  
উপাখ্যান । বাসুদেবের প্রক্তি পৰ্ম্মাত্মজের স্তুতিবাদ । গৃহবিভাগ । যুধিষ্ঠির  
প্রশ্ন । মহাপুরুষ স্তবোপাখ্যান । স্তবরাজোপাখ্যান । রামোপাখ্যান । কৃষ্ণ  
ও যুধিষ্ঠিরাদির ভীষ্ম সমীপে গমন ও ভীষ্মের প্রক্তি কৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরশোভা-  
নিবারণের উক্তি ৯৪ ২

৫১শ হইতে ৬০শ অধ্যায় পর্যন্ত । ভীষ্ম ও কৃষ্ণের কথাবার্তা । কৃষ্ণের  
ভীষ্মের শারীরিক প্ৰশ্নোত্তর । বিশেষ জ্ঞানলাভের বরপ্রদান, সায়ংকালে  
ভীষ্মের নিকট চতুর্ক কৰ্ম্ম ও যুধিষ্ঠিরাদির গৃহাগমন । কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদির  
পুনবার ভীষ্ম সমীপে গমন । ভীষ্মের প্রক্তি কৃষ্ণের বাতা । যুধিষ্ঠিরকে  
আশীর্বাদ প্রদান । যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মের নিকট রাজপৰ্ম্ম জিজ্ঞাসা, ভীষ্মের  
যুধিষ্ঠির সমীপে রাজপৰ্ম্ম কীৰ্ত্তন । ভীষ্ম কর্তৃক পুরুষকার বর্ণন, সায়ংকালে  
কৃষ্ণ ও পৰ্ম্মবাক্যাদির গৃহাগমন, স্তবোপাখ্যান । বর্ণশ্রমপৰ্ম্ম কীৰ্ত্তন । ১১৫-২

৬১শ হইতে ৭৪শ অধ্যায় পর্যন্ত । ভীষ্ম কর্তৃক মাক্ষাতা ও ইন্দ্রকপী  
নাশায়ণের বিফল উদ্দেশ্য কথোপকথন । নরপতির আচারানুসারে পৃথক্  
পৃথক্ আশ্রমের ফল প্রাপ্তির বিষয় বর্ণন । রাজ্যমধ্যে নরপতির অবশ্যাকতা  
বর্ণন । রাজ্যশাসনোদ্দেশ্যে বসুন্ধরা ও বৃহস্পতির কথোপকথন । রাজা ও  
রাজপ্রতিনিধির কর্তব্য কৰ্ম্ম কীৰ্ত্তন । সুখলাভার্থী নরপতির গুণ ও আচার-  
সম্পন্ন হওন উচিত, তাহা কীৰ্ত্তন । নরপতির রাজ্যপালন বিধি । রাজার  
যেৰূপ পুরোহিত গ্রহণ করা উচিত, তাহা কীৰ্ত্তন । ঐল কল্যাপমংবাদ ।  
সুচকুলোপাখ্যান ১৪৫ ২

৭৫শ হইতে ৮৪শ অধ্যায় পর্যন্ত । প্রজাহিতৈষী পুণ্ড্রলোক লাভার্থী  
রাজার বৃত্তি কীৰ্ত্তন । বর্ষানিরত ও অধর্ম্মপনায়ণ ব্রাহ্মণের বিবরণ বর্ণন ।

প্রকরণ

পৃষ্ঠা

পংক্তি

কৈকেয়োপাখ্যান। ভ্রাতৃশ্রেণের ক্ষত্রিয়ধর্ম ও বৈশ্যধর্ম অবলম্বন করিবার বিষয় বর্ণন। ঋষিকৃৎশ্রেণের স্বভাব বর্ণন, দক্ষিণাদানের বিধি কথন। রাজমন্ত্রী স্বভাব এবং রাজার বিশ্বাসের পট্টাপাত্র কীর্তন। বাসুদেব-নারদসংবাদ। কালকবক্ষীর উপাখ্যান। মন্ত্রণাখ্যান বর্ণন। ইন্দ্রবৃহ-স্পতিসংবাদ ১৭২ ১৪

৮৫ তি হইতে ৯৬তি অধ্যায় পর্য্যন্ত। রাজার অমাত্য গ্রহণ বর্ণন। দূর্গ পর্বীক্ষণ। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যসংগ্রাহের বিষয় বর্ণন। প্রচুর ধনশালী ভূপতির সমধিক অর্থ উপার্জনের উপায়কথন। বাহুগুপ্তি বর্ণন। উত্থা-গীতা বর্ণন। বাসুদেব গীতা বর্ণন। কয়লাভার্থী রাজার বৃত্তি বর্ণন ১৬৯ ১১

৯৭তি হইতে ১০৮ম অধ্যায় পর্য্যন্ত, পুনালোকলাভার্থী নরপুত্রির কর্তব্য কর্ম। সমরে সূত বীরগণের গতিলাভ বর্ণন। ইন্দ্রাস্বরীশনংবাট। প্রচর্দনজনকসংবাদ। যুদ্ধ যাত্রার সময় কথন; যুদ্ধে উপযুক্ত স্থান নিরূপণ এবং যুদ্ধের প্রকার কীর্তন। বীরগণের লক্ষণ বর্ণন। মেনানীতি কথন; ইন্দ্রবৃহস্পতিসংবাদ। কালকবক্ষী উপাখ্যান। ২২১ ২

১০৯ম হইতে ১২৪শ অধ্যায় পর্য্যন্ত। সত্যানুত কীর্তন। দূর্গকরণকীর্তন। যাস্ত্র গামায়ুসংবাদ। উল্লুগ্রীবোপাখ্যান। সরিৎসাগরসংবাদ। টিটিভো-পাখ্যান। ঋষিকুরুসংবাদ। দণ্ড কথন। দণ্ডোৎপত্তিকীর্তন। কামদা-দ্রিষ্টসংবাদ। প্রহ্লাদ বিপ্রব্রাত্ত কথন। ২৪৮ ২১

১২৫শ হইতে ১৩০শ অধ্যায় পর্য্যন্ত, যমভগীতা বর্ণন ২৮৬ ২

আপদর্শ পর্বোপাখ্যান।

১৩১ হইতে ১৪০শ অধ্যায় পর্য্যন্ত, রাজর্ষিব্রতান্ত কথন, কাস্তুরা দম্বা-সংবাদ; শাকুলোপাখ্যান, মাক্ষারমূষিক সংবাদ, ব্রহ্মদত্ত পুত্রী সংবাদ, ঋষিহাজ শত্রুগুপ্তসংবাদ ১৯৬ ৬

১৪১ শ হইতে ১৬০টি অধ্যায় পর্য্যন্ত, বিশ্বাসিত্রাশুচ সংবাদ। কপোতলুন্ধ সংবাদ। ইন্দ্রোতপদীক্ষিত সংবাদ। গৃহগোমায়ুসংবাদ। পবনশাস্ত্রী সংবাদ, আত্মজ্ঞান কথন দর্মগুণ কথন ১৩২ ২৮

১৬১ টি হইতে ১৭৩ তি অধ্যায় পর্য্যন্ত, তপস্যা কথন। সত্য কথন, লোভোপাখ্যান। নৃশংসতা কথন। প্রায়শ্চিত্ত কথন। যজ্ঞোৎপত্তি কথন; যজ্ঞগীতা কথনোপাখ্যান কীর্তন ১২০

এবং শত্রুবিহীন হইয়া সুহৃদগণের প্রীতি সমুৎপাদন করিয়াছেন ত ? আর সমাগরা বসুন্ধরার অধিপতি হইয়া শোক হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন ত ? ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে \*তপোধন ! আমি মহামতি স্ববীকেশ, বৃকোদর ও ধনঞ্জয়ের ভুজবলে এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রমাদে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়াছি ; কিন্তু আমার রাজ্যলোভ নিবন্ধন জ্ঞাতিকুলক্ষর এবং দ্রৌপদীর \*পাঁচ পুত্র ও অভিমন্যুর বিনাশ হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে এই জয়লাভ পরাজয়ের ন্যায় জ্ঞান হইতেছে। আমার হৃদয় দুঃখানলে সাতিশয় দগ্ধ হইয়াছে। হায় ! মহামতি বাসুদেব দ্বারকায় গমন করিলে, সুভদ্রা, তাঁহাকে কি কহিবেন ! আমাদিগের হিতাভিলাষিণী এই বাজ্রসেনী পুত্র ও বন্ধুবান্ধব নিহীন হইয়া আমাকে সাতিশয় ব্যথিত করিতেছেন। বিশেষতঃ আৰ্য্যা কুন্তী এক বিষয় গোপন করাতে আমি এশান্ত দুঃখিত হইয়াছি। এক্ষণে সেই বিষয় আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি ইহলোকে দশ সহস্র মাতঙ্গ সদৃশ বলবীৰ্য্যশালী, অপ্রতিরোধ্য, সিংহের ন্যায় দর্পিত, কক্ষণঃপরতন্ত্র, যতব্রত, বদান্য, অভিমানী বিচিত্র যোদ্ধা ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রধান \*আশ্রয় ছিলেন, যিনি প্রত্যেক যুদ্ধে আমাদিগের প্রীতি শর ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর কর্ণ কুন্তীর গৃঢ়োৎপন্ন পুত্র ও আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বীরগণের সলিলক্রিয়া সম্পাদন করিবার সময় জননী কুন্তী সেই মহাবীরকে দিবাকরের ঐরসজাত বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। \*পূর্বে জননী সেই সর্বশুণালঙ্কৃত পুত্রকে মজ্জ্বামধ্যে স্থাপিত করিয়া ভাগীরথীর শ্রোতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। লোকে কর্ণকে রাধাগর্ভসম্ভূত বলিয়া অবদ ছিল, কিন্তু তিনি আৰ্য্যা কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আমাদিগের মহোদর ভ্রাতা। আমি ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইতে না পারিয়া রাজ্যলোভনিবন্ধন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে সেই ভ্রাতৃবধজনিত প্রবল শোক অনল সেরূপ তুলরাশি দগ্ধ করিয়া থাকে, সেই রূপ \*আমার কলেবর দগ্ধ করিতেছে। পূর্বে কি ধনঞ্জয়, কি বৃকোদর, কি নকুল, কি সহদেব, কি আমি, আমরা কেহই তাহাকে ভ্রাতা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই ; কিন্তু তিনি আমাদিগকে জীবিত পারিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, আৰ্য্যা কুন্তী আমাদিগের শান্তিলাভার্থ তাঁহার নিকট গমন পূর্বক কহিয়াছিলেন, বৎস ! তুমি আমার গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ ; অতএব তুমি আমার \*বাপ্য রক্ষা কর । মহামতি কর্ণ জননী কুন্তীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভিষ্ট সাধন করিবার নিমিত্ত স্বীকৃত না

হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, জননি ! আমি যুদ্ধসময়ে রাজা দুর্যোধনকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না । কুরুরাজকে পরিত্যাগ করিলে, সকলেই আমাকে অনাৰ্য্য, নৃশংস ও কৃত্রিম বলিয়া জ্ঞান করিবে । বিশেষতঃ অমি যদি এক্ষণে আপনার অহরোধে দুর্যোধনকে পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক যুদ্ধিরের পক্ষ অবলম্বন করি, তাহা হইলে, সকলে আমাকে ধনঞ্জয়ের ভয়ে ভীত জ্ঞান করিবে ; অতএব আমি কৃষ্ণের সহিত ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিয়া যুদ্ধিরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিব । তখন অৰ্জ্য্য কুন্তী কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ পূৰ্ব্বক পুনর্বার তাঁহাকে কহিলেন, বৎস ! তবে তুমি আমার অন্য চারি পুত্রকে অভয় প্রদান করিয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । বুদ্ধিমান্ কর্ণ জননীর এই বাক্য শ্রবণে কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, মাতঃ ! আমি তোমার অন্য চারি পুত্রকে কোনক্রমেই সংহার করিব না । হয়, আমি ধনঞ্জয়ের হস্তে নিহত হইব, না হয়, ধনঞ্জয় আমার হস্তে নিহত হইবে । বাহ্য হউক, আপনার পাঁচ পুত্রই জীবিত থাকিবে, তাহার সন্দেহ নাই ! ঐ সময় জননী কুন্তী কর্ণমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে, বৎস ! তুমি যে সমুদয় ভ্রাতৃগণের সঙ্গল আকাজক্ষা করিতেছ, তাঁহাদিগের শুভাভিধান করিতে বিশেষরূপ চেষ্টা করিও, এই কথা বলিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন ।

হে মহর্ষে ! এক্ষণে সেই মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ অৰ্জুন-শরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন । আমি এত দিনের পর অৰ্জ্য্য কুন্তীর মুখে ঐ গুলল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কর্ণকে জ্যেষ্ঠ মহোদর বলিয়া অবগত হইলাম । হায় ! ভ্রাতৃবধজনিত শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ! মহাবল কর্ণ ও ধনঞ্জয় আমার সহায় থাকিলে, আমি দেব-রাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিতে সমর্থ হইতাম । আমি কোদবদ্রুমগণ্যে দ্রুম্যতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের দৌরাত্ম্য সন্দর্শন করিয়া মাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম ; কিন্তু তৎকালে কর্ণকে দেখিয়াই আমার ক্রোধ শান্তি হইয়াছিল । দ্রুতক্রীড়াকালে মহাবলশালী কর্ণ দুর্যোধনের হিতকামনায় আমার প্রতি বিবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কোন কুবাক্য প্রয়োগ করি নাই । তৎকালে তাঁহার চরণদ্বয় দর্শন করাতে আমার ক্রোধ শান্তি হইয়াছিল । ঐ মহাবীরের চরণযুগল জননী কুন্তীর পাদদ্বয়ের তুল্য ছিল । আমি ঐ মাদৃশোর কারণ জানিবার নিমিত্ত বিশেষরূপ যত্নবান হইয়াছিলাম, কিন্তু কোন

ক্রমেই এত দিন উহার অহুসঙ্কান পাই নাই । যাহা হউকে, বহুমতী  
কি জন্য কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিয়াছিলেন এবং ঐ মহাবীরই বা কি  
নিমিত্ত শাপগ্রস্ত হন, আপনি তাহা বিস্তার পূর্বক বর্ণন করুন । আপনি  
অবনীৰ সমস্ত বৃত্তান্তই পরিজ্ঞাত আছেন ।

—\*—

## দ্বিতীয় অধ্যায় । ২ ।

হে রাজন ! ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার কহিলে, তপোধনাগ্রগণ্য  
দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ধৰ্ম্মরাজ । আপনি  
যথার্থই বলিয়াছেন, রণস্থলে ধনঞ্জয় ও কর্ণের অসাম্য কিছুই ছিল না ।  
আমি এক্ষণে কর্ণের পূৰ্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ  
করুন । ঐ বৃত্তান্ত দেবতারাত জ্ঞানিতে পারেন নাই । ক্ষত্রিয়গণের  
যুদ্ধমুভাজনিত স্বর্গপ্রাপ্তি হইবার নিমিত্তই দৈবপ্রভাবে অনুঢ়া কুন্তীর গর্ভে  
কর্ণের জন্ম হয় । কর্ণ বাল্যকালে যতপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহামতি  
দ্রোণাচার্য্যের নিকট ধনুর্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন । ঐ মহাবীর,  
ব্রহ্মদত্ত ও ধনঞ্জয়ের পরাক্রম, তোমার বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবের বিনয়,  
কেশবের সহিত অৰ্জ্জুনের সখ্যতাব এবং তোমাদিগের প্রসিদ্ধ প্রজাগণের  
অহুরাগ চিন্তা করিয়া নিরন্তর মনে মনে দগ্ধ হইতেনু এবং তন্নিবন্ধনই  
বাল্যকালে কুরুরাজী হুৰ্য্যোধনের সহিত সৌহার্দ্য সংস্থাপন করেন ।  
তোমরা প্রতিনিয়ত স্বভাবতঃ তাঁহার দ্বেষ করিতে । ঐ মহাবীর  
অৰ্জ্জুনকে ধনুর্বেদে অপেক্ষাকৃত নিপুণ সন্দর্শন করিয়া এক দিন  
নির্জ্জনে আচার্য্য দ্রোণের নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, হে গুরো !  
আপনি আমাকে মস্ত্রের সহিত ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করুন । ধনঞ্জয়ের সন্দর্শ  
ঘোড়া হইতে আমি বাসনা করিয়াছি । আপনি কি পুত্র, কি শিষ্য,  
সকলের প্রতিই সমানই স্নেহকরিয়া থাকেন ; অতএব অহুগ্রহ পুত্রকাশ  
পূর্বক আমার এই কামনা পূর্ণ করুন ; পণ্ডিতগণ আপনার প্রাসাদে  
আমাকে যেন অকৃতান্ত বলিয়া নির্দেশ করিতে না পারেন । সেই অৰ্জ্জুন-  
পক্ষপাতী আচার্য্য দ্রোণ কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি  
তাঁহার অত্যাচার বাসনা জ্ঞানিতে পারিয়া তাঁহাকে কহিলেন, কর্ণ !  
নিত্য ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ বা ভূপতী ক্ষত্রিয় ব্যক্তিদেরকে অন্য কাহারও  
এই ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞান হইবার অধিকার নাই ।

মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ আচার্য্য দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাঁহাকে বিধিপূর্বক অর্চনা করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরামের নিকট উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আপনাকে ভৃগুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ সময় পরশুরাম কর্ণকে স্বাগত প্রদ্বন্দ্ব ও নাম জিজ্ঞাসা করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ পরশুরাম কর্তৃক এইরূপ অনুগ্রহীত হইয়া সেই স্বর্ণ সদৃশ মহেন্দ্রপর্বতে অবস্থিতি করন, ভার্গবের নিকট বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই পর্বতে গন্ধর্ব্ব, ব্রাহ্মণ, ষক্ষ ও দেবগণের সর্বদা সমাগম হইত। মহাবীর কর্ণ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের নিত্য প্রিয় হইলেন।

এক দিন কর্ণ শরশযন ও খড়্গা ধারণ করিয়া আশ্রমের অনতিদূরবর্তী সাগরতীরে স্বেচ্ছানুসারে শরবর্ষণ করত একাকী পর্য্যটন করিতেছিলেন, দৈবাৎ তাঁহার শরপ্রহারে এক ব্রহ্মবাদী অগ্নিহোত্ররক্ষক ব্রাহ্মণের হোমধেয় নিহত হইল। তদর্শনে মহামতি কর্ণ সাতিশয় ভীত ও বিষণ্ণ হইয়া সেই ব্রাহ্মণসন্নিধানে উপনীত হইয়া বিনয় পূর্বক তাঁহাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি মোহবশজঃ আপনার হোমধেয় নিহত করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক আমার অপরাধ মার্জনা করুন। দ্বিজবর কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, রে হরায়ন্! তুই আমার বধা! তোকে এই হুঙ্করের ফল ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। তুই যাহার সহিত সর্বদা স্পর্ধা করিস্ এবং বাহাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হইয়াছিস্, তাহারই সহিত সংগ্রাম করিবার সময় বসুমতী তোর রথচক্র গ্রাস করিবেন। চক্র ভৃগুর্ভে প্রবেশ করিলে, শত্রু তোর মস্তক ছেদন করিবে। তুই যৈরূপ প্রমত্ত হইয়া আমার হোমধেয়কে বিনষ্ট করিয়াছিস্, সেইরূপ প্রমত্তাবস্থাতেই বিপক্ষ তোর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে। দ্বিজবর এই রূপ অভিসম্পাত করিলে কর্ণ বিবিধ রত্ন ও গোদান দ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দ্বিজবর কিছুতেই শান্ত না হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, কর্ণ! আমার বাক্য কোনক্রমেই মিথ্যা হইবে না। এক্ষণে তুমি এই স্থানে বা অনীত্ৰ গমন, অথবা তোমার আর যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। তখন কর্ণ ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া অধোবদনে শঙ্কিতমনে শাপবিষয় চিন্তা করিতে করিতে পরশুরামের সমীপে উপস্থিত হইলেন।



## তৃতীয় অধ্যায় । ৩ ।

নারদ কহিলেন, হে ধর্মরাজ ! এ দিকে মহাবীর পরশুরাম কর্ণের ভুজবল, প্রের, ও শুক্রবায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিধি পূর্বক প্রয়োগসংহারমন্ত্র সমবেত সমুদায় ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করাইলেন । মহাবীর কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়া পরম যত্নসহকারে ধনুর্বেদ পর্যালোচনা করত সেই পূর্বতে পরম সুখে অবস্থিতি করিতে লাগি লেন । এক দিন উপবাস-পরিক্রিষ্ট পরশুরাম আশ্রমের অনতিদূরে কর্ণের সহিত পর্যাটন করিতে করিতে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া কর্ণের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপিত করিয়া বিশ্বকৃতিতে নিদ্রাগত হইলেন । সেই সময় এক শ্লেষ্মশোণিতপায়ী মেদ-মাংসাতিল্যাবী দারুণ কীট কর্ণের সমীপে আগমন পূর্বক তাঁহার উরুদেশ ভেদ করিতে আরম্ভ করিল । মহাবীর কর্ণ গুরু নিদ্রাভঙ্গভয়ে সেই কীটকে দূরে নিক্ষেপ বা বিনষ্ট করিতে না পারিয়া দৈর্ঘ্যাবলম্বন পূর্বক সেই কীটদংশনজনিত নিদারুণ বেদনা সহ্য করত কম্পিতকলেবরে গুরুকে ধারণ করিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণপরে কর্ণের উরুদেশ হইতে শোণিত নির্গত হইয়া পরশুরামের কলেবর সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল । তখন জমদগ্নিতনয় জাগরিত ও ব্যস্তমুখ হইয়া কর্ণকে কহিলেন, আঃ আমি কি অশুচি হইলাম ! তুমি কি কার্য্য করিতেছ, ভয় পরিহার পূর্বক আমার নিকট বিশেষরূপ বর্ণন কর । সেই সময় কর্ণ গুরুর নিকট কীটদংশনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । পরশুরাম কর্ণের এই বাক্য শ্রবণে সেই অষ্টপাদ কীটের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন । সেই কীট অলক জাতীয় । উহার দেহ শূকরের ন্যায়, দন্ত তীক্ষ্ণ এবং সর্কাস সূচীসদৃশ লোমজালে সমাবৃত । যমদগ্নিতনয় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র ঐ কীট সেই রুধির মন্যোজীবন পরিত্যাগ করিল । সেই সময় অন্তরীক্ষে এক কৃষ্ণবর্ণ লোহিতগ্রীব রাক্ষস লক্ষিত হইল । সেই নিশাচর পরশুরামকে সম্বোধন করিয়া ক্লতাজলিপুটে কহিল, হে ভৃগুবাংশাবতঃশ ! আপনার মঞ্চল হউক, আপনি আমাকে এই নিদারুণ নরক হইতে পরিত্রাণ করিলেন । এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম । ঐ সময় প্রবলপ্রতাপশালী মহাবাহু যমদগ্নিনন্দন তাঁহাকে কহিলেন, হে বীর ! তুমি কে, এবং কি নিমিত্তই বা নিরয়গামী হইয়াছিলে ? আমার নিকট বর্ণন কর । নিশাচর কহিল, ব্রহ্মন ! সত্যযুগে আমি দংশনসম মহাস্তর ছিলাম । আপনার পূর্ব পিতামহ

মহর্ষি ভৃগুর অপেক্ষা আমার বয়ঃক্রম নূন ছিল না। আমি পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক সেই মহর্ষির প্রিয়তমা ভার্য্যাটকে হরণ করিয়াছিলাম ; তন্নিবন্ধন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে “শ্লেষমূত্র ভোজী কীট হও” বলিয়া শাপ প্রদান করেন। আমি তাঁহার শাপে সাতিশয় ভীত হইয়া শাপ-বিমোচনার্থ তাঁহার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিলাম। তখন তিনি আমার কাতরোক্তি শ্রবণ পূর্বক কৃপাপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, আমার বংশে সমুৎপন্ন রাম হইতে তুমি যুক্তিলাভ করিবে। হে ভগবন ! সেই মহর্ষির শাপপ্রভাবে আমি এই প্রকার দুর্গতি লাভ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আমি পাপবোনি হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইলাম। মহাস্বর এই কথা কহিয়া পরশুরামকে নমস্কার পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

নিশাচর প্রস্থান করিলে জমদগ্নিপুত্র ক্রুদ্ধচিত্তে কর্ণকে কহিলেন হেমূত ! কীটদংশনে তুমি যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছ, ব্রাহ্মণে তদ্রূপ কষ্ট কদাচ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার সহিষ্ণুতা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় দেখিতেছি, অতএব শীঘ্র আমার নিকট সত্য পরিচয় প্রদান কর। তখন কর্ণ ভীত হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত কহিলেন, ভগবন ! আমি সূতপুত্র, সূতনন্দিনী রাণী আমার মাতা ; আমার নাম কর্ণ। আমি অস্ত্র প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত আপনার শিষ্য হইয়াছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বেদ বিদ্যাশ্রদ্ধ গুরু পিতার সদৃশ, এই নিমিত্ত আপনার নিকট আমি ভৃগুবংশসম্মত বলিয়া আজ্ঞাপরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম। মহাবীর কর্ণ এই কথা বলিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কম্পিত-কলেবরে ধরাতে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় পরশুরাম কর্ণকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া রোষভরে জ্বলন্ত হাস্য করত কহিলেন, সূতপুত্র ! তুমি অস্ত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছ, অতএব এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার বিনাশ কালে বাক্য সঙ্কট সময়ে ক্ষুণ্ণি পাইবে না। আর এই স্থান মিথ্যাবাদী লোকের অবস্থিতি করিবার উপযুক্ত নহে ; অতএব তুমি এস্থান হইতে যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর। যাহা হউক, অতঃপর কোন ক্ষত্রিয়ই তোমার সহিত সমান যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। সেই সময় মহাবীর কর্ণ পরশুরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ঘোষনের নিকট আগমন পূর্বক কহিলেন, হে কুরুবীর ! আমি সমুদ্রের অস্ত্র শস্ত্রে নিপুণতা প্রাপ্ত হইয়াছি।

## চতুর্থ অধ্যায় । ৪ ।

হে ধর্মরাজ ! মহাবীর কর্ণ এই প্রকারে পরশুরামের নিকট অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া রাজা দ্রুপদ্যোধনের সহিত পরম আনন্দে কাল হরণ করিতে লাগিলেন । কিয়দিন পরে রাজগণ কলিঙ্গ দেশের রাজা চিত্রাঙ্গদের রাজধানী রাজপুর নামক নগরে কন্যা লাভার্থ সয়ম্বর সভায় গমন করিতে লাগিলেন । কুরুরাজ দ্রুপদ্যোধনও ঐ সম্বাদ শ্রবণ করিয়া কর্ণের সহিত স্তবর্ণধ্বজিত রথে আরোহণ পূর্বক সেই স্থানে উপনীত হইলেন । তথায় মহারাজ শিশুপাল, জরাসন্ধ, ভীষ্মক, বক্র, কপোতরোমা, নীল, কল্মি, জীরাঙ্গাধিপতি শৃগাল, অশোক, শতধন্বা, ভোজ ও বীর এবং দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দেশস্থিত স্তবর্ণাঙ্গদধারী কাঞ্চনবর্ণ ব্যাঘ্রের ন্যায় বল মদনত স্নেহাধিপতি মহীপালগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন । সেই সমুদয় মহীপাল সয়ম্বর সভায় উপবেশন করিলে রাজকন্যা ধাত্রী ও বর্ষাভিষেকের ভিষাহারে সেই সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া ধাত্রীমুখে রাজপুত্রকে শ্রবণ ও পরিচয় গ্রহণ পূর্বক তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন । তিনি ক্রমে দ্রুপদ্যোধনকেও অতিক্রম করিলেন । বলদর্পিত রাজা দ্রুপদ্যোধন উহা সহ্য করিতে না পারিয়া অন্যান্য ভূর্গালগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন পূর্বক ভীষ্ম ও দ্রোণের বলবীৰ্য্য সাহায্যে সেই কন্যাকে রথে আরোপিত করিয়া গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । মহাবীর কর্ণ রথারোহণ পূর্বক ধাত্রী গ্রহণ করিয়া দ্রুপদ্যোধনের অনুগমন করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে কুরুরাজ দ্রুপদ্যোধন মহীপালগণের সাক্ষাতে কন্যা হরণে প্রবৃত্ত হইলে, ভূপালগণ যুদ্ধ করিবার মানসে তুমুল কোহাহল করিতে লাগিলেন এবং বর্ষাধারণ ও রথযোজনা পূর্বক সাতিশর রৌষপরবশ হইয়া জলদজাল যেরূপ শৈলদ্বয়ের উপর বারিধারী বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্রুপদ্যোধন ও কর্ণের উপর নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সেই সময় মহাবীর কর্ণ এক এক শরে তাঁহাদিগের শর ও শরাসন ছেদন পূর্বক ধরাতলে নিপাত্ত করিতে লাগিলেন । তৎকালে তাঁহার লঘুহস্তত্ব প্রভাবে সেই শর শরাসন ধারী গদাযুদ্ধবিশারদ বীরগণ একান্ত ব্যাকুল ও পরাজিত হইয়া ভয়াস্তকরণে স্তম্ভ অস্থগণন পূর্বক সমরভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন । কুরুরাজ দ্রুপদ্যোধনও কর্ণের বাহুবীৰ্য্যে পরিরঙ্কিত হইয়া হস্তান্তকরণে সেই কন্যা গ্রহণ পূর্বক ইন্দ্ৰিনানগরে উপস্থিত হইলেন ।

হে রাজন্ ! অনন্তর মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধ কর্ণের বলবীৰ্য্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া রথারোহণ পূৰ্ব্বক যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । মহাবীর কর্ণও স্ত্রীরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই দিব্যাস্ত্রবেতা বীৰ্য্যবয়ের বহুকণ ঘোরতর অস্ত্রযুদ্ধ হইল । পরিশেষে তাহাদিগের শর, শরাসন ও ধ্বজা নিঃশেষিত হইলে, তাহারা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । মহাবীর কর্ণ জরাসন্ধের সহিত বাহুযুদ্ধ করত তাহার জরারাক্ষসী সংযোজিত কলেবরের শক্তি বিশ্লেষিত করিলেন । তখন মহাবীর জরাসন্ধ আপনার কলেবরের বিকার সন্দর্শন করিয়া বৈরভাব পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে মালিনীনামী নগরী প্রদান করিলেন ।

হে মহারাজ ! কর্ণ অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন এবং দুর্যোধনের অনুমতিক্রমে চম্পা নগরী শাসন করিতেন । ইহা আপনি অবগত আছেন । তিনি এই প্রকারে শত্রুপ্রভাবে অবনীমণ্ডলে ধ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র আপনার হিতসাধন করিবার নিমিত্ত কর্ণের নিকট তাহার সহজকণ্ঠ ও কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিলে, কর্ণ দেবমায়ার বিমোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রকে ঐ সমুদয় প্রদান করেন । সেই মহারথ সহজকণ্ঠ কুণ্ডলবিহীন হইয়াছিল বলিয়া । মহাবীর দৈত্যজীবীকেশের সাক্ষাতে তাঁহাকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন । হে ধৰ্ম্মরাজ ! মহামতি কর্ণ সামান্য বীর ছিলেন না । অঙ্গুণ রত্ন, ইন্দ্র, লম, বক্রণ, কুবের, জ্যোতির্ষ্য ও কৃপাচার্য্যের অনুগ্রহে দিব্যাস্ত্র সমুদয় প্রাপ্ত হইয়াই তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । বিশেষতঃ সেই মহাবীর যদি পরশুরাম ও হোমধেনু বিনাশ নিবন্ধন ত্রৈলোক্য কর্তৃক অভিশপ্ত না হইতেন, যদি তিনি কৃত্তীর সাক্ষাতে ধনঞ্জয় ভিন্ন অন্য কোন গাওবকে সংহার করিব না বলিয়া অঙ্গীকার না করিতেন, যদি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র কর্তৃক দেবমায়ার প্রকাশিত ও কেশবের নীতি উদ্ভাবিত না হইত, যদি রথান্তিরথ সংখ্যা সময়ে ভীষ্ম উহাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দেশ ও মদ্রাধিপতি যুদ্ধকালে ঐ বীরের তেজ হ্রাস না করিতেন, তাহা হইলে ধনঞ্জয় কোনক্রমেই সেই সূর্যাসন্নিভ সূর্য্যতনয়কে সংহার করিতে পারিতেন না । হে ধৰ্ম্মরাজ ! আপনার ভ্রাতৃ এই প্রকারে অভিশাপগ্রস্ত ও বহু ব্যক্তি কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়া-

ছেন। অতএব এক্ষণে তাহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা আপনার বিধেয় নহে।

—\*—

### ষষ্ঠ অধ্যায় । ৬ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন ! তপোধনাগ্রগণা নারদ এই কথা বলিয়া তুষণীস্তাব অবলম্বন করিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকসন্তপ্ত ও সাতিশয় চিন্তিত হইয়া দীনচিন্তে নিমন্তর অশ্রুবারি বিসর্জন ও মর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যগ করিতে আরম্ভ করিলেন। শোকাকুলা কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। বৎস ! শোকপরিহার পূর্ব্বক আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বের আমি ও ভগবান্ সূর্য্য আমরা দুই জনে তুমি যে কর্ণের ভ্রাতা ইহা কর্ণকে বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপ যত্ন করিয়াছিলাম। ভগবান্ ভাস্কর স্বপ্নাবস্থায় সূর্য্যদের ন্যায় তাঁহাকে বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিতেন, আমিও বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবিধ অনুন্ন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা উভয়ই কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হই নাই। তৎকালে কর্ণ কোন প্রকারেই তোমার সহিত মিলিত হইতে অভিলাষী হইল না। ফলতঃ ক্রমে ক্রমে তোমাদিগের বিলক্ষণ প্রতি-কুলাচারী হইয়া উঠিল। আমিও কর্ণকে একান্ত হর্ষিনেয় বলিয়া বোধ করত উপেক্ষা করিলাম।

শোকাক্ত ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির মাতার মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাম্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, মাতঃ ! আপনি কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত গোপন করাত্তেই আমাকে এই বিষম দুঃখ ভোগ করিতে হইল। অতএব আমি অভিসম্পাত করিতেছি যে, কোন লোকেই কোন রমণী কোন বিষয় গোপন করিতে পারিবে না। শোকসন্তপ্তচিত্ত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকারে স্ত্রী জাতির প্রতি শাপ প্রদান করিয়া পুত্র পৌত্র ও বন্ধুবান্ধব-গণকে স্মরণ করত একান্ত উদ্বিগ্নাতঃকরণে গধুম হতাশনের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

—\*—

### সপ্তম অধ্যায় । ৭ ।

হে রাজন ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারথ কর্ণকে স্মরণ করিয়া হৃৎকিত চিত্তে বারম্বার বিলাপ ও পরিভ্রমণ করত যন যন দীর্ঘ নিশ্বাস

পরিত্যাগ করিতে করিতে ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে অর্জুন । আমরা জ্ঞাতিগণকে নিঃশেষিত করিয়া সাতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, এক্ষণে আর এ দুর্গতি ভোগ করিতে সমর্থ হইব না । চল, আমরা যাদব নগরে গমন পূর্বক ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পরিভ্রমণ করি । কৌরবগণ আমাদের আত্মসদৃশ ছিল । আমরা তাহাদিগকে সংহার করিয়া আত্মবিনাশ করিয়াছি । সুতরাং আমরা আত্মবাতী হইয়া কি প্রকারে ধর্মফল ভোগ করিতে সমর্থ হইব । ক্ষত্রিয়ধর্ম, বল, পৌরুষ ও অমর্ষে ধিক্ ! এক্ষণে আমরা এই সমুদায়ের প্রভাবেই এই বিধম বিপদে নিপতিত হইয়াছি । ক্ষমা, ইন্দ্রিয়সংযম, শৌচ, বৈরাগ্য, অমৎসরতা, অহিংসা ও সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । বনচারী সাধুলোকেরা প্রতিনিয়ত ঐ সমস্ত গুণের সেবা করেন । আমরা রাজ্য লোভে মোহ, অহঙ্কার ও অভিমান পরতন্ত্র হইয়া এই প্রকারে দুর্দশা প্রাপ্ত হইলাম । যখন আমাদের বন্ধুবান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, তখন কেহই ত্রৈলোক্যের রাজত্ব প্রদান করিয়াও আমাদের পরিভ্রষ্ট করিতে পারিবে না । আমরা রাজ্যলোলুপ হইয়া অবধ্য মহীপালগণকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ পূর্বক বন্ধুবিহীন হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছি । আমরা আমিশা-ভিলাষী কুকুরের ন্যায় রাজ্য গুরু হইয়া নিতান্ত বিপদাপন্ন হইলাম । পূর্বে আমরা রাজ্য লাভ করিবার বাসনা করিয়াছিলাম । কিন্তু এক্ষণে রাজ্য পরিত্যাগ করাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য । আমাদের যে সমুদায় বন্ধুবান্ধব নিহত হইয়াছেন, সমাগরা সমগ্র মেদিনী, সুবর্ণরাশি এবং সমস্ত অশ্ব ও গোধনের বিনিময়েও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা যায় না । তাঁহারা হর্ষভরে মৃত্যুযানে আরোহণ পূর্বক যমালয়ে গমন করিয়াছেন । পিতা ভগ্নোষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ক্ষমা অবলম্বন করিয়া বহু কল্যাণযুক্ত পুত্র প্রাপ্ত হইতে বাসনা করেন এবং জননী উপবাস, যজ্ঞ, ব্রত ও মন্ত্রলানুষ্ঠান পূর্বক গর্ভ ধারণ করিয়া দশ মাস সেই দুর্দহ পর্ভভার বহন করত মনে মনে চিন্তা করিতে থাকেন যে, আমার পুত্র নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হইয়া বহু দিবস জীবিত থাকিবে । আর বলিষ্ঠ ও সর্ব্বত্র সমাদরণীয় হইয়া আমাদের ইহলোকে স্থায়ী করিবে । আহা ! এক্ষণে আমাদের এই ঘোরতর যুদ্ধে যে সমুদায় মহাবীর কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদিগের জ্ঞানীগণের এই সমুদয় বাসনা বিফল হইল । সেই হতভাগিনী কামিনীগণের যুবাশ্রয়গণ পৌরুষ ভোগ সকল উপভোগ না করিয়াই দেব ও পিতৃগণের ঋণজাল হইতে মুক্তি লাভ না

করিয়াই কলেবর পারিত্যাগ করিয়াছেন। সেই বীরগণের বলবীৰ্য্য ও  
 রূপ সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের জনক জননীগণের অন্তঃকরণে বিবিধ  
 গুণ প্রত্যাশা জন্মিবার কালেই তাঁহারা জীবন পরিত্যাগ করিলেন।  
 উহারা আর কোন কালেই জয়লাভ জনিত সুখ ভোগ করিতে পারিবেন  
 না। পাকাল ও কৌরবগণ পরস্পর অজ্ঞাতাতে নিহত হইয়াছেন।  
 তাহারা যদি যুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে অনায়াসেই সেই স্বীয় স্বীয়  
 উৎকৃষ্ট কার্যের উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিতে পারিতেন। আমরাই এই  
 ভীষণজনস্রয়ের প্রধান হেতু সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া  
 দেখিলে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি এই দোষ অর্পণ করিতে পারা যায়। কুরু-  
 রাজ হর্ষ্যোধন নিতান্ত শঠ, শুভদেবী ও মায়াবী ছিল। আমরা তাহার  
 কিছুমাত্র দোষ করিতাম না, তথাপি সে প্রতিনিয়ত আমাদিগের অপকার  
 করিতে যত্ববান হইত। এক্ষণে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ বা ধার্ত্তরাষ্ট্র-  
 গণের মনোবাসনা পূর্ণ হইল না। আমাদিগের জয়লাভ হয় নাই এবং  
 তাহারাও জয়লাভ করিতে পারে নাই। পূর্বে সেই নিকোঁদগণ আমা-  
 দিগের সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় হুঃখিত হইয়াছিল এবং সেই নিমিত্ত  
 কোন সময়েই সুস্থচিন্তে এই বহুবলী উপভোগ, নারীগণের সহিত  
 বিহার, গীতবাদ্য শ্রবণ, ধনদান, বিত্তোপার্জনের চেষ্টা এবং অমাত্য,  
 স্ত্রী ও জ্ঞানবৃদ্ধগণের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। রাজা ধৃতরাষ্ট্র  
 শকুনির মুখে আমাদিগের অজ্ঞান বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত বিবর্ণ ও ক্লেশ  
 হইয়াছিলেন। তিনি হর্ষ্যোধনের দুর্নীতি জানিতে পারিয়া পুত্রস্নেহ-  
 বশতঃ বিহ্বল ও ভীষ্মের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে অল্প-  
 মোদন করিতেন। তিনি হর্ষ্যোধন কি প্রকারে আমাদের ন্যায় সুখী  
 হইবে, এই বিষয় চিন্তা করিয়াই দিব্যরাত্রি অতিবাহিত করিতেন। তৎ-  
 কালে রাজা ধৃতরাষ্ট্র লুক্কৃতভাবে যথেষ্টাচারী রাজা হর্ষ্যোধনকে নিবারণ  
 করেন নাই বলিয়াই এক্ষণে আমার ন্যায় তাঁহারও সর্বনাশ উপস্থিত  
 হইয়াছে। কুরুরাজ হর্ষ্যোধন ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট ও বৃদ্ধ জনক জননীকে  
 শোকানলে দগ্ধ করিয়া সাতিশয় অপযশোভাগী হইয়াছে। মহাত্মা  
 অশ্বকেশ শান্তিসংস্থাপন করিবার নিমিত্ত গমন করিলে সেই হুঃখিত  
 হর্ষ্যোধন বৃদ্ধ করিবার মানসে তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিল, সংকুল  
 সমুদ্র আর কোন ব্যক্তিই অস্বদেয় প্রতি সেইরূপ বিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ  
 করিতে পারে না। এক্ষণে আমাদিগকে হর্ষ্যো ন্যায় স্বীয় তেজঃ-  
 প্রভাবে দশ দিক দগ্ধ করিয়া আগুনাদিগের দোষে চিরকাল হুঃখ ভোগ

করিতে হইবে। এক্ষণে আমাদিগের প্রবল বৈরি হুস্মতি হুয্যোধনকে লেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। সেই হুস্মতির অপরাধেই এই কুরুকুল উৎসন্নপ্রায় হইল এবং আমরাও অবধ্য জ্ঞাতিদিগকে সংহার করিয়া জনসমাজে অপযশোভাগী হইলাম।

পূর্বের মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কুলক্ষয়কর পাপপুৰাণ হুস্মতি হুয্যোধনকে রাক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়া এক্ষণে শান্তিশয় শোকাকুলিত হইয়াছেন। কৌরবপক্ষীয় সমুদয় বীর বিনষ্ট হওয়াতে তিনি পাপস্পৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্যসম্পত্তিও অন্যে হস্তগত করিয়াছে। এক্ষণে আমরা শত্রুদিগকে সংহার পূর্বক ক্রোধশূন্য হইয়াছি বটে, কিন্তু হুনিবার শোকানলে দগ্ধ হইয়া আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছি। পাপকার্য্যের অহুষ্ঠান করিলে তাহার প্রচার, মাজলিক কার্য্যের অহুষ্ঠান, অহুতাপ, দান, তপস্যা, শান্তি, তীর্থগমন, ঋতিশ্রুতি পাঠ ও জপদ্বারা উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। লোকে ত্যাগশীল হইলে পাপাহুষ্ঠানে বিরত হয়। বেদে নির্দিষ্ট আছে যে, ত্যাগ পরায়ণ ব্যক্তি জন্মমৃত্যুজ্ঞানিত দুঃখভোগ হইতে বিমুক্ত হন। তিনি অনায়াসে মোক্ষপদ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে আমি তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া মুনিবেশ ধারণ পূর্বক অরণ্যে গমন করিব। স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, লোকে ত্যাগপরায়ণ না হইলে কোনক্রমেই সমগ্র ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয় না। আমি রাজ্যাভিলাষী হইয়াছি পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে শ্রুতি অহুমারে ত্যাগশীল হইলে আমাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। আমি সমুদয় রাজ্যসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া শোক দুঃখবিবর্জিত হইয়া বনগামী হইব। আমি রাজ্য বা উপভোগ্য দ্রব্য কিছুমাত্র বাসনা করি না। অতঃপর তুমিই নির্বিঘ্নে এই সমাগরা বসুন্ধরা শাসন করিতে থাক। রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া তুক্ষীস্তাব অবলম্বন করিলেন।

### অষ্টম অধ্যায় । ৮ ।

হে রাজন্ ! সেই সময় দৃঢ়পত্রকম ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই শাক্য শ্রবণ পূর্বক ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকুণ্ডে লেহন করতঃ গীর্জা ভাবে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! অলৌকিক কাব্য সমাধান পূর্বক ক্রীড়ার ন্যায়



রাজকী পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করা সাতিশয় আক্ষেপের বিষয় ঐ বিপক্ষগণকে সংহার পূর্বক ধর্ম্মানুসারে অবনীর অধিপতি হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ করা নিতান্ত নির্দোষের কার্য্য সন্দেহ নাই। ক্লীব বা দীর্ঘ-সূত্রী ব্যক্তির কোমক্রমেই রাজ্য লাভ করিতে পারে না। আপনি কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহীপালগণকে বিনষ্ট করিলেন? যে ব্যক্তি নিতান্ত ভাগ্যহীন, সে ব্যক্তি জনসমাজে কোনক্রমেই খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং যাহার পুত্র কলত্র ও পশু প্রভৃতি কিছুই নাই, সেই ব্যক্তিই অর্থ চিন্তায় পরাভূত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। আপনি সমুদয় রাজ্য সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্বক নীচ জনোচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিলে লোকে আপনাকে কি বলিবে? আপনি কি নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় ঐশ্বর্য্যভোগে বঞ্চিত ও উদ্যম পরিহীন হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে অভিলাষ করিতেছেন? রাজবংশে জন্মগ্রহণ ও স্বীয় বাহুবলে অথবা ভূমণ্ডলে একাধিপতি হইয়া পরিশেষে ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ পূর্বক অরণ্যে গমন করা নিতান্ত নির্দোষের কার্য্য। আপনি যজ্ঞক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবলম্বী হইলে অসাধুগণ কোনক্রমেই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে না; স্তূতরাং যজ্ঞনাশ নিবন্ধন আপনাকে পাপ ভোগ করিতে হইবে। মহারাজ নহয় কহিয়াছিলেন যে, ইহ লোকে অকিঞ্চনতার বাসনা করা কদাচ কর্তব্য নহে। নির্ধনতা একান্ত নিন্দনীয়। মুনিগণই বিত্রোপার্জন ও অর্থরক্ষা বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু ভূপালগণ কদাচ এরূপ কার্য্য করিতে চেষ্টা করেন না। লোকে ধনদ্বারা ধর্ম্মোপার্জন করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্যের ধন অপহৃত হইলে ধর্ম্মও অপহৃত হইয়া থাকে। আমাদিগের অর্থ কেহ অপহরণ করিলে আমরা কদাচ তাহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করি না।

ইহলোকে দরিদ্রতা অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর কিছুই নাই। আমরা সমীপস্থিত দরিদ্রগণকে প্রায় সর্বদা মিথ্যাপবাদে দূষিত দেখিতে পাই। অতএব আপনি দরিদ্র হইতে অভিলাষ করিবেন না। নির্ধন ব্যক্তি পতিতের ন্যায় নিয়ত শোক করিয়া থাকে; স্তূতরাং পতিত ও নির্ধন এই উভয়েই তুলা; ইহার কিছুতে ইতর বিশেষ নাই। শৈল হইতে যেরূপ নদী সকল স্রুৎপন্ন হয়, সঞ্চিতবিত্ত হইতে সেইরূপ বহুবিধ ক্রিয়া কলাপন হইয়া থাকে। লোকে অর্থ হইতে ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষ লাভ করিতে পারে। কিন্তু অর্থ না থাকিলে জীবিকা নির্বাহ

কুরিতেও সমর্থ হয় না। নির্ধন ও অল্পবুদ্ধি পুরুষগণের ক্রিয়া কলাপ গ্রীষ্মকালীন সামান্য নদী সমুদায়ের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে। ইহা-লোকে বাহার অর্থ সম্পত্তি আছে, সেই ব্যক্তিই বন্ধুবান্ধব বিশিষ্ট প্রধান পুরুষ বলিয়া গণনীয় ও পণ্ডিতগণ বাচ্য হয়। ধনহীন ব্যক্তি অর্থো-পার্জনে যত্নবান হইলেও তাহা বৃথা হইয়া যায়। কুঞ্জর যেরূপ কুঞ্জ-রের সহিত মিলিত হয়, অর্থও সেইরূপ অর্থের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। ধন হইতে ধর্ম, কাম, হর্ষ, ধৈর্য, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও মত্ততা উৎপন্ন হয়। ধনহীন ব্যক্তি ইহা-লোকে বা পরলোকে কদাচ সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। লোকের কলেবর কৃশ হইলে তাকে কৃশ বলা যায় না। বাহার অর্থ, গো, ভূতা ও অতিথি অধিক না থাকে, তাহাকেই যথার্থ কৃশ বলা যায়।

আর দেখুন অসুরগণ অসুরগণের জাতি, কিন্তু দেবগণ তাহাদিগকে সংহার পূর্বক সমুদয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যকে পরাজিত করিয়া অর্থ গ্রহণ না করিলে কদাচ ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যায় না। বেদে নির্দিষ্ট আছে যে, বেদধ্বংসন করিয়া পাণ্ডিত্যলাভ ও বহুবিধ যত্ন পূর্বক অর্থো-পার্জন করত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অবশ্য বিধেয়। অসুরগণ বিদ্রোহা-চরণ পূর্বক স্বর্গের সমুদয় স্থানের আধিপত্য লাভ ও জাতিদিগকে পীড়ন করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞ, যাজ্ঞ ও অর্থ সংগ্রহ অতি শুভদায়ক কার্য। অন্যের অপকার না করিলে প্রায়ই অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না, তন্নিবন্ধনই ভূপালগণ অন্যকে পরাজয় করিয়া পৃথিবী গ্রহণ পূর্বক পুত্র যেরূপ পিতৃধন অধিকার করিয়া থাকে, সেইরূপ অবনীতে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রাজ্ঞগণ রাজাদিগের এই প্রকার কার্য্যই ধর্ম্মানু-গত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। রাজগণ ঐ রূপ কার্য্য করিয়াই অসুর-লোকে গমন করিতে অধিকারী হইয়াছেন। জলরাশি যেরূপ পরিপূর্ণ সাগর হইতে বিনিঃসৃত হইয়া দশদিকে পরিব্যাপ্ত হয়; ধনরাশিও সেইরূপ রাজকুল হইতে বিনির্গত হইয়া সমস্ত অবনীতে সমাকীর্ণ হইয়া থাকে। পূর্বকালে রাজা দিলীপ, নৃপ, নহষ, অম্বরীষ ও মাক্ষাতা এই বহুমতী উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আপনি ইহার অধীশ্বর হইয়াছেন। অতএব আপনার সর্কদক্ষিণসম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা আবশ্য কর্তব্য। আপনি যদি বিষমুক্ত হইয়াও উহার অনুষ্ঠানে পরাজিত হন, তাহা হইলে আপনাকে অদক্ষ ভোগ করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

নরপতি প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে সেই যজ্ঞাবসানে সমস্ত  
প্রজাগণেই স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া থাকে। যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষ  
উত্তম কার্য আর কিছুই নাই। বিশ্বরূপ মহাদেব সর্বমেধ মহাবল্লভে  
সর্বভূতের সহিত আপনাকে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। যজ্ঞা-  
নুষ্ঠানের ফল অবিনশ্বর। রাজা দশরথ যজ্ঞকে সর্বাপেক্ষা শুভদায়ক  
বিবেচনা করিয়া সর্বদাই উহার অনুষ্ঠান করিতেন। অতএব আপনি  
মহাজন পরিসেবিত ষাণযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ পূর্বক কি নিমিত্ত  
কুপথে পদার্পণ করিতে বাসনা করিতেছেন।

### নবম অধ্যায় । ৯ ।

ধর্মরাজ কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! তুমি ক্ষণকাল একাগ্রচিত্ত হইয়া  
আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। তাহা হইলেই আমার বাক্য তোমা-  
শ্রদ্ধা হইবে। তোমার অনুরোধে আমি সার্বজন্যের পরিসেবিত পথ  
কোনকালেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি গ্রাম্যস্থ পরিহার  
পূর্বক অরণ্যে গমন করিব, সন্দেহ নাই। এক্ষণে একাদী কোন পথে  
গমন করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারা যায়, এই প্রশ্ন করাই তোমার  
অবশ্য কর্তব্য; অথবা জিজ্ঞাসা করাতেই আমি তোমাকে বলিতেছি,  
শ্রবণ কর। আমি গ্রাম্যস্থ ও গ্রাম্য আচার পরিত্যাগ পূর্বক বনে  
কলমূল ভক্ষণ করিয়া মৃগগণের সহিত বিচরণ করিব। মিতাহারী ও  
চর্মস্খীলজটাধারণ করিয়া ছুই সন্ধ্যা সলিলে অবগাহন পূর্বক নিয়মিত  
সময়ে হতাশনে আহুতি প্রদান করিব। ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রান্তি, শীত  
আতপ ও বায়ুজনিত ক্লেশ সহ্য করত অতি কঠোর তপোঅনুষ্ঠান পূর্বক  
কলেবর পরিষ্কৃত করিব এবং বনচারী নিতান্ত হৃষ্ট মৃগ ও বিহঙ্গগণের  
শ্রুতিসুখাবহ কলরব শ্রবণ, বিবিধ কুসুমের সুকোমলগন্ধ আশ্রাণ ও  
কানন স্থিত নানা প্রকার রমণীয় বস্তু গন্দর্শন করিব। গ্রাম বাসিন্দের  
কথা দূরে থাকুক, অরণ্যবাসীদিগেরও কোন অপকার করিব না। একাগ্র-  
চিত্তে সমুদায় বিষয় পর্যালোচনা, পক ও অপক ফলভক্ষণ এবং অরণ্য-  
সমুৎপন্ন দ্রব্য ও সুবাস্তবস্তুতে পিত্ত ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিব।  
এই প্রকারে অতি কঠোর আরম্ভক ব্যবহার পাশ্চাত্যপূর্বক জীবনান্ত  
কাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। অথবা মুণ্ডিতমুণ্ড মনি হইয়া

একাকী এক এক বৃক্ষতলে এক এক দিন ভিক্ষা কষ্টিকার নিমিত্ত পরি-  
 মণ করিতে করিতে দেহ পরিত্যাগ করিব। আমি গৃহ এবং প্রিয় ও  
 অপ্রিয় বস্তু সকল পরিহার পূর্বক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া সর্বদা ধূলিপটলে  
 সমাবৃত হইয়া অবস্থান করিব। শোক বা হর্ষে কদাচই অভিভূত  
 হইব না। আমি স্তুতি ও নিন্দার সমান জ্ঞান করিব এবং পরিগ্রহ ও  
 ন্যমতা পরিহার করিয়া জড়, অঙ্গ, ও বর্ধিরের ন্যায় হইয়া প্রতি নিরত  
 প্রসন্নচিত্তে অবস্থিতি করিব। স্বধর্ম্মানুরক্ত হ্রাবর জঙ্গমাশ্রম চতুর্ধিধ  
 প্রজাগণের প্রতি কখনই হিংসা প্রদর্শন বা কাহার ও সন্তি বা ক্যালাপ  
 করিব না। সকল শ্রমের প্রতি অপক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিব। কখন  
 কাহার প্রতি ব্যঙ্গ বা উপহাস করিব না। ইন্দ্রিয়সংযম পূর্বক সর্বদা  
 প্রসন্নবদনে অবস্থিতি করিব। কাহাকেও পথ জিজ্ঞাসা না করিয়া  
 কামক্রোধাদি বিহীন হইয়া যে কোন একটি পথ অবলম্বন পূর্বক গমন  
 করিব। কোন দেশ বা কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গমন বিস্থা গমন  
 গালীন পশ্চাৎ ভাগ অবলোকন করিব না। কলেবর ও আশ্রয় অভি-  
 মান পরিহার করিব। স্বভাব সকলের অগ্রে গমন করিয়া থাকে বলিয়া  
 আমাকে অবশ্যই আহার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি  
 অন্ন আহারাদি জনিত ক্লেশ একবারে পরিত্যাগ করিব। আমি এক  
 গৃহে অল্পপরিমাণে ভিক্ষা না পাইয়াও অন্য গৃহে এবং তথায়ও যদি  
 ভিক্ষা প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে অন্য কোন গৃহে প্রার্থনা করিব।  
 যে দিন কোথাও কিছু ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইব, সেই দিন আমি নিরাহায়েই  
 কালযাপন করিব। গৃহ সমুদয় ধূমবিহীন ও অনলশূন্য, গৃহস্থদিগের  
 সৌজন ব্যাপার সুসম্পন্ন এবং অতিথির সমাগম বিরহিত হইলে আমি  
 এক চালে দুই তিন কিস্মা পাঁচ গৃহে ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পর্যটন  
 করিব। আমি আশাপাশ হইতে একবারের মুক্ত হইব এবং লাভ ও ক্ষতি  
 এই উভয়েতেই সমান জ্ঞান করিব। কখনই জীবিতাভিলাষী কিস্মা  
 সুমুগুর ন্যায় কার্য্য করিতে পারিব না। জীবন ও মৃত্যুতে হর্ষ বা বিদ্বেষ  
 প্রকাশ করিব না। এক ব্যক্তি কুষ্ঠারদ্বারা আমার এক হস্ত ছেদন ও  
 অপর ব্যক্তি আমার অন্য হস্তে চন্দন লেপন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি  
 ঐ উভয় ব্যক্তিরই শুভ বা অশুভ অহুষ্ঠান করিতে অতিলাষ করিব  
 না। জীবিত ব্যক্তি যে সমুদায় উন্নতি জনক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়,  
 আমি সেই সকল কার্য্যেই একান্ত বিমুগ্ধ হইয়া শরীর সাক্ষ্য ধারণ করিব।  
 আমি কোন কার্য্যেই লিপ্ত হইব না। ইন্দ্রিয় ব্যাপার সমস্তই পরিত্যাগ

করিব ; বিষয় বাসনাকে মনেও স্থান প্রদান করিব না ; আত্মাকে পাপ হইতে পরিজ্ঞাপ করিব ; অসৎ কার্য্যরূপ পাপ হইতে অন্তরিত থাকিব এবং বায়ুর ন্যায় কাহারও আয়ত্ত হইব না ।

হে ধনঞ্জয় ! এই প্রকারে আমি বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক শাস্তি সন্তোষ প্রাপ্ত হইব । আমি বিষয়াভিলাষী হইয়া ঘোরতর পাপ কার্য্যে অমুষ্ঠান করিয়াছি । অনেকানেক লোক উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট কার্য্যে অমুষ্ঠানপূর্ব্বক আপনার পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দে প্রধান কারণভূত ভাৰ্য্যা পরিবারদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকে ; কিন্তু দেহাবদানে তাহাদিগকে সেই সকল কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয় । এই সংসার রথচক্রে ন্যায় অবিরত পরিভ্রমণ করিতেছে । প্রাণিগণ ইহাতে কণ্ট্রহুজে আবদ্ধ হইয়া জীবগণের সহিত সমাগত হয় । এই নিত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর সংসার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনাতে একান্ত সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে । যিনি এই সংসার পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই বথার্থ সুখলাভ করিতে পারেন । দেবগণকে স্বর্গ এবং মহর্ষিদিগকে স্ব স্থানে হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে সন্দর্শন করিয়া কোন্ সুস্মদশী ব্যক্তি সংসারে অবস্থান করিতে অভিলাষ করিবেন । আর দেখ, একজন মহী পাল বিবিধ কার্য্যের অমুষ্ঠান পূর্ব্বক পরিশেষে সামান্য কারণে অন্যান্য রাজগণ কর্তৃক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ।

হে ধনঞ্জয় ! আমার বজ্রকালের পর এই দিব্যজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে । আমি জ্ঞানবলে শাস্তি স্থান প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ব্যস্ত করিয়াছি । অতঃপর অনবরত ঐ প্রকার ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক নির্ভর অবলম্বন করিয়া বিচরণ করিতে করিতে এই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি বেদনাভিভূত পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিব ।

### দশম অধ্যায় । ১০ ।

ব্রহ্মোদর কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আপনার অর্থ বিষয়িনী কৃষ্ণ তিরোহিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধন আপনি এক্ষণে হতভাগ্য প্রোক্ত ন্যায় বাঁকা বলিতেছেন । যদি আপনি রাজধর্ম্মে যথেষ্ট প্রকাশ পূর্ব্বক আলস্যে কালযাপন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন তবে কি ক্রান্ত যতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে সংহার করিলেন ? অজিত ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ

মিত্রের প্রতিও ক্ষমা, অহুকম্পা, কারুণ্য বা অনুশংসূতা প্রকাশ করেন না। যাহা হউক, পূর্বে আমরা আপনার এই প্রকার মতি অবগত হইতে পারিলে, কখনই শত্রু গ্রহণ বা কাহারও জীবন সংহার করিতাম না। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক জীবন অতিবাহিত করিতাম। তাহা হইলে এই নরপতিগণ এই বোরতর যুদ্ধে কখনই প্রবৃত্ত হইতেন না। পণ্ডিতগণ স্থাবর ঐক্যমাত্মক সমস্ত বস্তুরই জীবন ধারণ করিবার উপায় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ক্ষত্রিয় ধর্মবিশারদ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, রাজ্য গ্রহণ সময়ে যে সমুদয় ব্যক্তি শত্রুতাচরণ করিবে, তাহাদিগকে বিনাশ করা অবশ্য বিধেয়। আমরা তাহাদিগের আদেশানুসারে শত্রুদিগকে নিহত করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি; আপনি এক্ষণে ধর্ম্যানুসারে রাজ্য ভোগ করুন। জলার্থী ব্যক্তি কুপ গমন পূর্বক জল লাভ না করিয়া পল্লিলিপ্তকলেবরে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, মধুলুক ব্যক্তি মহা বুদ্ধে আরোহণ পূর্বক মধু আহরণ করত মধু পান না করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিলে, স্বনলোলুপ ব্যক্তি আশাবলে প্রভূত পথ অতিক্রম করত নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে, বীরপুরুষগণ সমস্ত শত্রুদিগকে সংহার পূর্বক পরিশেষে আত্মবাতী হইলে এবং ক্ষুধিত ব্যক্তি অন্ন প্রাপ্ত ও কামুক ব্যক্তি কামিনী প্রাপ্ত হইয়া ভোগ না করিলে, যেকোন শোক উপস্থিত হয়, আমরা শত্রুদিগকে সংহার করিয়া রাজ্য ভোগ না করিলে অশ্রমাদিগকে সেইরূপ শোক করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে, আমরা আপনাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া আপনার অহুগত হইয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হইতেছি। আমরা বাহবীর্ষ্যশালী ও কৃতবিদ্যা হইয়াও অশক্তের ন্যায় ক্রীবেব বাক্যের অধীন হইয়া রহিয়াছি; স্তূতরাং লোকে আমাদেরকে কি নিমিত্ত গতিহীন ও অর্থভ্রষ্ট অবলোকন না করিবে। আপদাপন্ন, অপ্রাক্ত অথবা শত্রু কর্তৃক পরাজিত ব্যক্তিই সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ পূর্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্তব্য। হৃস্মদশী বুদ্ধিমান লোকেরা এই জন্যই বিষয়কামনা পরিত্যাগ ধর্মবিরুদ্ধ ও নিতান্ত অকর্তব্য বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়গণ হিংসা করিবার নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করেন। তাহাদিগের হিংসাই একমাত্র অবলম্বন, স্তূতরাং সেই সহজ হিংসা ধর্মের ও তাহার সৃষ্টি কর্তাকে নিন্দা করা ক্ষত্রিয়গণের কদাচিৎ কর্তব্য নহে। বেদের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ বনহীন ব্যক্তিগণই ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করা অকর্তব্য নহে বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে সন্ন্যাস রূপ কপট

ধর্ম অবলম্বন পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করা সাতিশয় কঠিন । উহাতে অবিলম্বেই প্রাণ বিনাশ হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা । যে ব্যক্তি পুত্র, পৌত্র, দেবতা, ঋষি, অতিথি ও গুরুজনের ভরণ পোষণ করিতে সমর্থ হয় না, সেই ব্যক্তিই একাকী বনমধ্যে স্থখে কালাযাপন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে । বনচারী মৃগ, বরাহ ও বিহঙ্গমগণের ন্যায় পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে বিমুখ বনচারী মনুষ্যগণও স্তরলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় না । যদি ভ্যাগপরায়ণ হইলেই সিদ্ধি লাভ করা যাইত, তাহা হইলে পর্তু ও মহীরুহগণও অনারাসে সিদ্ধি লাভ করিত । লোকে আপনাত্ত ভ্যাগ প্রভাবেরই সিদ্ধি হইয়া থাকে, অন্যের ভ্যাগবলে কখনই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না । অতএব কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য । কর্ম্ম ব্যতিরেকে সিদ্ধি লাভের উপায় আরু কিছুই নাই । যদি আপনাত্ত ভরণ পোষণ করিলেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে জল জন্তু ও স্থাবরগণও অনারাসে সিদ্ধি লাভ করিত । ভগতের সমুদায় লোক স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে । অতএব কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই অবশ্য কর্তব্য । কর্ম্মবিহীন ব্যক্তি কখনই সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না ।

### একাদশ অধ্যায় । ১১ ।

ধনঞ্জয় কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! এই বিষয়ে তাপসগণের সহিত ভগবান্ ইন্দ্রের কথোপকথন উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কথিত আছে, আপনাত্ত নিকট সেই ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্বকালে কতকগুলি অজ্ঞাতশাস্ত্র ব্রাহ্মণ ইত্যন্তত পর্য্যটন করাই যথার্থ ধর্ম্ম এই প্রকার বিবেচনা করিয়া গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মচারিবশে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তদর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগের প্রতি প্রশ্ন হইয়া স্ববর্ণময় পক্ষীর বেশে তাঁহাদিগের সমক্ষে কহিলেন, বিবসানীগণ যে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রাকৃত মানবের পক্ষে তাহা সাতিশয় কঠিন । ঐ কার্য্যাদারা পুণ্য সঞ্চয়, জীবনের সার্থকতা ও অস্তে সদ্ধতি লাভ হইয়া থাকে ।

সেই সময় ঐ ঋষিগণ পক্ষীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ঐ দেব বিহঙ্গম বিবসানীগণের প্রশংসা করিতেছে । আমরা বিবসানী, অতএব আমরাইকেই এই প্রশংসা করিতেছে নহুহু নাই ।

তখন বিহঙ্গম কহিল, হে মুনিগণ! তোমরা পঙ্কদিক্ষাঙ্গ রজোগুণ বিশিষ্ট উচ্ছিষ্টভোজী ও মন্দবুদ্ধি; তোমরা কোন ক্রমেই বিষমাসী হইতে পার না। আমিও তোমাদিগের প্রশংসা করি নাই।

তাপসগণ কহিলেন, হে বিহঙ্গম! এই প্রকারে অবস্থিতি করাই আমাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম, এই বিবেচনা করিয়া আমরা ইহাতে রত হইয়াছি। ইহা অপেক্ষা যদি কিছু মঙ্গলজনক থাকে, তবে তাহার উপদেশ প্রদান কর। আমরা তাহাতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিব।

বিহঙ্গম কহিল, হে ঋষিগণ! তোমরা যদি আমার কথাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করিব।

তাপসগণ কহিলেক, মহাশয়! তুমি সমুদয় পথ অবগত আছ; অতএব আমরা তোমার বাক্য শ্রবণ পূর্বক তদনুযায়ী কার্যের অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে তুমি তোমাদিগকে যথার্থ উপদেশ প্রদান কর।

সেই সময় বিহঙ্গম কহিল, হে ঋষিগণ! চতুস্পদমধ্যে গোধন, ধাতু-দ্রব্য মধ্যে কাকন, শল্য মধ্যে মল্ল এবং দ্বিপদ মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান। ব্রাহ্মণের জন্মাবধি মৃত্যু পর্যন্ত মস্তোক্ত জাতকর্ম্মাদি সংস্কার হইয়া থাকে। বেদমন্ত্রদ্বারা ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণগণ সুরলোকে গমন করিতে পারে। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া যে দেবতাকে ঈশ্বর জ্ঞান পূর্বক আরাধনা করে, সে দেহাবসানে সেই দেবতার সালোক্য প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয়। সকলেই সিদ্ধিলাভের প্রার্থনা করিয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্মত্যাগী হইলেই কদাচ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। স্তব্রাং গৃহস্থশ্রম কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উপায় ও অতি পবিত্র এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা কর্ম্মকে নিন্দা করিয়া কুপথে পদার্পণ করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়, ধনবিহীন ও পাপপরায়ণ। যাহারা সুরলোকে ও পিতৃলোকে গমন এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ পরিত্যাগ করে, পরিশেষে তাহাদিগের কীটযোনিতে গমন করিতে হয়। গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্বক বহুবিধ পুণ্য কার্যের অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ তপোহুষ্ঠান করা হয়। অতএব তোমরা সেইরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ কর। বিধিপূর্বক প্রতিদিন দেবপূজা, পিতৃতপণ, ব্রহ্মোপাসনা ও গুরু পরিচর্যা করা অনার্য্য সাধ্য নহে। কিন্তু তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে অনার্য্যের সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। দেখ, দেবগণ এই প্রকার হ্রস্ব তপোহুষ্ঠান পূর্বক পশ্চিম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। অতএব আমি



তোমাদিগকে গৃহস্থ ধর্ম অবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছি । মনুষ্যাগণের গৃহস্থ ধর্ম অবলম্বনই মহাতপস্যা সন্দেহ নাই । উহা অনুষ্ঠান করিলে সর্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । রাগদ্বेष পরিবর্জিত নির্ম্মৎসর ব্রাহ্মণগণ গাহস্থ ধর্ম প্রতিপালনকে তপস্যা বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । হে ঋষিগণ ! যাহারা প্রাতঃকাল ও সায়াংসময়ে পিতৃলোক, অগ্নি, দেবতা ও আত্মীয়দিগকে অন্ন প্রদান পূর্বক আপনি অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া থাকে, তাহাদিগকেই বিঘসাশী বলা যায় । বিঘসাশীগণের ন্যায় কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতে কেহই সমর্থ হয় না । তাঁহারা আপনাদিগের কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ফলে ইহ লোকে ও জনসমাজে সম্মান ভাজন হইয়া অন্তিমকালে নিরাপদে ইন্দ্রলোকে অনন্তকাল অবস্থান করেন ।

হে মহারাজ ! সেই সময় তাপসগণ ঐ পক্ষির ধর্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্বক গৃহস্থাত্মম ব্যতিরেকে অন্য আশ্রমে সিদ্ধি লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বন করিলেন । অতএব আপনিও এক্ষণে ধৈর্য্যধারণ করিয়া এই শত্রুবিহীন সমান্তরা বনুকরা প্রতিপালন করুন ।

### দ্বাদশ অধ্যায় । ১২ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন ! ঐ সময় ধর্মপরায়ণ মিতভাষী মহাবাহু নকুল ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সন্দর্শন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে মহাত্মন ! সুরগণ বিশাখযুগক্ষেত্রে বহু সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত স্থূল প্রস্তুত করিয়াছিলেন । তাঁহাদিগের সেই সকল স্থূল-অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে । অতএব স্পষ্টই প্রতীক্শমান হইতেছে যে, সুরগণও কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্বক দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । যে পিতৃলোকেরা জলবর্ষণ পূর্বক প্রাণিগণের জীবন রক্ষা করিতেছেন । তাঁহাদিগকেও রিধিপূর্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় । যাহারা বেদোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহারা নাস্তিক । যে ব্রাহ্মণ সকল কার্য্যই বেদোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তিনিই বেদপথ অবলম্বন পূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন । বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থ আশ্রমকে সমস্ত আশ্রমের প্রধান বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন । যে ব্যক্তি ধর্মপথ

অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জন পূর্বক প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকেই সাম্বিক সন্ন্যাসী বলা যায়। যে ব্যক্তি গার্হস্থ সুখাশ্রম দশ পরিত্যাগ পূর্বক মোক্ষ কামনায় অরণ্যে পর্যটন করত কলেবর পরিত্যাগ করে, তাঁহাকে তামস সন্ন্যাসী কহে। আর যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া বৃক্ষমূলে অবস্থান পূর্বক কাহার নিকট কিছু প্রার্থনা না করিয়া ভিক্ষা করিবার মানসে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহাকে ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলা যায়। এবং যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ, হর্ষ ও ক্রুরতা পরিহার পূর্বক সর্বদা বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ও ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বহে। পণ্ডিতগণ কহিয়া গিয়াছেন যে, এক গৃহস্থাত্মম ব্রহ্মচর্যাাদি তিন আশ্রমের তুল্য। অন্যান্য আশ্রমে কেবল স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু গৃহস্থাত্মমে স্বর্গ ও কাম এই উভয়ই লাভ হইবা থাকে। অতএব এই আশ্রম লোক-তত্ত্ব বেত্তা মহর্ষিগণের প্রধান গতি; যিনি গার্হস্থ আশ্রম শ্রেষ্ঠ বলিয়া উহাই অবলম্বন পূর্বক রাগ দ্বেষাদি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তাঁহাকেই যথার্থ ত্যাগশীল বলা যায়। যে ব্যক্তি গৃহ পরিহার করিয়া মূৰ্ত্তের ন্যায় কেবল বনচারী হয়, সে ব্যক্তি ত্যাগশীল হইতে পারে না। ধর্মধ্বজী ব্যক্তি অরণ্যে অবস্থান করিয়া কামাদি স্মরণ করিলে পরিণামে কৃতান্ত মুহূর্ত্তপাশে তাহার কণ্ঠ বন্ধন করেন। অভিমান সহকারে কার্য্য করিলে উহা কদাচ ফল প্রদান করে না ত্যাগশীল হইয়া কার্য্য করিলে তাহা মহাফল প্রদ হয়। গৃহস্থাত্মমে শম, দম, ধৈর্য্য, সত্য, শৌচ, সরলতা যজ্ঞ ও ধর্ম প্রভৃতি তপস্বিজ্ঞানোচিত ক্রিয়া কলাপ এবং দেবতা, অতিথি পিতৃগণের পূজা মনোমাসে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই আশ্রমে ত্রিবর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই ব্রাহ্মণসেবিত গার্হস্থ ধর্ম প্রতিপালন পূর্বক ত্যাগশীল হয়, কখনই তাহার অপকার হয় না। হে রাজন্ ! ধর্ম-পরায়ণ পাপশূন্য প্রজাপতি বৃহদক্ষিণ যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ ই প্রজা সমুদয়, যজ্ঞীয় তরুলতা, ওষধি, পশু ও পবিত্র স্রুতের সৃষ্টি করিয়াছেন। গৃহস্থদিগের যজ্ঞ করা অবশ্য বিধেয়। তন্নিবন্ধন গার্হস্থ ধর্ম অত্যন্ত দৃঢ়। গৃহস্থ যদি পশু ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহাকে সতত পাপ ফোগ করিতে হয়। বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জন ও মনে মনে শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কই মুনিগণের যজ্ঞ। ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণগণের মনঃ সমাধান দেবগণেরও প্রার্থনীয়।

হে রাজন্ ! আপনি এক্ষণে এই সমুদয় সংগৃহীত বিচিত্র রত্ন যজ্ঞ কার্য্যে ব্যয় করিতে অভিলাষী করিয়া কি নিমিত্ত নীতিকের ন্যায় বাকা

প্রাধিকার করিতেছেন? যিনি পরিবারগণে পরিবৃত্ত হইয়া বাস করেন, তাঁহার সর্বস্বত্যাগী হওয়া কদাচ কর্তব্য নহে । আপনি আমাদিগের আহুত অর্থ দ্বারা ব্রাহ্মণগণের অভিযত রাজস্ব, অশ্বমেধ ও সর্ষপমেধ প্রভৃতি বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন । রাজার প্রাদাদোষেই প্রজাগণ মন্থাতঙ্করাদি কর্তৃক ঝুট প্রাপ্ত হয় । যে রাজা প্রজাদিগকে প্রতিপালন না করেন, তিনি কলি স্বরূপ, আমরা যদি ব্রাহ্মণদিগকে অশ্ব, গো, দাগী অলঙ্কারপরিশোভিত কুঞ্জর, গ্রাম, জনপদ, ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান না করিয়া ঈর্ষদা মাৎসর্গ্যের বশবর্তী হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের কলি-স্বরূপ হইতে হইবে । রাজা যদি দানশীলতা বিহীন এবং শরণাগত-প্রতিপালনে পরায়ুধ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাপগ্রস্ত হইয়া অবশেষে দুঃখ ভোগ করিতে হয় । তিনি কখনই সুখভোগ করিতে সমর্থ হন না । আপনি যদি মহাযজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধ ও তীর্থজ্ঞানে পরায়ুধ হইয়া বনবাস অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আপনার মাহাত্ম্য প্রচণ্ডবাতাবহত ছিন্ন গলধরপটলের ন্যায় বিলীন হইবে এবং আপনাকে উভয় লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পিশাচমোচিতে জন্ম লাভ করিতে হইবে । যিনি অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ত্যাগশীল । মাত্র গৃহ পরিত্যাগ করিলে কখনই ত্যাগশীল হইতে পারে না । এই নিয়মামুসারে কার্য্য করিলে ব্রাহ্মণদিগকে কদাচ হীন হইতে হয় না । হে ধর্ম্মরাজ ! কোন ব্যক্তি দৈত্যনিপাত্তন দেবরাজ ইন্দ্ৰের ন্যায় ধর্ম্মামুসারে বলবীৰ্য্যশালী শত্রুগণকে সংহার পূর্ব্বক শোক প্রকাশ করে । আপনি স্বীয় ধর্ম্মামুসারে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক এই পৃথিবী জয় করিয়াছেন । এক্ষণে উহা বেদবিশারদ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান পূর্ব্বক অনায়াসে সুরলোকে গমন করিতে পারেন, আপনি কি নিমিত্ত বৃথা শোক প্রকাশ করিতেছেন ।

—\*—

### ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১৩ ।

মহামতি নকুলের বাক্যাবসানে মণ্ডাবীর সহদেব ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আমার পুত্র, আমার স্নেহজ, আমার পুত্র, ইত্যাদি জ্ঞানাত্মক মমকার বলী ধার । মমকার দুই প্রকার, বাহ্য ও আন্তরিক । কেবল বাহ্য মমকার পরিত্যাগী হইলে

কোন প্রকারেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না। আন্তরিক মমকার পরিত্যাগী হইলেও সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, কি না সন্দেহ। বাহ্য মমকারবিহীন আন্তরিক মমকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের যে ধর্ম ও সুখ লাভ হইয়া থাকে, তাহা আমাদের শত্রুগণের হউক, আর আন্তরিক মমকার রশূন্য ব্যক্তিগণের যে ধর্ম ও সুখ লাভ হইয়া থাকে, আমাদের মিত্রগণ সেই ধর্ম ও সুখ লাভ করুন। মমকার মৃত্যু স্বরূপ ও নিশ্চয়তা শাস্ত্রতঃ ব্রহ্মরূপ। ব্রহ্ম ও মৃত্যু অদৃশ্যভাবে আত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রাণিদিগকে কার্য্যে প্রবর্তিত করিতেছেন। হে ধর্মরাজ ! যদ্যপি অত্মা অবি-নাশী হয়, তবে কি নিমিত্ত অন্যের জীবন বিনষ্ট করিলে, হিংসা ধর্মের নিগূহ হইতে হইবে? আর যদি দেহের সহিত আত্মার এক কালে উৎপত্তি ও এক কালে ধ্বংস হইয়া থাকে, তবে পরলোকোদ্দেশে যে সমুদার ক্রিয়াকলাপের অমুষ্ঠান করা হয়, সেই সমুদারই বৃথা হইতে পারে। অতএব আত্মা অবিনশ্বর, কি নশ্বর, ইহা নিশ্চয় না করিয়া পূর্ব্বজন সাধু-গণ যে সত্য অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সেই পথ অবলম্বন করাই অবশ্য কর্তব্য।

বেদনগতি স্থাবর জঙ্গমান্নক সমস্ত মেদিনীর অধীশ্বর হইয়া উহা উপভোগ না করেন, তাঁহার জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ বাহারি অরণ্যে বাস ও বনজাত দ্রব্য সমুদার ভোজন পূর্ব্বক বাহ্য পদার্থ রাজ্যাদির সমতা করে, তাহাদিগকে করাল কালকবলে বাস করিতে হয়। এক্ষণে আপনি জীবগণের বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সকল পর্য্যবেক্ষণ করুন। বাহারি আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, তাহাদিগকে আর সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয় না। আপনি আমার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধিতা ও গুরু; অতএব আপনি আমার এই আন্তঃপ্রাণ প্রবণ পূর্ব্বক জুড় হইবেন না, আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি যে সমুদার বাক্যের উল্লেখ করিলাম, ইহা সত্য হউক, কিনা মিথ্যাই হউক, আন্তরিক ভক্তি পূর্ব্বকই কহিয়াছি।

### চতুর্দশ অধ্যায় । ১৪ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ ! ধর্মরাজ বুদ্ধিতির ভ্রাতৃগণের এই প্রকার বিবিধ বেদবিধানানুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র উত্তর

প্রদান করিলেন না। সেই সময় অসামান্যরূপলাবণ্যসম্পন্ন সংকুলো-  
ক্ত বা ধর্মদর্শিনী জ্যোতী কুঞ্জর সমূহ পরিবৃত্ত যুধপতির ন্যায় ভ্রাতৃগণে  
সমাবৃত রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি হৃষ্টপাক করিয়া স্নানধুর সাধুনা বাক্য  
কহিতে লাগিলেন, হে নাথ ! আপনার এই ভ্রাতৃগণ চাতকের ন্যায়  
‘বারংবার শুষ্ককণ্ঠে চীৎকার করিতেছেন ; কিন্তু আপনি একবারও উহা-  
দিগের অভিনন্দন করিতেছেন না। এক্ষণে মুক্তিসিদ্ধ বচন বিন্যাসবার্য  
এই চিরতুঃখভোগী ভ্রাতৃগণের আনন্দ বর্জন করা আপনার অবশ্য কর্তব্য।  
আপনার ভ্রাতৃগণ পূর্বে দ্বৈতবনে শীত, বাত ও আতপে নিত্যন্ত ক্লান্ত  
হইলে, আপনি উহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, আমরা রথসমাক্রান্ত হইয়া  
রাজা দুর্যোধনকে সংহার পূর্বক এই সমাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করিব।  
যখন তোমরা রথিদিগকে রথবিহীন এবং মাতঙ্গ ও আরোহিণের মৃত-  
কলেবরে ও রথ সমূহে পৃথিবী সমাকীর্ণ করিয়া প্রভূতদক্ষিণ যজ্ঞের  
অনুষ্ঠান করিবে, সেই সময় তোমাদিগের এই বনবাসজনিত তুঃখ অতীব  
সুখকর হইবে। তৎকালে আপনি উহাদিগকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান  
করিয়া আজি কি নিমিত্ত আমাদিগের চিত্ত ব্যথিত করিতেছেন ? ক্লীব  
ব্যক্তি কখনই পৃথিবী বা ঐশ্বর্য ভোগ করিতে অধিকারী হয় না। যেরূপ  
মৎস্য পক্ষে অবস্থিতি করে না, সেইরূপ ক্লীবের গৃহে কখনই পুত্র উৎ-  
পন্ন হইতে পারে না। দত্তবিহীন নরপতির কিছুমাত্র প্রার্থাপ বা ভূমি-  
ভোগে অধিকার থাকে না, এবং তাঁহার প্রভাগও দুঃখসম্ভোগ করিতে  
সমর্থ হয় না। সকলের সহিত মিত্রতা, দান, অধ্যয়ন ও তপোঅনুষ্ঠান  
ব্রাহ্মণেরই নিত্য ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের নহে। হুষ্টিদিগের দমন ও শিষ্টগণের  
প্রতিপালন করা এবং সংগ্রামে পরাজুখ না হওয়াই রাজাদিগের উৎকৃষ্ট  
ধর্ম। বাহার কলেবরে ক্ষমা ও ক্রোধ, দান ও অদান, ভয় ও নিভীকতা  
এবং নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিদ্যমান থাকে, লোকে তাহাকেই ধার্মিক বলিয়া  
গণনা করে। আপনি বিহ্য দান, সন্ধি, যজ্ঞ বা যাচঞাধারা এই  
বস্তুমতী প্রাপ্ত হন নাই। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বখামা প্রভৃতি বীরগণ  
কর্তৃক পরিরক্ষিত বিপুল গজ অথবা রথসম্পন্ন শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদিগকে  
বিনাশ করিয়াই এই পৃথিবীর স্নানধুর হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে  
ইহা উপভোগ করাই আপনার অবশ্য কর্তব্য। হে পুরুষবাহ্য ! আপনি  
স্বীয় দুঃখপ্রভাবে বিবিধ জনপদাধীর্ণ অম্বরীপ, মহামেয়র পশ্চিমস্থিত,  
ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, মেইশ্বরীর পূর্বস্থিত, শাকদ্বীপ, উহার উত্তরস্থিত শাকদ্বীপ

দ্বীপ শাসন করিয়াছেন। এই সমুদ্র অগৌরব কাঁচ সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট সম্মান ভাজন হইয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত প্রীতিলভ করিতেছেন না ? উক্ত বৃষভ সদৃশ, প্রমত্ত গজেন্দ্রতুল্য ভাতৃগণকে একবার অবলোকন পূর্বক আনন্দ প্রকাশ করুন। উহারা সকলেই শক্রনিপাতন ও দেবতুল্য। আমরা বোধ হয়, আপত্তাদিগের মধ্যে এক জন মাত্র স্বামী হইলেই আমার স্নেহের পরিমীমা থাকিত না। কিন্তু আমার ভাগ্য প্রভাবে শরীরস্থিত পক্ষ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় তোমরা পাঁচ জনই আমার স্বামী হইয়াছ। মহারাজ ! পূর্বে কুন্তীদেবী আমাকে বলিয়াছিলেন, পাঞ্চালি ! রাজা যুদ্ধিষ্ঠির অসংখ্য ভূপালদিগকে সংহার পূর্বক তোমাকে যার পর নাই স্তম্ভ করিবেন, সেই পরিণামদর্শিনী আখ্যা কুন্তীর বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। কিন্তু এক্ষণে আপনার মোহবশতঃ বুঝি তাঁহার সেই বাক্য মিথ্যা হয় ; হে ধর্ম্মরাজ ! জ্যেষ্ঠ উন্মত্ত হইলে তাঁহার ভাতৃগণও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, স্তত্রাং এক আপনার উন্মত্ততানিবন্ধন সমুদায় পশুবৎ উন্মত্ত হইয়াছেন। যদি উহারাও উন্মত্ত না হইতেন, তাহা হইলে আপনাকে নাস্তিকগণের সহিত আবদ্ধ করিয়া আপনারাই পৃথিবী শাসন করিতেন। এক্ষণে আপনি যে প্রকার ভ্রান্তি-প্রায় প্রকাশ করিতেছেন, শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত মুঢ়গণই এইরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি উন্মত্ত হয়, ধূপ, কজ্জল ও নস্য প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করা অবশ্য কর্তব্য ! আমি পুত্রহীন, স্তত্রাং রমণীগণের মধ্যে নিতান্ত অধম হইয়াও জীবন ধারণ করিতে বাসনা করিতেছি। আপনি ইহাদিগের সাক্ষাতে আমার বাক্যে অবজ্ঞা করিবেন না। আপনি পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিয়া অগাধ সমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছেন। মহারাজ মাক্ষতো ও অমরীষ যেক্রপ পৃথিবীস্থিত সমুদায় ভূপতির মাননীয় ছিলেন, এক্ষণে আপনিও সেইরূপ হইয়াছেন। অতএব আপনি চিত্তকোভ পরিত্যাগ পূর্বক ধর্ম্মানুসারে এই গিরিকানন সম্পন্ন সঙ্গাগরা বহুদ্রা শাসন, প্রজাপালন, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভোজ্য বস্ত্র ও ধনরত্ন প্রদান করুন।

## পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৫ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন ! মহামতি ধনঞ্জয় দ্রৌপদীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্বার ক্ষোভ জাতা যুধিষ্ঠিরকে যথোচিত সম্মান পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধর্মরাজ ! এও প্রজাগণকে শাসন ও প্রতিপালন করিয়া থাকে । সকলে নিদ্রাভিভূত হইলেও একাকী এই দণ্ড জাগরণ করে । পণ্ডিতগণ দণ্ডকে উৎকৃষ্ট ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়া আগিয়াছেন । দণ্ড ধর্ম, অর্থ ও কামকে রক্ষা করে বলিয়া উহা জীবর্গ হইলেন কথিত হয় । দণ্ডবলে ধন ও ধান্য রক্ষিত হইয়া থাকে । আর রাজদেখুন, অনেকানেক পামরগণ রাজ-দণ্ডভয়ে, অনেকে বনদণ্ডভয়ে, অনেকে যথাকারলোকভয়ে এবং অনেকে লোকভয়ে পাপকার্যের অমুষ্ঠানে প্রযুক্ত কহের না । অনেকে কেবল দণ্ডভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভয় করে না ।

অকলতঃ সংসারের প্রারম্ভ সমস্ত কার্যই দণ্ডভয়ে নির্বাহ হইতেছে ! দণ্ড সংসারকে রক্ষা না করিলে সমস্তই প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া বাইত । দণ্ড দুর্দান্তদিগকে দমন ও দুর্বিনীত ব্যক্তিগণকে শাসন করিয়া থাকে । দমন ও শাসন করে বলিয়া উহা দণ্ড নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ব্রাহ্মণের তিরস্কার, ক্ষত্রিয়দিগকে বেতন দান না করা, বৈশ্যের রাজসম্মিধানে ভ্রষ্টা জাত সমর্পণ এবং শূদ্রের সর্বস্বাপহরণই সমুচিত দণ্ড । সমুদ্রের মোহা-  
ন্ধকার নিরাস ও ধন রক্ষার্থ জন-সমাজে দণ্ডের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে । দণ্ডের কলেবর কৃষ্ণ ও নেত্র লোহিত বর্ণ । যে স্থানে দণ্ডের প্রাচীর্ভাব এবং রাজার সাধুদর্শিতা থাকে, সেই স্থানে প্রজাগণ কখনই মোহাভিভূত হয় না । ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক ইহারা দণ্ডের ভয়েই স্ব স্ব পথে অবস্থিতি করিতেছেন । ভীত না হইয়া যজ্ঞের অমুষ্ঠান, দান ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে কেহই বাসনা করে না । আর দেখুন, অনেক ধর্মছেদন, দুর্ব্রহ কার্য সম্পাদন এবং মীন হস্তার ন্যায় 'লোকের জীবন সংহার না করিলে অতুল ঐশ্বর্য, কীর্তি ও প্রজাগাভ হইতে পারে না । ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রও বৃদ্ধাসুরকে বিনাশ করিয়াই ইন্দ্র প্রাপ্ত হইয়াছেন । দেখুন, যে সমুদ্রায় দেবতা অমরনিহন্তা, লোকে ভক্তি পূর্বক তাঁহাদিগকেই পূজা করিয়া থাকে । ক্রতু, কার্তিকেয়, পুরন্দর, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, মৃত্যু, কুবের, স্বর্ঘ্য এবং বহু, মরুৎ, সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ ইহারা সকলেই অমর নিহন্তা, মনবগণ ইহাদিগের প্রবল প্রতাপ স্মরণ করিয়া ইহাদিগকে নমস্কার করিয়া থাকে । ব্রহ্মা, বিধাতৃ প্রভৃতি দেবগণের

নিকট প্রণত হয় না। শান্তিশীল ইন্দ্রিয় নিগ্রহপরাগণ, উদাসীন সুরগণ কেবল কতকগুলি সর্বকাৰ্য্যানুষ্ঠান তৎপর লোক কর্তৃক অর্চিত হইয়া থাকেন। আর দেখুন, এই জীবলোকে হিংসা না করিয়া কেহই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বলবান্ জীবগণ দুর্বল প্রাণিদিগকে, হিংসা করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। নকুল মুষিককে, মার্জার নকুলকে, কুক্কর মার্জারকে, চিত্রব্যাঘ্র কুক্করকে এবং মনুষ্য সেই চিত্র ব্যাঘ্রকে সংহার পূর্বক ভক্ষণ করিয়া থাকে। বিধাতা আপনি স্থাবর, জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থকে জীবের প্রাণধারণোপযোগি অন্ন স্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত বিজ্ঞগণ হিংসা সহকারে জীবিকা নির্বাহ করিতে কোনক্রমেই সঙ্কুচিত হন না।

হে পশুপতি! আপনি ক্ষত্রিকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব আপনার ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য। মূৰ্খেরাই ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করে। দেখুন, তাপস-গণও হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। জলে, ভূতলে, ও ফল সকলে অসংখ্য জীব অবস্থিতি করে। লোকে জীবন ধারণার্থ সেই সমস্ত প্রাণিগণের জীবন সংহার করিতেছে। এই অবনীতে একপ স্তম্ভ স্তম্ভ প্রাণি আছে যে, কেবল তর্কদ্বারা তাহাদিগের মত্তা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। লোকের অক্ষিপক্ষের আঘাতেও সেই সকল প্রাণির জীবন বিনষ্ট হইতেছে। অনেক মুনি রাগদ্বন্দ্ব পরিত্যাগ পূর্বক গ্রাম হইতে বিনির্গত ও বনবাসী হইয়াও বিমুগ্ধচিত্তে গৃহত্যাগ্রম অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। অনেক সামান্য মনুষ্যও ভূমিভেদ এবং ওষধি, পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদি ছেদন পূর্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সুরলোকে গমন করিতেছে। যাহা হউক, দণ্ডনীতি প্রভাবেই প্রাণিগণের সমুদায় কার্য্য সিন্ধি হয়, সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে যদি দণ্ডের প্রাহুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে সমুদায় প্রজাই নিশ্চয় বিনষ্ট হইত, এবং বল-বান্ মনুষ্য দুর্বল মনুষ্যদিগকে মৎস্যের ন্যায় ভক্ষণ করিত। পূর্বকালে ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, দণ্ড সুবিহিত হইয়া প্রজাগণকে রক্ষা করে। বিধাতার এই বাক্যে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দেখুন, জ্বতাশন একবার প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াও ক্রুর প্রভাবে ভীত হইয়া পুনর্বার প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। দণ্ড যদি সৎ ও অসতের বিচার না করিত, তাহা হইলে এই প্রাণি সমুদায় প্রগাঢ় অন্ধকারবৃত্তের ন্যায় দৃষ্ট হইত। আর কোল বিষয়ই অনুভূত হইত না। দেখুন, বেদানন্দক



নাটিকগণও দণ্ডপ্রাপ্তি নিশ্চিত হইয়া নৃত্যের নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকে। ফলত সমস্ত লোকই দণ্ডের আয়ত্ত। যথার্থ শুদ্ধব্রতাব সম্পন্ন লোক অতি দুর্ভেদ। বিবাতা চারিঘণ্টার ভেদ নির্দেশ, উত্তম নীতি প্রবর্তন এবং ধর্মরক্ষার্থই দণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। দণ্ডের মা থাকিলে ব্যাস ও হিংস্র পশুগণ যত্নের হবি এবং অন্যান্য পশু ও মানবদিগকে ভয়ানক করিত। মনুষ্যাগণ বেদাধ্যয়ন ও গবৎসা ধেম্ম দোহন করিত না। নারী সকল ব্যভিচারিণী হইত। সমুদ্র বস্ত্রই উচ্ছিন্ন ও নিয়ম সকল বিলুপ্ত হইয়া যাইত; সকলে সীমন্ত বস্ত্রই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিত; প্রভূতদক্ষিণ সংবৎসর ব্যাপী যজ্ঞ সকল নির্বিন্দে সম্পন্ন হইত না; কেহ বিধিপূর্বক আশ্রমধর্ম্য প্রতিপালন ও বিদ্যাশুশীলন করিত না; উষ্ট্র, বলীবর্দ, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভগণ যানবাহনে প্রবৃত্ত হইত না; ভূতাগণ প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিত না, এবং বালিকা পিতার অশ্রু-মতি উন্নয়ন পূর্বক অধর্ম্মাশ্রুতানে প্রবৃত্ত হইত। বিশেষত সমুদ্র প্রজা-দণ্ডেরই নিত্য বশীভূত। মানবগণ দণ্ডপ্রভাবে সুরলোকে গমন ও ভুলোকে স্থখে অবস্থিতি করে। যে স্থানে শত্রুদিপাতন দণ্ড বিরাজিত থাকে, সেই স্থানে পাপ বা প্রতারণার অণুমান প্রার্থ্য্য নাই। যদি দণ্ডের প্রার্থ্য্য নাই থাকিত, তাহা হইলে কুকুর মত অবলোকন করিয়া-মাত্রই অবলেন ও ব্যয়গণ পুরোডাশ অপহরণ করিত মনে নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! এখানে আমরা ধর্ম্মাশ্রুতানে বা অধর্ম্মাশ্রুতানেই হউক, এই রাজ্য অধিকার করিয়াছি; এ বিষয়ে শোক প্রকাশ করা কদাচ কর্তব্য নহে। অতঃপর আপনি যত্ববান হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক এই রাজ্য উপভোগ করুন। পরম সুন্দর অত্যুত্তম পরিচ্ছদধারী মানবগণ পুত্রকল-জের সহিত উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণপূর্বক অনারাসে ধর্ম্মাশ্রুতান করেন। সমু-দ্রায় কার্য্যেই অর্থের আবশ্যক; সেই অর্থ আবার দণ্ডেরই আয়ত্ত অতএব আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, দণ্ডের কিরূপ গৌরব। লোকস্বাত্মা নির্দ্ব্যর্থ্যই ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রবল জন্তকে দুর্বল জন্তর বিনাশ সাধনে সমুদ্র্যত দেখিয়া যদি কেহ সেই প্রবল জন্তকে সং-হার না করে, তাহা হইলে তাহাকে সেই দুর্বল জন্তর তিসায় এক প্রকার ঝড়ক্ষেপ করা হয়। স্ততএব এমন স্থলে প্রবল জন্তকে সংহার পূর্বক দুর্বলের পরিচয় করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। সমুদ্রায় কার্য্যেই আংশিক দোষ ও গুণ বিজ্ঞান থাকে। কেউ কার্য্যেই সম্পূর্ণ দোষ বা গুণ থাকে না। মানবগণ পশুদিগের ব্যবহা ছেদন ও নাসিকা ভেদ করিয়া তাহা-

দেবদ্বারা ভাববহন করাইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগকে প্রহার করে । এই প্রকারে দণ্ডপ্রভাবে জীবলোকের সমস্ত কার্যই নির্বাহ হয় । অতএব আপনি নীতিপথ অবলম্বন করিয়া পূৰ্ণতন ধর্মের অমুষ্ঠান করুন । যজ্ঞের অমুষ্ঠান, দান, প্রজাপালন, মিত্রদিগের রক্ষা শত্রুগণের সংহার সাধন পূৰ্ণক স্বীয় ধর্ম প্রতিপালন করিতে আবৃত্ত হউন । শত্রু সংহারে দীনভাবে অবস্থান করা কর্তব্য নহে । শাস্ত্রানুসারে শত্রু সংহার করিলে অগ্ন্যাত্ত পাপ হয় না । শত্রুদ্বারা আততায়ী ব্রাহ্মণকে সংহার করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না । কারণ ক্রোধই সেই হত্যার প্রধান কারণ । বিশেষতঃ আত্মা বধ্য নহে ; সুতরাং আত্মাকে সংহার করা কোনক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না । যেক্রপ কোন ব্যক্তি পুরাতন গৃহ পরিহার পূৰ্ণক নূতন গৃহে প্রবিষ্ট হয়, সেইক্রপ জীবা-  
ত্মাও এক দেহ পরিত্যাগ পূৰ্ণক অন্য কলেবর আশ্রয় করে । তদ্বদর্শী পতিতগণ উহাকেই মৃত্যু বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ।



### ষোড়শ অধ্যায় । ১৬ ।

সেই সময় অমর্যপরায়ণ মহাতেজা যুগোদয় ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন । হে নরাধিপতে ! ইহলোকে আপনি সমস্ত ধর্মই বিদিত আছেন । আমরা সর্বদা আপনার চরিত্রের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু কিছুতেই উহাতে সমর্থ হইতেছি না । আমি বারংবার মনে করি যে, আপনাকে উপদেশ প্রদান করা আমার কদাচ কর্তব্য নহে, অতএব মৌনাবলম্বন পূৰ্ণক অবস্থান করি, কিন্তু হৃৎথাবেগপ্রভাবে কিছুতেই নিরস্ত হইতে পারি না । এক্ষণে আমি হৃৎখিত হইয়া বাহ্য বসিতেছি, শ্রবণ করুন । আপনার মোহ প্রভাবে আমিদিগের সমস্তই বিকল হই-  
রাছে এবং আমরাও নিতান্ত অবসন্ন ও দুর্বল হইয়াছি । আপনি প্রজা-  
রঞ্জন ও সর্ক্ষাজীবন্তা হইয়া কি নিমিত্ত দীনভাবাপন্ন পুরুষের ন্যায় বিমুগ্ধ হইতেছেন ? আপনি লোকের সম্পত্তি ও দুর্গতি-এবং ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কাল বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত আছেন । এক্ষণে আমি আপনাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। যে যুক্তি সুদৃঢ় নাক্য কহিতেছি, অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন ।

হে রাজন্! ব্যাধি দ্বিবিধ, শারীরিক ও আন্তরিক, এই উভয়বিধ ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। একের সাহায্য না থাকিলে অন্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। শরীর অসুস্থ হইলে শরীর অসুস্থ হইলে মনের অসুস্থ এবং চিত্ত অসুস্থ হইলে শরীরের অসুস্থ হয়-সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অজীত শারীরিক বা আন্তরিক দুঃখ স্মরণ পূর্বক অস্থতাপ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি দুঃখদ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটী শারীরিক গুণ। যাহাদিগের এই তিনটি গুণ সমভাবে অবস্থিতি করে, তাহাদিগকে সুস্থ, আর যাহাদিগের এই তিন গুণের মধ্যে একের বৈলক্ষণ্য জন্মে, তাহাদিগকে অসুস্থ বলা যায়। পণ্ডিতগণ উষ্ণ দ্রব্যদ্বারা কফকে ও শীতল দ্রব্যদ্বারা পিত্তকে নিবারণ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া রোগের প্রতি বিধান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শরীরের ন্যায় মনের তিনটী গুণ আছে। সেই তিন গুণের নাম মত্ত, রজ ও তম। যাহাদিগের ঐ তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তাহাদিগকে সুস্থ। সেই তিন গুণের মধ্যে অন্যতরের বৈলক্ষণ্য হইলে তাহার প্রতি বিধান করা অবশ্য কর্তব্য। শোকদ্বারা হর্ষবেগ ও হর্ষদ্বারা শোকবেগ অবরোধ করিয়া থাকে। সুখসন্তোষ সময়ে অনেক দুঃখ স্মরণ ও অনেক দুঃখ সময়ে সুখ স্মরণ কল্পিয়া থাকে। কিন্তু আপনি কোন কালেই দুঃখে অভিভূত বা সুখে নিতান্ত আগত হন নাই। সুতরাং আপনার সুখ দুঃখ স্মরণ হইবার বিষয় কি? অথবা আপনি যদি অপরিহার্য স্বভাবের বশবর্তী হইয়া এক্ষণে দুঃখ স্মরণ করেন, তাহা হইলে একবস্ত্রা ব্রজসুন্দা দ্রৌপদী যে আমাদিগের সাক্ষাতে সভামধ্যে সমানীত হইয়াছিলেন, আমরা অজিন পরিধান করিয়া নগর হইতে বিনির্গমন পূর্বক যে মহাবনে অবস্থিতি করিয়াছিলাম; আমাদিগের চিত্রসেনের সহিত যে সংগ্রাম হইয়াছিল, দুর্মতি জটাসুর ও জয়দ্রথ আমাদিগকে বেক্রপ ক্রেশ প্রদান করিয়াছিল এবং অজ্ঞাত বাস মনরে পাপমতি কীচক রাজতনয়া দ্রৌপদীকে যে পদাঘাত করিয়াছিল, সেই সকল দুঃখ স্মরণ করাই আপনার অবশ্য কর্তব্য।

হে ধর্মরাজ! ইতি পূর্বে মহাবলপরাক্রান্ত ভীষ্ম ও দ্রোণচাৰ্য্যের সহিত আপনার যে প্রকার সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে চিত্তের গম্ভীর তরুণ সংগ্রাম করিবার সময় সমাগত হইয়াছে। এই সময়ের পরনিকর বা বহুলাঙ্কুরের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কেবল শিকি-কল্যাণ সাধ্যাকে গম্ভীর করিয়া মুক্ত করিতে হইবে। আপনি যদি

এই সময়ে জয় প্রাপ্ত না হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অন্য কলেবর আশ্রয় করিয়াও পূর্ব সংস্কার বশতঃ পুনর্বার মনের সহিত সংগ্রাম করিতে পারিবেন। অতএব আপনি অন্যই আত্মাকে একাগ্র করিয়া সংগ্রামে চিত্তকে পরাজয় করিতে যত্নবান্ হউন। উহাকে পরাজয় করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ ! অতঃপর এই বুদ্ধি অবলম্বন পূর্বক চিত্তকে বশবর্ত্তী করিয়া পিতৃ পিতামহের পদ্ধতি অনুসারে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করুন। এক্ষণে আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই পাপমতি হর্ষোদন অনুচর বর্গের সহিত বিনষ্ট ও দ্রোপদীর কেশকলাপ সংঘত হইয়াছে। বল-বিক্রম সম্পন্ন কেশবের সহিত আমরা আগনার কিঙ্কর হইলাম। অতঃপর আপনি প্রভূতদক্ষিণা-সম্পন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

### সপ্তদশ অধ্যায় । ১৭ ।

সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনজয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে অর্জুন ! তুমি কেবল অসন্তোষ, প্রমাদ, মদ, মোহ, রাগ, দ্বেষ, ইল, অভিমান ও উদ্বেগে অভিভূত হইয়া রাজ্যভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছ। এক্ষণে ঐ সকল পরিহার করিয়া শান্তিভাব অবলম্বন পূর্বক সুখী হও। যে মহীপতি এই অথও ভ্রমওল মধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহারও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নাই, তবে তুমি কি নিমিত্ত বিপুল রাজ্যভোগের প্রাশংসা করিতেছ। এক দিন কিম্বা কতিপয় মাসের কথা দূরে থাকুক, কেহই যাবজ্জীবন যত্নবান্ হইয়াও আশা পরিপূর্ণ করিতে পারে না। হুঁতশিন কাষ্ঠ সংযুক্ত হইলেই প্রজ্জলিত হইয়া থাকে। এবং কাষ্ঠ বিহীন হইলে শান্তিভাব অবলম্বন করে; অতএব তুমি অন্নাহারধারা প্রদীপ্ত জঠরানলকে সান্বনা কর। মূর্থ ব্যক্তি কেবল আপনার উদর পূরণার্থই অধিকতর দ্রব্য সম্ভার আহরণ করিয়া থাকে। অতএব তুমি অগ্রে উদরকে পরাজয় কর, তাহা হইলেই তোমার সমস্ত পৃথিবী পরাজয় করা হইবে। তুমি কামাসক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী মহুঘ্য দিগকে বারংবার প্রাশংসা করিতেছ; কিন্তু যাহারা ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্বক তপোহুষ্ঠান করিয়া হুঙ্কল হইয়াছে, তাহারা চরমে পরম শান্ত প্রাপ্ত হইতে পারে। রাজ্যলাভ ও রাজ্যপ্রতিপালন এই উভয়েই

ধর্ম ও অধর্ম আছে; অতএব উহা পরিত্যাগ পূর্বক অবলম্বন হইতে মুক্তি লাভ কর। ব্যাভ্র আপনার উত্তর পূরণার্থ অধিকতর ভোজনদ্রব্য আহরণ করিয়া থাকে এবং লোভপরতন্ত্র অমান্য যুগল তাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। মরণতিঃ ব্যাভ্রের ন্যায় স্বার্থপর হইয়া অধিক সংগ্রহ করেন, আর অন্য তাহার সেই সংগৃহীত দ্রব্য সমুদায় অনায়াসে ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয়! প্রায় কোন রাজাই বিষয় সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং উহা পরিত্যাগ পূর্বক সম্মানসম্পন্ন অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় না। পত্রভোজী, অশ্বকুট, দস্তোশুখল, জগা-হারী ও বায়ু ভক্ষক তপস্বিগণই নিরয় হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। যে মহীপাল এই অখিল ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাকে কৃতকার্য বলিতে পারা যাপ না। যাহারা মৃত্যু ও সুবর্ণে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহারাই যথার্থ কৃতকার্য, অতএব এক্ষণে সঙ্কলিত বিষয়ে আশা পরিত্যাগ পূর্বক চেষ্টাহীন ও মমতামূন্য হইয়া স্নানপদ লাভে যত্ববান হও। ভোগাভিলাষ বিহীন ব্যক্তিগণ কদাপি শোকাবুল হন না। তুমি কি জনা' বুধা ভোগ্য বস্তুর নিমিত্ত অল্পতাপ করিতেছ; পীত্ৰ ভোগাভিলাষ পরিত্যাগপূর্বক বিষয় হইতে মুক্তি লাভ কর। দেব-লোক ও পিতৃলোক এই উভয় স্থানে গমন করিবার পথ অতি সুপ্রসিদ্ধ। যাহাদিগের বর্ণ ও আশ্রমাদির অভিমান থাকে, তাহার পিতৃলোকে, আর যাহারা অভিমানশূন্য, তাহার দেবলোকে গমন করে। মহর্ষিগণ তপো-মুঠান, ব্রহ্মচর্য ও বেদাধ্যয়ন করিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়া থাকেন; কখনই মৃত্যুভয়ে ভীত হন না। ইহলোকে ভোগ্য বস্তুই বন্ধন ও কর্ম বলিয়া কীর্তিত হয়। লোকে উহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে।

হে ধনঞ্জয়! পূর্বকালে রাজা জনক যৌক'ধর্ম অবলম্বন পূর্বক মমতা-শূন্য হইয়া কহিলেন যে, আমি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়াও আমার কিছুই নাই। হতাপন এই মিথিলা নগরীকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ করিতে পারে না। লোক প্রজারূপ প্রাণাধে সমারূঢ় হইলে কদাচিৎ অশোচ্য নিমিত্ত শোক প্রকাশ করে না এবং শৈলসমারূঢ় ব্যক্তির দ্বার জনসমাজ হইতে অন্তরিত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের কার্য সমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকে। যিনি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য বিষয় নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই যথার্থ চক্ষুমান বলা যায় এবং যিনি স্বীয় মুক্তিপ্রভাবে অন্যের অন্তরিত বিষয় অবগত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ

বুদ্ধিমান। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের বাধ্য পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, তিনি জনসমাজে সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। আর যিনি দেহস্থিত পঞ্চভূতকে একাকার, আত্মায় বিলীন ও আত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্ম লাভ করেন। মূর্খ, লঘুচেতা, নিকোঁধ, তপোমুঠাটন পন্থাযুগ ব্যক্তিগণ কদাচ ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন না, বথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণই ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। কলত সকল কাণাই বুদ্ধির আয়ত্ত।

—•••—

### অষ্টাদশ অধ্যায় । ১৮ ।

বৈশম্পায়ন কহিযেন, হে রাজন ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া নোনা লম্বন করিলে, ধনঞ্জয় তাঁহার বাকুশলো মাতিশয় নিপীড়িত হইয়া হৃৎশোকসন্তপ্তচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! বিদেহাদিপতি অনেকের স্বীয় মহিষীর সহিত যে প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে বিখ্যাত আছে। আমি আপনার নিকট গেই সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজজনক রাজ্য, ধন, রত্ন ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি সমুদায় পরিহারপূর্ব্বক ক্রোধশূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে, ক্ষত্রীয় মহিষী তাঁহাকে ভৃষ্ট-যবমুষ্টি ভিক্ষা করিতে দর্শন করিয়া নির্জনে তাঁহার সমিধানে আগমন পূর্ব্বক রোষভরে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ ! আপনি কি নিমিত্ত ধনধান্য পরিপূর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন ? ভৃষ্টযবমুষ্টি যাহা করা কি আপনার কর্তব্য ? আপনি সমস্ত রাজ্যধন পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভৃষ্টযবমুষ্টি গ্রহণের লোভ থাকাতো আপনার সর্ব্বত্যাগের প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কোন রূপেই অতিথি, দেবতা, ঋষির তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবেন না ; সুতরাং আপনার এই পরিশ্রম নিষ্ফল হইবে। আপনি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগী হইলে, দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণ আপনাকে পরিত্যাগ করিবেন। ইতিপূর্বে ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন মহত্ম সুহস্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অসংখ্য লোক আপনার নিকট আগমন পূর্ব্বক আধিকা নির্বাহ করিতেন, এক্ষণে আপনিই অন্তের নিকট প্রার্থনা করিয়া স্বীয় উত্তর প্রণাম করিতেছেন। আখি আপনি স্বীয় সমুদায়

রাজলক্ষী পরিত্যাগ পূর্বক কুকুরের ন্যায় পরাম্র প্রত্যাশী হইয়া ইতস্ততঃ পর্যটন করাতে আপনার জননী পুত্রহীন ও মহিষী পতিবিহীন হইলেন । ধর্ম্মফলাকাজী ক্ষত্রিয়েরা অনুগ্রহাভিলাষী হইয়া সর্বদা আপনার উপাসনা করিত । আপনি তাহাদিগের আশা নিষ্ফল করিয়া কোণার গমন করিবেন । জীবমাত্রেরই অদৃষ্টের অধীন ; সুতরাং বিশেষ যত্নবান হইলেও লোকে যমাক লাভ করিতে সমর্থ হয় কি না, সন্দেহ । যখন আপনি ধর্ম্মপন্থীকে পরিত্যাগ পূর্বক জীবন ধারণে বাসনা করিতেছেন, তখন আপনার তুলা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই । আপনার কোন লোকেই অধিকার নাই । আপনি কি নিমিত্ত গন্ধমালা, অলঙ্কার ও বহুবিধ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ক্রিয়াশূন্য হইয়া প্রতজ্যা আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন ? আপনি নিপ্পনের ন্যায়, মহামহীকূহের ন্যায় সর্ব জীবের আশ্রয় স্বরূপ ; স্বীয় উদর পূরণ করিবার নিমিত্ত অন্যের উপাসনা করা আপনার নিতান্ত অকর্তব্য । আপনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত কুকার্য্য করিয়াছেন । মাতঙ্গ ও কর্ম্মত্যাগী হইলে ক্রবাদ ও কুমিগণ তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে । হায় ! যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে দণ্ডকমণ্ডল ও বস্ত্র পরিত্যাগী হইতে হয়, আপনি কি নিমিত্ত তাহাতে আগন্ত হইতেছেন ? আপনি বিবেচনা না করিয়া সমস্ত রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক ভৃষ্টবসুষ্টিভিক্ষা অললম্বন করিয়াছেন ; কিন্তু ঐ বসুষ্টিও রাজ্যাদির ন্যায় লোভনীয় দ্রব্য । সুতরাং উহাতে লোভ থাকিলে আপনার প্রতিজ্ঞা বিফল হইবে । হে মহারাজ ! এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্বক এই পৃথিবী শাসন করুন । যে ব্যক্তি পরম স্থাতিলাষী সন্ন্যাসিগণের সমা-  
হৃত কমণ্ডলু প্রভৃতি দর্শন ও স্বয়ং সেই সকল আহরণ করিতে যত্নবান হয়, তাহার প্রাসাদ, শয্যা, যান, বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি দ্রব্য সমূহ পরিত্যাগ করা বিড়ম্বনা মাত্র । যে ব্যক্তি সর্বদা প্রতিগ্রহ, আর যে ব্যক্তি অবিরত দান করে, এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? যে ব্যক্তি নিরস্ত ঘাটঞা করে, তাহাকে দক্ষিণাদান করা দাবানলে আহুতি প্রদানের তুলা । হতশন ধৈর্য্য দাহ্য বস্ত্র প্রাপ্ত না হইলে স্বয়ং শান্তি অবলম্বন করে, ঘাটক ব্রাহ্মণও সেইরূপ ভিক্ষা না পাইলে স্বয়ং নিরস্ত হয় । ইহলোকে সাধুগণ অন্ন প্রদানার্থ জীবন ধারণ করিয়া থাকেন । নরপতি যদি দাতা না হন, তাহা হইলে মেক্ষাভিলাষী ব্যক্তিরা কি প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিবেন । ইহ-  
লোকে অন্ন সম্পন্ন মনুষ্যগণই গৃহস্থ ; তিস্ককগণ তাহাদিগের আশ্রয়েই জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে । সকলেই অন্নপ্রদান করিয়া জীবন ধারণ

করে, অতএব অন্নদাতাই জীবনদাতার স্বরূপ । গৃহপরিভ্রাণী ব্যক্তিরা গৃহ  
স্বের আশ্রয়ে অন্ন ভোজন করিয়া জীবন ধারণ পূর্বক দমণ্ডপ্রভাবে প্রভাব  
ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । লোকে কথঞ্চিৎ বিষয় পরিত্যাগ, মন্তক-  
মুণ্ডন অথবা ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিলেই ভিক্ষুক হয় না । যিনি মরণ-  
ভাবে সকল পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক । যে ব্যক্তি  
বিষয়ে আসক্ত না হইয়া অমুরাগীর ন্যায় ব্যবহার এবং শত্রু ও মিত্রকে  
সমভাবে সম্বর্জন করেন, তাঁহাকেই মুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা যায় ।  
কষার বসনধারী মুণ্ডিতমুণ্ড ব্যক্তিগণ প্রায়ই বিবিধ কৰ্মপাশে আবদ্ধ  
হইয়া প্রতিগ্রহ করিবার নিমিত্ত পর্যটন ও মঠশিষ্যাদি লাভে যত্নবান  
হয় । ফলতঃ বেদাধ্যয়ন, বার্তাশাস্ত্র ও গুরুদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক  
ত্রিদিও ও কষার বসন পরিগ্রহ করা নিতান্ত নিকোষের কার্য্য । মুণ্ডিত-  
ধারী ধর্ম্মধ্বজিগণেরই কষার বস্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে ; অতএব এক্ষণে  
আপনি গৃহস্থাত্মক অবলম্বন পূর্বক জিতেজিয় হইয়া অজিনধারী, নগ্ন,  
মুণ্ডিতমুণ্ড ও জটাদ্বার সম্মাসিগণকে প্রতিপালন করিয়া সমস্ত লোক জয়  
করুন । যে ব্যক্তি গুরুলোকের প্রীতিসাধনার্থ অহরহঃ বিপুলদক্ষিণ বহু  
পণ্ডসম্বিত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই জগতে তাঁহার সদৃশ ধর্ম্ম-  
শীল আর কে হইতে পারে ?

হে ধর্ম্মরাজ ! লোকে যে রাজর্ষি জনকে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া কীর্তন করে,  
তিনিও এই প্রকারের মোহের বশীভূত হইয়াছিলেন । অতএব বোধ  
হয়, মোহ সকলকেই অভিভূত করিতে পারে । অতঃপর আপনি আর  
মোহের বশবর্ত্তী হইবেন না । বদান্য মানবগণই গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন  
করে । এক্ষণে আমরা অনুশংস, কামক্রোধবর্জিত, দান-ধর্ম্মপরায়ণ,  
গুরুসেবা-নিরত ও সত্যবাদী হইয়া বিধিপূর্বক দেবতা ও অতিথিগণের  
সেবা করতঃ প্রজাপালনে তৎপর হইলেই অভীষ্ট লোকে গমন করিতে  
সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই ।

—•••—

একোনবিংশতিতম অধ্যায় । ১৯ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদ এই উভয়ই পরিজ্ঞাত  
আছি । বেদে কাঁধ্যাহুষ্ঠান ও কাঁধ্য পরিত্যাগ এই উভয়ই কর্তব্য  
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । ঋষি, শাস্ত্র সকল নিত্যন্ত জটিল । যুক্তি দ্বারা



উহার যে প্রকার নিদ্রান্ত হইয়াছে, আমি তাহা সম্যক বিদিত আছি। তুমি বীরত্বধারী ও অস্ত্রজ্ঞ, শাস্তার্থ প্রকৃতরূপে অগ্রদাবন করিতে সমর্থ নহ। যদি তুমি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য ও ধর্মনিষ্ঠের সম্যক রূপে পরিজ্ঞাত হইতে, তাহা হইলে আমাকে কখনই এরূপ পরামর্শ প্রদান করিতে না।

সেই হউক, তুমি ভ্রাতৃমোহাদর্শনিবন্ধন আমাকে যে সমুদয় বাবু কহিলে, আমি ঐ সমুদয় শ্রবণ পূর্বক তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়াছি। যুদ্ধধর্ম ও কার্যনৈপথ্য বিষয়ে এই ত্রিভুবন মধ্যে তোমার তুল্য আর কেহই নাই। যুদ্ধ বিষয়ে তুমি সূক্ষ্মতর নিত্যজ্ঞ হস্তবেশ্য ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে পার। কিন্তু আমার বাক্যে তোমার অগুমান সন্দেহ করা বিধেয় নহে। তুমি কেবল যুদ্ধশাস্ত্রেই অগ্রশীলন করিয়াছ, জ্ঞানবুদ্ধগণের সেবা কর নাই এবং যাহারা প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব সংক্ষেপ ও সবিস্তরে পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহাদিগের ধর্মনির্ণয়ও বিশেষরূপে জানিতে পার নাই। বুদ্ধিমান লোক এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন যে, তপস্যা, ত্যাগ ও ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ এই তিনের মধ্যে তপস্যা অপেক্ষা ত্যাগ ও ত্যাগ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ উৎকৃষ্ট। তুমি ধনকে সর্কাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছ, কিন্তু আমি উহাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া অঙ্গীকার করি না। দেখ, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ধর্মপরায়ণ মহর্ষিরা তপোবলে অক্ষয় লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। আর অন্যান্য বনবাসীরাও স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইয়া স্বর্গ লাভ করেন। আর্ধ্য ব্যক্তিগণ বিষয়াভিলাষে পরাজু হইয়া অজ্ঞানরূপ তিমিরজাল হইতে মুক্তি লাভ করতঃ ত্যাগপরায়ণ ব্যক্তিগণের অধিকৃত উত্তর দিগ্বর্তী লোক সমুদায় লাভ করেন। আর ক্রিয়াবান ব্যক্তিগণ ঋশানে কণেবর পরিত্যাগ পূর্বক দক্ষিণ দিগ্বর্তী লোক লাভ করিয়া থাকেন। মোক্ষার্থীগণ যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা নির্দেশ করা অত্যন্ত শ্রুতিন। অতএব যোগই সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রার্থনীয়। এক্ষণে যোগের বিষয় তোমার হৃদয়ঙ্গম করা প্রকৃত হুঃসাধ্য। অনেক পণ্ডিত লোক সার ও অসার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বিবিধ তর্ক বিতর্ক ও নানা শাস্ত্রের অনুসরণ করেন। কিন্তু লোকে যে রূপ কদলীতন্তু বিপাটিত করিয়া তন্মধ্যে সার সন্দর্শন করিতে পার না, সেই রূপ তাহারও শাস্ত্রমধ্যে সার সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন না। কেহ কেহ অদৈবতভাব পরিহার করিয়া পাক্তভৌতিক শরীর মধ্যস্থিত আত্মাকে ইচ্ছাদিসম্পন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কলতঃ আত্মা চক্ষুর অপ্রত্যক্ষ বাবু বার নির্দেশ ও অতি সূক্ষ্ম রূপ। উহা অবিদ্যা প্রভা

জীবজগৎ পরিবর্তিত হইতেছে । লোকে মন ও ইচ্ছাকে দমন, অহঙ্কার ও ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ এবং আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই পরম সুখলাভে সমর্থ হয় ।

হে অর্জুন ! এই প্রকার সূক্ষ্ম বুদ্ধির গোচর সাধুজনসেবিত পথ বিদ্যমান থাকিতে তুমি কি নিমিত্ত বারংবার অনর্থ-বহুল অর্থের প্রশংসা করিতেছ ? জ্ঞানসম্পন্ন দানযজ্ঞাদিনিরত ব্যক্তিগণও অর্থকে অনর্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । এই অবনীমণ্ডলে আর কতকগুলি এমন লোক আছে যে, তাহারা অধ্যয়ন করিয়া পূর্বজন্মসংস্কারপ্রভাবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না । তাহাদিগকে নিতান্ত মূর্থ বলা যায় । তাহারা আত্মা নাই এই বলিয়া বাঁচালতা প্রকাশ পূর্বক অবনীমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকে । হে ধনঞ্জয় ! এই জীবলোকে এই প্রকার বহুসংখ্যক শাস্ত্রজ্ঞ, সাধু ও মহৎলোক আছেন যে, আমরা ও অন্যান্য লোক তাহাদিগের মাহাত্ম্য বিজ্ঞাত হইতে পারি না । যাহা হউক, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি যে, তপ ও বুদ্ধিবলে মনঃ এবং ত্যাগবরা অবিনশ্বর সুখলাভে সমর্থ হন, তাহার আর সন্দেহ নাই ।

—(•••)—

## বিংশতিতম অধ্যায় । ২০ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! মহাতপা সম্ভক্ত দেবদ্বান ধর্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবলানে তাহাকে সম্বোধন পূর্বক যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্মরাজ ! ধনঞ্জয় যে, ধনকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, আমি তোমার সাক্ষাতে তাহা সপ্রমাণ করিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর । তুমি ধর্মপথ অবলম্বন পূর্বক সমস্ত বহুমতী পরাজয় করিয়াছ ; অতএব অকারণে তাহা পরিত্যাগ করা তোমার কদাচ কর্তব্য নহে । লোকত্বধ্যে যে চারি প্রকার আশ্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে সেই সকল আশ্রম অবলম্বন করাই কর্তব্য ; অতএব এক্ষণে তুমি প্রভুতদক্ষিণ যজ্ঞের অমুষ্ঠান কর । মহর্ষিগণ বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জন, বহুবিধ কার্যানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকেন । বৈশ্বানরসেরা কহেন, ধন বাচ্য করা করিয়া যজ্ঞাদির অমুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করাই কর্তব্য । বাচ্য করা নিতান্ত দোষজনক সশেষ সমস্ত ধনহীন ব্যক্তি যজ্ঞাদির নির্দিষ্ট অতি উচ্চ ধন ও বিবিধ কার্যজাত আহরণ পূর্বক

পাত্রসাত না করিয়া অপাত্রে প্রদান করে, তাহার আত্মাকে ব্রহ্মহত্যা দোষে দূষিত করিয়া থাকে। পাত্র অপাত্র বিবেচনা পূর্বক দান বরাহ নিত্যস্ত সুবর্ত্তিন।

যাহা ইউক, ভগবান বিধাতা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানার্থেই অর্থের ব্যয় করিয়াছেন এবং পুরুষকে ঐ অর্থের রক্ষকরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; অতএব যজ্ঞাদিতে সমুদায় ধন বিতরণ করিতে পারিলেই ইষ্টসিদ্ধি হয়। মহাতেজা ত্রিংশতিপতি প্রভূতদক্ষিণ বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াই সমস্ত দেবতাকে অতিক্রম ও ইন্দ্রের লাভ করিয়াছেন। কৃতিবাসা মহাত্মা মহাদেব সর্বযজ্ঞে আপনাকে আত্মতা প্রদান করিয়া বিশ্বমধ্যে মহীয়সী কীর্তি ও দেবদেবত্ব লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্র অপেক্ষা ধনসম্পত্তিশালী মহীপতি মরুত হিরণ্য যজ্ঞীয় পাত্র সমুদয় প্রাপ্ত করাইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। সেই যজ্ঞে লক্ষী স্বয়ং আগমন করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া শোক তাপ পরিত্যাগ পূর্বক পুণ্য সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার ধনসম্পত্তি ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক ছিল। অতএব সমুদয় ধনসম্পত্তি যজ্ঞে ব্যয় করা অবশ্য কর্তব্য।

### একবিংশতিতম অধ্যায় । ২১ ।

দেবদ্বন্দ্ব কহিলেন, মহারাজ ! ত্রিংশতিপতি ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট জ্ঞানোপদেশ প্রিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিয়াছিলেন যে, সন্তোষ অতি সুখকর পদার্থ, সন্তোষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর নাই। মনুষ্যের বাসনা সমুদায় কুর্শ্বের শুণ্ডাদির ন্যায় সঙ্কুচিত হইলেই, আত্মজ্যোতিঃ প্রসন্ন হইয়া থাকে। যখন মনুষ্যের মন হইতে ভয় ভিত্তিরাহিত এবং কাম ও বেব একবারে পরাজিত হয়, তখনই আত্মার সহিত মৌল্যাকার লাভ হয়, আর যখন প্রাণিগণের অনিষ্টবাসনা তিরোহিত হয় এবং কিছুতেই বাসনা থাকে না, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

হে ধর্ম্মতনয় ! এই প্রকারে প্রাণিগণের মধ্যে যিনি যে প্রকার কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি তদনুযায়ী ফল লাভ করেন; অতএব বিবেচনা করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এই পৃথিবীতে কেহ কেহ সন্ধির ও কেহ কেহ সংগ্রামের প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ এই উভয়েরই প্রশংসা করেন না। কেহ কেহ বজ্র

কেহ কেহ সন্ন্যাস-ধর্ম, কেহ কেহ দান ও কেহ কেহ প্রতিগ্রহকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকে। আর কেহ কেহ সর্বভাগী হইয়া মৌনভাবে ধ্যান করে। কেহ কেহ শত্রুগণের জীবন সংহার করিয়া রাজ্য গ্রহণ ও প্রজাপালন এবং কেহ কেহ বা নির্জনবাসকেই প্রশংসা করিয়া থাকে। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এই সকল বিষয় সম্যকরূপে পর্যালোচনা করিয়া অহিংসাকেই সাধুসম্মত পরম ধর্ম বলিয়া নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন। স্বায়ত্ত্ব বস্তু ও অহিংসা, সত্য বাক্য, সম্যকরূপে বিভাগ, দয়া, দম, মৃতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা এবং স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন এই সমস্তকে উৎকৃষ্ট ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি যত্র পূর্বক এই সমুদায় ধর্ম প্রতিপালন কর। যে রাজনীতিবিদ্যার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে ভয় করিয়া স্বীয় রাজ্য মধ্যে অবস্থান পূর্বক যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন, অসাধুগণের নিগ্রহ, সাধুগণের সম্মান ও ধর্মামুসারে প্রজাপালন করেন এবং ব্রাহ্মবাহার পূর্বক রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন পূর্বক ধন্য ফলমূল ভোজন করতঃ জীবন ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই ব্যক্তি উভয় লোকেই কৃতকোষী হইয়া থাকেন। হে মহারাজ! আমার মতে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া সুসাধ্য নহে; উহাতে বিবিধ বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ভূপালগণের পক্ষে প্রজাপ্রতিপালনাদিই শ্রেয়স্কর। ইহার সত্য, দান, তপস্যা ও অহিংসাদি গুণসম্পন্ন হইয়া কাম, ক্রোধ, পরিহার পূর্বক ধর্মামুসারে প্রজাদিগকে প্রতিপালন করেন এবং গো ও ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই অত্যাৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। ক্রুদ্ধ, বসু, আদিত্য, গাধ্য ও রাজর্ষিগণও ঐ সমুদয় ধর্ম অবলম্বন পূর্বক সুরলোকে গমন করিয়াছেন।

—:—

## ষাণ্মাষাশ্রিতম অধ্যায় । ২২ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই সময় ধনঞ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে একান্ত বিষয় অবলোকন পূর্বক পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, হে ধর্মরাজ! আপনি দ্বিতীয় ধর্মামুসারে শত্রু পরাজয় করতঃ নিত্য হুল্লভ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত সন্তুষ্ট হইতেছেন? দ্বিতীয়-দিগের রণযুদ্ধই শ্রেয়স্কর ও উহা বিবিধ যজ্ঞের সমীচীন করা অপেক্ষাও

উৎকৃষ্ট। আর ব্রাহ্মণের সম্রাস ও তপস্যা এবং ক্ষত্রিয়ের সমরমৃত্যুই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইরাছে। ক্ষত্রিয়ধর্ম শত্ৰুনিষ্ঠ ও অতি ভয়ানক। যুদ্ধসময়ে শত্রুঘাতে ক্ষত্রিয়গণের কলেবর পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয়জাতি ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন হইরাছে; সুতরাং ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয় বলিলেই হইলে, এই জীবলোকে সাতিশয় সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সম্রাস, যাচঞা, তপস্যা ও পরধনে জীবিকা নির্বাহ করা কদাচ কর্তব্য নহে। আপনি সর্বধর্মজ্ঞ, ধর্মপরায়ণ ও পূরূষপরদর্শী; অতএব এক্ষণে শোকসন্তাপ পরিত্যাগ করিয়া ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করাই আপনার কর্তব্য। ক্ষত্রিয়ের হৃদয় বজ্রের ন্যায় নিতান্ত কঠিন। উহাতে শোকসন্তাপ প্রবিষ্ট হওয়াও কর্তব্য নহে। আপনি ক্ষত্রিয় ধর্মামুসারে শত্রুপরাজয় ও নিষ্কটক রাজ্য অধিকার করিয়াছেন; অতঃপর দান ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করুন। ত্রিংশতিধিপতি ইন্দ্র মহর্ষি কশ্যপের পুত্র হইরাও স্বকর্য্য সাধনার্থ ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নব নবতিবার পাপস্বভাব জ্ঞাতিগণের সংহারসাধন করিয়াছিলেন। তাহার এই কার্য্যও পুণ্য ও প্রশংসনীয়, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি ক্ষত্রিয় ধর্মবলেই দেবগণের ইজ্ঞাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি শোক তাপ পরিহার পূর্বক সুর্য্যরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভূত-দক্ষিণাদান-সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন, যাহারা ক্ষত্রিয় ধর্মামুসারে সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহারা উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং সেই মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা কদাচ কর্তব্য নহে। যাহা অবশ্যস্বাভাবী, তাহাই ঘটিয়াছে; অতীতকে কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।

—০—

### ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় । ২৩ ।

হে রাজন্! ধর্মতনয় যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। সেই সময় মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে সন্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ধর্মরাজ! ধনঞ্জয় সমুদ্র বাক্যই যথার্থ কহিয়াছেন। শত্রুামুসারে গৃহস্থাত্ম্যেই উৎকৃষ্ট ধর্ম লাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করা ভোগ্যনিভান্ত অকর্তব্য। দেবতা, পিতৃলোক ও অতিপ্রিয় গৃহস্বকেই

অবলম্বন পূর্বক তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন । ভৃত্য ভূপতি পক্ষী প্রভৃতি  
প্রাণিগণ গৃহস্থের নিকট প্রতিপালিত হয় । অতএব গৃহী সর্বাণেকা  
শ্রেষ্ঠ ; এবং গাহস্থ ধর্ম প্রতিপালন করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে ।  
অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাচ ধর্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয় না । এক্ষণে  
তুমি গাহস্থ ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা কর । তুমি বেদবেত্তা  
তোমার প্রভূত তপোঅনুষ্ঠান করা হইয়াছে ; অতঃপর পৈতৃক রাজ্যভার  
বহন করাই তোমার অবশ্য কর্তব্য । তপস্যা, যজ্ঞ, ক্ষমা, বিদ্যা, তিষ্ণা,  
ইন্দ্রিয়সংযম, ধ্যান, একান্ত শীলতা, তুষ্টি ও জ্ঞান ব্রাহ্মণগণের ধর্ম ।  
আর যজ্ঞানুষ্ঠান, বিদ্যোপার্জন, পৌরুষপ্রকাশ, সম্পদে অসন্তোষ, দণ্ড  
ধারণ, উগ্রত্ব, প্রজাপালন, বেদজ্ঞান, বহুবিধ তপোঅনুষ্ঠান, প্রভূত অর্থো-  
পার্জন ও যোগ্য পাত্র দান এই সমুদায় কার্যই ক্ষত্রিয়গণের অবশ্য  
কর্তব্য । এই সমুদায় কার্যবলেই ক্ষত্রিয়গণ উভয় লোকে জয় লাভ  
করেন । এই সমুদায় কার্যের মধ্যে দণ্ড ধারণই সর্বোৎকৃষ্ট । সেই দণ্ড  
আপনার বলসাপেক্ষ ; সূত্রাৎ বলই ক্ষত্রিয়ের মহৎ গুণ । সুরগুরু  
বৃহস্পতি এই গাথা গান করিয়াছিলেন যে, ভূজঙ্গ যেরূপ মূষিকগণকে  
গ্রাস করিয়া থাকে, সেইরূপ মেদিনী রণনৈপুণ্যবিহীন রাজা ও অপ্র-  
বাণী ব্রাহ্মণকে বিনষ্ট করেন । হে ধর্মরাজ ! রাজর্ষি সূহ্ম দণ্ডধারী  
হইয়া দক্ষ প্রজাপতির ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।

ধর্মরাজ কহিলেন, হে মহাত্মন ! কি প্রকারে মহারাজি সূহ্ম সিদ্ধি  
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতুক জন্মি-  
য়াছে, আপনি সেই বিষয় বর্ণন করুন ।

মহর্ষি বেদব্যাস কহিলেন, হে ধর্মরাজ ! পুরাতন ইতিহাসে বর্ণিত  
আছে যে, শংসিতব্রত শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই মহোদর বাহদা নদীর  
অনতিদূরে পৃথক পৃথক আশ্রম নির্মাণ পূর্বক অবস্থান করিতেন । সেই  
আশ্রমদ্বয় ফলপুষ্পোপশোভিত পাদপ-সমূহে সুশোভিত ছিল । এক দিন  
মহাতপা লিখিত জীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের আশ্রমে আগমন করিলেন ।  
সেই সময় মহর্ষি শঙ্খ স্বীয় আশ্রম হইতে বাহগত হইয়াছিলেন । লিখিত  
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খকে আশ্রমে দেখিতে না পাইয়া তত্রত্য বৃক্ষ হইতে সুপক  
ফল সকল আহরণ পূর্বক ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । লিখিত বিস্ময়ান্বিত  
করণে ফল ভক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে শঙ্খ নিজ আশ্রমে আগমন  
পূর্বক লিখিতকে ফল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ ! তুমি এই  
সমুদয় ফল ভোজ্য পাইলে ? তখন লিখিত তাহার সন্নিধানে আগমন

পূর্বক তাঁহাকে আভিষাদন করিয়া হাস্যবদনে কহিলেন, হে মহাশয় ! আমি আপনার আশ্রম হইতে এই সকল ফল গ্রহণ করিয়াছি। তখন শয়্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ ! তুমি আমার অজ্ঞাতসারে ফল গ্রহণ পূর্বক চৌরের কার্য্য করিয়াছ; অতএব শীঘ্র রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আশ্রমদোষ প্রকাশ পূর্বক উপযুক্ত দণ্ড প্রার্থনা কর। - সেই সময় ভগবান্ লিখিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতিক্রমে সত্বরে সুহ্ম রাজার দ্বারদেশে আগমন করিলেন। মহারাজ সুহ্ম দ্বারপালের মুখে ভগবান্ লিখিতের আগমন-বার্তা শ্রবণ পূর্বক অমাত্য-গণের সহিত পদব্রজে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, অনুমতি করুন। আমি আপনার কি কার্য্য সম্পাদন করিব ? তখন মহামতি লিখিত কহিলেন, মহারাজ ! আপনি আমার বাক্য রক্ষা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন ; অতএব আমি যাহা বলিব, কোনক্রমেই তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া তাঁহার আশ্রমের ফল ভোজন পূর্বক চৌরের কার্য্য করিয়াছি ; আপনি শীঘ্র আমার শাসন করুন। তখন সুহ্ম কহিলেন, ভগবন্ ! রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধানের ন্যায় তাহার অপরাধ মার্জনাও করিতে পারেন। আপনি ব্রতপরায়ণ ও পবিত্র ধর্ম্মশালী ; অতএব আমি আপনার অপরাধ মার্জনা করিলাম। এক্ষণে আপনি দণ্ডবিধান ব্যতিরেকে আর কি প্রার্থনা করেন ?

হে ধর্ম্মরাজ ! দ্বিজবর লিখিত মহাত্মা সুহ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া কোন প্রকারে অন্য কিছুই প্রার্থনা করিলেন না ; প্রহৃত ভূপতিকে দণ্ড বিধান করিবার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ সুহ্ম সেই মহাত্মার বাহুবল চ্ছেদন পূর্বক তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিলেন। মহাত্মন লিখিত এই প্রকারে দণ্ডিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শয়্যের নিকট আগমন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! রাজা আমাকে এই প্রকার দণ্ড প্রদান করিয়াছেন ; এক্ষণে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সেই সময় শয়্য কহিলেন, ভ্রাতঃ ! আমি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই ; তুমি ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছ বলিয়া, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলাম। এক্ষণে তুমি শীঘ্র বাহুদা নদাতে গমন পূর্বক বিধানস্থানে দেবতা, অবিঃ পিতৃগণের তর্পণ কর ; আর কদাচ এরূপ অধর্ম্ম করিও না। ভগবান্ লিখিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই বাক্য শ্রবণ

পূর্বক তৎক্ষণাৎ সেই পবিত্র নদীতে অবগাহন করিয়া তর্পণ করিতে লম্বা হইলেন । তিনি তর্পণ করিবার উপক্রম করিলেই তাঁহার বাহু-  
যুগল পুনর্বার প্রাহৃত হইল । তদর্শনে মহাত্মা নিখিত বিশ্বাসাপন্ন  
হইয়া ষোষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনার বাহুযুগল প্রদর্শন করিলেন । তখন শঙ্খ  
কহিলেন, ভ্রাতঃ ! এ বিষয়ে অন্য কোন ব্যাখ্যা করিও না ; আমাদিগ-  
তপোবলেই এই রূপ ঘটনা হইয়াছে । মহামতি লিখিত ভ্রাতার এই  
বাহু অঙ্গ পূর্বক কহিলেন, মহাশয় ! যদি আপনার ঈশ্বর তপোবল,  
তবে কি নিমিত্ত আমাকে ভূপতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন ? আপনিই  
কেন আমাকে পবিত্র করিলেন না ? তখন শঙ্খ কহিলেন, ভ্রাতঃ !  
তোমার দণ্ড বিধান করিতে আমার অধিকার নাই । তন্নিবন্ধনই তোমাকে  
ভূপতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম । এক্ষণে তোমার দণ্ডনিবন্ধন সেই  
দণ্ডধর ভূপতি ও তুমি, তোমরা দুই জনেই পিতৃলোকের সহিত পবিত্রতা  
প্রাপ্ত হইয়াছ ।

বাসদেব কহিলেন, হে মহারাজ ! রাজা সুহাস এই প্রকারে মহা-  
মতি লিখিতের দণ্ড বিধান করিয়া দণ্ড প্রজাপতির ন্যায় সিদ্ধি প্রাপ্ত  
হইয়াছিলেন । অতএব প্রজাপতিপালন ও দণ্ডবিধানই ক্ষত্রিয়ের উৎ-  
কৃষ্ট ধর্ম । সুওত্রত অবলম্বন করা ক্ষত্রিয়ের নিতান্ত অকর্তব্য । এক্ষণে  
তুমি শোক পরিহার করিয়া ধনঞ্জয়ের হিতকর বাক্য শ্রবণ কর ।

—...—

## চতুর্বিংশতিতম অধ্যায় । ২৪ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর মহর্ষি বেদবাস ধর্মরাজ  
সুধিত্তিরকে সম্বোধন পূর্বক পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, ধর্মরাজ ! তোমার  
ভাতৃগণ বনবাসকালে যে প্রকার বাসনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা  
সকল হটুক । তুমি নহবতনয় যযাতির ন্যায় পৃথিবী পালন কর ।  
তোমার ভাতৃগণ অরণ্যমধ্যে অতি ক্রেশে কাল যাপন করিয়াছিলেন ।  
এক্ষণে উহারা হৃৎখাবসানে সুখানুভব কল্পন । তুমি কিয়ৎকাল ভাতৃ-  
গণের সহিত পর্যায়ক্রমে ধর্ম, অর্থ ও কামের পর্যালোচনা করিয়া  
পুচ্চাৎ বনবাসন করিবে । তুমি অগ্রে অতিথি, পিতৃ ও দেবগণের ঋণ-  
জাল হইতে মুক্তি লাভ কর, পরে যাহা বাসনা হয়, তাহাই করিবে ।  
অগ্রে সর্বস্বার্থে ও অন্তিমেষে বটজর অমৃতান করিয়া পুচ্চাৎ আরণ্য ধর্ম



অবলম্বন করাই তোমার অবশ্য কর্তব্য । তুমি ভ্রাতৃগণকে প্রত্নদক্ষিণ যজ্ঞে প্রবর্তিত করিগেই মহীয়সী বীর্তি লাভ করিতে পারিবে ।

এক্ষণে আমি তোমাকে ক্ষত্রিয় ধর্মবিষয়ক আরও কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর । সেই উপদেশানুসারে, কার্যের অঙ্কঠান করিলে, তুমি কখনই ধর্মভ্রষ্ট হইবে না । পরদ্বাপহারী ক্ষত্রিয় সদৃশ ব্যক্তিগণই রাজাকে সংগ্রামাদি কার্যে প্রবর্তিত করিয়া থাকে । যে নরপতি দেশ কাল প্রতীক্ষা করিয়া দম্বাকেও সংহার করিতে পরাশ্রয় হন, তাঁহাকে কখনই হিংসাজনিত পাণে লিপ্ত হইতে হয় না । যে নরপতি যষ্ঠাংশ কর গ্রহণ পূর্বক রাজ্য রক্ষা না করেন, তাঁহাকে প্রজাদিগের পাপের চতুর্থাংশে লিপ্ত হইতে হয় ।

নরপতি ধর্মশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিলে, অধর্ম্যে লিপ্ত এবং ধর্মশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে, তর হইতে বিমুক্ত হন, সন্দেহ নাই । যে নরপতি কাম ও ক্রোধকে পরাজয় করিয়া শাস্ত্রানুসারে প্রজাগণের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তাঁহাকে কখনই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয় না । নরপতি যদি দৈবের প্রতিকূলতানিবন্ধন কোন কার্য্য সংসাধন করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে তাঁহাকে অপরাধী বলা যায় না । বল-প্রভাবে কিম্বা বুদ্ধিকৌশলে শত্রু নিগ্রহ করিতে যত্নবান হওয়া নরপতির অবশ্য কর্তব্য ; রাজ্যে পাপ সঞ্চার করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে ; প্রত্যুত যাহাতে পুণ্যশ্রোত প্রবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা অবশ্য কর্তব্য । বীর ও সাধুলোকের সম্মান এবং বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণকে প্রতিপালন করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য । প্রকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট বহুশ্রুত ব্যক্তিকেই ধর্মকার্য্যে নিযুক্ত করিবে । বহু গুণবিশিষ্ট হইলেও এক জনের সহিত পরামর্শ করত কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিচক্ষণের কদাচ কর্তব্য নহে । যে ভূপতি প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতে অক্ষম, অহুসীপরবশ, অভিমানপরহস্ত ও মান্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষার পরাশ্রয়, তাঁহাকে পাপগ্রস্ত ও জনসমাজে হুর্দান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইতে হয় । প্রজাবর্গ যদি উত্তমরূপে রক্ষিত না হইয়া দৈবের প্রতিকূলতানিবন্ধন নিতান্ত হ্রবস্থাপন্ন ও তত্ত্বরগণের উপদ্রবে এতান্ত ভীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাজাকে সাত্ত্বিক পাপগ্রস্ত হইতে হয় । স্তম্ভগণ ও স্তনীতির অসুসারে পুরুষকায় প্রদর্শন করিলে কিছুমাত্র অধর্ম্য নাই । পুরুষকায় প্রদর্শন করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, যদি দৈববশতঃ উহা গির্জা না হয়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে রাজাকে পাপগ্রস্ত হইতে হয় না ।

হে মহারাজ ! এক্ষণে পূর্বজন রাজর্ষি হরগ্রীবের বিবরণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । সেই রাজা শত্রু নিগ্রহ ও প্রজা পালন পূর্বক মহীয়সী কীর্তি লাভ করিয়াছিলেন । তিনি একাকী চারি অশ্বসংযোজিত রথে সমারুঢ় হইয়া রৌবতরে শরাসন আকর্ষণ ও নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ পূর্বক শত্রুদিগকে সংহার করতঃ পরিশেষে স্বয়ং যুদ্ধে কলেবর পরিত্যক্ত করেন । তিনি অহংকারশূন্য হইয়া বুদ্ধিপ্রভাব ও নীতিহকাশলে রাজ্য রক্ষা করিয়া বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক অতুল খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তিনি সমস্ত কার্য্যেই অসংধারণ উৎসাহ প্রদর্শন পূর্বক অভিমানপরিবর্জিত হইয়া দৈব ও মানুষ কার্য্য সমূহের অনুষ্ঠান এবং দত্ত নীতিসাহায্যে রাজ্য শাসন করিতেন । তিনি বিদ্বান্, ব্রাহ্মসম্পন্ন, ত্যাগ-পীল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন । ঐ নরপতি বহুবিধ সংকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই জীবলোক পরিত্যাগ পূর্বক মেধাবী, বিচক্ষণ ও সাধুসম্মত ব্যক্তি-গণের লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন । তিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক এই চতুর্বর্ণীয়া লোক সকলকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়াছেন । তিনি যজ্ঞে সোমরসোপান ও ব্রাহ্মণদিগের তৃপ্তিসাধন এবং প্রজাদিগের প্রতি দোষানুসারে দত্ত বিধান করিতেন । ঐ মহাত্মার চরিত্র অতি অশ্রদ্ধা ও স্নানীয় । বিদ্যাবান্ সাধুলোকগণ সর্বদা তাঁহাকে প্রশংসা করেন । হে ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে সেই পুণ্যবান্ মহাত্মা অপূর্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বীরজনোচিত লোক সকল লাভ করিয়াছেন ।

\*\*\*

### পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় । ২৫ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনকে ক্রোধাবিষ্ট দর্শন এবং মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ পূর্বক কৃষ্ণদৈপায়নকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে ! এক্ষণে এই মর্ত্য রাজ্য ও অন্যান্য বিবিধ ভোগে আমার কিছুমাত্রই বাসনা নাই । পতিপুত্রবিহীন স্রমগীর্ণের বিলাপধ্বনি শ্রবণে আমার চিত্ত শোক নিভাত্ত অভিভূত হইয়াছে । আমি কোনক্রমেই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না ।

মহামতি যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, যোগবিদ্যাশিষ্য বেদবেত্তা ঋষিগণের তাঁহাকে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! কশ্মলিষ্ঠান্, সজ্জাতকান্, অন্যান্য কল্যাণকর কিছুই লাভ হইতে পারে না এবং এক

ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে দান করিতেও পারে না। ভগবান্ বিধাতা যে সময়ে যে বস্তু বাহার প্রাপ্য বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই সময়ে সে অন্যায়মতে তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইতে পারে। নির্দিষ্ট সময় সমাগত না হইলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও শাস্ত্র পর্যালোচনা দ্বারা কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হইবে না; কিন্তু উপযুক্ত সময় সমাগত হইলে, নিতান্ত মূর্খেরাও ভূরি ভূরি অর্থ লাভ করে। অতএব কার্য্য কালসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের সময় সমাগত না হইলে, কি শিল্প, কি মন্ত্র, কি ঔষধ, কিছুতেই ফল লাভ হইতে পারে না; কিন্তু সময় সমাগত হইলে, সমুদয় কার্য্যই সুসিদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কালসহকারে বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত, জলধরপটল জলসমায়ুক্ত, অরণ্যস্থিত বৃক্ষ সকল কুলুমোপশোভিত, সলিল সমুদয় পদ্মপত্রসংকীর্ণ, যামিনী জ্যোৎস্না বা অন্ধকারে সমাবৃত এবং চন্দ্রমা ষোড়শ কলাপরিপূর্ণ হয়। উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত না হইলে, কোনক্রমেই পাদপগণের ফলপুষ্পোৎসব, নদী সমুদয়ের প্রবলবেগ, গন্ধ, পক্ষী ও পশুগণের মত্ততা, রমণীগণের গর্ভ, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির প্রভৃতি ঋতুর সমাগম, প্রাণীগণের জন্ম মৃত্যু, বাসকগণের মধুর বাউনি-সঙ্গীত, মানবগণের ধৌবন লাভ, ষড়্‌সমারোপিত বীজের অঙ্কুরোদগম, ভগবান্ সূর্য্যের উদয় ও অস্তাচলে সমাগম এবং ভগবান্ চন্দ্র ও বীচিমালাসম্মূল সাগরে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

হে কুন্তীতনয় ! এতদ্বিষয়ে রাজা সেনজিতের পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। সেই রাজা হুঃখাদ্বিত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, হর্নিবার কালের গতি অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যাত্ত নহে। কালক্রমে সমুদায় ভূপালকেই কৃতান্তভবনে গমন করিতে হইবে। এক জন অন্য ব্যক্তিকে, অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাহাকে বিনাশ করে, ইহা কেবল কথামাত্র। ফলতঃ কেহই কাহাকে সংহার করে না; জীবগণের স্বভাবতই জন্ম মৃত্যু হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তিগণই অর্থ নষ্ট বা পুত্র, কলত্র ও পিতা বিনষ্ট হইলে, হার কি হইল ! হার কি হইল ! এই প্রকার অসুখান করিয়া হুঃখের প্রতিকার করিয়া থাকে। তুমি সেই মৃত ব্যক্তিগণের ন্যায় কি নিমিত্ত শোকার্ত্ত হইয়া বৃথা অহুতাপ করিতেছ। দেখ, হুঃ করিলেই হুঃখ ও ভয় করিলেই ভয় পরিবর্দ্ধিত হয়। এই সমাগরা বহুকাল আপনায়, আবার আপনার আত্মাও আপনার নহে। পতিভগণ এই প্রকার বিবেচনা পূর্ব্বক কখনই মৃত্যু হইবে না। এই অবনীমণ্ডলে শোকের বিষয় সহস্র সহস্র ও হর্ষের বিষয় শত শত বিদ্যমান রহিয়াছে। মৃত

ব্যক্তিগণই সর্বদা সেই সকলে অভিভূত হইয়া থাকে, কিন্তু পতিতগণ কদাপি উহাতে আক্রান্ত হন না। প্রথমে যে বস্তু প্রিয় হয়, কালক্রমে পুনরায় সেই বস্তুই দুঃখকর হইয়া থাকে, এবং প্রথমে যে বস্তু অপ্রিয় হয়, কালক্রমে পুনরায় সেই বস্তুই সুখকর হইয়া উঠে। এই প্রকারে সুখ ও দুঃখ জীবনকালে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহলোকে যথার্থ সুখ নাই, কেবল দুঃখই রহিয়াছে। এই নিমিত্ত মনুষ্য সর্বদাই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। দুঃখের অভাবই সুখনামে অভিহিত হয়। লোকের আশা পূর্ণ না হইলেই দুঃখ উপনীত হইয়া থাকে। ইহলোকে সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ ভোগ করে; কাহাকেই সর্বদা সুখ বা সর্বদা দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অ এব যিনি শাস্ত্রত সুখ লাভ করিতে বাসনা করেন, তাহাকে লৌকিক সুখ ও দুঃখ এই উভয়কেই জয় করিতে হয়। যাহার নিমিত্ত শোক, তাপ ও আশ্রাস উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা ভুজ্জন্ম, অশ্লিল ন্যায় অবশ্য পরিত্যজ্য। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় বাহ্য উপস্থিত হউক না কেন, অনাকুলিত চিত্তে তাহা অগ্রদব করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। পুত্র, কলত্রদিগের অল্পমাত্র প্রিয় কার্য সমাধান না করিলেই অরণ্য হওয়া যায় যে, উহাদের মধ্যে কে কি নিমিত্ত আশ্রয় হইয়া থাকে। যাহা হউক, ইহলোকে যাহারা নিত্যন্ত মুক্ত এক বাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা ই সুখ সংভোগ করিতে সমর্থ হয়; সধ্যবিত্ত লোকগণ নিত্যন্ত ক্রেশে কাল যাপন করিয়া থাকে। সুখ দুঃখবেত্তা মহামতি সেনাজিৎ এই সমুদয় বাক্য কহিয়াছিলেন।

আর দেখ, যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ সন্দর্শন করিয়া স্বয়ং দুঃখ বোধ করে, সে কখনই সুখ লাভ করিতে পারে না। কোন কালেই লোকের দুঃখের অন্ত হয় না। সকলেরই পর্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ, লাভালাভ, বিপদ সম্পদ ও জন্ম-মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। তন্নিবন্ধন পতিতগণ কিছুতেই আনন্দ বা শোক প্রকাশ করেন না। ভূগালগণের সংগ্রামই বাগবন্ধন, দণ্ডনীতির পর্যালোচনাই যোগবন্ধন, আর যজ্ঞে যজ্ঞা দানই সন্ন্যাস বন্ধন। নরপতি অহঙ্কারশূন্য ও যজ্ঞ-পরায়ণ হইয়া শান্তি মার্গানুসারে বুদ্ধি পূর্বক রাজ্য রক্ষা, ধর্ম্মানুসারে সকলের প্রতি সমান চুড়িপাত, বৃদ্ধে জর লাভ, যজ্ঞে সোমরস পান, প্রভা নৈবেদ্য, বৃদ্ধ অন্নসারে দণ্ড বিধান, সম্যকরূপে বেদ ও শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং ধর্ম্মতত্ত্বের প্রজ্ঞাদিগকে বধ ধর্ম্মে সম্বাহন করিয়া সমুদয়গণী হইতে পারিলেই অবিজ্ঞতা লাভ ও চরমে অহলোকে অবস্থান করিতে পারেন। যে

মহারাজ ! যেমহীপাল পরলোকে গমন করিলে, পুরবানী, প্রজা ও  
অমাত্যগণ তাঁহার গুণ গীতন করিয়া থাকে, সকলে তাঁহাকেই প্রাণ  
রাজা বলিয়া গণ্য করে ।

### ষড়বিংশতিতম অধ্যায় । ২৬ ।

সেই সময় উদারবভাব রাজা যুধিষ্ঠির বিনীত বাক্যে ধনঞ্জয়কে  
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! তোমার বিবেচনার অর্থই  
সর্কাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গদার্থ এবং ধনহীন ব্যক্তি সর্গ, সুখ ও অর্থ লাভ  
করিতে পারে না । কিন্তু বস্তুতঃ ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত তান্ত্রবিজ্ঞিত,  
সন্দেহ নাই । অনেকানেক লোক বেদাধ্যয়ন ও তপোমুষ্ঠান পূর্বক  
অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছেন । যাহারা ঋষিগণের ন্যায় স্বাধ্যায়-  
সম্পন্ন, ব্রহ্মচারী ও সর্গধর্মবেত্তা, দেবগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া  
নির্দেশ করেন । মহর্ষিগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বর্ধারিনিষ্ঠ, কেহ কেহ  
জ্ঞাননিষ্ঠ ও কেহ কেহ ধর্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন । বৈদ্যানসমূহের বিবে-  
চনার জ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মাদিগের বাক্যানুসারে রাজকার্য্য সম্পাদন করা  
বিধেয় । অজ, প্রমি, সিকত, অরুণ ও কেতুগণ স্বাধ্যায়প্রভাবে সুব-  
লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন । লোকে দান, যজ্ঞ, অধ্যায় ও নিত্যতন্ত্র হুংসাধ্য  
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পদ্ধতি বেদোক্ত কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান পূর্বক দক্ষিণ  
দিগবর্তী পথ অবলম্বন করিয়া দেবলোকে গমন করিয়া থাকে । আমি  
পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, কক্ষ্মনিরত লোকেরাই দক্ষিণ দিগবর্তী  
পথ অবলম্বন করিয়া গমন করে । যোগিগণ উত্তর দিগবর্তী পথ অব-  
লম্বন পূর্বক অক্ষয় লোকে গমন করিয়া থাকেন । পুরাণবেত্তারা ঐ  
উত্তর পথের মধ্যে উত্তর দিগের পথকেই সম্যকরূপে প্রশংসা করেন ।

হে অর্জুন ! সন্তোষপ্রভাবে স্বর্গ ও পরম সুখ লাভ করিতে পারা  
যায় । সন্তোষ সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । যাহারা ক্রোধ ও হর্ষকে পরাজয়  
করিয়াছেন, তাঁহারাষ্ট্র একান্ত সন্তোষসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন ।  
সন্তোষই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি । এক্ষণে মহারাজ যযাতি বাহা কহিয়াছিলেন,  
আমি তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । ইহা শ্রবণ করিলে মহাযো-  
দ্ধারামনি সকল কুর্ষ ও ভেদ ন্যায় প্রতিসংহত হইয়া যায় । “পুরুষ যথার-  
মিতা হর এবং কাহাকেও স্বয়ং বিভীষিকা প্রদর্শন না করে, যখন সে

ইচ্ছাছেপরিবারিত হয় এবং প্রাণিগণমধ্যে কার্যনোবাকো পাপ স্বভাব প্রকাশ না করে, তৎনই ব্রহ্মতাপ্ত হইয়া থাকে । যিনি অভিমান ও মোহকে বশবর্তী করিয়াছেন এবং যিনি পুত্র কলত্র পরিবর্জিত ও আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়াছেন, সেই সাধু ব্যক্তিই মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন ।” হে ধনঞ্জয় ! এই সংসারে কোন কোন ব্যক্তি ধর্ম, কোন কোন ব্যক্তি চরিত্র এবং কোন কোন ব্যক্তি বা ধন লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে । ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক অর্থ পরিগ্রহ করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করাই কর্তব্য । যাচঞা করিলে, মহাদোষে দূষিত হইতে হয় । যাহারা ধনপ্রার্থী, তাহারা কোনক্রমেই অবশ্য পরিত্যক্ত দ্রব্য পরিহৃত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না । আমরা সর্বদাই ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং তোমার উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য । যাহাদিগের অর্থোপার্জনস্পৃহা বলবতী হইয়াছে, তাহাদিগের নিকট সংকল্প অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না । অন্যের অনিষ্টাচরণ ব্যতীত আর কিছুতেই অর্থলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই । আবার অর্থ হস্তগত হইলে, সর্বদাই মনোমধ্যে ভরসঞ্চার হইয়া থাকে । যাহারা অতি হৃষ্টচরিত্র এবং ভয় ও শোকবিবর্জিত, তাহারা অল্পমাত্র ধনলাভের নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যাদি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে । প্রভুভ্যাগণকে ধন প্রদান না করিলে, অতিশয় অযশোভাগী হন এবং অর্থ প্রদান করিলেও ব্যয়নিবন্ধন নিত্য কাতর হইয়া থাকেন । বিশেষতঃ ধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সর্বদাই চোরভয়ে ভীত হইয়া অবস্থান করেন । কিন্তু ভোগবাসনাপরিবর্জিত পরম সুখী নির্জন ব্যক্তি কাহার নিন্দনীয় ও কাহার ভয়ে ভীত হয় না, লোভবৃদ্ধিভয়ে তিনি দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠানার্থে কিছু ধনসঞ্চয় করিয়া থাকেন, তাহাতেও অতি সঙ্কুচিত হন ।

হে ধনঞ্জয় ! পুরাবৃত্তবিশিষ্ট পণ্ডিতগণ যজ্ঞসংস্কার উদ্দেশে যাহা বর্ণন করেন, তাহা শ্রবণ কর । বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানার্থেই অর্থ এবং অর্থরক্ষক পুঙ্খের সৃষ্টি করিয়াছেন । অতএব অর্থ যাগযজ্ঞে ব্যয় করাই বিধেয় ; উহা দ্বারা ভোগবাসনা চরিতার্থ করা নিতান্ত অকর্তব্য । বিধাতা যজ্ঞের অনুষ্ঠানার্থেই মনুষ্যাগণকে ধন প্রদান করিয়াছেন ; উন্নিবন্ধন অনেকেই বিবেচনা পূর্বক কহিয়া থাকেন যে, ধন কাহারই অধিকৃত নহে ; অতএব পরম স্বেচ্ছা ও ভক্তি সহকারে ধন দান ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সকলেরই কর্তব্য । সংপুঙ্খের উপার্জিত ধন দান করিবার নিমিত্তই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন । ভোগ বা অলস্য করিতে উপদেশ

প্রদান করেন না। কানকপ জুমহং কাণ্য বিদ্যমান থাকিতে ধন সঞ্চয় করা কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে। পাত্র বিবেচনা করিয়া দান করাও কৰ্ত্তব্য। কেবল নির্দোষণ ধৰ্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদিগকে ধন দান করে, তাহাদিগকে দেহাধিনে শত বৎসর পুরীষ ভোজন করিতে হয়; অতএব পাত্রাপাত্রেয় পরিজ্ঞাননিবন্ধন দানধৰ্ম্মও নিতান্ত সহজ নহে। অযোগ্য পাত্রে দান করা আর যোগ্য পাত্রে দান না করা এই দুইটি উপাধিকৃত ধনব্যবহারের ব্যতিক্রম, সন্দেহ নাই।

### সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় । ২৭ ।

হে মহাত্মন! এক্ষণে বাণক অভিমুখ্য, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্ট-  
দ্যুম্ন, রাজা ক্রপদ, বিরাট, ধৰ্ম্মজ বহুসেন, রাজা ধৃষ্টকেতু ও অন্যান্য  
নানাদেশীয় রাজগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করাতে আমি শোকে  
নিতান্ত অধীর হইরাছি। হায়! অম্মা হইতেই আমাদের কুলক্ষয়  
হইল। আমি একান্ত রাজ্যলোভী; অতএব আমার তুল্য নরাধম আর  
কেহই নাই! পূর্বে যিনি আমাকে ক্রোড়ে করিয়া লালন পালন  
করিয়াছিলেন, আমি রাজ্যলোভী হইয়া সেইশপিতামহকে যুদ্ধে নিপাতিত  
করিয়াছি। যুদ্ধকালে শিখণ্ডীর সমীপবর্তী জীর্ণ সিংহ সদৃশ পিতামহকে  
ধনস্তরের শরনিকরপ্রভাবে কুলিশাহত পক্ষতের ন্যায় বিকল্পিত ও বিবৃ-  
ণিত হইতে দেখিয়া আমার হৃদয় সাতিশর ব্যথিত হইরাছিল। সেই  
সময় আমি ঐ মহাত্মাকে একান্ত অবসন্ন, রোধোপরি ঘূর্ণমান ও স্তম্ভ  
প্রায়ুধে নিপতিত সন্দর্শন করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইরাছি, ওষুধী  
নাই। যিনি শর শরসেন ধারণ পূর্বক কুরুক্ষেত্রে বহুদিন পরভ্রামের  
সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, যিনি বারীণশীতে একাকী কন্যা লাভ  
করিবার নিমিত্ত রথারোহণ পূর্বক একত্র সমবেত অগাধ ভূপালকে  
মুছার্ণ আহ্বান করিয়াছিলেন, বাহার শত্রুপাতে রণহর্ষদ মহারাজ  
উগ্রাধ্ব বধ হইরাছিলেন, আমি সেই মহাত্মা পিতামহকে নিপাতিত  
করিলাম। ঐ মহাত্মা যুদ্ধ সময়ে শিখণ্ডীর প্রতি শর পরিত্যাগ করেন  
নাই; শত্রুর ঐ অবসরে তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। পিতামহকে  
শোণিতসিকুলেবরে ভুতলে নিপাতিত হইতে দেখিয়া তৎকালে আমার  
চিত্ত যে কি একান্ত ব্যর্থিত হইরাছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমার  
তুল্য নরাধম আর কেহই নাই। যিনি আমাদিগকে যত পূর্বক

পরিবর্তিত ও সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন, আমি অন্তর্কালহারি  
সামান্য রাজ্য লাভার্থে যোহপ্রভাবে সেই পরম ও পিতামহকে বিপা-  
তিত করিলাম ।

হার ! আমি ভূগোলগণের পূজিত মহামতি দ্রোণাচার্য্যকে মিথ্যা-  
বাক্যে প্রবঞ্চনা করিয়াছি। সেই মহাত্মা সত্য বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত-  
আমার নিকট আগমন পূর্বক “হে ধর্ম্মরাজ ! আমার তনয় দীর্ঘিত  
আছে কি না স্বার্থ করিয়া বল,” এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি  
রাজ্যলোভপ্রযুক্ত তাঁহার সন্নিধানে স্পষ্টাভিধানে অগত্যা নিহত হই-  
য়াছে বলিয়া স্পষ্টাভিধানে “গজ” শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলাম । এক্ষণে  
সেই বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে সমাকৃষ্ট হইয়া মদীর কলেবর দৃঢ় করি-  
তেছে । পরিশেষে শুদ্ধতর আপপ্রভাবে আমাকে যে, কোন লোকে  
গমন করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ।

হার ! যখন আমি সংগ্রামে অপরাধু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তাকে নিহত  
করিয়াছি, তখন আমার সদৃশ পাপী আর কেহই নাই । আমি শৈলসমুৎ-  
পন্ন সিংহশাবক-সদৃশ বালক অভিমত্নাকে দ্রোণাচার্য্য-পরিবর্তিত বাহ-  
মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিয়া অবধি ব্রহ্মহত্যাকারী নরাধমের  
নার স্বীকেশ ও ধনস্বরকে স্থিরচিত্তে অবলোকন করিতে সমর্থ হইতেছি  
না । পঞ্চপুত্রবিহীন ভ্রোণীকে পঞ্চপুত্রতনুয়া মেদিনীর ন্যায় নিরী-  
ক্ষণ করিয়া শোকানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে । এক্ষণে আমি  
যারাই এই ক্ষত্রিয়কুলক্ষর প্রভৃতি সমুদার অনর্থ সম্পাদিত হইয়াছে ।  
অতএব আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশন পূর্বক কলেবর শোষণ করিয়া  
জীবন পরিত্যাগ করিব । তাহা হইলে আমাকে আর কোন জাতির  
মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না । এক্ষণে আমি তোমাদিগকে বিনীত-  
ভাবে কহিতেছি যে, তোমরা আমাকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে অনু-  
মতি প্রদান করিয়া যথাস্থলে গমন কর ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন ! সেই সময় তপোধনাপ্রগণ্য কৃষ্ণ  
বৈশম্পায়ন যুধিষ্ঠিরকে বহুবিরোগশোকে সাতিশর কাতর দেখিয়া সাতনা  
বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! শোকে একান্ত অভিভূত হওয়া  
তোমার নিতান্ত অকর্তব্য । আমি পুনর্বার তোমাকে উপদেশ প্রদান  
করিতেছি, শ্রবণ কর । যেরূপ বৃদ্ধ সমুদার সলিলে সমুৎপন্ন ও বিলীন  
হয়, সেইরূপ প্রাণিমানুষই ইহলোকে সমুৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় । পরিশ্রমে  
সমুদার পদার্থেরই ধ্বংস আছে ; কীর্ত্তনের স্মৃতি, পতন উন্নতির অন্ত,



বিরোগ সংযোগের অন্ত ৩ মরণ জীবনের অন্ত । সুখ লাভ করিবার নিমিত্ত আলস্যে কালাতিপাত করিলে, পরিণামে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয় ; আর ক্রেশ সহকারে কার্যে নৈপুণ্য প্রকাশ করিলে, পরিণামে পরম সুখ ভোগ করিতে পারা যায় । কার্যক্রম ব্যক্তিই অনিমা দি ঐশ্বর্য্য, শ্রী, লজ্জা, ধৈর্য্য ও কীৰ্ত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় । অলস ব্যক্তি কোনক্রমেই ঐ সমুদায় লাভ করিতে পারে না । লোকে বন্ধুবান্ধব ও ধন দ্বারা সুখী, শত্রু দ্বারা দুঃখী ও প্রজ্ঞাবলে ধনবান্ হইতে সমর্থ হয় না । যাহা হউক, এক্ষণে ভগবান্ বিধাতা কৰ্ম্মানুষ্ঠানার্থে ই তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব কৰ্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার বিধেয় । কৰ্ম্ম পরিত্যাগে তোমার অধিকার নাই ।

—\*—

### অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় । ২৮ ।

হে ধর্ম্মরাজ ! এই দিবসে অশ্বা নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । এক দিন বিদেহাধিপতি জনক দুঃখ শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া আপনীর সংসার অপনৌদ্বীকরণ মহামতি অশ্বাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্ ! জ্ঞান ও সম্পত্তির বৃদ্ধি ও ক্ষিণ কালে লোকে কি প্রকারে অবস্থান করিলে, মঙ্গল লাভ করিতে পারে ?

মহাত্মা অশ্বা বিদেহদেশাধিপতি জনক কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ ! মনুষ্যের জন্ম হইবামাত্র, সুখ ও দুঃখ ভাবের আশ্বাকে আশ্রয় করিয়া থাকে । ঐ উভয়ের মধ্যে অন্যন্তরের প্রাকৃত্যব হইলেই মনুষ্যের চৈতন্য মারুতগাঁকালিত অলধরপটলের ন্যায় অন্তর্হিত হয় । জন্মের পর মনুষ্যের মনে ক্রমে ক্রমে আর্গি কেবল মনুষ্য নহি, এক জন সংসারশত্ৰুত্ব কৃতী পুরুষ বলিয়া অহঙ্কার জন্মে । ঐ অহঙ্কার বশতঃ সেই ব্যক্তি বিবিধ ভোগে আসক্ত হইয়া পিতৃসঞ্চিত সমস্ত অর্থ নৃত্যগীতাদিতে ব্যয় করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তিই হিতকর বিবেচনা করিয়া উহা অবলম্বন করে । তখন ব্যাধ বৈরূপ শর সজ্জান পূর্ব্বক যুগকে সংহার করিয়া থাকে, সেইরূপ নরপুত্রি সেই বিপথগামী ব্যক্তিকে বিনষ্ট করেন । যে সমস্ত ব্যক্তি ত্রিংশতি বা ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহাদিগকে জীবন বৎসর জীবন ধারণ করিতে হয়

না । লোকে দারিদ্র্যদোষে এই প্রকারে অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে । অতএব প্রাণিগণের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়া বুদ্ধিপূর্বক এই সমুদয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত যত্ববান হওয়া অবশ্য বিধেয় । বুদ্ধিবিপর্যয় ও অনিষ্টাপাত এই দুইটি মার্কসিক দুঃখের প্রধান কারণ ; এই ভূমণ্ডলে এই দুই কারণেই বিবিধ দুঃখ মানবগণের অমুসরণ করিয়া জরা ও মৃত্যু বৃক্কের ন্যায় মানবগণের জীবন সংহার করিয়া থাকে । কি বলবান, কি দুর্বল, কি ধর্ম, কি দীর্ঘ, কেহই জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না । যিনি এই মাসাগরা বহুক্ষণ ভ্রম করেন, তাঁহাকে জরা ও মৃত্যুর বশবর্তী হইতে হয় । মানবগণের সুখ বা দুঃখ যাহাই উপস্থিত হউক না কেন, অনাকুলিত চিত্তে তাহা সহ্য করা অবশ্য কর্তব্য । সুখ ও দুঃখ পরিত্যাগ করিবার কিছুই উপায় নাই । মহুযাগণ কি বালা-বহা, কি যৌবনাবস্থা, কি বৃদ্ধাবস্থা, কোন অবস্থাতেই জরা ও মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না । অগ্নির সমাগন, প্রিয় বিচ্ছেদ, অর্থ, অমর্থ, সুখ ও দুঃখ, উন্নতি, ক্ষয়, লাভ ও ব্যথা পরিশ্রম সমস্তই অদৃষ্ট-লাপেক । যেমন কৌন রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ স্বভাবতই জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ সুখ ও দুঃখ স্বভাবতই জীবনের অমুগামি হয় । প্রাণিমাাত্রকেই নিয়মিত কালে শয়ন, উপহবন, গমন ও অন্নাদি ভোজন করিতে হয় । এই অগতে কালপ্রভাবে বৈদ্য ও আত্ম, বলবান ও দুর্বল এবং সুপুরুষ ও কুৎসিতাকার হইয়া যায় । লোকে অদৃষ্টক্রমেই সঙ্কশে জন্ম গ্রহণ পূর্বক বলবান, রূপবান, সুস্বকার, সৌভাগ্যশালী ও ভোগী হইয়া থাকে । বিধির কি বিচিত্র মহিমা ! দরিদ্র ব্যক্তিগণের ইচ্ছা না থাকিলেও, তাহারা অনেক সম্ভান সম্ভতি লাভ করে, আর মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কামনা করিয়াও পুত্রের মুখ সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না । ব্যাধি, অগ্নি, জল, অস্ত্র, বৃত্তকা, বিষপান, উরুক্ষন বা অধঃস্থলন ইহার মধ্যে কাহার অদৃষ্টে যাহাতে মৃত্যু নিরূপিত হইয়াছে, সে তাহাতেই জীবন পরিত্যাগ করে । নির্দিষ্ট নিয়ম কেহই অতিক্রম করিতে পারে না । ইহলোকে যাহারা সঙ্কশজাত ও বিপুল বিভবশালী, তাহারা পতঙ্গের ন্যায় যৌবনাবস্থাতেই কলেবর পরিত্যাগ করে এবং যাহারা দরিদ্র, তাহারা জরাজীর্ণ কলেবর হইয়া বহুকষ্টে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিয়া থাকে । ধনবান ব্যক্তিগণের প্রায়ই ভোজন-শক্তি থাকে না এবং দরিদ্র ব্যক্তিগণ কষ্ট পর্য্যন্ত ভোজন করিতে সমর্থ হয় । জরান্বারা কালের বশীভূত হইয়া অসন্তোষনিবন্ধন মর্কসা পাগাকার্য্যে

রত থাকে। পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকেও বহবার সজ্জন বিনিমিত যুগরা, পালকীড়া, পরজীসমাগম, মদ্যপান ও কলহে আসক্ত হইতে দেখা যায়। হে রাজন্ ! এই প্রকারে কাল প্রভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয় সমুদায় আগ্নিদিগকে আক্রমণ করে। অদৃষ্ট ব্যতিরেকে উহার আর কিছুই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি পবন, গগন, হতাশন, চন্দ্র, সূর্য্য, দিন, যামিনী, নক্ষত্র, নদী ও পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পালন করিতেছেন, তিনিই মনুষ্যের অস্থঃকরণে সুখ দুঃখ প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্যদিগের সুখ দুঃখ, শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা প্রভৃতি কিছু সকলের ন্যায় কালসহকারে পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ ! ঔষধ, হোম, মন্ত্র ও জপ প্রভাবের মনুষ্যদিগকে জরা ও মৃত্যু হইতে বিমুক্ত করিতে পারা যায় না। সাগরমধ্যে যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ ও বিয়োগ হইয়া থাকে, সেই রূপ এই অবনীমণ্ডলে জীব সকল একবার সংযুক্ত ও পুনর্বার বিয়োজিত হইতেছে। যে সমুদয় মনুষ্য নরকদা গীতবাদ্য শ্রবণ ও মহিলাগণের সহিত বিহার করিয়া থাকে এবং যাহারা অনাথ হইয়া পরাম ভোজন করে, কৃতান্ত তাহা-দিগের সকলের প্রতিই সমানরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সংসারে অনেকেরই জননী, জনক, পুত্র ও ঙ্গল আছে; কিন্তু বস্তুতঃ কেহই কাহার নহে। জীবের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, আর কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। বন্ধুবান্ধবসমাগম পথিকসমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী। আমি কে? কোথায় বাস করিতেছি? কোন্ স্থানে বা গমন করিব? এই স্থানে কি বিদ্যমান রহিয়াছি? কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি? এই প্রকার মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া চিন্তকে স্থির করিবে। বস্তুতঃ এই সংসার নিরন্তর চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে; ইহাতে কিছুই স্থিরতা নাই।

কেহ কখন পরলোক সন্ধান করে নাই; কিন্তু শাস্ত্রমুক্তি অনুসারে কুশলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে শ্রদ্ধা করা এবং তজ্জন্য পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ, যাগযজ্ঞাদি বিবিধ কার্যের অনুষ্ঠান ও পর্য্যায়ক্রমে জীবগণের অনুশীলন করা বিধেয়। এই জগৎ যে, জরা ও মৃত্যুরূপ গ্রাসমণ্ডল কালরূপ অতি গভীর সমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছে, তাহা কেহই স্বদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। আয়ুর্কেন্দ্রবেত্তা অসংখ্য বৈদ্য ব্যাধিবারী সমাক্রান্ত হইয়া অবিদিত কষায়বৃশ, পানি ও ঘৃত ভোজন করিতেছে, কিন্তু মহাসাগর বেক্রপ হ্রিলাভে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়

না, সেইরূপ তাহারা কোনক্রমে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারিবে না । রসায়নবিদ্যাবিশারদ অনেকানেক মনুষ্য জরাব্যাধিবিনাশন ঔষধ সেবন করিয়াও মহামাভ্র কৰ্ত্ত্বক বিদলিত পাদপের ন্যায় জরাপ্রভাবে অতি জীর্ণ শীর্ণ হইজেছেন । তপঃস্বাধ্য য়নঃ, যতি বদান্য, যজ্ঞপরাশর ব্যক্তিগণও জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না । যে বৎসর, যে মাস, যে পক্ষ, যে দিন ও যে রাত্রি একবীর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহা আর পুনর্বার আগমন করে না । হে রাজন্ ! অবশ মনুষ্য কালপ্রভাবে সর্বসাধারণ সংসারপথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন, জীব হইতে দেহের উৎপত্তি এবং কেহ কেহ বলেন, দেহ হইতে জীবের উৎপত্তি হয় । সে যাহা হউক, এই জীবলোকে পুত্র কলত্রের সমাগম যে, পথিকসম্মগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী, তাহার আর সন্দেহ নাই । অন্যের কথা কি বলিব, আপনার কলেবরের সহিতও লোকের চিরকাল সহবাস থাকে না । হে ধর্মরাজ ! এখন তোমার পিতা ও পূর্ব পিতামহগণ কোথায় রহিয়াছেন ? আজি তুমিও তাঁহাদিগকে মন্দর্শন করিতেছ না এবং তাঁহারাও তোমাকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছেন না । মনুষ্য ইহলোকে অবস্থিতি করিয়া স্বর্গ ও নরক দর্শন করিতে পারে না ; শাস্ত্রই সাধুগণের লোচন ; তাঁহারা শাস্ত্রমতেই সমস্ত অবগত হইতে পারেন ; অতএব তুমি সেই শাস্ত্রেরই অনুশীলন কর । পিতৃলোক, দেবলোক ও মর্ত্য লোকের ঋণ হইতে পরিজ্ঞান পাইবার নিমিত্ত মনুষ্যের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সর্বতোভাবে বিধেয় । অতএব লোকে হৃদয়স্থ হঃখকে নিরাকৃত করিয়া পবিত্রদৃষ্টি হইয়া ঐ সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্বক উত্তর লোকে সুখ লাভ করিবে । যে নরপতি ক্রোধ ও হিংসা-পরিবর্জিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ন্যায়ানুসারে ব্যবসমূহ আহরণ করেন, তাঁহার যশো-রাশি সমস্ত লোকে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।

হে মহারাজ ! বিদর্ভাধিপতি জনক মহামতি অশ্বার মুখে এই প্রকার যুক্তিসিদ্ধ বাক্য শ্রবণ করতঃ শোকতাপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক স্বীয় গৃহাভিমুখে গমন করিলেন । অতএব তুমিও এক্ষণে শোকতাপ পরিত্যাগ পূর্বক প্রফুল্লচিত্ত হও । তুমি কর্জয়ধর্ম্মানুসারে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিয়াছ ; এক্ষণে সুখ স্বচ্ছন্দে উহা উপভোগ কর ; উহাতে কদাপি অনাদর প্রদর্শন করিও না ।

একোনত্রিংশতম অধ্যায় । ২৯ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা কক্ষ  
দৈপ্যারনের এই প্রকার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ পূর্বক কিছুমাত্র উত্তর প্রদান  
করিলেন না । ঐ সময় মহাত্মা ধনঞ্জয় হৃদীকেশকে সম্বোধন করিয়া  
কহিলেন, হে বাসুদেব ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া  
ছেন । তুমি উহাকে প্রবোধবাক্যে আশ্বাসিত কর । উহার শোকনি-  
বন্ধন আমরা সকলেই পুনর্বার যৌরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি ;  
অতএব উহার শোক নিবারণ করা অবশ্য কর্তব্য । তখন পুণ্ডরীকাক-  
ভগবান্ হৃদীকেশ মহামতি ধনঞ্জয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যুধি-  
ষ্ঠিরের সরিধানে উপস্থিত হইলেন । ধর্মরাজ বাল্যকালাবধি ধনঞ্জয়  
অপেক্ষা বাসুদেবের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতেন এবং কদাপি তাঁহার  
বাক্য উল্লেখন করিতেন না । মহাবাহু মধুসূদন যুধিষ্ঠিরের সরিধানে  
গমন পূর্বক শৈলশূঙ্গ সদৃশ চন্দনচর্চিত হস্ত ধারণ করিয়া সাস্থনাবাক্যে  
কহিতে লাগিলেন, হে ধর্মরাজ ! শোকযারা কলেবর শোষণ করা আপ-  
নার নিতান্ত অকর্তব্য । যে সমুদায় বীর এই রণস্থলে জীবন পরিত্যাগ  
করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই পুনর্বার প্রাপ্ত হইবেন না ।  
তাঁহারা স্বপ্নলক্ষ্য অর্পণের ন্যায় এককালে বিনষ্ট হইয়াছেন । ক্ষত্রিয়স্বা-  
ম্যারে তাঁহারী সকলেই মহাত্মকে সম্মুখীন হইয়া বীরগণের সহিত সংগ্রাম  
করতঃ জীবন পরিত্যাগ পূর্বক বীরজনোচিত পরম পবিত্র গতি লাভ করি-  
য়াছেন । তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই সংগ্রামপরাজুখ বা পলায়মান হইয়া  
জীবন পরিত্যাগ করেন নাই । অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা  
আপনার কর্তব্য হইতেছে না ।

এই স্থলে আমি একটী পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ।  
তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ঋষিরকে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া  
কহিয়াছিলেন, বহারাজ ! কি আমি, কি তুমি, কি অন্যান্য ব্যক্তিগণ,  
সকলকেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং পরিণামে সকলকেই মৃত্যুমুখে  
নিপতিত হইতে হইবে ; তবে তুমি কি জন্য অমৃত্যুতাপ করিতেছ ? এক্ষণে  
আমি পূর্বতন ভূপালগণের মহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে  
উহা শ্রবণ কর ; তাহা হইলেই তুমি সমুদয় শোক তাপ পরিত্যাগ  
করিতে পারিবে । যে ব্যক্তি কেই মহাত্মত্ব নরপতিগণের বনোন্মস  
চরিত্র শ্রবণ করে, তাঁহার আত্মার উত্তমভাগের সঞ্চার হয় । অবিকৃত-

পুত্র মহারাজ মরুত অতি সৌভাগ্যসম্পন্ন ছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃহস্পতি সমভিব্যাহারে ঐ মহারাজ যজ্ঞে আগমন করিতেন। উনি স্পর্ধা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের ষ্টিতসাধনার্থ ঐ মহারাজের কঙ্কাক্রিয়া সম্পাদন করিতে অধীকার করাতো, সুরচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহর্ষি মনুর্ভ ঐ কার্য সম্পাদন করেন। সেই মহারাজের রাজশাসন সময়ে বহুমতী অকুষ্ঠা হইয়াও শস্যশালিনী হইতেন। উহার যজ্ঞে বিশ্বদেবগণ সভাসদ এবং গাধা ও মরুতগণ পরিবেষ্টা হইয়াছিলেন। দেবগণ ঐ যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া সাতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ নরপতি দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উহা বহন করিতে সমর্থ হন নাই। • হে স্বজয় ! সেই সমুদ্র নরপতি তোমা অপেক্ষা ধার্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, তখন তুমি কি নিমিত্ত পুত্রের জন্য বৃথা অশ্রুতাপ করিতেছ ?

উত্থিতনর মহারাজ সুহোত্রও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহারাজ রাজ্যে দেবরাজ ইন্দ্র এক বৎসর সুবর্ণ বর্ষণ করিয়াছিলেন। বহুমতী ঐ নরপতির অধিকারকালে যথার্থনামা হইয়াছিলেন। সেই সময়ে নদী সমুদ্রায়ের প্রবাহে সুবর্ণ প্রবাহিত হইত। • লোকপূজিত সুররাজ ইন্দ্র ঐ সমস্ত নদীতে হিরণ্যর কুর্ষ, কর্কটক, নরক, মকর ও শিশুমার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহারাজ সুহোত্র নদীতে সহস্র সহস্র হিরণ্যর মকর, মীন ও কচ্ছপ প্রবাহিত হইতে সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় বিশ্বরূপ হইয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি সেই সমস্ত সুবর্ণময় মকরাদি গ্রহণ পূর্ব্বক কুরুজাঙ্গলে সংস্থাপিত করিয়া বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতঃ ৩২ সমুদ্রায়ই ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তোমা অপেক্ষা ধার্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান ছিলেন। যখন তিনিও জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কি নিমিত্ত সেই অযাজিক পুত্রের জন্য বৃথা অশ্রুতাপ করিতেছ ?

অজাধিপতি মহারাজ বৃহদ্রথকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইছে। ঐ মহারাজ বিশাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দশ • বেদ অথ, দশ লক্ষ সুবর্ণালকার ভূষিতা কন্যা, দশ লক্ষ দিগ্ভূজ

সদৃশ হস্তী, এক কোটি হেমমালাপরিশোভিত বৃষ ও সহস্র গাভী দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা বিষ্ণুপদনামা পূর্বতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সোমরস পান ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। ঐ নরপতি ক্রমে ক্রমে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্বদিগকে এত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উহা বহন করিতে সমর্থ হন নাই। অস্বাধিপতি বৃহদ্রথ অগ্নিষ্টোমাদি সাত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যত ধন বিতরণ করিয়াছিলেন, তত ধন বিতরণে সমর্থ হয়, এমন পুরুষ আর অদ্যাপি জন্ম গ্রহণ করে নাই এবং করিবেও না। হে স্বজয়! সেই বৃহদ্রথ তোমা অপেক্ষা ধার্মিক, জ্ঞানবান্, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমগ্ৰ পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তাঁহাকে জীবন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, তখন আর তোমার অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা উচিত নহে।

উদীননরপুত্র মহামতি শিবিও কালকবলে নিপতিত হইরাছেন। সেই মহাবীর একমাত্র রূপে আরোহণ পূর্বক সমস্ত মেদিনী পর্য্যটন করিয়া মহীপালদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক স্বীয় সমস্ত গো, অশ্ব ও অন্যান্য আরণ্য পশু প্রদান করেন। প্রজাপতি উহাকে অদ্বিতীয় ধুরন্ধর বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ফলতঃ রাজমণ্ডলে অদ্যাপি শিবির ন্যায় গুণবান্ আর কেহই জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না। হে স্বজয়! সেই ইন্দ্রসদৃশ বলবিক্রমশালী শিবি রাজা তোমা অপেক্ষা বলবান্, ধর্ম্মিষ্ঠ, বিষয়বাসনাপরিবর্জিত ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যাত্মা ছিলেন, যখন তাঁহাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে, তখন তোমার সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা উচিত নহে।

বিপুল বিভবসম্পন্ন শকুন্তলাগর্ভমন্তৃত হৃষিকেশনর মহামতি ভরত রাজাকেও কালকবলে পতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা সুরগণের উদ্দেশে যমুনাগুলিনে তিন শত, সরস্বতী-তীরে বিশপতি এবং গঙ্গা-তীরে চতুর্দশ অশ্ব বন্ধ করিয়া সহস্র অশ্বমেধ ও এক শত রাজস্ব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎকালে কোন রাজাই ভরতের ন্যায় কাৰ্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। সেই মহাত্মা যজ্ঞবেদী বিস্তার পূর্বক তাহাতে অসংখ্য অশ্ব বন্ধন করিয়া, যজ্ঞাবসানে মহর্ষি কণকে পশু সহস্র অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। হে স্বজয়! হৃষিকেশনর তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মিষ্ঠ,

জানবানু, স্পাহাবিহীন ও ঐর্ষ্যাসম্পন্ন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তাঁহারেও জীবন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, তখন তোমার আর সেই অস্বাভাবিক পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা উচিত নহে।

দশরথের পুত্র রামচন্দ্র ও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই মহাত্মা সতত অপভ্রান্তির্বিশেষে প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার রাজ্যাশাসন সময়ে কোন রমণীই বিধবা বা অনাথা ছিল না। জলধরপটল যথাসময়ে বারি বর্ষণ করিতে পৃথিবী প্রচুর শস্যশালিনী হইতেন। কখনই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই। অকালমৃত্যু, অগ্নিদাহ বা ব্যাধিভয়ের সম্পর্ক ছিল না। প্রজারা পুত্রগণে সমাবৃত হইয়া সহস্র বর্ষ পর্যন্ত সুস্থকলেবরে জীবন ধারণ করিত। তৎকালে সকলেই কৃতকর্ম্ম ছিল। পুরুষগণের পবম্পর কলহের কথা কি বলিব, রমণীগণের মধ্যেও কখন বিবাদ উপস্থিত হইত না। প্রজারা সকলে ধর্ম্মিষ্ঠ, সন্তুষ্টচিত্ত, নির্ভীক ও স্বৈচ্ছাচারী ছিল। বৃক্ষগণ নিরমিত কলকুমুদে অলোভিত থাকিত। গাভী সকল কলসপরিমিত দুগ্ধ প্রদান করিত। মহাতপা রামচন্দ্র চতুর্দশ বৎসর বনে বাস ও অবোধে ত্রিগুণদক্ষিণায়ুক্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মার কলেবর শ্যামবর্ণ, লোচন লোহিত বর্ণ, বাহু আজানুলব্ধিত, স্বক্ক সিংহের ন্যায় ও মুখশ্রী অতি সুন্দর এবং বলবীৰ্য্য মাতঙ্গের ন্যায় ছিল। তিনি অযোধ্যার অধীশ্বর হইয়া একাদশ সহস্র বর্ষ পরম সুখে রাজ্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মিষ্ঠ, জ্ঞানী, বৈরাগ্য-যুক্ত ও ঐর্ষ্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তাঁহারেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে, তখন তোমার আর সেই অস্বাভাবিক পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা কর্তব্য নহে।

রাজা ভগীরথকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র সেই মহাত্মার অতি বিলম্বিত যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া স্বীয় বাহুবলে অসংখ্য অসুরদিগকে বিনাশ করেন। সেই রাজা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কনকাকঙ্কত দশ লক্ষ কন্যা দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। এই কন্যাগণ প্রত্যেকে অশ্বচর্চুর্ভীষণযুক্ত রথে আরোহণ করিয়াছিল, এবং প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ হেমমালা-বিভূষিত এক শত মাতঙ্গ, প্রত্যেক মাতঙ্গের পশ্চাৎ সহস্র তুরঙ্গ, প্রত্যেক তুরঙ্গের পশ্চাৎ সহস্র গাভী ও প্রত্যেক গাভীর পশ্চাৎ সহস্র দেব ও ছাগ গমন করিয়াছিল। পূর্বে



এক দিন রাজা ভগীরথ নির্জনে উপবেশন করিলে, গঙ্গা তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধনই গঙ্গার নাম উৎপত্তি হইয়াছে। গঙ্গা সেই রাজাকে পিতৃহেতু শ্রীয়ার করিয়াছিলেন বলিয়াই অদ্যাবধি ভাগীরথী নাম ধারণ করিতেছেন। হে স্বজয়! সেই মহাত্মা ভগীরথ তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মিষ্ঠ, জ্ঞানী, ঐশ্বর্যশালী ও বিষয়বাসনা-পরিবর্জিত এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তাঁহাকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, তখন তোমার সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা নিতান্ত অকর্তব্য।

মহামতি দিলীপও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি তাঁহার বিচিত্র চরিত্র সমুদয় কীর্তন করিয়া থাকেন। সেই মহাত্মা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এই ধনরত্নপরিপূর্ণ বহুস্বরা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুরোহিত প্রত্যেক যজ্ঞে হিরণ্য দশ শত হস্তী দক্ষিণা লাভ করিতেন। সেই নরপতির যজ্ঞে বিপুল কনকময় মৃগ নিধাত হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার হেম বিনির্মিত যজ্ঞস্থলে আগমন পূর্বক মগ্ননায় যজ্ঞীর ঐর্ষ্যের অনুষ্ঠান, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য ও গন্ধর্ব্বাধিপতি নির্ধাবস্তু স্বয়ং সমাগত হইয়া মগ্ন স্রাবস্তুসারে বীণাবাদন করিতেন। বিধাবস্তু বীণাবাদনে প্রবৃত্ত হইলে, সকলেই বিবেচনা করিতেন গন্ধর্ব্বাধিপতি আমারই সমক্ষে বীণা বাদন করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত কোন্ রাজাই সেই দিলীপের ন্যায় ক্রুরাকলাপ করিতে পারেন নাই। সেই মহাত্মার মৃত মাতঙ্গগণ কনকালঙ্কারে অশোভিত হইয়া পথমধ্যে শয়ন করিয়া রহিত। তাঁহারই সেই সত্যপারায়ণ মহামতি দিলীপকে সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারও অনারাসে সুরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই নরপতির আশ্রমে বেদাধ্যয়নধর্ম্মি, জ্যানির্ঘোষ ও "দাও" এই শব্দ কোনক্রমেই লুপ্ত হয় নাই। হে স্বজয়! সেই প্রবল-প্রতাপশালী দিলীপ তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্যসম্পন্ন ও বৈরাগ্যযুক্ত এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তাঁহাকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে, তখন তোমার আশ্রিত পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা কদাপি কর্তব্য নহে।

সুবনাশনলন মাক্ষাতাদেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সেই মহাত্মা স্বীয় পিতৃ সুবনাশনর উদরমধ্যে দধিমিশ্রিত ঘৃত হইতে সমুৎপন্ন হইলে, সুরগণ সুবনাশনর পান্যদ্রব্য ভোজন করিয়া তাঁহাকে নিষ্পিত করিয়াছিলেন। সেই দৌহিত্য রূপলাবণ্য সম্পন্ন বালক পিতৃ

উদর হইতে বহির্গত হইয়া, তাহার ক্রোড়ে শয়ন করিলে, দেবগণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই বালক কি পাল করিয়া জীবিত থাকিবে। ত্রিংশাধিপতি ইন্দ্র তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন যে, এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। আমি এই বালকের নাম মাক্কাতা রাখিলাম। দেবগণ ইন্দ্র এই বলিয়া সেই বালকের মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিলে, তাহার কলেবর পুষ্ট হইবার নিমিত্তই পুরুষদের অঙ্গুলি লইতে ছদ্মধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। বালক সেই বাসকের অঙ্গুলি-বিনিঃসৃত ছদ্ম পান করিয়া এক দিনের মধ্যেই বিলক্ষণ হুটপুট হইয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশ দিনের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমযুক্ত বালকের ন্যায় পরিবর্জিত হইলেন। সেই ইন্দ্রসদৃশ বলবীৰ্য্যশালী মাক্কাতা এক দিনেই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। সেই মহামতি মাক্কাতা রাধা, অঙ্গার, মরুত, অসিত, গয়, অঙ্গ ও বৃহত্থকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। তিনি নরপতি অঙ্গারের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলে, দেবগণ তাহার কাম্বকের টকারধ্বনি শ্রবণ পূর্বক বোধ করিয়াছিলেন যে, গর্গনমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া পাইতেছে। রাধা মাক্কাতা দিবাকরের উদয়স্থান অবধি অন্তর্মিত হইবার স্থান পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশই অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি এক শত অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে দীর্ঘে দশ যোজন ও প্রস্থে এক যোজন হিতগায় রোহিত মৎস্য সকল দান করেন। তাহার দানাবশিষ্ট মৎস্য সমুদায় অন্যান্য লোকে বিভাগ করিয়া লইয়াছিল। হে স্বজয়! সেই রাজা মাক্কাতা তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মিষ্ঠ, জ্ঞানী, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনা-পরিবর্জিত এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক গুণাশ্রী ছিলেন। যখন তাহাকেও তদু ত্যাগ করিতে হইয়াছে, তখন তোমার আর পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা কদাপি কর্তব্য নহে।

নহবনন্দন মহারাজ যযাতিও করাল কালকালে নিপতিত হইয়াছেন। সেই মহামতি এক স্থানে দণ্ডারমান হইয়া বল পূর্বক যুগল লক্ষ নিষ্কল করিতেন। ঐ নিষ্কল কীলক যতদূরে পতিত হইত, তিনি আপনায় অবস্থান স্থান হইতে ততদূর পর্য্যন্ত এক একটি যজ্ঞবেদী প্রস্তুত করাইতেন। ঐ রূপ কীলকনিষ্কলকে শম্যাপাত বলে। মহাত্মা যযাতি এই প্রকারে শম্যাপাতসহকারে বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত নাগর পর্য্যন্ত গময় করিয়াছিলেন। তিনি এক মহত উৎকট

যজ্ঞ ও এক শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তিন হুগ্ধগর্ভত প্রদান পূর্বক পরিতৃপ্ত করেন। সেই মহাত্মা অম্বরগণকে সংগ্রামে সংহার করিয়া পরিশেষে যদু, ক্রতু, প্রভৃতি আপনার পুত্র-দিগকে অংশক্রমে সমস্ত পৃথিবী প্রদান এবং পুরুষে স্বীয় রাজ্যে অভি-ষিক্ত করিয়া সহধর্মিণীর সহিত অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। হে স্বজ্ঞর! সেই মহাত্মা যযাতি তোমা অপেক্ষা ধার্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্য-বৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। তাঁহাকেও যখন কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, তখন তোমার আর পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা উচিত নহে।

মহারাজ নাভাগনন্দন অশ্বরীষও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। সেই মহাত্মার প্রজাগণ তাঁহার প্রতি একান্ত অমুরক্ত ছিল। সেই মহাত্মা স্বীয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিয়া দশ লক্ষ বার্ষিক নর-পতিতে বিজগণের দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত করেন। অদ্যাপি কোন ব্যক্তিই মহারাজ অশ্বরীষের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই এবং পরেও কেহ সমর্থ হইবেন না। যজ্ঞ সময়ে যে সমুদায় ভূপতি ব্রাহ্মণগণের দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, মহাত্মা অশ্বরীষ তাঁহাদিগকে দক্ষিণ-স্বরূপ ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। হে স্বজ্ঞর! সেই মহাত্মা নাভাগনন্দন অশ্বরীষ তোমা অপেক্ষা ধার্মিক, জ্ঞানী, শিবরবাননাপরি-বর্জিত ও ঐশ্বর্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন সেই মহাত্মাকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, তখন তোমার আর সেই নিষ্ঠুর পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা কর্তব্য নহে।

মহারাজ শশবিন্দুও জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই মহাত্মার এক লক্ষ মহিষী ও দশ লক্ষ পুত্র ছিল। রাজপুত্রগণ সকলেই হেমবদ্র-ধারী ও ধর্ম্মবিত্ত্যার নিত্যন্ত সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেকে এক এক শত কন্যার গাণি গ্রহণ করেন। সেই প্রত্যেক কন্যাপুত্রের পশ্চাৎ এক এক শত হস্তী, প্রতি হস্তীর পশ্চাৎ এক এক শত রথ, প্রতি রথের পশ্চাৎ কনকমালা-পরিশোভিত এক এক শত অশ্ব, প্রতি অশ্বের পশ্চাৎ এক এক শত বৈগবতী গাভী, প্রতি গাভীর পশ্চাৎ এক এক শত মেঘ ও ছাগ আগমন করিয়াছিল। মহারাজ শশবিন্দু অশ্বমেধযজ্ঞ-সময়ে ব্রাহ্মণ-দিগকে সেই অপরিসীম ঐশ্বর্য দান করিয়াছিলেন। হে স্বজ্ঞর! মহারাজ শশবিন্দু তোমা অপেক্ষা ধার্মিক, জ্ঞানবান, বৈরাগ্যবৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য-

শালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন সেই মহাত্মাকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে, তখন তোমার পুত্রের নিমিত্ত আর অহুতাপ করা কর্তব্য নহে।

অমর্ত্যরায়ার তিনয় মহারাজ গয়ও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই মহারাজ এক শত বর্ষ হুতাবশিষ্ট ভোজন করিলে, হুতানশন পরম পরিভূষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন ঐ মহাত্মা তাঁহাকে কহিলেন, হে ভগবন্ ! আপনার প্রসাদে আমার যেন ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও সত্যে অহুরাগ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং আমি নিরন্তর দান করিলেও যেন আমার ধনক্ষয় না হয়। ভগবান্ হুতানশন পর রাজার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিয়া ছিলেন। মহামতি গুর সহস্র বৎসর অবিরত দশ পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অমুষ্ঠান পূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে বারংবার এক লক্ষ গাভী ও শত অশ্বতর প্রদান করেন। ঐ মহাত্মা সোমরস দ্বারা দেহগণকে, অর্ঘ্যদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে, স্বধাদ্বারা পিতৃগণকে এবং অভীষ্টসাধনদ্বারা রমণীগণকে পরম পরিভূষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ মহামতি অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে দীর্ঘে বিংশতি ব্যাম ও প্রস্থে দশ ব্যাম কাঞ্চনময় পৃথিবী দক্ষিণা দান করেন। গঙ্গার যত কালুকা আছে, মহাত্মা গয় ব্রাহ্মণগণকে তত গাভী প্রদান করিয়াছিলেন। হে স্বল্পয় ! ঐ মহারাজ গয় তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মিষ্ঠ, জ্ঞানসম্পন্ন, বিষয়বাসনা-বিহীন ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও তহু ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের নিমিত্ত শোক করা কর্তব্য নহে।

হে স্বল্পয় ! সঙ্কতিতনয় রত্নদেবও তহু ত্যাগ করিয়াছেন। সেই মহাত্মা কঠোর তপোমুষ্ঠান পূর্বক দেবরাজ ইন্দের অরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে বাসব ! আপনার অনুগ্রহে আমার গৃহে যেন প্রচুর অন্ন ও অতিথির সমাগম হয় এবং আমার শ্রদ্ধাও যেন কখনই অপনীত না হয়। আর আমাকে যেন কখনই কাহার নিকট প্রার্থনা করিতে না হয়। ঐ মহাত্মার ক্রিয়ামুষ্ঠান সময়ে গ্রাম্য ও আরণ্যক পশু সমুদায় স্বয়ং তাঁহার সম্মুখানে আগমন করিয়া আমাকে পিতৃকার্য্যে নিয়োগ করুন বলিয়া, উপাসনা করিত। সেই মহাত্মার বহু-লিখিত পত্রদিগের চর্ম্মরাশি হইতে ক্রন্দ-বিনির্গত হওয়াতে এক নদী সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ নদী তুম্বিবন্ধন অদ্যাপি চর্ম্মগভী নামে বিখ্যাত আছে। মহামতি রত্নদেবের অতি বিস্তীর্ণ সভ্যসমূহে ব্রাহ্মণদিগকে নিক প্রদান করি-

ভেন। সভামধ্যে আপনাকে শত নিক প্রদান করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন, এই কথা বলিলে, কোন ব্রাহ্মণই উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরে আপনাকে সহস্র নিক প্রদান করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন, এই কথা বলিলে, সমুদায় ব্রাহ্মণই উহা গ্রহণ করিলেন। মহামতি রত্নদেবের গৃহে তন্ন ও অন্যান্য দ্রব্যের আহারোপযোগী পাত্র, ঘট, কটাহ, স্থালী ও পিঠির প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যই কখনকখন ছিল। অতিথিগণ রত্নদেবের গৃহে যে রাত্রি অবস্থান করিত, সেই রাত্রিতে তথার বিংশতি সহস্র এক শত গো ছেদন করা হইত। তথাপি মণিকুণ্ডলধারী পাচকগণ আজি স্পর্ধুরিষ্ট অন্ন ভোজন কর, পূর্বের ন্যায় মাংস ভোজন করিতে পাঠবেনা, এই বলিয়া চীৎকার করিত। হে স্বজর! সেই মহাত্মা রত্নদেব তোমা অপেক্ষা ধর্মশীল, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের নিমিত্ত অন্নতাপ করা কদাচ কর্তব্য নহে।

ইক্ষাকুবংশসম্ভূত অমারূষপরাক্রমশালী মহামতি সগরও তদুৎপাদ করিয়াছেন। শরৎকালীন জলদবিনিস্মৃক্ত গগনমণ্ডলে জ্যোতিঃপদার্থ সকল যে রূপ চন্দ্রমার অঙ্গগামী হয়, সেইরূপ এই মহাত্মার গমন সময়ে তাঁহার বষ্টি সহস্র পুত্র অঙ্গগমন করিত। তিনি স্বীয় প্রাপ্যবলে সমাগরা বহুদ্রব্যের অধীশ্বর হইয়া সহস্র অর্থমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্রবণকে পরম পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি সতত পদ্মপলাশনরনা কামিনীগণে পরিপূর্ণ, মহাহা শয্যাসমাকুল, স্রবর্ণলভ্য পরিশোভিত, কনকময় প্রাসাদ ও অন্যান্য দ্রব্যজাত ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিতেন। সেই মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি রৌষভরে পৃথিবী খনন করিয়া সমুদ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই সমুদ্র সাগর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। হে স্বজর! মহারাজ সগর তোমা অপেক্ষা ধর্মশীল, জ্ঞানী, ঐশ্বর্যশালী ও বিদ্যাবাসনা পরিবর্জিত এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তাঁহাকেও কালক্রমে পতিত হইতে হইয়াছে, তখন তোমার আর পুত্রের নিমিত্ত শোক করা কদাচ কর্তব্য নহে।

বেণুভট্টের মহারাজ পৃথুও তদুৎপাদ করিতে হইয়াছে; মহর্ষিগণ একত্র মিলিত হইয়া সেই মহাত্মাকে দণ্ডকারণ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় লোক প্রভিত্ত করিবেন। বলিয়াই পৃথু নাম ধারণ করেন। তিনি কত বা, বিনাশ হইতে লোক সমস্তকে পরিজ্ঞান করিতেন।

বলিয়া কড়িয় হইরাছিলেন। প্রজাবর্গ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি নিতান্ত অমুরক্ত ছিল বলিয়াই তিনি রাজপদবী লাভ করেন। তাঁহার রাজ্যাশ্রয় সময়ে পৃথিবী হলদারা কর্ণিত না হইয়াও প্রচুর ফল পুষ্প প্রসব করিতেন। প্রতিপট্রেই মধু সমুৎপন্ন এবং ধেনু দোহন করিবার মাত্র ছুঙ্কে কলস পূ হইত। মানবগণ ব্যাধিশূনা, ভয়হীন ও পূর্ণকাম হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ক্ষেত্র ও গৃহ অর্জিত করিত। পৃথ্বীরাজ সমুদ্র যাত্রা করিলে, সাগরের জল স্কন্ধ হইত এবং নদীতে গমন করিলে, সমস্ত নদীর জল সমুচ্ছিত না হইয়া স্থিরভাবে অবলম্বন করিত। সেই মহাত্মার বোণাও আজ্ঞাভঙ্গ হইত না। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, তিন নগ-সমুন্নত কাঞ্চনময় একবিংশতি পর্বত ব্রাহ্মগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে স্বজয়! সেই মহাত্মা পৃথু হোমা অপেক্ষা ধর্মপরায়ণ, জ্ঞানসম্পন্ন, ঐশ্বর্যশালী ও বিষয়বাসনা-বিহীন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যশীল ছিলেন। তাঁহাকেও বখন কলেবর পরিচ্যাগ করিতে হইয়াছে, তখন তোমার সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত অনুতাপ করা নিতান্ত অকর্তব্য। এক্ষণে আর মোনাবলম্বন পূর্বক চিন্তা করিও না। আমার কথা কি তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ করিলে না? আমি যাহা বলিলাম, উহা মুগ্ধ ব্যক্তির হিতকর ঔষধের ন্যায় সম্যক ফলোপধায়ক, গন্দেহ নাই।

তখন মহামতি স্বজয় দেবর্ষি নারদের এই প্রবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি শোকাপনোদন করিবার নিমিত্ত পুণ্যবান্ কীর্তিসম্পন্ন রাজর্ষিগণের অতি আশ্চর্য চরিত্র সমুদায় শ্রবণ করিলাম। আপনি যে সমুদয় কথা বলিলেন, সেই সমস্ত কদাচ দিফল হইবার নহে। অধিক কি বলিব, আপনাকে সন্দর্শন করিয়াই শোক পরিচ্যাগ করিয়াছি। অমৃত পান করিলে, যেরূপ তৃপ্তি লাভ হয় না, ফলতঃ পিপাসা পরিবর্জিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমে ক্রমে বলবতী হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইরাছি; আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আজি আমার তনয় যেরূপে পুনর্বার জীবন লাভ করিতে পারে, তাহার উপায় করুন।

তখন মহর্ষি নারদ কহিলেন, হে স্বজয়! তোমার পুত্র সুবর্ণীষী সন্দর্শিতের বরপ্রভাবে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তাহাকে পুনর্জীবিত করিতেছি। ইহার পর তোমার পুত্র সুব্রত বৎসর জীবন ধার্য করিবে।

## ত্রিংশত্তম অধ্যায় । ৩০ ।

রাজা সুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মাধব ! স্বজ্ঞয়ের পুত্র কি নিমিত্ত সুবর্ণ-  
জীবী হইয়াছিল, পর্ত্ত কি জন্য স্বজ্ঞরকে ঐ পুত্র প্রদান করেন, তৎকালে  
মানবগণ সহস্র বৎসর জীবন ধারণ করিত, তবে স্বজ্ঞয়ের পুত্র কি নিমিত্ত  
অপ্রাপ্তকৌমারাবস্থাতেই জীবন পরিত্যাগ করিল, ঐ পুত্র কি নামমাত্র  
সুবর্ণজীবী বা স্বার্থ ই সুবর্ণ জীবন করিত, ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে  
আমার নিতান্ত বাসনা হইরাছে, অতএব তুমি উহা বর্ণন কর ।

শ্রব কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি আপনার অভিলষিত বৃত্তান্ত বর্ণন  
করিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্বে নারদ ও পর্ত্ত নামে দুই তপোধন মর্ত্ত্য  
লোকে শাল্যর ও দ্রুত ভোজন করিয়া বিহার করিবীর নিমিত্ত সুরলোক  
হইতে অবতীর্ণ হইরা ছিলেন । দেবর্ষি নারদ মহামতি পর্ত্তের মাতুল  
ছিলেন । সেই মহর্ষিদের ধরাতলে মানুষভোজ্য দ্রব্যসমূহ ভোজন পূর্ব্বক  
প্রীত মনে স্বেচ্ছানুসারে পরভ্রমণ করিতে করিতে পরস্পর এই প্রতিজ্ঞা  
করিলেন যে, ভালই হউক, কিম্বা মন্দই হউক, যাহার মনে যাহা উদয়  
হইবে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা প্রকাশ করিবেন । যিনি এই প্রতিজ্ঞা প্রতি-  
পালন না করিবেন, তাঁহাকে পাপ ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই ।

তাপসব্র পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞাক্রমে হইরা মহাবাহু স্বজ্ঞয়ের সন্নি-  
ধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে নরপতে ! আমরা তোমার হিতসা-  
ধানার্থ এই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি করিব; তুমি আমাদের প্রতি  
অনুকূল হও । নরপতি স্বজ্ঞর সেই মহর্ষিদের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তপস্ব  
বলিয়া পরম সমাদরে তাঁহাদিগের যথোচিত পরিচর্যা করিতে প্রবৃত্ত হই-  
লেন । কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে, এক দিবস মহারাজ স্বজ্ঞর পরম প্রীত-  
চিত্তে আপনার কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইরা নারদ ও পর্ত্তের নিকট  
আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তাপসব্র ! আমার এই একমাত্র পরমাত্মার  
কন্যা আছেন; ইনি অতি সুশীলা; অন্যাবধি ইনিই আপনাদিগের  
পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবেন । নরপতি স্বজ্ঞর মহর্ষিদের এই কথা বলিয়া  
আপনব্র, কন্যাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে ! তুমি অন্যাবধি  
দেবতা ও পিতার ন্যায় এই মহর্ষিদের পরিচর্যা কর । তখন সেই  
ধর্ম্মচারিণী কন্যা পিতার বাক্যে সন্তুষ্ট হইরা তাঁহার অহুমতিক্রমে  
মহর্ষিদের শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন । মহর্ষি নারদ সেই  
রাজকুমারীর অসামান্য রূপলাবণ্য ও শুশ্রূষা সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত

শুধু হইলেন। তাঁহার স্বপ্নে গুরুপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন কামের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ স্বীয় জ্বর-বেদনা ভাগিনের পক্ষতের নিকট ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর এক দিন মহামতি পক্ষত আপনায় তপঃপ্রভাব ও নারদের ইচ্ছিত দ্বারা, তাঁহাকে কামাঙ্কিত জানিতে পারিয়া কহিলেন, ক্ষাতুল! আমরা পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যখন বাহার মনে যে ভাব সমুদিত হইবে, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিব। কিন্তু এক্ষণে এই সর্বজ্ঞসুন্দরী রাজকুমারীর রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া আপনায় যে রূপ মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কি নিমিত্ত আনন্দের নিকট প্রকাশ করেন নাই? আপনি ব্রহ্মচারী, তপস্বী ও ব্রাহ্মণ হইয়া কেন নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন? আপনি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিতে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাকে শাপ প্রদান করিতেছি যে, আপনি এই পরমাসুন্দরী রাজকুমারীর পাণি গ্রহণ করিলে, ঐ কন্যা এবং অন্যান্য মনুষ্য আপনাকে বানরের ন্যায় সন্দর্শন করিবে। তখন মহর্ষি নারদ পক্ষতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষাবিষ্টিতে তাঁহাকে শাপ প্রদান করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিলেন, তুমি ধার্মিক, তপস্বী, ব্রহ্মচারী, সত্যপরায়ণ ও দমগুণাবিত হইয়াও সুরলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে না।

হে রাজন্! এই প্রকারে সেই মহর্ষিদ্বয় পরস্পরকে শাপ প্রদান করিয়া ক্রুদ্ধ মৃতজন্মের ন্যায় পরস্পরের মোহাদি পরিত্যাগ করিলেন। হাত্মা পক্ষত তথা হইতে প্রস্থান করিয়া স্বীয় তেজোবলে গকলের জিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দিন পরে মহর্ষি নারদ ধর্ম্মাসুন্দারে পরমাসুন্দরী স্বয়ংকুমারীকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের মন্ত্র শেষ হইবামাত্র রাজকুমারী পক্ষতের শাপপ্রভাবে রিদের বহনমণ্ডল বানর বহনের ন্যায় বিকৃত দেখিতে লাগিলেন। রাজমারী ভর্তাকে এই প্রকার কুৎসিত অবলোকন করিয়াও তাঁহার অবদান করিলেন না। ফলতঃ পরম যত্নসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে গিলেন; দেবতা, যক্ষ বা অন্যান্য কেমন মহর্ষির সহিত প্রায়ের বয় একবার মনেও করিলেন না।

কিয়দিন অতীত হইলে, এক দিবস মহর্ষি পক্ষত নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া এক কালনমধ্যে সমুপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানে মহর্ষি রমকে সন্দর্শন করিয়া অভিবাदन পূর্বক কৃতজ্ঞগিপুটে কহিলেন,



মহাশয়! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সুরলোকে গমন করিতে আদেশ করুন। দেবর্ষি নারদ পর্ত্তকে দীনভাবে অবস্থিতি করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে সন্মোদন পূর্ব্বক কহিলেন, ভাগিনেয়! প্রথমে তুমি আমাকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক বানরত্ব প্রদান করিয়াছ; আমি তোমাকে পশ্চাৎ অভিসম্পাত করিয়াছি। সে যাহা হউক, তুমি আমার পুত্রসদৃশ, তোমার সহিত একরূপ ব্যবহার করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। মহর্ষিষর এই প্রকার কথোপকথন করিয়া পরিশেষে পরস্পরকে শাপ হইতে পরিত্রাণ করিলেন। ঐ সময় রাজনন্দিনী স্নকুমারী নারদের পরম সুন্দর দেবতুল্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে পরপুরুষ আশঙ্কা করিয়া তথা হইতে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তদর্শনে মহামতি পর্ত্ত রাজকুমারীকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, হে পতিব্রতে! তোমার পলায়ন করা কর্ত্তব্য নহে। ইনি সেই ধর্ম্মপরায়ণ নারদ। ইনিই তোমার পতি। তুমি এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না। রাজকুমারী মহাত্মা পর্ত্ত কর্ত্তক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভর্ত্তার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন মহামতি পর্ত্ত সুরলোকে ও মহর্ষি নারদ আপনার আবাসে গমন করিলেন। হে মহারাজ! এই সেই মহর্ষি নারদ আপনার সন্নিধানেই অবস্থিত করিতেছেন, ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, মহারাজ স্বয়ং ও তাঁহার পুত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইবেন।

### একত্রিংশতম অধ্যায় । ৩১ ।

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির মহর্ষি নারদকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, হে ভগোদন! আপনি সুবর্ণজীবীর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করুন। আমি উহা শ্রবণ করিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সন্মোদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! ইতিপূর্বে হৃষীকেশ যাহা কহিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা আমি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা আমি ও আমার ভাগিনেয়, মহাতপা পর্ত্ত, আমরা দুই জনে নরপতি হৃষীকেশের গৃহে অবস্থান করিবামাত্র নিরিত তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলাম এবং বিধানানুসারে তৎকর্ত্তক

সংকৃত হইয়া তাঁহার আবাদে অবস্থান করতঃ বাসনাশূন্য ভোগহীন  
অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্রমে বর্ষাকাল অতীত হইল। আমাদিগের  
গমনকাল সমাগত হইলে, মহাতপা পর্বত আমাকে কহিলেন, মাতুল !  
আমরা এই নরপতির ভবনে পরম সমাদরে এত দিন অবস্থান করিলাম,  
এক্কেই হইবার মঙ্গল চিন্তা করা আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য। অনন্তর  
আমি প্রিয়দর্শন পর্বতকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম ; বৎস ! তুমি মনে  
করিলেই ভূপতির হিতসাধন করিতে পার। অতএব সত্ত্বরে উহারে  
অভিলষিত বর প্রদান করিয়া উইঁর মনোরথ পূর্ণ কর। আর যদি  
তোমার বাসনা হয়, তাহা হইলে ঐ নরপতি আমাদের তপঃপ্রভাবে  
সিদ্ধি লাভ করুন।

তখন মহাতপা পর্বত রাজ্য স্বজ্ঞয়কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে  
নরপতে ! আমরা তোমার অকপট ব্যবহার ও পরিচর্য্যার পরম পরি-  
ভুষ্ট হইয়াছি ; এক্কে তোমাকে আদেশ করিতেছি যে, তুমি আমা-  
দিগের নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ; কিন্তু এই প্রকার বর প্রার্থনা  
করিও যেন তদ্বারা দেবতা ও মনুষ্যাগণের কোন অনিষ্টসাধন না হয়।  
তখন স্বজ্ঞয় কহিলেন, হে ভগবন্ ! আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হও-  
য়াতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর আমার অন্য কোন বর প্রার্থনা  
করিবার প্রয়োজন নাই। আপনাদিগের প্রসাদে আমি মহাফল লাভ  
করিয়াছি। মহাত্মা পর্বত স্বজ্ঞয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া পুনর্বার  
কহিলেন, মহারাজ ! তুমি বহু দিবস যাহা সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছ,  
এক্কে তাহাই প্রার্থনা কর। তখন স্বজ্ঞয় কহিলেন, হে তপোধন !  
আপনারা যদি অমাকে একান্তই বর প্রদান করেন, তবে আপনাদিগের  
প্রসাদে আমার যেন এক মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রতুল্য পুত্র সমুৎপন্ন হয়,  
এবং সেই পুত্র যেন বহুকাল জীবিত থাকে। তখন মহর্ষি পর্বত কহি-  
লেন, হে স্বজ্ঞয় ! তুমি যে প্রকার পুত্র লাভ করিবার বাসনা করিতেছ,  
নিশ্চয়ই সেইরূপ পুত্র লাভ করিবে ; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে,  
তুমি সুরপতি ইন্দ্রকে পরাজয় করিবার নিমিত্তই ঐ প্রকার পুত্র প্রার্থনা  
করিলে ; অতএব তোমার সেই পুত্র কখনই দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে  
না। তোমার সেই পুত্র স্ববর্ণজীবী নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি সর্বদা  
তাঁহারে ইন্দ্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার যত্ন করিও। মহামতি স্বজ্ঞয়  
মহাতপা পর্বতের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক পুত্রের বিষয়বিশদার্থ তাঁহাকে  
প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আপনার উপঃপ্রভাবে আমার সেই

ପୁତ୍ରଟି ସେନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବ । ମହାରାଜ ଅଞ୍ଜୟ ଏହି କଥା କହିয়া ପର୍ବତକେ ବାରବାର ଅନୁନୟନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ; କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ପର୍ବତ ପୁରନ୍ଦରଙ୍କର ଅନ୍ଧ-ରୋଧେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କିଛିମାତ୍ର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଲେନ ନା । ତখন ଆମି ମହାରାଜା ଅଞ୍ଜୟଙ୍କ ନିଜାନ୍ତ କାନ୍ଦର ଅବଲୋକନ କରିয়া କହିଲାମ, ମହାରାଜ । ତୁମି ହୁଏ କରିବ ନା । ତୋହାର ପୁତ୍ର ଅକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ-ସ୍ଥେ ନିପତ୍ତିତ ହইଲେ, ତୁମି ଆମାଙ୍କେ ସ୍ମରଣ କରିବ । ଆମି ତୋହାର ତନୟଙ୍କେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବ । ହେ ମହାରାଜ । ଆମରା ରାଜା ଅଞ୍ଜୟଙ୍କେ ଏହି ଶ୍ରୀକାର କହିয়া ସ୍ବ ସ୍ବ ଆଭିଳାଷିତ ହାନେ ଶ୍ରୀହାନ କରିଲାମ । ଅଞ୍ଜୟଓ ଆପନାର ଆବାସେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେନ ।

ଅନନ୍ତର କିଛିକାଳ ପରେ ମହାରାଜ ଅଞ୍ଜୟଙ୍କର ଏକ ତେଜଃପୁଞ୍ଜକଲେବର-ସମ୍ପନ୍ନ ମହାବଳ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପୁତ୍ର ସମୁତ୍ପନ୍ନ ହইଲ । ସେହି ପୁତ୍ର କାଳସହକାରେ ନରୋବରମଧ୍ୟାନ୍ତ ଉତ୍ପଳେନ ନ୍ୟାୟ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହইତେ ଲାଗିଲ । ସେହି ତନୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରୀବନ କରିତ ବଳିଆ ରାଜା ଅଞ୍ଜୟ ତାହାର ନାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରୀ ରାଖିଲେନ । ଅଞ୍ଜୟପୁତ୍ରଙ୍କର ସେହି ଅନ୍ତତ୍ତ ବୃଦ୍ଧାନ୍ତ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ହইଲ । ତ୍ରିଦଶାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଆଶ୍ବିନୀ ବୃଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରିଆ ବିବେଚନା କରିଲେନ, ମହର୍ଷି ପର୍ବତଙ୍କର ବରପ୍ରଭାବେ ନରପତି ଅଞ୍ଜୟ ଶ୍ରୀକାର ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିଆଛେ, ଶଙ୍କେହ ନାହି । ଯାହା ହଉକ, ଶ୍ରୀ ବାଳକ ଯଦି ଦୀର୍ଘକାଳ ଜୀବିତ থাকେ, ତାହା ହইଲେ ଆମାଙ୍କେ ଉତ୍ତର ନିକଟ ନିଶ୍ଚୟହି ପରାଜିତ ହইତେ ହইବେ । ଦେବରାଜ ପୁରନ୍ଦର ମନେ ମନେ ଏହି ଶ୍ରୀକାର ଆଶଙ୍କା କରିଆ ଅରନ୍ଧ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶାନୁସାରେ ସେହି ବାଳକଙ୍କର ରକ୍ତାନ୍ତେଷଣ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ଏବଂ ମୃତ୍ତି-ଯାନ ଦ୍ବିବ୍ୟାନ୍ତ ବଜ୍ରଙ୍କେ ଆହ୍ବାନ କରିଆ କହିଲେନ, ହେ କୁଳିନ । ଅଞ୍ଜୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହର୍ଷି ପର୍ବତଙ୍କର ବରପ୍ରଭାବେ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହইଆ ଆମାଙ୍କେ ପରା-ଜୟ କରିବେ ; ଅତଏବ ତୁମି ବ୍ୟାନ୍ତ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଅତି ସତ୍ବରେ ତାହାଙ୍କେ ବିନାଶ କର । ତখন ବଜ୍ର ପୁରନ୍ଦରଙ୍କର ଅତ୍ତମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହইବାମାତ୍ର ସେହି ରାଜ-ପୁତ୍ରଙ୍କର ରକ୍ତାନ୍ତେଷଣେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହইଲ ।

ଏ ଦିଗେ ନରପତି ଅଞ୍ଜୟ ସେହି ଅପୂର୍ବ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହইଆ ପୁଲକିତ ଚିତ୍ତେ ମହିଷୀଗଣଙ୍କ ସହିତ ଅରଣ୍ୟମଧ୍ୟେ ଗମନ ପୂର୍ବକ ବାସ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ଉତ୍ତର ସେହି ତନୟଟିଙ୍କର ବୟଃକ୍ରମେ କ୍ରମେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ହইଲ । ଏକ ଦିନ ସେହି ନାଗେନ୍ଦ୍ର-ସନ୍ତାନ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟାଳୀ ବାଳକ ସେହି ଅରଣ୍ୟମଧ୍ୟେ ଜୀଢ଼ା କରିବାର ସ୍ଥାନରେ ଧାତ୍ରୀ ସମସ୍ତିବ୍ୟାହାରେ ଡାଗିରଖିତରେ ଧାବମାନ ହইଲ । ଏମନ ସମୟେ ସେହି ବ୍ୟାନ୍ତ୍ରରୂପୀ ବଜ୍ର ମହା-ଆଗମନ କରିଆ ସେହି ବାଳକଙ୍କେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲ । ରାଜତନୟ ବାଳକଙ୍କର ଆକ୍ରମଣେ କଲ୍ପିତଗାତ୍ର ହইଆ ଜୀବନ ପରି-

ভাগ পূর্বক ধরাতলে নিপতিত হইল। ধাত্রী সেই বালককে বিনষ্ট দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় নরপতি স্বয়ং ধাত্রীর আর্ন্তমান প্রবণ করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে স্বয়ং সেই স্থানে আগমন করত দেখিলেন, সুবর্ণচীবী কসেবর পরিত্যাগ করিয়া গগনমণ্ডল-চ্যুত শশধরের ন্যায় ধরাতলে শরল করিয়া রহিয়াছে। তখন তিনি সত্যি-শর হুঃখিত হইয়া, শোণিতাক-কল্বেবর পুত্রকে ক্রোড়ে আচরণিত করিয়া বিলাপ ও পরিভাপ করিতে লাগিলেন। সেই বালকের মাতৃগণও সম্বরে শোকাকুলিত চিত্তে নিরন্তর অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে সেই স্থানে উপনীত হইলেন।

সেই সময় মহারাজ স্বয়ং আমাকে স্মরণ করাতে আমি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপনীত হইলাম। হে ধর্ম্মরাজ ! যত্নপ্রবীর হৃষীকেশ তোমাকে যে সমস্ত কথা কহিলেন, আমি স্বয়ংসন্নিধানে গমন পূর্বক তাঁহাকে ঐ সমুদায় কথাই কহিয়াছিলাম। পরিশেষে আমি বাসবের আদেশানুসারে সেই বালককে পুনর্জীবিত করিলাম। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।

এই প্রকারেই সেই স্বয়ংরাজপুত্র পুনর্বীর জীবন প্রাপ্ত হইয়া পিতা-মাতাকে পরম আনন্দিত করিতে লাগিল। সেই রাজতনয় পিতার পরলোকগমনের পর সুপ্রণালীক্রমে এক সহস্র শত বৎসর রাজ্যাশাসন করিয়াছিল। তাহার সদৃশ গুণসম্পন্ন আর কেহই ছিল না। সেই রাজকুমার ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি-সাধন এবং বহু পুত্র সমুৎপাদন করিয়া পরিশেষে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে তুমি শোক পরিহার পূর্বক বেদব্যাস ও বাসুদেবের বাক্যানুসারে টৈপতক রাজ্য অধিকার করিয়া প্রজাদিগকে প্রতিপালন ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর; তাহা হইলেই তুমি অতি পবিত্র লোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে।

—•••—

## ষাতিংশতম অধ্যায় । ৩২ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ ! দেবর্ষি নারদের বাক্যানুসারে ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ মহর্ষি বেদব্যাস শোকসন্তপ্ত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তৃপ্তিভাবে অবলম্বন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে ধর্ম্ম

রাজ । প্রজাদিগকে প্রতিপালন করাই ক্ষুপালগণের সনাতন ধর্ম । ধর্মের অনুবর্তী হওয়া মানবগণের অবশ্য কর্তব্য । অতএব তুমি ধর্মাসু-  
সারে পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্য গ্রহণ কর । বেদে ব্রাহ্মণগণের তপ-  
স্যাই প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইরাছে ; অতএব ব্রাহ্মণদিগের তপস্যাই  
করাই নিতান্ত কর্তব্য । ক্ষত্রিয়গণ সমুদায় ধর্মের রক্ষকরূপে নির্দিষ্ট  
হইরাছেন । যে ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হইয়া শাসন অতিক্রম করে, তাহাকে  
সমুচিত দণ্ড প্রদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য । কি ভৃত্য, কি পুত্র, কি  
তপস্বী, যে কেহ হউক না কেন, মোহপ্রভাবে নিয়ম অতিক্রম করিলে,  
রাজা তাহাকে অবশ্য শাসন বা বিনাশ করিবেন । যে নরপতি ইহার  
অন্যথাচরণ করেন, তাঁহাকে পাপ ভোগ করিতে হয় । যে ব্যক্তি ধর্মকে  
বিনষ্ট হইতে দেখিয়া উহার রক্ষা না করে, তাহাকে ধর্মহন্তা বলা যায় ।  
তুমি ধর্মহন্তা কোরবদিগকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছ ; তন্নিমিত্ত তোমার  
শোক করিবার প্রয়োজন কি ? বিনাশী ব্যক্তিদিগকে বিনাশ, ধর্মাসু-  
সারে প্রজাগণকে রক্ষা ও সংপাতে ধনদান করাই রাজাদিগের সনাতন  
ধর্ম ।

ধর্মরাজ কহিলেন, হে তপোধন ! আপনি যাহা কহিলেন, তদ্বিষয়ে  
আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । আপনি সমস্ত ধর্মই অবগত আছেন ।  
এক্ষণে আমি রাজ্যভিলাষী হইরা অনেক অবধ্য লোককে বিনাশ করি-  
য়াছি বলিয়াই শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও কলেবর দৃক্ক হইতেছে ।

তখন কৃষ্ণদৈপায়ন কহিলেন, হে ধর্মরাজ ! কর্মের কর্ত্তা কে, দৈব  
না পুরুষ ? আর লোকে যে ফল ভোগ করিয়া থাকে, তাহা কি কর্ম  
হইতে উৎপন্ন, না অকস্মাৎ সমাগত হয় ? যদি দৈব সমুদয় কার্যের  
কর্ত্তা হন, তাহা হইলে, পুরুষেরা দৈবের আদেশানুসারেই শুভ বা অশুভ  
কার্যের অহুষ্ঠান করে ; সুতরাং দৈবই তাহাদের ফল ভোগ করিবেন ।  
যদি কোন ব্যক্তি কাননমধ্যে কুঠারবারা বৃক্ষ ছেদন করে, তাহা হইলে  
মহুযাই বৃক্ষছেদনজনিত পাপে লিপ্ত হয় ; কুঠার ঐ পাপে কখনই লিপ্ত  
হয় না । যদি বল, কুঠার অচেতন পদার্থ, উহার ত পাপ ভোগ করিবার  
সম্ভাবনাই নাই ; সুতরাং কুঠার-ব্যবহারকারী মহুযাকেই পাপ ভোগ  
করিতে হয় । তাহা হইলে কুঠারনির্মাণকর্ত্তার বৃক্ষ ছেদনজনিত পাপে  
লিপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য । কারণ, যদি সে কুঠারে নির্মাণ না করিত, তাহা  
হইলে ছেদনকর্ত্তা কোনক্রমেই বৃক্ষ ছেদন করিতে পারিত না ; কি শত্রু-  
প্রহারকর্ত্তা স্বকাঁর্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত বৃক্ষছেদন পূর্বক পাপে লিপ্ত

না হইয়া শত্রুনির্দোষকর্তাই পাপভাগী হইবে, ইহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব যদি এক জনের কর্মফল অন্যকে ভোগ করিতে না হইল, তাহা হইলে মনুষ্যই ঈশ্বরের আদেশানুসারে তাহার কার্য সংসাধন করিয়া কি জন্য সেই কার্যের ফলভাগী হইবে? ঐ ফল ঈশ্বরের ভোগ করাই কর্তব্য। পক্ষান্তরে যদি তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বীকার না করিয়া, পুরুষকেই কর্মকর্তা বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি অহিতকারী দুর্ন্যতি শত্রুদিগকে সংহার পূর্বক উৎকৃষ্ট কার্যই করিয়াছ; তাহার নিমিত্ত চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি? আর দেখ, কেহই অদৃষ্টকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং মনুষ্য অদৃষ্টপ্রভাবে কার্য করিয়া কি নিমিত্ত পাপ ভোগ করিবে? বিশেষতঃ মৃত্যুকে যদি মনুষ্যের নৈসর্গিক ধর্ম বলিয়া স্থির কর, তাহা হইলে কেহই কখন কাহারও নিধনজনিত পাপে লিপ্ত হয় নাই, হইবেও না। আর যদি তুমি শাস্ত্রযুক্তির অনুসারে মনুষ্যের পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে রাজার পক্ষে যে দণ্ডবিধান করা অবশ্য কর্তব্য, তাহা তোমাকে শাস্ত্র ১৬ বিগুণ যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বাহা ইউক, আমার মতে ইহলোকে শুভ ও অশুভ কার্য সকল নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। যে মনুষ্য যে প্রকার কার্যে হস্তক্ষেপ করে, সেই মনুষ্য তদনুযায়ী ফল ভোগ করিয়া থাকে; অতএব তুমি অশুভফলপ্রদ কার্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ কর। আর তোমার অনুতাপ করা কর্তব্য নহে। তুমি ক্ষত্রিয়; সুতরাং যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম নিন্দনীয় হয়, তথাপি তোমার উহাই অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। আত্মপরিত্যাগ করা কদাচ কর্তব্য নহে। মনুষ্য জীবিত থাকিলে, অন্যায়সে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে; কিন্তু জীবন পরিত্যাগ করিলে, কোনক্রমেই উহাতে সমর্থ হয় না। অতএব জীবিত থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাই তোমার অবশ্য কর্তব্য। যদি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া তুমি জীবন পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমাকে পরলোকে অনুতাপ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

—•••—

ত্রয়োদশোত্তম অধ্যায় ! ৩৩।

তখন ধর্মরাজ মহর্ষি ন্যাগদেবকে বিনীত বাক্যে কহিলেন, হে

পিতামহ ! আরি রাজালোভী হইয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, স্বশুর, গুরু, মাতুল, পিতামহ, সম্বন্ধী, ভাগিনেয়, সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণ এবং নানা-  
 দিগেশ হইতে সমাগত ভূপালগণকে বিনষ্ট করিয়াছি। এক্ষণে আমি  
 সেই ধর্ম্মশীল মহাবলশালী রাজগণের অভাবে কি লইয়া অবস্থান  
 করিব ? এই বসুমতী সেই সমুদ্র ভূপালশূন্য হইয়াছে ; ইহা বারম্বার  
 চিন্তা করিয়া অদ্যাপি আমার হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে। আমি  
 জ্ঞাতি ও অন্যান্য মনুষ্যগণের নিধনবৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া শোকে বিতাস্ত  
 অধীর হইতেছি। হায় ! যে সমুদ্র কামিনীর পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ  
 জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে, আজি তাহাদিগের কি অবস্থা হইবে ?  
 তাহারা পাণ্ডব ও যাদবগণকে পরম শত্রু বিবেচনা পূর্বক দীনভাবে  
 রোদন করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইবে' এবং পতি, পুত্র,  
 ভ্রাতা ও পিতৃগণকে দেখিতে না পাইয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি ও  
 স্নেহনিবন্ধন নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম।  
 সেই বন্ধুবান্ধববিহীন রমণীগণ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, আমাদিগকে  
 প্রকারান্তরে স্ত্রীবধজনিত পাতকেও লিপ্ত হইতে হইবে। হায় !  
 আমরা সুহৃদগণের প্রাণ সংহার করিয়া যে ঘোরতর পাপের অনুষ্ঠান  
 করিয়াছি, তন্নিবন্ধন আগাদিগকে অধঃশিরা হইয়া নরকে নিপতিত  
 হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। ঐ পাপের প্রতিকার করিবার নিমিত্ত আমি  
 অতি কঠোর তপোঅনুষ্ঠান পূর্বক তনু ত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছি।  
 এক্ষণে আমি কৈন্য আশ্রম অবলম্বন করিলে, আমার ঐ পাপ ধ্বংস  
 হইতে পারে, আপনি তাহা বলিয়া দিন।

মহর্ষি বেদব্যাস ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া  
 নবিশেষ বিবেচনা পূর্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস ! ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানু-  
 সারে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হওয়া তোমার 'কদাঁচ' উচিত হইতেছে না।  
 দেখ, তোমার জ্ঞাতি ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ বিপুল যশ ও মহতী শ্রী  
 লাভ করিবার নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আপ-  
 নাদের দোষেই বিনষ্ট হইয়াছেন। তুমি, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব,  
 তোমরা কেহই তাহাদিগকে সংহার কর নাই। ধর্ম্মসাক্ষী কালই  
 জীবগণের জীবন হরণ করে। সে কাহাকেই অক্ষুণ্ণ করে না। যুদ্ধাদি  
 ব্যাপার নিমিত্তমাত্র ; জীবগণ ঈশ্বরের নিয়মানুসারেই পরস্পর বিনষ্ট  
 হয়। কাল পুণ্য ও পাপের সাক্ষী স্বরূপ ও কর্ম্ম যন্ত্রায়ক। উহা সকলকে  
 সুখদুঃখবহুল কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকে। হে ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে তুমি

একবার সেই সমুদ্র করিগণের কাৰ্য্য সবিশেষ পর্যালোচনা কর ; তাহারা আত্মবিনাশজনক কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই কালকীৰ্ণে নিপতিত হইয়াছে । আর তুমি আপনায় কৰ্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে যে, তুমি ব্রতপরায়ণ শাস্ত্রস্বভাব হইয়াও কেবল দৈব-প্রভাবে সেইরূপ হিংসাজনক কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে । তুমি বিনিমিত্ত যন্ত্র যেরূপ পরিচালকের অধীন, সেইরূপ এই জগৎ কালকৃত কাৰ্য্যেরই সম্যক্ আশ্রিত । যখন মনুষ্যের যত্নচ্ছা ক্রমে উৎপত্তি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, তখন শোক বা হর্ষ প্রকাশ করা নিতান্ত নিষ্ফল । হে ধর্ম্মরাজ ! তোমার এক্ষণে এই যে মিথ্যা মনঃগীড়া উপস্থিত হইয়াছে, এতদ্বিবক্ষন তুমি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর । এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্বে দেবতা ও অমরগণ পরস্পর শ্রীলাভ করিবার নিমিত্ত একাদিক্রমে দ্বাদ্বিংশং সহস্র বৎসর তুফল সংগ্রাম করিয়াছিলেন । ঐ যুদ্ধে দেবগণ অমর-দিগকে সংহার পূর্ব্বক তাহাদিগের শোণিতে মেদিনী সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বর্গ অধিকার করেন । আর ত্রিভুবনমধ্যে শালাবৃক নামে বিখ্যাত অষ্টা-শীতি সহস্র বেদবিশারদ ব্রাহ্মণ বহুমতী লাভ করতঃ বর্ষপ্রভাবে অমর-গণের সাহায্য করিবার মানসে বর্ষ ধারণ করিলে, দেবগণ তাহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছিলেন । অতএব বাহারা অধর্ম্ম-প্রবর্তিত এবং ধর্ম্ম উন্মূ-লিত করিতে যত্নবান্ হইয়, তাহাদিগকে অচিরে, সংহার করা কর্তব্য । বিশেষতঃ এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে, যদি একটি কুল কিম্বা একটি কুল নির্মূল করিলে, যদি সমুদ্রার রাজ্য নিরাপদ হয়, তাহা হইলে উহা অবশ্য কর্তব্য ; উহাতে ধর্ম্মের কিছুমাত্র হানি হয় না । কোন স্থানে অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় এবং কোন স্থলে ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে ; কিন্তু পণ্ডিতগণ কোনটি বথার্থ ধর্ম্ম এবং কোনটি বথার্থ অধর্ম্ম তাহা অনারাসে অকলত হইতে পারেন । তুমি অতি বিচক্ষণ ; অতএব এইস্থলে তোমার ধৈর্য্যধারণ করাই অবশ্য কর্তব্য । তুমি দেবগণের পূর্ব্ব-প্রদর্শিত পদবীতেই পদার্পণ করিয়াছ । যাহারা রাজ্য লাভ করিবার নিমিত্ত অন্যের প্রাণ বিনাশ করে, তাহাদিগকে কখনই নরকে গমন করিতে হয় না । অতএব তুমি ভ্রাতৃগণ ও বহুবর্গকে আশ্বাসিত কর । যে দুর্ভিক্ষ সর্ব্বদা পাপাশ্রয়ানে যত্নবান্ হয় এবং পাপকাৰ্য্যে প্রব-র্ত্ত হইয়াও উহাতে প্রবৃত্ত হয় ও পাপকাৰ্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়, তাহাকে সর্ব্বদাই সেই পাপকাৰ্য্যের কল ভোগ করিতে হয় । ঐ ব্যক্তির পাপ প্রায়শ্চিত্ত হইতে কখনই রিনতি হয় না ; কিন্তু



তুমি নিষ্পাপ হইলে রাজা হুঁয়াদনের অপরাধে অভিহিত পূর্বক রাজ-  
পণের হত্যাকাণ্ড প্রবৃত্ত হইয়া অহুতাপ করিতেছে। এক্ষণে তুমি অধ-  
মেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ভগ-  
বান পাকশানন দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া শক্রদিগকে পরাজয়  
করত ক্রমে ক্রমে একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক পাপশূন্য ও শতক্রতু  
নামে বিখ্যাত হইরাছেন। এক্ষণে তিনি দেবগণের সহিত স্বচ্ছন্দে  
বিবিধ সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। অঙ্গরাসন ও তাহার গুজ্জবায় এবং  
দেবতা ও ঋষিগণ তাহার উপাসনার নিযুক্ত আছেন। হে ধর্মরাজ !  
এক্ষণে তুমিও পুরস্কারের ন্যায় স্বীয় বাহুবলে শত্রুদের পরাজয় করিয়া  
এই সমস্তরা বহুধরা অধিকার করিরাছ; অতএব তুমি সমুদায় ভূপতি  
যুদ্ধে বিনষ্ট হইরাছেন, তুমি তাঁহাদিগের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহা-  
দিগের ভাতা, পুত্র ও পৌত্রগণকে স্ব স্ব অধিকারের প্রদান পূর্বক গর্তস্থ  
সন্তানগণকে রক্ষা ও প্রকারজন করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন  
কর। যাহাদিগের পুত্র নাই, তাঁহাদিগের কন্যাকে ব্রাহ্মণগণকে রাজ্য প্রদান  
কর। যাহাদিগের স্বভাবতঃ নিত্য ভোগবাস হইবে, সন্দেহ নাই।  
তাহারা রাজ্যাপদ প্রাপ্ত হইলেই শোক পরিত্যাগ করিয়া পুত্র প্রদান পূর্বক  
হে ধর্ম্মরাজ ! এই প্রকারে তুমি সমস্ত রাজ্যে আরও পুত্র প্রদান পূর্বক  
অবশীল দেবরাজের ন্যায় অধমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। মহামতি  
কজ্রিগণ কৃতান্তের বলপ্রভাবে স্ব স্ব কার্যানুসারে দেবরাজের পরিত্যাগ  
করিরাছেন; অতএব তাঁহাদের নিমিত্ত অহুতাপ করা তোমার কদাচ  
কর্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি কজ্রিগণানুসারে নিকটক রাজ্য প্রাপ্ত  
হইরাছ। অতঃপর স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর; তাহা হইলেই পরনোকে  
জেরো লাভ করিতে পারিবে।

### চতুস্ত্রিংশতম অধ্যায় । ৩৪ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে তপোধন ! মহুযাগ ইহলোকে কোন্ কোন্  
কাজ্য করিলে, প্রারম্ভিকের অধিকারী হইয়া থাকে এবং কোন্ কোন্  
কার্য করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, তাহা বর্ণন করন।

• মহর্ষি ব্যাসদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! যে মহুযা বিধিবিহিত  
কর্ম্মের অনুষ্ঠান, নির্দিষ্ট কার্যের অনুষ্ঠান ও কলি ব্যবহার করে, সে

যুবক ব্রহ্মচারী হইয়া স্ত্রীধোদয়ের পর লম্বা হইতে গায়েত্র্যধীনও স্ত্রীধাত্য মিতসময়ে শয়ন করে, যে ব্যক্তি কুনখী ও শাবদস্তায়িত হই, যে পুরুষ জ্যেষ্ঠের বিবাহের পূর্বে স্বয়ং বিবাহ করে, যাহার অমুঢ়াবস্থায় তাহার কনিষ্ঠের বিবাহ হয়, যে ব্যক্তি ব্রহ্মবাতী ও পরনিদক হয়, যে ব্যক্তি স্বপ্নের জ্যেষ্ঠ কন্যার অমুঢ়াবস্থায় কনিষ্ঠার পাণি গ্রহণ করে, এবং যে ব্যক্তি কনিষ্ঠার বিবাহের পর জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করে, আর যাহারা ব্রতবিনাশ, দ্বিজাতি হত্যা, অপাত্রে দান, সংপাত্রে কুপণতা, বহু প্রাণীর জীবন নষ্ট, মাংস বিক্রয়, বেহ বিক্রয়, অগ্নি ত্যাগ, গুরু ও স্ত্রীলোকের প্রাণ বিনাশ, অকারণে পশু ছেদন, গৃহদাহ, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, গুরু প্রতি অভ্যাচার ও স্ত্রীধাদা উলঙ্ঘন করে, তাহাদিগেরই প্রারশ্চিত্ত করা উচিত ।

হে ধর্মরাজ ! এতদিন লোকে যে সমুদয় বেদবিরুদ্ধ কার্য্য করে, তাহা বর্ণন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ, পর ধর্ম্ম অবলম্বন, অযাজ্য যাজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ, ভূতাগণের গ্রাসাচ্ছাদনে অনাদর, লবণাদি বিক্রয়, তির্ঘ্যাগ-যোনি বধ, ক্ষমতাসত্ত্বে গোপ্রাণাদি নিত্য দেয় বস্তুর অগ্রদান, দক্ষিণা-দান পরাশ্রয়তা, ব্রাহ্মণের অবমাননা, অমুপযুক্তকালে পুত্রদ্বিগকে বিভাজ্য দান প্রদান, গুরুপত্নী হরণ ও যথাসময়ে ধর্ম্মপত্নীর সহবাস পরিত্যাগ নিত্য নিন্দনীয় । যাহারা এই সমুদায় কার্য্যের অমুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা অধার্ম্মিক । তাহাদিগের ঐ সমস্ত কুকার্য্যের নির্ম্মিত প্রারশ্চিত্ত করা অবশ্য বিধেয় ।

একণে যে যে স্থানে লোকে কুকার্য্য করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । বেদবেত্তা ব্রাহ্মণও যদি জিহ্বাংশ-পরবশ হইয়া অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে ধাবমান হয়, তাহাকে সংহার করা অবশ্য বিধেয় । ঐ প্রকার ব্রাহ্মণকে নিহত করিলে, কখনই ব্রহ্ম-হত্যার পাপ ভোগ করিতে হয় না ।\* বেদপ্রমাণানুসারে স্বধর্ম্মচ্যুত আততায়ী ব্রাহ্মণকে সংহার করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না । কেন না, হত্যাকারীর রোবই তাহার শত্রুকোপের প্রতি ধাবমান হইয়া বিপদের জীবন বিনাশ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি অজ্ঞান বলতঃ বা জীবনমলমক উৎকট পীড়ার সময় অবিচক্ষণ চিকিৎসকের অনুমতিক্রমে মদিরা পান করে, তাহার পুনর্বার সংহার করিলেই সৈ-  
নাগ হইতে মুক্ত ও পরিত্রস্ত হয় । ইতিপূর্বে স্ত্রীধাত্যোজন প্রভৃতি

যত প্রকার পাপকর্ম বর্ণন করিলাম, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তৎসমুদায় পাপই ক্ষম্য হইরা থাকে । শুক্ল অমৃতক্রমে শুক্লপদ্মীতে গমন করিলে, তদ্বিবন্ধন পাপপ্রভ হইতে হয় না । বহুর্ষি উদ্যালক শিষ্য দ্বারা দ্বীপ পুত্র বৈতকেতুকে সমুৎপাদিত করিয়াছিলেন । যে ব্যক্তি আপৎকালে শুক্ল দিমিত্ত ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য জাতিয় ঘন হরণ করে, তাহাকে চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হয় না । ফলতঃ যে ব্যক্তি ভোগাভিলাষী হইয়া নিরত চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহাকে পাপ ভোগ করিতে হয় । আপনার বা অন্যের জীবন রক্ষা, শুক্লর কার্য সাধন, বিবাহ সম্পাদন এবং জীলোকের সন্তোষ সাধনের অন্য বিধ্যা বাচ্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে । স্বপ্নে ব্রাহ্মণের যেতঃস্বলন হইলে তাহার পুনরায় উপনয়ন করিতে হয় না, কেবল সমিদ্ধ অগ্নিতে আভ্যাহোম করিলেই উহার প্রায়শ্চিত্ত করা হয় । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পতিত বা প্রব্রাজিত হইলে, তাহার অনুচরবহাতে কনিষ্ঠের বিবাহ করা দুষ্য নহে । অভিবাচিত হইয়া পরজী সন্তোগ করিলে, পাপ ভোগ করিতে হয় না । পশুগণ বিধিনির্দেশানুসারে পবিত্রতা প্রাপ্ত হইরাছে ; অতএব শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ব্যতীত পশুহত্যা বা পশুহত্যা করিতে উপদেশ প্রদান করা কদাচ কর্তব্য নহে । অজ্ঞানতাবশতঃ অযোগ্য প্রাজ্ঞকে ঘন দান ও সংপাত্রে অপ্রদান করা দুষ্য নহে । জী ব্যক্তিকারিণী হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করা অবশ্য বিধেয় । উহাতে সেই জী পবিত্রতা প্রাপ্ত হইতে পারে ; দ্বারীকেও কোন পাপ ভোগ করিতে হয় না । সোমরসের শুদ্ধ পরি-  
জাত হইয়া তাহা বিক্রয়, অসমর্থ ভৃত্যকে পরিত্যাগ এবং গোরক্ষা করিবার নিমিত্ত অরণ্য বন্থ করা দোষাবহ নহে । যে বহিরাঙ্গ । যে যে স্থলে যে সমুদায় কার্য্য করিলে, সমুদায়কে পাপপ্রভ হইতে হয় না, তাহা বর্ণন করিলাম ; এক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের বিধি বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

### পঞ্চত্রিংশতম অধ্যায় । ৩৫ ।

যদি যমুবা একবারমাত্র পাপ করিয়া পুনরায় আপাত্ত্যাকে প্রায়শ্চিত্ত ন  
হয়, তাহা হইলে সে তপস্যা, বজ্র ও দানদ্বারা সেই পূর্বকৃত পাপ হইতে  
মুক্ত হইতে পারে । ব্রহ্মহত্যাকারী খ্রীষ্টের নরকপূর্ণ বাসন করিলে

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক একবার ভোজন, সতত অধ্যবসায়সম্পন্ন, অসু-  
 রাবিহীন, অধঃশায়ী হইয়া বাগমজের অনুষ্ঠান, তৃত্যের সাহায্য গ্রহণ না  
 করিয়া স্বয়ং কার্য সাধন এবং জনসমাজে আপনার কুর্খ প্রকাশ  
 করিলে দ্বাদশ বৎসরের পর দ্বীপ পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ইহা  
 ভিন্ন পণ্ডিতপণ্ডের ব্যবস্থা না। যেচ্ছামুসারে শত্রুধারীদিগের শস্ত্রে প্রাণ-  
 ত্যাগ, অধঃশায়ী হইয়া প্রদীপ্ত অনলে তিন বার আত্ম নিষ্কম্প, বেদ পাঠ  
 করিতে করিতে শত যোজন গমন, বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব বা জীবন-  
 নিক্ষেপার্থযোগী ধন কিম্বা পরিচ্ছদ সমবেত গৃহ প্রদান এবং গো ও  
 ব্রাহ্মণের রক্ষা সম্পাদন এই সমুদায়ের অন্যতর কার্যের অনুষ্ঠান করিলেও  
 ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। আর যে সমুদায়  
 নিরত বৎসাম্যরূপ ভোজন করে, সে ছয় বৎসরে, যে ব্যক্তি রাসের মধ্যে  
 সপ্তাহ প্রাতঃকালে আহার, সপ্তাহ সায়ং সময়ে আহার, সপ্তাহ অঘাতিত  
 ব্রত অবলম্বন ও সপ্তাহ উপবাস করে, সে তিন বৎসরে, যে ব্যক্তি এক-  
 মাস প্রাতঃকালে আহার, একমাস সায়ং সময়ে আহার এক মাস অঘাতিত  
 ব্রত অবলম্বন ও এক মাস উপবাস করিয়া থাকে, সে এক বৎসরে এবং যে  
 ব্যক্তি কেবল উপবাসে কাল যাপন করে, সে অল্পদিনের মধ্যেই ব্রহ্মহত্যা-  
 জনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। অথমে মজের অনুষ্ঠান করিলেও  
 ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা অনুসারে অথ-  
 মে মজের সমাধানাঙ্কে স্থান করে, সে সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ  
 করিতে পারে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সংগ্রামে গুরু ত্যাগ করে,  
 তাহাকে আর ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপভাগী হইতে হয় না। সহস্র ধেমু  
 সুপাত্রে প্রার্থন করিতে পারিলে, ব্রহ্মহত্যা ও অন্যান্য গুরুতর পাপ  
 হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি লকবিশিষ্ট সহস্র পরশ্বরী কপিল  
 দান করে, যে ব্যক্তি জীবনসম্পন্ন কাল সমাগত হইলে, সাধু ব্রিজগণকে  
 সহস্র হৃদ্যবতী সবৎসা ধেমু প্রদান করে, তাহার পাপের লেশমাত্র থাকে  
 না। যে ব্যক্তি নিরদ্যবলম্বী ব্রাহ্মণদ্বিগকে এক শত কাষোজদেশসত্ত  
 অর্থ দান করে, সে ব্যক্তি পাপভর হইতে পরিদ্রাণ পায়। কেহ যদি  
 অন্ততঃ এক জনেরও প্রার্থনামুরূপ অর্থ প্রদান পূর্বক জনসমাজে স্তম্ভিত  
 না করে, তাহা হইলে সে ইচ্ছলোক ও পরলোকে আপনার পবিত্রতা সম্পা-  
 দন করিতে পারে। যে ব্যক্তি একবারমাত্র হুয়া পান করিয়া অগ্নিবর্ণ  
 হুয়া পান করে, উত্তর লোকে তাহার আত্মা গুণিষ্ঠ হয়। শৈবধর্ম  
 হইতে পতন, জনসংবেগ ও মহাপ্রহায-বারা সমুদায় পাপভঞ্জন হইয়া

থাকে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসম্বন্ধে অমুষ্ঠান করিলে, ব্রহ্মলোক গমন করিতে পারে। সুরাপায়ী ব্যক্তি যদি ভূমি-দানরূপ প্রায়শ্চিত্তের অমুষ্ঠান পূৰ্ব্বক বিভক্ত ও মৎসরবিহীন হইয়া পুনরায় উহা পান না করে, তাহা হইলে তাহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হয়। যে ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করে, সে লৌহফলক তপ্তকরিয়া উহাতে শয়ন ও স্বীয় লিঙ্গ ছেদন পূৰ্ব্বক উৰ্দ্ধদৃষ্টি হইয়া অরণ্যে গমন করিবে। তদুপায়া করিলে অন্তত কার্য্য হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যোষিঙ্গণ আহার বিহার পরিহার পূৰ্ব্বক নিয়ম অবলম্বন করিলে, একমৎসরের মধ্যেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। যে মনুষ্য মহাব্রতের অমুষ্ঠান, সৰ্ব্বত্র দান কিস্তি গুরুর কার্য্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত সংগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করে সে সমস্ত অন্তত কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি পায়। যে ব্যক্তি গুরু সন্নিধানে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ কিস্তি তাঁহার দ্রব্য অপহরণ করে, সে গুরুর প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারিলেই সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে মনুষ্য ত্রীসংসর্গাদি নিয়ম উলঙ্ঘন করে, সে ব্রহ্মহত্যাবিহিত ব্রত পালন ও ছয় মাস গো চৰ্ম্ম পরিধান করিলে, পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। যে মনুষ্য পরদারভিগমন ও পরদানাপহরণ করে, সে সৰ্ব্বমৎসর নিরমাবলম্বন করিলে নিম্পাপ হয়। যে মনুষ্য যে পরিমাণে অন্যের অর্থ অপহরণ করে, সে যে কোন উপায়ে হটক, তাহাকে সেই পরিমাণে অর্থ প্রদান করিলেই সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসঙ্গে বিবাহ করে, সে ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়েই দ্বাদশ রাজি নিয়ম অবলম্বন পূৰ্ব্বক ব্রত পালন করিলে, উভয়েই পবিত্রতা লাভ করে। কিন্তু সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃলোকের উদ্ধারার্থ অবশ্য পুনরায় বিবাহ করিতে হইবে। তাহা হইলে, তাহার পূৰ্ব্ববিবাহিত ভাৰ্য্যাও দোষশূন্য ও পরিসুদ্ধ হইবে। ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, যোষিঙ্গণ চাতুর্দশ্য ব্রতের অমুষ্ঠান করিলেই শুদ্ধ হয়। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ত্রীলোকগণকে মাননিক পাপে দূষিত বিবেচনা করিবেন না। কারণ, কন্যাদারা পাত্র যেক্রমে পরিসুদ্ধ হয়, সেই রূপ মহিলাগণ সজোবোণ হইলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্য পাত্র শূঁড়ের উচ্ছিষ্ট, গো কর্তৃক আঘাত বা ব্রাহ্মণের গণ্ডূষ দ্বারা দূষিত হইলে, উহা বর্জ্যবিধ পৌষণীর জব্যদ্বারা পরিসুদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণের চতুর্দশ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিাদ, বৈশ্যের দ্বিপাদ ও শূঁড়ের একপাদ সর্ষ বিদ্যমান রহি-  
রাছে। লোকে ধর্ম্মের স্তারভম্য অনুসারেই উর্দ্ধাধিগের পৌরব ও লাভব  
অর্থধারণ করিবে। পণ্ড পক্ষী বিনাশ ও বৃক ছেদন করিলে, আপনায়

কুকর্ষ জনসমাজে প্রকাশ করিয়া তিন রাত্রি বায়ু ভক্ষণ করিবে । অগম্যা-  
গমন করিলে, ছয় মাস ভ্রম শরন করিয়া আত্মবস্ত্র পরিধান পূর্বক  
পরিভ্রমণ করিবে ।

হে ধর্মরাজ ! কুকার্যের অনুষ্ঠান করিলে, দৃষ্টান্ত, শাস্ত্র-যুক্তি ও প্রজ্ঞা-  
পুতিনির্দিষ্ট বিধি অনুসৃত্তর এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় । যে  
ব্রাহ্মণ হিংসাবিহীন, মিথভাষী ও পরিমিতভোজী হইয়া পবিত্র স্থানে  
গায়ত্রী জপ করে, তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় । দ্বিজগণ  
দ্বিবসে অনাবৃত্ত স্থানে উপবেশন, যামিনীষোগে তথায় নিদ্রাবেশন,  
দ্বিবসে তিন বার ও রাত্রিতে তিন বার বস্ত্র পরিধান করিয়া, স্নান এবং  
জী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিলে, অজ্ঞানকৃত  
পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন । হে রাজন্ ! দেহাবসানে  
কুকল প্রাণিকেই স্ব স্ব শুভাশুভ কার্যের ফল ভোগ করিতে হয় । যে  
অমুখ্য অতিরিক্ত পাপ কিম্বা পুণ্য কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে উহার  
অতিরিক্ত ফল ভোগ করিতে হয় । অতএব জ্ঞান, তপস্যা ও সংকার্য  
দ্বারা শুভফল পূরিবর্দ্ধিত করা উচিত । লোকে পাপকার্যে পরাভূত হইয়া  
শুভকার্যের অনুষ্ঠান ও নিত্য ধনদান করিলে, পাপশূন্য হইতে পারে ।  
এক্ষণে যে পাপের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সেই সমস্ত বর্ণন করি-  
লাম । মহাপাতক ব্যতীত সমুদায় পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে । অপ-  
রাপর ভক্ষাতক্ষা ও বাচ্যাবাচ্য বিষয়ে জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত এই বিবিধ  
পাপ আছে । জ্ঞানকৃত পাপ গুরু ও অজ্ঞানকৃত পাপ লঘু । আত্মিক ও  
প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপ হইতে মুক্তি  
লাভ করিতে পারেন । নাস্তিক, দাস্তিক ও অপ্রজ্ঞাবিত ব্যক্তিগণ ঐরাই  
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হয় না, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাদের  
পাপধ্বংসের সম্ভাবনা নাই । যে মমুষ্য ইহলোকে ও পরলোকে  
সুখ লাভ করিতে অভিলাষ করে, তাহার শিষ্টাচার অবলম্বন ও শিষ্ট  
ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য । তুমি শিষ্টাচারী ; বিশেষতঃ  
প্রাণ ও ধন রক্ষা করিবার নিমিত্ত সংগ্রামে ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করি-  
রাছ ; অতএব নিশ্চয়ই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে । তুমি যদি  
একান্তই আপনাকে পাপী বলিয়া ঘোষণা কর, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তের  
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও । মৃতের ন্যায় ক্রোধের বশীভূত হইয়া জীবন পরি-  
ত্যাগ করা তোমার কল্যাণ কর্তব্য নহে ।

## ষট্‌ত্রিংশতম অধ্যায় । ৩৬ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! রাজা যুধিষ্ঠিরকৃষ্ণপার্বত্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অণকাল তুষীভাব অবলম্বন পূর্বক পুনর্বার তাঁহাকে কহিলেন, হে ভগবন্ ! কোন্‌ দ্রব্য ভক্ষ্য এবং কোন্‌ দ্রব্য অভক্ষ্য ? লোকে কোন্‌ দ্রব্য দান করিলে শ্রেয়ঃসাত্বাজন হয় ? আর কাহাকে পাত্র ও কাহাকেই বা অপাত্র বলা যায়, এই সকল আমার নিকট বর্ণন করুন ।

বেদব্যাস কহিলেন, হে রাজন্ ! পূর্বে স্বায়ম্ভুব মহা সিদ্ধগণকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমি তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । সত্যযুগে ব্রত-পরায়ণ মহর্ষিগণ সুখোপবিষ্ট ভগবান্‌ মহমুনির নিকট আগমন পূর্বক কহিলেন, প্রজাপতে ! আপনি অন্ন, পাত্র, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা ও কার্য্য-কার্য্যের বিষয় বিস্তার পূর্বক কীর্তন করুন ।

ভগবান্‌ স্বায়ম্ভুব মুমু ঐ মহর্ষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! আমি সংক্ষেপে ও সবিস্তরে ধর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । মনুষ্য জপ, হোম, উপবাস, আশ্রুজ্ঞান, পবিত্র নদী, জপহোমাদি কার্য্যাসক্ত অসংখ্য ব্যক্তির অধিষ্ঠিত দেশ, পবিত্র পর্বত এবং কনক ভোজন, যদ্বাদি দ্বারা জ্ঞান, দেবদ্বানে অভিগমন ও স্তুতভোজন দ্বারাই পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই । লোকে গর্হ প্রকাশ করিলে, কোনক্রমেই প্রোক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । যদি বিজ্ঞলোক অহঙ্কার প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার তিন রাত্রি উক্ত বস্ত্র পান করা কর্তব্য । অহঙ্কার বস্ত্রের অনাদান, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও ধর্ম্ম এই কয়েকটি ধর্ম্মের লক্ষণ । স্থগরিষ্য গ্রহণ, মিথ্যা ব্যবহার ও হিংসাও ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয় । প্রবৃতি ও অপ্রবৃতিবশতঃ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই প্রকার হইয়া থাকে ; আর লৌকিক ও বৈবিক ব্যবস্থামুসারে প্রবৃতি ও অপ্রবৃতিরও দুই প্রকার ভেদ আছে । পুরুষ কর্ম্মত্যাগী হইয়া মুক্তি লাভ করেন, আর কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তি বারবার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি অন্তঃ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে অন্তঃকল এবং যে ব্যক্তি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে শুভ ফল ভোগ করিতে হয় । অতি নীচ লোকেও যদি দৈব, শরৎ, জীবন ও জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী

কল ভোগ করিতে পারে । মনুষ্যের ক্রোধমোহাদিনিবন্ধন চিত্ত দূষিত হইলে, ঔষধ, মন্ত্র ও উপবাসাদিবারা প্রায়শ্চিত্ত করা অবশ্য কর্তব্য । নরপতি অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান না করিলে, তাঁহাকে এক রাত্রি ও পুরোহিত দণ্ডবিধানের উপদেশ প্রদান না করিলে, তাঁহাকে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইতে হয় । যে মনুষ্য, পূজাবিযোগাদি শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া শত্রুদি দ্বারা আত্মবিনাশে সম্মুখ হইয়া, সে তিন রাত্রি প্রারোপবেশন করিবে । বাহারা জাতিশ্রেণী ও জন্মভূমি পরি-  
ভোগ করে, তাহাদিগের ন্যায় দুঃখী আর কেহই নাই । কোন প্রায়-  
শ্চিত্তদ্বারা তাহাদিগের ঐ অধর্ম ধ্বংস হয় না । মনুষ্যগণের ধর্মবিষয়ে  
মন্দেহ উপস্থিত হইলে, দশ জন বেদশাস্ত্রবেত্তা অথবা তিন জন ধর্ম-  
পাঠক পণ্ডিত বাহা ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহাই ধর্মস্বরূপ গণনা  
করা অবশ্য কর্তব্য । বৃষ, মৃত্তিকা, ক্ষুদ্র পিপীলিকা, স্নেহাতক, বিঘ,  
শঙ্কশূনা মৎস্য, কূর্ম ভিন্ন চতুষ্পাদ, জন্তু, মণ্ডুকপ্রভৃতি জলচর, ভাস,  
হংস, সুপর্ণ, চক্রবাক, প্লব, বক, কাক, মদাগু, গৃধ্র, শ্যোন, উলুক ও চতু-  
স্পাদ পক্ষী, মংসাদী জন্তু ও হৃদয় চতুর্দন্ত জীবের মাংস ভক্ষণ এবং  
মেঘ, বড়বা, গর্দভী, উষ্ট্রী, স্তম্ভিকাবহা, গাভী, মানুষী ও মৃগীর হৃৎ পান  
করা ব্রাহ্মণের কদাচ কর্তব্য নহে । প্রেতাগ্ন, স্তম্ভিকার ও অনির্দিষ্টাঙ্গ  
ভোজন এবং অনির্দিষ্ট খেয়র হৃৎ পান করা নিতান্ত নিষিদ্ধ ! ভূপতির  
অগ্ন তেজের, সূত্রের অগ্ন ব্রহ্মতেজের এবং সূর্য্যকার ও অনীরা স্ত্রীর  
অগ্নি আত্মর কৃতি করে । বুদ্ধিজীবীর অগ্নি বিষ্ঠা এবং বেশ্যা, পরপুরুষা-  
ভিলাষিণী স্ত্রী ও ক্লীকিত ব্যক্তির অগ্নি শুক্রস্বরূপ । অগ্নিবোমীর বস্যা-  
হোমের পূর্বে দীক্ষিত ব্যক্তির অগ্নি ভোজন করিবে না । দানভোগ-  
পরাস্থ, যজ্ঞবিক্রমী, সূত্রধর, চূর্মকার, রক্ষক, চিকিৎসক, গ্রামপাল,  
পাতকী, রক্ষতাজীবী, বন্দী ও দ্ব্যতবিশারদগণের অগ্নি, সব্যহস্তে আহৃত  
পর্য্যবিত, সুরামিশ্রিত, উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট অগ্নি, পিষ্টক, ইক্ষু, শাক, হুঙ্ক,  
শঙ্কু, ভূটযব ও দধিশঙ্কুর বহুদিনস্থিত বিকার এবং দেবোদ্দেশে অপ্র-  
দত্ত পারদ, তিলযুক্ত ভক্ষ্য ও পিষ্টক গৃহী ব্রাহ্মণগণের নিতান্ত অভক্ষ্য ও  
অপেয় । দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, পিতৃ ও গৃহদেবতাগণকে পবিত্র  
করিয়া পশ্চাৎ ভোজন এবং প্রতীকিত ভিক্ষকের ন্যায় আপনাদি আবাচন  
করান করা গৃহীর শ্রবণ্য কর্তব্য । যে মনুষ্য এই প্রকার নিয়ম অব-  
লম্বন করিয়া বীজ পুত্রীর সংহিত গৃহস্থ ধর্ম প্রতিপালন করে, সে উৎকৃষ্ট  
পাতি সমর্থ হয় ।



ধৰ্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির যশোলাভার্থ বা ভয়প্রযুক্ত দান করা কখনই কৰ্ত্তব্য নহে। উপকারী, নৃত্যগীতপরায়ণ, পরিহাসপন্ন, ভণ্ড, মদমত্ত, উগ্ৰহস্ত, ভক্তব, নিমক, মূৰ্খ, বিবর্ণ, বিকলাঙ্গ, বামন, দুৰ্জ্জন, হুকুলজাত আশ্রয়িত্রির, বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ব্রতবৰ্জিত ব্যক্তিকে দান করা নিতান্ত নিষ্ফল। অসম্যক দান ও অসম্যক প্রতিগ্রহদাতা ও গ্রহীতা এই উভয়েই অমঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে। যদিফলক অবলম্বন করিয়া সাগরে সন্মরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই ফলক যেরূপ স্বয়ং নিমগ্ন হয় এবং আশ্রিত ব্যক্তিকেও নিমগ্ন করে, সেইরূপ অসম্যক দাতা আপনাকে ও প্রতিগ্রহীতাকে পাপার্ণবে নিমগ্ন করে। অনল যেরূপ আদ্র কাঠে পরিবৃত্ত হইলে, প্রজ্বলিত হয় না, সেইরূপ তপঃস্বাধ্যায়-পরিবৰ্জিত হৃৎচরিত্র প্রতিগ্রহীতাও কোন ফলই প্রদান করিতে পারে না। নর-কণালে জল ও কুকুরচৰ্ম্মবিনিৰ্ম্মিত কোণে হৃৎক রাখিলে, স্থানদোষে উহা যেরূপ অপবিত্র হয়, সেইরূপ ব্রতবৰ্জিত ব্যক্তির অধারনও নিষ্ফল হইয়া থাকে। নিব্রত, নিমগ্ন, মূৰ্খ, অসুস্থাপরবশ, হীনচরিত্র ও ব্রতবৰ্জিত ব্যক্তিকে দান করিলে, দরমাত্ম প্রকাশ করা হয়; উহাতে কিছুমাত্র ধৰ্ম্ম নাই। দীন ও আতুর ব্যক্তিগণকে অমুগ্রহ প্রকাশ পূৰ্ব্বক দান করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য। ধৰ্ম্মোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া উহাদিগকে দান করা নিতান্ত অকৰ্ত্তব্য। অট্টবদিক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে, উহা নিতান্ত বিফল হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ দক্ষ-ময়মাতঙ্গ ও চৰ্ম্মময় মুগের ন্যায় নামমাত্র ধারণ করে। বৎসবিহীন গাভী, পক্ষহীন বিহঙ্গম, জলশূন্য স্থান ও বায়িশূন্য রূপ যেরূপ কোন কার্য্যকারক নহে, মন্ত্রবিহীন ব্রাহ্মণও সেইরূপ কোন কৰ্ম্মকারক হয় না। মূৰ্খকে দান করিলে, তাহা অনলহীন প্রদেশে হোমের ন্যায় কোন ফলোপধারক হয় না। দেব ও পিতৃগণের ত্যাক্যব্যাবিশ্নাক ধনাগাহারী মূৰ্খ ব্যক্তি কদাচ উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিতে সমর্থ হয় না। হে ধৰ্ম্মরাজ ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সংক্ষেপে এই তাহার বর্ণন করিলাম।

—•••—

### সপ্তত্রিংশতম অধ্যায় । ৩৭

ধৰ্ম্মরাজ, কহিলেন, এই তপোধন। আপনি সমুদ্রার রাজধৰ্ম্ম ও

একাত্তরে বসুমতী বশবর্তী করিব, তাহা বর্ণন করুন ।। আপনাদেব নিকটে উপবাসাস্ত্রক প্রারম্ভিতের কথা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে সাতিশর হর্ষ ও কোতুক সমুৎপন্ন হইয়াছে । ধর্ম্মচর্যা ও রাজ্যরক্ষা এই উভয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ ; অতএব এক ব্যক্তি কি প্রকারে ধর্ম্মরক্ষা ও রাজ্যভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া আমি বারংবার মোহে অভিভূত হইতেছি ।

ঐ সময় বেদবিদগুণগণ্য ভগবান-ব্যাসদেব সর্বজ্ঞ দেবর্ষি নারদের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস ! যদি তুমি সমুদয় ধর্ম্মবিষয় শ্রবণ করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে কুরুকুলপিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মের সন্নিধানে গমন কর । সেই সর্বজ্ঞ সর্বধর্ম্মবিশারদ ভীষ্মই তোমার ধর্ম্মগত সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন । যিনি ভগবতী ভাগীরথীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রপ্রস্থর দেবগণকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি সুরাচার্য্য বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবর্ষিগণকে, গুপ্তা-  
ষায় পরম পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের নিকট রাজনীতি শিক্ষা করিয়া-  
ছেন, যিনি দানবগুরু শুক্র ও হৃদগুরু বৃহস্পতির বিদিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহ করিয়াছেন, যিনি ভৃগুনন্দন চ্যবন ও মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি পূর্বে তেজঃপুঞ্জ-কলেবর জ্ঞান-  
তব্জ্ঞ প্রজাপতির কোষ্ঠ তনয় সনৎকুমারের সন্নিধানে জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট সমগ্র যুক্তিধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছেন, যিনি পরশুরাম ও ইন্দ্র হইতে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া-  
ছেন, যিনি আপনাদেব ইচ্ছানুসারে তনুত্যাগ করিবেন, যিনি পুত্র লাভ না করিয়াও উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবেন, ব্রহ্মর্ষিগণ সর্বদা বাহার সভাসদ হইবেন, যিনি সমুদয় জ্ঞের পদার্থই অবগত আছেন, সেই ধর্ম্মের হুম্ম তাৎপর্য্যবৈত্তা মহাত্মা ভীষ্ম তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই । অতএব ঐ মহাত্মা কলেবর পরি-  
ত্যাগ না করিতে করিতেই তুমি অবিলম্বে তাঁহার সমীপে গমন কর ।

বহুদর্শী রাজা যুধিষ্ঠির সভাবতীনন্দন বেদব্যাসের এই কথার শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে ভগবন ! আমি জ্ঞানভিগণের জীবনবিনাশের হেতু হইয়া সকলেরই নিকট অপরাধী হইয়াছি । আমি হইতেই সমুদয় জ্ঞানভিগণ বিনষ্ট হইয়াছে । বিশেষতঃ আমি সেই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাবল পরাক্রান্ত পিতামহকে হস্ত প্রকাশ

করিয়া নিপাতিত করিয়াছি; এক্ষণে কি প্রকারে তাঁহার সম্মিথানে সম্মুখ হিত হইয়া ধর্মসংশয় জিজ্ঞাসা করিব ?

বহুপুত্রব মহাত্মা দ্রৌপদ্য চারি বর্ষের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বার ধর্মরাজকে কহিলেন, হে মহারাজ ! শোকের একান্ত বশবর্তী হওয়া আপনার নিত্য অকর্তব্য। এক্ষণে মহাতপা ব্যাসদেব বাহা কহিলেন, আপনি তাহার অনুষ্ঠান করুন। এই সমুদ্র ব্রাহ্মণ, হতাবশিষ্ট রাজগণ এবং আপনার ভাতৃগণ ও দ্রৌপদী ইহারা আপনার অধীন হইতে অভিলাষী হইয়াছেন। বিশেষতঃ আপনার রাজ্যে বর্ষচতুষ্টির সমস্ত লোকেরই আগমন করিয়াছে। অতএব এক্ষণে ইহাদিগের হিতসাধন, অমিততেজা ব্যাসদেবের অনুজ্ঞা প্রত্যাগমন এবং আমিদিগের ও দ্রৌপদীর অমুরোধ রক্ষা করিবার নিমিত্ত মদ্যবীর ভীষ্মের নিকট গমন করুন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির রাহুদেব, ধনঞ্জয়, ভগবান্ বেদব্যাস এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক এই প্রকার অহুনীত হইয়া মানসিক শোক-সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকের হিতসাধনার্থ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং নক্ষত্রসমাবৃত শশধরের ন্যায় বহুবাক্যে পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ যুতরাষ্ট্রকে পুরোবর্তী করত শনগরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কন্বগাজিনসংবৃত, বন্দিগণের পবিত্র মন্ত্রদ্বারা অভ্যর্চন, স্নানক্ষণসম্পন্ন শ্বেতবর্ণ বোড়শ ঘণ্টাবধি কর্তৃক আকৃষ্ট শুভ রথে আরোহণ করিলেন। তখন মহাবলশালী বৃকোদর তাহার রথরশ্মি গ্রহণ ও ধনঞ্জয় তাহার মস্তকোপরি সুশোভিত শ্বেতাতপত্র ধারণ করিলেন। সেই শ্বেতাতপত্র ধনঞ্জয় কর্তৃক রথোপরি ধৃত হইয়া গগনমতলে নক্ষত্রজালমণ্ডিত শ্বেতমেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সমলকৃত শ্বেতবর্ণ চামরধর ধারণ করিয়া বীজন করিতে লাগিলেন। সেই পক্ষ ভাতা এই প্রকারে রথারোহণ করিলে, ঐ রথ পঞ্চভূতাত্মক কলেবরের শোভা ধারণ করিল। তখন যুতরাষ্ট্রতনয় যুয়ুৎসু মনোমাকুলতামী বেগবান্ অগ্ন্যগ্নে সংযোজিত শুভ রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধর্মরাজের অনুমাত্রী হইলেন। কৃষ্ণ সাত্যকির সহিত শৈব অশ্বীষ সংযোজিত হেমবর শুভ রথে আরুঢ় হইয়া কৌরবগণের অনুগমন করিলেন। রাজা যুতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত মহুসাবাহু যানে আরোহণ পূর্ব্বক ধর্মরাজের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। কুন্তী দ্রৌপদীপ্রভৃতি অকংপুরচারীরাগণ বিরহ

যাহে আরোহণ পূর্বক মহাত্মা বিহর কর্তৃক পরিচালিত হইয়া গগনে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেরই পশ্চাতে অসংখ্য সমলকূট রথ, গজ, অশ্ব ও গবাদি ধাবমান হইল। এতরূপে রাজা যুধিষ্ঠির বহুবাহুবে সমাবৃত হইয়া সূতমাপথবল্লিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে হস্তিনার যাত্রা করিলেন। তৎকালে অসংখ্য ব্যক্তির সমাগম ও পরস্পরের কোলাহল হওয়াতে যুধিষ্ঠিরের নগরযাত্রা অতি মনোহর হইল। নগরবাসী মনুষ্য-গণে সমুদয় নগর ও রাজপথ অলঙ্কৃত হইতে লাগিল। পৃথিবী যেত মাণ্য ও পতকার পরিশোভিত, রাজপথ ধূপে প্রদূগিত এবং রাজভবন বিবিধ গন্ধ, পুষ্প ও মালা সমূহে পরিশোভিত হইল। নগরদ্বার গোরাঙ্গী কুমারী, অভিনব পূর্ণ কুন্ত ও সুগন্ধি পুষ্প-সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল। পুত্রপুত্র বহুগণে পরিবৃত্ত হইয়া বন্ধিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করত সেই অসামান্য শোভাসম্পন্ন নগরে প্রবিষ্ট হইলেন।

### অষ্টত্রিংশতম অধ্যায়। ৩৮।

বৈশম্পায়নী কহিলেন, হে মহাপতে ! পাণ্ডবগণের পুত্রপ্রবেশ সময়ে, সহস্র সহস্র পুরবাসী প্রজা তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার অভিলাষে সেই স্থানে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় বহুবিধ মাজল্য দ্রব্যে পরিশোভিত রাজপথ জনতার পরিপূর্ণ হইয়া চত্ৰোদয়ে পরিবর্তিত মহা-সাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাজমার্গের নিকটবর্তী সুশো-ভিত অটালিকা সকল কামিনীগণের ডারে যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। মহিলাগণ লজ্জিতভাবে মুহূর্তের পাণ্ডবদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া দ্রৌপদীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে পাঞ্চালি ! তুমি ধন্যা ; গৌতমী যে রূপে মহর্ষিদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও এই মহাপুরু-ষগণকে আশ্রয় করিয়াছ। তোমার ব্রত ও কৰ্ম সকল সফল হইল। কামিনীগণ এই প্রকারে দ্রৌপদীকে প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহা-দিগের প্রশংসাবাক্য ও হর্ষমুচুত শব্দে সমস্ত পুত্র সমাকুল হইল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে সেই রাজপথ অতিক্রম করিয়া অল-ঙ্কৃত রাজ ভবন সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তথায় পুরবাসী প্রজাগণ তাঁহার নিকট আগমন পূর্বক স্তুতিসুধাবহ বাক্যে কহিল, হে মহারাজ !

আপনি'দৌভাগ্য'ও পরাক্রম প্রভাবে ধর্ম্মানুসারে শত্রুদিগকে পরাজয় ও পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরাদিগের অধীশ্বর হইয়া দেবরাজ পুরন্দরের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে শত্রু বৎসর প্রজাদিগকে প্রতিপালন করুন। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এই প্রকারে বিবিধ মঙ্গলবাক্য শ্রবণ ও ব্রাহ্মণদিগের আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে সেই ইন্দ্রগৃহ সর্দূশ রাজ-ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবিলম্বে গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিবিধ রত্ন ও গন্ধমাল্য দ্বারা দেবতাগণের পূজা করিয়া পুনর্বার পুরদ্বারে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজকে সন্দর্শন করিয়া আশীর্বাদ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই কুশলাভিলাষী বিপ্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তারাগণসংবৃত শশাকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ধোয়া ওরু ও জ্যেষ্ঠ তাড়ের সহিত অসংখ্য মোদক, রত্ন, সুবর্ণ, গাভী, বস্ত্র ও অন্যান্য নান্য প্রকার দ্রব্য দ্বারা সেই ব্রাহ্মণদিগকে বিধানানুসারে পূজা করিলেন। সেই সময় সুহৃদগণের প্রীতিকর ক্রতিসুখাবহ পবিত্র পুণ্যাহ নির্য্যোবে গগনপথ পরিত্যাগ্ত হইল। মহাবশ্য যুধিষ্ঠির প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের অর্থসংযুক্ত বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে জয়-শব্দ, হ্রস্বভিধ্বনি ও শঙ্খনাদ হইতে লাগিল।

হে রাজন! সেই সময় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ প্রীতিপ্রকৃষ্টচিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে হৃষ্যোধনের সখা ধর্ম্মতি চার্ম্মাক রাক্ষস ভিক্ষুকের রূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে ছিল; ব্রাহ্মণগণ নিস্তব্ধ হইলে, সেই পাপাত্মা পাণ্ডুদিগের অপকার করিবার নিমিত্ত ঐ ব্রাহ্মণগণকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়াই নির্ভয়চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গর্জিত বাক্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে ধর্ম্মরাজ! এই ব্রাহ্মণগণ আপনাকে জ্ঞাতিনিহতা ও অতি কুৎসিত রাজা বলিয়া বিদ্বার প্রদান করিলেন। ফলতঃ এই প্রকার জ্ঞাতিবর্গ ও গুরুজনগণকে সংহার করিয়া আপনি কি লাভ করিলেন? এক্ষণে আপনার জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়; জীবন ধারণে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঐ সময় তদ্রূপ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ চার্ম্মাকে এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নিতাই ক্রুদ্ধ, ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া মৌনাবলম্বনে রহিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন পূর্ব্বক লজ্জিতভাবে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করত দীনভাবে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আমি অগতিপূর্ব্বক

আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । আমি সত্ত্বরেই জীবন পরিত্যাগ করিব ; আপনারা আমাকে আমার দিক্কার প্রদান করিবেন না ।

তখন সেই ব্রাহ্মণেরা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে ধর্ম-রাজ ! আমরা আপনাকে যথাক্রমে প্রদান করি নাই আপনি শ্রেয়োলাভ করুন । তপোমুষ্ঠানসম্পন্ন বেদবিদ্যার ব্রাহ্মণ ধর্মরাজকে এই কথা বলিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চার্বাককে বিশেষরূপ অবগত হইয়া পুনর্বার যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহিপতে ! যে ব্যক্তি আপনার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিল, ঐ দৃষ্টি হৃৎযোধনের পরম বন্ধু চার্বাক নামে । রাক্ষস । ঐ পাপাত্মা হৃৎযোধনের হিতসাধনার্থ আপনার প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে ; 'আমরা আপনাকে কিছুই বলি নাই । অতএব আপনি উহাতে কিছুমাত্র শঙ্কা করিবেন না । আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রেয়োলাভ করুন ।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ চার্বাকের প্রতি সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তিরস্কার করত তৎকার শব্দ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন । তখন দৃষ্টি চার্বাক সেই মহাত্মাদিগের ক্রোধায়িত্তে দম্বপ্রায় হইয়া কুলিশদ্বয় মহীকূহের ন্যায় অবিলম্বে ধরাভূতলে নিপতিত হইল । তদর্শনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত সম্মান করিতে লাগিলেন । অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ ধর্মরাজকে অভিনন্দন পূর্বক তথা হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । রাজা যুধিষ্ঠিরও সাতিশয় আনন্দিত হইয়া স্নানকরণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

## উনচত্বারিংশতম অধ্যায় । ৩৯ ।

তখন সর্বদশী দেবকীতনয় বাহুদের ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্মরাজ ! ব্রাহ্মণগণ সর্বদা আমার পূজনীয় । উইঁরা ভূতলস্থ দেবতা । উইঁরা ক্রুদ্ধ হইলে, উইঁদিগের বাকী হইতে বিষ নির্গত হইয়া থাকে । ঐ মহাত্মাদিগকে প্রসন্ন করা অতি অল্পসাধ্য । পূর্বে সত্যযুগে চার্বাক নামক এক রাক্ষস বদরী তপোবনে বহুকাল অতি কঠোর তপোমুষ্ঠান করিয়াছিল । তাহার তপোবলে ভগবান ব্রহ্মা পক্ষম পরিভূত হইয়া তাহাকে বর গ্রহণ করিতে বারংবার

অনুরোধ করেন। নিশাচর চার্লীক ব্রহ্মাকে বর প্রদান করিতে সঙ্কল্পিত দেখিয়া কহিল, হে ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন, কোন ক্রীত হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় না থাকে। তখন কমলমোহনি কহিলেন, হে চার্লীক! আমি তোমাতে, তোমার অভিলাষরূপ বর প্রদান করিতেছি; কিন্তু তুমি কোনক্রমেই ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিও না; ব্রাহ্মণগণের অপমান করিলেই তোমাকে বিপদাপন্ন হইতে হইবে।

এই প্রকারে নিশাচর চার্লীক ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া আপনার বলবীৰ্য্যপ্রভাবে দেবগণকে সন্তোষিত করিতে লাগিল। দেবগণ সেই নিশাচর চার্লীকের বলবীৰ্য্যে সন্তোষিত হইয়া তাহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরগণ! ঐ রাক্ষস যেক্রমে অচিরকাল মধ্যে বিনষ্ট হইবে, আমি তাহার উপায় করিয়াছি। মনুষ্যাগণ মধ্যে হর্ষোদধন নামে এক নরপতির সহিত ঐ হুয়ায়্যার সখ্যভাব সমুৎপন্ন হইবে এবং ঐ নিশাচর হর্ষোদধনের স্নেহের নিত্য বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অবমানা করিবে। ব্রাহ্মণগণ ঐ রাক্ষসকর্তৃক অপমানিত হইয়া ক্রোধভরে তাহার শাপ প্রদান পূর্বক দ্বন্দ্ব করিবেন। হে ধর্মরাজ! এক্ষণে সেই এই রাক্ষস চার্লীক ব্রহ্মদেবে বিনষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছে। এক্ষণে আপনি আর শোক প্রকাশ করিবেন না। আপনার জ্ঞাতিগণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সদগ্রামে প্রবৃত্ত ও বিনষ্ট হইয়া সুরলোক গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি শোকসন্তাপ পরিহার করিয়া রাজকাষ্যের অনুষ্ঠান, শত্রুগণকে সংহার ও প্রজাদিগকে প্রতিপালন এবং ব্রাহ্মণগণকে অচ্ছিন্না করুন।

—:—

### চত্বারিংশত্তম অধ্যায় । ৪০ ।

হেরিাজন্। তখন কুন্তীকন্যার সুখিষ্টির শোকসন্তাপ পরিহার পূর্বক হৃষ্টোক্তি করণে পূর্ববৃত্ত হইয়া হিরণ্যর আসনে সমাসীন হইলেন। ঐ সময় শক্রনিপাতন মহাবীর সাত্যকি ও জম্বীকেশ সুখিষ্টিয়ের অভিযুখে কাকনম্র উজ্জ্বল গীর্থে, মহামতি বৃদ্ধকায় ও ধনঞ্জয় উত্তর পার্শ্বে মণিময় আসনে, মনজিনী কুন্তী সহদেব ও নকুলের সহিত কনকমণ্ডিত গজদন্তের সিংহা-

সনে এবং মহাত্মা স্বধর্মী, বিহর, ধোয়া ও ধৃতরাষ্ট্র ছত্ৰাশ্রমের ন্যায় সমু-  
জ্জল আসনে উপবেশন করিলেন। যুগ্মস্থ, স্বজর ও যশস্বিনী গাঙ্গারী  
ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর ধর্মীরা রাজা যুধিষ্ঠির মঙ্গলজনক অক্ষত, স্বস্তিক, খেতপুন্দ্র,  
ভূমি, কাঞ্চন, রজত ও মণি স্পর্শ করিলে, প্রজাগণ পুরোহিতের সহিত  
বহুবিধ মঙ্গল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।  
তখন যুক্তি, কাঞ্চন, বিবিধ রত্ন, হিরণ্য, তাম্রময়, রজতময় ও যুগ্ম  
পূর্ণ কুণ্ড, কুহুম, লাগ্নি, অনল, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, ক্ষীর, কনকালঙ্কৃত শয্যা এবং  
শয্যো, নিপ্পল ও পলাশের সমিধ প্রভৃতি অভিষেকের দ্রব্য, সমুদার  
সেই স্থানে সমাহৃত হইল। সেই সময় পুরোহিত ধোয়া বাসুদেব কর্তৃক  
অহুজ্বাত হইয়া বিধিपूर्কক পূর্বোত্তরে ক্রমশঃ নিম্ন নদী নির্মাণ  
পূর্বক তদুপরি অনলসন্নিভ ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত সর্ব্বভোভদ্র আসনে মহা-  
মতি যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদীকে উপবেশন করাইয়া বিবিধ মন্ত্রো-  
চ্চারণ করত হতাশনে আছতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।  
মহামতি কেশব রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও প্রজাগণের সহিত গাত্ৰোত্তান পূর্বক  
পাক্কজন্য গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করিলেন। মহাত্মা  
যুধিষ্ঠির হৃষীকেশ ও স্বীয় ভ্রাতৃগণকর্তৃক সংকৃত ও পাক্কজন্য শয্যার  
জলে অভিষিক্ত হইয়া সাতিনয় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে  
পণব, আনক ও হৃন্দুতির স্তমধুর ধ্বনি সমুৎপন্ন হইল। রাজা যুধিষ্ঠির  
ঐ সকল স্তমধুর বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যশালী, সংস্কার-সম্পন্ন  
বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র মুদ্রা প্রদান পূর্বক স্বস্তিবাচন করাইয়া  
তাঁহাদিগের বিধি অনুসারে পূজা করিলেন। তথম ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজের  
প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া হংসের ন্যায় মধুরস্বরে তাঁহার জর বীর্জন  
ও প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হেন নরনাথ! আপনি সৌভাগ্যক্রমে স্বীয়  
পরাক্রম প্রভাবে অরাতি পরাজয় ও স্বধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন। আপনি  
সৌভাগ্যবশতঃ গাভীবধারী ধনঞ্জয়, ভীমপরাক্রম ভীমসেন এবং মাদ্রী-  
তনয় নকুল ও সহদেবের সহিত সেই বীর-কর-কর ভরদ্বজ সংগ্রাম হইতে  
মুক্তি লাভ করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে কর্তব্য কার্য্যের অহুষ্ঠানে বর্জ-  
বান্ হউন এই প্রকারে রাজা যুধিষ্ঠির সাধুগণ কর্তৃক অর্জিত ও  
হস্তবর্মে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় বিত্তীর্ণ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।



## এক চত্বারিংশত্তম অধ্যায় । ৪১ ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগের সেই দেশকালোচিত বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে বিপ্রগণ ! পাণ্ডবগণের গুণ প্রকৃত হউক বা অপ্রকৃত হউক, যখন আপনারা একত্র মিলিত হইয়া উহা বর্ণন করিতেছেন, তখন পাণ্ডবেরা ধন্য মনেই নাই । এক্ষণে আপনারা স্মৃতিতে আমাদিগকে গুণসম্পন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন । অতএব আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাও আপনাদিগের কর্তব্য । মহারাজ যুতরাষ্ট্র আমার পরম দেবতা ও পিতা ; অতএব যদি আমার হিত সাধন করা আপনাদিগের কর্তব্য হইয়া থাকে, তবে আপনারা সর্বদা উহাঁর শাসনানুযায়ী ও হিতসাধনার্থ যত্ববান হইবেন । অধাবসারসহকারে প্রতিনিয়ত ঐ মহাত্মার শুশ্রূষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য । আমি সমুদয় জ্ঞাতিদিগকে সংহার করিয়া কেবল উহাঁর শুশ্রূষা করিবার জন্যই জীবন ধারণ করিতেছি ; এক্ষণে যদি আমার প্রতি ও আমার অন্যান্য স্মৃদ্ধগণের প্রতি আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রদর্শন করা উচিত হয়, তবে আপনারা রাজা যুতরাষ্ট্রের সহিত পূর্বের মায় ব্যবহার করুন । উনি আমার, আপনাদিগের ও এই পৃথিবীর অধীশ্বর । সমুদায় পৃথিবী ও পাণ্ডবেরা উহাঁরই অধীন । হে ব্রাহ্মণগণ ! এক্ষণে আমি যাহা বলিলাম, আপনারা তাহা শ্রবণ করিবেন । রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করিলেন ।

অনন্তর তিনি পুর ও জনপদবাসী প্রজাদিগকে বিদায় করিয়া বৃকো-  
শরকে যৌবরাজ্য প্রদান পূর্বক ধীমান্ বিদুরকে মন্ত্রণা ও সন্ধিবিগ্রহ  
প্রভৃতি কার্য্য অবধারণ, সর্বগুণোপেত বৃদ্ধ সঞ্জয়কে কার্য্যার্থ্য পরিজ্ঞান  
ও আর ব্যয় চিন্তা, নকুলকে সৈন্যের পরিমাণ, তাহাদিগকে ভক্ত বেতন  
প্রদান ও তাহাদের কার্য্য-পরীক্ষা, মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরসৈন্যোপরোধ  
ও দুই নিগ্রহ, মহাবীর সহদেবকে দেহ রক্ষা এবং পুরোহিতবর মহাতপা  
যৌমন্তক ব্রাহ্মণগণের কার্য্য ও দৈবকার্য্যের অহুষ্ঠানে নিযুক্ত করিলেন ।  
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকারে যে ব্যক্তি যেকার্য্যের উপযুক্ত, তাহাকে সেই  
কার্য্যের ভার দিয়া বিদুর, সঞ্জয় ও যুয়ুৎসুকে কহিলেন, তোমরা সর্বদা  
অধাবসার-সম্পন্ন হইয়া যুতরাজ যুতরাষ্ট্র যখন যে প্রকার অহুমতি প্রদান  
করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন এক পৌর ও জানপদগণের কোণ

কার্য সম্পাদন করিতে হইলে, উহার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক তাহা সমাধান করিবে ।

—(•••)—

### ত্রিচত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪২ ।

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রণনিহত জ্ঞাতিগণের পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন । মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও স্বীয় কনয়গণের স্বর্গার্থে ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন, গাভী, বিবিধ ধন রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন । মহাযশা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণদীর সহিত একত্র সমবেত হইয়া মহামতি দ্রোণ, কর্ণ, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, হিড়ম্বাতনয় ঘটোটকচ, বিরাট্, প্রভৃতি উপকার-পরায়ণ সুহৃদগণ ও দ্রোণদীর পাঁচ পুত্রের উদ্দেশে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে ধন, রত্ন, গাভী ও বস্ত্র সকল প্রদান করিলেন । যে সমুদয় ভূপালগণের বন্ধুবান্ধব কেহই বিদ্যমান ছিল না, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগেরও ঔর্দ্ধদেহিক কার্য সম্পাদন করিয়া সুহৃদগণের উদ্দেশে বিবিধ ধর্মশালা, পরঃপ্রণালী ও তড়াগ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন ।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকারে নিহত বীরগণের নিকট অশ্রুণী হইয়া ধর্ম্যানুগারে প্রজাপালনে যত্ববান্ হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিহর, অমাত্যগণ, ভৃত্যগণ ও পতিপুত্রবিহীনা কৌরবমহিলাগণকে পূর্ববৎ সম্মান এবং দীন ও অন্ধদিগকে গৃহ ও গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিয়া প্রতিপালন করত নিকটকে পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

### ত্রিচত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪৩ ।

এইরূপে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃতান্তলিপুটে ধাতুদেবকে কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ ! আমি কেবল তোমার অনুগ্রহ, নীতি, বল, বুদ্ধিকোশল ও বিক্রমপ্রভাবেই প্লিতপিতামহোপভুক্ত এই রাজ্য পুনর্ব্বার লাভ করিলাম ; অতএব তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি । তুমি অধিত্যক পুরুষ ও বাদবগণের একমাত্র অবলম্বন । ব্রাহ্মণগণ তোমার বহুবিধ নামোচ্চারণ পূর্বক স্তব করিয়া থাকেন । তুমি বিশ্বকর্মা ও বিশ্বাত্মা ; এই জগৎ তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; তুমি বিশ্ব, জিসু, হরি, কৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠ ও পুরুষোত্তম ; তুমি স্বপ্ত আদিত্য ; তুমি

একমাত্র হইয়াও তিন্ন তিন্ন গর্তে তিন্ন তিন্ন বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ; তুমি তিন যুগেই বিদ্যমান আছ; তুমি পুণ্যকীর্তি, হীকেশ ও বজ্রেশ্বর; তুমি ব্রহ্মারও গুরু; তুমি ত্রিলোচন শঙ্কু; তুমি দামোদর, বরাহ, অনল ও দিবাকর; তুমি ধর্ম ও গরুড়েশ্বর; তুমি শক্রসৈন্য-নিহাদন ও সর্ব-বাণী পুরুষ। তুমি শ্রেষ্ঠ ও উগ্র; তুমি কীর্তিকের, অরুণ, অচ্যুত ও শক্রঘাতক; তুমি বিপ্রাদি বর্ণ এবং অণুলোম, বিলোমজাতি; তুমি উর্দ্ধ বস্ত্র ও অচল; তুমি ইন্দ্রের দর্পহারী ও হরিহররূপী। তুমি সিদ্ধ, নির্গুণ এবং পূর্ব দিক, পশ্চিম দিক, ঈশান কোণ, মূলাক্ষণ। তুমি সূর্য, চন্দ্র ও পাবকরূপে দেবলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ; তুমি সম্রাট, বিরাট ও স্বরাট; তুমি পুরন্দরেরও কারণ; তুমি বিদ্ধ, শরীরী ও অশ-রীরী; তুমি অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ের পিতা; তুমি কণিল; তুমি বামন, যজ্ঞ, বজ্রসেন, ধ্রুব ও গরুড়; তুমি শিখণ্ডী ও নহষ; তুমি মহেশ্বর, দিবস্পৃক, পুনর্বসু, বক্র ও সুবক্র; তুমি সামবেদ, সুযেণ, হনুভি, কাল ও ত্রীপদ্ম; তুমি পুষ্কর, পুষ্পরেক্ষণ, ঋতু ও সর্কাপেক্ষা হস্ত। তুমি চরিত, নিশ্চল জ্যোতি ও হিরণ্য-গর্ত; তুমি স্বধা ও স্বাহা; তুমি এই জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং তুমিই ইহার সংহারকর্তা; তুমি অগ্রে এই বিশ্বমধ্যে বেদের সৃষ্টি করিয়াছ এবং এই চরাচর বিশ্বকে স্বপ্নে রাখিয়াছ। হে চক্রেপাণে! তোমাকে নমস্কার করি।

এই প্রকারে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সভামধ্যে ক্রমক্ৰমে স্তব করিলে, তিনি পরম সন্তুষ্ট হইয়া বিনীত বচনে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে আহ্বাদিত করিতে লাগিলেন।

### চতুশ্চহরিংশতম অধ্যায় । ৪৪ ।

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রজাদিগকে গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলে, তাহারা নিজ নিজ ভবনে গমন করিল। সেই সময় ধর্মতনয় ভীমপরাক্রম ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবকে সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা মহাসংগ্রামে অস্বাভিগণ্যের পরনিকরে ক্ষত বিক্ষতকলেবর ও নিতান্ত পরিতাপিত এবং শোকহঃখে একান্ত সন্তপ্ত হইয়াছ। আমার অন্য তোমরা কাপুরুষের ন্যায় বন-বাদিনীত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলে; অতএব এক্ষণে তোমরা নিজ নিজ

স্থানে অবস্থান পূর্বক পরিশ্রমাপনোদন ও পরমানন্দে কিঙ্কর সুখ অনুভব কর। আমরা পুনরায় কল্যাণ প্রাপ্তিতে পরস্পর সমবেত হইব ।

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া জ্যেষ্ঠতাত হুত্রাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক ভীমসেনকে দুর্যোধনের প্রাসাদপরিশোধিত নানারত্নখচিত দাসদাসী সমন্বিত ইন্দ্রালয়সদৃশ গৃহ, ধনজয়কে, দুঃশাসনের দুর্যোধন-গৃহসম্বিত মালাসুশোভিত হেমতোরণসংযুক্ত দাসদাসী ও ধন ধান্য পরিপূর্ণ গৃহ, নকুলকে দূর্শর্ষণের সুবর্ণমণিমণ্ডিত কুবের-ভবনতুলা গৃহ এবং প্রাণাধিক সহদেবের দুর্মুখের কমলদলংকী রমণীগণে পরিপূর্ণ সুবর্ণালঙ্কৃত গৃহ প্রদান করিলেন । এই প্রকারে পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতিক্রমে সুরম্য দর্শ্য সকল লাভ করিয়া তথায় গমন পূর্বক সুস্থচিতে সুখানুভব করিতে লাগিলেন । মহামতি যুযুৎসু, বিদুর, সম্ভর, অশ্বত্থা ও ধোম্য পূর্বনির্দিষ্ট নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করিলেন । মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকির সহিত ধনঞ্জয়ের ভবনে গমন করিলেন । তাঁহার এই প্রকারে সকলেই নিজ নিজ ভবনে অবস্থান পূর্বক বিবিধ বস্ত্র উপভোগ ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া পুনর্বার ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন ।

### পঞ্চচত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪৫ ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্ ! রাজা যুধিষ্ঠির ঐহিক জীবন, প্রাপ্ত হইয়া কি কি কার্যের অনুষ্ঠান করিলেন এবং তৎকালে ত্রৈলোক্য-গুরু ভগবান্ বাসুদেবই বা কোন্ কার্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত সমবেত হইয়া যে সমুদায় কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আমুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া চতুর্কর্ণাশ্রক লোক সকলকে নিজ নিজ কার্য্যে সন্নিবেশিত করিলেন । অনন্তর তিনি সহস্র দ্রাক্ষক ত্রাক্ষণের প্রত্যেকের হস্তে সুহস্র নিজ প্রদান, অম্বুজীর্বা, ভূজ্য, আশ্রিত, অতিথি, দীন ও যাতকগণকে প্রার্থনাধিক ধন দান এবং পুরোহিত ধোম্যকে দশ সহস্র গো, কাঞ্চন, রক্তত ও বহুবিধ বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যকে গুরুর ন্যায় সম্মান ও বিদুরকে গুজা করিতে লাগিলেন । রাজা যুধিষ্ঠিরের আশ্রিত ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট উপযুক্ত অন্ন,

পান, বস্ত্র, শয়ন ও আসন লাভ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। তিনি স্বীয় লক্ষ রাজ্যে শান্তিসংস্থাপন ও যুগ্মহর সম্মান করিয়া পরমানন্দিত চিত্তে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের প্রতি রাজ্যের কর্তৃত্বভার অর্পণ করিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকারে নগরস্থিত ব্যক্তিগণকে শ্রীত ও প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কেশবের সম্মিথানে গমন পূর্বক দেখিলেন, নীল-নীরদসন্নিভ, দিব্যাভরণবিভূষিত, তেজঃপুঞ্জকলেবর মহামতি জয়ীকেশ পীতাম্বর পরিধান পূর্বক কনকালঙ্কৃত মণির ন্যায় পূর্ব শোভা ধারণ করিয়া মনিকাঞ্চনসমলঙ্কৃত পর্যাঙ্কে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন। উঁহার বক্ষঃস্থলে কৌজ্জভ মণি বিরাজিত হওয়াতে, উহাকে উদয়োন্মুখ মার্জিত-মণ্ডলে লাক্ষিত উদয়াচলের ন্যায় বোধ হইতেছে। এই ত্রিভুবনमध्ये উঁহার উপমা নাই। তখন রাজা যুধিষ্ঠির মহামতি বাহুদেবের সমীপস্থ হইয়া হাস্যবদনে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে ত্রিলোক নাথ! তুমি পরম সুখে এই যামিনী যাপন করিয়াছ ত? তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধি সুপ্রসন্ন আছে ত? তোমার কৃপাবলেই আমরা এই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অব-নীত্ব সমস্ত লোককে বশবর্তী করিয়াছি। তোমার কৃপাবলেই আমরা দিগের জয় লাভ ও শোলাভ হইয়াছে। তোমার অনুগ্রহেই আমরা ধর্ম্মচ্যুত হই নাই। হে রাজন্! এই প্রকারে রাজা যুধিষ্ঠির বিবিধ বিনীত বাক্য প্রয়োগ করিলেও মহাত্মা বাহুদেব কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া তুষীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

—•••—

### ষট্চছারিংশতম অধ্যায় । ৪৬।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির বাহুদেবকে নিতান্ত মৌনভাবাপন্ন সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, হে অতুলপরাক্রম! তুমি কি অন্য একরূপ বিশ্বরজনক ধ্যান করিতেছ? এক্ষণে ত্রিভুবনের কুশল ত? তুমি জাগরিত, স্বপ্নাবস্থ বা সুষুপ্তিপ্রাপ্ত নও; কাঁই, কুড়া ও পাংগের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চল হইয়াছ। তোমাকে এতাদৃশ অবস্থার অবস্থান করিতে দেখিয়া আমরা চিত্ত নিতান্ত বিচলিত হইতেছে। তুমি বেহস্ত পক্ষ বায়ুকে সংযত ও ইন্দ্রদিগকে মনে সন্নিবেশিত করিয়াছ। তোমার বাক্য ও চিত্ত বুদ্ধিতে এবং শব্দাদি গুণ সঁকল উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তোমার

লোম সমুদায় কম্পিত হইতেছে না ; মন ও বুদ্ধি এককালে স্থির হইয়া রহিয়াছে এবং তুমিও বায়ুবিহীন প্রদেশস্থ দীপের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চল হইয়াছ । কি নিমিত্ত তোমার এরূপ অবস্থা হইল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে ঐ বিষয় প্রকাশ পূর্বক আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর। হে কেশব ! তুমি কর্তা, তুমি সংহর্তা, তুমি ক্ষর ও তুমিই অক্ষর । তোমার আদি বা অন্ত নাই ; অতএব তুমিই আদি পুরুষ । এক্ষণে আমি প্রণতিপূর্বক ভক্তিতাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি এই ধ্যানের যথার্থ তত্ত্ব বর্ণন পূর্বক আমাকে চরিতার্থ কর ।

তখন ভগবান্ বাসুদেব ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ স্থানে সংস্থাপন করিয়া ঈষৎ হাস্য করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ ! কুরুপিতামহ ভীষ্ম নিক্সাণোন্মুখ হতাশনের ন্যায় শরশয্যায় শয়ন পূর্বক আমাকে চিন্তা করিতেছেন ; এতদ্বিবন্ধনই আমি তদগতচিত্ত হইয়াছি । ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র ও যাহার বজ্রনিশ্বাসদৃশ জ্যানির্যোষ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছেন ; যিনি নিজ ভুজবলে সমুদায় ভূপালদিগকে পরাজিত করিয়া স্বরস্বরূপ হইতে তিনটা কন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন ; মহাবল পরাক্রান্ত পরশুরাম ত্রয়োবিশতি রাত্রি যুদ্ধ করিয়াও যাহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হন নাই ; যিনি ভগবতী ভাগীরথীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ; ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যাহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ; যিনি বিবিধ দিব্যাস্ত্র ও সাক্ষ্যবেদ সকল পরিজ্ঞাত আছেন ; যিনি পরশুরামের প্রিয় শিষ্য ও বিদ্যাসমুদয়ের আধার ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যাহার অবিদিত নাই, সেই মহাত্মা বুদ্ধিপভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাম ও চিত্ত সংযত করিয়া আমাকে স্মরণ করিতেছেন । এই নিমিত্তই আমি তদগতচিত্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি ।

হে ধর্ম্মরাজ । সেই পুরুষাণ্ডগণ্য মহাবীর গজানন্দন স্বীয় কৃশ্যবলে সুরলোকে গমন করিলে, এই বসুন্ধরা নিশাকরবিহীন নিশীথিনীর ন্যায় শোভাশূন্য হইবে ; অতএব আপনি সেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মের সন্নিধানে গমন পূর্বক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ বিদ্যা, বজ্রাদি ক্রিয়াকলাপ, চারি আশ্রমের ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন । সেই নীরবধূরন্ধর ভীষ্ম পরলোকে গমন করিলে, জ্ঞান-সমুদ্রও এককালে ভূমণ্ডল হইতে ভিত্তিরোহিত হইবে ।

এই জনাই অগ্নিকে সেই স্থানে গমন পূর্বক জ্ঞানযোগ অভি্যাস করিতে অনুরোধ করিতেছি ।

ধর্মপরাধন যুধিষ্ঠির বাহুদেবের এই হিতজনক বাক্য শ্রবণে বাঙ্গ-  
গদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে মধুসূদন ! তুমি ভীষ্মের যে প্রকার  
প্রভাব বর্ণন করিলে, তদ্বিবরে আমারে কিছুমাত্র সংশয় নাই । আমি  
অনেক ব্রাহ্মণের নিকট ভীষ্মের প্রভাব ও মহানুভাবকতার বিষয় শ্রবণ  
করিয়াছি । তুমি ত্রিভুবনের কর্ত্তা ; অতএব তোমার বাক্যে আমি  
অগ্নিমাত্র সংশয় করি না । যাহা হউক, যদি আমার প্রতি তোমার  
অনুরাগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া  
সেই স্থানে উপস্থিত হও । ভগবান ভাস্কর অন্তর্মিত হইলেই ভীষ্মদেব  
স্বরলোকে প্রস্থান করিবেন ; অতএব এক্ষণে আর বিলম্বে প্রয়োজন  
নাই ; শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য । তুমি  
আদি দেব ও ব্রহ্ম ; অতএব তোমাকে সন্দর্শন করিয়া তিনি চরিতার্থ  
হইবেন, সন্দেহ নাই ।

তখন ভগবান্ জ্যোতির্কেশ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ পূর্বক সত্যাকিরে  
কহিলেন, হে যুধামন্যু ! তুমি সত্যের আমার রথযোজনা করিতে অনু-  
মতি প্রদান কর । মহানতি সাত্যকি বাহুদেবের এই বাক্য শ্রবণ  
করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বিনির্গত হইয়া দারুককে রথযোজনা  
করিতে আদেশ করিলেন । কৃষ্ণসারথি দারুক যুধামন্যুর অনুমতি প্রাপ্ত  
হইবা মাত্র মরুত, চক্রবাক্ত ও সূর্য্যাকান্ত মণিখচিত, নবোদিত সূর্য্যের  
ন্যায় প্রভাবিনিষ্ট, শৈব্য সুগ্রীব প্রভৃতি মনোমাকুলগামী অতি উৎকৃষ্ট  
অশ্বসংযোজিত, কনকানকুত চক্র-বিশিষ্ট, গগড়কজ রথ সুসজ্জিত  
করিয়া কেশবের সন্নিধানে উপনীত হইয়া কৃত্যঙ্গলিপুটে নিবেদন করিল,  
মহাশয় ! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে ।

- \*-

### পুচহারিংশতম অধ্যায় । ৪৭ ।

অনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্ ! শর শয্যাশায়ী কুরুপিতামহ ভীষ্ম  
কোন যোগ অবলম্বন পূর্বক কি প্রকারে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন ?  
বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! আমি মহামতি ভীষ্মের তমুভাগের  
বিষয় বর্ণন করিতেছি, অবশিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করুন । সূর্য্যের উদয়ারণ

আরম্ভ হইলই; মহামতি ভীষ্ম অবহিতচিত্তে তমু ত্যাগ করিতে বাসনা করিলেন । তখন তাঁহার শরসমাকীর্ণ দেহ কিরণজাল-পরিশোভিত দিন-করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । দেববোতা, ব্যাস, দেবর্ষি নারদ, দেবস্থান, বাৎস্য, অশ্বক, সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শাণ্ডিলা, দেবরাত মৈত্রেয়, অসিত বশিষ্ঠ, কোশিক, হারীত, লোমশ, আত্রেয়, বৃহস্পতি, শুক্ল, চ্যবন, সনৎকুমার, কপিল, বায়ীকি, তুষ্ক, কুরু, মৌদগলা, ভৃগু-তনয় রাম, তৃণবিন্দু, পিপ্পলাদ, বায়ু সম্বর্ত, পুলহ, কচ, কাশ্যপ, পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, পরাশর, মরীচি, অঙ্গিরা, কাশ্য, গৌতম, গালব, ধৌম্য, বিভাও, মাণ্ডব্য, ধৌত্র, কৃষ্ণাভূতৌতিক, উলুক, মার্কণ্ডেয়, শ্ৰীকৃষ্ণ, পূরণ, কৃষ্ণ, পরম ধার্মিক সূত ও অন্যান্য প্রজাবান্ জিতেন্দ্রিয় ও শান্ত-গুণাধিত মহর্ষিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করাতে, তিনি গ্রহগণ-পরিবৃত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।

অনন্তর পরম ধার্মিক মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান থাকিয়াই কায়মনোবাক্যে বাহুদেবকে ধ্যান করত অতি গভীর স্বরে কৃতাজ্জলি-পুটে তাঁগকে স্তব্ব করিতে আরম্ভ করিলেন । হে পুরুষোত্তম ! আমি তোমার আরাধনা করবার বাসনায় সংক্ষেপে ও সবিস্তরে যে সমুদায় বাক্য বলিব, তদ্বারা তুমি শ্রীত ও প্রসন্ন হও । তুমি শুচি ও শুচিতার আশ্রয় । তুমি পরম হংস ও দ্বৈব । এক্ষণে আমি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে যেন লাভ করিতে পারি । তোমার আশ্রি ও অন্ত নাই ; তুমি পরব্রহ্ম স্বরূপ ; দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমাকে অবগত হইতে সমর্থ হন না ; কেবল ভগবান্ বিধাতাই তোমার তত্ত্ব বিদিত আছেন এবং তাঁহা হইতেই কোন কোন ঋষি, সিদ্ধ, দেবতা, দেবর্ষি ও মহোদয় তোমার তত্ত্ব কথাকিৎ স্থির করিয়াছেন । তুমি পরম ও অব্যয় । দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ তুমি কে ও কোথা হইতে সংস্পর্শ হইরাছ, তাহার কিছুই অবগত হইতে সমর্থ নুহেন । সূত্রগ্রথিত মনি-সমূহের ন্যায় কার্য্যকারণসম্বন্ধ সমুদায় বিখ ও ভূত সকল তোমাতেই অবস্থিত করিতেছে । তুমি নিত্য ও বিশ্বকর্মা । লোকে তোমাকে সহস্র-শিরা, সহস্রাঙ্গ, সহস্রলোচন, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু ও সহস্র মুকূটবিশিষ্ট নিরায়ণ বলিয়া বর্ণন করে । তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেও স্থূল, শুক্ল হইতেও শুক্ল এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ । মন্ত্র, মন্ত্রার্থপ্রকাশক ব্রাহ্ম-ণবাক্য, নিবৎ, উপনিবৎ ও সায়বেদ তোমার মহিমা বর্ণন করিয়া থাকে । তুমি সত্যস্বরূপ ও সত্যকর্মা ; তুমি বাহুদেব, সর্বধন, প্রহর ও অনিরুদ্ধ



নামে দেহচতুষ্টয় ধারণ করিতেছ। তুমি একমাত্র বুদ্ধিতে অভিযাক।  
 তুমি ভক্তগণের রক্ষাকর্তা। লোকে তোমার পরম ওহ দিব্য নাম উল্লেখ  
 পূর্বক পূজা করিয়া থাকে। তোমার প্রীতিসাধনার্থ নিত্য ভগ্নোন্মুখান  
 করিলে, তাহা কখনই ক্ষয় হয় না। তুমি সৰ্বস্বাত্মা, সৰ্ববিৎ, সৰ্ব, সৰ্বজ্ঞ  
 ও সৰ্বভাবন। অরণিকার্ঠ যেরূপ, বহু রক্ষা করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হই-  
 রাছে, সেইরূপ তুমিও ভূতলব্ধি বেদের রক্ষাবিধানার্থ দেবকীর গর্ভে  
 বহুদেব হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি নিষ্পাপ ও সৰ্বেশ্বর। মনুষ্য  
 অভেদ-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া হৃদয়াকাশে তোমাকে সাক্ষর পূর্বক মোক্ষ  
 লাভ করিতে সমর্থ হয়। তুমি বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য ও তেজকে অতিক্রম  
 করিয়াছ। তুমি বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়প্রাণের অগোচর। এক্ষণে আমি তোমার  
 শরণাগত হইলাম। তুমি পুরাণে পুরুষ, যুগান্তে ব্রহ্ম ও ক্ষয় সময়ে  
 সর্গধর নামে অভিহিত হইয়া থাক। তুমি পরমার্থাধ্য; অতএব আমি  
 তোমার আরাধনা করি। তুমি একমাত্র হইয়াও অনেক অংশে আবি-  
 ভূত হইয়াছ। তুমি সৰ্বকামনা-সম্পাদক; তোমারই নিত্যান্ত ভক্ত  
 ক্রিয়াবান্ লোকেরা তোমাকে সৰ্বদা উপাসনা করিয়া থাকেন।  
 তুমি স্বর্গের ভাণ্ডারস্বরূপ। জগতের সমুদায় ব্যক্তিই তোমাতে অব-  
 স্থিতি করিতেছে। হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ যেরূপ সলিল-  
 মধ্যে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ জীবগণ প্রতিনিয়ত তোমাতেই বিচা-  
 র করিতেছে। তুমি সত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অক্ষয়, ব্রহ্ম এবং সং ও অসত্তের  
 অতীত; তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। দেবতা, ও মহর্ষিগণ  
 তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ,  
 ঋষি ও উরগগণ পবিত্রচিত্তে সতত তোমার পূজা করেন। তুমি হৃৎ-  
 নাশের উত্তম ঔষধ। তুমি ব্রহ্ম, সনাতন, অদ্বন্দ্ব ও অজ্ঞেয়। তুমি  
 বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও স্বাবরজস্রাজ্যক সমস্ত পদার্থের অধিপতি। তুমি  
 পরম পুত্র, হিরণ্যবর্ণ ও দৈত্যনাশক। তুমি একমাত্র হইয়াও স্বাদশ  
 অংশে প্রাক্তভূত হইয়াছ। তুমি সূর্যাস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। যিনি  
 শুক্লপঙ্কে দেবগণকে ও কৃষ্ণপঙ্কে পিতৃগণকে অমৃত দ্বারা পরিভূষণ করেন,  
 তুমি সেই চন্দ্ররূপী। তোমাকে নমস্কার। যিনি ঘোরতর অজ্ঞানরূপ  
 অন্ধকারের পরশারবর্জী, বাহাকে আঘাতে পারিলে মৃত্যুভয় তিরোহিত  
 হয়, সেই জ্যেষ্ঠাত্মাকে নমস্কার। অতি বিত্তীর্ণ সাহসকে বাহাকে  
 বৃহৎ বলিয়া বর্ণন করে, হতালনসমীপে ও বজ্রস্থলে বাহাির নহিয়া  
 মর্গিত হইয়া থাকে, ত্রাশনগুণ বাহাকে সৰ্বদা ধ্যান করেন, সেই বৈ-  
 শ্বদেব

স্বরূপকে নমস্কার । ঋক্ ও যজুর্বেদ বাঁহার ভেদ, যিনি পঞ্চহবি ও সপ্ততন্ত বলিয়া কথিত হন, সেই যজ্ঞস্বরূপকে নমস্কার । যিনি সপ্তদশ অক্ষরে আচ্ছাদিত হন, সেই হোম স্বরূপকে নমস্কার । যে বেদপুরুষের নাম যজু, ছন্দ সমুদায় বাঁহার কলেবর, ঋক্, যজু ও সামবেদ-প্রবর্তিত তিন যজ্ঞ বাঁহার তিন মূর্তক এবং ব্রহ্মার বাঁহার প্রীতিবাক্য, সেই ত্রোত্রস্বরূপকে নমস্কার । যিনি মহত্ব বর্ষাদ্য যজ্ঞে প্রাহৃত হইরাছিলেন, যিনি বিশ্বজট্টগণেরও শ্রেষ্ঠ, সেই স্রবণময় পঞ্চবিশিষ্ট হংসস্বরূপকে নমস্কার । সুপ্রভুত পদ-সকল বাঁহার অঙ্গ, সজ্জি বাঁহার পর্ব, স্বর ও বাঞ্ছন বাঁহার ভূষণ, সেই দিব্য অক্ষর বাক্যস্বরূপকে নমস্কার । যিনি যজ্ঞের অঙ্গভূত বরাহমূর্তি ধারণ পূর্বক ভুবন-ত্রয়ের হিত-কামনায় বসুমতীকে সমুদার করিয়াছিলেন, সেই বীৰ্য্যস্বরূপকে নমস্কার । যিনি যোগাবলম্বী হইয়া অনন্তের সহস্র কলা বিরচিত পর্ষ্যকে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই নিদ্রাস্বরূপকে নমস্কার । যিনি বশতাপন্ন ইন্দ্রিরগ্রাম, মোক্ষোপায় ও বেদোক্ত উপায় দ্বারা সাধুদিগের যোগধর্ম বিস্তার করিতেছেন, সেই সত্যস্বরূপকে নমস্কার । তিন্ন তিন্ন ধর্মাবলম্বী তিন্ন তিন্ন ধর্মকলাভিলাষী মহাত্মারা তিন্ন তিন্ন ধর্ম অবলম্বন করিয়া বাঁহাকে অর্জনা করেন, সেই ধর্মাত্মাকে নমস্কার । বাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কামময়, যিনি সমুদায় জীবকে কামমদে প্রমত্ত করিয়া থাকেন, সেই কামাত্মাকে নমস্কার । মহর্ষিগণ যে শরীরস্থ অব্যক্ত পুরুষকে অন্বেষণ করেন, যে ক্ষেত্রজ পুরুষ সর্বদা বুদ্ধিতে বিরাজিত আছেন, সেই ক্ষেত্রস্বরূপকে নমস্কার । যিনি নিত্যস্বরূপ, যিনি ষোড়শ গুণে সমাবৃত্ত হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই অবস্থান করিতেছেন, সাক্ষ্য বাঁহাকে সপ্তদশ বলিয়া বর্ণন করে, সেই সাক্ষ্যাত্মাকে নমস্কার । শাস্ত্র-সত্যাব, জিহেত্বিন্ন বসুধাধন নিদ্রা ও স্বাস্থ্য প্রদায় পরাজয় পূর্বক যোগে মনোভিনিবেশ করিয়া বাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপে নিরীক্ষণ করেন, সেই যোগাত্মাকে নমস্কার । শাস্ত্রসত্যাব, মোক্ষভিলাষী সন্ন্যাসিগণ পাপ পুণ্য ক্ষয় হইলে, বাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন, সেই মোক্ষস্বরূপকে নমস্কার । যিনি সহস্র যুগের পর প্রচণ্ড মার্ত্তওরূপ পরিগ্রহ করিয়া সমুদায় জীবকে সমুদার করিয়া থাকেন, সেই ভয়োরস্বরূপকে নমস্কার । যিনি সমুদায় জীবকে সমুদার ও সমস্ত জগৎকে একাধার করিয়া একাকী বালকরূপ ধারণ পূর্বক শয়ন করিয়া থাকেন, সেই সারাবস্তুরূপকে নমস্কার । যিনি স্বরূপ নাতিবেশ হইতে সমুদায় হইয়াছেন, এই সমস্ত জগৎ বাঁহাকে

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই পদ্মাস্বরূপকে নমস্কার । যে সহস্র মন্তকসম্পন্ন নিকরপম পুরুষ এককালে সমুদায় বাসনা অতিক্রম করিয়াছেন, সেই যোগনিদ্রাস্বরূপকে নমস্কার । যাহার কেশকলাপে জলধরপটল, অঙ্গ-সন্ধিতে নদী এবং উদরমধ্যে সমুদ্রচতুষ্টয় বিরাজিত রহিয়াছে, সেই মলিনস্বরূপকে নমস্কার । যাঁহা হৃদয়ে স্তম্ভপদার্থ সমুৎপন্ন এবং যাহাতে সমুদায় লীন হইয়াছে, সেই কারণস্বরূপকে নমস্কার । যিনি রাত্ৰিতে শয়ন এবং দিবসে উপবেশন করিয়া ইষ্টানিষ্ট সমুদায় বিষয় সন্দর্শন করিতেছেন, সেই দর্শকস্বরূপকে নমস্কার । যিনি সমুদায় কার্য্যে অবিচলিত ও ধর্ম্মকার্য্যার্থ সমুদায় হইয়া থাকেন, সেই কার্য্যস্বরূপকে নমস্কার । যিনি ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্মাচরণ সন্দর্শন পূর্বক ক্রুদ্ধ হইয়া একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, সেই ক্রুরতাস্বরূপকে নমস্কার । যিনি বায়ুরূপে দেহমধ্যে পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া জীবগণকে সচেষ্ট করিতেছেন, সেই পবনস্বরূপকে নমস্কার । যিনি সুগে যুগে প্রাহুভূত হইয়া মাস, ঋতু, অরন ও বৎসরব্যাপী যোগে আসক্ত হন, যিনি সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্তা, সেই কালস্বরূপকে নমস্কার । যাহার বদন হইতে ব্রাহ্মণ, বাহ হইতে ক্ষত্রিয়, উদর হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ববর্ণস্বরূপকে নমস্কার । হতাশন যাহার বদন, সর্গ যাহার মস্তক, গগনমণ্ডল যাহার নাভি, ভূমণ্ডল যাহার চরণযুগল, সূর্য্য-মণ্ডল যাহার লোচন ও দিগ্‌মণ্ডল যাহার কর্ণ, সেই লোকস্বরূপকে নমস্কার । যিনি কাল ও যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি এই বিশ্ব সংসারের আদি কারণ এবং যিনি অনাদি, সেই বিশ্বস্বরূপকে নমস্কার । যিনি রাগষেবাদি দ্বারা জ্যোতীদি ইন্দ্রিয়গণকে রক্ষা করিতেছেন, সেই রক্ষিতাকে নমস্কার । যিনি অন্ন পান ও ইক্ষনরূপী, যিনি লোকের বল ও জীবনের বর্দ্ধনকর্তা এবং যিনি এই জীবগণকে ধারণ করিতেছেন, সেই জীবনস্বরূপকে নমস্কার । যিনি জীবনধারণার্থ চতুর্বিধ অন্ন ভোজন এবং জীবগণের অন্তরে প্রবেশ পূর্বক অন্নাদি পাক করিতেছেন, সেই পাকস্বরূপকে নমস্কার । যিনি পিঙ্গললোচন পিঙ্গল-কেশর নরসিংহরূপ পরিগ্রহ করিয়া নখ ও দন্তদ্বারা দানবাধিপতি হিংর্যা-কপিপুকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই দৃষ্টস্বরূপকে নমস্কার । দেবতা, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য ও দানবগণও যাহার প্রকৃত তত্ত্ব পরিজাত হইতে স্তম্ভ হইয়া, সেই সূক্ষ্মস্বরূপকে নমস্কার । যিনি রসাতলস্থ হইয়া অনন্তরূপে এই জগৎসংসার ধারণ করিতেছেন, সেই বীর্য্যস্বরূপকে নমস্কার । যিনি

এই সংসার রক্ষা করিবার নিমিত্ত জীবগণকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়া মুগ্ধ করিতেছেন, সেই মোহস্বরূপকে নমস্কার । যিনি আত্মজ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হইরাছেন এবং বাহার মহিমা কেবল আত্মজ্ঞান দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই জ্ঞানস্বরূপকে নমস্কার । বাহার কলেবর অপ্রমেয় এবং বাহার পরিমাণের ইয়ত্তা নাই, সেই জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন বিদ্যাস্বরূপকে নমস্কার । যে লম্বোদর পুরুষ জটা, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপকে নমস্কার । বাহার সর্বলম্বী ভঙ্গলিপ্ত, যিনি সর্বদা ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ত্রিদশেশ্বর, ত্রিলোচন, উর্দ্ধলিঙ্গ ও রুদ্রস্বরূপকে নমস্কার । বাহার ললাটে অর্ধচন্দ্র, করে ত্রিশূল ও পিনাক, সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী উগ্রস্বরূপকে নমস্কার । যিনি সর্বভূতের আত্মা, সর্বভূতের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা এবং ক্রোধ, দ্রোহ ও মোহ বিহীন, সেই শান্তস্বরূপকে নমস্কার । এই চরাচর বিশ্ব বাহাতে লীন রহিয়াছে এবং বাহা হইতে ইহা সমুৎপন্ন হইতেছে, সেই সর্বময় সর্বস্বরূপকে নমস্কার । হে বিশ্বকর্ষন ! হে বিশ্বাস্তন ! তুমি পঞ্চভূতকে অতিক্রম করিয়া নিত্য নিশ্চল হইয়াছ । তুমি ত্রিভুবনমধ্যে সর্বত্র বিদ্যমান আছ । তুমি ধর্ম্মময় এবং জীবগণের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা । আমি তোমাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয়ে অবস্থান করিতে দেখিতে সমর্থ হই না, কেবল তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে তোমার সনাতন মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতেছি । তোমার স্মৃত্তক দ্বারা স্বর্গ, চরণযুগল দ্বারা মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে । তুমি ত্রিবিক্রম সনাতন পুরুষ । দিক্ সমুদায় তোমার ভূজ, দিবাংকর তোমার লোচন এবং শুক্র ও প্রজাপতি তোমার বলস্বরূপ । তুমি বায়ুর সপ্ত মার্গ রোধ করিয়া রহিয়াছ । তুমি অতনীপ্পল্লবশূন্য কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবাসা । যে ব্যক্তি তোমাকে নমস্কার করে, তাহার অণুমাত্র ভয় থাকে না । অতএব আমি তোমাকে নমস্কার করি ।

দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, যেক্রপ ফল লাভ হয়, বাহু দেবকে একটিমাত্র প্রণাম করিলে, সেইরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পুনর্বার অন্য গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি একবার জীবীকেশকে ভক্তিভাবে প্রণাম করে, তাহাকে এই অবনীমণ্ডলে আর অন্য গ্রহণ করিতে হয় না । বাহার কক্ষত্রপরাধ এবং বাহার যামিনীধোনে সমুখিত হইয়া কক্ষকে দ্রবণ করে, তাহার বৃহিমধ্যে মন্ত্রপুত্র যজ্ঞের ন্যায় কক্ষের কণে

বরে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয়। হে হৃষীকেশ! তুমি নিরন্তরনিবাসক এবং সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকা স্বরূপ। তুমি ব্রহ্মণ্য দেব এবং গো, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতকারী; তোমাকে নমস্কার। হরি এই দুইটি অক্ষর জীবনকানন পরিভ্রমণের পাথর, সংসাররূপ শৃঙ্খল ছেদনের উৎকৃষ্ট উপায় এবং শোকহৃৎথের অস্ত্রকবচরূপ। সত্য বিষ্ণুমন্ত্র, জগৎ বিষ্ণুমন্ত্র এবং সমুদার্য বস্তুই বিষ্ণুমন্ত্র; অতএব সেই বিষ্ণুর কৃপাবলে আমার সমুদার্য পাপ বিনষ্ট হউক। হে পদ্মপলাশলোচন! এক্ষণে এই নরাধম অভিলষিত পতিলাভার্থ তক্তিসহকারে তোমার শরণাগত হইয়াছে, তুমি ইহার শুভাশুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। তুমি বিদ্যা ও তপস্যার উৎপত্তি স্থান এবং স্বরাজ্য; এক্ষণে আমার এই বাক্যে শ্রীত ও প্রসন্ন হও। বেদ, তপস্যা ও বিশ্ব সংসার সমুদার্যই নারায়ণাক্ষক। হে নারায়ণ! তুমি সর্বদা সমস্ত বস্তুতেই বিরাজিত রহিয়াছ।

এই প্রকারে মহামতি ভীষ্ম তদগতচিত্তে বাসুদেবকে স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। সেই সময় ভগবান্ বাসুদেব যোগপ্রভাবে ভীষ্মের ভক্তিভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ত্রিকালদর্শনজ্ঞান প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ বাস্পগদগদ স্বরে পুরুষোত্তম কেশবকে স্তব করিয়া ভীষ্মের বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব শ্রীতি প্রকৃষ্টচিত্তে সাত্যকির সহিত, রাজা যুধিষ্ঠির, অর্জুনের সহিত এবং বৃকোদর, নকুল ও সহদেবের সহিত রথারোহণ পূর্বক চক্রের সর্বত্র শব্দে মেদিনী বিকল্পিত করত ভীষ্মকে সন্দর্শন করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য, যুয়ুৎশ ও সঞ্জয় ইহারাও বৃহৎ বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়া ভীষ্মের নিকট গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব গমনসময়ে পশ্চিমধ্যে ব্রাহ্মণগণের মুখে আপনার স্ততিবাদ শ্রবণ পূর্বক পশ্চিম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহামতি ভীষ্মকে কৃতাজলিপুটে প্রণত অবলোকন করিয়া দৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

### অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় । ৪৮ ।

হে রীজন্! অনন্তর ভগবান্ হৃষীকেশ, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, ধর্মজয়, নকুল, সহদেক ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ পতাকাধ্বজশোভিত শিখাগামী নগরাকার রথে সমাক্রান্ত হইয়া সস্তুরে কুরুক্ষেত্রে বাত্মা করি-

লেন । ইতিপূর্বে ঐ স্থানে অসংখ্য বীর তত্ব ত্যাগ করিয়াছেন । সেই ভীষণ স্থান রাশি রাশি কেশ, মজ্জা, অস্থি, হৃত মাতঙ্গগণের পর্কতাকার কলেবর, মনুষ্যকপাল, সহস্র সহস্র চিতা, অসংখ্য ধর্ম ও শত্রু এবং বহু রাক্ষসগণে সমাবৃত হইয়া যুত্মর উৎকৃষ্ট পানভূমির ন্যায় শোভা পাইতেছিল । যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি মহাশয়রা সেই স্থানে আগমন পূর্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ঐ রণাঙ্গন অবলোকন করত গমন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় মহাবাহু মধুসূদন যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে পরশুরামের পরাক্রমবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, হে ধর্মরাজ ! ঐ যে দূরপ্রদেশে পাঁচটি হ্রদ দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম রামহ্রদ । ভগবান্ ভার্গব একবিংশতি বার পৃথিবী নিক্ষেপিয়া করিয়া ক্ষত্রিয়দিগের ক্রোধদ্বারা ঐ পাঁচটি হ্রদ পরিপূর্ণ ও পিতৃগণকে পরিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন ; এক্ষণে সেই মহাত্মা সমুদায় কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন ।

ধর্মরাজ কহিলেন, হে যজুঃশাবতংস ! তুমি কহিলে যে, ভগবান্ পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিক্ষেপিয়া করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমরা-দিগের এই সংগ্রামে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হওয়াতে ঐ বিবরে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে । তিনি একবার ক্ষত্রিয়দিগকে সমূলে নির্মূল করিলে, পুনর্বার কি প্রকারে তাহাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইল ? আর পূর্বে তিনি কি জনাই বা কুরুক্ষেত্রে বারংবার ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিয়াছিলেন ? তুমি এই সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর । তোমার নিকট হইতেই আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিয়া থাকে ।



### উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৪৯ ।

হে রাজন্ ! তখন মহামতি কেশব, যে প্রকারে পৃথিবী নিক্ষেপিত ও যে প্রকারে পুনর্বার ক্ষত্রিয়পূর্ণ হইয়াছিল, সেই বৃত্তান্ত কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, হে ধর্মরাজ ! আমি মহর্ষিগণের মুখে ভগবান্ ভার্গবের জন্ম, বিক্রম ও প্রত্যাবের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি, সেই মহাবীর যে প্রকারে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় নিপাত্ত করিয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয়গণ যেক্ষণে পুনর্বার রাজবংশে সমুৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছেন, সেই সমস্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করন । মহামতি ভৃগুর তনয় অজ, অশ্বের দল, বলকণ্ঠ ও বলদ্বারের পুত্র কুশিক । কুশিক দেবরাজ ইন্দ্রকে

পুত্র স্বরূপে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত কঠোর তপোহুষ্ঠান করিলে, ইহা পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং তাঁহার ঔরসে জন্ম গ্রহণ পূর্বক গাধি নামে বিখ্যাত হন । মহারাজ গাধির সত্যবতী নামে এক পরমাত্মস্বামী কন্যা হয় । কুশিক-নন্দন রাজা গাধি সেই কন্যাটী ভৃগুনন্দন ঋচীককে প্রদান করেন । ভগবান্ ঋচীক স্বীয় প্রিয়তমার পবিত্রতাগুণে পরম প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহার ও তাঁহার পিতা রাজা গাধির পুত্র লাভার্থ দুইটী পৃথক পৃথক চক্ৰ প্রস্তুত করিয়া সত্যবতীকে আহ্বান করত কহিলেন, প্রিয় ঐ তোমার জননীকে এই প্রথম চক্ৰটি ভোজন করিতে দিবে এবং তুমি ঐ এই দ্বিতীয় চক্ৰটি ভোজন করিবে । তোমার জননী এই প্রথম চ ভোজন করিলে, এক ক্ষত্রিয়মুদন বীর পুত্র প্রসব করিবেন এবং তুমি এই দ্বিতীয় চক্ৰটি ভোজন করিলে, এক শান্তস্বভাব, বৃত্তিমান্ তপোনিরত পুত্রের মুখাবলোকন করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই । ভগবান্ ঋচীক স্বীয় প্রিয়তমাকে এই কথা বলিয়া তপোহুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত অরণ্য গমন করিলেন ।

এই অবসরে নরপতি গাধি সন্তীক হইয়া তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ভগবান্ ঋচীকের আশ্রমে উপনীত হইলেন । সত্যবতী স্বীয় জনক জননীকে সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় পুলকিত ও বাস্তবসম্মত হইয়া চক্ৰদ্বয় গ্রহণ করত জননীর সন্নিধানে গমন পূর্বক মহর্ষি ঋচীকের বাক্য আদোষপাশ্চ বর্ণন করিলেন । সেই সময় গাধিপত্নী পরমানন্দিতচিত্তে সেই চক্ৰদ্বয় গ্রহণ পূর্বক অজ্ঞানতানিবন্ধন আপনার চক্ৰ কন্যাকে প্রদান ও কন্যার চক্ৰ স্বয়ং ভোজন করিলেন । এই প্রকারে সত্যবতী ভ্রমবশতঃ জননীর চক্ৰ ভোজন করিলে, তাঁহার গর্ভে ক্রমে ক্রমে মিতান্ত বোরদর্শন হইতে লাগিল । মহামতি ঋচীক ভাষ্যায় গর্ভের ভীষণ আকার সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, প্রিয়তমে ! তোমার জননী তোমাকে তোমার চক্ৰ প্রদান না করিয়া স্বয়ং সেই চক্ৰ ভোজন করিয়াছেন এবং তুমি তাঁহার চক্ৰ ভোজন করিয়াছ ; অতএব তোমার পুত্র নিশ্চয়ই অতি ক্ষুব্ধকর্ষী ও ক্রোধান্বিত এবং তোমার ভ্রাতা তপোহুষ্ঠানে রত ও ব্রহ্মভেজঃ সঙ্গত হইবে । আমি তোমার চক্ৰে ব্রহ্মভেজঃ ও তোমার জননীর চক্ৰে ক্ষত্রিয়ভেজঃ সমাহিত করিয়াছিলাম । অতএব তোমার জননীর পুত্র রাজ্য ও তোমার পুত্র ক্ষত্রিয় হইবে, সন্দেহ নাই ।

পতিপরায়ণা সত্যবতী ভগবান্ ঋচীকের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক ক্রোধান্বিত কলেবরে বাধীর চরণদুগলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবান্ !

আমার পুত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম অবলম্বন করিবে, এগুণ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্তব্য নহে। তখন ঋচীক কহিলেন, প্রিয়তমে! আমি তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়ধর্মাবলম্বী হইবে, মনে করিয়া চক্র প্রস্তুত করি নাই; অতএব এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র অপরাধ নাই। তুমি কেবল চক্র ভোজন করিবার দোষেই অতি ক্রুরকর্মা পুত্র প্রসব করিবে। সত্যবতী কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি অভিশাপ করিলে, পুত্রের কথা কি বলিব, সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। অতএব অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে এক শান্তস্বভাব দ্বীর পুত্র প্রদান করুন। ঋচীক কহিলেন, প্রিয়তমে! যন্ত্রোচ্চারণ করিয়া বহি স্থাপন পূর্বক চক্র প্রস্তুত করিবার কালের কথা কি বলিব, পরিহাস স্থলেও আমি কখন মিথ্যা কথা কহি নাই। বিশেষতঃ আমি পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমার পিতার বংশে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবে। তখন সত্যবতী কহিলেন, কান্ত! যদি আপনার বাক্য কদাচ অন্যথা না হয়, তবে উহার প্রভাবে আমার পৌত্র যেন ক্ষত্রিয় ধর্মাক্রান্ত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে; কিন্তু আপনাকে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক আমাকে শান্তগুণাবলম্বী পুত্র প্রদান করিতেই হইবে। মহামতি ঋচীক প্রিয়তমার নির্বন্ধাতিশয় সন্দর্শন করত কথঞ্চিৎ সম্মত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমার মতে পুত্র ও পৌত্রে কিছুমাত্র ভেদ নাই। যাহা হউক, তুমি যাহা বলিলে, তাহার অন্যথা হইবে না।

অনন্তর পতিপরায়ণ সত্যবতী যথাসময়ে তপোহুষ্ঠাননির্মিত শান্তস্বভাব জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন। কুশিকতনয় মহারাজ গাধিও তপোহুষ্ঠানপরায়ণ বিশ্বামিত্র নামে এক পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। কিয়দিন পরে ঋচীকনন্দন মহামতি জমদগ্নির ঔরসে প্রদীপ্ত হুতাশন সদৃশ ধর্মবিদ্যাবিশারদ ক্ষত্রিয়নিহতা পরশুরাম জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই মহাবীর গুরুমাদন পর্বতে দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া প্রভূত অস্ত্র ও প্রজলিত পাবক সদৃশ অকুণ্ঠধার পরশু লাভ করিয়া ইহলোকে অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিলেন।

এই অবসরে হৈহর্যাদিগণ মহারাজ পরাক্রান্ত কার্তবীর্ষ্য অর্জুন দত্তাশ্রয়ের প্রসাদে সহস্র বাহ প্রাপ্ত হইয়া নিজ ভুজবল ও অস্ত্রবলে অশ্ব ও ক্ষত্রনীরমণে একাধিপত্য সংস্থাপন পূর্বক অখমেঘ যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে সমস্ত ধর্মী প্রদান করিলেন। তখন ভগবান্ অগ্নি কুবার্ত্ত হইয়া অর্জুনের নিকট দায়া রত্ন প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে বহুবিধ প্রাণধন প্রদান করিলে সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময় তাহার শরাগ্র-



পশুভূত, অনল, প্রজ্জ্বলিত হইয়া পূর্কত ও বৃক্ষ সমূহ ভস্মসাৎ করিতে করিতে বায়ুবেগবশতঃ মহাতপা বশিষ্ঠের রমণীয় পবিত্র আশ্রমে আবি-  
ভূত হইয়া উহা দগ্ধ করিতে লাগিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ তদ্বর্ণনে ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ত্তবীৰ্য্যকে এই শাপ প্রদান করিলেন, যে হুর্ন্যতে ! তুমি জাত-  
সারো আমার এই তপোবন দগ্ধ করিলে ; ততএব এই পাণ্ডে জমদগ্নি-  
শনয় পরশুরাম তোমার বাহু সমুদায় ছেদন করিবেন। মহামতি কার্ত্ত-  
বীৰ্য্য মহাবলশালী, শান্ত গুণাবলম্বী, দাতা, শরণাগত প্রতিপালক ও  
ব্রাহ্মণগণের হিতাভিলাষী ছিলেন ; স্মৃতরাং মহর্ষি বশিষ্ঠের এই অভি-  
শম্পাতে তৎকালে কিছুমাত্র চিন্তাবিষ্ট হইলেন না। কার্ত্তবীৰ্য্যের পুত্র-  
গণ সাতিশয় গর্কিত ও নৃশংস ছিল। তাহারা ঐ অভিশাপ শ্রবণ করত  
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পিতার অজ্ঞাতসারে জমদগ্নির গেমুবৎস অগহরণ  
করিল। বৎস অপহৃত হওয়ার্তে পরশুরাম সাতিশয় যৌব পরবশ হইয়া  
কার্ত্তবীৰ্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার সহস্র  
বাহু ছেদন করিয়া তাহার অন্তঃপুর হইতে সেই বৎসটী স্বীয় আশ্রমে  
আনয়ন করিলেন।

কিয়দিন পরে এক দিবস কার্ত্তবীৰ্য্যের নির্কোণ পুত্রগণ মহামতি  
পরশুরামকে সমিধ কুশাদি আহরণার্থ আশ্রম হইতে বহির্গমন করিতে  
দেখিয়া জমদগ্নির আশ্রমে আগমন পূর্বক ভয়ঙ্কর্য্যে তাঁহার মতক ছেদন  
করিল। পরশুরাম সমিধ কুশাদি আহরণ করত আশ্রমে প্রত্যাগত  
হইয়া পিতৃনিধন সম্বর্শন পূর্বক সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং  
পৃথিবী নিক্ষেপিত করিতে প্রতিজ্ঞা করত অস্ত্র শস্ত গ্রহণ পূর্বক ক্রমে  
ক্রমে কার্ত্তবীৰ্য্যের পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য কজ্রিগণকে সমূলে নির্মূল  
করিলেন। হৈহয়গণের কথিরধারায়, বহুমতী বর্ধময় হইয়া উঠিল।  
মহাবল পরাক্রান্ত পরশুরাম এই প্রকারে পৃথিবীকে নিক্ষেপিত করিয়া  
কল্পংগাজ্জ চিত্তে অরণ্যে গমন করিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইলে,  
ক্রোধপরায়ণ ভগবান্ পরশুরাম সেই কাননমধ্যে ব্রাহ্মণসমাজে সাতি-  
শয় নিহত হইলেন। এক দিন মহাতপা বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবহু  
সুকলের সাক্ষাতে তাঁহাকে নিন্দা করত কহিলেন, রাম ! মহারাজ  
অস্যাতির অরলোক হইতে পতনকরা যে বৃক্ষের অমুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই  
যজ্ঞ প্রতর্দন প্রভৃতি অসংখ্য ভরপতি আগমন করিয়াছিলেন ; তাঁহারা  
কি কজ্রিগণ ? তুমি পৃথিবীকে নিক্ষেপিত করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা  
করিয়াছিলে, তাহা পূর্ণ করিতে পার নাই। এক্ষণে জমদগ্নির ক্রোধ

নিধা আত্মজ্ঞান করিতেছে। তুমি মহাবল পরাক্রান্ত কত্রিগণের  
তয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া এই পর্বতে পলায়ন করিয়া রহিয়াছ। বাহা  
হউক, এক্ষণে পুনর্বার পৃথিবী অসংখ্য কত্রিয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

ক্রোধপরায়ণ জমদগ্নি-তনয় পরশুরাম পরাবহু কর্তৃক এইরূপ অতিহিংস্র  
হইয়া পুনর্বার শত্রু গ্রহণ করিলেন। তিনি পূর্বে যে সমুদায় কত্রি-  
গণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা মহাবলশালী ও অভ্য-  
দয়সম্পন্ন হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন। তিনি তদর্শনে সাতিশত  
রৌপ্যবরষ হইয়া তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের অন্তবরষ পুত্রদিগকে  
সত্ত্বরে সংহার করিলেন। কিয়দিন পরে গর্ভস্থিত কত্রিতনয়গণ প্রসূত  
হইতে লাগিল। উহারা ক্রম গ্রহণ করিলেই, জমদগ্নিতনয় পরশুরাম  
উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে কতকগুলি  
কত্রিপত্নী স্ব স্ব পুত্রগণকে পরম যত্নসহকারে পরশুরামের হস্ত হইতে  
রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে মহাবল পরাক্রান্ত জমদগ্নিতনয় একবিংশতি বার  
পৃথিবীকে নিঃকত্রিয়া করিয়া পরিশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক  
মহর্ষি কশ্যপকে সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলেন। সেই সমস্ত কশ্যপ  
হতাবশিষ্ট কত্রিগণকে রক্ষা করিবার মানসে স্রক ও প্রগ্রহ-সম্পন্ন হস্ত  
দ্বারা দিক্ নির্দেশ করিয়া পরশুরামকে কহিলেন, হে মহাশয়! এক্ষণে  
তুমি দক্ষিণ সাগরের উপকূলে গমন কর; আজি হইতে আমি সমুদায়  
মেদিনী অধিকার করিলাম; অতএব ইহাতে অবস্থান করা আর তোমার  
কর্তব্য নহে। জমদগ্নিনন্দন কশ্যপের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক সত্ত্বরে  
সমুদ্রকূলে গমন করিলেন। রাম সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সমুদ্র  
তাঁহার অবস্থানার্থ শূর্ণাকার নামক স্থান নির্মাণ করিয়া দিলেন। জম-  
দগ্ন্য রাম সেই সাগরপ্রান্ত স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে  
মহর্ষি কশ্যপও পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়া উহাতে ব্রাহ্মণদিগকে সংস্থাপন  
পূর্বক আপনি অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

পৃথিবী এই প্রকারে কত্রিশূন্য ও অরাজক হইলে, শূন্য ও বৈশাখণ  
যেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণপত্নীতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বলবানরা  
হুর্লদিগকে সাতিশত করিতে লাগিল এবং ধনে আর  
কাঙ্ক্ষাই অধিকার রহিল না। পৃথিবী হুঁহাদিগের দোরাণ্যে নিতান্ত  
নিপীড়িত হইয়া সত্ত্বরে রসাতল প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মনসী  
কশ্যপ পৃথিবীকে শক্তিতে রক্ষা করিতে প্রবেশ করিলে, দেবীরা উক্কায়া

অবরোধ করিলেন । তৎকালে কন্যাপের উরু দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই তদবধি পৃথিবীর নাম উর্বরী হইয়াছে । অনন্তর বহুমতী কন্যাপকে প্রসন্ন করিয়া আপনার রক্ষার্থ তাঁহার নিকট এক ভূপতি প্রার্থনা পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আমি হৈহয়বংশীর অনেক কৃত্রিম-মহিলার গর্ভে কৃত্রিমসন্তান সকল রক্ষা করিয়াছি । এক্ষণে তাঁহারাই আমার রক্ষক হউন । পৌরুষগণের জাতি বিদূরথের পুত্র বর্তমান রহিয়াছেন । তিনি ক্ষমবান্ পূর্ব্বতে ভল্লুকগণের প্রায়শ্চেষ্ট রক্ষিত হইয়াছেন । অলৌকিক তেজঃসম্পন্ন পরাশর অমুকম্পাপরবশ হইয়া গৌদাসপুত্রকে রক্ষা করিয়া শূড়ের ন্যায় স্বয়ং ঐ বালকের সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন । সেই বালকের নাম সর্ব্বকর্মা । প্রতর্দনের পুত্র মহাবলশালী বংশ বিদ্যমান আছেন । বৎসগণ গোষ্ঠে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল । মহারাজ শিবির পুত্র গো সকল কর্তৃক যত্নসহকারে পরিরক্ষিত হইয়াছেন । উর্হীর নাম গোপতি । মহর্ষি গৌতম ভাগীরথীতীরে দধিবাহনের পৌত্র দ্বিবিরথের পুত্রকে রক্ষা করিয়াছেন । প্রভূত-ধনসম্পন্ন বৃহজ্জঘ গৃধ্রকূটে পোলাঙ্গুল কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন । আর মরুতবংশীর ইন্দ্র সদৃশ বলবিক্রমশালী বহুসংখ্যক কৃত্রিমকুমার মহাসাগর কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়াছেন । এক্ষণে সেই সমুদ্রার রাজকুমার স্থপতি ও সুবর্ণকার জাতি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন । যদি ইহারা আমাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমি সুস্থির হইয়া অবস্থান করিতে পারিব । ঈর্ষান্বিত পিতৃপিতামহগণ সমরাজনে আমার নিমিত্তই অমদগ্য কর্তৃক নিহত হইয়াছেন । সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট অকণী হওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য । বিশেষতঃ রাজা অধার্ম্মিক হইয়া আমাকে খাসন করিলে, আমি তাহা কোনক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইব না ; অতএব হে ভগবন্ ! এক্ষণে আমি বাহাতে উত্তমরূপে পরি-রক্ষিত হই, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন ।

মহাতপা কন্যাপ বহুমতীর এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাক্যা-নুসারে সেই সমুদ্রার কৃত্রিমকুমার ও তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে আনন্দ-পূর্ব্বক রাজ্যে অতিবিক্রম করিলেন । হে ধর্ম্মরাজ ! ইতিপূর্বে আপনি আমাকে যে পুরাত্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি এই তাহা আনন্দোপান্ত কীর্তন করিলাম ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! ইত্বেশাবতুংস বাহুবোব-ধর্ম্মরাজ-বুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিতে কহিতে পুত্রকণ্ঠের ন্যায় সর্ব্বকর্ম্ম একা-ধিক করিয়া স্বার্থান্বেষণে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন ।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫০ ।

হে রাজন্ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পরশুরামের সেই অসাধারণ কার্য্য শ্রবণ পূর্বক নিত্যন্ত বিস্ময়গণন হইয়া কৃষ্ণচক্ৰ কহিলেন, হে মাধব ! মহামতি আমদগ্না পুরন্দরের ন্যায় বুলবীৰ্য্যসম্পন্ন ছিলেন । সেই বীর শান্তিশ্রম রোষণবশ হইয়া সমস্ত পৃথিবী নিক্তিগণা করেন । ক্তিগণ তাঁহার ভয়ে গো, সমুদ্র, গোলাকূল, ভল্লুক ও বানরগণকে আশ্রয় করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিল । হে কৃষ্ণ ! যখন এক জন ব্রাহ্মণ কর্তৃক এই প্রকার কার্য্য অমুষ্ঠিত হইরাছে, তখন যে, এই মর্ত্যালোক ধন্য ও মনুষ্যগণ, সৌভাগ্য-সম্পন্ন, তাহার আর সন্দেহ নাই ।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা জ্বয়ীকেশের সহিত এই প্রকার কথাবর্ত্তার নিবিষ্ট হইয়া কুরুপিতামহ ভীষ্মের নিকট উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন, মহাবীর শান্তনুন্দন সারংকালীন প্রভাকরের ন্যায় প্রভাবিহীন হইয়া শরশয্যায় শরম করিয়া রহিয়াছেন । সুরগণ যেক্রপ দেবরাজের চতুর্দিকে উপবেশন করেন, সেইরূপ মহর্ষিগণ তাঁহার চতুর্দিকে উপবেশন করিতেছেন । ভগবান্ জ্বয়ীকেশ, রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার চারি ভ্রাতা এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ দূর হইতে গুববতী নদীর সন্নিধানে জীয়েকে সন্দর্শন করিয়াই নিজ নিজ বাহম হইতে অবতীর্ণ ও স্থিরচিত্ত হইয়া বাসাদি মহর্ষিগণের নিকট উপনীত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অভিষাদন করিয়া অখিলয়ে ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার চতুর্দিকে উপবিষ্ট হইলেন ।

অনন্তর মহাত্মা কেশব প্রশান্ত বহ্নিসমিত ভীষ্মকে কণকাল সন্দর্শন করিয়া দীনমনে তাঁহাকে সন্তোষন পূর্বক কহিলেন, হে গন্ধাক্ষার ! আপনার জ্ঞান সমুদার ত পূর্ববৎ প্রসন্ন আছে ? আপনার বুদ্ধি ত ব্যাকুল হয় নাই এবং শরপ্রহারনিবন্ধন আপনার কলেবর ত নিত্যন্ত অবশ হইতেছে না ? মানসিক দুঃখ অথবা শারীরিক দুঃখ অত্যন্ত বন্দ-  
যন্ । আপনি আপনার পিতা ধার্মিক শান্তহরাজার বরজ্ঞানবই এই প্রকার ইচ্ছামুত্বাতে অধিকারী হইরাছেন । আমি আপনার ইচ্ছামুত্বা-  
মহি । কলেবরমধ্যে একজিহ্বা শল্য প্রবিষ্ট হইলে, শান্তিশ্রম কষ্ট হইরা  
জাকে ; কিন্তু আপনি শরনিকরে সমাকীর্ণ হইরাছেন ; শরপ্রাণনিবন্ধন  
আপনার কোন কষ্ট হইতেছে না ত ? বাহা হউক, যখন আপনি দেবগণ-  
কেও উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, তখন আপনার সমীপে জীবগণের

জন্ম মৃত্যুর বিষয় বর্ণন করা কষ্টাকর্ষক নহে। আপনি জানবুদ্ধ ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই সমস্তই আপনার বিদিত আছে। জীবগণের মৃত্যু ও সংস্কর্ষের ফলোদয়ের বিষয় আপনার অবদিত নাই। আপনি ধর্মময়। আপনি পূর্বে যে, বিশাল রাষ্ট্রো হুহুশরীয়ে সহস্র সহস্র রমণীগণে পরিবৃত্ত হইয়া অবস্থান করিতেন, উহা এখনও আমার চিত্তে বর্তমানের ন্যায় জাগরুক রহিয়াছে। আপনি সত্যধর্মপরায়ণ ও মহাবলশালী। আপনি ভিন্ন ত্রিভুবনমধ্যে তপোবলে মৃত্যুকে অতিক্রম করে; একরূপ আর কোন ব্যক্তিই আমার ক্রতিগোচর হয় নাই। হে কুকণিতামহ ! আপনি সর্বদা সত্য, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, বেদ, ধর্মুর্কেদ, নীতি, প্রজারক্ষণ, সরলতা, পবিত্রতা ও জীবগণের দয়াপরতাতেই তৎপর ছিলেন। আপনার তুল্য মহারথ আর কেহই প্রবর্তগোচর হয় নাই। আপনি যে, এক রথে সমুদায় দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ, তাহা বিবেচনা করিয়া সংশয় নাই। বহুগণের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ ; আমি আপনাকে বিশেষরূপে বিদিত আছি। আপনি বিক্রম-প্রভাবে হুয়লোকেও বিখ্যাত হইয়াছেন। মর্ত্যলোকে আপনার তুল্য গুণসম্পন্ন আর কাহাকেও দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। আপনি স্বীয় গুণসমূহ প্রভাবে সুরগগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। আপনি যখন স্বীয় তপঃপ্রভাবে চরাচর বিশ্বের দৃষ্ট করিতে পারেন, তখন স্বীয় উৎকৃষ্ট গুণপ্রভাব যে উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

হে কুকণিতামহ ! এক্ষণে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিকর নিবন্ধন সাতিশর সন্তপ্ত হইয়াছেন ; অতএব আপনি উহার শোক নিবারণ করুন। আপনি চাতুর্কিয়া, চাতুর্হোত্র ও সাংখ্যাবোগে যে সমুদায় ধর্ম্ম কথিত আছে, সেই সকল এক্ষণে বর্ষচতুর্দশের ও আশ্রমচতুর্দশের সমস্ত ধর্ম্ম সমুদায় বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন। বর্ষসম্বরগণের দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্মলক্ষণও আপনার বিদিত নাই। বেদোক্ত ধর্ম্ম, শিষ্টাচারগুণালী এবং ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র আপনার চিত্তে সত্য অবস্থান করিতেছে। হে পুরুষোত্তম ! ইহলোকে যদি কোন বিষয়কি-  
শের উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, আপনি ব্যতীত আর কেহই তাহা ভঞ্জন করিতে পারে না। অতএব আপনি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হৃদয়স্থিত শোক নিরাকৃত করুন। আপনার সন্তপ্ত বৃদ্ধিমান্ কাকিরাই মোহাবিষ্ট মনুষ্যকে সাহস করিয়া থাকেন।

এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫১৭ ।

হে রাজন্ ! মহামতি ভীষ্ম মাধবের এই বাণী শ্রবণ পূর্বক মুখমণ্ডল  
কিকিৎ উত্তোলিত করিয়া কৃতান্তলিপুটে কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি  
জগতের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা ; কেহই তোমাকে পরাজয় করিতে  
সমর্থ হয় না ; তুমি নিত্য নির্মুক্ত ও মোক্ষ স্বরূপ । তুমি একাকী ত্রিভূ-  
বনমধ্যে ত্রিকালে বিদ্যমান রহিয়াছে । তুমি সকলের পরম আশ্রয় ।  
হে বাসুদেব ! তুমি আমাকে যাহা বলিলে, সেই বাণী প্রভাবে আমি  
শ্রুগ, মর্ত্য ও পাতালে তোমার দিব্যতাব সমুদায় এবং তোমার অবি-  
লম্বরূপ সন্দর্শন করিতেছি । তুমি মন্তক দ্বারা গগনমণ্ডল, পদযুগল  
দ্বারা বহুমতী পরিবীণ করিয়া রহিয়াছ । তোমার বলবিক্রমের পরি-  
নীমা নাই । তুমি বায়ুর সাত পথ অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছ ।  
দিক্ সমুদয় তোমার বাহ, দিবাকর তোমার লোচন এবং শুক্র তোমার  
বলস্বরূপ ; তোমার অতলীপুষ্প সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কলেবর পীতবসনে  
পরিবৃত হইয়া বিছাছিলিসিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতেছে । হে  
পুরুষোত্তম ! আমি তোমার পরম ভক্ত এবং স্বীয় অভিলাষানুরূপ  
গতি লাভার্থ তোমার শরণাগত হইয়াছি । এক্ষণে বাহাতে আমার  
শ্রোয়োলাভ হয়, তাহিষয়ে তুমি মনোনিবেশ কর ।

তখন মহামতি কেশব ভীষ্মের এই বাণী শ্রবণ পূর্বক কহিলেন,  
রাজন্ ! আপনি আমার একান্ত ভক্ত ; এই জন্যই আমি আপনাকে  
স্বীয় দিব্য কলেবর প্রদর্শন করিয়াছি । যে ব্যক্তি ভক্তিমান্ নহে এবং  
যে ব্যক্তি ভক্তিমান্ হইয়াও ক্রুরস্বভাব হয়, আর যে ব্যক্তি অশাস্ত-  
প্রকৃতি, আমি তাহাদিগকে কোনক্রমেই দর্শন প্রদান করি না । আপনি  
আমার একান্ত ভক্ত, অতি সরলস্বভাব, নিত্য তপোহুষ্ঠান-নিরত, ইন্দ্রি-  
য়নিগ্রহশীল ও অতি বদান্য ; এই জন্যই আমার দর্শন লাভে সমর্থ  
হইলেন । আপনার নিমিত্ত যে সকল শুভ লোক বিদ্যমান রহিয়াছে,  
তথায় গমন করিলে, পুনর্বার আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে না । এক্ষণে  
আপনি আর ষট্ পঞ্চাশৎ দিন জীবন ধারণ করিবেন । তৎপরে তুমি  
কথিয়া স্বীয় শুভ কার্যের ফল ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন । প্রজন্মিত  
জনসম্মিত বহুপ্রভৃতি দেবগণ বিমোহিত আরোহণ করিয়া প্রজন্মতাব  
আপনার উত্তরায়ণের নির্মিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন । সেই সময় সমাগত  
হইলেই আপনি অভীষ্ট লোক গমন করিবেন ।

আপনার সুস্বর্ণাশা সমাগত হওয়াতেও জ্ঞানের অগ্রমাত্র বৈলক্ষ্য্য হয় নাই; এই জন্যই আমরা সকলে ধর্মসিদ্ধান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। রাজা বুদ্ধিটির আতিশোকে জ্ঞান-শূন্য হইয়াছেন; অতএব আপনি ধর্মার্থসংযুক্ত বাক্য কীর্তন করত অর্চিরাৎ ইহার শোক নিবারণ করুন।

### দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫২

সেই সময় শান্তনুতনয় মহাশক্তি ভীষ্ম কৃষ্ণের সেই ধর্মার্থযুক্ত হিতবাক্য শ্রবণ করত কৃতান্তলি হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে 'লোকনাথ' নারায়ণ! তোমার সুমধুর বাক্য শ্রবণে আমি আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলাম, তোমার নিকট আমি কি কীর্তন করিব? সমুদায় বাক্য তোমাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহলোকে তুমিই বুদ্ধিমানদিগের শ্রেষ্ঠ। মানবগণ যে সমুদায় কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছে, কিম্বা করিতেছে, সেই সমস্তই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি ইচ্ছের সম্মিথানে সমস্ত সুরলোকের কথা কহিতে পারে, সেই ব্যক্তিই তোমার নিকট ধর্মার্থকামমোক্ষের অর্থ বর্ণন করিতে সমর্থ হয়। এক্ষণে শরাঘাতনিবন্ধন আমার অন্তঃকরণ সাতিশয় ব্যথিত, কলেবর অবসন্ন ও বুদ্ধি কলুষিত হইয়াছে। আমি বিধাঘিনিসদৃশ শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এককালে বক্তৃতাশক্তি বিহীন হইয়াছি। এখন আমার কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই। জীবন কলেবর পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছে। দৌরল্যনিবন্ধন উত্তমরূপে বাক্য-ক্ষুধি হইতেছে না। এক্ষণে তোমার আজ্ঞা কি প্রকারে প্রতিপালন করিব। অতএব তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে কমা কর। সুরচার্য্য বৃহস্পতিও তোমার সমীপে ধর্মার্থ বর্ণন করিতে অবসন্ন হন। সন্দেহ কি প্রকারে উহা বর্ণন করিব? বিশেষতঃ এক্ষণে আমি পৃথিবী, আকাশ ও বহিষ্কৃত সমুদয় নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। কেবল তুমিই বীর্ষ্যবলে এতদিন জীবন ধারণ করিতেছি; অতএব তুমি সর্ব বুদ্ধিগণকে হিতোপদেশ প্রদান কর। তুমি সর্ব শাস্ত্রের আকর, কোকিল ও নিত্য পদার্থ। তুমি বিদ্যমান থাকিতে সংসদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি কিরূপে অন্যকে উপদেশ প্রদান করিতে সক্ষম হইবে। ওক বিদ্যমান থাকিতে শিবা কি কখন উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হয়?

কেশব কহিলেন, হে গঙ্গাকুমার ! আপনি সর্বার্থার্থী, আবলশালী ও কোরবগণের ধুরন্ধর ; সুতরাং আপনি যে, একরূপ বিনীত বা ক্রিয়াকর্মী করিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে । আপনি শরপীড়িত হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছেন ; অতএব আমি প্রসন্ন হইয়া আপনাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, আপনার শত্রুঘাতনিবন্ধন ঘ্রানি, মুচ্ছা, দাহ ও কুৎসিত-পাসাদ প্রভৃতি কোম প্রকার কষ্ট রহিবে না । আপনার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জল হইবে এবং বুদ্ধির কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিবে না । আপনার চিত্ত রজোগুণ ও তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়া সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্বক জলদজালনির্ম্মল শশধরের ন্যায় নির্ম্মল হইবে এবং আপনার বুদ্ধি বৃত্তি কেবল ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বিষয়ে আসক্ত থাকিবে । মৎস্য যেরূপ নির্ম্মল সলিলমধ্যে সমস্ত দেখিতে পায়, আপনিও দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে এই চতুর্বিধ ভূতপ্রাণ অনায়াসে দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন ।

হে রাজন্! কেশবের এইরূপ বাক্যাবসানে ব্যাসদেব প্রভৃতি মহর্ষি-  
গণ বিবিধ বেদবাক্যদ্বারা তাঁহার স্তুত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই  
সময় গগণমণ্ডল হইতে কৃষ্ণ, ভীষ্ম ও পাণ্ডবগণের মন্তকে সর্বকালস্তুত  
গুপ্প নিপতিত হইতে লাগিল। অশ্বরোগণ বিবিধ বাদিত্রয়নি সহকারে  
সজ্জীত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন প্রকার অহিত সূচক দ্রুনিমিত্ত দৃষ্টি-  
গোচর হইল না। অগ্নি অশীতল সমীরণ মন্দভাবে প্রবাহিত, দিক  
সমুদায় প্রশান্ত এবং কুরঙ্গ ও বিহঙ্গমগণ ইত্যন্তঃ ধাবমান হইতে  
লাগিল। ইত্যবসরে ভগবান্ ভাস্কর সমস্ত অরণ্য দক্ষ করিষ্যাই যেন  
অন্তগিরিশিখরে আরোহণ করিলেন। তখন মহর্ষিগণ নিজ নিজ আশ্রমে  
গমন করিবার নিমিত্ত গাত্রোথান পুষ্পক ভগবান্ বাহুদেব, ভীষ্ম ও  
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিলেন। মহামতি বাহুদেব, পাণ্ডবগণ,  
সাত্যকি, সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্য তাঁহাদিগকে অভিবাदन করিতে লাগিলেন।  
ধর্মপরায়ণ মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের কর্তৃক উভয়রূপে অর্চিত হইয়া কল্য  
সকলে পুনর্বার এখানে মিলিত হইব বলিয়া নিজ নিজ আশ্রমে গমন  
করিলেন। মহামতি জয়ীকেশ ও পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া  
ভীষ্মকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করত রথারোহণ করিলেন। সেই সময়ে  
স্বর্ণকুবের পরিশোভিত পর্ষতাকার রথ, মদমত্ত মাতঙ্গ, গরুড়ের স্যায়  
বেগবান্ অশ্ব ও শরাসনদ্বারা দাতীগণ মহাবেগে গমন করিতে লাগিল।  
মহানদী নর্ম্মণা যেকূপ স্বকবান্ পর্ষতের অগ্রে ও শচাভ্যাগ্রে প্রবাহিত  
হইতেছে, সেই রূপ ঐ মহতী সেনা পাণ্ডবগণের রথের অগ্রে ও শচা



জাগে ধীবমান হইল । কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ শশাঙ্ক সমুদিত হইয়া ঐ সৈন্যদিগকে পুলকিত ও তৃপ্তের প্রথর করনিকরে শুকপ্রায় ওষধি সমুদায়কে পুষ্কার রসযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন । অনন্তর মহামতি কেশব ও পাণ্ডবগণ, পরিত্রাণ যুগেন্দ্রগণের গিরিগুহাপ্রবেশের ন্যায় সেই স্থরীলয় সদৃশ ভবনমধ্যে প্রবেশ পূর্বক নিজ নিজ আবাসে উপনীত হইলেন ।

### ত্রিপঞ্চাশতম অধ্যায় । ৫৩ ।

মহারাজ ! অনন্তর ভগবান্ হৃষীকেশ স্বধে প্রসুপ্ত ও রজনী অর্দ্ধপ্রহর-মাত্র অবশিষ্ট হইলে, জাগরিত হইয়া ধ্যানে মনোভিনিবেশ পূর্বক জ্ঞান সকল সন্দর্শন করিয়া সনাতন ব্রহ্মের চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে স্ততিবাদকুশল সমুদুরকণ্ঠ সুশিক্ষিত বৈতালিকগণ তাঁহার শ্রবণ করিতে লাগিল । গায়কগণ গান ও পাণ্ডিত্যবিদ্যে কবিতালিঙ্গারা তানু প্রদান আরম্ভ করিল । শব্দ ও মৃদঙ্গধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল এবং বীণা, পণব ও বেণুর অতি মনোহর স্বর প্রাসাদের আট হাস্যের ন্যায় কর্ণকূহরে প্রবেশ করিতে লাগিল ।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রবোধনার্থ সমুদুর স্ততিবাদ ও গীতবাদ্য হইতে লাগিল । ঐ সময় কক্ষ শয্যা হইতে গাজোথান কত্রিয়া সলিলে অবগাহন করিলেন এবং পরম গুহ্য মন্ত্র জপ ও হস্তাশ্রমে আচ্ছাদিত প্রদান পূর্বক চতুর্দেবী ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যেককে সহস্র গো দান করিয়া স্বস্তি-বাচন করাইলেন । তৎপরে তিনি মাজল্য জব্যাজাত স্পর্শ ও বিমল মুকুটে আপনার প্রতিকৃতি সন্দর্শন পূর্বক সাধ্যাকরে কহিলেন, হে যুধিষ্ঠান ! তুমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটনে গমন পূর্বক তিনি ভীষ্মকে দর্শন করিবাব নিমিত্ত প্রস্তুত হইরাছেন কি না, তাহা জানিয়া আইস ।

তখন মহামতি সাত্যকি কেশবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক সন্তরে ধর্ম্ম-রাজের নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন, রাজন্ ! মহামতি হৃষীকেশ ভীষ্ম-পরিধানে গমন করিবেন, তাঁহার রথ সজ্জিত হইরাছে ; এক্ষণে তিনি আপনীর অপেক্ষা করিতেছেন । অতএব আপনীর যাহা কর্তব্য হয়, তাহা অবধারণ করুন ।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যুধিষ্ঠানের এই বাক্য শ্রবণে ধন্যরূপে সম্বোধন

পূর্বক করিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! তুমি সত্বরে আমার রথ যোজনা কর । আমাদিগের সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের গমন করিবার প্রয়োজন নাই । আজি আমরা এক জনমাত্র ভীষ্মকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিব । মহাত্মা ভীষ্মকে ক্লেশ প্রদান করা আমার কদাচ কর্তব্য নহে ; অতএব আমাদিগের অগ্রবর্তী লোক সকল যেন তথায় গমন না করে । মহামতি ভীষ্ম অদ্যাবধি আমাদিগকে পরম গোপনীয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন ; অতএব সামান্য লোকের সহিত তথায় গমন করিতে কোন-ক্রমেই আমার অভিরুচি হইতেছে না । মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই প্রকার অহুমতি করিলে, মহাবলশালি অর্জুন তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সত্বরে রথ যোজন পূর্বক তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন ।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব ইহঁদেরা রথারূঢ় হইয়া পঞ্চভূতের ন্যায় বাসুদেবের নিকতনে গমন করিলেন । তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র মহামতি কেশব সাত্যকি সমভিব্যাহারে রথারোহণ করিলেন । অনন্তর তাঁহারা সকলে রথোপরি অবস্থান করি-  
য়াই পরস্পরকে সন্তোষণ ও সুখশয়ন সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গমনে প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহাদিগের রথ সকল মেঘগম্ভীরনির্ঘোষে ও মহাবেগে গমন করিতে লাগিল । শৈব্য, স্রগ্ধীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারি অশ্বদারুক কর্তৃক মহাবেগে সঞ্চালিত হইয়া খুরাশ্র দ্বারা ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল । কিম্বৎকণ পরে মহামতি হৃষীকেশ ও রাজা যুধিষ্ঠির পত্ৰি মহাত্মারা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া যেখানে মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন পূর্বক মহর্ষিগণের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন, সত্বরে সেই স্থানে গমন করিলেন । অনন্তর তাঁহারা অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্বক মহর্ষিগণকে অর্চনা করিতে লাগিলেন । তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির নক্ষত্রগণ-  
পরিবেষ্টিত শশাঙ্কের ন্যায় ভ্রাতৃবর্গ, হৃষীকেশ ও সাত্যকি কর্তৃক সমাবৃত হইয়া পূরন্দর ঘেরূপ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিয়াছিলেন, মহামতি ভীষ্মের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে গগনমণ্ডলচ্যুত ভাস্করের ন্যায় লক্ষণ করিয়া শঙ্কিতচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন ।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৪ ।

জনমেজয় কেহিলেন, হে তপোধন ! মহামতি পাণ্ডবগণ সত্যসন্ধ, জিহেস্মির, ধর্ম্মশীল, শরসমাচিত্ত গাত্র, মহাবলশালী, শান্তহৃদয় ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সেই বীরগণাগমস্থলে কি প্রকার কণোপকথন করিয়া ছিলেন, তাহা বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! অনন্তর নারদাদি মহর্ষিগণ, যুষ্টিষ্টির প্রভৃতি হতাবশিষ্ট নরপতি সকল এবং ধৃতরাষ্ট্র, বাসুদেব, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি মহাত্মারা সেই কৌরবকুলধুবন্ধর শরশয্যাগায়ী ভরতপিতামহ ভীষ্ম সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতলে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন । সেই সময় দিবা দর্শনসম্পন্ন দেবর্ষি নারদ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সমুদায় পাণ্ডব ও হতাবশিষ্ট ভূপালগণকে কহিলেন, মহাত্মা ভীষ্ম মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অন্তগমনোন্মুখ হইয়াছেন । এই মহাত্মা বর্ণচতুষ্টয়ের বিবিধ ধর্ম্ম বিদোষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন ; অতএব ইনি তপ্ত্যাগ পূর্ব্বক সুরলোককে গমন না করিতে করিতে তোমরা ইহাঁকে বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন কর ।

নরপতিগণ দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া পরস্পরের সুখাবলোকন করিতে লাগিলেন । তখন পাণ্ডবাগ্রগণ্য রাজা যুষ্টিষ্টির বাসুদেবকে সন্দোধন করিয়া কহিলেন, হে মাধব ! তুমি ব্যতিরেকে পিতামহকে জিজ্ঞাসা করে, এক্ষণ লোক আর কেহই নাই । অতএব তুমিই উহাঁকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা কর ; আমিাদিগের মধ্যে তুমিই ধর্ম্মজ্ঞ ।

ঐ সময় ভগবান্ বাসুদেব ভীষ্মসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজসন্তম ! আপনি ত সূত্রে যামিনি অতিবাহিত করিয়াছেন ? আপনাদের জ্ঞান সমুদায় ত এসময় ও বুদ্ধির জড়তা ত তিরোহিত হইয়াছে ? আপনার ত প্রাণের কোন গ্লানি বা মনের ব্যাকুলতা উপস্থিত হয় নাই ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কেশব ! তোমার প্রশ্নাদে আমার দাহ, মোহ, প্রিশ্রম, গ্লানি ও রোগ সমুদায়ই তিরোহিত হইয়াছে । এক্ষণে আমি তোমার বরপ্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও ত্তমান হস্তগত ফলের ন্যায় নন্দর্শন করিতেছি । বেদ ও বেদান্তোক্ত ঈর্ষ, শিষ্টাচারপ্রথা, আশ্রমধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম এবং দৈন্য, জাতীয় ও কুলান্তরিত ধর্ম্ম সমুদায়ই আমার

চিত্তে জাগরুক রহিয়াছে। যে স্থানে বাহ্য বর্ণন করিতে হয়, আমি সেই সমস্তই কহিব। তোমার প্রসাদে আমার বুদ্ধি বিমল ও চিত্তস্থ হইয়াছে। আমি তোমাকে ধ্যান করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়াছি। এক্ষণে হিতাহিত সমস্তই বর্ণন করিতে সমর্থ হইব; কিন্তু তুমি কি অন্য স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না, তদ্বশতঃ আমার মহানু সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব সমস্তই উহা বর্ণন কর।

জ্ঞানীকেশ কহিলেন, হে কুরুপিহামহ! আপনি আমাকে কীর্ত্তি ও মঙ্গলের প্রধান কারণ বলিয়া অবগত আছেন। আমি হইতেই হিতাহিত কার্য্য সমস্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব চল্লমাকে শীতাংশু বলিলে যেরূপ কেহই বিশ্বাসাপন্ন হয় না, সেই রূপ আমি যশস্বী হইলেও কেহই আশ্চর্য্য বোধ করিবে না। তন্নিবন্ধন এক্ষণে আমি আপনাকে সমধিক যশস্বী করিব বলিয়াই আমার সমুদায় বুদ্ধি আপনাতে সম্মিলিত করিয়াছি। যতকাল এই পৃথিবী বিদ্যমান রহিবে, তত কাল পর্য্যন্ত লোকে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তির আন্দোলন হইবে। আপনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে যা কিছু উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহা বেদবাক্যের ন্যায় চিরকাল সীমাদূত হইবে। যে ব্যক্তি আপনার বাক্যানুসারে কার্য্য করিবে, সে ব্যক্তি পরলোকে সমস্ত পুণ্যের ফলভোগে সমর্থ হইবে। হে গঙ্গাকুকার! আমি এই সমুদায় কারণবশতই আপনাকে নিঃশূল বুদ্ধি প্রদান করিয়াছি। আপনার যশ বিস্তারিত করাই আমার উদ্দেশ্য, যশই লোকের অক্ষয় বীৰ্ত্তস্বরূপ। এক্ষণে যে সমুদায় হতাবশিষ্ট ভূপাল ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া আপনার চতুর্দিকে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন, আপনি উহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করুন। আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান ও শুদ্ধচার সম্পন্ন। আপনি রাজধর্ম্ম ও অপরায়ণ ধর্ম্ম সকলই অবগত আছেন। জন্মাবধি আপনার কোন দৌষই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ভূপালগণ আপনাকে সর্ব্ব ধর্ম্ম বিশারদ বলিয়া বর্ণন করেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনি এই নরপুংগবকে নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি সর্ব্বদা ঋষি ও দেবগণের আরাধনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপালগণ আপনার নিকট ধর্ম্মবৃত্তি প্রবণ করিবার নিমিত্ত সান্ত্বনয় অভিলাষী হইয়াছেন; অতএব আপনাকে বিশেষরূপে সমুদায় ধর্ম্ম বর্ণন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। বুদ্ধগণের বিবেচনার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ ব্যক্তিরই অবশ্য

কর্তব্য। ক্ষমতা থাকিতে প্রাণের উত্তর প্রদান না করিলে নিতান্ত অপরাধী হইতে হয়; অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! যখন আপনার পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সকলেই আপনাকে সনাতন ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন উহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা আপনার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।



### পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৫ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! মহাবীর ভীষ্ম মহামতি কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে মধুসূদন! তুমি সর্ব্ব ভূতের আত্মা ও নিত্য পদার্থ। তোমার অহুগ্রহে আমার বাক্য ও মন দৃঢ় হইয়াছে; অতএব আমি নিশ্চয়ই ধর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিব। এক্ষণে যে মহাত্মা রাজ্য ভার গ্রহণ করাতে ব্যুৎপত্তি আনন্দিত হইয়াছেন; কৌরবগণের মধ্যে যাহার সদৃশ ধার্মিক ও যশস্বী আর কেহই নাই; যিনি ধৈর্য্য, দম, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, ধর্ম্ম, তেজ ও বলের অদ্বিতীয় আধার; যিনি আত্মীয়, কুটুম্ব, অতিথি ও আশ্রিত ভৃত্যগণকে যথোচিত সংকার ও সম্মান করিয়া থাকেন; গত্য, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, শাস্ত, দক্ষতা, ও নির্ভীকতা যাহাতে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে; যিনি কাম, ক্রোধ, ভয় অথবা অর্থেচর্য্যের নিমিত্ত অধর্ম্ম-কার্য্যর অনুষ্ঠান করেন না; লোকে যাহাকে গত্যসক, জ্ঞানবান্, ক্ষমাশালী ও অতিথিপ্রিয় বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে এবং যিনি সহায়শীল, যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত ও লাভস্বভাব বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছেন; সেই ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির আমার নিকট প্রেরণ করুন। তাহা হইলেই আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়া সমস্ত ধর্ম্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিব।

সেই সময় কৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাত্মন! রাজা যুধিষ্ঠির পরম পূজ্য, মান্য, ভক্ত, গুরু, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য লোকের জীবন সংহার করিয়া সাতিশর লঙ্ঘিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি অভিপ্ৰাণভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইতেছেন না। ভীষ্ম কহিলেন, মাধব! ব্রাহ্মণগণের দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা দ্বারা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়গণের সংগ্রামে শত্রুসংহার করা ও সেইরূপ ধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় অকারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, পিতামহ, গুরু, ভ্রাতা,

সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের সংগ্রামে পরাজুথ পাপপরায়ণ লুক্কায়িত্ব ও গুপ্তর এবং লোভপরবশ ধর্মপরিত্যাগী পামরগণের জীবন সংহার করেন, আর যে কৃত্রিয় যুদ্ধসময়ে ধরণীকে শোণিতরূপ সলিল, কেশরূপ তৃণ, কুঞ্জরূপ শৈল ও ধ্বজরূপ মহীরূহে সুশোভিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্মবেত্তা । মনু কহিয়াছেন যে, যুদ্ধে সমাহৃত হইলেই কৃত্রিয়কে সংগ্রাম করিতে হইবে । সংগ্রাম দ্বারাই কৃত্রিয়গণের বশ, ধর্ম ও স্বর্গ লাভ হয় ।

হে রাজন্ ! রাজা যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্ম কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্বক বিনীতভাবে চরণদ্বয় বন্দন করিলেন । মহামতি ভীষ্মও আক্লাদিত চিত্তে যুধিষ্ঠিরের মন্তকাত্মাণ পূর্বক তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, ধর্মরাজ ! তোমার অণুমাত্র শঙ্কা নাই ; তুমি বিশ্রুতচিত্তে আমাদের ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর ।

—\*—

### ষট্‌পঞ্চাশতম অধ্যায় । ৫৬ ।

হে রাজন্ ! তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও কৃষ্ণকে প্রণাম ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ ! ধর্মজ্ঞ মহাত্মারা কহিয়া থাকেন যে, ভূপালগণের পক্ষে রাজধর্মই সর্বধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ঐ ধর্মের ভার বহন করা নিতান্ত হ্রাসাধ্য । অতএব আপনি ঐ ধর্মের বিষয় বিস্তার পূর্বক বর্ণন করুন । ঐ ধর্মই এই জীবলোকের একমাত্র অবলম্বন । ধর্মার্থকামের সহিত উহার বিশেষ সংশ্রব আছে এবং উহাতে মোক্ষধর্মও সুস্পষ্ট সন্নিবেশিত রহিয়াছে । রশ্মি যেরূপ তুরঙ্গমকে ও অন্ধুশ যেরূপ মাতঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত করে, রাজধর্মও সেই রূপ সমস্ত লোককেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছে । নরপতি যদি রাজধর্ম প্রতিপালন করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে লোক সমুদয় কোনক্রমেই সুশৃঙ্খল হইয়া থাকে না । সূর্য্য যেকর সমুদ্যত হইয়া লোকের অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ নিবারণ করিয়া থাকে । অতএব হে পিতামহ ! আপনি এক্ষণে আমাকে সেই রাজধর্মের উপদেশ প্রদান করুন । আমরা আপনাকে হইতেই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছি । আর মহামতি কৃষ্ণও আপনাকে বুদ্ধিমানদিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিতেছেন ।

মহামতি ভীষ্ম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! আমি ধর্ম, জগদ্বিধাতা হৃষীকেশ ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া শাস্ত্রত রাজধর্ম বর্ণন করিতেছি, অবহিত চিত্তে উহা এবং অন্য যা কিছু তোমার বাসনা থাকে, সেই সমস্ত শ্রবণ কর । রাজার সর্বাগ্রে দেবতা ও দ্বিজগণের প্রীতি সংসাধনার্থ বিধানানুসারে যত্ন করা কর্তব্য । দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত উপচারে পূজা করিলে, নরপাল ধর্মের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত ও সকলের আদরণীয় হইয়া থাকেন । পুরুষকার দ্বারা কার্য্যসম্পাদন করিতে যত্নবান হওয়াই রাজার অবশ্য কর্তব্য । পৌরুষবিহীন দৈবকার্য্য রাজগণের কোন কার্য্যকারক হইতে পারে না । দৈব ও পুরুষকার এই উভয়েরই প্রভাব তুল্য ; কিন্তু তন্মধ্যে পৌরুষ প্রত্যক্ষ ফল উৎপন্ন করে বলিয়াই আর দৈব ফলসিদ্ধি দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়া, দৈবকে পুরুষকার অপেক্ষা ক্রিষ্ণু নূন বলিয়া গণনা করা যায় । কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, যদি কোন ব্যাঘাত জন্মে, তাহাতে অনুমাত্র সন্তপ্ত হইও না ; প্রত্যুত যাহাতে উহা সুসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবে । বুধগণের বিবেচনায় উহাই রাজাদিগের কার্য্যসম্পাদনের একমাত্র উপায় । সত্য ভিন্ন ভূপতিগণের ফলসিদ্ধির কোন সম্ভাবনাই নাই । রাজা সত্যপরায়ণ হইলে, ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দ লাভ করেন । সত্য মহার্ঘগণেরও পরম ধন । সত্য অপেক্ষা নরপতির বিশ্বাসের কারণ আরকিছুই নাই । গুণবান, সচ্চরিত্র, অতি বদানা, শাস্ত্রপ্রকৃতি, ধর্মশীল, জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়দর্শন রাজা কদাচ চীভ্রষ্ট হন না । সমুদায় কার্য্যে সরলভাব অবলম্বন পূর্বক সত্য বাক্য প্রয়োগ করিবে । স্বহৃদ গোপন ও পরহিত্রাশেষণাদি কার্য্যানুষ্ঠানকালে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলেও অপরাধী হইতে হয় না । নরপতি নিতান্ত মুহূর্ত্তভাব হইলে, লোকে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া থাকে এবং সাতিশয় উগ্রভাব হইলে, সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া শঙ্কিত হয় ; অতএব অতিশয় মুহূর্ত্তভাব বা অতিশয় উগ্রভাব অবলম্বন করা কর্তব্য নহে । ব্রাহ্মণগণকে দণ্ড প্রদান করা নিতান্ত অকর্তব্য ।

বলোকে ব্রাহ্মণগণ সর্বোৎকৃষ্ট জীব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । এই বিষয়ে মনু যেক্রপ আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া রাছেন, তাহা স্মরণ করা অবশ্য বিধে । মনুর মতে জল হইতে নল, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় এবং প্রস্তর হইতে লৌহ সমুৎপন্ন হইয়াছে । ইহাদিগের সর্বব্যাপী তেজ নিজ নিজ উৎপত্তিস্থলে সমাগত হইলেই

উপশমিত হইয়া যায়। লৌহ প্রস্তরকে চূর্ণন, অনল জলকে শোণন ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলে, তৎক্ষণাৎ আপনাই অবসন্ন হইয়া পড়ে। হে ধর্মরাজ ! ব্রাহ্মণগণই অর্জিত হইয়া ধর্ম-তলস্থ বেদকে রক্ষা করেন; অতএব ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়গণের নমস্যা; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যদি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দণ্ড প্রদান করা সর্বতোভাবে বিধেয়। এই বিষয়ে মহা-তপা শুক্রাচার্য্য যে প্রকার কহিয়াছেন, একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। ধর্মশীল নরপতি বেদবেদান্তপারদর্শী ব্রাহ্মণকে সমরাস্ত্রেন শস্ত্র সমুদাত করিয়া আগমন করিতে দেখিলে, স্বীয় ধর্ম্মানুসারে প্রহার করিবেন। যিনি বিনাশোন্মুখ ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, তিনিই ষপার্থ ধর্ম্মশীল; স্তত-রাং অধর্ম্মপ্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে, পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যে হেতু, ক্রোধই সেই প্রহারের প্রধান কারণ। যাহা হউক ব্রাহ্মণকে সংহার না করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করাই বিধেয়। ব্রাহ্মণ অপরাধ করিলে, তাঁহাকে রাজ্য হইতে নিঃসারিত করিবে। ব্রাহ্মণ সত্য বা মিথ্যা দ্বোবে লিপ্ত হইলে, তাঁহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্ল গমন, ভ্রূহত্যা অথবা রাজার প্রতি দ্বেষ করিলে, তাঁহাকে রাজ্য হইতে নিঃসারিত করিবে। কষাঘাতাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের শাশ্বতীক দণ্ডবিধান করা কদাচ কর্তব্য নহে। যাহারা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, তাহারাই নরপতির প্রিয়পাত্র হয়। ভূপালগণের লোকসংগ্রহ অপেক্ষা পরম ধন আর কিছুই নাই। বৃধগণ ছয় প্রকার দুর্গমধ্যে নরদুর্গকেই অতিশয় দুস্তর বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন; অতএব বিজ্ঞ লোকেরা সকলেরই প্রতি নিত্য দয়া প্রকাশ করিবেন। রাজা ধর্ম্ম-পরায়ণ ও সত্যবাদী হইলেই প্রজারঞ্জন করিতে সমর্থ হন। সর্বদা ক্ষমা-শীল হওয়া রাজার উচিত নহে। অতিশয় ক্ষমাবান রাজা কুঞ্জরের ন্যায় নিতান্ত অধম বলিয়া পরিগণিত হয়। মাতঙ্গনিয়ন্তা যেক্রপ মাতঙ্গের মস্তকে আরোহণ করিয়া থাকে, নীচ ব্যক্তি সেইক্রপ ক্ষমাবান নরপতির মস্তকে পদার্পণ করে; অতএব নিয়ত মুহু বা নিয়ত উগ্র হওয়া রাজার দ্বিতীয়া বিা। বসন্তকালীন দিনকরের ন্যায় অনতিমুহু ও অনতিতেজস্বী হইয়া গাই রাজার বিধেয়। নিয়ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, সাদৃশ্য ও শাস্ত্র দ্বারা স্বকীয় ও পরকীয় মণ্ডল পরীক্ষা করা আবশ্য কর্তব্য। ব্যসনে নিতান্ত আগন্ত হওয়া ও অপরিমিত খরচ করা রাজার কদাচ কর্তব্য নহে।

নরপতি ব্যগনাসক্ত হইলে মৃত পরাজিত হইয়া থাকেন এবং নিতান্ত



বিদ্রোহী হইলে প্রজাবর্গকে উত্তেজিত করেন । পৰ্ব্বতী রমণী যেকোন  
আপনার প্রিয় মনোরথ পরিহার পূৰ্ব্বক গর্তেই হিতসাধন করিয়া  
থাকে, সেইরূপ ধৰ্ম্মশীল নরপতিগণের আপনার সুখ সম্ভোগ পরিহার  
করিয়া প্রজাবর্গের হিতসাধন করাই কর্তব্য ।

‘ হে মহারাজ ! তুমি সৰ্বদা ধৈর্য্য ধারণ করিবে ; ধৈর্য্যাবলম্বী চতু-  
রজ বলসমায়ুক্ত মহীপতির কোন সময়েই ভয় উপস্থিত হয় না । ভৃত্য-  
গণের সহিত হাস্য পরিহাস করা নিতান্ত অকৰ্তব্য । কাশ্মণ, তাহা  
হইলে উপভোগীরা প্রশংসিত হইয়া স্বামীকে অবমাননা করে ; আপনাকে  
কর্তব্য কার্য্যে মনোভিনিবেশ করে না ; কোন কার্য্যসম্পাদনার্থ অহু-  
মতি করিলে, তাহা স্বার্থ করা উচিত কি না ; মনে করিয়া সন্ধিহান  
করে ; গোপনীয় বিষয় অবগত হইতে অভিলাষ করে ; অসুচিত বিষয়ে  
প্রাণনা ও প্রভুর ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকে ; অনেক সময়  
স্বামীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে ; উৎকোচ গ্রহণ ও প্রবঞ্চনা দ্বারা  
কাস্য হানি করিতে ক্রটি করে না ; ক্রান্তিম পত্র প্রেরণ পূৰ্ব্বক রাজ্য  
বিনষ্ট করিতে সমুদ্যত হয় ; অন্তঃপুররক্ষকগণের সহিত মনান বৈশি  
ধারণ পূৰ্ব্বক অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে ; স্বামীর  
সমক্ষে বাস্তু নিঃসারণ ও নিদ্রাবনে লাজ্জিত হয় না ; প্রভুর বাক্যে সৰ্বদা  
প্রত্যুত্তর করিয়া থাকে এবং তাঁহাকে সমাদর না করিয়া তাঁহার অঙ্গ,  
গজ ও অভিন্নত রথে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হয় ; সুহৃদ ব্যক্তির  
ন্যায় সভায় উপস্থিত হইয়া “মহারাজ ! ইহা তোমার পক্ষে নিতান্ত  
দুষ্কর, ইহা তোমার অতি গর্হিত কাৰ্য্য বলিয়া তিরস্কার করে ।” প্রভুকে  
ক্রুদ্ধ দেখিয়াও পরিহাস করে ; আপনারা সম্মানিত হইয়াও আনন্দ  
প্রকাশ করে না ; সৰ্বদা কেবল হাস্য পরিহাস করিয়াই কাল যাপন  
করে ; ভূপতির মন্তব্য ও প্রজার সকল প্রকাশ করিয়া দেয় ; নিশেধ-  
চিত্তে অবজ্ঞা-সহকারে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে ; প্রভু অলঙ্কার,  
ভোজ্য বস্তু বা স্নানীয় অহুশোণন আহরণ করিতে বলিলে, নির্ভয়চিত্তে  
তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিয়া আপনাদিগের কার্য্যনিন্দা ও উহা পরি-  
ভ্রমণ করে ; বেতন লাভে পরিতুষ্ট না হইয়া পুনরায় রাজকর অগ্রহরণ  
করিয়া থাকে ; স্ত্রীবাক্য বিহঙ্গমের ন্যায় স্বামীকে লইয়া ক্রৌড়া করিতে  
বা মদ্যপান করে এবং জনসমাজে রঞ্জন্য আমোদগিরি বাক্য বলিয়া গর্ব প্রকাশ  
করিয়া থাকে । নরপতি আমোদপরায় ও সুহৃদবাপন্ন হইলে, এই  
প্রকার একাধিক দোষ উপস্থিত হয় ।

## সপ্তপঞ্চমতম অধ্যায় । ৫৭ ।

হে রাজনু ! ভূপালগণের স্তত উদ্যোগী হওয়া অবশ্য কর্তব্য ।  
 নরপতি উদ্যোগবিহীন হইলে, কোনক্রমেই প্রশংসাজন হইতে  
 সমর্থ হন না । ভগবান্ শুক্রাচার্য্য কহিয়াছেন যে, ভূজঙ্গের গর্ভস্থিত  
 মুষিকগ্রাসের ন্যায় পৃথিবী অবিরোধী রাজা ঐ অগ্রবাসী আক্রমণকে  
 গ্রাস করে । তোমার শুক্রাচার্য্যের এই কথা সর্বদা স্মরণ করা  
 কর্তব্য । তুমি সন্ধি করিবার উপযুক্ত ব্যক্তির সৈন্য সন্ধি ও বিমোহ  
 করিবার যোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত বিবোধ করিবে । যিনি শাস্ত্রী,  
 জমাতা, সূত্র, কেশ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল এই রাজ্যসম্বন্ধীয় মান অঙ্গের  
 প্রতি অভ্যাচার করেন, তিনি গুরুই হউন বা মিত্রই হউন, তাঁহাকে  
 সংহার করা নরপতির অবশ্য কর্তব্য । পূর্বকালে মক্তরাঙ্গা সুরা-  
 চার্য্যের অনুমোদিত এই কথা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন যে, যুদ্ধ যদি  
 কার্য্যাকাৰ্য্য বিবেচনামূল্য, গন্ধিত ও কুপথগামী হন, তাঁহার বড়বিধান  
 করা অকর্তব্য নহে । বাহুবল মহারাজ মগর পুরবাসিগণের হিতসাধন  
 করিবার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র অমমজাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । অস-  
 মন্তা পুরবাসী শিশুদিগকে আক্রমণ পক্ষক সরস্বতীতে নির্য্য করিয়া  
 দিতেন ; ত্রিবন্ধন তাঁহার পিতা তাঁহাকে হ্রিস্কার করত রাজ্য ত্যাগে  
 নির্বাসিত করিয়া দেন । মহাতপা উচ্চালকও গিরগজ মহাতপা শ্বেত-  
 কেশকে ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাঁহাকে  
 পরিত্যাগ করেন । ভূপতিগণের প্রজারজন সত্য প্রতিপালন ও সরল  
 ব্যবহার করাই সনাতন ধর্ম্ম । পরধন হরণ না করা এবং যথাকালে  
 দেয় বস্তু প্রদান করা রাজ্যদিগের অবশ্য কর্তব্য । বলবীর্য্যাম্পন্ন, সত্য  
 পরায়ণ, ক্ষমাশীল রাজা কখনই সংপথ হইতে বিচলিত হন না । ক্রিচ্চ-  
 ক্রিচ্চ, শাস্ত্রার্থে কৃতনিশ্চয়, চতুর্কর্মে অধুরক্ত ও বেদমন্ত্রজ্ঞ হওয়া রাজার  
 অবশ্য কর্তব্য । প্রজাদিগকে রক্ষা না করা অপেক্ষা নরপতিগণের গুরু-  
 তর পাপ আর কিছুই নাই । বর্গচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসন্ধান রক্ষা করা  
 ভূপতির অবশ্য কর্তব্য । অন্যের কথা ক্রিয়ণিব, আত্মীয়দিগকেও ব্রিয়ণ  
 করা ভূপতিগণের কদাচ কর্তব্য নহে । তাঁহারা বুদ্ধিপ্রভাবে সর্বদা  
 নীতির গুণ দোষ বিধির করিবেন । যে ভূপতি জিবর্গের তত্ত্ব হইয়া  
 বিপকরাজ্যের ছিত্রাশ্বেষণ ও উৎকোচাদি দ্বারা শত্রুপক্ষীয়দিগকে  
 স্বপক্ষে আনয়ন করিতে চান, তিনিই যথার্থ প্রশংসনীয় হইবে ।

থাকেন। যম ও বৈশ্রবণের ন্যায় কোষপূরণ, স্থিতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়সম্বন্ধে দোষ গুণের নির্ণয়, অনাথগণের প্রতিপালন, প্রসন্নবদনে হাস্যমুখে বাক্য প্রয়োগ, বুদ্ধদিগের শুশ্রূষা, আলস্য ও লোভ পরাজয় এবং দুষ্-  
 রিজগণের দণ্ড বিধান, সংপাতে ধনদান, ইন্দ্রিয় পরাজয় এবং উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য। সাধুদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হইলে ভূপালগণের কদাচ উচিত নহে। অসং লোক-  
 গণের নিকট হইতে ধনগ্রহণ পূর্বক সাধুদিগকে প্রদান করাই রাজা-  
 দিগের কর্তব্য। বাহারা সংবংশসমুদ্ভূত দুর্দ্বৈর, বীর, ভক্ত, অরোঙ্গী, শিষ্ট, শিষ্টসহবাসী, মানী, বিদ্বান্, লোকতত্ত্বজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ, সাধু ও অচ-  
 লের ন্যায় স্থিরবুদ্ধি এবং বাহারা পরকালের ভয় করে ও কদাচ অন্যের অবমাননা করে না, বুদ্ধিমান রাজা তাহাদিগকেই সহায় করিয়া কেবল হত ও অজ্ঞা ব্যতীত আর সমুদায় বস্তুতেই আপনায় ন্যায় তাহাদিগের অধিকার রাখিবেন। ঐরূপ ব্যক্তিগণের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সমান ব্যবহার করা রাজার অবশ্য বিধেয়। তাহা হইলে তাহাকে কদাচ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যে নরপতি নিতান্ত সন্দ্বিগ্ন, লোকের সর্বস্বাপহারী, লোভপরায়ণ ও অতিশয় কুটিলস্বভাব, তাহার আত্মীয়েরাই অচিরে তাহাকে সংহার করে, আর যে রাজা বিগুহসমুদ্র ও পরচিত্তগ্রহণশূণ্য, তিনি শত্রু কতৃক আক্রান্ত হইয়াও কদাচ অবনতি প্রাপ্ত হন না এবং একবার হীন দশাগ্রস্ত হইলেও পুনর্বার উন্নতি লাভ করেন। যে ভূপতি শান্তপ্রকৃতি, ব্যাসনবিহীন ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি দণ্ডার্থ ব্যক্তিকে অল্প দণ্ড প্রদান করেন, তিনি হিমাচলের ন্যায় সকলের বিশ্বাসভাজন হন। যে নরপতি প্রাজ্ঞ, বদান্য পরহিত্রানেষণতৎপর, প্রিয়দর্শন, নীতিজ্ঞ, কার্যদক্ষ, ক্রোধশূন্য, সর্বদা সুপ্রসন্ন, জীয়াবান ও অহঙ্কারশূন্য; যিনি কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা সম্যকরূপে সম্পাদন করেন এবং বাহার রাজ্যে নীতিজ্ঞ প্রজাবর্গ আপনাদিগের ঐশ্বর্য গোপনে না রাখিয়া পিতার গৃহে পুত্রের ন্যায় নির্ভয়ে সঞ্চয় করে, সেই নরপতিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন। যে রাজার রাজ্যে প্রজাগণ নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত থাকে, আপনায় শরীর অপেক্ষা শরীরসাধ্য ধর্ম্মে সমাদর প্রদর্শন করে এবং ভূপতির প্রযত্নে সুপ্রণালী-  
 বশে প্রতিপালিত হইয়া তাহারই নিতান্ত বশবর্তী হয়, পরপরাভয়ের প্রতি কিছুমাত্র চেষ্টা করে না এবং দান করিতে সর্বদা অতিলাষ করে, তিনিই যথার্থ রাজা। বাহার অধিকাংশ কপট, মারা ও মাৎসর্যের

প্রার্থনার নাই, সেই ভূপতিই সনাতন ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ভূপাল বৃধগণের সমাদর করেন, যাহার অজ্ঞাত বস্ত্র অবগত হইতে বাসনা হয়, যিনি পৌরজনের হিতানুষ্ঠাননিরত, সংপথগামী ত্যাগশীল হইতে পারেন এবং যাহার চর, মন্ত্রণা, অনুষ্ঠিত বা অননুষ্ঠিত কার্য সকল শত্রুগণের নিকট প্রচুরভাবে থাকে, সেই রাজাই রাজ্য লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র। রামচরিত্রমধ্যে মহামতি ভার্গব রাজাকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রকার কহিয়াছিলেন যে, অগ্রে ভূপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরে দার পরিগ্রহ ও ধন সঞ্চয় করিবে; কারণ রাজা না থাকিলে ভাৰ্য্যা ও ধন রক্ষা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য; যাহারা রাজ্য লাভ করিতে বাসনা করেন, লোকরক্ষা ব্যতীত তাহাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম আর কিছুই নাই। লোক সকল নরপতি কতক পরিরক্ষিত হইয়াই অশৃঙ্খলরূপে বাস করিয়া থাকে। মহর্ষি প্রাচেতস মনু রাজধর্ম জ্ঞান-সময়ে কহিয়াছিলেন, মোনাবলম্বী আচার্য্য, অধ্যয়নপরাজুখ ঋত্বিক, অরক্ষক রাজা, অপ্রিয়বাদিনী ভাৰ্য্যা, গ্রামপর্যটনোন্মত্ত গোপাল ও অরণ্যগমনাভিলাষী নাপিতকে সাগরমধ্যে ভ্রম নৌকার ন্যায় সত্ত্বরে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য।

\*\*\*

### অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৮।

হে মহারাজ! রাজধর্মের রক্ষাই সারংশ। ভগবান বৃহস্পতি অন্যধর্ম অপেক্ষা রক্ষাকেই সমধিক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। রাজধর্মপ্রণেতা ব্রহ্মবাদী ভগবান বিশালানু, মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, সহস্রানু ইন্দ্র, প্রাচেতস মনু, ভগবান ভরদ্বাজ ও গৌরশিরা মুনী রক্ষাধর্মকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করেন। এক্ষণে আমি রক্ষাবিধানের উপায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। • গুপ্তচর শুভ্রত্যাগকে বিরক্ত না করিয়া যথাসময়ে বেতন দান, অসংপথাবলম্বী না হইয়া যুক্তানুসারে প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ, সাধু ব্যক্তিগণের সংগ্রহ, শৌর্য্য ও নৈশূন্য প্রকাশ, সত্য ব্যবহার, প্রজার হিতচেষ্টা, সংপথেই হটক আর অসংপথেই হটক, বিপক্ষপক্ষের ভেদ, জীর্ণ গৃহাদির পুনঃসংস্কার, সমরানুসারে বিবিধ দত্ত প্রেরণ, সাধু ও সংবংশসমুদ্ভূত ব্যক্তিগণের অপরিত্যাগ, শত্রুদিগের সংগ্রহ, সর্বদা বক্রিমান ব্যক্তিগণের সত্যিকার সৈন্যাদিগের

নিয়ত হর্ষোৎপাদন, প্রজাবর্গের ক্ষতাবধারণ, নিয়ত কার্যানুষ্ঠান, কোষ পরিবর্দ্ধন, নগর রক্ষা, পরপক্ষ কর্তৃক ভেদের আশঙ্কা, বিপক্ষমধ্যস্থিত প্রজাদিগের তত্ত্বাবধারণ ভ্রাতৃগণের কার্য বিশেষরূপে পথ্যাবেক্ষণ, আত্ম-পূর রক্ষা, বিপক্ষকে আত্মানিত সত্তত নীতি ধর্ম্মের অনুসরণ, নিয়ত উদ্যোগ ও অহং লোকের সহিত সহবান পরিত্যাগ করা এবং অস্বাভিগমকে উপেক্ষা না করাই রক্ষাবিধানের উৎকৃষ্ট উপায় ।

অনন্তর পুরুষকারের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । সুরাচাষ্য পুরুষকারকে রাজধর্ম্মের মূল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । ত্রিদশাদিপতি ইন্দ্র পুরুষকারপ্রভাবেই অমৃত লাভ, দানবগণকে বিনাশ ও সুরলোককে সর্বোৎকৃষ্ট পদবী অধিকার করিয়াছেন । পুরুষকারযুক্ত বীর পুরুষ পতি-ভগ্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । পণ্ডিতগণ উন্মোদী ব্যক্তিকে ত্রীজিবাণ্ডের পরম পরিতুষ্ট করত উপাসনা করিয়া থাকেন । যোদ্ধৃপতি পুরুষকারশূন্য, তিনি বুদ্ধিমান হইয়াও বিবহীন মর্পের ন্যায় অস্বাভিগম কর্তৃক পরাভূত হন । মহাবল ব্যক্তি শত্রু হর্ষণ হইলেও তাহাকে কদাচ সামান্য জ্ঞান করিবে না । অনল অগ্নি মাত্র হইলেও সমস্ত দ্রব্য এবং বিধ অগ্নিমাত্র হইলেও লোকের জীবন অনায়াসে সংহার করিতে পারে । শত্রু একাদ্য-মাত্র সৈন্য সমভিব্যারে দুর্গ আশ্রয় করিয়া সুর্য্যাস্তের রাঙার দেশ সমুৎসাহ করিতে সমর্থ হয় । নরপতির গোপনীয় বাঁকা, লোক সংগ্রহের বিষয় জয়াদি লাভার্থ হৃদয়স্থ কুচিহ্ন ভাব এবং হীন কার্য সমুদায় সরলতা সহ-কারে প্রকাশ করা কদাচ কর্তব্য নহে । লোককে বশবত্তী করিবার নিমিত্ত পৃথ্বীকাণ্ডের অনুষ্ঠান করাই বিশেষ । নিতান্ত ক্রুর ও একান্ত মূঢ় ভাবাপন্ন ব্যক্তি কোনক্রমেই অতি বিক্রীর্ণ কাণ্ডভার বহন করিতে সমর্থ হয় না । অতএব ক্রুরতা ও মূঢ়তা উভয়ই অবলগন করা রাজ্য্য কর্তব্য । প্রজাপালনার্থ নরপতির যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাও তাঁহার ধর্ম্ম স্বরূপ । হে ধর্ম্মরাজ ! একগে আমি ভূপতিদিগের যে সমস্ত গুণ বর্ণন করিলাম, ঐ সমুদায় গুণসম্পন্ন হস্তরসই রাজাদিগের কর্তব্য । তুমি আমার নিকট রাজধর্ম্মের কিয়দংশ শ্রবণ করিলে ; একগে তোমার মঙ্গল বিষয়ে সংশয় আছে, শীঘ্র তাহা প্রকাশ কর ।

মহামতি ভীষ্মের এইরূপ বাক্যবসানে মহর্ষি বেদব্যাস, দেবদ্যান, অশ্বা, বাসুদেব, কৃপাচার্য্য, সাত্যকি ও সঞ্জয় তাঁহার মুখে রাজধর্ম্ম শ্রবণে সাতিশয় আত্মাদিত হইয়া তাঁহাদের দাম্পত্য প্রদান পূর্বক স্বয়ং করিতে লাগিলেন । তখন ধর্ম্মরাজ যুগিষ্ঠির বাস্পশূন্যলোচনে ও কী-

ভাবে ভীষ্মের চরণযুগল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পিতামহ !  
একণে ভগবান্ ভাস্কর পার্থিব রম আকর্ষণ পূর্বক অজ্ঞাচলে গমন করি-  
তেছেন ; অতএব আমি কল্য আপনাকে মনেহ সকল জিজ্ঞাসা করিব ।  
অনন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পক্ষ পাণ্ডব, বাসুদেব ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা  
সাক্ষীগণকে অভিবাদন পূর্বক ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করত প্রফুল্লচিত্তে নথা-  
রোহণ করিলেন এবং অবিলম্বে স্রোতস্কর্তী দৃধদত্তীর তীরে উপনীত হইয়া  
জবগাহন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সম্পাদন পূর্বক হস্তিনাপুরে প্রবিষ্ট  
হইলেন ।

### একোনবক্তিতম অধ্যায় । ৬১ ।

পরদিন প্রাতঃকালে আত্মপূজগণ ও বাসুদেব প্রভৃতি মহাত্মারা গায়ত্রী-  
স্থান পূর্বক পুষ্পাঙ্কক কৃত্য সমাধান করিয়া নগর্য্যাকার রথে আরোহণ  
করত কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে সেই স্থানে উপনীত হইয়া  
মহাত্মা ভীষ্মদেবকে রজনীর শুভসম্বাদ জিজ্ঞাসা ও কামদেব প্রভৃতি  
মহর্ষিগণের চরণ বন্দন পূর্বক হৃষ্টচিত্তে শান্তহৃদনের চতুর্দিকে উপবে-  
শন করিলেন ! তখন মহাতেজা রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বিধি পূর্বক  
পূজা করিয়া কুণ্ডলিপুটে কহিলেন, পিতামহ ! রাজা এই শব্দটি কি  
প্রকারে সমুৎপন্ন হইল ? রাজার যেরূপ হস্ত, গ্রীবা, পুষ্ঠ, মুখ, উদর,  
জুহু, অস্থি, মজ্জা, বাহু, শোণিত, নিঃশাণ, উচ্ছাস, শ্রাণ, শরীর, বুদ্ধি  
ইন্দ্রিয়, সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মরণ প্রজাগণেরও সেইরূপ । তবে রাজা  
কি প্রকারে একাকী অসংখ্য বশিষ্টবৃদ্ধি মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষের উপর  
আধিপত্য করিয়া সমস্ত পৃথিবী প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন ? সকল  
প্রকারে কাননিত রাজার প্রসাদ লাভ করিতে অভিলাষ করে এবং  
তিনি প্রসন্ন হইলে, সকলেই প্রসন্ন ও তিনি বিপদাপন্ন হইলে সকলেই  
বিপদাপন্ন হইয়া থাকে, এই সকল বুভাশু শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত  
বাসনা হইয়াছে ; অতএব আপনি উহা বিস্তার পূর্বক বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মতান্তরে প্রথমে যে প্রকারে রাজত্ব  
চলিত হইয়াছিল, উহা অব্যাহতচিত্তে শ্রবণ কর । মর্ত্য্যে পৃথিবীতে  
রাজ্য, রাজা, দত্ত বা দত্তই শক্তি কিছুই ছিল না । মানবগণ একমাত্র  
ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পরস্পরকে রক্ষা করিত । এই প্রকারে কিছু দিন

মনুষ্যেরা কালযাপন পূৰ্ব্বক পরিশেষে পরম্পরের রক্ষণাবেক্ষণ <sup>দ্বিকা</sup> ক্রমশঃ বোধ হইতে লাগিল। সেই সময় তাহাদিগের মনোমাক্কে মোহ প্রবেশ করিল। মোহের প্রাদুর্ভাববশতঃ ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও ধর্মের লোপ হইতে আরম্ভ হইল এবং মনুষ্যাগণ ক্রমশঃ লোভাক্রান্ত, পরস্পরগ্রহণতৎপর, কামপরায়ণ, বিষয়াসক্ত ও কার্য্যাকাংক্ষা বিবেকশূন্য হইয়া উঠিল। অগম্যাগমন, বাচ্যাবাচ্য, ভক্ষ্যভক্ষ্য ও বোধ্যবোধ্যের বিচার কিছুমাত্র রহিল না। এইরূপে নরলোক কুপথগামী হইলে, বেদ বিনষ্ট ও ধর্ম এককালে বিলুপ্ত হইল।

সেই সময় অমরগণ নিতান্ত শক্তিতচিতে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাগত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করত কৃতাজ্ঞলিপুটে কহিলেন, ব্রহ্মন্! লোভমোহপ্রভৃতি নীচ বৃত্তি সকল নরলোকে স্থিত সনাতন বেদ গ্রাস করাতে আমরা নিতান্ত ভীত হইয়াছি। বেদ বিনষ্ট হওয়াতে ধর্ম লুপ্ত হইয়াছে। অতঃপর আমরা দিগেও মনুষ্যের ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। মনুষ্যাগণ হোমাদি কার্য্য দ্বারা উর্দ্ধবর্গী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে মনুষ্যাগণের ক্রিয়াকলাপ বিনষ্ট হওয়াতে আমাদের অন্নভাব উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে আপনার অভাবসম্পূর্ণ এই প্রাকৃতিক নিয়ম ধ্বংস না হয়, আপনি স্বীয় বুদ্ধিবলে তাহার সহপায় চিন্তা করুন।

সেই সময় ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মা দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! তোমাদিগের ভয় নাই; আমি অবিলম্বেই উহার সহপায় চিন্তা করিতেছি। ভগবান্ ব্রহ্মা সুরগণকে এই কথা কহিয়া বুদ্ধিপ্রভাবে এক খানি লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করিলেন। সেই নীতিশাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং মোক্ষের সত্ত্ব, রজ ও তম নামে তিন বর্গ, বুদ্ধি, ক্ষয় ও সমানত্ব নামে দণ্ডজ ত্রিবর্গ, চিত্ত, দেশ, কাল, উপার, কার্য্য ও মহায়থ্য নীতিজ বড়বর্গ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কৃষি, বাণিজ্যাদি জীবিকাণ্ড, দণ্ডনীতি, অন্নাত্মক কার্য্য নিযুক্ত চর ও গুপ্ত চরগণের বিষয়, রাজকুমারের লক্ষণ, চরগণের বিবিধ উপার, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, ভেদকারণ মন্ত্রণা ও বিভ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, সৎকার ও ধন গ্রহণার্থ অধম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন প্রকার সন্ধি, এই চতুর্বিধ যাত্রাকাল, ত্রিবর্গের বিস্তার ধর্মযুক্ত বিজয়, অর্থ দ্বারা বিজয় ও আত্মিক বিজয়, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ বল ও কোষ এই পঞ্চবর্গের ত্রিবিধ লক্ষণ, প্রকাণ্ড ও অপ্রকাণ্ড সেনার বিষয়, অষ্ট প্রকার গুপ্ত বিষয়

প্রকাশ, মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ, পত্নী, ভারবহ, চর, পোত ও উপদেষ্টা এই  
 আট প্রকার সেনাদ, বস্ত্রাদি ও অস্ত্রাদিতে বিধি প্রয়োগ, অতিচার, অরি-  
 মিত্র ও উদাসীন্যের বিবরণ, গণগমনের গ্রহনক্ষত্রাদিজনিত সমগ্র জ্ঞান,  
 ভূমিগুণ, আশ্রয়স্থান, আবাস, রথাদি নির্মাণের অনুসন্ধান, মনুষ্য গুণ,  
 অস্ত্র ও রথসজ্জার উপায়, ললিত প্রকার ব্যূহ, বিচিত্র যুদ্ধকৌশল, যুদ্ধক্ষেত্রে  
 প্রভৃতি গ্রহণের উৎপাত, উদ্ধার নিগাত, স্ত্রীগণলীল্যে যুদ্ধ, পলায়ন,  
 অস্ত্রশস্ত্রের শাণ প্রদান, অস্ত্রজ্ঞান, সৈন্যবাসন মোচন, সৈন্যের হর্ষোৎ-  
 পাদন, পীড়া, আপদকাল, পদাতিজ্ঞান, খাত খনন, পতাকাগণ প্রদর্শন  
 পূর্বক বিপক্ষের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারণ, চৌর উগ্রসভাব বনবাসী অধি-  
 দাতা বিধিপ্রয়োগ প্রতিক্রমকারী প্রধান ব্যক্তির ভেদ, বৃক্ষচ্ছেদন, মন্ত্র-  
 তন্ত্রাদিবলে মাতঙ্গগণের বলহীন ভয়োৎপাদন এবং অমুরক্ত ব্যক্তির  
 আরাধন ও বিশ্বাসজনন দ্বারা পররাষ্ট্রে পীড়া প্রদান, সপ্তাঙ্গ রাজ্যের  
 জ্ঞান, বুদ্ধি ও সমতা, কার্যসামর্থ্য, কাণ্ডের উপায়, রাষ্ট্রবুদ্ধি, শত্রুমধ্যস্থ  
 মিত্রের সংগ্রহ, বলবানের পীড়ন ও নিধনসাধন, স্ত্রী ব্যবহার, খেলের  
 উদ্ভুলন, ব্যায়াম, দান, দ্রব্যসংগ্রহ, অভূত ব্যক্তির ভরণপোষণ, ভূত  
 ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ, যথাসময়ে ধন দান, বাসনে অনাশক্তি, নরপতির গুণ,  
 সেনাপতির গুণ, দ্রিওর্গের কারণ ও গুণ, দোষ, অসৎ অভিসন্ধি, অমুরক্ত-  
 গণের ব্যবহার সকলের প্রতি শঙ্কা, অনবধানতা পরিহার, অলস বিবয়ের  
 লাভ, লব্ধ বস্তুর বুদ্ধি, প্রবুদ্ধ ধনের বিধানানুসারে সংপাতে দান, ধর্ম,  
 অর্থ, কাম এবং বাসন বিনাশার্থ অর্থ দান, মৃগয়া অক্ষত্রীড়া, সুরাপান,  
 ক্রীড়াসভাগ, এই চতুর্বিধ কামজ আর বাক্যপারুষ্য উগ্রতা, দণ্ডপারুষ্য,  
 নিগ্রহ, আশ্রয়তাগ ও অর্থদূষণ এই যড়বিধ ক্রোধজ সমুদয়ে দশবিধ  
 বাসন, বহু প্রকার বস্ত্র ও যুদ্ধকার্য্য, চিহ্ন বিলোপ, চৈত্যাচ্ছেদন, অবরোধ,  
 কৃষ্যাদি কার্য্যের অনুশাসন, বিবিধ উপকরণ, রণগমন, সমরোপায়, পণব,  
 আনক, শত্রু ও ভেদী, দ্রব্যোপার্জন, বড়বিধ, দ্রব্য, লব্ধ রাজ্যে সান্তি-  
 সংস্থাপন, সাধু ব্যক্তির অর্চনা, পণ্ডিত ব্যক্তিগণের আশ্রয়তা, দান ও  
 মোহের পরিজ্ঞান, মাজল্যদ্রব্যের স্পর্শ, দেহসংস্কার, আহার, আশ্রিততা,  
 এক পথাবলম্বী হইয়া অভ্যুদয় লাভ, মতান্তর বাক্য, সামাজিক উৎসব  
 গৃহকার্য্য, চক্রাদি স্থানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহারের অনুসন্ধান,  
 অস্ত্রের অদৃশ্যনীরতা, যুদ্ধানুসারে দত্ত বিধান, অমূল্যবীদিগের মধ্যে  
 জাতি ও গুণগত পার্থক্য, পৌরজনের রক্ষাবিধান, দ্বাদশ রাজমণ্ডলবিধ-  
 য় চিত্রা, বিসম্প্রতি প্রকার দৈহিক প্রতিকার, দেশ, জাতি ও কুলের



ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, উপায়, দানাকাজ্ঞা, কৃত্যাদি প্রভৃতি বৃক্ষ-  
কার্যের প্রণালী, নায়ায়োপ' নৌকানিমজ্জনাদি দ্বারা নদীর পথ রোপ-  
এবং যে সমুদায় উপায়প্রভাবে লোক সকল নিজ নিজ ধর্মে ব্যাহিত  
থাকে, তদ্বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইরাছে।

‘ভগবান্ কমলযোনি এই নীতিশাস্ত্র প্রবীত’ করিয়া ইজাদি দেবগণকে  
কঠিন্তঃকরণে কহিলেন, সুরগণ ! আমি ত্রিবর্ণ সংস্থাপন ও লোকের  
উপকারার্থ বাক্যের সারস্বরূপ এই নীতিশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি। ইহা  
অধ্যয়ন করিলে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক লোক রক্ষা করিবার  
বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে। এই শাস্ত্র দ্বারা জগতের সমুদায় লোক দণ্ডপ্রভাবে  
পুরুষাথকললাভ করিতে সমর্থ হইবে। অতএব ইহার নাম দণ্ডনীতি  
হইল। মহাত্মা সকল এই নীতিসার শাস্ত্র সমাদর করিবেন। ধর্ম,  
অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় ইহাতে সবিশেষ বর্ণিত হইরাছে।

‘হে রাজনু! ভগবান্ পদ্মবোনি এইরূপে সেই লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতি-  
শাস্ত্র প্রণীত করিলে, বহুরূপধারী বিশালাক্ষ ভগবান্ ভবানীপতি প্রথমে  
উহা গ্রহণ করিলেন এবং প্রজাগণের আয়ুর অন্নতা জানিতে পারিয়া  
উহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর সেই ব্রহ্মকৃত নীতি-  
শাস্ত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া দশ সহস্র অধ্যায়ে পর্যাবসিত করিলে, সেই সংক্ষিপ্ত  
নীতিশাস্ত্র বৈশালাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। অনন্তর ভগবান্ গাক্ষাসিন  
ঐ শাস্ত্রকে পঞ্চ সহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া বাহুবল্লভ নাম  
প্রদান করিলেন। তৎপরে সুরগুরু বৃহস্পতি ঐ বাহুবল্লভ গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত  
করিয়া তিন সহস্র অধ্যায়ে কীর্তন করিয়া বাহীপত্য নাম দান করিলেন।  
পরিশেষে যোগপরায়ণ শুক্রাচার্য ঐ শাস্ত্রকে এক সহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে  
বর্ণন করিলেন। এই প্রকারে মহাত্মারা মর্তগণের আয়ুর অন্নতা জানিতে  
পারিয়া লোকের অনুরোধে সেই নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করিলে, সুরগণ  
ভগবান্ বিষ্ণুর সন্নিধানে গমন পূর্বক কহিলেন, ভগবনু! এক্ষণে অহুমতি  
করুন, মানবগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইবে? তখন ভগবান্  
নারায়ণ কিরণক্ষণ চিন্তা করিয়া বিরজা নামে এক মানস পুত্রের সৃষ্টি  
করিলেন; একত্ব সেই মহাত্মা পৃথিবীর আধিপত্য বাসনা না করিয়া  
সন্ন্যাসধর্মে আসক্ত হইগেন। তাহার কীর্তিমান নামে এক বিষয়বাস-  
নাপরিব্রজিত পুত্র হইয়াছিল। ‘কীর্তিমানের মহাত্মা কর্দ্দম নামে এক  
পুত্রের উৎপত্তি হয়।’ প্রজাপতি কর্দ্দম অনন্ নামে এক পুত্র উৎপাদন  
করিলেন। সেই মহাত্মা প্রজাপালনে তৎপর, সাধু ও দণ্ডনীতিবিশারদ

ছিলেন । তাঁহার অতিবল নামে এক পুত্র জন্মে । অতিবল পিতার পরলোকগমনের পর বিশাল রাজ্য লাভ করিয়া সাতিশয় ইন্দ্রিয়পরবশ হন । তাঁহার ঔরসে মৃত্যুর সুনীথা নামে মানসী কন্যার গর্ভে বেণের উৎপত্তি হয় । বেণ পিতার মৃত্যুর পর সমুদায় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অধর্মনিরত হইয়াছিলেন । ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ তাঁহাকে ক্রোধদ্বৈষপরিপূর্ণ ও অধর্মশীল দেখিয়া মন্ত্রপুত্র কুশদ্বারা তাঁহাকে বিনষ্ট করিলেন । অনন্তর তাঁহারা মন্ত্রবলে বেণের দক্ষিণ উরু ভেদ করাতে, তাহা হইতে এক ইন্দ্রাঙ্গ, ত্র্যলোচন ও দক্ষ কাষ্ঠের ন্যায় বিকৃত পুরুষ উৎপন্ন হইল । সেই পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র মহর্ষিগণ তাঁহাকে এই স্থানে নিষর হও বলিয়া অহুমতি করিলেন । তন্নিবন্ধনই সেই পুরুষের বংশসম্ভূত শৈল কানন ও বিদ্যাচলবাণী ক্রুরস্বভাব স্নেহগণ নিষাদনামে প্রখ্যাত হইয়াছে । তৎপরে মহর্ষিগণ বেণের দক্ষিণ হস্ত ভেদ করিলেন । তৎকালে সেই হস্ত হইতে এক খড়্গাকবচধারী শরশরাসন সম্পন্ন বেদবেদান্তবিশারদ দণ্ডনীতিপারদর্শী ধর্মুর্বেদবেত্তা পুরন্দরের ন্যায় পরম সুন্দর এক পুরুষ প্রোদ্বৃত হইলেন । তাঁহার নাম পৃথু ; পৃথু বেণ হইতে উৎপন্ন হইয়া কৃতান্তলিপুটে মহর্ষিগণকে কহিলেন, হে তপোধনগণ ! আমি ধর্ম্মার্থদখিনি অতি সুস্ব বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি । এক্ষণে আমি এই বুদ্ধিবলে কোন্ কার্যে অহুষ্ঠান করিব, তাহা আপনারা বিশেষরূপে আদেশ করুন । আপনারা আমাকে যে প্রকার অনুমতি করিবেন, আমি কিছুমাত্র পথ্যা-লোচনা না করিয়া তাহারই অহুষ্ঠান করিব ।

অনন্তর দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্ ! তুমি নির্ভয়চিত্তে ধর্ম্মের অহুষ্ঠান, প্রিয় ও অপ্রিয় পরিহার পূর্বক সর্ব জীবগণের প্রতি সমুভাবে দৃষ্টিপাত, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মান অতিক্রমে পরিহার, ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান, কায়মনোবাক্যে ভূমিস্থিত বেদানর্দিষ্ট ধর্ম্ম সম্যক্ প্রতিপালনের চেষ্টা এবং নিঃশকচিত্তে দণ্ডনীতিমূলক ধর্ম্ম নিয়ত প্রতিপালন কর । ব্রাহ্মণের প্রতি কখনই দণ্ডবিধান করিও না এবং লোকসকল নিরাকরণ করিতে বিশেষরূপে বহু করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হও । আর খেচ্ছামুক্তমে কোনক্রমে কোন কার্যের অহুষ্ঠান করিও না ।

• বেণতনয় দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ নিরত আমার নমস্যা হউন ! ঐ সময় দেবতা ও মহর্ষিগণ কহিলেন, রাজন্ ! ব্রাহ্মণগণ অবশ্যই তোমার নমস্যা হই-

হবন। অনন্তর মহাতপা গুজরাচার্য্য তাঁহার পুরোহিত, বাণবিদ্যা ও নারদভগবৎ তাঁহার মন্ত্রী, মহাতপা গর্গ তাঁহার জ্যোতিষিক হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু মহামতি পৃথুকে অষ্টম হৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দেশ করিলেন। তখন সূত ও মাগধ নামে তাঁহার দুই স্ততিপাঠক জন্ম গ্রহণ করিল। ইহার পূর্বে আর স্ততিপাঠকের সৃষ্টি হয় নাই। ঐ সময় মহারাজ পৃথু আনন্দিতচিত্তে সূতকে তন্যপ্রদেয় ও মাগধকে মগধ দেশ প্রদান করিলেন। মনঃস্বরবশতঃ পৃথিবী নিতান্ত উন্নতানত হইয়াছিল। মহামতি পৃথু ধনুছোট দ্বারা শিলাসমূহ উৎসারিত করিয়া উহার সমস্তা সম্পাদন করেন। তিনি ধরাতল সমতল করিবার নিমিত্ত যে সমুদয় শিলা অপসারিত করিয়াছিলেন, তদ্বারা পর্বতের সৃষ্টি হইয়াছে।

অনন্তর বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ মহারাজ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বসুমতী মূর্ত্তিমতী হইয়া নানাপ্রকার ধন রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইলেন। মহাসমুদ্র, হিমাচল ও দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে অক্ষয় ধন, সুমেরু পর্ব্বত রাশি রাশি সুবর্ণ এবং যক্ষ রাক্ষসদিগের অধিপতি কুবের তাঁহাকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নিক্সাহার্য্য প্রভৃত অর্থ প্রদান করিলেন। বেণতনয় চিত্তা করি এবং অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও মনুষ্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। তাঁহার রাজ্যকালে জরা, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মনঃপীড়ার কিছুমাত্র লক্ষণ ছিল না। তাঁহার শাসনপ্রভাবে তক্ষর ও সরীসৃপগণ হইল লোকের অণুমাত্র অপকার হইত না। তিনি সাগরযাত্রা করিলে, সমুদ্রের জল শুদ্ধ হইয়া রহিত; শৈল সকল তাঁহাকে পথ প্রদান করিত এবং কুত্রাপি তাঁহার আজ্ঞাভঙ্গ হইত না। তিনি যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগ প্রভৃতি জীবাশুদিগের ভক্ষণার্থ ধরণী হইতে সপ্তদশ প্রকার শস্য সমুৎপাদন করিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রভাবেই লোক সমুদায় ধর্ম্মশীল হইয়াছে। তিনি স্তপ্রণালীক্রমে প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়া রাজা উপাধি প্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মণদিগকে ক্ষত বা বিনাশ হইতে পরিভ্রাণ করাতে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এই প্রকারে এই অসংখ্যলোকপরিপূর্ণা বসুন্ধরা পৃথুর প্রভাবে ধর্ম্মে অবনত হইয়াছিল। সনাতন বিষ্ণু তোমাকে কেহ অভিক্রম করিতে পারিবে না বলিয়া বয়স পৃথুকে মর্যাদা প্রদান করিলেন। তৎকালিণ ভগবান্ বিষ্ণু তর্পণাবলী সেই মহামতি পৃথুর কলেবরে প্রবেশ করিয়া ছিলেন বলিয়াই অশ্বতের সমুদায় লোক তাঁহাকে দেব সমূহ জ্ঞান

কল্পত নমস্কার করে। হে ধর্মরাজ ! দণ্ডনীতির অমূল্য রাজ্য প্রাপ্ত-  
পালন করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য। রাজা স্থিরচিত্তে শুভকাৰ্য্যের অনু-  
ষ্ঠান করিলে, অবশ্যই শুভ ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। দৈবশুণ্ড প্রভাবেই  
প্রজাগণ নরপতির বশবর্তী হইয়া থাকে। পৃথুর রাজ্যপ্রাপ্তিকালে  
বিষ্ণুর ললাটি হইতে এক হিরণ্ময় পদ্ম সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ধর্মের ভাৰ্য্যা  
শ্রী সেই পদ্ম হইতে সমভূত হইল। ধর্ম ও শ্রী হইতে অর্থ সমুৎপন্ন এবং  
তৎপরে ধর্ম শ্রী ও অর্থ রাজ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বর্গীয় লোক পুণ্যাবসানে স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্বক দণ্ডনীতিবিশারদ রাজা  
হইয়া বিষ্ণুর অংশে অবনীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বহুদৈব নরপতিগণ  
বুদ্ধিমান ও মহাত্মাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। সুরগণ ভূপতিকে রাজ্যপদ  
প্রদান করেন বলিয়া কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না ;  
প্রত্যুত নকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকে। ভূতির পূর্বকৃত পুণ্য-  
প্রভাবেই অন্যান্য মনুষ্যাগণ তাঁহার সদৃশ হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়াও  
তাঁহার অনুমতি প্রতিপালন করে। যে ব্যক্তি ভূপতিকে প্রসন্নবদন অব-  
লোকন এবং ভাগ্যান্বান, ধনসম্পন্ন ও রূপবান বলিয়া জ্ঞান করে, নরপতি  
তাঁহার বশীভূত হন, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ ! দণ্ডদ্বারাই জনসমাজে নীতি ও ধর্মের প্রচার হই-  
য়াছে। ভগবান ব্রহ্মা নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়াছিলেন, তাঁহাতে পুরাণ-  
শাস্ত্র, মর্ষিগণের উৎপত্তি, তীর্থ ও নক্ষত্র সমুদায়, আশ্রমচতুষ্টয়, চারি  
হোম, বর্ণচতুষ্টয়, চারি বিদ্যা, ইতিহাস, বেদ, ন্যায়, তপস্যা, জ্ঞান,  
অহিংসা, সত্য, অসত্য, বুদ্ধিসেবা, দান, শৌচ, পূজাব্যকার, সর্কভূতানুকম্পা  
এবং ভূতল ও পাতালস্থিত অন্যান্য বিষয় সকল বর্ণিত হইয়াছে। পণ্ডিত-  
গণ ঐ গ্রন্থের অমূল্যস্বরেই নরদেবগণকে দেবতুল্য বলিয়া বর্ণন করেন।  
হে মহারাজ ! এই আমি তোমার প্রমোদস্বরে ভূপতিবৃত্তান্ত আদ্যো-  
পান্ত বর্ণন করিলাম।

## ষষ্ঠিতম অধ্যায় । ৬০ ।

হে জনমেজয় ! অনন্তরাজা যুধিষ্ঠির কৃতান্তলিপুটে মহাশয় ভাষকে  
অভিবাচন করিয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ ! সর্ক বর্ণের  
মধারণ ধর্ম কি ? চারি বর্ণের পৃথক পৃথক ধর্ম কি ? কোন বর্ণের

লোক কোন আশঙ্কিত অবলম্বন করিতে পারে ? রাজা এবং তাঁহার রাজ্য, পৌরবর্গ ও ভৃত্য সকল কি প্রকারে পরিবর্দ্ধিত হয় ? কি প্রকার কোষ, দত্ত, দুর্গ, মহার, অমাত্য, ঋত্বিক, পুরোহিত ও আচার্য্য পরিত্যাগ করা রাজার কর্তব্য ? বিপদ উপস্থিত হইলে, কোন কোন ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস করা বিধেয় এবং কোন স্থলেই বা স্থিরচিত্ত হওয়া আবশ্যিক ? সেই সমস্ত বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আমি ধর্ম্ম বাহুদেব এবং ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক শাশ্বত ধর্ম্ম সমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । ক্রোধ পরিত্যাগ, সত্য বাক্য প্রয়োগ, সম্যকরূপে অর্থ বিভাগ, ক্ষমা, স্বীয় ভাৰ্য্যাতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের ভরণ-পোষণ এই নয়টি সর্ব্ব বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম । এক্ষণে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বিশেষরূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর । ইন্দ্রিয় দমন ও বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম । শাস্ত্রপ্রকৃতি জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি অসংকার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া সংপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ধনোপার্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন, দান ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য বিধেয় । সাধু ব্যক্তিগণ ধন বিভাগ পূর্ব্বক ভোগ করাই কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । যাহা হউক, ব্রাহ্মণ অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচারসম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন ।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম । যাক্শা, যাজন বা অধ্যাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ । সত্তত দস্যবধে সমুদ্যত হওয়া ও রণস্থলে বাহুবীৰ্য্য প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য বিধেয় । যে সমুদয় ভূপাল যজ্ঞপরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও রণবিজয়ী হন, তাঁহারাই জনসমাজে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন ! যে ক্ষত্রিয় অক্ষত কলেবরে রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, বুধগণ কদাচ তাঁহাকে প্রশংসা করেন না । দস্যুসংহার ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য আর কিছুই নাই । দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ প্রভাবেই ভূপতিগণের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে ; অতএব ধর্ম্মার্থী রাজ্য ধন লাভ করিবার নিমিত্ত অবশ্যই সংগ্রাম করিবেন । নরপতি প্রজাদিগকে নিজ নিজ ধর্ম্মে অবস্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে যাহাতে শাস্তভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তদ্বিষয়ে যতবানু হইবেন । দুঃখিত অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, সদাচারপরায়ণ

হইয়া প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন ।

একণে বৈশ্যের ধর্ম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সত্বার দ্বারা ধন সঞ্চয় এবং পুত্রনির্কীর্ষণে পশুদিগকে প্রতিপালন করাই বৈশ্যের নিত্য ধর্ম । এতদ্বিহীন অন্য কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, বৈশ্যকে অধর্ম লিপ্ত হইতে হয় । ভগবান্ প্রজাপতি সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে মনুষ্যরক্ষা এবং বৈশ্যগণকে পশুপালনের ভার প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং বৈশ্য পশুগণকে প্রতিপালন করিলেই সুখী হইবে, সন্দেহ নাই । বৈশ্য কি প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিবে, তাহাও বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । বৈশ্য অন্যের ছত্র দেখুর রক্ষক হইলে একটীর দুগ্ধ, শত দেখুর রক্ষক হইলে সম্বৎসরে একটী গোমিথুন, অন্যের ধন গ্রহণ পূর্বক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে লব্ধ ধনের সপ্তম ভাগ এবং কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শস্যের সপ্তমাংশের একাংশ আপনার বেতন স্বরূপ গ্রহণ করিবে । বৈশ্যের পশুপালনবিষয়ে অনাদর প্রদর্শন করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে । আর বৈশ্য পশুপালনে অভিলাষী হইলে, উহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকে না ।

অনন্তর শূদ্রের ধর্ম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । ভগবান্ কমলধোনি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের দার্পী হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব বর্ণত্রয়ের পরিচর্যা করাই শূদ্রের উৎকৃষ্ট ধর্ম । ঐ ধর্ম প্রতিপালন করিলেই শূদ্র পরম সুখী হইতে পারে । শূদ্র অর্থসঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশবর্তী হইতে পারেন এবং ভগ্নবন্ধন তাহাকে পাপী হইতে হয় ; অতএব ভোগাভিলাষী হইয়া তাহার ধন সঞ্চয় করা কদাচ কর্তব্য নহে । কিন্তু শূদ্র ভূপতির অহুমতি-ক্রমে ধর্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করিতে পারে । একণে শূদ্রের ব্যবহার ও জীবিকা নির্বাহের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । চারি বর্ণের মধ্যে শূদ্রকে ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শয়ন, আসন, উপানয়নগণ, চামর ও বস্ত্র সমুদায় প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য । ঐ সমস্ত দ্রব্য শূদ্রের ধর্মলব্ধ ধন । ধর্মপরায়ণগণ কহিয়া থাকেন, শূদ্র শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, তাহাকে উহার জীবিকা নির্দিষ্ট করিতে হইবে । শূদ্র পরিচারক অপূত্রাবিহীন হইলে তাহার পিতৃদান এবং বৃদ্ধ ও বলহীন হইলে তাহার ভরণপোষণ করা প্রভূর অবশ্য কর্তব্য । বিপদ

সময়ে প্রভুকে পরিত্যাগ করা শূদ্রের কোনক্রমেই কর্তব্য নহে । প্রভুর যদি ধন ক্ষয় হয়, তাহা হইলে, শূদ্র আপনার পরিবারবর্গের ভরণপোষণাবশিষ্ট ধন দ্বারা তাঁহাকে প্রতিপালন করিবে । শূদ্রের ধনসঞ্চয় করিবার অধিকার নাই । তাহার যে ধন উদ্ধৃত থাকিবে, তাহা প্রভু গ্রহণ করিবেন । ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের যে সমুদায় যজ্ঞ বর্ণন করিয়াছি, ঐ সকল যজ্ঞে শূদ্রেরও অধিকার আছে ; কিন্তু স্বাহাকার, বঘট্কার ও মস্ত্রে উহার অধিকার নাই । অতএব শূদ্র স্বয়ং ব্রতী না হইয়া বৈশাদেব ও গ্রহশাস্তি প্রভৃতি ক্ষুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে । সেই যজ্ঞের দক্ষিণা পূর্ণপাত্র । এই প্রকার জনশ্রুতি আছে যে, পৈজবন নামে এক শূদ্র অমন্ত্রক ঐক্সাণবিধি অনুসারে এক লক্ষ পূর্ণপাত্র দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিল ।

সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে সর্ব প্রথমে শ্রদ্ধা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অবশ্য-কর্তব্য । শ্রদ্ধা মহাদেবতা স্বরূপ । উহা যজ্ঞ পরায়ণগণের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে । ব্রাহ্মণগণ পরম্পরের পরম দেবতা স্বরূপ । তাঁহারা নানা প্রকার মনোরথ সফল করিবার নিমিত্ত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও সকলকেই হিতকর উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন ; তন্নিবন্ধনই তাঁহারা দেবগণেরও দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । ক্ষত্রিয়প্রভৃতি তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; এই নিমিত্ত ঐ তিন বর্ণের স্বভাবতই সমস্ত যজ্ঞে অধিকার আছে । ঋক্, যজু ও সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণ দেবতার ন্যায় সকলের পূজা, আর যে ব্রাহ্মণ বেদবিহীন, তিনি ব্রহ্মার উপদ্রবস্বরূপ । সমুদয় বর্ণেরই মানসযজ্ঞে অধিকার আছে । শ্রদ্ধা মহাকারে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, দেবতা ও অন্যান্য জীবগণ সকলেই উহার অংশ গ্রহণ করিতে বাসনা করেন ; অতএব বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য । ব্রাহ্মণ তিন বর্ণেরই যজ্ঞ সম্পাদন করেন । ব্রাহ্মণ বৈশাসংসর্গী হইলেও তাঁহার তিন বর্ণের যজ্ঞ সম্পাদন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে । কলতঃ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্যদেব স্বরূপ । আর যখন ক্ষত্রিয়প্রভৃতি তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ঐ তিন বর্ণ ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিস্বরূপ । তদুনির্ণয় করিতে হইলে ঋক্, যজু ও সামবেদের প্রচারনিমিত্ত প্রথমে ব্রাহ্মণেরই সৃষ্টি হইয়াছে, উহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ।

বানপ্রস্থাত্মী মূর্খর্ষিগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিলে, পুরা-বিৎ পণ্ডিতগণ সে প্রকার কহিয়াছিলেন, শ্রবণ কর । জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ

হর্যোদয়ের পূর্বে বা পরে শ্রদ্ধা ও ধর্ম্মানুসারে ততশতন আর্হতি প্রদান করিবেন। শ্রদ্ধাই প্রধান যজ্ঞ। যজ্ঞ বহু প্রকার ও যজ্ঞের ফলও অসংখ্য। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানপ্রভাবে সেই সমস্ত অবগত ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইতে পারেন, তিনিই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার উপযুক্তপাত্র। লোকে চৌর্য্য প্রভৃতি পাপকার্য্যে অনুরক্ত হইয়াও যদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়া নির্দেশ করা যায় এবং মহর্ষিগণও তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! এক্ষণে ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত হইল যে, চারি বর্গই সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারেন। ত্রিভুবনमध्ये যজ্ঞের সদৃশ আর কিছুই নাই। অতএব মনুষ্য অস্বাভাবিক হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।

### একষষ্ঠিতম অধ্যায় । ৬১ ।

হে মহারাজ! অনন্তর আশ্রমচতুষ্টয় ও তৎসমুদায়ের কার্য্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য, গার্হস্থ ও ব্রহ্মচর্য্য এই চারিটি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে। আশ্রমজ্ঞানসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ প্রথমে উপনয়নাদি সংস্কার লাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ, অগ্ন্যাদি কার্য্য সম্পাদন, বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক কেবল ভার্গ্য্যার সহিত বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। ঐ আশ্রমে তিনি আরণ্যক শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া উর্দ্ধরেতা হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মচর্য্য লীন হইতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ বিজ্ঞত্ব লাভ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কার্য্য দ্বারা অনায়াসে উর্দ্ধরেতা হইতে সমর্থ হন; অতএব শ্রোক্ত ব্রাহ্মণের সকল কার্য্যানুষ্ঠান করা কর্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়াই মোক্ষলাভার্থে ভৈক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে। ঐ আশ্রমে তিনি স্তম্ভঃখরহিত, গৃহপরিবর্জিত, যদৃচ্ছালব্ধজীবী, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, ভোগবাসনাবিহীন, নির্বিকার ও পরিশেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপরীনিরত, অকুটিলহৃদয়, মিতাহারী, কৃতজ্ঞ, দেবানুরক্ত, সত্যপরায়ণ, শাস্ত্রপ্রকৃতি, অনুশংস, ক্ষমাশীল, দান্ত ও মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া বেদাধ্যয়ন, ভার্গ্য্যার ঋত্বয়জ্ঞ, অপত্যোৎপাদন, অপ্রমত্তচিত্তে হব্য কৰ্ম্ম সমাপন, নিরন্তর বিজগৎকে অন্ন প্রদান, আশ্রমে



ধন দান ও অন্যান্য বেদনির্দিষ্ট কার্যের অনুষ্ঠান করিলেই তাঁহার গাহস্থি ধর্ম প্রতিপালন করা হয়। মহামুণ্ডব মহর্ষিগণ কহেন যে, নারায়ণ কহিয়া গিয়াছেন, লোকে সত্যবাক্য প্রদোষ, সরল ব্যবহার, অতিথি সেবা, ধর্মার্থ উপার্জন ও ধর্মপত্নীর প্রতি অমুরাগ প্রদর্শন করিলে, উভয় লোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে গাহস্থি ব্যক্তির পুত্র কলত্রদিগের ভরণপোষণ ও বেদাধ্যয়ন করা সর্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্রাহ্মণ এই প্রকার নিয়মানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি সংকার্য সমাসক্ত হইয়া গাহস্থি ধর্ম প্রতিপালন করেন, তিনি সুরলোকে গমন পূর্বক বিশুদ্ধ ফল ভোগ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার অভিলাষানুরূপ দ্রব্য সমূহ অক্ষয় ও বশবর্তী হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ দৌকিত, জিতেশ্রিয় ও পক্ষপাতবিহীন হইয়া সুরগণের স্মরণ, বস্ত্র ভূষণ, এক আচার্যের শুক্রবা, গুরুকে নমস্কার, বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন, প্রাণায়ামাদি ষট্কার্য সমাধান, সমুদায় বাসনা পরিহার এবং ধর্মদেবিগণের সংসর্গ পরিত্যাগ পরিতে পারেন, তিনি যথার্থই ব্রহ্মচারী হন।

### দ্বিযুক্তিতম অধ্যায় । ৬২ ।

ধর্মরাজ কহিলেন, হে পিতামহ ! মহিষ জনগণের সুখকর, হিংসার পরিবর্জিত, সাধুসন্মত, মঙ্গলজনক ধর্ম সমুদয় বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! ব্রহ্মচার্য প্রভৃতি চারি আশ্রম ব্রাহ্মণের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। কত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ ও ব্রাহ্মণগণের দৃষ্টান্তানুসারেই বানপ্রস্থাদি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। আমি পূর্বে কত্রিয়দিগের যুক্ত প্রভৃতি যে সমুদায় স্বর্গলাভজনক প্রধান প্রধান কার্য বর্ণন করিয়াছি, তৎসমস্তই কত্রিয়ের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের কার্যানুষ্ঠান করিলে, তাঁহাকে ইহলোকে নিন্দিত, পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অসং কার্যে ব্যাপ্ত থাকিলে, লোকে তাঁহাকে দাস, কুকুর, বৃক ও পশুর ন্যায় অবজ্ঞা করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ আশ্রমচ্যুতেরই প্রাণায়ামাদি ষট্কার্যে আসক্ত, ধর্মশীল, জিতেশ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা, তপোানুষ্ঠাননিরত ও অতি বদান্য হন, তিনি সুরলোকে গমন করিতে পারেন। যে ব্যক্তি যে প্রদেশে যেকোন সংসর্গে বাদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি সেই

অঙ্গশে তদ্রূপ সংসর্গে কলমুখারী কার্যের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় ।  
এতদ্বিবন্ধনই বুদ্ধি, কৃষি, বাণিজ্য ও মৃগয়া প্রভৃতি কার্য্য • বেদাধ্যয়নের  
সদৃশ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । মনুষ্যাগণ কালের বশবর্তী হই-  
য়াই উত্তম মধ্যম ও অধম কার্য্যের অনুষ্ঠান করে । পুণ্য লোকের  
শ্রেয়স্কর ; কিন্তু উহা অবিনশ্বর নহে । বাহ্য হউক, মনুষ্য নিজ কার্য্যে  
আসক্ত হইলেই উত্তর লোকে মুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় ।

-•••-

### ত্রিষক্টিতম অধ্যায় । ৬৩ ।

হে মহারাজ ! জ্যাকর্ষণ, বৈরনির্ঘাতন, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও  
অর্থোপার্জনের জন্য অন্যের উপাসনা করা ব্রাহ্মণের কদাচ কৰ্ত্তব্য  
নহে । বিধান ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন ও প্রাণায়ামাদি ষট্ কার্য্যের  
অনুষ্ঠান পূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপাদনে কৃতকার্য্য হইয়া বনবাস আশ্রয়  
করিবেন । রাজসেবা, কৃষি, বাণিজ্য, কুটিলতা, লাল্পতা ও কুসীদ-  
গ্রহণ পরিহার করা ব্রাহ্মণের অবশ্য বিধেয় । • যে সকল ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম  
পরিত্যাগ পূর্ব্বক হুচরিত্র হইয়া শূদ্রাগমন, নৃত্য ও গ্রামদোতা প্রভৃতি  
পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তাহারা বেদাধ্যয়ন করুন বা না করুন,  
তাহাদিগকে শূদ্র তুল্য বোধ করত শূদ্রপংক্তির মধ্যে ভোজন প্রদান ও  
বেদকার্য্যের অনুষ্ঠানসময়ে পরিত্যাগ করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য । নিয়ম-  
বর্জিত, অজ্ঞ, ক্রুর, হিংস্রস্বভাব ও স্বধর্ম্মতাগী ব্রাহ্মণকে হব্যকবচাদি  
প্রদান করিলে, কোন ফলই লাভ হয় না । দম, শৌচ ও সরলতা  
ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম । কমলযোনি ব্রহ্মা সর্ব্বাণ্ড্রে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি  
করিয়াছেন ; তদ্বিবন্ধন উহাদিগের সকল আশ্রমেই অধিকার আছে !  
দান্ত, গোমপায়ী, সংস্রভাব, দরাসীল, সহিকু, লোভবিহীন, সরলহৃদয়  
শান্তপ্রকৃতি, অনুশংস ও ক্ষমারানু ব্রাহ্মণকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলা যায় ।  
পাপপরায়ণ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না । লোকে শূদ্র, বৈশ্য ও  
ক্షত্রিয়ের সাহায্য দ্বারাই ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে ; অতএব উক্ত বর্ণত্রয়  
শান্তিধর্ম্মাবলম্বী না হইলে, কোনক্রমেই বিষ্ণুর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে  
পারে না । বিষ্ণু প্রসন্ন না হইলে, বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম, বেদ, যাগযজ্ঞ  
প্রভৃতি ক্রিয়া সমুদায় ও আশ্রম ধর্ম্ম সমস্তই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে ।  
একণে যে নরপতি স্বীয় রাজ্যস্থিত ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রদিগকে

সমুচিত আশ্রম ধর্ম্মে সংস্থাপন করিতে বাসনা করেন, তাঁহার অবশ্য জ্ঞাতব্য ধর্ম্ম সমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । যে শূদ্র স্বীয় শারীরিক শক্তানুসারে বহুকাল বর্ণত্রয়ের সেবা, অপত্যোৎপাদন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সদাচার দ্বারা তিন বর্ণের সমকালান্ত ও পুরাণশ্রবণদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে অভিলাষী হয়, সে ভূপতির অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার মূল আশ্রম অবলম্বন করিতে পারে ; অতএব স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরও ভৈক্ষ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অধিকার আছে । কৃতকাৰ্য্য পরিণতবয়সী বৈশ্যও ভূপতির অনুমতিক্রমে আশ্রমাস্তর গ্রহণ করিতে পারে । ভূপতি বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন, গোমরগপান, রাজহর, অশ্বমেধ প্রভৃতি নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, বেদাধ্যয়ন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাদান সংগ্রামে স্রল লাভ, স্বীয় পুত্রকে কিম্বা অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্ম্য অভিষেক এবং যত্ন সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সুরগণের, ঐশ্বাদি দ্বারা পিতৃগণের ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া পরিশেষে আশ্রমাস্তরের গমন করিতে বাসনা করেন । তিনি আনুপুঙ্কিক সমুদায় অশ্রমে গমন করত সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন । নরপতি গৃহস্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষি হইয়া আগম্যার জীবন রক্ষার্থ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পাবেন । ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা কাম্য ধর্ম্ম ; নিত্য ধর্ম্ম নহে ।

মানবগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়বর্গই উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকুক । বেদে নির্দিষ্ট আছে যে, অন্য বর্ণত্রয়ের বাবতীয় ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম সমুদায়ই রাজধর্ম্মের আয়ত্ত । যে রূপ সমস্ত জীবের পদচিহ্ন, হস্তের পদাচিহ্নে বিলান হইয়া যায়, সেই রূপ সমুদায় ধর্ম্মই রাজধর্ম্মে লীন রহিয়াছে । ধর্ম্মাবশ্যরূপ পণ্ডিতেরা অন্যান্য ধর্ম্মকে অলঙ্করণ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মকে আশ্রমের সারভূত ও কুলের একমাত্র নিদান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । ফলতঃ রাজধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সারভূত । রাজধর্ম্মবলেই সমস্ত লোক প্রতিপালিত হইয়া থাকে । দণ্ডনীতি না থাকিলে, বেদ ও সমস্ত ধর্ম্ম এককালে বিনষ্ট হইয়া যাইত । ত্যাগ, দীক্ষা, লোকাচার ও বিদ্যা সমুদয় রাজধর্ম্মেই নির্দিষ্ট রহিয়াছে । রাজধর্ম্মের আবর্ত্তাবনা থাকিলে, কেহ আর আগম্যার ধর্ম্মের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করেন না ।

চতুঃষষ্ঠিতম অধ্যায় । ৬৪ ।

হে পাণ্ডবগণ্য ! আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম, যতিধর্ম, লোকাচার প্রথা ও কার্য সকল ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রভাবেই জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ ধর্মের প্রাচুর্য্যাবেই প্রজাগণ নিরাপদে কালাতিপাত করিতেছে। আশ্রমবাসিগণের ধর্ম নানীপ্রকার ও অপ্রত্যক্ষ। কতকগুলি লোক বিকল্প শাস্ত্র দ্বারা সেই শাস্ত্র ধর্মের যথার্থ মর্ম ও বিপরীত করিয়া থাকেন এবং অনেকে ধর্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে নিতান্ত হস্তবুদ্ধি হইয়া পড়েন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম সুখহৃষিষ্ঠ, অকপট ও সকল লোকের হিতজনক। রাজধর্ম গৃহস্থধর্মের ন্যায় ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের ধর্মসাধনের প্রধান কারণ। আমি পূর্বেই কহিয়াছি যে, অনেক মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি রাজধর্ম উৎকৃষ্ট কি আশ্রম ধর্ম উৎকৃষ্ট ইহা নির্ণয় করিবার মানসে ভূতেশ্বর নারায়ণের সম্মিথানে উপনীত হইয়াছিলেন। ভগবান্ প্রজাপতি কর্তৃক সন্মীপ্রে স্টে সাধ্যা, সিদ্ধ, বহু, ব্রহ্ম, বিশ্বেদেব ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণ ক্ষত্রিয়ধর্মামুসারে অবস্থিত করিতেছেন।

হে ধর্মরাজ ! পূর্বে দানবগণের প্রাচুর্য্যাবশতঃ সুমুদার উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় মহাবলশালী মহামতি মাক্ষাতা রাজ্যপদে অভিষিক্ত হইলেন। সেই মহাত্মা জন্মমৃত্যুপরিবর্জিত পরম পিতা নারায়ণকে দর্শন করিবার বাসনার এক যজ্ঞাহুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিসহকারে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ পুরন্দরের রূপ ধারণ করিয়া সেই যজ্ঞস্থলে মাক্ষাতাকে দর্শন প্রদান করিলেন। মহাত্মা মানম্বাতাও ইন্দ্ররূপী নারায়ণকে সন্দর্শন পূর্ব্বক পরমানন্দিত চিত্তে অন্যান্য ভূপালগণের সহিত তাঁহার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময়, মহারাজ মাক্ষাতা ও ইন্দ্ররূপী নারায়ণ বিষ্ণুর উদ্দেশে যে প্রকার কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্ ! তুমি কি নিমিত্ত বুধা সেই অগ্রমের অমিত-পরাক্রমশালী দেবাদিদেব নারায়ণকে সন্দর্শন করিবার বাসনা করিতেছ ? আমি এতাবৎকাল তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই নাই এবং ব্রহ্মাও তাঁহাকে দর্শন করিতে গান নাই। তুমি ভুলোকের অধিপতি ; অতএব তোমার আর যে কোন বাসনা থাকে, প্রার্থনা কর ; আমি সত্বরে তাহা সকল করিব। তুমি শান্তিগুণীশ্বরী, ধর্মপরাশর্য

জিতেজিহ্ব মহারলশালী, সুরগণের প্রতি হৃদ ভক্তিসম্পন্ন এবং প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিপ্রভাবে সর্বোৎকৃষ্ট ; এতদ্বিবন্ধন আমি তোমাকে বিমুদর্শন ব্যক্তিরূপে অভিষ্ট বর প্রদানে উদ্যত আছি।

মাক্রাতা কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনার চরণে প্রণিপাত পূর্বক প্রসন্ন করিয়া কহিতেছি, আমার সেই আদিদেবের দর্শন লাভ ব্যতীত আর অন্য কোন বাসনাই নাই। অতঃপর আমি ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্বক ধর্ম্মশীল হইয়া সম্বরেই অরণ্যে গমন করিব। অরণ্যেই সাধুজনসেবিত উৎকৃষ্ট পথ। আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে দিব্য লোক সমুদয় অধিকার ও বিপুল যশোলাভ করিয়াছি ; কিন্তু সেই আদিদেব হইতে যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হই নাই।

ইহু কহিলেন, রাজন্ ! যে ক্ষত্রিয় রাজা নহে, সে অনায়াসে সমগ্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয় না। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আদিদেব হইতে সর্ব প্রথমেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মের পশ্চাৎ অন্যান্য ধর্ম্মের স্রষ্টি হয়। ধর্ম্ম বহুবিধ এবং উহাদের ফলও বিনম্বর। বাহ্য হউক, সমুদায় ধর্ম্মই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আয়ত্ত ; এতদ্বিবন্ধন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সর্ব ধর্ম্মোপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পূর্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে শত্রুসংহার পূর্বক দেবতা ও মহর্ষিদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি সেই অশ্রমেয় পুরুষ শত্রুদিগকে সংহার না করিতেন, তাহা হইলে কি ব্রাহ্মণ, কি ব্রহ্মা, কি আদি ধর্ম্ম, কি অন্যান্য ধর্ম্ম কিছুই রহিত না। যদি সেই দেবাদিদেব বিক্রম প্রকাশ করিয়া অসুরগণকে পরাজয় না করিতেন, তাহা হইলে চারি বর্ণ ও আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সমুদয় বিনষ্ট হইয়া বাটত। ধর্ম্ম সকল উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল ; শাস্ত্রত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মই সেই সমস্ত পুনর্কার সুপ্রচার করিয়াছে। ঐ ধর্ম্মের প্রভাবেই প্রতিযুগে আদিধর্ম্ম বদ্ধমূল হইয়া থাকে। সংগ্রামমৃত্যু, সকলের প্রতি দয়া, লোকজ্ঞান, লোকপালন, বিপদ হইতে পরিজ্ঞান এই সমুদায় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রভাবেই লোকসমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। মর্যাদাবিহীন, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ, ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তিগণ রাজভরে অভিভূত হইয়াই পাপানুষ্ঠান করিতে পরাভূত হইয়া থাকে এবং সর্বাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভূপতির শালনপ্রভাবেই নিরাপদে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন। লোক সমুদায় রাজগণ কর্তৃক রাজধর্ম্মানুসারে সুতর্নিক্রিণেবে প্রতিপালিত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করে, সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সমুদায়

ধর্ম্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অবিনশ্বর। উহার প্রভাবে সমস্তই সুস্থ হইতে পারে।

—\*—

### পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় । ৬৫ ।

ইহু কহিলেন, রাজন! অসামান্য প্রভাব সম্পন্ন ক্ষত্রিয়ধর্ম সর্ব-  
ধর্ম্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। লোকের হিতানুষ্ঠাননিরত উদারচরিত্র ভবাদৃশ  
লোকেরাই ঐ ধর্ম প্রতিপালন করিতে পারেন। ঐ ধর্ম অধর্ম্মিকের  
হস্তে নিপতিত হইলে, জনক্ষয়রূপ অনিষ্ট ফল উৎপাদন করিয়া থাকে।  
ভূমির উর্বরত্ব সম্পাদন, রাজস্ব, অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, ভিক্ষাবৃত্তিতে  
অনান্য প্রদর্শন, প্রজাপালন ও সংগ্রামে তমুত্যাগ করাই পরম দয়ালু  
ভূপতির উৎকৃষ্ট ধর্ম; মহর্ষিগণ ত্যাগকেই প্রধান ধর্ম বলিয়া গণনা  
করিয়া থাকেন। রাজগণ সমরাসনে সর্বোৎকৃষ্ট কলেবর পরিত্যাগ  
করিতেও পরাভূত হন না। তাঁহারা শত্রুজ্ঞান, গুরুভ্রষ্টা ও পরম্প-  
রের বধসাধন দ্বারা রাজধর্ম প্রতিপালন করেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম লাভার্থী  
হইয়া গার্হস্থ আশ্রম আশ্রয় করিবে। সামান্য কার্যের বিচার আরম্ভ  
হইলেও পক্ষপাত পরিত্যাগ, চারি বর্ণের ধর্মসংস্থাপন, সুপ্রণালীক্রমে  
প্রতিপালন এবং শ্রেষ্ঠ উপায়, নিয়ম ও পুরুষকার অবলম্বন করিয়া  
অতি যত্ন পূর্বক রাজধর্ম রক্ষা করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য। সমুদায়  
ধর্ম অপেক্ষা ক্ষত্রিয় ধর্মই সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। যে স্বীয় ধর্ম প্রতিপালন  
করিতে বিমুখ হইয়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করে, তাহার সেই ধর্ম্যানু-  
ষ্ঠান অধর্ম্যানুষ্ঠানের তুল্য হইয়া উঠে। উচ্ছ্রাবল, অর্থাকাজী ও  
গণসদৃশ মনুষ্যাগণ ক্ষত্রিয় ধর্মবলেই নীতি শিক্ষা করে। কাগযজাদি  
কার্যের অনুষ্ঠান ও আশ্রম ধর্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য বিষয়।  
যিনি উহার বিপরীত কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে শত্রুর ন্যায়  
শত্রুদ্বারা সংহার করা অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মণই আশ্রমধর্ম ও বেদধর্ম  
প্রতিপালন করিবেন। ইহাতে অন্য জাতির হত্যাগণ করা কদাচ কর্তব্য  
নহে। ব্রাহ্মণ কোনক্রমেই স্বধর্মত্যাগী হইবেন না। ব্রাহ্মণের কার্য-  
প্রভাবই ধর্ম পরিবর্তিত হইয়া থাকে; অতএব ব্রাহ্মণ ধর্মস্বরূপ। যে  
ব্রাহ্মণ স্বধর্মত্যাগী হন, তাঁহাকে সম্মান ও বিশ্বাস করা কোনক্রমেই  
বিবেচ্য নহে। হে অধর্ম্মরাজ! যে সমুদায় ধর্ম বর্ণন করিলাম, সেই  
মূল্যের মধ্যে রাজধর্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মাক্কাতা কহিলেন, হে পুরন্দর ! আপনি আমাদিগের পরম বন্ধু । যবন, কিরাত, গাক্কার, চীন, শবর, বর্কর, শক, তুহার, বৃহ, পুলব, চাক্র, মজক, পৌণ্ড, পুলিন্দ, রমঠ, কাশ্যাজ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে সমুৎপন্ন বৈশ্য ও শূদ্রগণ কি প্রকার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে এবং আম-  
রাই বা সেই দম্ভাদিগকে কি প্রকারে স্বধর্ম্মে অবস্থাপিত করিব, উহা  
আপনার সুখে শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, অতএব তাহা  
বর্ণন করুন ।

ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্ ! দম্ভারা যাহাতে পিতা মাতা, আচার্য্য, গুরু  
ও ভূপতির সেবা, বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন, যথাসময়ে পিতৃযজ্ঞের অমু-  
ষ্ঠান, কৃপাদি ধনন, ব্রাহ্মণদিগের শয়নীর প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রদান,  
হিংসা ক্রোধ পরিত্যাগ, সত্য প্রতিপালন, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ, দ্রোহ  
পরিত্যাগ, বিদ্রুদ্ধ ব্যবহার, উন্নতিলাভ বাসনা, ব্রাহ্মণদিগকে সমুদায়  
যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান ও পাকযজ্ঞের উদ্দেশে ধন দান করে, তদ্বিষয়ে  
বহুবান্ তত্ত্বা নরপতির অবশ্য কর্তব্য । পূর্বে অন্যান্য লোকের যে  
সমুদায় কর্ম্ম কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, দম্ভাবর্ণেরও সেই সমস্ত  
কার্য্যলীক অমুষ্ঠান করা বিধেয় ।

মাক্কাতা কহিলেন, দেবরাজ ! দম্ভারা বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টয়ের  
মধ্যে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছে । ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্ ! দণ্ডনীতি  
ও রাজধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে, জীবগণ ভূপতির দোষাত্ম্যবশতঃ নিত্যস্ত  
বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে । সত্যযুগ অতীত হইলে, অসংখ্য লোক ছদ্মবেশধারী  
হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং কাম ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া  
ধর্ম্মবাক্যশ্রবণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুপথগামী হইবে । যখন মহাত্মারা দণ্ড-  
নীতিপ্রভাবে পাপ নিবারণ করেন, তখন নিত্যধর্ম্ম অবিচলিতভাবে অব-  
স্থিতি করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি সর্বলোককল্লুর ভূপতির অবমাননা করে,  
তাহার দান, হোম ও ব্রাহ্মের কিছুমাত্র ফল লাভ হয় না । দেবগণও  
ধর্ম্মশীল ভূপতির অপমান করেন না । ভগবান্ ব্রহ্মা সমস্ত জগতের  
স্রষ্টা করিয়া ক্ষত্রিয়ের প্রতি ধর্ম্মরক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছেন । ক্ষত্রিয়-  
গণ বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্মের প্রতি অবগত হইতে পারেন ; অতএব উহারা  
আমার মাননীয় ও পূজনীয় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! ইন্দ্রকপী ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা কহিয়া  
দেবগণ সমস্তিযাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতি  
উৎকৃষ্ট । অতএব ধর্ম্মশ্রুত ক্ষত্রিয়কে অবমাননা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত

মহে । যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনাদর করিয়া কৃকার্যে প্রবৃত্ত ও শূঁক্যার্থের অনুষ্ঠানে পরাশ্রয় গ্রহণ, সে অচিরে পশ্চিমধ্যস্থিত অন্ধের ন্যায় বিপদাগ্নি হইয়া থাকে । হে ধর্মরাজ ! তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিলক্ষণ নিপুণ ; অতএব পূর্বপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে চেষ্টা কর ।



### ষট্‌ষষ্ঠিতম অধ্যায় । ৬৬ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ ! আপনি প্রথমে আশ্রমচতুষ্টয়ের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, এক্ষণে সেই সকল বিস্তার পূর্বক বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! তুমি আমার ন্যায় সাধুসম্মত ধর্ম্ম সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছ । এক্ষণে নরপতি যে প্রকার আচারসম্পন্ন হইলে, যে আশ্রমের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন, তাহা শ্রবণ কর । অন্যান্য মানবগণ আশ্রমচতুষ্টয় অবলম্বন পূর্বক বিবিধবিধিত ধর্ম্মক্যার্থের অনুষ্ঠান করিয়া যে সমুদায় ফল লাভ করিয়া থাকে, রাজধর্ম্মপরায়ণ ভূপতিও সেই সকল ফল লাভ করিতে সমর্থ হন । যে নরপতি স্বেচ্ছাচারপরিসংকীর্ণ, বিবেচনাবিহীন ও সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া উপযুক্ত ন্যক্তিগণকে ভোজ্য দ্রব্যের অংশ প্রদান ও পূজ্য ব্যক্তির অর্চনা করেন, তিনি ব্রহ্মচার্য্যপ্রমের ফল লাভ করিতে পায়েন । যিনি জ্ঞানবান্, ভ্যাগশীল, নিঃস্বার্থগ্রহপরায়ণ, সদাচারসম্পন্ন ও বীরপ্রকৃতি, তিনি গৃহস্থপ্রমের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন । যিনি জ্ঞাতি, সখ্যকী ও মিত্রগণকে বিপদ হইতে পরিজ্ঞান করেন, তিনি বানপ্রস্থপ্রমের ফল লাভ করেন । যিনি প্রধান প্রধান লোক ও সম্মানীয়ভূতি ধর্ম্মপরায়ণদিগকে বারংবার সংস্কার, আত্মিক কার্য্য, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধন-দ্বারা অতিথির সংস্কারসাধন এবং লোকসেবার্থ বনোদযি আহরণ করেন, তিনি আরণ্যক আশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন । যে নরপতি স্বরাজ্য প্রতিপালন, সমুদায় জীবের রক্ষা বিধান ও নানাপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সম্রাটপ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন । যিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানের আত্মিক, অগ্নি ও দেবগণের পূজা করেন, তিনি ধর্ম্মপ্রমের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন । যে ভূপতি জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সতত বেদ



ধ্যান, কৰ্মাবলম্বন, আচার্য্যের অর্চনা ও সকলের সহিত সন্মিলন ব্যবহার  
 করেন, তিনি ব্রাহ্মণ্যের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি বানপ্রস্তু  
 ত্রিবেদী ব্রাহ্মণদিগকে প্রার্থনাস্থিক ধন দান করেন, তিনি আরণ্যক আশ্র-  
 মের ফল লাভে সমর্থ হন। যিনি সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ এবং  
 অনুশংস ব্যবহার করেন, তিনি সমুদায় পুণ্যের ফল লাভে সমর্থ হন।  
 যে ভূপতি শত্রুসমাক্রান্ত ও শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান, স্থাবরজ-  
 ন্মায়ক ভূত সমুদায়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথোচিত উপ-  
 চারে অর্চনা করেন, তিনি গৃহস্থাত্মের ফল লাভ করিতে পারেন।  
 জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র ও নপুংগণের প্রতি নিগ্রহ ও  
 অনুগ্রহ প্রদর্শনই নরপতির গৃহস্থ ধর্ম ও উৎকৃষ্ট তপস্যা। যে ভূপতি  
 সচ্চরিত্র পৃথ্বীর ব্যক্তিগণের প্রতিপালন ও আপনার নিকেতনে আশ্র-  
 মহ ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য প্রদান করেন, তিনি গৃহস্থাত্মের ফল লাভ  
 করিতে পারেন। যে নরপতি বিধাতৃনির্দিষ্ট ধর্ম্মে যথার্থরূপে অবস্থান  
 করেন, তিনি সমুদায় আশ্রমের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি গুণ-  
 গ্রামবিহীন না হন, তাহাকেই যথার্থ আশ্রমী বলিয়া নির্দেশ করা যায়।  
 যিনি সম্যকরূপে স্থান, কুল ও বরসের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন, তিনি  
 সমুদায় আশ্রমবাসের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। ভূপতি দেশধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম  
 প্রতিপালন করিলে, সকল আশ্রমের ভলভাগী হন। যিনি যথাসময়ে  
 সাধু ব্যক্তিগণকে ঐশ্বর্য্য ও উপহার প্রদান এবং দশ ধর্ম্মপরামর্শ হইয়া  
 সমুদায় লোকের ধর্ম্ম রক্ষা করেন, তিনিই আশ্রমবাসের উপযুক্ত পাত্র।  
 প্রজাগণ সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া যে ধর্ম্মোপার্জন করে, নর-  
 পতি তাহার অংশভাগী হন এবং তাহার সুশৃঙ্খলরূপে প্রতিপালিত না  
 হইয়া যে অধর্ম্ম সঞ্চর করে, ভূপতিকে সেই অধর্ম্মেরও ফল ভোগ করিতে  
 হয়। যে সমুদায় লোক রাজার সহায়, তাহারও প্রজাদিগের ধর্ম্ম-  
 ধর্ম্মের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ সর্ব্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা গাহস্থ  
 ধর্ম্ম অতি পবিত্র বলিয়া অঙ্গীকার করেন। আমরা সেই ধর্ম্মেরই সেবা  
 করি। যে নরপতি সমস্ত জীবকে আপনার ন্যায় বোধ এবং ক্রোধ  
 পরিহার পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধান করিয়া থাকে, তিনি ইহলোকে  
 ও পরলোকে সুখ ভোগ করেন। রাজধর্ম্মরূপ নোঙ্ক ভাগ্যরূপ অনিষ্ট  
 ও সফলরূপ নাবিক দ্বারা পরিচালিত এবং ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রাজ্যদ্বারা সংরক্ষিত  
 হইয়া ধর্ম্মশীল ভূপতিকে উদ্ধার করিয়া থাকে। নরপতি যখন সমুদায়  
 বিশ্বরবাণনা পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি কেবল বুদ্ধিকে অবলম্বন করি

রাই তুমলাতে সমর্থ হন। হে মহারাজ ! তুমি সুপ্রসন্ন চিত্তে লোভাদি পরিত্যক্ত হইয়া প্রজাপালনে ব্রতবান্ হও ; তাহা হইলেই ধর্মোপার্জন করিতে পারিবে। এক্ষণে বেদাধ্যয়ননিরত সদাচারগম্ভীর ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লোকদিগকে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই তোমার অবশ্য কর্তব্য। লোকে বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম অবলম্বন পূর্বক যে ধর্ম উপা-  
র্জন করে, রাজা সুপ্রণালীক্রমে প্রজাদিগকে পালন করিলে, তাহার শতগুণ ধর্ম লাভে সমর্থ হন। হে মহারাজ ! আমি এই তোমার সমক্ষে বহুবিধ ধর্ম বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তুমি ঐ সকল পূর্বপুরুষ-  
পরম্পরাপ্রচলিত নিত্য ধর্ম প্রতিপালন কর। ধর্মালুসারে প্রজাপালন করিতে পারিলেই তুমি চারি বর্গ ও চারি আশ্রমের ধর্ম লাভ করিবে।

- ৩৩ -

### সপ্তযুক্তিতম অধ্যায় । ৬৭ ।

ধর্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! আপনি আশ্রমচতুষ্টয় ও বর্গচতুষ্টয়ের কর্তব্য কর্ম বর্ণন করিলেন ; এক্ষণে রাজ্যের হিতসাধনার্থ যাহা কর্তব্য, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! সর্বপ্রথমে রাজ্যমধ্যে রাজাকে অভিষিক্ত করাই উত্তম কর্ম। রাজ্য অরাজক ও বলহীন হইলেই দীক্ষাগণ উহা আক্রমণ করিয়া থাকে। উহাতে ধর্ম ক্ষণকালও অবস্থিতি করেন না এবং প্রজাবর্গ পরস্পরের মাংস ভোজন করিতে সমুদাত হয়। শাস্ত্রে ভূগতি ইন্দ্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ; অতএব উদয়োদ্যুধ হইবার অভিলাষ করিলে, রাজাকে ইন্দ্রের ন্যায় অর্চনা করা বিধেয়। অরাজক রাজ্যমধ্যে জ্ঞতাশন ইবি গ্রহণ করেন না। আমার মতে অরাজক রাজ্যে বাস করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। অরাজকতা অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। যদি কোন বলবান্ ব্যক্তি অরাজক রাজ্যে আগমন পূর্বক উহা গ্রহণাভিলাষে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন পূর্বক সম্মানিত করা প্রজাবর্গের অবশ্য কর্তব্য ; কারণ, ঐ বলবান্ ব্যক্তি প্রজাগণ কর্তৃক সম্মানিত হইলে, তৎস্বাধারণ দ্বারা উহার মঙ্গলবিধান করিতে পারে। আর যদি প্রজাগণ উহাকে সম্মান না করে, তাহা হইলে, সে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চর হই এককালে সমুদায় নিঃশেষিত করিয়া ফেলে। অতএব একপ্রাণ

স্থলে মূর্খ্য। অবলম্বন করাই প্রজাবর্গের অবশ্য কর্তব্য। দেখ, যে গাভীকে ক্রেশে দোহন করিতে হয়, সে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিয়া থাকে আর যাহাকে সুখে দোহন করা যায়, সে কিছুমাত্র ক্রেশ ভোগ করে না। যে দ্রব্য আপনি প্রণত হইয়া থাকে, তাহাকে তাপিত এবং সে বৃক্ষ আপনি অবনত হয়, তাহাকে অণুমাত্র কষ্টপ্রাপ্ত হইতে হয় না। অতএব বলবানের নিকট প্রণত হওয়ারই কর্তব্য। বলবান ব্যক্তিকে প্রণাম করিলে, দেবরাজকে নমস্কার করা হয়।

কলাগার্থী ব্যক্তিগণের পক্ষে এক জনকে রাজপদে অভিষেক করাই কর্তব্য। রাজ্য অরাজক হইলে, কেহই নিরাপদে জীমন্তোগ ও ধন উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। তৎকালে পাপিষ্ঠগণ অন্যের ধন অপহরণ করিয়া পরম আনন্দিত হয়; কিন্তু যখন অপরাধীর ব্যক্তিগণ তাহার ধন অপহরণ করেন, তখন সে রাজার সাহায্য লাভ করিতে অভিলাষী হয়। অতএব অরাজক রাজ্যে পাপিষ্ঠেরাও সুখী হইতে পারে না। ঐ সময় দুই জন পাপিষ্ঠ একত্র সমবেত হইয়া এক ব্যক্তির এবং বহুলোক একত্র সমবেত হইয়া সেই দুই জনের ধন অপহরণ করিয়া থাকে। বলবান ব্যক্তি দুর্বলকে আপনার দাস করিয়া রাখে এবং বলপূর্বক পরজী অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

হে মহারাজ! ঐ সমুদায় দৌরাত্ম্য নিবারণার্থই দেবগণ রাজ্যমধ্যে ভূপতির আবশ্যকতা নির্দেশ করিয়া দিরাছেন। যদি পৃথিবীমধ্যে রাজা দণ্ডধারণ না করেন, তাহা হইলে সলিলস্থিত বৃহৎ মৎসাগণ যেরূপ ক্ষুদ্র মৎসাদিগকে আহাৰ করে, তদ্রূপ বলবান ব্যক্তিগণ দুর্বল ব্যক্তিদিগকে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

পূর্বে পৃথিবী ভূপতি বিহীন হওয়াতে প্রজাগণ পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সময় কতকগুলি ধর্ম্মশীল ব্যক্তি একত্র সমবেত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে, যে সমুদায় লোক নিষ্ঠুরভাবী, উগ্রস্বভাব, পরদারাত্মিমর্ষী ও পরদ্বাপহারী হইবে, আমরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব। প্রজাগণ সমস্ত বর্ণের বিশ্বাসার্থ এই প্রকার নিয়ম নির্ধারণ, পূর্বক ক্রিয়ংকালু অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে নিত্যন্ত অসুখিতচিত্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে গমন করত কহিল, তপ-  
বন্! ০ আমরা ভূপতির অভাবে বিনষ্ট হইতেছি; অতএব আমাদের এক জন নরপতি প্রদান করুন। আমরা সকলে তাহাকে অচ্চ না করিব এবং তিনিও আমাদের প্রতিপালন করিবেন।

ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করত মনুকে তাহাদিগের প্রতিপালনার্থ অনুমতি করিলে, মনু উহা স্বীকার না করিয়া কহিলেন, আমি পাপানুষ্ঠানে সাতিশর ভীত হইয়া থাকি । রাজ্যশাসন বিশেষতঃ মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যদিগকে স্বধৰ্ম্মে সংস্থাপন করা অতি দুষ্কর । ঐ সময় প্রজাবর্গ মনুকে কহিল, প্রভো ! আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই ; পাপ আপনাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না । আমরা আপনার কোষবর্জনপর্যন্ত পশু ও স্তবর্ণের পক্ষাংশ ভাগ এবং শস্যের দশম ভাগ প্রদান করিব । বিবাদ, দ্যুতক্রীড়া ও শুক্লপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, আপনি অতি মনোহর রূপলাবণ্যবতী কন্যা লাভ করিবেন । আর যাহারা অন্তশত্রু প্রয়োগ ও বাহ্যরোহণ করিতে স্ননিপুণ হইবে, তাহারা দেবগণ যেরূপ পুরন্দরের অনুগামী হন, সেইরূপ আপনার অনুগামী হইবে ; তাহা হইলেই আপনি মহাবল পরাক্রান্ত ও প্রবলপ্রতাপ হইয়া কুবেরের ন্যায় সুখস্বচ্ছন্দে আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন । আর আমরা আপনার বলবিক্রমে প্রতিপালিত হইয়া যে সমুদায় ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আপনি তাহার চতুর্থাংশভাগী হইবেন । অতএব হে মহারাজ ! আপনি এক্ষণে ত্রিংশাদ্বিংশতি ইন্দ্রের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করুন । দিবাকরের ন্যায় শত্রুদিগকে প্রতাপিত করিয়া জয় লাভ করিবার নিমিত্ত নির্গত হউন ; আপনার প্রভাবে বিপক্ষগণের দর্পচূর্ণ হউক এবং ধর্ম্ম সত্যত আমাদিগকে রক্ষা করুন ।

তখন সদ্ধংশসমুত্ত মহাতেজা মনু প্রজাগণের এই কথা শ্রবণ পূর্বক অসংখ্য সৈন্য সমাবৃত হইয়া তেজঃপুঞ্জকণেবরে প্রজাপালন করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলেন । প্রজাগণ দেবাদ্বিংশতি ইন্দ্রের ন্যায় মনুর মহত্ব সম্বর্শন পূর্বক নিজ নিজ ধর্ম্মে নিরত হইল । এই প্রকারে মহারাজ মনু সর্ব্বতোভাবে পাপের শাস্তি বিধান করিয়া প্রজাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে সংযোজিত করিয়া অবনীমণ্ডলে আধিপত্য বিস্তার করিলেন ।

হে মহারাজ ! এই অবনীমণ্ডলে যাহারা কল্যাণ বাসনা করেন, তাহাদিগের সর্ব্বপ্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য । অুরগণ যেরূপ দেবরাজ পুরন্দরকে ও শিষ্যগণ যেরূপ গুরুকে সন্তত প্রণাম করে, সেইরূপ প্রজাগণ ভক্তিসহকারে ভূপতিকে প্রণাম করিবে । যে ব্যক্তি ইহলোকে আত্মীয় জনকর্তৃক সংকৃত হয়, তাহাকে শত্রুগণও সমাদর করিয়া থাকে এবং আত্মীয়গণ যাহাকে অপমানিত করে, শত্রুগণ তাহাকে জনসম্মুখে পরাস্ত করিয়া থাকে । শত্রুগণ রাজাকে পরাস্ত করিলে,

প্রজারা সকলেই অসুখী হয় ; অতএব ভূপতিকে হস্ত, বাহন, বস্ত্র, আভরণ, অন্ন, পান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি সমুদায় ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রদান করা প্রজাগণের অবশ্য কর্তব্য । তাহা হইলে নরপতি বিপদবিগের হৃদ্বর্ষ হইয়া উঠেন ; সতত হাস্যমুখে সন্তোষণ করেন এবং কৃতজ্ঞ, অমুরাগী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন ।

### অষ্টযষ্ঠিতম অধ্যায় । ৬৮ ।

বুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ব্রাহ্মণগণ কি নিমিত্ত ভূপতিকে দেব-ভূলা বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহা বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! নরপতি বহুমর্না বৃহস্পতিকে বাহা জিজ্ঞাসা এবং দেবগুরু তাঁহাকে যে প্রকার প্রভূত্বের প্রদান করিয়া-ছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । এক দিন সর্বলোকহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ কোশলাধিপতি বহুমনা যথোচিত বিনয় পূর্বক কৃতপ্রজ্ঞ মহামতি বৃহস্পতিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রজাদিগের ধর্ম্মলাভার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! জীবগণ কোন্ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে পরিবর্জিত এবং কি নিমিত্তই বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় আর প্রাজ্ঞ লোকগণ কাহার পরিচর্যা করিয়া অক্ষয় সুখলাভ করিতে পারেন, তাহা বর্ণন করুন ।

শ্রুতগুরু বৃহস্পতি মহাতেজা কোশলাধিপতি বহুমনার এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! নরপতিই সমস্ত লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল । ভূপতির শাসন না থাকিলে, প্রজাবর্গ পরস্পরকে তক্ষণ করিত । প্রজাগণ নিরমবিহীন ও পরদারামুভূক্ত হইলে, রাজা তাহাদের প্রতি ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান পূর্বক তাহাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন । চন্দ্র বা সূর্য্য সমুদিত না হইলে, জীবগণ যেরূপ বস্ত্র দর্শন করিতে অসমর্থ ও ঘোরাক্ষকারে নিমগ্ন হয়, যেরূপ অয়োদিক প্রেদেশে মীনগণ ও হিংস্রভরবিহীন স্থানে পক্ষিগণ হিংসাপরতন্ত্র হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার ও পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া অচিরেই জীবন পরিত্যাগ করে সেইরূপ রাজ্য অরাজক হইলে প্রজা সকল বোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া 'গোপালবিহীন পণ্ডগণের ন্যায় বিমগ্ন হইয়া' থাকে । ভূপতি যদি রাজ্যপ্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে বলবান ব্যক্তিগণ অনার্য্যসে

দুর্জয় ব্যক্তিদিগের গৃহাদি অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় ; তৎকালে আর গৃহ কলত্র ও ভগ্ন্য ভোজ্য প্রভৃতি আপনায় আশ্রয় করিয়া বাস করিতে সমর্থ হয় না। সংসারবিজ্ঞপ্তি প্রায় হইয়া যায়। পাপাশ্রয়া সহসা অন্যায় যান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও বিবিধ রত্ন হরণ করিয়া থাকে। ধর্মশীল ব্যক্তি-গণের উপর বিবধ শত্রুপাত হয়। রাজ্য অধর্মে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। অধমগণ পিতা, মাতা, বৃদ্ধ, আচার্য্য, গুরু ও অতিথিদিগকে ক্রৌঞ্চ প্রদান ও তাঁহাদিগের প্রাণ বিনাশ করে। ধনবান ব্যক্তিগণ সর্বদা মিথন ও কন্ধন জনিত বিষম ক্রোশে নিপতিত হয়। কাহারও আর কোন দ্রব্যে মমতা থাকে না। সকলেই অকালে মর প্রাপ্ত হয়। সকল স্থানই দস্যুগণে পরিপূর্ণ এবং প্রজাগণ ঘোরতর নিরয়ে পতিত হয়। যোনিবি-চার ও কৃষিবাণিজ্যের নিয়ম এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, দক্ষিণাসম্পন্ন বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিবাহ প্রথা ও সমাজস্বাধী বিনষ্ট হইতে থাকে। বৃষগণ রেতনিসারণে পরাধীন, আভীরপন্নী উৎসব ও দধিমহন কার্য্য বিলুপ্ত হয়। জীবগণ উদ্ভিদাদি, খিচেতন ও ভীত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে হাহাকার শব্দ করত মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে। সংবৎসরব্যাপী দক্ষিণাসম্পন্ন বস্ত্র নির্মিত্রে বিধিপূর্বক সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ব্রতব্রাত ক্রিয়ানু ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়নে বিরত হইয়া থাকেন। লোকে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকবশতঃ যথাসময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না। অপরাধী ব্যক্তি সূক্ষ্মচিত্তে কীলযাপন করিয়া থাকে। বলবান ব্যক্তি দুর্ব্বলের হস্তস্থিত বস্ত্র ও অনায়াসে অপহরণ ও সমস্ত নিয়ম উল্লংঘন করে। সকলেই ভয়ানক হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং সর্বস্থানেই বর্ণসঙ্কর ও হুর্ভিকের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

আর নরপতি নিয়মানুসারে রাজ্যপালন করিলে, প্রজা সকল গৃহস্থার উদ্ধাটন করিয়া নির্ভয়ে শরন করিয়া থাকে। সর্বকালকারভূষিতা কামি-নীগণ রক্ষকবিহীন হইয়াও নির্ভয়চিত্তে পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়। সমুদয় লোকই ধর্ম্মশীল ও হিংসাবর্জিত হইয়া পরস্পরের আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মণপ্রভৃতি বর্ণভ্রম অনায়াসে নানাপ্রকার মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বিদ্যাভ্যাস করিতে সমর্থ হন। সমুদায় লোকের জীবিকাভূত বার্জা-শাস্ত্র ও লোকপালক বেদ সর্বস্থানে বিদ্যমান থাকে এবং লোক সকল সুপ্রসন্ন হইয়া পরম সুখে কালযাপন করে। নরপতি জীবিত থাকিলেই প্রজাগণ জীবিত থাকে এবং নরপতি বিনষ্ট হইলেই প্রজারাও বিনষ্ট হইয়া যায় অতএব রাজাকে পূজা করা প্রজাগণের অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি

ভূপতির প্রিয়চিন্তায় হইয়া সমুদ্রের লোকের হিতসাধনার্থ তাঁহার কার্য্য-  
সম্পাদনে সমর্থ হন, তিনিই উভয় লোক জয় করিতে পারেন । যে ব্যক্তি  
মনে মনেও ভূপতির অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই ইহলোকে  
ক্লেশভোগ ও পরলোকে নরকভোগ করিতে হয় । নরপতি মানবরূপ-  
ধারী দেবতাস্বরূপ ; অতএব উহাকে মমুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা নিতান্ত  
অকৰ্ত্তব্য । নরপতি সমরাস্থানে হতাশন, আদিত্য, মৃত্যু, কুবেৰ ও বশ  
এই পাঁচটি মূর্তি ধারণ করিয়া থাকেন । যখন তিনি মিথ্যাবাদকে প্রতা-  
রিত হইয়া অতি কঠোর তেজঃপ্রভাবে নিকটস্থিত মিথ্যাবাদীকে দণ্ড  
করেন, তখন তাঁহার হতাশনমূর্তি, যখন চরদ্বারা প্রজাবর্গের কার্য্যাকার্য্য  
দর্শন ও তাহাদিগের কল্যাণবিধান করেন, তখন তাঁহার সূর্য্যামূর্তি, যখন  
ক্রুদ্ধ হইয়া অধাৰ্ম্মিকদিগকে পুত্র পৌত্র বহুবংশবর্গের সহিত বিনষ্ট  
করেন, তখন তাঁহার মৃত্যুমূর্তি, যখন স্ত্রীকুল দণ্ডে পাণ্ডাজাদিগের দণ্ড-  
বিধান ও ধৰ্ম্মপরাগণের প্রতি সমুচিত অহুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তখন  
তাঁহার বশমূর্তি এবং যখন অর্থ দ্বারা উপকারী ব্যক্তিদিগের তৃপ্তিসাধন ও  
অপকারী ব্যক্তিদিগের ধন রত্ন অপহরণ করেন, তখন তাঁহার কুবেৰমূর্তি  
লক্ষিত হয় । ধৰ্ম্মাভিলাষী কার্য্যদক্ষ মনুষ্যের কোনক্রমেই ভূপতির অপযা-  
চৈষ্য করা কৰ্ত্তব্য নহে । পুত্র, ভ্রাতা ও বয়সাপ্রভৃতি যে কেহই হউক  
না কেন, ভূপতির নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ  
করিলে কোনক্রমেই সুখ লাভ করিতে পারে না । দাহ্য বস্ত্র বায়ুনামীয়িত  
অনলে দগ্ধ হইলে, উহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি  
ভূপতির ক্রোধানলে নিপতিত হয়, তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন থাকে না ।  
নরপতি যে সমুদ্র বস্ত্র অতি যত্ন পূৰ্ব্বক রক্ষা করেন, তাহা গ্রহণ করিতে  
যত্ববান হওয়া কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে । লোকে মৃত্যু হইতে যে প্রকার ভীত  
হইয়া থাকে, রাজস্ব অপহরণেও সেইরূপ ভীত হইবে । যুগ যেক্রম মারণ-  
যজ্ঞ স্পর্শ করিলে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মনুষ্যোব রাজস্ব স্পর্শমাত্র মৃত্যু হই-  
বার সম্ভাবনা । আপনার ধনের ন্যায় অতি যত্ন পূৰ্ব্বক রাজস্ব রক্ষা করা  
বুদ্ধিজীবির অবশ্য কৰ্ত্তব্য । যাহারা রাজস্ব অপহরণ করে, তাহারা  
চিরকালের জন্য ঘোরতর নরকে নিপতিত হয় । যে মহাত্মা নরপতি  
প্রজারঞ্জক, সুখপ্রবর্তক, শ্রীমান্ ও সম্রাট্ প্রভৃতি বিবিধ শব্দ দ্বারা সংস্কৃত  
হয়, সকলেই তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন ; অতএব উন্নতিলাভাভিলাষী,  
জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী ব্যক্তির ভূপতির আশ্রয় গ্রহণ করাই অবশ্য কৰ্ত্তব্য ।  
মন্ত্রী, কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, উদারচরিত্র, দৃঢ়ভক্তিম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক ও

নীতিপর হইলে ভূপতির সমানরতাজন হইয়া থাকেন । • যে ব্যক্তি বুদ্ধি-  
মান, সদাশয়, মহাবলশালী এবং যিনি অন্যের সাহায্যনিরূপে হইয়া  
কার্য্যাহুঠাম করিতে পারেন, সেইরূপ লোকেরই আশ্রয় গ্রহণ করা ভূপ-  
তির কর্তব্য । প্রজা সমুদায়কে প্রগল্ভ করিয়া থাকে এবং রাজা সমুদায়কে  
ক্ষীণ করেন । যে ব্যক্তি ভূপতির ত্রোটে নিপতিত হয়, সে সর্বদা অন্তুখে  
এবং যে তাঁহার অনুগৃহীত হয়, সে পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে ।  
নরপতি প্রজাবর্গের স্বরূপ, গুণ, গতি ও উৎকৃষ্ট সুখস্বরূপ । প্রজাগণ  
তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে পরম সুখ লাভ করিতে  
পারে । ভূপতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ইন্দ্রিয়দমন, সত্যব্যবহার ও  
সৌহার্দ্যসহকারে রাজ্যশাসন করিলে পরলোকে স্থানলাভ করিতে সমর্থ  
হন । কোশলরাজ বহুমুখী মহামতি বৃহস্পতির এই কথা শ্রবণ পূর্বক  
অতি যত্নসহকারে প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

### একোন সপ্ততম অধ্যায় । ৭১ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতৃমহ ! কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা নর-  
পতির অবশ্য কর্তব্য ? আর কি প্রকারে রাজ্য রক্ষা, শত্রুপরাজয়,  
চর প্রয়োগ এবং স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য ও বর্গচতুষ্টয়ের অন্যান্য লোকদিগের  
বিখ্যাসোৎপাদন করিতে হয় ? সেই সমস্ত বর্ণন করুন । •

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! রাজা বা রাজপ্রতিনিধির প্রথমতঃ যাহা  
কর্তব্য, সেই সকল বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । রাজা  
প্রথমতঃ আপনার চিত্তকে পরাজয় করিয়া পরিশেষে শত্রুজয়ে প্রবৃত্ত  
হইবেন । চিত্তকে পরাজয় নী করিলে, শত্রু পরাজয়ে সমর্থ হইবেন  
না । শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে পরাজয় করিতে পারিলেই চিত্ত পরা-  
জয় করা হয় । দুর্গ, রাজ্যের শেষ সীমা, নগরোপবন, গৃহোপবন,  
উপবেশন স্থান, অন্তঃপুর, নগর ও রাজভবনে পদাতি সৈন্য সংস্থাপন  
পূর্বক অন্ধ, জড় ও বধিরের ন্যায় আকারসম্পন্ন, কুৎসিপাশা পরিগ্রহ  
সহিষ্ণু, পরীক্ষোত্তীর্ণ সুপ্রাজ্ঞ গুচর সমুদায় সংগ্রহ করত তাহাদিগের  
দ্বারা শুশ্রূষাবে অমাত্য, দ্বিজ, তনয়, সমস্ত নরপতি এবং নগর ও  
অশ্বপদগাণী শ্রোত্রগণের আচার ব্যবহারাদি পরিক্ষিত হওয়া ভূপতির  
অবশ্য কর্তব্য । শত্রুগণ কর্তৃক রাজ্যমধ্যে চর প্রেরিত হইয়াছে কি



না, তাহার তদ্ব্যবহার্য করিবার নিমিত্ত পানভূমি, ময়ূক্ক স্থান, মহাজন-  
সমাজ, ভিক্ষুকসমাজ, পুরবাটিকা, বহির্বাটিকা, পণ্ডিতদিগের সমাগক  
স্থান, চত্বর, রাজসভা ও ভক্তলোকগণের আবাসস্থানে অবস্থান করা  
কর্তব্য। বিপক্ষপক্ষীয় গৃহচরকে আপনায় বশবর্তী করিতে পারিলে,  
নরপতির অধিক মঙ্গললাভের সম্ভাবনা। ভূপতি আপনাকে যখন অপে-  
ক্ষাকৃত হীনবল বিবেচনা করিবেন, তখন অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা  
করিয়া বলবান্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি সংস্থাপন করাই তাহার সর্বতো-  
ভাবে কর্তব্য। বাহ্য সহিত সন্ধি করিলে, কিঞ্চিৎ লাভ হইবার  
সম্ভাবনা থাকে, তাহার সহিত সন্ধি করাও অবিধেয় নহে। কিম্বা  
সঙ্কীর্ণ, গুণবান্, উৎসাহসম্পন্ন, ধর্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণের  
সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্বক ধর্ম্মাযুসারে রাজ্য রক্ষা করা রাজার  
অবশ্য কর্তব্য। ভূপতি আপনায় উচ্ছিন্ন দশা সমাগত হইয়াছে জানিতে  
পারিলেই পূর্বাগকারী ও লোকবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সংহার এবং যে  
নরপতি উপকার বা অপকার করিতে অসমর্থ, তাহাকে উপেক্ষা করি-  
বেন। বিপুল সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ পূর্বক হর্ষল, যিত্রহীন, অন্যের  
সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত বা প্রমত্ত ব্যক্তির প্রতিই যুদ্ধযাত্রা করা ভূপতির  
বিস্ময়। যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্বে নগরের রক্ষাবিধান করা নিতান্ত  
আবশ্যক। চিরকাল মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতির বশীভূত হইয়া থাকা  
বলহীন রাজ্যের কোনক্রমেই বিধেয় নহে। হীনবল নরপতি ভৃত্যাদি  
দ্বারা বলবানের রাজ্য আকর্ষণ, অস্ত্র, অগ্নি ও বিষ প্রয়োগ দ্বারা  
তাহার উৎপীড়ন এবং অমাত্য ও বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে বিবাদোৎপাদন  
করা নিতান্ত কর্তব্য। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, রাজ্যাভিলাষী বুদ্ধিমান  
ব্যক্তি সাম, দান ও ভেদ এই তিন প্রকার উপায় দ্বারা অর্থ সিদ্ধি  
হইলে, কদাচ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন না। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়-  
দ্বারা যে অর্থ লাভ করিতে পারা যায়, পণ্ডিতগণ তাহাতেই আনন্দিত  
হন। প্রজাবর্গের নিকট হইতে তাহাদিগের উপার্জিত অর্থের বড়  
ভাগ গ্রহণ করিয়া তদ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করা এবং মত্ত উন্নত  
প্রভৃতি ব্যক্তির অপরাধানুরূপ অর্থদণ্ড করত প্রভাগের উপজীব নিবার-  
ণার্থ যত্ববান্ হওয়া রাজার অবশ্য বিধেয়। পুরবাসিগণকে পুত্রের  
ন্যায় প্রতিপালন করা ভূপতির আবশ্যক বটে, কিন্তু বিচারকাল সমা-  
গত হইলে, কাহারও প্রতি অমুগ্ধ প্রকাশ করা কদাচ কর্তব্য নহে।  
অর্থ ও প্রত্যাখ্যাত্তিগণের বাক্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বহুদূরী বিজ্ঞ

ব্যক্তিগণকে ধর্মাসনে নিয়োগ করা রাজার নিত্য আচার্য্যক । নর-  
পতি এই প্রকার ব্যবহার করিলে, তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী হইয়া  
থাকে । ভূপতি, কাকন ও লবণাদির আকর, ধান্যাদি বিক্রয় স্থান,  
নদীসত্তরণ স্থান ও লাগবলে অমাত্য বা বিখ্যাসী ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত  
করিবেন । যে নরপতি ন্যায়ানুসারে সতত দণ্ডবিধান করেন, তিনি  
ধর্মলাভে সমর্থ হন । দণ্ডবিধানই ভূপতির উৎকৃষ্ট ধর্ম ও প্রশংসনীয়  
বেদবেদাদি বিশারদ, প্রাজ্ঞ, তপঃপরায়ণ, ধানশীল ও যজ্ঞশীল হওরা  
রাজার অবশ্য কর্তব্য । যে রাজা সুবিচার করিতে অসমর্থ হন, তিনি  
কদাচ স্বর্গ বা যশোলাভ করিতে পারেন না । ভূপতি বলবান্ লোকের  
বলবীর্ষে নিত্য নিপীড়িত হইলে, দুর্গ আশ্রয় পূর্বক মিত্রদিগকে সুর-  
ক্ষিত করিয়া সন্ধিভেদ বা সংগ্রাম করিতে যত্নবান্ হইবেন । তৎকালে  
তিনি অরণ্যবাসীদিগকে রাজমার্গে সন্নিবেশিত, গ্রামবাসীদিগকে গ্রাম  
হইতে উৎখাপিত করিয়া উপনগরমধ্যে প্রবেশিত এবং দেশবাসী ধনী ও  
প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে বারংবার আশ্রয় প্রদান পূর্বক সুরক্ষিত দুর্গ  
সমুদায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিবেন । রাজ্যের শস্য সকল দুর্গমধ্যে  
সংস্থাপিত করিবেন এবং যদি উহা আনয়নে নিত্য অসমর্থ হন,  
তাহা হইলে অনলদ্বারা তৎসমুদায় দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন । যদি শস্য  
সকল ক্ষেত্রমধ্যে থাকে, তাহা হইলে শত্রুসৈন্যদিগকে প্রচলিত পূর্বক  
তাহাদের দ্বারা সেই সমস্ত আহরণ করিতে যত্নবান্ হইবেন এবং  
ভবিষ্যে যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তাহা হইলে স্বীয় সৈন্য-  
দ্বারা সমুদায় শস্য বিনষ্ট করিবেন । নদীর সেতু সকল ভগ্ন করিয়া  
ফেলিবেন । সকল প্রাণীজল এককালে নির্গত করাইবেন । কৃপা-  
দ্বির সলিল বিষমিজিত করিয়া রাখিবেন । মিত্রগণের রক্ষা বিধান  
করা কর্তব্য হইলেও তাহা পশ্চিাত্যাগ পূর্বক বিপক্ষের প্রবল বিপক্ষ  
অনন্তর দেশবাসী ভূপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ  
সকল উন্নীত করিয়া ফেলিবেন । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ সকল ও বিশাল বৃক্ষ  
সমুদায়ের আবৃত শাখা সকল ছেদন করিয়া দিবেন । চৈতোর একটি  
পত্রও ছিন্ন করিবেন না । দুর্গের উপরিভাগে সজ্জিত অদীর্ঘ বহিঃপ্রাকার  
প্রস্তুত করিয়া দিবেন । পরিধা সমুদয় জলপূর্ণ এবং শূল ও নক্ত  
সকল দ্বারা সংকীর্ণ করিয়া রাখিবেন । বায়ু সঞ্চালনার্থ মণ্ডরের  
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার সকল নির্মিত করিয়া তৎসমুদারে প্রবর্তী নিয়োগ এবং  
চুড়চুড় বজ্র ও শত্রুর সমুদায় সংস্থাপন করিবেন । সেই সমস্ত দ্বার

দিয়া সকলকেই গমনাশ্রয়ন করিতে দলিবেন । কাষ্ঠ আহরণ, কুপ ধনক ও পূরকৃত কুপের সংস্কারবিধান করিবেন । যে সমুদায় গৃহ ভগ্নসমাজন; তাহাতে পক্ষ লেপন করিয়া রাখিবেন । যামিনীষোগে অন্নপাক করা-ইবেন । অগ্নিহোত্র ভিন্ন দিবাভাগে কদাচ অনল প্রজ্জালিত করিবেন না । কৰ্ম্মারগৃহ ও হৃতিকালরে সাবধানে অগ্নি প্রজ্জালিত করিতে অনু-মতি করিয়া স্বয়ং ঐ সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্নি আচ্ছাদিত করিয়া দিবেন এবং যে ব্যক্তি দিবাভাগে অগ্নি প্রজ্জালিত করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়া রাজ্যমধ্যে ঘোষণা প্রচারিত করিবেন । ভিক্ষুক, শকটচালক, ক্রীষ ও কুশীলবদিগকে নগর হইতে বহিস্কৃত করিবেন । তৎকালে উহার নগরমধ্যে অবস্থান করিলে, অনিষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে ।

ভূপতি চন্দ্র, তীর্থস্থান ও প্রধান প্রধান লোকের নিকেতনে চর নিযুক্ত করিবেন । রাজ্যমধ্যে অতি বিস্তীর্ণ রাজমার্গ, বিপনী, তাণ্ডা-গার, আয়ুধাগার, বোধাগার, অশ্বশালা, গজশালা, বলাধিকরণ, পরিখা ও উপবন প্রস্তুত করিয়া সেই সকল গোপনে রাখা রাজার অবশ্য কর্তব্য । পরকলপীড়িত রাজা অর্থ, তৈল, বসন, মধু, ঘৃত, ঔষধ সমু-দায়, অস্ত্র, কুশ, বৃদ্ধা, পত্র, শর, লেখক, বালত্বন, বিবাক্ত বাণ, শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ, ফলমূল, চতুর্বিধ বৈদ্য এবং নগরের শোভাপরিবর্দ্ধক ও আমোদজনক নট, নর্তক, ময় ও মায়াবী-দিগকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন । ভৃত্য, অমাত্য, পুরবাসী বা অন্য কোন রাজা বাহ্য হইতে ভূপতির ভয় উৎপন্ন হইবে, তিনি অবিলম্বে তাহাকে আপনায় অধীন করিবেন । কোন ব্যক্তি, উপকার করিলে, প্রভূত ধন দান বা নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাদ প্রয়োগ পূরক তাহার সং-কার করা নিত্য আবশ্যক । শাস্ত্রে এই প্রকার নির্দিষ্ট আছে যে, নরপতি শত্রুকে প্রহার বা সংহার করিলে ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করেন ।

হে ঋষ্যরাজ ! এক্ষণে সপ্তাদ রাজ্যের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । ভূপতি স্বয়ং এবং অমাত্য, কোষ, দণ্ড, মিত্র সকল, জনপদ ও পুর এই সাতটি রাজ্যের অঙ্গ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই সপ্তাদ রাজ্য অতি বহুসংখ্যক রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । যে নর-পতি, ষাড়্‌শত্ৰু, ত্রিবিধ ও যোদ্ধার বিষয় বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি রাজ্যভোগের উপযুক্ত পাত্র । এক্ষণে ষাড়্‌শত্ৰুর বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । সন্ধি করিয়া অবস্থান, যুদ্ধগমন, বৈরোৎপাদন

পূর্বক অবস্থান, সংগ্রাহের আরোজন করিয়া বিপ্লবের, ভয় প্রদর্শনার্ণ অবস্থান, সন্ধি স্থাপন ও অন্যের আশ্রয় গ্রহণ, এই ছয়টি বাড়িগুণা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । এখানে ত্রিবর্গ বর্ণন করিতেছি, অনন্যচিত্তে শ্রবণ কর । ক্ষয়, স্থিতি ও বৃদ্ধি এই তিনটি বিষয় ত্রিবর্গ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । আর ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিও ত্রিবর্গ নামে নির্দিষ্ট হয় । পর্যায়-মুসারে ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করা অতি আবশ্যিক । ভূপতি ধর্ম-পরায়ণ হইলে, চিরকাল এই বসুন্ধরা প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন । সুরাচার্য্য বৃহস্পতি এই বিষয়ে যে প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর । নরপতি রাজ্য প্রতিপালন ও অন্যান্য কর্তব্য কার্যা সদৃশ্যের অনুষ্ঠান করিলে অতি পবিত্র সুখ ভোগ করিতে পারেন । যে ভূপতি ধর্মশীল হইয়া, সুপ্রণালীক্রমে প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করেন, তাহার তপস্যা ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার আবশ্যক কি ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! দণ্ডনীতি ও রাজ্য এই উভয় হইতে উভাদের পরস্পরের ও প্রজাবর্গের কিপ্রকার সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, তাহা বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহারাজ ! দণ্ডনীতি হইতে রাজ্য ও প্রজাবর্গের যে প্রকার সৌভাগ্যের উদয় হয়, তাহা বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । দণ্ডনীতি ভূপাল কর্তৃক বথাবিধানে প্রযুক্ত হইয়া বর্গচতুষ্টয়কে নিয়মাবলম্বী, নির্ভরচিত্ত, অধর্ম হইতে নিবৃত্ত ও স্ব স্ব ধর্ম সংস্থাপিত করিয়া থাকে । তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ বিধনামুসারে যত পূর্বক স্ব স্ব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং তন্নিবন্ধন প্রজাবর্গও পরম সুখ লাভ করিতে পারে ।

কাল ভূপতির কারণ, কি ভূপতি কালের কারণ ; এ বিষয়ে তুমি কিছু-মাত্র সন্দেহ করিও না । ভূপতিই কালের কারণ । নরপতি যখন দণ্ডনীতির অনুসারে সুচারুরূপে রাজ্য প্রতিপালন করিতে থাকেন, তখনই সত্যযুগ নামে উৎকৃষ্ট কাল সমাগত হয় । তৎকালে অণুমাত্র অধর্মসঞ্চার হইতে পারে না । সকল-কর্মেরই অন্তঃকরণ ধর্মবিষয়ে অনুরক্ত হয় । প্রজাবর্গ অলস বস্ত্র ভাঙ ও লজ্জ বস্ত্র পরিবর্জিত করিয়া থাকে । সমুদায় বৈদিক কার্য্য দোষবর্জিত হয় । ঋতু সমুদয় নিয়মর ও সুখাবহ হইয়া উঠে । মনুষ্যগণের স্বয়ং বর্ণ ও চিত্ত নির্মল হইয়া থাকে । ব্যাধি সকল বিরোধিত হইয়া যায় । প্রজা সকল দীর্ঘায়ু হইয়া পরম সুখে কালান্ত-পাতি করে । বিধবা স্ত্রী বা কপিন পুরুষ কুজাপি লক্ষিত হয় না । (মহাভারত)

কুট না হইয়া ও শস্যোৎপাদন করিয়া থাকে । ওষধি, স্তব্ধ পত্র ও ফল মূল সমুদায় তৈজঃসম্পন্ন হইয়া উঠে । অধর্ম একবারে তিরোহিত এবং ধর্ম সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় । এই প্রকারে সত্যযুগে ধর্মেরই প্রাচুর্য্যব হইয়া থাকে ।

ভূপতি যখন চতুর্দশ দণ্ডনীতির তিন পাদ গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্য প্রতী-  
শালন করেন, সেই কালকে ত্রেতাযুগ বলা যায় । তৎকালে পাপের  
একপাদমাত্র সঞ্চারিত হয় । পৃথিবী কুট না হইলে প্রচুর পরিমাণে শস্য  
উৎপাদনে সমর্থ হয় না । নরপতি যখন দণ্ডনীতির অষ্টাংশ পরিত্যাগ  
করিয়া অষ্টাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাপালন করেন, সেই কালকে দ্বাপরযুগ  
বলা যায় । দ্বাপরযুগে অবনোমণ্ডলে অধর্মের দুইপাদ সঞ্চারিত হইয়া  
থাকে । তখন পৃথিবী কুট হইয়াও সত্যযুগে শুকটাবহার যে ফল উৎ-  
পাদন করত তাহার অর্দ্ধেক ফল উৎপাদন করে । বৎকালে ভূপতি  
একবারে দণ্ডনীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাবর্গকে নানা প্রকারের ক্লেশ  
প্রদান করেন, সেই কালকে কলিযুগ বলা যায় । কলিযুগে সকলেই প্রায়  
অধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় । ধর্ম্মানুষ্ঠান তিরোহিত প্রায় হইয়া যায় ।  
সমুদায় বর্ণেরই স্বধর্ম্মত্যাগে প্রবৃত্ত জন্মে । শূদ্রগণ ভিক্ষাবৃত্তি ও ব্রাহ্মণগণ  
কাম্যাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন । সকল লোকই  
কল্যাণবিহীন এবং সর্বত্র বর্ণসঙ্কর প্রাচুর্য্যত হয় । বৈদিক কর্ম্ম সমুদায়  
অপরিপুষ্ট এবং ঋতু সকল কষ্টপ্রদ ও রোগজনক হইয়া উঠে । মানবগণের  
বয়স, বর্ষ ও মনোবৃত্তির হ্রাস হয় । বিবিধ ব্যাধি ও অকালমৃত্যু আশিগণকে  
আক্রমণ করিতে থাকে । কামিনীগণ বিধবা ও প্রজাগণ মৃগংস হয় ।  
নিরুপিত সময়ে বৃষ্টিপাত বা শস্যোৎপত্তি হয় না এবং বন সকল ক্ষীণ হইয়া  
যায় ।

অতএব ভূপতিই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের কারণ, যে ভূপতি  
হইতে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়, তিনি সম্পূর্ণ স্বর্গস্থ অমৃতত্ব করিতে  
পারেন না । বাহ্য হইতে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তিনি ত্রিপাদ  
স্বর্গস্থ ভোগ করিতে সমর্থ হন । বাহ্য হইতে দ্বাপরযুগের উৎপত্তি হয়,  
তিনি দ্বিপাদ স্বর্গস্থ ভোগে অধিকারী হন এবং যিনি কলিযুগোৎপত্তির  
কারণ, তিনি সম্পূর্ণ পাপ ভোগ করিয়া থাকেন । কলিযুগে নরপতিকে  
বীর হৃৎকমনিবন্ধন প্রজাবর্গের পাণে লিপ্ত হইয়া ইহলোকে অকীর্তিলাভ  
ও পরলোকে বহুকাল বোম্বতর মরকে বাস করিতে হয় ।

কতির দণ্ডনীতি অহুনায়ে সর্বদা অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভকামনা ও প্রাপ্ত

বস্ত্র রক্ষা করিবেন । দণ্ডনীতি ধৰ্মাবিবাহে প্রযুক্ত হইলে, প্রজাপতির  
সুশৃঙ্খলতা সম্পাদন ও মাতা পিতার ন্যায় কল্যাণ বিধান করিয়া থাকে ।  
জীবগণ উহার প্রভাবেই জীবন ধারণ করে । দণ্ডনীতি অমুসারে কার্য  
করা ভূপতির শ্রেষ্ঠ ধর্ম । হে মহারাজ ! অতএব তুমি এক্ষণে নীতিপরা-  
র হইয়া ধর্মাক্রমারে প্রজাপালনে বস্তবান্ হও ; তাহা হইলে হৃদয়  
দেবলোক অন্ন করিতে সমর্থ হইবে ।

—\*

### সপ্ততম অধ্যায় । ৭০ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! নরপতি কি প্রকার ব্যবহার অবলম্বন  
করিলে, ইহলোকে ও পরলোকে অনায়াসে সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ  
হন ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ধর্মচর্যাদি গুণ যটত্রিংশৎ প্রকার । ঐ যট-  
ত্রিংশৎ গুণ রাগদ্বৈব হীণতাদি যটত্রিংশৎ গুণযুক্ত হইলেই শোভমান  
হয় । লোকে ঐ সকল গুণযুক্ত হইলে গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত  
হইয়া থাকে । অতএব ঐ সকল গুণ উপার্জন করা ভূপতির অবশ্য  
কর্তব্য । এক্ষণে নরপতি রাগদ্বৈববিবর্জিত হইয়া ধর্মের অমুষ্ঠান,  
লোভাদি পরিহার পূর্বক লোকের প্রতি মেহ প্রকাশ, নিষ্ঠুরতারহীন  
হইয়া ধনোপার্জন, উদ্ধৃত্য পরিত্যাগ করিয়া অতীষ্ট সিদ্ধি, অকীনভাবে  
প্রিয় বাক্য প্রয়োগ, আত্মপ্রাণ পরিহার পূর্বক বীরত্ব প্রকাশ, সংপাত্ত  
বিবেচনা করিয়া দান ও অনুশংস হইয়া অহংকার প্রকাশ করিবেন ।  
অসৎ লোকের সহিত সন্ধিস্থাপন, বদ্ধবাস্তবের সহিত সমর, অমুরক্ত  
ব্যক্তিকে চরকার্য্য নিয়োগ, লোকখীড়ন দ্বারা স্বকার্য্য সম্পাদন, অসৎ  
লোকের সমীপে কার্য্য প্রকাশ, আত্মমুখে আপনার গুণ বর্ণন সাধু ব্যক্তির  
নিকট হইতে ধন গ্রহণ, অসৎ লোকের সাহায্য অরলম্বন, বিশেষরূপ  
পরীক্ষা না করিয়া দণ্ডবিধান, মদ্যনা প্রকাশ, লোভাক্রান্ত ব্যক্তিকে অর্থ-  
দান, অনিষ্টকারীর প্রতি বিশ্বাস, সতত ক্রীসম্ভোগ এবং অহিতজনক কথা  
সকল প্রকাশ করা রাজার নিকান্ত অকর্তব্য । ইয়া ও দীর্ঘ পরিত্যাগ  
পূর্বক পবিত্র হওয়া তাঁহার অবশ্য বিধেয় । তিনি সর্বদা বীর ভাষ্যায়  
রক্ষণাবেক্ষণ, অকণ্ঠ চিন্তে গুরু জনের সেবা, অহংকার পরিহার করিয়া  
মান্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষা, দেবরূপের অর্চনা ও ন্যায়শূন্যারে 'সম্পত্তি' ১

লাভের বাসনা করিলেন। অকালে বন্যতা প্রকাশ, লোভকে সন্তোষ না  
অনুগ্রহ করিয়া পরিভ্রাণ, অজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রহার, শত্রুসংহার করিয়া  
অমৃতাপ, মহনা ক্রোধ প্রকাশ এবং অপরাধী ব্যক্তির প্রতি মৃদুভাব  
অবলম্বন করা তাঁহার করাচ কর্তব্য নহে।

হে ধর্মরাজ ! তুমি যদি ইহলোকে কলাপ লাভ করিতে বাসনা  
কর, তাহা হইলে আপনার রাজ্যে অবস্থান পূর্বক ঐ প্রকার আচরণ  
করিতে প্রবৃত্ত হও। যে ভূপতি উহার অন্যথাচরণ করে, তাহাকে  
ঘোরতর ভয়ে অভিভূত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। আমি তোমার নিকট  
যে সমুদায় গুণের বিষয় বর্ণন করিলাম, যদি কেহ ঐ সকল গুণের অনুবর্তী  
হইয়া অবস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই উত্তর  
লোকে সাতিশর সুখসম্ভোগ ও মহীরনী কীর্তিনাভ করিতে সমর্থ হয়।

### একসপ্ততিতম অধ্যায় । ৭১ ।

বুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ভূপতি কি প্রকারে প্রজাপালন  
করিলে, মনস্তাপবিহীন ও ধর্মের নিকট নিরপরাধ হইতে পারেন ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! শাশ্বত ধর্ম সকল বিস্তার পূর্বক বর্ণন  
করিয়া কোন কালেই শেষ করিতে পারা যায় না। অতএব উহা  
সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বেদবেদান্তবিশারদ ধর্মপর-  
রূপ ব্রাহ্মণদিগকে দেখিবামাত্র গাত্ৰোত্তান পূর্বক তাঁহাদিগের চরণ বন্দন  
ও পূজা করিয়া পুরোহিতের সহিত অন্যান্য কার্যে সকল সম্পাদন  
করিতে প্রবৃত্ত হইবে। হিতাহুষ্ঠান ও ধর্মকার্য সমাধান পূর্বক ব্রাহ্মণ-  
মুখে আপনার অর্থসিদ্ধি ও জয়শীর্ষক শ্রবণ করিবে এবং মরুসমভাব  
হইয়া ধৈর্য্য ও বুদ্ধিপ্রভাবে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক কামক্রোধ  
পরিহার করিতে যত্নবান হইবে। যে ভূপতি কামক্রোধের বলবর্তী হইয়া  
ধনোপার্জ্জনের যত্নবান হয়, সেই যুধ কোনক্রমেই ধর্ম বা অর্থ লাভ  
করিতে পারেন না। তুমি লোভপরায়ণ ও মূর্খদিগকে করাচ কোন কার্যে  
নিযুক্ত করিও না। লোভবিরজিত, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের প্রতি সমস্ত  
কার্যের ভার সমর্পণ করা বিধেয়। কার্যদৈনপূণ্যবিহীন কামক্রোধপর-  
ায়ণ যুধ ব্যক্তি রাজ্যমহাজীর কার্যে নিযুক্ত হইলে প্রজাবিরুদ্ধে সাতিশর  
কষ্ট ভোগ করিতে হয়। রূপতি শাস্ত্রানুযায়ী মনোবৃত্তিদিগের সর্ববিধার

এবং প্রজাবর্গের পঙ্গবাদের ঘটনা, শুধু ও সুরক্ষিত স্থানবিশিষ্টের প্রভু অর্থ গ্রহণ করিয়া ধনসঞ্চয় করিবেন । রাজনীতি অনুসারে প্রজাবর্গের হিতসাধন, অস্বাভাবিক লাভ ও লক্ষ্যবস্তুর রক্ষা করা ভূপতির অবশ্য বিধেয় । রাজা কামদেববিহীন, প্রজাপালনে যত্নবান্, ধর্মশীল ও বদান্য হইলে, যমুবাণ তঁাহার প্রতি সান্তিশর অনুরক্ত হইয়া থাকে । তুমি কোনক্রমেই সোভপরতর্ক হইয়া অধর্মামুসারে অর্ণোপার্জন করিতে যত্নবান্ হইও না । বেনরপতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্যামুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই, সে কখনই ধর্ম ও অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হইবে না । শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন ভূপতি কদাচ ধর্মার্থ লাভ করিতে পারেন না । তঁাহার সঞ্চিত অর্থ সকল দুখা বিনষ্ট হইয়া থাকে । বেতুপাল অর্থলোভী হইয়া শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অপরিমিত কুর প্রহণ পূর্বক প্রজাপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি স্বয়ং আপনাই হিংসা করিয়া থাকেন । হৃদ্ধলাভার্থী ব্যক্তি যেরূপ ধেমুর আপন ছেদন করিলে, হৃদ্ধ লাভ করিতে পারে না, রাজা প্রজাদিগকে নিপীড়িত করিলে সেইরূপ কখনই সম্পত্তি লাভে সমর্থ হন না । সদরভাবে হৃদ্ধবজী গাভীকে দোহন করিলে যেরূপ প্রচুর হৃদ্ধ লাভ করিতে পারা যায়, তজ্জপ শাস্ত্রবিহীত উপারবলম্বী হইয়া রাজ্য ভোগ করিলে প্রচুর ধন লাভ করা যাইতে পারে । রাজা অসু-পায় দ্বারা সুরক্ষিত হইলে, কৌশলবিহীন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । জননী যে প্রকার পরিতৃপ্ত হইয়া পুত্রদিগকে স্তন্য প্রদান করেন, বহু-করাও সেইরূপ ভূপতি কর্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া রাজ্য ও প্রজাবর্গকে প্রচুর পরিমাণে ধান্য ও সুবর্ণ প্রদান করিয়া থাকেন । অতএব তুমি অজারকের স্তূপান্ত পরিহার করিয়া মালাকারের স্তূপান্তের অনুগামী হও । তাহা হইলেই বহুকাল প্রজাপালন ও রাজ্যভোগ করিতে পারিবে । যদি পররাজ্য আক্রমণ করিতে তোমার বিপুল ধনসঞ্চয় হয়, তাহা হইলে তুমি সান্ত্বনাসিহকারে ব্রাহ্মণ ব্যক্তিদেরকে অন্য জাতি-দিগের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিবে । যদি তুমি নিতান্ত অর্থবিহীন হও, তথাপি ব্রাহ্মণদিগকে ধনসম্পন্ন দেখিয়া বিচলিতচিত্ত হইও না । তঁাহাদিগকে শক্তি অনুসারে ধন দান, সান্ত্বনা ও সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিলেই তুমি সুখলোকে গমন করিতে পারিবে ।

হে ধর্মরাজ ! যদি তুমি ঐরূপ ধর্মমুসারে প্রজাপালন করিতে পার, তাহা হইলে প্রভুত্ব বশ ও মহীয়সী কীর্তি লাভ করিবে এবং জনগোড়া-বিশিষ্ট হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই ।



প্রজাপালনই রাজার উৎকৃষ্ট ধর্ম । জীবনযের প্রতি কৃপা প্রকাশ ও তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর কিছুই নাই । ভদ্রবন্ধন ধর্মশীল পণ্ডিতগণ দ্বাবান্ প্রজারক্ষানিরত ভূপতিকে পরম ধার্মিক বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন । নরপতি ভয়প্রযুক্ত এক দিন প্রজাপালন না করিয়া যে পাণসঞ্চয় করেন, পরলোকে তাঁহারে সহস্র বৎসর সেই পাপের ফলভোগ করিতে হয় । আর তিনি এক দিন ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক যে পুণ্যসঞ্চয় করেন, পরলোকে দশ সহস্র বৎসর সেই পুণ্যের ফলভোগ করিয়া থাকেন । গৃহস্থ, তক্ষচারী ও বাণপ্রস্থানী ব্যক্তিগণ স্তচারূপে নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক যে সমুদায় লোক জয় করেন, ভূপতি কণকাল ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া অন্যত্র সে সেই সকল লোক লাভ করিতে পারেন ; অতএব তুমি ঐরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হও, তাহা হইলে পুণ্যফল লাভ, মনঃশীতা নিরারণ ও হরলোকে বিপুল ঐশ্বর্য্য অধিকার করিতে পারিবে । রাজা ব্যতিবেকে আর কেহই পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয় না । হে ধর্ম্মরাজ তুমি ঐশ্বর্য্যাবলম্বী হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য প্রতিপালন পূর্ব্বক মোক্ষরস দ্বারা পুরুষেরও অভিলষিত জব্যদ্বারা সুহৃদ্বিগের তৃপ্তিসাধন করিতে প্রবৃত্ত হও ।

### বিস্তৃতিতম অধ্যায় । ৭২ ।

ভাস্ম কহিলেন, মহারাজ ! যিনি সাধুগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও অসারু-  
গণের শাসন করিতে সমর্থ হন, তাঁহাকেই পুরোহিত কল্পা রাজার  
কর্তব্য । এই বিষয়ে বাহু ও এসপুত্র পুরুষবির কথোপকথন উৎপলকে  
যে পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিতেছি, শ্রবণ কর ।

এক দিন পুরুষবা বাহু ও সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, শব্দ ! ভ্রাতৃগণ  
ও অন্যান্য বর্জের কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল এবং কি নিমিত্তই  
বা ভ্রাতৃগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তাহা বর্ণন করুন ।

পবন কহিলেন, হে রাজন ! ভ্রাতৃগণ যুব হইতে ভ্রাতৃগণ, বাহু হইতে  
কদ্রিয়, উকযুগল হইতে বৈশ্য এবং গামদৈশ হইতে চতুর্ধ পুত্র সমুৎ-  
পন্ন হইয়াছেন । এই প্রকারে বর্ণচতুর্ধ সমুৎপন্ন হইলে, ভ্রাতৃ এই নিমিত্ত  
কহিলেন যে, ভ্রাতৃ সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া বর্জের রক্ষণাবেক্ষণ, কদ্রিয়

অবনীৰ অধীশ্বৰ হইয়া নিৰ্মামাসুসারে দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাবর্গের প্রতিপালন, ঐশ্য ধন ধান্যাদ্বারা বর্ণত্রয়ের তরণপোষণ এবং শূদ্র এই তিন বর্ণের পরিচর্যা করিবে।

পুরুষবা কহিলেন, সমীরণ ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের মধ্যে ধর্মামুসারে কাহার পৃথিবীতে অধিকার আছে ?

সমীরণ কহিলেন, মহারাজ ! ধর্মবিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রথমে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ; অতএব জগতের সমুদায় পদার্থে ই ব্রাহ্মণের অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ বাহা ভোজন, বাহা পরিধান ও বাহা দাঁচ করেন, সেই সমস্তই তাঁহার আপন্য জব্য। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের শুরুর এবং সর্বশেষের স্রোত ও স্রোত। রমণীগণ যেকোন পণ্ডিত অবর্ত্তমানে দেবরকে পতিস্তে বরণ করে, পৃথিবীও সেইরূপ ব্রাহ্মণকর্তৃক প্রতিপালিত না হইয়াই ক্ষত্রিয়কে পতিস্তে বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি তুমি ধর্মামুসারে অত্যাংকুষ্ঠ স্বর্ণলাভের বাসনা কর, তাহা যে কিছু ভূসম্পত্তি পরাজয় করিবে, সেই সমস্তই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ধর্ম-শীল, ভগঃপরায়ণ, স্বধর্মাবলম্বী, অর্থবাসনাপরিবর্জিত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। সদ্ভবংশসমুৎ, কৃতবিদ্যা, বিনীতস্বভাব ব্রাহ্মণই স্বীয় অসামান্য ধীশক্তি প্রভাবে নানাপ্রকার উপদেশ দ্বারা ভূপতির মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। যে রাজা অহংকারপরিবর্জিত হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম অবলম্বন পূর্বক ব্রাহ্মণনির্জিষ্ট ধর্ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাহার বশশস্ত্র অবনীমণ্ডলে চিরকাল বেদীপায়মান থাকে। হাজপুরুষোহিত ও রাজার অনুষ্ঠিত ধর্মের অংশভাগী হন। প্রজাগণ ভূপাল কর্তৃক পর-রক্ষিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে যে ধর্মের অনুষ্ঠান করে, নরপতি সেই ধর্মের চতুর্থাংশ লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব ও রাক্ষস সকলেই যজ্ঞ-দ্বারা জীবিকানির্ভর করে। দেবলোক ও পিতৃলোক যজ্ঞদ্বারা ই পরি-তুষ্ট হন, কিন্তু সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আবার ভূপতিরই আরম্ভ। ভূপতিশূন্য রাজ্যে যজ্ঞের প্রসঙ্গ থাকুক না। লোকে গ্রীষ্মকালে জল, বসন্ত ও হারাদ্বারা এবং শীতলকালে অমল, আতপ ও বস্ত্রদ্বারা সুখলাভ করিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট শস্য, স্পর্শ, রূপ, বল ও গন্ধ দ্বারা সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয়, কিন্তু অতঃকরণ সতত ভীত থাকিলে, কেহই কোন প্রকার সুখলাভ করিতে পারেন না। অতএব যিনি প্রাণিগণকে অভয় প্রদান পূর্বক তাহাদিগের জীবন দান করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট পুণ্যফল লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ নাই। জীবন দান সমূহ উৎকৃষ্ট দান

এই ত্রিভুবনমধ্যে আর কিছুই নাই। ভূপতি ইন্দ্র, যম ও বর্ষা বরুণ হইয়া সমস্ত পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছেন।

-০০০-

### ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ৭৩ ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! নরপতি ধর্ম্মার্থ পর্যালোচনা করিয়া সত্বরে এক জন বহুদশী পুরোহিতকে নিযুক্ত করিবেন। রাজপুরোহিত ধর্ম্মশীল ও মন্ত্রনিপুণ এবং রাজা ধর্ম্মপরায়ণ ও মন্ত্রবেত্তা হইলে, প্রজাবর্গের সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়োলাভ হয়। ভূপতি ও পুরোহিত উভয়েই দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতুষ্ট এবং প্রজাগণকে, পরিবর্দ্ধিত করেন। উইারা পরম্পরের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ব হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের সত্যাব থাকিলে, প্রজাগণ সুখলাভ করে এবং ঐ উভয়ের অসত্যাব হইলে, তাহারা ধ্বংস হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অন্যান্য বর্ণের মূলস্বরূপ। এই স্থলে ঐলকশ্যপসংবাদ নামক এক পুরাতন ঈতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

এক দিন এলপুত্র মহারাজ পুরুষবা কশ্যপকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! যদি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে উইাদিগের মধ্যে কোন্ পক্ষ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং প্রজাবর্গ কোন্ পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক কালাতিপাত করে ?

কশ্যপ কহিলেন, যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে, ক্ষত্রিয়ের রাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং স্রেষ্ঠ জাতিরেরা বাহ্যকে অভিলাষ হয়, তাহাকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করে। যে সকল ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের বৈদজ্ঞানলাভ, অপত্যোৎপাদন, দধিমহন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এককালে বিলুপ্ত হইয়া যায় ; আর সেই ব্রাহ্মণত্যাগী ক্ষত্রিয়ের ও পুত্রপৌত্রগণ বেনাধারনে বিলুপ্ত হয় ও তাহার ভবনে অর্থ কোনক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয় না এবং তবংশীয় জনগণ বর্ণসঙ্কর ও দল্লভাবাপন্ন হইয়া উঠে। অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পরকে যত্নসহকারে রক্ষা করিবে। উইারা পরস্পরের আদৃত্যবের প্রধান কারণ। যদি উইারা পরস্পর সত্যাবাপন্ন হন, তাহা হইলে উইাদিগের গৌরব পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং যদি উইারা অসত্যাবাপন্ন হন, তাহা হইলে সকলেই মোহে নিতান্ত অভিহৃত হইয়া পড়ে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, অগ্নি সমুদ্রে নিপতিত নৌকার ন্যায় এই সংসারসাগ্রের পার হইতে আর কেহই সমর্থ হয় না । প্রজাবর্ণ এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায় । ব্রাহ্মণরূপ তরু সুরক্ষিত হইলে, সুখ ও সুবর্ণ বর্ষণ এবং অরক্ষিত হইলে নিরন্তর পাপাশ্রম বিসর্জন করিয়া থাকে । যে প্রদেশে ব্রাহ্মণ দম্ভাদিগের প্রভাবে বেদবিবর্জিত হইয়া বেদদ্বারা পরিভ্রাণ বাসনা করেন, তথায় কিছুমাত্র বারিবর্ষণ হয় না এবং নিরন্তর যত্নভর ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে । যে সময় পাপাত্মারা জীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিয়া জনসমাজে সাধুবাদ লাভ করে এবং ভূপতির সন্নিধানে কিছুমাত্র শঙ্কিত নাহয়, তৎকালে নরপতির মহাভয় উপস্থিত হইয়া থাকে । দুরাত্মাদিগের পাপানুষ্ঠানপ্রভাবে রুদ্রদেব প্রাদুর্ভূত হইয়া সং ও অসং সকলকেই এককালে নিপাতিত করেন ।

পুরুষা কহিলেন, ভগবন্ ! প্রাণীগণকেই প্রাণীর নিধন সাধন করিতে দেখা যায় । কেহই ত রুদ্রদেবকে নেত্রগোচর করিতে পারে না । তিনি কে ? কি রূপ আকার বিশিষ্ট এবং কোথা হইতেই বা সমুৎপন্ন হন ? তৎসমুদায় বর্ণন করুন ।

কশ্যপ কহিলেন, যে আত্মা মনুষ্যের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া আপনার ও অন্যের কলের ধ্বংস করিয়া থাকেন, সেই আত্মাকেই রুদ্রদেব বলা যায় । তাঁহার আকার উৎপাতবায়ু ও জলধরের ন্যায় ।

পুরুষা কহিলেন, ভগবন্ ! সশীর্ণ চতুর্দিক্ আক্রমণ ও জলধর বারিবর্ষণ করিয়াই ত প্রায় মনুষ্যের জীবন নষ্ট করে না । মনবদিগকে কামদেবের বশবর্তী হইয়াই জীবন পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় ।

কশ্যপ কহিলেন, রাজন্ ! অগ্নি যে প্রকার এক গৃহে সংলগ্ন হইয়া সকল গ্রাম ও চত্বর ভস্মীভূত করে, রুদ্রদেবও সেইরূপ পাপাত্মার পাপপ্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়া ঐকালে সকলকে বিমোহিত ও কামদেবের বশবর্তী করিয়া ফেলেন ।

পুরুষা কহিলেন, ভগবন্ ! দৃশ্যাদিগের পাপানুষ্ঠান বশতঃ যদি পুণ্যশীল ও পাপাত্মা সকলেই দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে লোকে কি নিমিত্ত দৃষ্টিগোচর পরিহার ও সংকার্যের অনুষ্ঠান করিবে ?

কশ্যপ কহিলেন, যে রূপ শুদ্ধ বস্তুর সংস্রবে আত্মা পদার্থও ভস্মীভূত হইয়া থাকে, পাপবিহীন মনুষ্যগণও সেইরূপ পাপাত্মাদিগের সংস্রববশতঃ তাঁহাদের ন্যায় দণ্ডনীয় হয় ; অতএব পাপাত্মার সহিত সংস্রব রাখাও নিতান্ত অকর্তব্য ।

পুরুষবা কহিলেন, ভগবন্ ধরনী সকলকেই ধারণ, দিবাকর সকলকেই তাপ প্রদান, নলিল সকলেরই পবিত্রতা সম্পাদন এবং বায়ু সর্বত্রই বিচরণ করিতেছেন। উহাদিগের নিকট মাধু ও অমাধু কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।

কশ্যপ কহিলেন, রাজকুমার ! ইহলোকে এই প্রকারই হয় বটে; কিন্তু যাহারা পূণ্য কার্যের অনুষ্ঠান করে ও যাহারা পাপাচরণে আবৃত্ত হয়, তাহাদিগের ইতর বিশেষ পদ্বলোকেই লক্ষিত হইয়া থাকে। পুণ্যলোক সমস্ত মধুর আকর ও অমৃতের লাভি স্বরূপ। উহার জ্যোতি হেমবর্ণ, তথায় জরা, মৃত্যু বা দুঃখের অনুমাত্র প্রাহুর্ভাব নাই। ব্রহ্মচারিগণ ঐ লোকে গমন করিয়া অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পাপলোক নরকের আবাস। উহা সর্বদাই ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তথায় শোক ও দুঃখ সৰ্বদা সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ লোকে পাপাত্মারা বহুকাল সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর সন্তাব হইলে, প্রজাবর্গ দুর্ভিক্ষই দুঃখ ভোগ করে। নরপতি এই বিষয় বিশেষ পর্যালোচনা পূৰ্ব্বক বহুদর্শী প্ররোহিতকে কার্যে নিযুক্ত করিবেন। প্রথমে প্ররোহিতকে বরণ করিয়া পরে রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া রাজার অবশ্য কর্তব্য। ধর্ম্মাশ্রমারে ব্রাহ্মণ সকলের প্রধান। ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণের স্তুতি হইয়াছে; অতএব ব্রাহ্মণ সর্ববর্ণের জ্যেষ্ঠ, সম্মানভাজন ও পূজ্য। বলবান্ হইলেও ধর্ম্মাশ্রমারে ব্রাহ্মণকে সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তু প্রদান করিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই পরস্পরের উন্নতির হেতু।

### চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় । ৭৪ ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা ভূপতি ও রাজ-প্ররোহিতের আশ্রয়। যে রাজ্যে ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে প্রজাবর্গের অপ্রত্যক্ষ ভয় এবং ভূপতির বাহুবলে প্রত্যক্ষ ভয় নিবারিত হও, সেই রাজ্যই যথার্থ উপদ্রববিহীন হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি মহারাজ যুচুকন্দ ও কুবেরের কণোপকণন উপলক্ষে এই বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ একটি পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহারাজ যুচুকন্দ সমস্ত পৃথিবী পরাজয়

করিয়া আপনার বল পরীক্ষার্থ অলকাধিপতি কুবেরকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন । তদর্শনে যক্ষরাজ মুচুকুন্দের সৈন্য সংহার করিবার জন্য অসংখ্য রাক্ষসদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । রাক্ষসগণ মুচুকুন্দের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্বক তাহাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন মুচুকুন্দ অদ্বিতীয় বিদ্বান্ স্বীয় পুরোহিতকে নিন্দা করিতে লাগিলেন । মহর্ষি বীশিষ্ঠ ভূপতির নিন্দা এবং পূর্বক ক্ষুদ্র হইয়া কঠোর তপোভুটান কর্ত্ত রাক্ষস দিগের সংহারসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

নিশাচরগণ প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে, অলকাধিপতি কুবের মহারাজ মুচুকুন্দের সন্নিধানে গমন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বে অনেক ভূপতি তোমার ন্যায় বলবান্ ও পুরোহিতসাহায্যসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তুমি যে প্রকার আমাকে আক্রমণ করিয়াছ, এক্ষণ আর কেহই করিতে সমর্থ হন নাই । সেই পূর্বতন মহীপালগণ অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ ও সমধিক বলসম্পন্ন হইয়াও আমাকে সুখ হৃৎস্বের অধীশ্বর বিবেচনা করিয়া সতত আমার উপাসনা করিতেন । যাহা হউক, এক্ষণে যদি তোমার বাহুবল থাকে, প্রকাশ কর । ব্রহ্মবল অবলম্বন পূর্বক কেন বৃথা বলবত্ব প্রকাশ করিতেছ ?

সেই সময়ে মহারাজ মুচুকুন্দ সাতিশয় রোশপরবশ হইয়া নির্ভয়চিত্তে ন্যায়ানুগত বাক্যে ধনাধিপতিকে কহিলেন, ক্ষমাবন্ ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন । পদ্মধোনি ব্রহ্মা উইদ্বাদিগের সৃষ্টি করিয়া লোকরক্ষার্থ ব্রাহ্মণদিগকে মন্ত্র ও তপোবল এবং ক্ষত্রিয়গণকে অস্ত্র ও বাহুবল প্রদান করিয়াছেন । ব্রহ্মবল ও ক্ষত্রিয়বল পৃথক্ পৃথক্ হইলে, প্রজাবর্গ কোনক্রমেই সুরক্ষিত হইতে পারে না ; অতএব ঐ উভয় বল একত্র করিয়া প্রজাস্বক্ষণ করাই প্রাজ্ঞ জনের কর্ত্তব্য । আমি তদনুসারেই ব্রহ্মবল অবলম্বন পূর্বক কার্য্য করিতেছি ; অতএব এ বিষয়ে কেন আমার নিন্দা করিতেছেন ?

তখন অলকাধিপতি কুবের নরপতি মুচুকুন্দকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি কখনই এক জনের রাজ্য অন্যকে প্রদান বা অপহরণ করি নাই । এক্ষণে সমস্ত পৃথিবী তোমাকে প্রদান করিলাম ; তুমি নির্ভয়চিত্তে উহা শাসন কর ।

রাজা মুচুকুন্দ কুবেরের এই কথা এবং পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করিতে আমি অভিলাষ করি না ; আমার

এই বাসনা যে, আমি নিজ ভুজবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া ভোগ করিব।

তখন ধনেশ্বর কুবের রাজা মুচুকুন্দকে অসম্ভ্রান্ত ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্যে একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া সাতিশর বিষ্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর নরপতি মুচুকুন্দ ধনাধিপতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক আপনার রাজধানীতে প্রত্যর্গমন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে স্বীয় বাহুবলনির্ভীত পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! যে ভূপতি ধর্ম্মশীল হইয়া এই প্রকারে ব্রহ্মবল অবলম্বন পূর্বক কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি সমস্ত ধরণী জয় ও যশোলাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন সলিলক্রিয়া সমাধান ও ক্ষত্রিয় প্রতিনিয়ত অস্ত্রবল অবলম্বন করিলে, পৃথিবী মধো যে সকল দ্রব্য আছে, তৎসমুদায়ই নিশ্চয় তাহাঙ্গিরের আরক্ত হইয়া থাকে।

### পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় । ৭৫ ।

বুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ভূপতি কি প্রকার বুদ্ধি অবলম্বন করিলে, মনুষ্যদিগের উন্নতিসাধন এবং পুণ্যলোক সকল পরাজয় করিতে সমর্থ হন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! নরপতি সতত দানশীল, যজ্ঞশীল, উপবাসনিরত ও তপোহুষ্ঠানসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং গাত্রোথান পূর্বক ধন প্রদান দ্বারা ধর্ম্মশীলগণের সম্মান রক্ষা করিবেন। ভূপতি ধর্ম্মের গৌরব করিলে, সর্বত্রই ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা হইয়া থাকে। রাজা যে প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রজাবর্গের তাহাতেই অভিকৃতি হয়। কৃতান্তের ন্যায় শত্রুগণের প্রতি প্রতিনিয়ত দণ্ড উদ্যত ও দম্বাদিগকে সমূলে উন্মূলিত করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য, অনুদাগবশতঃ কাহাকেই ক্ষমা করা বিধেয় নহে। প্রজাবর্গ সুচারু রূপে রক্ষিত হইয়া বেদাধ্যয়ন, ধনদান, হোম ও দেবार्চনা প্রভৃতি যে সমুদায় ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ভূপতি তাহার চতুর্থাংশের অধিকারী হইয়া থাকেন। আর প্রজাগণ উত্তমরূপে প্রতিপালিত না হওয়াতে রাজ্যমধ্যে যে পাপসঞ্চয় হইতে থাকে, রাজাকে তাহারও চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে হয়। ভূপতি নৃশংসও মিপ্যাবাদী হইয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান

পূর্বক যে পাপ উৎপাদন করেন, কাহার কাহার মতে তাঁহাকে সেই পাপের অর্জেক ও কাহার কাহার মতে সেই সমস্তই ভোগ করিতে হয় ।

একণে রাজা ঘাহাতে ঐ সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । ভৃক্করগণ কোন প্রজার ধন অপহরণ করিলে, ভূপতি যদি তাহা প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে আপনায় ধনাগার হইতে অণবণ বনিকগণের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ পূর্বক ক্ষতিগ্রস্ত প্রজার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন । প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রহ্মস্ব রক্ষা করা সমস্ত বর্ণেরই কর্তব্য । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অপকার করে, তাহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করাট বিধেয় । ব্রহ্মস্ব রক্ষিত হইলে, সমুদায় বিষয়ই রক্ষিত হয় । অতএব ব্রাহ্মণগণকে প্রেময় করাই ভূপতির নিত্য আবশ্যক । প্রাণিগণ যেরূপ জলদমনওল ও বিহঙ্গম সকল যেরূপ সমুদ্রত মহীকুহকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, মহুস্যাগণও সেইরূপ ভূপতিরে আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে । কামপরায়াণ, নৃশংস ও ধনাভিলাষী রাজা কোনক্রমেই প্রজাপালন করিতে সমর্থ হন না ।

মুখিষ্টিয় কহিলেন, পিতামহ ! ক্ষণকালও সুখলাভার্থ রাজ্যভোগ করিতে আমার অভিলাষ নাই । পূর্বে আপনি আমাকে কহিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মলাভার্থ রাজ্য গ্রহণ করা আবশ্যক ; কিন্তু আমি একণে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, রাজ্যরক্ষা দ্বারা অধিক ধর্ম্মলাভ করা নিত্যান্ত উৎসাহ্য । উহাতে সমধিক পাপ জন্মাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । অতএব ইহার পর আমি পরম পবিত্র কাননমধ্যে গমন পূর্বক জিতেন্দ্রিয়, ফল-মুলাপারী ও তপঃপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মের উপাসনা করিব ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! তোমার বুদ্ধি যে নিত্যান্ত নৃশংসতাবিহীন, আমি তাহা বিশেষরূপ বিদিত আছি ; কিন্তু কেবল নৃশংসতাবিহীন হইলে, রাজ্যরক্ষা করা যায় না । তুমি সাত্ত্বিক ধাত্মিক, মৃদু, দয়ালু ও উৎসাহবিহীন বলিয়া লোকে তোমাতে গৌরব করে না । সেঁ ঘাহা হউক, একণে তুমি তোমার পিতৃপিতামহাচারিত ব্যবহার আলোচনা করিয়া দেখ ; তুমি যে প্রকারে কালহরণে অভিলাষী হইতেছ, সে প্রকারে কালব্যাপন করা ভূপালগণের নিত্যান্ত অকর্তব্য । তুমি মৃদুভাবাপন্ন হইয়া কদাচ এককালে নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিও না । তুমি সূচাক্ষুণ্ণে প্রজাপালন করিতে পারিলেই, তোমার অনার্যাসে ধর্ম্মফল লাভ হইবে ।



তুমি আপনার প্রজা ও বুদ্ধিপ্রভাবে যে প্রকার আচারপালন হইবার বাসনা করিতেছ, মহারাজ পাণ্ডু ও দেবী কুন্তী তুমি ওরফে হইবে বলিয়া আকাজক্ষা করেন নাই। তাঁহারা সততই তোমার শৌর্য্য, বল, সত্য-মাহাত্ম্য ও ঔদার্য্য আকাজক্ষা করিতেন। দেবলোক ও পিতৃলোক মান-বের নিকট নিরন্তর যজ্ঞ ও আন্ধ তর্পণাদির প্রত্যাশা করেন। দান, অধায়ন, যজ্ঞ ও প্রজাপালন ধর্ম্মই 'হউক বা' অধর্ম্মই হউক, তুমি ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠানার্থই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। বাহারা স্বথাসময়ে উপযুক্ত ভার বহন করিতে নিযুক্ত থাকে, তাহারা নিহত হইলেই তাহাদিগের কীর্ত্তি বিনষ্ট হয় না। মনুষ্যের কথা কি অশ্ব ও সমাক্রূপে শিক্ষিত হইলে, অনায়াসে ভার বহনে সমর্থ হয়। কি গৃহী, কি ভূপতি, কি ব্রহ্মচারী কেহই দোষবিহীন হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ হন না। অতএব বাহাতে পুণ্যের ভাগ অধিক ও পাপের অংশ অল্প, সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা দোষাবহ নহে। এককালে পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান পরি-তাগ করা অপেক্ষা অল্প পরিমাণেও উহা করা শ্রেয়স্কর। কর্ম্মত্যাগী অপেক্ষা পাপী আর কেহই নাই! সঙ্কশোভন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অতুল ঐশ্ব-র্য্যের অধীশ্বর হইলে, ভূপতির রাজ্য বুদ্ধি ও রক্ষা বিবয়ে বিশেষ আত্ম-কুশল্য করিয়া থাকেন। ধর্ম্মশীল রাজা রাজ্য, অধিকার পূর্ব্বক দান, বল-বীৰ্য্য প্রকাশ ও মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রজাদিগকে বশবত্তী করিবেন। সঙ্কশমন্ত পণ্ডিতগণ বৃত্তিলোপভয়ে কাতর হইয়া বাহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ও পরিতুষ্ট হন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যদি বিশেষ অবগত থাকেন, তাহা হইলে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গে পরম প্রীতি ও অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্য ভয়গ্রাস্ত হইয়া বাহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষণকালও সুখলাভ করিতে পারে, আমার মতে সেই ব্যক্তিই স্বর্গলাভে সমর্থ হয়; অতএব তুমি আনন্দিত চিত্তে কৌরবকুলের অধিপতি হইয়া সাধুগণের রক্ষা ও অসাধুদিগের পরাজয় করিয়া স্বর্গলাভে অধি-কারী হও। প্রাণিগণ যেরূপ জলদজ্বালের এবং পক্ষীগণ যেরূপ বৃহৎ বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিত থাকে, সেইরূপ সুহৃদগণ সাধুগণের সহিত একত্র হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কালাযাপন করুন। যে ব্যক্তি প্রগল্ভ, শূর ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অসত্যের প্রতিদণ্ড বিধান ও সাধুগণকে ধন দান করেন, মনুষ্যেরা তাহার আশ্রয়েই অবস্থান করিয়া থাকে।

ষট্‌সপ্ততম অধ্যায় । ৭৬ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বকর্ম-  
নিরত ও কেহ কেহ বা কুকর্মপরায়ণ হইতেছেন, আপনি তাঁহাদিগের  
বিষয় বিশেষ বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! পণ্ডিত, স্থলক্ষণাধিত ও সর্বত্র সমদর্শী ব্রাহ্মণ-  
গণ ব্রহ্মতুল্য, ঋক্, যজু ও সামবেদ দীক্ষিত, স্বকার্যনিরত ব্রাহ্মণগণ দেব-  
তুল্য এবং স্বকার্যবিহীন নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ শূদ্রতুল্য বলিয়া অভিহিত হইয়া  
থাকেন । যে সকল ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নহেন এবং যাহাদের অগ্নি সঞ্চিত  
নাষ্ট, ধর্মশীল ভূপতি তাঁহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ ও তাঁহাদিগকে  
বিনাবেতনে কার্যে নিয়োগ করিবেন । ধর্ম্মাধিকারী, দেবল, নক্ষত্রযা-  
জক, গ্রামযাজক ও গুরুগ্রাহক ব্রাহ্মণগণ চণ্ডাল তুল্য । ঋত্বিক্, পুরো-  
হিত, মন্ত্রী ও বার্তাবহ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়তুল্য । অশ্বারোহী, গজারোহী,  
রথী ও পদাতি ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যতুল্য । ধনহীন হইলে, ব্রহ্মকল ও দেব-  
কল ব্রাহ্মণ্যভীত আর সকল ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই করগ্রহণ করি-  
বেন । ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণেরন্যায় স্বকার্যভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের ধনেও ভূপতির অধিকার  
আছে । ব্রাহ্মণদিগকে স্বকর্মচ্যুত অবলোকন করিয়া উপেক্ষা করা নরপু-  
ত্রির কদাচ কর্তব্য নহে । তিনি ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগকে দণ্ড প্রদান  
পূর্বক স্বকার্যনিরত ব্রাহ্মণ শ্রেণী হইতে পৃথক্ করিয়া দিবেন । যে ভূপ-  
তির অধিকারে ব্রাহ্মণ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে, সেই ভূপতিই তাহাষয়ে  
অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন । বেদবিশারদ পণ্ডিতগণ  
কহেন যে, যদি বেদবেত্তা স্বাতক ব্রাহ্মণ বৃত্তিবিহীন হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি  
অবলম্বন করেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহার বৃত্তিবিধান পূর্বক ভরণ-  
পোষণ করিবেন । তিনি যদি তাহাতেও চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে  
না পারেন, তাহা হইলে ভূপতি তাঁহাকে সপরিবারে তথা হইতে নির্বা-  
সিত করিয়া দিবেন ।

—•••—

সপ্তসপ্ততম অধ্যায় । ৭৭ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! নরপতি কোন্ কোন্ ব্যক্তির ধনে  
অধিকারী হইবেন এবং কি প্রকার বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক কালাতিপাত  
করিলে, তাহা বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! নরপতি বেদশ্রমাণামুসার ব্রাহ্মণভিন্ন জাতিগণের এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা বেদবিহিত ত্রিযাকলাপবিহীন তাঁগদিগের ধনে অধিকারী হন। সাধু ব্যক্তিগণ কঠিনা থাকেন যে ত্রিযাকলাপবর্জিত ব্রাহ্মণদিগের ধন গ্রহণ করিতে রাজা রাজ্ঞী প্রদর্শন করিবেন না। ব্রাহ্মণ রাজ্যমধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিলে, তদ্বিবরে রাজাই সম্পূর্ণ অপরাধী হইয়া থাকেন। যদি ভূপতি বেদানুরক্ত ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জনসমাজে মিতান্ত নিন্দিত হইতে হয়। এই জন্যই পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণ প্রতিনিয়ত যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন করিতেন।

পূর্ব্বকালে অরণ্যমধ্যে এক ব্রাহ্মণ স্বাধারসম্পন্ন কেকয় রাজকে আক্রমণ পূর্ব্বক হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি তাহাকে যে প্রকার কহিয়া ছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কেকয়াদিপতি নিশাচর কর্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া তাঁগকে কহিলেন, ব্রাহ্মণ ! আমার রাজ্যমধ্যে কেহ কখন চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে নাট ; কদর্য্য ও মদ্যপানী ব্যক্তিগণ তথায় অবস্থিতি কবিতে পারেন না। ব্রাহ্মণমধ্যে কেহই মূর্খ, ব্রতবিহীন বা সাধুযজ্ঞপরিবর্জিত নহেন। সকলেই যথাসময়ে অগ্নি সঞ্চর, সৌমপান, অভাগত ব্যক্তিগণকে নিজ নিজ ভোজ্যানের অংশ প্রদান এবং যজ্ঞন, অধারন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। উহারা সকলেই যুদ্ধভাবসম্পন্ন, সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মশীল ও সকলের সম্মানভাজন। ক্ষত্রিয়গণ সকলেই স্বধর্ম্মনিরত, ব্রাহ্মণপ্রতিপালক ও সংগ্রামে অপরাধু। তাঁহারা স্বেচ্ছানুক্রমে ধনদান, অধারন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ; কিন্তু কোনক্রমেই প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন বা যাজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। বৈশ্যগণ সকলেই স্তুতি, জিতেন্দ্রিয়, অপ্রমত্ত, ক্রীয়াশালী, ব্রত সম্পন্ন ও সত্যপরায়ণ। তাহারা সকলেই পরম্পর সৌহার্দ্য অবলম্বন করিয়া কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ এবং অতিথিগণকে নিজ নিজ ভোজ্যানের অংশ প্রদান করিয়া থাকে। শূদ্রগণ অস্বাধারী হইয়া ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্বাহ করে। আমি স্বয়ং নিম্নমুসারে কুলধর্ম্ম ও দেশধর্ম্ম রক্ষা এবং কৃপণ, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, অাহর ও স্ত্রীলোকদিগকে ধনদান করিয়া থাকি ; কদাচ ভোজ্য দ্রব্য বিভাগ না করিয়া ভোজন, পরস্পর হরণ, বা স্বেচ্ছানুসারে ক্রোড়া করি না। আমার জনপদমধ্যে তপস্বীগণ পূজিত ও সূচাক্রমে প্রাতি-  
 যজ্ঞানুরক্ত ব্যক্তিগণকে নিজ নিজ ভোজ্যানের অংশ প্রদান

করিতেছেন । যিনি ব্রহ্মচারী নহেন, তিনি কদাচ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন না । যিনি ভিক্ষুক, তিনি কদাচ ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হন না এবং যিনি অযাজিক, তিনি কদাচ হত্যাশনে আহুতি প্রদান করিতে পারেন না । রাজ্যস্থিত সমুদয় লোক নিভ্রাণত হইলে, আমি একাকী জাতি করিয়া থাকি ! বিদ্বান্ বৃদ্ধ ও তপস্বীদিগকে কোনক্রমেই অবজ্ঞা করি না এবং ধন দান দ্বারা বিদ্যা, সত্য দ্বারা শ্লোক সমুদয় ও গুরুদ্বারা দ্বারা গুরুকে আশ্রিত করিতে বাগনা করি । আমার পুরোহিত আশ্রয়জনবিশিষ্ট, তপঃপরায়ণ, ধর্মবেত্তা, বুদ্ধিমান্ ও সমস্ত রাজ্যের নীতিপণেতা । আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণগণ সর্বদা সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইতেছেন । তথায় বিধবা, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ধূর্ত ও অযাজ্য-যাজী প্রভৃতি পাপাত্মার সম্পর্কও নাই । আমি ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিয়া থাকি এবং আমার কলেবরে দুই অঙ্গুলিপ্রমাণ স্থানও অক্ষত দৃষ্ট হয় না । আর আমার প্রজাগণ গো, ব্রাহ্মণরক্ষণ ও যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য প্রতিনিয়ত আমার মঙ্গলবাসনা করিয়া থাকে ; সুতরাং আমি রাক্ষস হইতে কিছুমাত্র ভীত হই না । তুমি কি নিমিত্ত আমার কলেরবমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ?

নিশাচর কহিল, রাজন্ ! তুমি সর্সাবস্থাতেই ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাক ; অতএব আমি তোমাকে পরিত্যাগ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম । তুমি স্বচ্ছন্দে স্বীয় মনিকेतনে গমন কর । যে সকল ভূপাল গো, ব্রাহ্মণ ও প্রজাবর্গকে সুচারুরূপে প্রতিপাল্য করেন, পাপাত্মাদিগের কথা কি বলিব, রাক্ষসগণ হইতেও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারিত হয় না । ব্রাহ্মণগণ যাহাদিগের পুরোবর্তী, ব্রহ্মবলই যাহাদের উৎকৃষ্ট বল এবং যাহাদিগের প্রজাবর্গ অতিধিপ্রিয়, সেই সমুদায় ভূপাল অনার্য্যে দেশলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । নিশাচর এই বলিয়া নরপতিকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল । অতএব হে ধর্ম্মরাজ ! স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন ও স্বকর্ম্মচ্যুত ব্রাহ্মণগণকে শাসন করিতে যত্ববান্ হওয়া ভূপতির অবশ্য কর্তব্য । ব্রাহ্মণগণ সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইলে, সর্বদা ভূপতিকে রক্ষা ও আশীর্বাদ করিয়া থাকেন । যে মহীপতি নিয়মানুসারে গ্রাম ও নগরবাসীদিগকে রক্ষা করেন, তিনি ইহলোকে নানা প্রকার সুখসম্ভোগ করিয়া পরিণামে ইচ্ছা সাধলোক্য প্রাপ্ত হন ।

## অষ্টমপুতিতম অধ্যায় । ৮৭ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ । বিপদকাল সমাগত হইলে, ব্রাহ্মণ রাজধর্ম অবলম্বন পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন ; কিন্তু তিনি বৈশ্যধর্ম অবলম্বন পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন কি না, তাহা বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ধর্ম অবলম্বন পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিতে অসমর্থ হইলে, বৈশ্যধর্ম আশ্রয় করিতে পারেন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! বৈশ্যধর্মে থাকিয়া কোন্ কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণকে স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না ।

ভীষ্ম কহিলেন ; ধর্মরাজ ! সূরা, লবণ, তিল, অর্থ ও গোমহিষপ্রভৃতি পণ্ড, মধু, মাংস ও পক্ষীর বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য নহে । ঐ সমুদয় দ্রব্য বিক্রয় করিলে, তাঁহাকে নিরয়গামী হইতে হয় । অঙ্গ বিক্রয় করিলে অগ্নি, মেঘ বিক্রয় করিলে বরুণ, অশ্ব বিক্রয় করিলে সূর্য্য, অন্ন বিক্রয় করিলে পৃথিবী ও ধেনু বিক্রয় করিলে যজ্ঞ ও সোম-রস বিক্রয় করা হয় ; অতএব ব্রাহ্মণ ঐ সমুদায় দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না । ভোজনের জন্য পক্ষ দ্রব্য প্রদান করিয়া অপক দ্রব্য গ্রহণ করাই নিতান্ত দোষাবহ ; অপক দ্রব্য প্রদান পূর্বক পক দ্রব্য গ্রহণ করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে । আমি আপনায় পক বস্ত্র ভোজন করিব, আপনি আমাকে উহা প্রদান পূর্বক স্বয়ং আমার এই অপক বস্ত্র গ্রহণ পূর্বক পাক করিয়া লউন, এই বলিয়া কোন ব্যক্তিকে অপক বস্ত্র প্রদান পূর্বক পক বস্ত্র গ্রহণ করিলে, অধর্ম গ্রস্ত হইতে হয় না । ব্যবহারনিরত ধর্মপরায়ণ পুরাতন ব্যক্তিদিগের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । আমি তোমাকে এই বস্ত্র প্রদান করিতেছি, তুমি আমাকে এই বস্ত্র প্রদান কর, এই বলিয়া এক ব্যক্তিকে সম্মত করিয়া আপনার দ্রব্যের বিনিময়ে তাহার দ্রব্য গ্রহণ করিলে ধর্মক্ষয় হয় না । বল পূর্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিলেই ধর্মচ্যুত হইতে হয় । পুরাতন ঋষি ও অন্যান্য ব্যক্তি-গণ ঐ প্রকার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন ; উহা যে, নিতান্ত উৎকৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! প্রজাবর্গ যখন স্বধর্মচ্যুত হইয়া ভূপ-  
তিপ বিপক্ষে শত্রু গ্রহণ করে, তখন নিশ্চয়ই তাহার বলক্ষয় হয় ;  
অতএব তৎকালে তিনি কি প্রকারে প্রজাপালন করিবেন, এই বিষয়ে

আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ইহা বিস্তারিত পূর্বক বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! সেই সময় ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় দান, তপস্যা, যজ্ঞ, অঙ্গোহ ও দমণ্ড দ্বারা স্ব স্ব হিতসাধনে যত্নবান হইবেন এবং উহাদিগের মধ্যে যাহারা বেদবিশারদ, তাঁহারা নিজ নিজ ব্রহ্মবল প্রকাশ পূর্বক সুরগণ, যেরূপ পুরন্দরের মূলবৃদ্ধি করেন, সেইরূপ ভূপতির বলবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইবেন । ভূপতির ক্ষয়দশা সমাগত হইলে, তাঁহার ব্রহ্মবল একমাত্র অবলম্বন । এই জন্যই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মবল অবলম্বন পূর্বক উনতিলাভের অভিলাষ করেন । ভূপতি যখন জয়শীল হইয়া রাজ্যের মঙ্গলবিধানে যত্নবান হন, তখন সমুদায় বর্ণই নিজ নিজ ধর্ম্মে সম্মিবেশিত থাকে । রাজ্য যখন দম্বাগণ কর্তৃক সমাক্রান্ত ও নিয়মবিবর্জিত হয়, তখন সমস্ত বর্ণই শস্ত্র ধারণ করিতে পারে ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! সমস্ত ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে ও তাঁহাদিগের বেদ রক্ষা করিবে ? আর ঐ সময় ব্রাহ্মণগণই বা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া আত্মরক্ষা করিবেন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বেদই ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিবে এবং তাঁহারা তৎকালে তপস্যা, ব্রহ্মচর্যা, অস্ত্র, বল, সরলতা ও কপটতা দ্বারা ক্ষত্রিয়দিগকে পরাজয় করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান হইবেন । জল হইতে অনল, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রান্তর হইতে লৌহ সমুৎপন্ন হইয়াছে । উহাদিগের তেজ সর্বত্রই গমন করিয়া থাকে ; কিন্তু উহারা নিজ নিজ আকরে নিপতিত হইলেই এককালে প্রশান্ত হইয়া যায় । লৌহ পাষণ্ড ভেদ, অনল জল আক্রমণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের বিদ্বেষে প্রবৃত্ত হইলে, উহারা ধ্বংসই বিনষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব ক্ষত্রিয়ের তেজ যত প্রবল হউক না কেন, ব্রাহ্মণের প্রতি নিপতিত হইলে, নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যাইবে । ব্রহ্মবীৰ্য্য হইতে ক্ষত্রিয়তেজ নিতান্ত দুর্বল, পাপাত্মারা ব্রাহ্মণের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, যাহারা ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণকে পরিভ্রাণ করিয়া - - নিমিত্ত জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই যথার্থ বিনশী, তেজস্বী ও পুণ্যলোক লাভের উপযুক্ত । ব্রাহ্মণকে পরিভ্রাণ করিবার নিমিত্ত সকল বর্ণেরই শস্ত্র গ্রহণ করা বিধেয় । যে মহাত্মা ব্রাহ্মণের নিমিত্ত তত্ত্বভ্রাণ করেন, তিনি পরলোকে সুবিত্ত, যজ্ঞসুষ্ঠায়ী

অধায়নসম্পন্ন তপোব্রহ্মাননিরত ও অনাহারে অগ্নিপ্রীতি ব্যক্তিগণের অপেক্ষাও সঙ্গতি লাভ করিতে পারেন। বর্ণত্রয়ের পরিভ্রাণার্থ শস্ত্র গ্রহণ করিলে, ব্রাহ্মণকেও দূষিত হইতে হয় না। পণ্ডিতগণ লোকসম্মতি সময়ে কলেবর পরিত্যাগ করাই পরম ধর্ম বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। যাহারা ব্রাহ্মণবেশীদিগকে নিবারণ করিব্যুর নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। আমরা যেন পরিণামে তাঁহাদিগের সালোক্য লাভ করিতে পারি। মহাত্মা মনু ঐ সমুদায় লোককে লোকলোকগামী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। লোকে অশ্বমেধযজ্ঞাবসানোৎসব মান করিয়া যে রূপ পবিত্র হইয়া থাকে, পরোপকারার্থ সংগ্রামে অস্ত্রপ্রয়োগে বিনষ্ট হইলেও সেইরূপ পবিত্রতা লাভ করে। দেশ, কাল ও ক্রিয়াকালে ধর্ম অধমরূপে ও অধর্ম ধর্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে। উৎস ও পরাশরাদি মহর্ষিগণ সর্বযজ্ঞ, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি ক্রুরকার্যের অনুষ্ঠান পূর্বক সুরলোকে গমন করিয়াছেন এবং ধার্মিক ক্রিয়গণ পরাজিত আক্রমণ প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান করিয়াও সঙ্গতি প্রাপ্ত হইতেছেন; অতএব ব্রাহ্মণ আত্মরক্ষণ, বর্ণদোষ নিবারণ ও দুর্দ্দম্য দমন করিবার নিমিত্ত শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন।

বুধিষ্ঠির কহিবলন, পিতামহ ! রাজ্য দ্রুতগণ কর্তৃক সমাক্রান্ত, ক্রিয় সকল রাজ্যক্ষয় অক্ষম এবং লোক সমস্ত অজ্ঞানাবৃত ও পরদারানুরক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্র যদি ধর্ম্মানুসারে দণ্ড ধারণ পূর্বক দ্রুতদল হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তদ্বিশেষে অনুমোদন কি নিবারণ করা কর্তব্য ?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! যিনি প্রবস্বরূপ হইয়া লোকদিগকে বিপদমাগর হইতে পরিভ্রাণ করেন, তিনি শূদ্র হউন বা অন্য কোন বর্ণ হউন, তাঁহারে সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য। অনাথ প্রজাবর্গ দ্রুতদল কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া যাহাকে আশ্রয় পূর্বক পরিভ্রাণ লাভ করে, তাঁহাকে স্বীয় বান্ধবের ন্যায় প্রীতিসহকারে পরিচর্যা করা অবশ্য বিধেয়। অভয়দাতা সম্মান লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র। ভারবহনে অসুস্থ, বৃদ্ধ, দুর্বল, দুঃখবিশীনা দেখে, বন্ধ্য ভাষণ ও অরক্ষক রাজা কিছুমাত্র কার্য্যবাহক নহে। অধায়নবিবর্জিত ব্রাহ্মণ, পালনপরায়ণ ভূপতি, বুদ্ধিহীন মেঘ, দারুণ হস্তী, চন্দ্রময় মৃগ, নপুংসক পুরুষ উষরক্ষেত্রের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। যে ব্যক্তি সত্ত সাধুগণে প্রতিপালন ও অসাদুগণের দণ্ডবিধান করেন, তিনিই রাজা হইবার উপযুক্ত পাত্র।

একোননাশীতিতম অধ্যায়। ৭৯।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ঋত্বিকুগণের কি প্রকার স্বভাব হওয়া উচিত এবং তাঁহাদিগের কর্তব্যই বা কি ?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! বেদ ও মীমাংসা শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়া মৈত্রাদি দ্বারা চিত্ত প্রসাদন ও মনোভ্রিনিবেশ পূর্বক কার্য্যানুষ্ঠান করাই ঋত্বিকুদিগের কর্তব্য। তাঁহারা নিরস্তর রাজার প্রতি অনুরক্ত, বীর-গণের প্রিয়বাদী, পক্ষপাতনিরপেক্ষ, অনুশাস ও সত্যবাদী হইবেন। কুশীদ দ্বারা কদাচ জীবিকা নির্বাহ করিবেন না। যে ঋত্বিক্ অভিমান-বিহীন, বুদ্ধিমান, সত্যপরায়ণ, শাস্ত্রপ্রকৃতি, অহিংস্রক, কামদেহবিন্বিজিত, শাস্ত্রবেত্তা, সহঃশোভব, সচ্চরিত্র এবং লজ্জা ক্ষমা ও ইন্দ্রিয় দমন প্রভৃতি বহুগুণসম্পন্ন, তিনি ইহলোকে সম্মানভাজন ও পরলোকে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হইতে পারেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! বেদে যে পরিমাণে দক্ষিণাদানের বিধি আছে, প্রায় কেহই তাহার অনুগামী হয় না। শাস্ত্রের শাসনও লোকের সামর্থ্যসাপেক্ষ নহে; আর ইহাও বেদে নির্দিষ্ট আছে যে, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু শ্রদ্ধা পূর্বক মিথ্যা-চারপরিপূর্ণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, তাহাতে কি ফললাভ হইতে পারে ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! লোকে যে বেদবিধি লঙ্ঘন, লুপ্ততাবলম্বন ও মারাজ্য বিস্তার করিয়া মহত্ব লাভ করিতে পারে, ইহা ভূমি কোন-ক্রমেই বিবেচনা করিও না। দক্ষিণা যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপও বেদের গৌরব-বৃদ্ধিকর। দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ কদাচ মনুষ্যকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না। অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে যজ্ঞে পূর্ণপাত্রদান কি অন্যান্য দক্ষিণাদানের তুল্য হয় না ? বর্ণক্রমের যথাবিধানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। বেদে নির্দিষ্ট আছে যে, সোমরস ব্রাহ্মণের রাজ্য স্বরূপ; অতএব জীবন-ধারণার্থ সোমরস বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের কদাচ কর্তব্য নহে; কিন্তু উহা বিক্রয় করিয়া যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, উহা নিন্দনীয় হইতে পারে না। ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং ন্যায়ানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান ও সোমরস প্রস্তুত করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য। মনুষ্য অন্যায় পরায়ণ হইলে, কি আপনার কি পরের কাহারই হিতসাধনে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণ অতি ক্রোশে জীবিকা নির্বাহ পূর্বক ধন উদ্ধৃত করিয়া যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহা ভ্রাতৃজনক হইতে পারে না। বেদবিধানানু-



সারে তপস্যা যজ্ঞ হইতেও উৎকৃষ্ট । এক্ষণে সেই তপস্যার বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । অহিংসা, সত্য, অনুশংসতা ॥ দ্বয় এই যথার্থ তপস্যা ; কেবল কলেবর শোষণ করিলেই তপস্যা করা হয় না । দেব-গণের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার আত্মবিনাশের কারণ । যে মহাত্মারা তপস্যাক্রম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগের যোগই শ্রদ্ধা, চিত্তই আত্মা এবং উত্তম জ্ঞানই পবিত্রস্বরূপ হস্ত । শঠতা মূঢ়প্রাপ্তির ও সরলতাব্রহ্মণ্য লাভের প্রধান কারণ ॥

### অশীতিতম অধ্যায় । ৮০ ।

ধৃষিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! রাজ্যশাসনের কথা কি, একাকী সামান্য কার্য সম্পাদন করাও নিতান্ত সুকঠিন ; অতএব রাজকার্য করিতে হইলে, ঋত্বিক্ ও মন্ত্রী প্রভৃতির সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য । এক্ষণে, রাজমন্ত্রী কিরূপ স্বভাব ও কি রূপ আচার সম্পন্ন হইবেন এবং ভূপতি কি রূপ লোকের প্রতি বিশ্বাস আর কি রূপ লোকের প্রতিই বা অবিশ্বাস করিবেন, তাহা আপনি বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন; ধর্মরাজ ! ভূপতিগণের মিত্র চারি প্রকার । এককর্ম্য সাংসাধনোদ্যত, অনুগত, সহজ ও কৃত্রিম । এতদ্ভিন্ন ধর্মশীল ব্যক্তিও ভূপালের মিত্র বলিয়া পরিগণিত হন ।

কিন্তু তিনি অধার্মিক রাজার সহিত কোনক্রমেই মিত্রতা করেন না । লক্ষপাতবিবর্জিত অকপটধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ধার্মিকের আশ্রয় গ্রহণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া থাকেন । বিজ্ঞাভিলাষী মন্ত্রীপতিগণ কেবল ধর্মপথাবলম্বী হইলেই কার্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না ; তাহাদিগকে ধর্ম ও অধর্ম এই উভয় পথই অবলম্বন করিতে হয় । অতএব যে ব্যক্তির বাহ্য অভিপ্রের্তা নহে, তাহার নিকট তাহা প্রকাশ করা রাজার নিতান্ত অকর্তব্য ।

পূর্বোক্ত মিত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে অনুগত ও সহজ মিত্রই উৎকৃষ্ট । অন্য দুই প্রকার মিত্রকে সর্বদা ভয় করা উচিত । আর, চুই অমাত্যের নিগ্রহ প্রভৃতি কার্যবিশেষের অনুষ্ঠানকালে সর্বপ্রকার মিত্রকেই ভয় করিয়া কার্য করা কর্তব্য । ভূপতি সর্বদা অবহিত হইয়া মিত্রদিগের স্বভাব

পরীক্ষা করিলেন। নরশক্তি বিপদাপন্ন হইলে, সকলেই তাঁহাকে পরাজয় করিয়া থাকে। মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতঃ সর্বদা চঞ্চল। সমরানুগারে সাধু ব্যক্তি অসাধু ও অসাধু ব্যক্তি সাধু এবং শত্রু মিত্র ও মিত্র শত্রু হইয়া উঠে; অতএব কাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া আবশ্যক কার্য্য সকল স্বয়ং সম্পাদন করাই বিধেয়। সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে, ধর্ম্ম ও অর্থের উচ্ছেদ হইয়া থাকে; আর একবারে সকলকে অবিশ্বাস করিলেও মৃত্যুলাভের সম্ভাবনা। সম্পূর্ণ বিশ্বাস অকালমৃত্যুর স্বরূপ। সর্বত্র বিশ্বাস করিলে, বিপদাপন্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি যাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি তাহার ইচ্ছানুসারেই জীবিত থাকে; অতএব বিশ্বাস ও শঙ্কা উভয় থাকাই আবশ্যক। এই সনাতন নীতিমার্গের প্রতি সর্বদা দৃষ্টিপাত করা অবশ্য কর্তব্য। উত্তরাধিকারীর প্রতি অনিষ্টাশঙ্কা করা বিধেয়। পণ্ডিতেরা উত্তরাধিকারীকে অমিত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। লোকে তড়াগের নিকটস্থিত স্বীয় ক্ষেত্রের সেতুভেদ করিয়া জল আনয়ন করিলে যে প্রকার তাহার ও তন্নিকটাবর্তী অন্যান্য ক্ষেত্রের শস্য হানি হয়, সেই রূপ রাজ্যের শেষ সীমা রক্ষক প্রবল শত্রুগণের নিকটে প্রবস্থান করিয়া নিরম ভঙ্গ করিলে তাহার দ্বায়ে সমস্ত রাজ্যের ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা; অতএব শেষসীমারক্ষককে মিত্রজ্ঞান করিয়া বিশ্বাস করা ভূপতির নিত্যন্ত অকর্তব্য।

যাহার উন্নতি দর্শনে পরম আশ্লাদ জন্মে এবং যাহার হ্রাস হইলে কাতর হইতে হয়, তাহাকেই যথার্থ মিত্র বলা যায়। আপনার অভাবে যাহার অভাব হয়, তাহার প্রতি পিতার ন্যায় বিশ্বাস করা বিধেয়। ধর্ম্মকার্য্যকালেও যিনি সতত বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, সর্ব প্রকারে তাঁহার উন্নতি সম্পাদন করা শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্তব্য। যে ব্যক্তি বন্ধুর বিপদ চিন্তা করিয়া ভীত হইয়া থাকে, সেই যথার্থ মিত্র। আর যাহারা বন্ধুর বিপদ বাসনা করে, তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি বিপদ কালে ভীত হয় এবং সম্পদ কালে অনুতাপ না করে, তাহাকে আত্মতুলা বিবেচনা করা উচিত। রূপবান, স্বরবান, কন্মাবান, পরদেষবিহীন ও সম্বংশসমুত ব্যক্তি তাঁদৃশ মিত্র হইতে অনেক বিভিন্ন।

হুহ ধর্ম্মরাজ। তোমার ঋত্বিক আচার্য্য বা সখা যদি সরলস্বভাব, স্বেধাবী ও কার্য্যনিপুণ হন, ঝানিত হউন বা অবমানিত হউন যদি তোমার

প্রতি কোনক্রমেই দোষারোপ না করেন এবং অমাত্যপদে নিযুক্ত হইয়া তোমার নিকটতনে অবস্থান করিতে সম্মত হন, তবে তাঁহাদিগকে পরম সমাদর পূর্বক পিতার ন্যায় বিশ্বাস করা তোমার নিতান্ত কর্তব্য। তাঁহাদিগের নিকট গূঢ় মন্ত্রণা ও ধর্ম্মার্থের বিষয় বাক্ত করিলে, তোমার অণুমাত্র বিপদের আশঙ্কা নাই। এক কার্য্য সম্পাদনার্থ একজন অধ্যক্ষকেই নিযুক্ত করা উচিত। বহুজনের প্রতি এক কার্য্যের অধ্যক্ষতা প্রদান করিলে, মতভেদপ্রযুক্ত কার্য্যের হানি হইতে পারে। যিনি কীর্্ত্তিমান, কার্য্যদক্ষ, মিতভাবী ও নীতিমর্যাদা সম্পন্ন, যিনি অনিষ্ট চিন্তা ও সমর্থ-গণের প্রতি হেয় প্রকাশে বিরত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া কোন ক্রমেই ধর্ম্মভ্রষ্ট না হন, তুমি তাঁহাকেই প্রধানপদে নিযুক্ত করিবে। কুণশীলসম্পন্ন, ক্ষমশীল, বলবান, মান্য, বিদ্বান, অহঙ্কারশূন্য ও কার্য্যাকার্য্যবিবেককুশল মহাত্মাদিগকেই অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের তথোচিত সম্মান ও সাহায্য গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্বক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও পরস্পর বুদ্ধিসহকারে অর্থচিন্তা করিয়া থাকেন; অতএব তাদৃশ ব্যক্তিগণকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করিলে, তুমি অনায়াসে আর বাহ্য ও শত্রুজয় প্রভৃতি সর্ব্বকার্য্যেই শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হইবে। জ্ঞাতিগণকে অন্তরের ন্যায় ভরানক বলিয়া জ্ঞান করা বিধেয়। উপরাজা বৈরূপ ভূপতির সম্পদদর্শনে কাতর হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞাতিগণও জ্ঞাতির ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে সাতিশয় ব্যাকুল হয়। জ্ঞাতি ব্যতিরেকে আর কেহই সরলস্বভাব, বদান্য, সহাপরায়ণ, লজ্জাশীল ব্যক্তি বিনাশে আনন্দিত হয় না। জ্ঞাতি না থাকাও নিতান্ত অশুখের বিষয়। জ্ঞাতিহীন ব্যক্তির ন্যায় অবজ্ঞের আর কেহই নাই। শত্রুবর্গ জ্ঞাতিবিহীন ব্যক্তিকে অনায়াসে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। লোক যখন অপরাপর ব্যক্তি কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়; তখন জ্ঞাতিই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে। জ্ঞাতি অন্য ব্যক্তি কর্তৃক অপমানিত হইলে, জ্ঞাতিগণ কোনক্রমেই উহা সহ্য করিতে পারে না। তাহারা সেই জ্ঞাতির অপমান আপনাদের অপমান বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। জ্ঞাতিগণে দোষ ও গুণ এই উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বাক্য ও কার্য্যদ্বারা সর্ব্বদা জ্ঞাতিগণের সম্মান ও প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা মনুষ্যাগণের অশ্য কর্তব্য। উহাদিগের অপ্রিয় চেষ্টা করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। উহাদিগের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস না করিয়া উহাদের সহিত বিশ্বস্তের

ন্যায় ব্যবহার করা বিধেয় । যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া এই প্রকার ব্যবহার করে, তাহার বিপক্ষগণ ও সুপ্রদম ও মিত্রস্বরূপ হইয়া উঠে এবং তিনি চিরকাল বিপুল কীর্তি লাভ করিতে পারেন ।

## একাদশীতিতম অধ্যায় । ৮১ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! জ্ঞাতিদিগের সমাদর করিলে, বন্ধুবান্ধবগণ এবং বন্ধুবান্ধবগণের সমাদর করিলে, জ্ঞাতিবর্গ ক্রোধ প্রকাশ করে ; অতএব কি প্রকারে ঐ উভয় পক্ষকে বশীভূত করা যায় ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে আমি বাসুদেব ও নারদসম্বাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । তাহা হইলেই তোমার সন্দেহ দূর হইবে । এক দিন মহামতি বাসুদেব দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, নারদ ! চঞ্চলচিত্ত পণ্ডিত ও মূর্থ মিত্রের নিকট গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে । তুমি আমার পরম বন্ধু এবং তোমার বুদ্ধিবল ও অতি তীক্ষ্ণ ; অতএব এক্ষণে আমি তোমার নিকট এক গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর । আমি জ্ঞাতিবর্গকে ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান ও তাহা-দিগের নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি । অগ্নিলাভার্থী ব্যক্তি যে প্রকার অরণিকাষ্ঠকে মগ্নিত করে, সেইরূপ জ্ঞাতিদিগের নিষ্ঠুর বাক্য আমার হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে । বলদেব বল, গন্ধ সুকুমারতা এবং আমার পুত্র প্রহ্মা নৌন্দর্য্যপ্রভাবে লোকসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন । আর অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরাও মহাবল পরাক্রমন্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অভূতদয়শালী ; তাহার যাহাকে সাহায্য প্রদান না করেন, সে বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং যাহাকে সাহায্য প্রদান করেন, সে অনায়াসে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে । ঐ সমুদায় ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি সহায়-বিহীন হইয়া কালহরণ করিতেছি । আহক ও অক্রুর ইহারা আমার পরম বৃহৎ ; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে এক জনকে স্নেহ করিলে অন্যের ক্রোধোদ্বীপন হয় ; সুতরাং আমি কাহারই প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে পারি না ; আর সাতিশর সৌহার্দ্যানিবন্ধন উহাদিগকে পরিত্যাগ করি হঃসাধ্য । অতএব এক্ষণে আমি এই নিশ্চয় কহিলাম যে, আহক ও

অক্রুর বাহার পক্ষ, তাহার ক্রেশের পরিসীমা নাই এবং তাঁহার বাহার পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দূতকারী সহোদরব্রতের জননী ন্যায় উভয়েরই জয়-বাসনা করিতেছি। হে দেবর্ষে! ঐ দুই মিত্রকে আরম্ভ করিবার বাস-নার আমাকে এই প্রকার ক্রেশপরস্পরা ভোগ করিতে হইতেছে। অনন্তর আমার ও আমার জ্ঞাতিগণের বাধা শ্রেয়স্কর, তাহা বর্ণন কর।

নারদ কহিলেন, হৃষীকেশ! আপদ্ দুই প্রকার; বাহ্য ও আন্তরিক; লোকে আপনার বা অন্যের দোষে ঐ দুই প্রকার আপদে পতিত হব। এক্ষণে তুমি আপনার কর্মদোষেই অক্রুর ও আহক হইতে এই আন্ত-রিক আপদে নিপতিত হইয়াছ। বলদেব প্রভৃতি মহাবীরগণ অক্রুরের জ্ঞাতি। উহার অর্থলাভ বাসনার স্বচ্ছানুসারে বা অন্যের তিরস্কার-বশতঃ তোমার বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষতঃ তুমি স্বয়ং যে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলে, তাহা অনাকে বিভাগ করিয়া দিয়া আপনিই আপনার বিপদের মূল হইয়াছ এক্ষণে উদ্বাস্ত অশ্রের ন্যায় সেই ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করা তোমার নিতান্ত অকর্তব্য। তুমি বজ্র ও উগ্রসেনকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছ, এক্ষণে জ্ঞাতিভেদভয়ে কদাচ তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। যদিও বহু ক্রেশে অতি দুঃকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কথঞ্চিৎ উহা গ্রহণ কর, তাহা হইলে হয় প্রভূত ধনক্ষয়, না হয় অসংখ্য লোকের শ্রাণ বিয়োগ হইবে। অতএব এক্ষণে অলৌহবিনির্মিত হৃদয়-বিদারক মুহু অস্ত্র পরিগ্রহ পূর্ব্বক জ্ঞাতিবর্গের মুকতা সম্পাদন কর।

বাসুদেব কহিলেন, নারদ! যে অস্ত্র পরিগ্রহ করিষা জ্ঞাতিবর্গের মুকতা সম্পাদন করিতে হইবে, আমি উহা পরিজ্ঞাত নহি। তুমি আমার নিকট উহা ব্যক্ত কর।

দেবর্ষি কহিলেন, বাসুদেব! ক্ষমা, সন্ন্যাসতা ও মুহুতা প্রদর্শন, সাধ্যা-নুসারে অন্ন দান এবং উপযুক্ত ব্যক্তির অর্চনা করাকেই অলৌহবিনির্মিত অস্ত্র বলা যায়। জ্ঞাতিগণ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতে সম্মত হইলে, তুমি স্বীয় বাক্য দ্বারা তাহাদিগের ক্রুরতা ও অসৎ অভিসন্ধি সমূহের শাস্তিবিধান করিবে। প্রশান্ত চিত্ত সহায়সম্পন্ন মহাপুরুষ ব্যতিরেকে আর কেহই গুরুতর ভার বহন করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি ঐ সমুদয় গুণ অবলম্বন পূর্ব্বক উহা বহন কর। মহাবলশালী বলীবর্দই তুমি প্রদেশে দুর্ব্বল ভার বহন করিতে পারে। ভেদ উপস্থিত হইলে এককালে সকলের জীবন বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তুমি স্বহৃৎসারগণের

অধিপতি ; অতএব তুমি উপস্থিত না থাকিলে, তোমার জ্ঞাতিগণ বাহাতে ভেদনিঙ্কন উৎসন্ন না হয়, তাহার উপায় বিধান কর। বুদ্ধি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ধনবাসনা পরিত্যাগ প্রভৃতি গুণ সমুদায় না থাকিলে, কেহই কখন যশোলাভ করিতে পারে না। সতত স্বপক্ষের উন্নতিসাধন করিলে, ধর্ম, কীর্তি ও সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ হইয়া থাকে ; অতএব বাহাতে জ্ঞাতিগণের বিনাশ না হয়, তুমি তাহার উপায় কর। স্নীতি-বিধান ও যুদ্ধযাত্রার বিষয় তোমার অবদ্বিত নাই। যাদব, কুকুর, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি, ও অন্যান্য ভূপতিগণ তোমারই নিতান্ত অহুরক্ত ; ঋষি-গণও সর্বদা তোমার উন্নতি বাসনা করিতেছেন। তুমি সমুদায় প্রাণীর ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকলই তোমার বিদিত আছে। যাদবগণ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেছে ।

### দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় । ৮২ ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! প্রথমে যে উপায় বর্ণন করিলাম, তাহা শ্রবণ করিলে, এক্ষণে দ্বিতীয় উপায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। বাহা হইতে ধনবৃদ্ধি হয়, ভূপতি তাহাকে যত্নসহকারে রক্ষা করিবেন। যদি ভৃত্য বা অন্য কোন ব্যক্তি অমাত্যকে রাজকোষ অপহরণ করিতে দেখিয়া নরপতির নিকট ব্যক্ত করে, তাহা হইলে ভূপতি তাহার বাক্য শ্রবণ ও তাহাকে অমাত্যের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। হিতাভিলাষী ব্যক্তি ভূপতির নিকট অমাত্যগণের রাজকোষহরণবৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তাহার একত্র মিলিত হইয়া সেই ব্যক্তিকে সংহার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। ঐ সময় ভূপতি যদি তাহাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সে সেই ছুরাআদিগের প্রভাবে নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করে। কালকবক্ষীয় মুনি কোশলাধিপতি ক্ষেমদর্শীকে বাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ। এক্ষণে আমি সেই পুরাতন হিতহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্বে কালকবক্ষীয় নামে এক মহর্ষি কোশলাধিপতি ক্ষেমদর্শীর রাজ্যে গমন পূর্বক তাঁহার সবিশেষ হিত সাধন করিয়াছিলেন। ঐ মহর্ষি কোশলাধিপতির রাজ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে অমাত্যগণের

দোষসন্দর্শনে প্রবৃত্ত করিবার বাসনার পিঞ্জরমধ্যে এক বায়স নিহিত করিয়া অনেকানেক ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্বক, “তোমার বায়সী বিদ্যা অধ্যয়ন কর; বায়সগণ ভূত, ভবিষ্যত ও কর্তমান এই তিন কালের বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে পারে” এই কথা বলিতে বলিতে রাজ্যমধ্যে ভ্রমণ করত অসংখ্য রাজপুরুষের পাপকার্য্য সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি এই প্রকারে বিজ্ঞান পর্য্যটন করিতে করিতে অমাত্যগণের কুকার্য্য ও রাজ্যসংক্রান্ত অন্যান্য সমুদায় বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সেই বায়সসমভিষাহারে ভূপতির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং আমি সর্ব্বজ্ঞ এই বলিয়া আশ্রয়প্রদায় প্রদান পূর্বক ক্ষেমদর্শী অমাত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, অমাত্য! আমার কাক কহিতেছে যে, তুমি রাজকোষ অপহরণ করিয়াছ, এই এই ব্যক্তি তাহার সাক্ষী আছে; অতএব এ বিষয় সত্য কি মিথ্যা, তাহা সত্ত্বরে সপ্রমাণ কর। ঐ মহর্ষি কালকবক্ষীয় অমাত্যকে এই কথা বলিয়া অন্যান্য কোষাপহারকদিগেরও দোষ বর্ণন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ঐ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান হইলে, তাহার সমুদায় কথাই সত্য হইল।

এই প্রকারে রাজকর্ম্মচারিগণ ঐ মহর্ষি কর্তৃক অপকৃত হইয়া যামিনী-ধোণে তিনি নিদ্রাগত হইলে, তাহার বায়সকে শরবিদ্ধ করিল। মহর্ষি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া বায়সকে বাণনির্ভিন্নগাত্র অবলোকন পূর্বক ভূপতি ক্ষেমদর্শীকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি রক্ষাকর্ত্তা; অতএব আমি আপনার নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছি। আপনি অহুমতি করিলে, আমি আপনার হিত কথা বলিতে পারি। আমি আপনার হিতসাধনার্থেই এই স্থানে আগমন করিয়াছি। সারথি যেরূপ উৎকৃষ্ট অশ্বকে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে, সেইরূপ হিতাভিলাষী ব্যক্তিরও মিত্রকে হিতোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি উদ্ধৃত্য প্রকাশ পূর্বক “এই তোমার অর্থ বিনষ্ট হইতেছে” এই কথা বলিয়া ভূপতিকে সতর্ক করে, সে ব্যক্তি তাহার পরম মিত্র। নরপতি যদি উন্নতিলাভ করিতে অভিলাষ করেন, তবে তাদৃশ মিত্রকে ক্ষমা করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই সময় ভূপতি মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপো-ধন! আপনি আমার হিতসাধনার্থ আমাকে যাহা বলিবেন, আমি কি নিমিত্ত তাহা শ্রবণ না করিব? আমি সত্য কহিতেছি, আপনি স্বেচ্ছানু-  
জ্ঞান যাহা বলিবেন- আমি কোনক্রমেই তাহার অন্যথা করিব না।  
মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার ভৃত্যবর্গের দোষ ও

ও তাহাদের হইতে আপনাদের শঙ্কার বিষয় বর্ণন করিবার নিমিত্ত আপনাদের নিকট আগমন করিয়াছি। পণ্ডিতগণ উপজীবীগণের বিবিধ দোষ বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ রাজকর্মচারীগণের কার্য্য নিতান্ত নীচ ও কষ্টকর। রাজসমিধানে অবস্থান করা ভূজসহবাসের ন্যায় সাতিশয় ভয়ঙ্কর। ভূপতিগণের অসংখ্য মিত্র ও অমিত্র থাকে; ঐ সকল লোক ও ভূপতি হইতে উপজীবীগণের সর্ব্বা। ভয় উপস্থিত হয়। ভৃত্যবর্গ সাবধান হইয়া ভূপতির কার্য্য সম্পাদন করে। বস্তুতঃ যে ভৃত্য আপনাদের উন্নতিবাসনা করে, তাহার অনবহিত হইয়া নিতান্ত অকর্তব্য। ভৃত্যের প্রমাদবশতঃ ভূপতি তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভূপতি ক্রুদ্ধ হইলে, ভৃত্যের জীবিতাশা এককালে দূরীভূত হয় এবং সে প্রঞ্জলিত হতাশনের ন্যায় রাজার ক্রোধে নিপতিত হইয়া অবিলম্বে জীবন পরিত্যাগ করে; অতএব মনুষ্যাগণ জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া যত্নসহকারে ভূজস্বের ন্যায় ক্রুদ্ধ নরপতির সেবা করিবে। ভূপতির নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ এবং অনুধে অবস্থান, মন্দগমন, ইঙ্গিত ও অঙ্গীচেষ্টা সন্দর্শনে ভৃত্যবর্গকে সাতিশয় শঙ্কিত হইতে হয়। ময়দানব কহিয়াছে, যে, রাজা প্রসন্ন হইলে দেবতার ন্যায় সমস্ত হিতকার্য্য সাধন করেন এবং ক্রুপিত হইলে, প্রলীপ্ত পাবকের ন্যায় সমুদায় ভষ্মীভূত করিয়া ফেলেন। এক্ষণে আমি আপনাদের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবহার করিয়া আপনাদের হিতকার্য্য সাধন করিব। মাদৃশ অমাত্যাগণ বিপদকাল সমাগত হইলে, শুদ্ধিসাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যয়সময়ে যেমন আপনাদের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত জীবন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, সেইরূপ আমাকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইবে; এই জন্য আমি সাতিশয় শঙ্কিত হইতেছি। যাহা হউক, এ বিষয়ে আপনাকে নিন্দা করা আমার নিতান্ত অকর্তব্য। কেন না, যাহারা আপনার অনিষ্টচেষ্টায় নিরত আছে, আপনিও তাহাদিগের প্রিয় নহেন। অতঃপর আপনি হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া অন্যের বুদ্ধি অনুসারে কদাচ কার্য্য করিবেন না। আপনার নিকটতেন যে সমস্ত অমাত্য অবস্থান করিতেছে, উহার সকলেই স্বার্থসাধনে বহুবান; কেহই প্রজার হিতবাসনা করে না। উহাদের সহিত আমার শত্রুতা জন্মিয়াছে। উহার পাচকদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়া বিশ্বাস প্রয়োগ দ্বারা আপনার সংহারসাধন পূর্ব্বক রাজ্যবাসনা করিতেছে। কিন্তু বিবিধ ব্যাঘাতবশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। আমি উহাদিগের ভয় অনায়াসে প্রস্থান করিব। আমি তপোবলে



জানিতে পারিরাছি যে, ঐ ছপাআরাই আমার বান্ধবের গায়ে শর  
পরিভ্যাগ পূর্বক উহাকে বিনষ্ট করিয়াছে। আপনার রাজ্যের ব্যবহার  
অমাত্যদিগের কপটতানিবন্ধন মৎস্যকুন্তীরাতিসমাকীর্ণ নদীর ন্যায় এবং  
স্থান, প্রস্তর, কণ্টকবহুল সিংহব্যাঘ্রসম্মূল হিমালয়ের গুহার ন্যায়  
নিভান্ত ছরবগাহ ছিল। আমি কেবল এই বান্ধবের সাহায্যে উহার  
মধ্যে প্রবেশিত হইয়াছি। পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, তিমিরদুর্গ প্রদীপ  
দ্বারা এবং নদীদুর্গ নৌকাদি দ্বারা অতিক্রম করা যায়; কিন্তু রাজদুর্গ  
অবতীর্ণ হইবার কোন উপায় নাই।

একণে আপনার রাজ্য কপটতাপরিপূর্ণ ও অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন  
হইয়াছে। ইহাতে আমার বিশ্বাস করা দূরে থাক, আপনারও বিশ্বাস  
করা উচিত নহে। এই রাজ্যে সংস্কার অসংস্কলই একাকার; অতঃ  
এবং এ স্থানে অবস্থান করা কোনক্রমেই সুখাবহ নহে। ন্যায়ানুসারে  
পাপাচার বিনাশ ও পুণ্যাচার নিরাপদ হওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়;  
কিন্তু এ রাজ্যে পুণ্যাচারাই শমনভবনে গমন এবং পাপাচার নিরাপদে  
অবস্থান করিতেছে। এ স্থানে সুস্থচিত্তে বাস করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এ  
স্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান করা পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্তব্য। সীতানদীতে  
নৌকাদি যেক্রপ নিমগ্ন হইয়া যায়, আপনার এই রাজ্যে সাধু ব্যক্তিগণ  
সেইক্রপ অবসন্ন হয়। সর্বদা অভ্যর্থন সহিত বাস করাতে আপনার  
স্মৃতি নীতি সমুদায় অসত্ত্বের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। একণে আপনাকে  
বিষমর পাক্তস্থিত মধুর ন্যায়, বিষধরসমাকীর্ণকূপের ন্যায়; মধুর সলিলস-  
ম্পন্ন ছরবতীর্থ্য বেককণ্টকসমাকীর্ণ উন্নততট তটিনীর ন্যায় এবং গৃধ্র,  
গোমায়ু ও কুক্কুরপরিবেষ্টিত রাজহংসের ন্যায় বোধ হইতেছে। কক্ষ  
যেক্রপ উন্নত বৃক্ষের আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে দাবান্নিসহযোগে  
সেই বৃক্ষকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে, সেইক্রপ আপনার অমাত্যগণ আপ-  
নার আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপনাকেই সংহার করিতে সমুদ্যত  
হইয়াছে; অতএব আপনি অবিলম্বে উহাদিগের হস্ত হইতে পরিজ্ঞা-  
লাভে-যত্ববান হউন। আপনি বাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন,  
একণে তাহারাই অভিসন্ধি করিয়া আপনার শ্রিয় বস্ত্র বিনষ্ট করিবার চেষ্টা  
করিতেছে। আমি আপনাকে ও আপনার অমাত্যবর্গের চরিত্র, আপ-  
নার জিতেন্দ্রিয়তা, অমাত্যদিগের সহিত আপনার হৃদয়তা এবং প্রজাব-  
র্গের প্রতি আপনার অহুরাগের বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত শক্তি বনে  
সদর্প গৃহের ন্যায় আপনার ভবনে অবস্থান করিয়াছি। একণে আমার

স্বার্থ ব্যক্তির ভোজননের ন্যায় আপনার প্রতি অমুরাগ এবং তৃষ্ণাহীন ব্যক্তির সলিলের ন্যায় অমাত্যবর্গের প্রতি অশ্রদ্ধা হইতেছে । 'হে মহারাজ ! আমি আপনার হিতকারী ; এই জন্য অমাত্যগণ আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে, সন্দেহ নাই । কিন্তু আমি উহাদিগের প্রতি কিছুতেই ক্রোধ প্রকাশ করি নাই, কেবল উহাদের দোষ দর্শনেই প্রবৃত্ত হইয়াছি । যাহা হউক, দণ্ডবিধিটিত ভগ্নপৃষ্ঠ ভূজঙ্গের ন্যায় শত্রু হইতে ভয় করা সর্বতোভাবে বিধেয় ।

সেই সময় ভূপতি কহিলেন, মহর্ষি ! আপনি চিরকাল আমার আবাসে অবস্থান করুন । আমি আপনার বিধানানুসারে সংকার ও অর্চনা করিব । যাহারা আপনার দ্বেষ করিতে সমুদ্যত হইবে, আমি তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব । এক্ষণে আপনিই আমাকে নিয়মানুসারে দণ্ড বিধান ও অন্যান্য কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দান করিয়া আমার শ্রেয়োবিধান করুন ।

মহর্ষি কহিলেন, রাজন্ ! সর্বাত্রে অমাত্যদিগকে বারমনিধনবশতঃ অপরাধী না করিয়া তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে হীনবল করুন । পরিশেষে একে একে উহাদিগের সকলের সমুদায় অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া প্রত্যেককে সংহার করিবেন । সকলের প্রতি এককালে দোষারোপ করা নিতান্ত অকর্তব্য । বহুব্যক্তি একত্র সমবেত হইলে অতি দৃঢ় বস্ত্র ও ভগ্ন করিতে সমর্থ হয়, তন্নিবন্ধন আপনাকে ঐ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলাম । আমরা ব্রাহ্মণ জাতি, স্বভাবতই মৃদু ও দয়ালু ; আমরা আপনার আশ্রয় ন্যায় সকলেরই শ্রেয়ঃ প্রার্থনা করি । বিশেষতঃ আপনার সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে । আপনার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন । আমার নাম কালকবৃক্ষীয় ; আপনার পিতার রাজ্যকালে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, অশ্বিনীমন্ত ব্যসনা পরিত্যাগ পূর্বক বিদ্রোহ-শাস্তি করিবার মানসে তপস্যা করিয়া ছিলাম । এক্ষণে আমি স্নেহ পরবশ হইয়া আপনাকে এই হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি যে, আপনি পুনরায় অবিবস্ত্রের প্রতি কদাচ বিশ্বাস করিবেন না । আপনি অনার্য্যসে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন । এক্ষণে স্নেহহঃখে দৃষ্টিপাত করিয়া উহা পরম স্নেহে ভোগ করিতে থাকুন । কি নিমিষ্ট প্রমত্ত অমাত্যগণ কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইতেছেন ।

'হে রাজন্ ! কোশলাধিপতি কালকবৃক্ষীয় কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রধান পুরোহিতপদে নিযুক্ত করিলেন' । সেই সময় চতু-

দ্বিকে নান্দীপাঠ হইতে লাগিল। মহাতপা কালকবক্ষীয় পৌরহিত্যে নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রবলে অতি অল্পকালের মধ্যেই মহাযশা কোশলাধিপতিকে সমাগরা বহুকুরার অধীশ্বর করিয়া তাঁহার শ্রেয়োলাভার্থ বহুবিধ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রকারে কোশলাধিপতি মহর্ষির হিতবাক্যে সমাদর করিয়া সমস্ত বহুকুরা জয়ে কৃতকার্য হইয়া-  
ছিলেন।

—:—

### ত্র্যশীতিতম অধ্যায় । ৮৩ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! সভাসদ, সহায়, সুহৃদ, মন্ত্রী ও সেনানী প্রভৃতির লক্ষণ বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! যাহারা লজ্জাশীল, সত্যবাদী, সরলস্ব-  
ভাব ও দমণ্ডসম্পন্ন এবং যাহারা উত্তমরূপে বক্তৃতা করিতে সমর্থ, তুমি  
তাঁহাদিগকেই সভাসদপদে নিযুক্ত করিবে। বিপদসময়ে বলবীৰ্য্যশালী  
অমাত্য, জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ও সন্তুষ্টচিত্ত উৎসাহসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্য  
গ্রহণ করাই তোমার অবশ্য কর্তব্য। সঙ্কটস্থিত ব্যক্তিগণের সর্কদা  
সম্মান করিলে, তাঁহারা কদাচ আপনার শক্তি গোপন করেন না এবং  
ভূপতি প্রসন্ন, অপ্রসন্ন বা পীড়িত হইউন না কেন, কোনক্রমেই তাঁহাকে  
পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হন না; অতএব ঐ সকল ব্যক্তির সহিত  
সৌহার্দ্য সংস্থাপন করা অতি আবশ্যিক। তুমি স্বদেশসমুত্ত, কুলীন,  
বিস্ত, রূপসম্পন্ন, বিদ্বান্, প্রগলভ ও অনুরক্ত ব্যক্তিগণকে সৈন্যপত্যা-  
দি পদে নিযুক্ত করিবে। হৃক্লোলভব লুন্ধপ্রকৃতি লজ্জাহীন ব্যক্তিগণ বত-  
ক্ষণ ধন লাভ করিতে পারে, ততক্ষণ রাজার সেবা করিয়া থাকে। কুলীন  
সচ্চরিত্র, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়াশীল, দেশকালজ্ঞ ও প্রভুহিতৈষী ব্যক্তিগণকেই  
অমাত্যপদ প্রদান করা ভূপতির কর্তব্য। অর্থ, মান ও দিব্য বস্ত্রাদি  
বহুবিধ ভোগ দ্বারা বিদ্বান্, সুশীল, সচ্চরিত্র, সত্যপরায়ণ মহান্নভব  
ব্যক্তিদিগের তৃপ্তিসাধন করা তোমার নিত্যন্ত উচিত। তাদৃশ ব্যক্তি-  
গণ তোমার সম্পদসময়ে সুখভোগ করিয়া আপদসময়ে তোমাকে কোন-  
ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। যে সমস্ত অনার্থ্য মন্দবুদ্ধি  
মলুষা সর্কদা নিরম উন্নয়ন করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে নিরম-  
পালন করিতে নিরত করা অবশ্য কর্তব্য। বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ  
করিয়া এক ব্যক্তির অগ্রর গ্রহণ করা কর্তব্য নয় বটে, কিন্তু যদি এক

যাতি বহুগণশূন্য হয়, তাহা হইলে তাহার আশ্রয় গ্রহণার্থ অনেককে  
 পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। বাহারা পরাক্রমশালী, কীৰ্ত্তিমান, ধর্ম্মাধর্ম্ম-  
 তত্ত্বজ্ঞ, অভিমানশূন্য, সভাবাদী ও কিতেন্দ্রিয়, বাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বল-  
 বান্দিগের উপাসনা করিয়া থাকেন, বাহারা স্পর্ধাহীন ব্যক্তির সহিত  
 কদাচ স্পর্ধায় প্রবৃত্ত হন না এবং বাহারা কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ে  
 বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তাহারাই যথার্থ সাধু। তুমি  
 সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই তাহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবে।  
 কুলশীলসম্পন্ন, ক্রমাবান, কার্য্যদক্ষ, গৌরবশালী ও কৃতজ্ঞ হওয়াই সাধু-  
 গণের প্রধান লক্ষণ। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সকল গুণসম্পন্ন হইতে পারেন,  
 তাহার বিপক্ষগণও তাহার প্রতি পরম পরিভূত হইয়া শত্রুভাব পরিত্যাগ  
 করে। ঐশ্বর্যাভিলাষী বুদ্ধিমান অমাত্যদিগের পূর্ব্বাপর গুণাগুণ  
 পরীক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ভূপতি সম্পদ লাভের ইচ্ছা  
 করেন, তিনি সুপরীক্ষিত, সম্বংশসম্ভূত, উৎকোচ গ্রহণে বিরত, ব্যভিচার-  
 রদোষবর্জিত, সুবিশুদ্ধ, বেদজ্ঞ, নিরহঙ্কৃত, বিনয়বুদ্ধিবিশিষ্ট, সংস্কার-  
 সম্পন্ন, তেজস্বী, ধীর, ক্রমাশীল, শুচি, অনুরক্ত, কার্য্যনিপুণ, গভীর,  
 অকপট, মিতভাষী, ঐক্যবাক্তব্যবিবেচক, ইঞ্জিতজ্ঞ, দয়াবান, দেশকালজ্ঞ  
 ও প্রভুকার্য্যপরায়ণ, মহাত্মত্ববিশিষ্টকে পদ প্রদান ও অর্থাধিকারে নিয়োগ  
 করিবেন। তেজোহীন, বহুবাক্তব্যকর্ত্তক পরিত্যক্ত ব্যক্তিকে অমাত্যপদ  
 প্রদান করিলে, সমস্ত কার্য্যই সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই। অল্প-  
 জ্ঞানবিশিষ্ট অমাত্য যেক্রমে সম্বংশোদ্ভব ও ধর্ম্মার্থকামবৃত্ত হইলেও মন্ত্র  
 পরীক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, সেইক্রমে অসম্বংশজাত ব্যক্তি বিলক্ষণ  
 জ্ঞানাপন্ন হইলেও নারকবিহীন অন্ধের ন্যায় সূক্ষ্মকার্য্য দর্শন করিতে  
 পারে না। অস্থিরসংকল্প ব্যক্তি বুদ্ধিমান, বিদ্বান্ ও উপায়জ্ঞ হইলেও  
 কার্য্যসাধনে অসমর্থ হয়। হৃদয়স্থিত মূর্খ ব্যক্তি কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে,  
 কিন্তু কোন কার্য্যের যে কি বিশেষ ফল, তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয়  
 না। অনুরাগশূন্য মন্ত্রী কোনক্রমেই বিশ্বাসের পাত্র নহে; অতএব  
 তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা ভূপতির নিকান্ত অকর্ত্তব্য। কারণ,  
 হতাশন যে প্রকার বায়ুসহযোগে মহাবৃক্ষ ও অশ্বাস করিয়া থাকে, সেই-  
 রূপ অনুরাগবিহীন মন্ত্রী অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত বড় ষড়্ধ করিয়া  
 ভূপতিকে উৎসন্ন করে। স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া কখন অনুরক্তকে পদচ্যুত  
 এবং কখন বা তিরস্কৃত করিয়া পুনর্ব্বার তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। অহ-  
 রক্ত ব্যক্তিগণই স্বামীকে ঐদৃশ ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন। অমাত্যগণও

অনেক সমর রাজার প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, কিন্তু যে অমাত্য ভূপতির হিতাভিলাষী হইয়া সেই ক্রোধ সম্বরণ করিতে সমর্থ হন, বুদ্ধিমান ভূপতি তাঁহাকেই সমস্তঃখসুখ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত সমস্ত বিষয়ের মন্ত্রণা করিবেন। কুটিল ব্যক্তি বহু গুণাবিত ও অমুরক্ত হইলেও তাহার ঈর্ষাকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্তব্য। যে ব্যক্তি শত্রুগণের সহিত সমবেত হইয়া এবং পুরবাসিগণের সম্মান না করে, সে শত্রুতুল্য ; তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রচার করা অতি নির্যোধের কার্য্য। অশুচি, অহঙ্কৃত, অস্বাভাবাপরায়ণ, অমুহূদ, ক্রোধপরতন্ত্র ও লুদ্ধ ব্যক্তিরাই মন্ত্রণাপ্রবণের নিতান্ত অমুপযুক্ত। আগন্তুক ব্যক্তি যদি জ্ঞানবান ও প্রভুতন্ত হন ; যাহার পিতাকে পূর্বে অন্যায় সহকারে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি যদি পিতৃপদে সংস্থাপিত হইয়া বিধি অনুসারে সংকৃত হইয়া এবং কোন কারণবশতঃ যাহাকে একবার নির্জন করা যায়, সেই ব্যক্তি যদি অসাধারণ গুণসম্পন্ন হয়, তথাপি তাহাদিগের নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নহে। যিনি প্রজাসম্পন্ন, মেধাবী, বিগুহস্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানবান, আত্মতুল্য প্রিয় সূহৃৎ, সত্যপরায়ণ, সচ্চরিত্র, গভীর-স্বভাব, লজ্জাশীল, মুহূ, পাপদ্রোহী, প্রগল্ভ, সন্তুষ্টচিত্ত, মন্ত্রবিশারদ, কাল-দর্শী, শৌর্যশালী, সমরদক্ষ ও নীতিজ্ঞ ; যিনি সাহসনাবাক্যে লোক সমুদায়কে বশবর্তী করিতে সমর্থ হন ; পুরগ্রামবাসী ধর্মশীল ব্যক্তিগণ যাহাকে বিশ্বাস করে এবং আপনার ও শত্রুবর্গের অমাত্য প্রভৃতির বিষয় যাহার বিশেষরূপ বিদিত থাকে, তিনি মন্ত্রণা প্রবণের উপযুক্ত পাত্র। মন্ত্রী এই সমুদায় গুণযুক্ত ও সংকৃত হইলে, ভূপতির শ্রেয়োবিধানে যত্নবান হন, সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী স্বীয় প্রভুর, প্রজাবর্গের ও বিপক্ষপক্ষের রক্ষাধেষণ করিবার চেষ্টা করিবে। অমাত্যবর্গের মন্ত্রণাপ্রভাবেই ভূপতির রাজ্য পরিবর্তিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞতম মন্ত্রী বিপক্ষের হিঙ্গ্র সন্দর্শন করিবারামাত্র তাহাকে আক্রমণ করিবেন এবং এরূপ সাবধানে চলিবেন, যেন অরাতিপক্ষ তাঁহার কোন হিঙ্গ্র সন্দর্শন করিতে না পারে। কুর্খ যে প্রকার আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদায় গোপন করিয়া রাখে, সেইরূপ মন্ত্রী রক্ষা ও মন্ত্রণা সকল গোপন করিয়া রাখিবেন। ভূপতি মন্ত্রণাকে বর্ষের ন্যায় এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ উহাকে অঙ্গের ন্যায় বিবেচনা করিবেন। মন্ত্রণা ও চরই রাজ্যরক্ষার প্রধান কারণ। মন্ত্রিগণ বৃত্তিলাভ করিবার নিমিত্ত রাজার অনুসরণ করিয়া থাকেন। ভূপতি ও মন্ত্রী উভয়ে অহঙ্কার, ক্রোধ, অতি-

জান ও দর্শ্য পরিভাগী হইলে উভয়েই সুখ লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই রাজা অকপট মন্ত্রিগণের সহিত সর্বদা মন্ত্রণা করিবেন। অন্ততঃ তিন জন মন্ত্রী নিযুক্ত করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। তিনি ঐ তিন জন অমাত্যের মত গ্রহণ এবং উহা বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া ধর্ম্মার্থকামজ্ঞা গুরুর সরিধানে গমন পূর্বক তাঁহাদিগের ও আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন। গুরু ঐ চারি জন্মের মত আদ্যোপান্ত শ্রবণ পূর্বক তদ্বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত করিয়া দিলে, যদি সেই সিদ্ধান্ত সাধারণেরই মতানুযায়ী হয়, তাহা হইলে, তদনুসারে কার্য্যাহুষ্ঠান করাই রাজার কর্তব্য। মন্ত্র-নির্ণয়কুশল মহাত্মারা মন্ত্রণা করিবার এইরূপ রীতি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উত্তমরূপে মন্ত্রণা করিতে পারিলে অনায়াসে প্রজাবর্গকে বশবর্তী করিতে পারা যায়। রাজা যে স্থানে মন্ত্রণা করিবেন, তথায় যেন বামন, কুজ, কুশ, খজ, অক, জড়, নপুংসক বা তির্ঘ্যাকৃষ্যেণি অবস্থান না করে নোকার আরোহণ বা কুশকাশবিহীন অনাবৃত জনশূন্য প্রদেশে অবস্থান পূর্বক বাক্যদোষ বা অকদোষ পরিহার করিয়া মন্ত্রণা করিবে।

### চতুর্শীতিতম অধ্যায় । ৮৪ ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! প্রজাসংগ্রহবিষয়ে ইন্দ্রবৃহস্পতি সম্বাদ নামক এক পুরাবৃত্ত বর্ণিত আছে, আমি সেই প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

এক দিন পুরন্দর সুরাচার্য্য বৃহস্পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ । কোন কার্য্যের অহুষ্ঠান করিলে, লোকসমাজে যশস্বী ও শুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হওয়া যায় ?

সুরাচার্য্য কহিলেন, দেবরাজ ! মনুষ্য সর্বস্বত্বাশ্রয় অধিতীর শান্তি-শুণ অবলম্বন করিলেই লোকমধ্যে যশস্বী ও শুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত ও সতত সকলের প্রিয় হইতে পারে। বাহার মুখমণ্ডল জ্রকুটীজালে জড়িত এবং বদন হইতে একটিও বাক্য নির্গত হয় না, সেই অপ্রশস্ত ব্যক্তি সমস্তলোকেরই অপ্রিয় হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি মনুষ্যকে দেখিবারাত্র হাস্যমুখে প্রথমেই তাহার সহিত বাক্যালাপ করে, সেই ব্যক্তিই সকল লোকের প্রিয়পাত্র হয়। শান্তভাবে পরিভ্যাগ পূর্বক দান করিলেও উহা ব্যক্তনশূন্য অন্নের মাত্র লোকের প্রীতিকর হয় না। আর

সুমধুর বাক্য প্রয়োগ পূর্বক লোকের সর্বস্ব গ্রহণ করিলেও, সে সর্বস্ব-পহারীর একমাত্র নম্রতাগুণে বন্দীভূত হইয়া থাকে । কলতঃ সান্ত নাবাংক্য সকলেই পরিভূত হয় । অতএব দণ্ডবিধানসময়েও ভূপতির সান্তনাবাক্য প্রয়োগ করা অতি আবশ্যিক । সান্তনাবাক্য দ্বারা অনেক কার্যসাধন হয় এবং চিত্তও কখন অসন্তুষ্ট হয় না । বিনীত নম্রতাব ও সন্তুষ্ট চিত্ত ব্যক্তি অপেক্ষা পূণ্যবান আর কেহই নাই ।

হে ধর্মরাজ ! দেবরাজ পুন্দর সুপ্রচার্য্য বৃহস্পতির এইরূপ উপদেশ শ্রবণ পূর্বক তাঁহার যেমন বাক্যামুরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমিও তজ্ঞাপ আচরণ কর ।

—•••—

### পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় । ৮৫ ।

ধর্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! ইহলোকে ভূপতি কি প্রকারে প্রমাণান করিলে, পরম ঐতি ও অক্ষয় কীর্তি লাভ করিতে পারেন ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ভূপতি প্রজারক্ষণে যত্ববান হইয়া বিপুল ব্যবহার করিলে, উভয় লোকেই ধর্ম ও কীর্তি লাভ করিতে সমর্থ হন ।

ধর্মরাজ কহিলেন, হে মহাত্মন ! কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বর্ণন করুন । ইতিপূর্বে আপনি অমাত্যগণের যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিলেন, আমার বোধ হয়, একাধারে ঐ সমুদায় গুণ থাকি নিতান্ত অসম্ভব ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! তুমি সত্য বলিয়াছ ; একাধারে ঐ সমুদায় গুণ থাকি সম্ভবপর নহে । যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাদৃশ ব্যক্তিগণকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করিবে, তাহাদিগের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । চারিজন সুপরিচিত বেদবিদ্যাশিষ্যকে স্নাতক ব্রাহ্মণ, আটজন অস্ত্রধারী মহাবলশালী ক্ষত্রিয়, অতুল ঐশ্বর্যশালী এক-বিংশতি বৈশ্য, বিনীতস্বভাব অতি পথিত্ব তিন জন শূদ্র এবং এক জন শুশ্রূষাদি অষ্টগুণবিশিষ্ট পুরাণবেত্তা স্তম্ভকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করা তোমার কর্তব্য । অমাত্যগণ সকলেই যেন পঞ্চাশৎ বর্ষব্যবস্ক, বিনীত, সুক্লিমন, অপকপাতী বিচারক, লোভবিহীন ও দুঃখাদি অন্তঃপ্রকার দোষশূন্য হন । ঐ সকল অমাত্যের মধ্যে চারিজন ব্রাহ্মণ, তিন জন ক্ষত্রিয় ও একজন শূদ্র এই আট জনের সহিত তুমি স্বয়ং পরামর্শ করিয়া নিয়ম নির্ণয় করিবে এবং তৎপরে সেই নিয়ম রাজ্যমধ্যে প্রচাৰ্য্য করিবা

দিবে। এই প্রকারে প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার কর্তব্য। এক জ্বোয়র নিমিত্ত দুই জনের কলহ উপস্থিত হইলে, সেই জ্বোয় তাহাদের উত্তরকে বঞ্চিত করিয়া তাহা কদাচ তুমি গ্রহণ করিবে না। তুমি অসম্মত বিচার করিলে, অধর্মবশতঃ তোমাকে ও তোমার প্রজাবর্গকে নিশ্চরই পীড়িত হইতে হইবে এবং রাজ্যস্থ সমুদায় লোক শোণমর্শনভীত বিহঙ্গম-গণের ন্যায় রাজ্য হইতে পলায়ন করিবে। রাজা, রাজমন্ত্রী কিম্বা রাজকুমার ধর্ম্মালনে সমাক্রান্ত হইয়া অধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলে, নিশ্চরই তাহাদের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার ও স্বর্গগমনের পথ রোধ হইয়া থাকে। রাজকর্ম্মচারীরা যদি সম্যক্ প্রকারে কার্য্যামুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভূপতির সহিত ঘোর নিরয়ে নিপতিত হইতে হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ বণবান্দিগের, অত্যাচারে সাতিশুর কাতর হইয়া আর্তনাদ পরিত্যাগ করিলে, ভূপতি সেই অনাথদিগের নাথ হইবেন। বিচারসময়ে উত্তরপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য। নিরাশ্রয় ব্যক্তির যদি সাক্ষ্যবল না থাকে, তাহা হইলে, তাহার বিষয় বিশেষরূপে পর্যা-লোচনা করা আবশ্যিক। বিচারদ্বারা যাহার যে প্রকার অপরাধ সপ্র-মান হইবে, ভূপতি তাহার তদ্বৎরূপ দণ্ডবিধান করিবেন। ধনবানদিগকে ধনদণ্ড, নির্জনদিগকে বন্ধনদণ্ড ও দুর্ব্বলদিগকে শারীরিক দণ্ডদ্বারা শাসন করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। শিষ্টব্যক্তিগণের প্রতি সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করাই উচিত। যে ব্যক্তি রাজার নিধন বাসনা করে, তাহাকে বিবিধ বজ্রণা প্রদান পূর্ব্বক সংহার করা বিধেয়। গৃহদাহকারী, অর্থগিহাব্রক ও ব্যভিচার দোষিদূষিত লোকের প্রতি বিধিপূর্ব্বক দণ্ডবিধান করিলে, ভূপতির বা তাহার নিযুক্ত বিচারকের অগুমাত্র অধর্ম্ম হইতে পারে না; ফলতঃ শান্তি বংশলাভই হইয়া থাকে। অবিচক্ষণ রাজা স্বকাৰ্য্য সম্পাদনার্থ অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক মহুর্বোর ঐতি দণ্ডবিধান করিলে, ইহলোকে অপবন লাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরকবাস করিতে হয়। একের অপরাধে অন্যকে দণ্ড প্রদান করা নিতান্ত অকর্তব্য। বিশেষরূপে অবগত না হইয়া অপরাধীদিগকে বন্ধ বা মুক্ত করা কদাচ বিধেয় নহে। দূতগণ এক জনের নিকট অন্যের বাক্য ব্যক্ত করিয়া থাকে; অতএব যে প্রকারে আপন উপস্থিত হউক না কেন, দূতগণকে সংহার করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে। দূতহন্তা ভূপতি স্ত্রীং অমাত্যবর্গের সহিত নরকে গমন করিয়া থাকে এবং পিতৃলোকদিগকেও জগহত্যাপাণে লিপ্ত করে।

দূত, বারপাল ও হর্গনগরাদির রক্ষকগণের কোর্নিয়া, আভিজাত্য, প্রিয়-



ভাষিতা, কক্কাতা, কার্যপটুতা, যথোক্তবাদিতা ও স্মারকতা এই সাতটা গুণে বিভূষিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। অমাত্য ধর্মশাস্ত্রবিদগণ, সন্ধিবিশেষ, হস্তকা, বুদ্ধিমান, ধৈর্যশীল, লজ্জাশীল, রহস্যগোপনক্ষম, কুলীন ও সমুদ্র-গুণযুক্ত হইলে সর্বত্র সমাদৃত হন। সেনাপতিদিগেরও পূর্বোক্ত গুণ সমুদায় এবং যুদ্ধ, আয়ুধ ও ব্যুহনির্মাণবিষয়ে বিজ্ঞতা, শৌর্য, শীতগ্রী-  
ষ্মাদি ক্লেশসহিষ্ণুতা ও পররক্ষা বিষয়ে ক্রমতা থাকা অতি আবশ্যিক। নর-পতিগণ বিপদের বিধান সমুৎপাদন করিবেন; কিন্তু স্বয়ং কাহার প্রতি-  
বিশ্বাস করিবেন না। অন্যের কথা কিবলিবে, আপনায় পুত্রের প্রতিও বিশ্বাস-  
করা তাঁহাদিগের কর্তব্য নহে। হে রাজন্ তোমার নিকট শাস্ত্রের ষষ্ঠাংশ  
স্বর্গ বর্ণন করিল্যাম। ফলতঃ অবিস্থানই ভূপতি দিগের প্রধান কার্য।

### ষড়্বীতিতম অধ্যায়। ৮৬।

ধর্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! কি প্রকাব পুরমধ্যে নরপতির অবস্থান  
করা উচিত? তিনি কি পূর্বকৃত পুরমধ্যেই বাস করিবেন, না স্বয়ং পুর  
নির্মাণ করাইরা তন্মধ্যে অবস্থান করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! যে স্থানে জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুগণের সহিত  
অবস্থান করিতে হয়, তথায় কি কি কার্যের অনুষ্ঠান ও কিরূপে সেই  
স্থানের রক্ষাবিধান করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করা উচিত। এক্ষণে  
আমি তোমার নিকট ঐ বিবরণ বর্ণন করিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ করিয়া  
তদনুসারে কার্য করিবে। দুর্গ ছয় প্রকার, ধর্মদুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ,  
মন্ডুবাধুর্গ, জলদুর্গ ও বনদুর্গ; রাজা প্রথমে এই ষড়বিধ দুর্গ প্রস্তুত  
করাইরা তন্মধ্যে সমুদ্রসম্পন্ন পুরী সংস্থাপন করিবেন। যে নগর ঐরূপ  
দুর্গ, আয়ুধ, হুদুট প্রকার, পরিখা এবং হস্তী, অশ্ব ও রথবারী সমাকীর্ণ;  
যে স্থানে অনেকানেক পণ্ডিত, শিল্পী ও সুনিপুণ ধার্মিকগণ অবস্থান  
করেন; যে স্থানে অসংখ্য ভৈরবী মন্দির, হস্তী, অশ্ব এবং চত্বর ও  
স্থাপন আছে; যেখানে অণুমাত্র শত্রু নাই; যে স্থানের ব্যক্তিগণ  
নিরস্ত্র অতিশিথির, বীর, ধনী, বিজ্ঞ বাবহার সম্পন্ন; যে স্থানে প্রতি-  
নিয়ত বেদধর্মনি, দেবোচ্চনা ও উৎসব হইয়া থাকে; ভূপতি সৈন্যসামন্ত  
ও অমাত্যদিগকে বলবর্তী করিয়া সেই নগরেই বাস করিবেন। তিনি  
তথায় কোষ, সৈন্য ও মিত্র পরিবর্জন এবং বিচারালয় সংস্থাপন পূর্বক

অন্যান্য নগর ও গ্রাম হইতে দোষ সমুদার নিরাকৃত করিতে সচেষ্ট হইবেন। সর্বদা অস্ত্রসংখ্যা বৃদ্ধি, ধান্যাদি সংগ্রহ এবং যন্ত্র ও অর্গল রক্ষা করিবেন। কাঠ, লোহ, তুণ, অঙ্গার, শূক, অস্থি, বংশ, মজ্জা, তৈল, মধুক্রম, ঔষধ, শণ, সর্জরস, শর, চর্ম্ম, দ্রাবু, বেত্র, মুজা ও বস্ত্র সংগ্রহ এবং পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতি নানাপ্রকার জলাশয় খনন করিয়া রাখিবেন। বট, অশ্বথ প্রভৃতি পাদ্পসমূহ যত্র পূর্বক রক্ষা করিবেন। আচার্য্য, ষড্বিক্, পুরোহিত, স্থপতি, সাম্বৎসরিক, চিকিৎসক এবং প্রজাবান্, জিতেজিয়, মেধাবী, দক্ষ, শাস্ত্রজ্ঞ, সঙ্ঘশৌভব, মহাবলশালী, সর্বকার্য্যাবিশারদ ব্যক্তিগণকে পরম সমাদরে সম্মানিত করিবেন। ধর্ম্মশীলের সৎকার ও অধর্ম্মশীলকে নিগ্রহ পূর্বক বর্ণচতুষ্টয়কে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে নিয়োজিত করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য। তিনি চরপ্রয়োগ পূর্বক সর্বদা পুর ও গ্রামবাসী প্রজাবর্ণের বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সকল বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাহাদিগের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। চরপ্রয়োগ, মন্ত্রণা, কোষরক্ষা ও দণ্ডবিধানে বিশেষ মনোযোগ করা ভূপতির নিত্যান্ত আবশ্যক। ঐ সমস্তই রাজ্য-রক্ষার প্রধান কারণ। নরপতি গ্রাম ও নগরে চরপ্রয়োগ পূর্বক উদাসীন শত্রু ও মিত্রবর্ণের শ্রাবহার বিশেষরূপে অবগত হইবেন এবং সর্বদা মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ ও শত্রুর প্রতি নিগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। নিবস্তুর বস্ত্রানুষ্ঠান, দরিদ্রদিগকে যথাসাধ্য ধনদান ও ঐজারক্ষণ করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য। যাহাতে ধর্ম্মের কোন অনিষ্ট নী হয়, রাজা ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। তিনি অনাথ, দীন, দরিদ্র, বৃদ্ধ ও বিধবাদিগের জীবিকা নির্দেশ করিয়া দিবেন। আশ্রমস্থিত তপস্বীগণকে যথোচিত উপচারে পূজা ও সম্মান করিয়া নিয়মিত কালে অন্ন, বস্ত্র ও ভোজনপাত্র প্রদান করিবেন এবং তাহাদিগের নিকট রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল বৃত্তান্ত, রাজ্যসম্বন্ধীয় কার্য্য ও আপনার সুখদুঃখ সকল নিবেদন পূর্বক সর্বদা নম্রভাবে অবস্থান করিবেন। যিনি সঙ্ঘশত্রুত সম্মাসী ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন, রাজা তাহাকে শয্যা, আসন ও অন্ন দান পূর্বক অর্চনা করিবেন। আপন উপস্থিত হইলে, ঐরূপ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা ভূপতির নিত্যান্ত কর্তব্য। দম্ভাবর্ণ ও তপস্বীদিগকে কদাচ অবিমান করে না; অতএব তাহাদিগের নিকট নিধি সংস্থাপন ও তাহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রতিনিরন্তর তাহাদিগের সেবা ও সৎকার করা কর্তব্য।

নহে। কেন না, দহ্মাশ্রম ঐ বিধর জ্ঞানিতে পারিলে হয় ত তাঁহাদিগের জীবন সংহার করিতে পারে। অরাজ্যমধ্যে এক জন, পররাজ্যমধ্যে এক জন, কাননমধ্যে এক জন ও সামন্তরাষ্ট্রে এক জন তপস্বীর সহিত সখ্য-ভাব সংস্থাপন পূর্বক তাঁহাদিগকে সংকার ও অন্ন প্রদান করা ভূপতির নিত্য কৰ্ত্তব্য। রাজা বিপদসময়ে তপস্বীগণের শরণাগত হইলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহার বাসনা সফল করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! যে প্রকার নগরে বাস করা ভূপতির কৰ্ত্তব্য, আমি তাহা বিশেষরূপে বর্ণন করিলাম।

—:—

### সপ্তাশীতিতম অধ্যায় । ৮৭ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি প্রকারে রাজ্যরক্ষা ও রাজ্য সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা বিশেষরূপে বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! কি প্রকারে রাজ্যপালন ও রাজ্য সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। নরপতি কাহাকে এক গ্রামের, কাহাকে দশ গ্রামের, কাহাকে বিংশতি গ্রামের, কাহাকে শত গ্রামের ও তাহাকে সহস্রগ্রামের আধিপত্য প্রদান করিবেন। ঐ সমুদায় গ্রামাধিপতি ভূপতি কৰ্ত্তব্য নিযুক্ত হইয়া যথাবিধানে প্রজাপালন করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং এক গ্রামাধিপতি দশ গ্রামের অধিপতির সমীপে, দশ গ্রামাধিপতি বিংশতিগ্রামের অধিপতির সমীপে এবং বিংশতি গ্রামের অধিপতি শতগ্রামের অধিপতির সমীপে নিজ নিজ অধিকারস্থিত মনুষ্যাদিগের দোষ নির্দেশ করিবেন। এই প্রকারে সকলেরই অপেক্ষাকৃত উচ্চপদসমাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট আপন আপন প্রজাবর্গের দোষ প্রকাশ করা কৰ্ত্তব্য। গ্রামে যে সকল দ্রব্য সমুৎপন্ন হয়, তৎসমুদারে গ্রামিকের অধিকার থাকে। এক গ্রামাধিপতি দশ গ্রামের রক্ষককে ও দশ গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামের রক্ষককে কর প্রদান করিবেন। শত গ্রামের অধিপতি এক বহুজনপরিপূর্ণ প্রাধান গ্রামের সমস্ত দ্রব্য ভোগ করিতে পাবেন। শত গ্রামাধিপতির ভোগ্য গ্রাম বহু গ্রামাধিপতির বণীভূত থাকা কৰ্ত্তব্য। সহস্র গ্রামাধিপতি ধনধান্য পরিপূর্ণ শাখানগর ভোগে অধিকারী হন। ঐ সমুদায় গ্রামরক্ষকের সংগ্রাম ও গ্রামসম্পর্কীয় অন্যান্য কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য এক জন অগম্যহীন বিচক্ষণ নদীকে এবং প্রতিনগরের

কার্যাসম্পন্ননার্থ এক এক জন সর্বাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা ভূপতির কর্তব্য । গ্রহগণ যে প্রকার নক্ষত্রদিগের উচ্চস্থানে অবস্থান করে, সেইরূপ সর্বাধ্যক্ষবর্গ সমস্ত সভাসদেব উচ্চপদে সমাক্রুত হইয়া চরদ্বারা তাঁহাদিগের ব্যবহার পরীক্ষা করিবেন । অধিকারস্থিত হিংসাপরায়ণ পরবিত্তাপহারক শঠগণের হস্ত হইতে প্রজাবর্গের রক্ষা এবং বণিকদিগের ক্রয়, বিক্রয়, বৃদ্ধি, পথ ও গ্রাসাচ্ছাদন আর শিল্পজীবনগণের উৎপত্তি দান বৃদ্ধি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে করগ্রহণের নিয়ম নির্ধারণ করা ভূপতির নিত্যন্ত কর্তব্য । ভূপতি নানা প্রকারে প্রজাবর্গের নিকট করগ্রহণ করিবেন ; কিন্তু তাহারা যাহাতে অবসন্ন হয়, কদাচ এরূপ কার্য করিবেন না । ফল ও কার্যের পরীক্ষা না করিয়া নিয়ম স্থাপন করা রাজার নিত্যন্ত অকর্তব্য । কারণ ব্যতিরেকে কেহই কার্যের অনুষ্ঠান ও ফল লাভ করিতে পারে না । যখন যাহাতে ভূপতি ও কর্মকর্তা উভয়েই কার্যের ফল ভোগ হয়, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া সর্বদা করগ্রহণের নিয়ম নির্ধারণ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । ধনবাসনায় নিত্যন্ত বিমোহিত হইয়া রাজ্য ও কৃষিবণিজ্যাদি এককালে উচ্ছিন্ন করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে । ভূপতি অপরিমিত কর গ্রহণ করিলে, সকলেরই দ্বেষভাজন হইয়া থাকেন । স্তব্রতা তাঁহার শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা কোথায় ? যে ব্যক্তি সমস্ত লোকের অপ্রিয়, সে কখনই অভিলষিত ফল লাভে সমর্থ হয় না । বৎস যে প্রকার দুগ্ধ পান পূর্বক ঘলিষ্ঠ হইলে, বিপুলভার বহনে সমর্থ হয় এবং স্তন্য পানের ব্যাবাহিকতঃ হীনবল হইলে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না, সেইরূপ প্রজাবর্গ রাজার পরিমিত কর গ্রহণবশতঃ ঐশ্বর্যাশালী হইলে, অনায়াসে অসংখ্য সংকার্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় এবং অপরিমিত কর গ্রহণবশতঃ হতসর্বস্ব হইলে, কোন কার্যই সংসাধন করিতে পারে না । অতএব অপরিমিত করগ্রহণ করা রাজার কদাচ কর্তব্য নহে । যে ভূপতি স্বয়ং যত্ন সহকারে রাজ্য রক্ষা করেন, তিনি নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে সমর্থ হন । প্রজাগণ সকলেই তাঁহার বিপদ নিবারণ করিবার নিমিত্ত ধন প্রদান করে এবং তাঁহার রাষ্ট্র কোষের ন্যায় ও, কোষ শয়নগৃহের ন্যায় হইয়া উঠে । পুত্র ও জনপদবাসী আশ্রিতগণ নিত্যন্ত দীন দরিদ্র হইলেও তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য । যে রাজা অসভ্য দহাদিগকে নিপীড়িত করিয়া গ্রাম্যস্থ লোকগণকে প্রতিপালন করেন, তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার স্মৃতে জখী ও হুঃখী হইয়া

থাকে এবং তাঁহার প্রতি কদাচ ক্ষুদ্র হয় না । মনুপতি প্রথমে মনে মনে ধন লাভের বাসনা করিয়া প্রজাবর্গকে ভয় প্রদর্শন পূর্বক কহিবেন, দেখ, আমার রাজ্যে শত্রুর উপস্থিত হইরাছে ; কিন্তু ইহা কলিত মংশের ন্যায় অবিলম্বেই বিনষ্ট হইবে । অস্বাভিগণ দস্যবর্গের সহিত সমবেত হইয়া আত্মবিনাশার্থই আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে বাসনা করিতেছে । এক্ষণে এই ঘোরতর ভয়ানক বিপদ সমাগত হইয়াছে আমি তোমাদিগের পরিত্রাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতেছি । উপস্থিত ভয় নিরাস্ত হইলে, তোমাদিগের অর্থ পুনর্ব্বার তোমাদিগকে প্রদান করিব । অস্বাভিগণ বল পূর্ব্বক যদি তোমাদিগের ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে কোনক্রমেই তোমরা উহা পুনর্ব্বার লাভ করিতে পারিবে না, বিশেষতঃ শত্রুগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে, তোমাদিগের পুত্রকলত্রদিগকেও বিনষ্ট হইতে হইবে । তাহা হইলে তোমাদের ধন আর কে ভোগ করিবে ? তোমরা আমার পুত্রের ন্যায় । আমি তোমাদিগের সমৃদ্ধি সন্দর্শনে সাতিশর সজ্জ হইরা এই বিপদসময়ে রাজ্য রক্ষা করিবার বাসনার তোমাদিগের নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি । তোমরা সাধ্যানুসারে ধন প্রদান করিয়া রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ কর । আপৎকালে ধনকে প্রিয়জ্ঞান করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে ।

এই প্রকারে কালজ্য ভূপাল করগ্রহণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া পদাতি প্রেরণ পূর্ব্বক সাদর ও স্নানধূর বচনে প্রজাবর্গের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিবেন । প্রাকার নিৰ্ম্মাণ, ভূত্যাগণের প্রতিপালন প্রভৃতি বিবিধ কার্য প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈশ্যবর্গের নিকট হইতে কর গ্রহণ করা ভূপতির কর্তব্য । বৈশ্যগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, উহার অরুণ্য গমন পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে ; অতএব উহাদিগের সহিত মৃদু ব্যবহার করা বিধেয় । রাজা উহাদিগের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন, সাক্ষাৎ, রক্ষণবিধান ও উহাদিগকে ধন দান পূর্ব্বক উহাদের প্রযত্নসমুৎপন্ন ফল ভোগ করিবেন । বৈশ্যগণ রাজ্য ব্যবহার ও কৃষিকার্যের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া থাকে । অতএব দয়ালু, অপ্রমত্ত রাজা তাহাদিগের প্রতি ঐতি প্রদর্শন ও তাহাদিগের নিকট হইতে পরিমিত কর গ্রহণ করিবেন । বৈশ্যবর্গের শুভানুষ্ঠান করা অতি সুলভ এবং উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য আর কিছুই নাই ।

অকীর্ষীতম অধ্যায় । ৮৮ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, শিতামহ ! যখন ভূপতি প্রচুর ধনসম্পন্ন হইয়াও সমধিক অর্থলাভ করিতে প্রত্যাশা করিবেন, তখন তাঁহার কি প্রকার ব্যবহার করা কর্তব্য তাহা বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! ধর্ম্মার্থী রাজা প্রতিনিয়ত প্রজার হিত-সাধনে তৎপর হইয়া দেশ, কাল, বুদ্ধি ও বিক্রম অনুসারে প্রজাদিগের প্রতিপালন এবং তাহাদিগের ও আপনীর শ্রেয়স্কর কার্যের অনুষ্ঠান করিবেন । যতদূর যে প্রকার মহীকুলে আঘাত না করিয়া তাহা হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে, মনুষ্য যেরূপ গাভীর স্তন ছেদন ও বৎসকে নিতান্ত কষ্ট প্রদান না করিয়া দুগ্ধ দোহন করে, জলোকা যে প্রকার লোকের দেহ হইতে ক্রমে ক্রমে শোণিত পান করে, ব্যাত্রী যেরূপ শাবকদিগকে নিপীড়িত না করিয়া দশন দ্বারা গ্রহণ করে এবং মুষিক যে প্রকার অলক্ষিতভাবে নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলস্থিত মাংস ভোজন করে, অর্থাভিলাষী ভূপতি সেইরূপ প্রজাদিগকে সমূলে উন্মূলিত বা সাতিশয় নিপীড়িত না করিয়া অলক্ষিতভাবে উহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন । অভ্যুদয়োগ্রস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে সমধিক কর গ্রহণ করা কর্তব্য । গোপাল যেরূপ বৎসগণের উপর ক্রমে ক্রমে গুরুতর ভার নিহিত ও তাহাদিগকে পাশবদ্ধ করে, সেইরূপ নরপতি প্রজাগণের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে সমধিক কর গ্রহণ করিবেন । লোকের নিকট হইতে এককালে অধিক কর গ্রহণ করিলে, তাহাকে সাতিশয় নিপীড়িত ও বিরক্ত করা হয় । সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ; অতএব প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে সন্তুষ্ট না করিয়া তাঁহাদের দ্বারা ইতর লোকদিগকে ক্রম করা আবশ্যিক । এই প্রকার ব্যবহার করিলে অনার্য্যসে স্থখ লাভ হইয়া থাকে । অকালে বা অযোগ্য কার্য্য সম্পাদনার্থে প্রজাবর্গের নিকট হইতে কর গ্রহণ করা নিতান্ত অকর্তব্য ।

হে ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে আমি তোমার নিকট যাহা যাহা বর্ণন করিলাম, সেই সমস্তই রাজ্যরক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় ; যাহা নহে । ঈশান্যাবলম্বী না হইয়া শাসন করিলে, প্রজাগণ অশ্রের ন্যায় জুক হয় । মদ্যবিক্রয়ী, বারবানিতা, কুটিলী, বিট ও দাতব্যরসারী প্রভৃতি রাজ্যের অনিষ্টসাধকদিগকে প্রতিনিয়ত শাসন করা বিধেয় । রাজ্যमध्ये উহাদিগের প্রাচুর্য্য হইলে, ভদ্রলোকগণের নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে । পূর্বে

মহু এই নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন যে, যে কোন আপদ উপস্থিত হউক না কেন, লোকে কোনক্রমেই অন্যকে শাসন করিবে না। যদি সকলেই উত্তমরূপে নিয়মানুসারে কার্য্যাহুষ্ঠান করিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই এত দিন এই সংসার বিলুপ্ত হইয়া যাইত অতীত অনুসারে প্রজাবর্গের শাসনে ভূপতির সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যে ভূপতি প্রজাশাসনে পরাজুখ হন, তাঁহাকে প্রজাগণের পাপের চতুর্থাংশ ভোগ করিতে হয়। যিনি উহা না করেন, তাঁহাকে ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয়। মদ্যাদিকে আসক্ত হইলে ঐশ্বর্য্যের হানি হইয়া থাকে; কামাদিগকে আশ্রয় প্রদান করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। উহাদের কোন কার্য্যই অকার্য্য বলিয়া জ্ঞান থাকে না। উহারা কেবল স্বয়ং মদ্যমাংস ভোজন, পুরদারাভিমর্ষণ ও পরবিভাপহরণ করিয়া ক্ষান্ত হয় না, অন্যকেও তদ্বিষয়ে প্রবর্তিত করে। যাহারা পরিগ্রহ করিতে কোনক্রমেই সম্মত হয় না, তাহারা বিপদাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিলে, তাহাদিগকে অগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক দান করা অবশ্য কর্তব্য। তোমার রাজ্যে যেন দহ্ম ও কপট যাচকের নামগন্ধ না থাকে। দহ্মগণই প্রজাবর্গের সর্ব্বনাশ করিয়া কপট যাচকদিগকে অর্থ প্রদান করে। যাহারা প্রজাদিগের উপকারক ও উন্নতিসাধক, রাজ্যমধ্যে তাহাদিগকেই স্থান দান করা উচিত। প্রজাপীড়নকারীদিগকে রাজ্যমধ্যে স্থান দান করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। ধনগ্রহণাভিলাষী অসামান্য ব্যক্তিগণের দণ্ডবিধান করা অতি আবশ্যিক। কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সকল একের সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব বহু ব্যক্তি দ্বারা ঐ সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করাই কর্তব্য। কৃষি, বাণিজ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ রাজা ও তত্ত্বর হইতে ভীত হইলে, ভূপতিকেই সাতিশর নিন্দনীয় হইতে হয়। নরপতি গ্রাসাচ্ছদন দ্বারা ধনীদিগের গোরব রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে কহিবেন যে, ‘তোমাদিগকে আমার ও আমার প্রজাদিগের প্রতি অগ্রহ প্রকাশ করিতে হইবে। ধনাঢ্যব্যক্তিগণ রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। ধনসম্পন্ন প্রাজ্ঞ, শূর, ধর্ম্মপরায়ণ, তপস্বী, সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণই প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি সর্ব্বজীবের প্রতি প্রীতিপ্রকাশ এবং গতা, সরলতা ও ক্ষমাগুণ অবলম্বন কর। তাহা হইলেই অনার্য্যসে ধন, মিত্র ও ভূমি প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

একোনবতীতম অধ্যায় । ৮৯ ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! পণ্ডিতগণ বৃক্ষফলকে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম-  
মূল বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন ; অতএব ফলবান বৃক্ষকে ছেদন করা  
নিতান্ত অকর্তব্য । ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন করিয়া যে ধন উৎপত্ত হইবে,  
তদ্বারা অন্য লোককে প্রতিপালন করা ভূপতির অতি আবশ্যক । যদি  
ব্রাহ্মণ বিত্তবিহীন হইয়া আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজ্য পরিত্যাগ  
করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহার ও তাঁহার ভাৰ্য্যার  
নিমিত্ত বৃত্তিবিধান করিয়া দিবেন । ব্রাহ্মণ তাহাতেও নিবৃত্ত না হইলে,  
ভূপতি ব্রাহ্মণসমাজে গমন পূর্বক তাঁহাকে কহিবেন, মহাশয় ! আপনি  
এখান হইতে প্রস্থান করিলে, আমার রাজ্যস্থ ব্যক্তিগণ আর কাঠাকে  
আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিবে? এক্ষণে আপনি আমার প্রতি  
ক্ষমা প্রদর্শন করুন । ব্রাহ্মণ ভোগাভিলাষী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ  
করিলে, ভূপতি তাঁহাকে ভোগ্যবস্তু প্রদান করা কর্তব্য বলিয়া অঙ্গীকার  
করেন ; কিন্তু এ বিষয়ে আমার মত নাই । কৃষি, বাণিজ্য ও গোপাল-  
নাদি দ্বারা মনুষ্যাগণের জীবিকা নির্বাহ হইয়া থাকে ; কিন্তু বেদত্রয়  
মনুষ্যাগণকে নির্বিকার জগদীশ্বরের আরাধনার আসক্ত করে ; অতএব  
বাহ্য্য বৈদিক কার্যের ব্যাঘাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার দন্য । ভগবান  
কমলযোনি ব্রহ্মা সেই দন্যাদিগকে সংহার করিবাক্তমানসে ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি  
করিয়াছেন । এক্ষণে শত্রুসংহার, প্রজারক্ষণ, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সংগ্রামে বল-  
বীৰ্য্য প্রদর্শন পূর্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । যাহারা  
অতিযত্ন পূর্বক প্রজাপালন করিয়া থাকেন, তাঁহারাষ্ট্র ভূপালগণের মধ্যে  
উৎকৃষ্ট । আর যাহারা প্রজাপালনে পরাভূত হন, তাঁহাদিগের জীবন ধারণ  
করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । লোকের কার্য্যাকার্য্য বিশেষরূপ অব-  
গত হওয়া রাজার অবশ্য কর্তব্য । অতএব তিনি সর্বদা লোকসমাজে চর  
প্রেরণ করিবেন । অন্যান্য ব্যক্তি হইতে আত্মীয়দিগকে, আত্মীয় হইতে  
অন্যান্য ব্যক্তিগণকে, আত্মীয় হইতে আত্মীয়কে ও অন্যান্য ব্যক্তি হইতে  
অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা ভূপতির নিতান্ত আবশ্যক । রাজা আত্ম-  
রক্ষার্থ সর্বদা সাবধান হইয়া পৃথিবী শাসন করিবেন । পণ্ডিতগণ আত্মা-  
কেই সমস্ত সূত্রে মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । সত্তত আপনার  
ছিদ্র, বাসন, পতন ও অপর্যায়ের বিষয় চিন্তা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য ।  
মনুষ্যাগণ গত দিবসীয় কার্য্যে প্রাশংসা করে কি না, উহা অবগত হইবার



৩৭

সর্বদা রাজ্যমধ্যে চর প্রেরণ করিবেন। যাহারা সমরে  
 , ধর্ম্মশীল ধৈর্য্যশালী ভূপতির রাজ্যে বাস না করে, যাহারা  
 রাজা, অমাত্য বা অন্য কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে,  
 তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও অনাদর করা কর্তব্য নহে। কোন ব্যক্তিই  
 সকলের প্রশংসনীয় হইতে পারে না; সকলেরই শত্রু, মিত্র ও উদাসীন  
 আছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা ও প্রজা উভয়েই তুল্যবল ও  
 তুল্যগুণ সম্পন্ন; সুতরাং তন্মধ্যে কি প্রকারে এক ব্যক্তিই প্রাধান্য লাভ  
 করিতে সমর্থ হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভূপতি প্রজাবর্গের তুল্য বলসম্পন্ন হইয়াও  
 কৌশলক্রমে তাহাদিগের হস্ত হইতে সর্বদা আত্মরক্ষা ও তাহাদিগের  
 অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেন। যেমন, মহাবিব আশীবিব অপেক্ষাকৃত  
 ক্ষুদ্র ভূজকে, অশ্বাবর স্বাবরকে ও বিশালদশন জন্তু দন্তবিহীন জন্তুকে  
 ভক্ষণ করে, সেইরূপ বলবান্ ব্যক্তি সর্বদা দুর্বলকে আক্রমণ করিয়া  
 থাকে। অতএব প্রবল শত্রু হইতে সতত আত্মরক্ষা করা ভূপতির কর্তব্য।  
 শত্রুর দ্বু প্রাপ্ত হইলেই গৃধের ন্যায় রাজ্যমধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে।  
 হে রাজন্! বণিকগণ যেন রাজ্যকরে নিপীড়িত না হইয়া অল্পমূল্যে বহু-  
 মূল্যে বহুবল জয় করিতে সমর্থ হয়, কৃষকেরা যেন পীড়িত হইয়া  
 রাজ্য পরিত্যাগ না করে। যাহারা ভূপতির কার্য্যভার বহন করিয়া  
 থাকে, তাহারা যেন প্রজাদিগের হুঃখ নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।  
 তাহাদিগের হইতে প্রজাগণ যেন অকারণরূপে স্বীকার না করে। ইহ-  
 লোকে নরপতি যে সমুদায় বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্বারা দেবতা  
 পিতৃ, মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস ও পশু পক্ষিগণ সকলেই পরিভূত হন।  
 বৎস! আমি রাজ্যবৃত্তি ও রাজ্যপালনের নিয়ম সকল বর্ণন করিলাম;  
 এক্ষণে পুনরায় এই বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

### নবতিতম অধ্যায় । ৯০ ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রহ্মবেত্তা উত্থা যুবনাশ্বতনয় যাক্ষতাকে  
 প্রযুক্তচিত্তে যে প্রকার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি তাহা  
 আনুশুঙ্গিক বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ কর। ভূপতি ধর্ম্মরক্ষা করিবার নিমি-  
 ত্তই উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব স্বেচ্ছাচারে, প্রবৃত্ত হওয়া তাহার নিতান্ত

অকর্তব্য। নরপতি লৌকরক্ষক ; ভূপতি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে স্বরলোকে  
 ও অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নরকে গমন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মবল্লীই জীরগণ  
 অবস্থান করিতেছে এবং ধর্ম্ম ভূপতিদিগকে আশ্রয় করিয়া আছে ;  
 অতএব যে নরপতি নিয়মামুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনিই যথার্থ  
 রাজা। ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত ঐশ্বর্য্যশালী রাজা সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ। রাজ্য  
 হইতে পাপ নিরাকৃত না হইলে, দেবগণ ভূপতিকে ধর্ম্মবিহীন বলিয়া  
 নিন্দা করেন। অধার্ম্মিকগণের উদ্দেশ্য অনুসারে হুসিদ্ধ হইয়া থাকে ;  
 ধর্ম্ম এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায় ; অধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইতে থাকে ; লোকের  
 অন্তঃকরণে সর্ব্বদা ভয় সঞ্চারিত হয় ; কেহ ধর্ম্মামুসারে কোন বস্তু অধি-  
 কার করিতে সমর্থ হয় না ; ভাৰ্য্যা, পুত্র, ক্ষেত্র ও ভবনে কোন ব্যক্তিরই  
 অধিকার থাকে না ; দেবগণ অর্চনা, পিতৃগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও অতিথি-  
 গণ সমুচিত সংকার দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন না ; ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ-  
 গণ বেদাধ্যয়ন ও ষাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে বিরত হন এবং মনুষ্য-  
 দিগের চিত্ত বৃদ্ধির ন্যায় বিহ্বল হইয়া থাকে। মহর্ষিগণ উভয় লোক  
 নিরীক্ষণ করিয়া সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ভূপতির সৃষ্টি করিয়াছেন ; সুতরাং  
 যে নরপতিতে সর্ব্বদা ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, তাঁহাকেই যথার্থ রাজা বলা  
 যায় এবং যাহা হইতে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হয়, তাঁহাকে বৃথল কহে। ধর্ম্মের  
 একটি নাম বৃষ ; যে ব্যক্তি সেই ধর্ম্মকে উচ্ছিন্ন করেন, তাঁহাকে বৃথল  
 বলিয়া নির্দেশ করা যুক্তবহির্গত নহে। ভূপতি সধর্ম্মামুসারে ধর্ম্ম পরি-  
 বর্দ্ধিত করিবেন। ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, প্রজা পরিবর্দ্ধিত এবং ধর্ম্ম  
 বিলোপপ্রাপ্ত হইলে, প্রজাগণও বিলুপ্ত হইয়া যায় ; অতএব ধর্ম্মলোপ  
 করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। ধনাগম ও ধনসঞ্চয় করে বলিয়া ধর্ম্মের  
 ধর্ম্মনাম নির্দিষ্ট হইয়াছে। উহার প্রভাবে হুর্ধ্ব সকল এককালে দূরীভূত  
 হইয়া থাকে। ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাণিগণের উৎপত্তি, বিধানার্থ ধর্ম্মের সৃষ্টি  
 করিয়াছিলেন ; অতএব ভূপতি প্রজাবর্গের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত  
 যত্নসহকারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন। ধর্ম্মই সর্বাংগেচ্ছা উৎকৃষ্ট পদার্থ।  
 যিনি ধর্ম্মামুসারে প্রজাপালন করেন, তিনিই যথার্থ রাজা। অতএব হে  
 মাক্ষাতঃ ! তুমি কাম ও ক্রোধে অনাহা প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রতিপাল কর ;  
 ধর্ম্মই ভূপতিদিগের প্রেরকর। ব্রাহ্মণ হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় ; অত-  
 এব তুমি বিরত ব্রাহ্মণদিগের অর্চনা ও মংসাদিশূন্য হইয়া তাঁহাদিগের  
 অভীষ্টসিঙ্গনে যত্নবান হইবে। ব্রাহ্মণগণের মনোরথ পরিপূর্ণ না হইলে,  
 ভূপতির নানা প্রকার ভয়, মিত্রকর ও শত্রুর প্রাহর্ড্য্য হইয়া থাকে।

বিরোচনভূমির বলি বাল্যবয়সকালঃ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অশ্রুয়া প্রদ-  
 শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্বক দেব-  
 রাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন । দানবধিপতি বলি তদর্শনে  
 সাতিশর অমৃতাপ করিয়াছিল । অশ্রুয়া ও অভিমানের এই প্রকারই ফল  
 লাভ হইয়া থাকে ; অতএব এক্ষণে তুমি সাবধানে অবস্থান কর ;  
 রাজলক্ষ্মী যেন তোমা হইতে বিচলিত না হইন । ঐতিহ্যে নির্দিষ্ট আছে  
 যে, লক্ষ্মীর গর্ভে অধর্ম্য হইতে দর্প নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে ।  
 অশ্রু, অশ্রু ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকেই উহার বশীভূত হইয়াছিলেন ।  
 যিনি সেই দর্পকে বশবর্তী করিতে পারেন, তিনিই রাজা হন । আর  
 যিনি উহার বশবর্তী হন, তাঁহাকে উহার দাস হইতে হয় । এক্ষণে  
 তুমি যদি সুখে চিরকাল অতিবাহিত করিতে নাসনা কর, তাহা হইলে  
 অধর্ম্য ও দর্পকে আশ্রয় প্রদান করিও না । তুমি মন্ত, উন্নত, পাণ্ডা,  
 নিগৃহীত, অমাত্য, স্ত্রী, সরীসৃপ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের সহিত সহ-  
 বাস পরিত্যাগ কর । পর্বতে আরোহণ ও বিষম দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইও  
 না । যামিনীতে সঞ্চরণ করা ভূপতির নিত্য কর্তব্য । কৃপণতা,  
 অভিমান, অহঙ্কার ও ক্রোধ যত্র পূর্বক পরিত্যাগ কর । অপরিচিতা,  
 স্বেচ্ছাচারিণী, পরকীয়া, অবিবাহিতা ও স্ত্রীবা স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করা  
 ভূপতির নিত্য দুষণীয় । রাজা অধর্ম্যে লিপ্ত হইলে, বর্গসঙ্করপ্রভাবে  
 সঙ্কশে ক্রীষ, বিকলঙ্গ, মুক ও অজ্ঞান প্রভৃতি নানা প্রকার মনুষ্য জন্ম  
 গ্রহণ করিয়া থাকে । অতএব প্রজার হিতসাধন করিবার নিমিত্ত ভূপ-  
 তির সাবধানে অবস্থান করা নিত্য কর্তব্য ; রাজা প্রমাদাপন্ন হইলে,  
 প্রজাসঙ্করকারক অধর্ম্যের বৃদ্ধি, অকালে শীতের প্রাদুর্ভাব, শীতকালে  
 শীতের অভাব এবং অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভূরি ভূরি উপদ্রব উপ-  
 স্থিত হইতে থাকে । প্রজাবর্গকে বিবিধ ব্যাধিযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় ।  
 ভয়ঙ্কর ধুমকেতু প্রভৃতি গ্রহ ও অন্তর নক্ষত্র সমুদায় প্রতিনিয়ত গগন-  
 মণ্ডলে সমুদিত এবং ক্ষয়কারক অন্যান্য উৎপাত সকল সর্বদা প্রাদুর্ভূত  
 হইয়া থাকে । যে ভূপতি আশ্রয়রক্ষা ও প্রজাপালনে মনোযোগ না করেন,  
 তাঁহাকে অবিলম্বে প্রজাবর্গের সহিত বিনষ্ট হইতে হয় । রাজা অধর্ম্য-  
 পরায়ণ হইলে, দুই ব্যক্তি একের ও বহুসংখ্যক লোক দুই ব্যক্তির ধন  
 বল পূর্বক অপহরণ করে । কন্যাগণের কুমারীতাব দূষিত হইয়া যায় ;  
 কেহই কোন দ্রব্য আপনার বলিয়া অধিকার করিতে সমর্থ হয় না ।

একনবতিতম অধ্যায় । ৯১ ।

হে বান্ধাতঃ ! জলধর যথাসময়ে বারিবর্ষণ এবং নরপতি ধর্মশীল হইয়া প্রজাপালন করিলে, যে সম্পত্তি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, প্রজাগণ তাহাতেই পরম সুখে জীবিকা নির্বাহ করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে যাহারা স্বধর্ম পরিত্যাগ বা শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করেন, তাঁহারা বস্ত্র পরিক্রমণে অসমর্থ রজকের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদিগের জীবিত থাকা আর না থাকা উভয়ই তুল্য। শূদ্রের দানবৃত্তি, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্য, ভূপতির দণ্ডনীতি অনুসারে কর্মানুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্যা, তপোানুষ্ঠান, মন্ত্রপাঠ ও সত্যপ্রতিপালনই প্রধান ধর্ম। যে ক্ষত্রিয় মনুষ্যের চরিত্রদোষ সংশোধন করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ রাজা ও প্রজাদিগের পিতাম্বরূপ। ভূপালগণের ব্যবহারবশতই সত্য, ব্রোতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের উৎপত্তি হইয়া থাকে; তন্নিবন্ধনই রাজা যুগস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন। ভূপতি প্রমাদযুক্ত হইলেই তিন অগ্নি, বেদ, দক্ষিণাধিত যজ্ঞ এবং চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর তাঁহার পুত্র কলত্র, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলকেই অমৃত্যু করিতে হয়। ভূপতি ধর্মশীল হইলে প্রজাদিগের ঈশ্বর এবং অধর্মশীল হইলে প্রজানাশক বলিয়া বিখ্যাত হন। নরপতি গাণকা-র্যের অনুষ্ঠান করিলে, হস্তী, অশ্ব, গো, উষ্ট্র, অশ্বতর ও গৃদ্ধিত সমুদায় সান্তিশয় অবগম হইয়া উঠে। হর্ষলকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই রাজার স্বষ্টি হইয়াছে। অতএব রাজা হর্ষলদিগকে প্রতিপালন করিলে সমধিক পুণ্যলাভে সমর্থ এবং তাহাদিগকে প্রতিপালন না করিলে ঘোর পাপে লিপ্ত হন। প্রজাবর্গ যাহার পরিবারস্বরূপ এবং তাহারা যাহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক অশঙ্কিত চিত্তে কাল যাপন করিয়া থাকে, তিনি ধর্মভট্ট হইলে, সকলকেই পরিতাপ করিতে হয়। হর্ষল ব্যক্তিগণ সতত অপমানিত হইয়া থাকে; অতএব তুমি কোনক্রমেই হর্ষলতা অবলম্বন করিও না। তুমি প্রতিনিয়ত হর্ষলগণকে সাহায্য প্রদান করিবে। হর্ষল ব্যক্তি, যুনি ও আশীষিষের কোপদৃষ্টি নিতান্ত অসহ্য। তুমি যেন হর্ষলদিগের প্রতিপালনে পরাজু হইয়া সবারূপে তাহাদিগের কোপানলে দগ্ধ হইও না। ভূপতি হর্ষলগণকে সাহায্য প্রদান করিলে, তাঁহার বস্ত্র উহাদিগের কোপাগ্নিতে সমূলে তন্মাত্ত হইয়া যায়। অতএব বলবান ব্যক্তি অপেক্ষা হর্ষল ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। নরপতি যদি অবমানিত,

আহত ও পীড়িত ব্যক্তিকে পরিজ্ঞান করিবার উপায় না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দৈবদণ্ডে বিনষ্ট হইতে হয়। তুমি বলবানের পক্ষ হইয়া কোনক্রমেই দুর্বল ব্যক্তির নিকট অর্থগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইও না। প্রজাগণ মিথ্যাপবাদগ্রস্ত হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিলে, নিশ্চয়ই ভূপতির পুত্রবিয়োগ ও পশু বিনাশ হইয়া থাকে। অনেক স্থানে পাপাচরণ করিলে, শীঘ্র তাহার ফলভোগ হয় না বটে, কিন্তু কোন না কোন সময়ে নিশ্চয়ই উহার ফল সমুৎপন্ন হয়। পাপায়া পাপকা-  
র্যের অনুষ্ঠান করিয়া যদি স্বয়ং উহার ফলভোগ না করে, তাহা হইলে তাহার পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে উহানিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। জনপদহাসী যাবতীয় প্রজাগণ সমবেত হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষা করি-  
বার নিমিত্ত পর্যটন করিতে আরম্ভ করিলে, ভূপতিকে অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। বহুসংখ্যক রাজপুরুষ একত্র মিলিত হইয়ানীতিমার্গ উন্নয়ন ও যুক্তি পরিত্যাগ করত কাম ও অর্থের বশবর্তী হইয়া প্রজা-  
বর্গের নিকট ধন গ্রহণ করিলে, ভূপতির ভয়ানক পাপ ও ক্ষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। নরপতির বিপদে রাজপুরুষদিগকেও সাতিশয় বিপদা-  
পন্ন হইতে হয়। বৃক্ষ সঞ্জাত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্জিত হইলে, প্রাণি-  
গণ উহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক অবস্থান করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ বৃক্ষ ছিন্ন বা দগ্ধ হইলে একবারে সকলেই নিরাশ্রয় হইতে হয়। রাজ্যমধ্যে  
লোকে রাজার গুণগ্রাম বর্ণন ও সত্য ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে, ভূপতির  
ঐশ্বর্য্য পরিবর্জিত ও রাজ্য হইতে পাপ নিরাকৃত হয়। রাজ্যমধ্যে  
হুয়ায়ারা জ্ঞান পূর্বক সাধুগণের প্রতি পাপাচরণ করিতে আবৃত্ত করিলে,  
ভূপতিকেই তাহার পাপ ভোগ করিতে হয়। যে রাজা হুষ্টিদিগের দমন  
ও অমাত্যগণের সম্মান পূর্বক মন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগকে সংগ্রামে  
প্রেরণ করেন, তিনি অনায়াসে রাজ্যের উন্নতি লাভ করিয়া বহুকাল  
নিরাপদে পৃথিবী ভোগ করিতে পারেন। যিনি সূর্য্যদের সংকার্য্য ও  
হিতবাক্যের প্রশংসা করেন, তিনি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে সমর্থ হন। সকলকে  
অংশ প্রদান পূর্বক ভোজন, অমাত্যবর্গের প্রতি যথোচিত সমাদর প্রদ-  
র্শন ও বলমদমস্ত ব্যক্তির জীবন সংহার করা ভূপতির প্রধান ধর্ম্ম।  
তিনি কায়মনোবাক্যে প্রজাদিগের রক্ষাবিধানে যত্নবান হইবেন।  
স্নেহাস্পদ পুত্রের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না এবং দহ্মাদল দমন,  
যুদ্ধে জয়লাভ, সর্বদা ভোজ্য প্রদান পূর্বক দুর্বল ব্যক্তিগণের বলবর্দ্ধন  
ও প্রজা প্রতিপালন করিবে। যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান বা পাপকার্য্যের

জন্মনা করে, সে নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইলেও তাহাকে কোনক্রমেই ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না । প্রধান প্রধান বণিকদিগকে অপত্যনির্কীর্ষণে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও নিয়ম অতিক্রম না করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । তিনি পরম প্রদাসসহকারে কাম ও লোকবিদ্বেষে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্বক প্রভুতদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং দীন, দরিদ্র, অনাথ ও বৃদ্ধগণের হু-  
থাৎ বিমোচন পূর্বক সুখবৃদ্ধি করিবেন । সর্বদা মিত্রসংখ্যা বৃদ্ধি ও শত্রুসংখ্যা হ্রাস করিতে যত্নবান্ হওয়া এবং গাধুদিগের অর্চনা, সত্য প্রতিপালন, প্রীতিসহকারে ভূমিদান, অতিথি সংকার ও ভৃত্যদিগের যথোচিত সমাদর করা নরপতির পরম ধর্ম । যে রাজা লোকের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন । ধর্মশীলদিগের প্রতি অনুগ্রহ করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য । নরপতি ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিতে পারিলে, পরম ঐশ্বর্যালাভে সমর্থ হন এবং ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইলে নরকে গমন করেন । ঋত্বিক, পুরোহিত ও আচার্যাগণকে সংকার ও সমাদর করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । কৃতান্ত যে প্রকার জীবগণের প্রতি সমুচিত দণ্ড-  
বিধান করিয়া থাকে, রাজাও সেইরূপ নিয়মামুসারে প্রজাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিবেন । লোকে ভূপতিকে দেবরাজ পুরন্দরের ন্যায় বিবে-  
চনা করিয়া থাকে; অতএব তিনি বাহা ধর্ম বলিয়া নিশ্চয় করিবেন, তাহাই যথার্থ ধর্ম । ভূপতি সর্বদা সাবধান হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন, ক্ষমা প্রদর্শন, ঐশ্বর্যাবলন, জীবগণের বলাবল পরীক্ষা ও সদস্য বিবেচনা করিবেন । প্রাণিসংগ্রহ, ধনদান, মধুর বাক্য প্রয়োগ এবং পুর ও জন-  
পদবাসী প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করা তাহার সর্বতোভাবে কর্তব্য । নরপতি পটুতাবিহীন হইলে, কোন ক্রমেই প্রজাপালন করিতে সক্ষম হন না । দুর্বল রাজ্যভার বহন করা নিতান্ত মুকঠিন । যে রাজা প্রজাবান্ ও মহাবলশালী এবং যিনি দণ্ড নীতির বিলক্ষণ অনুশীলন করিয়াছেন, তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই রাজ্যভার বহন করিতে পারেন না । আর যিনি হীনবীৰ্য্য, অল্পবুদ্ধি ও দণ্ডনীতিবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি কোনক্রমেই তদ্বি-  
ষয়ে সমর্থ হন না । রাজা সদংশজাত, নিতান্ত অনুরক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যগণের সহিত আশ্রমবাসী তপস্বীগণের কার্য পরীক্ষা করিবেন । এক্ষণে তুমি সর্বসাধারণ ধর্ম পরিজ্ঞাত হইলে; তোমার ধর্ম যেন কি  
স্বদেশ কি বিদেশ কুত্ৰাপি বিলুপ্ত না হয় । শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে ধর্মই সমধিক প্রেষ্ঠ । দার্শনিক ব্যক্তি ইহ-

লোক ও পরলোকে পরম সুখ লাভে সমর্থ হন। মনুষ্যকে মধুরবাক্যে সমাদর করিলে, সে পুত্রকন্যা ও জীবন পর্য্যন্ত ও পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হয় না; অতএব তুমি সকলকেই সমাদর করিবে। লোক সংগ্রহ, দান, মধুরবাক্য প্রয়োগ, শৌচ ও সাবধানতা এই কয়েকটি রাজার নিত্যস্ত শ্রেয়স্কর; অতএব তুমি এই কয়েকটি বিষয়ে কদাচ অমনোযোগ করিও না। ভূপতি সর্বদাবিপক্ষের রক্ষা স্বেষণ পূর্বক তাহাকে আক্রমণ করিবেন এবং একরূপ সাবধানে চলিবেন, যেন অন্য কোন ব্যক্তি তাহার ছিদ্র সন্দর্শন করিতে না পারে। দেবরাজ ইন্দ্র, যম ও বরুণ ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং পূর্বতন রাজর্ষিগণও ঐরূপ ব্যবহার করিতেন। 'একণে তুমি তাহাদিগের অনুকরণ কর! ভূপতি ধর্ম্মশীল হইলে, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ ইহলোক ও পরলোকে তাহার গুণ বর্ণন করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! মহারাজ মাক্ষাতা মহর্ষি উক্তের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক অশঙ্কিতচিত্তে তদনুগারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া অবিলম্বে বহুক্ষরী আপনার আয়ত্ত করিলেন। অতএব তুমি রাজা মাক্ষাতার ন্যায় ধর্ম্মানুসারে বহুক্ষরী প্রতিপালন কর; তাহা হইলে অক্লেশে দেবলোকে গমন করিতে পারিবে।

- ০ ০ ০ -

### বিনবতিতম অধ্যায়। ৯২।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ভূপতি ধার্ম্মিক হইতে মানস করিলে, কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন; বৎস! তত্ত্বার্থদর্শী ধীমান বামদেব যে পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। একদিন শুদ্ধাচারী কোশলদেশাধিপতি বহুমন্য মহাতপা বামদেবকে কহিলেন, ভগবন্! বাহাতে আমি ধর্ম্মচ্যুত না হই, আপনি আমাকে একরূপ কোন উপদেশ প্রদান করুন। তখন বামদেব নহবতনয় বযাতিভূল্য প্রভাবশালী কোশলাধিপতিকে কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপথ অবলম্বন কর। ধর্ম্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। ধর্ম্মশীল ভূপাল অনায়াসে পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হন। যেন রপতি ধর্ম্মকে অর্থসিদ্ধির দ্বারস্বরূপ বিবেচনা করিয়া সাধুদিগের উপদেশ অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি ধর্ম্মপ্রভাবে

দেদীপ্যমান হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারেন। আর যে অধর্মশীল রাজা বল প্রকাশ পূর্বক অর্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন, তাঁহার ধর্ম ও অর্থ উভয়ই অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ধর্মঘাতক রাজা পাণিষ্ঠ অমাত্যের বশীভূত হইয়া কার্য্যামুষ্ঠান করেন, তিনি সকলের বধা; তাঁহাকে সপরিবারে অবিলম্বেই নিহত হইতে হয়। গর্বিত, কার্য্যামু-  
ষ্ঠানপরাক্রম, যথেষ্টাচারী নরপতি এই অর্থ ও অবনীমণ্ডলের একাধিপতি হইলেও অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। মঙ্গলাভিলাষী, অসুখাবি-  
বর্জিত, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান ভূপতি সমুদ্রের ন্যায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং বুদ্ধি ও মিত্রই রাজারক্ষার প্রধান উপায়; অতএব ঐ সমস্ত অল্পমাত্র লাভ করিয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত জান করা রাজার নিতান্ত অকর্তব্য।

হে রাজন্! ভূপতি এই সমস্ত উপদেশবাক্য শ্রবণ করিলে, বিপুল ঐর্ষ্যা, কীর্তি ও প্রজা লাভ করিতে পারেন। সে ধর্মার্থদর্শী ভূপাল এই উপদেশানুসারে বিবেচনা করিয়া অর্থোপার্জনে যত্ববান হন, তিনি নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। স্নেহবিহীন অদাতা রাজা প্রজাবর্গের প্রতি নিরন্তর দণ্ডবিধান করিয়া সত্বরেই কালকবলে নিপতিত হন। বুদ্ধিবিহীন ভূপতি প্রায়ই আপনার পাপকর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না; সুতরাং তাঁহাকে ইহলোকে অকীর্তি লাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরকবাস করিতে হয়। নরপতি সম্মানজ্ঞ, দাতা ও মিষ্টভাষী হইলে, মনুষ্যাগণ তাঁহার বিপদ আপনা-  
দিগের বিপদের ন্যায় বিবেচনা করিয়া প্রাণপণে উহা নিবারণ করি-  
বার চেষ্টা করে। যে ভূপতির ধর্মোপদেশটা শুধু বিদ্যমান না থাকে এবং যিনি অন্যের নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে অর্থসংগ্রহ করিবার অভিলাষ করেন, তিনি চিরকাল সুখভোগে সমর্থ হন না। আর যিনি উপদেশকের বশবর্তী হইয়া স্বয়ং সমুদায় কার্য্য পর্যা-  
লোচনা ও ধর্ম্যানুসারে ধনলাভের চেষ্টা করেন, তিনি যাবজ্জীবন সুখ-  
ভোগ করিতে পারেন।

### ত্রিনবতিতম অধ্যায় ৯৩।

হে রাজন্! নরপতি হর্ষণের প্রতি অধর্ম্মাচারে প্রবৃত্ত হইলে, তৎসং-  
শ্লীষ অন্যান্য ব্যক্তিগণও সেই গাপপ্রবর্তক হর্ষণীভূতের কুপ্রথার অনুসরণ



করিয়া থাকে ; তন্নিবন্ধন রাজ্য শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্যগণ স্বধর্মনিরত ভূপালের ব্যবহারের অনুগামী হইলে, উদ্যোগগামী ভূপতির কথা কি বলিব, তাঁহার আত্মীয়গণও তাঁহা সহ্য করিতে সমর্থ হইয়া না। অশান্তদর্শী রাজা ঐক্যতাবাব অবলম্বন পূর্বক অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ক্ষত্রিয় চিরচরিত্র প্রথা পরিত্যাগ করেন এবং যিনি পুনোপকারী শত্রুকে রণস্থলে পরাজিত করিয়া সম্মানিত না করেন, তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হন। সর্বদা সামর্থ্য প্রকাশ, প্রকুল্লবদনে অবস্থান ও বিপদসময়ে লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য। এই প্রকার ব্যবহার করিলে তিনি চিরকাল সকলের প্রিয় ও ঐশ্বর্যশালী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হন। রাজা কোন কারণবশতঃ একবার তাহার সহিত অপরিচিত করিবেন, তাহার সহিত সর্বদা প্রিয় ব্যবহার করা তাঁহার উচিত। প্রিয়ব্যবহারী হইলে, শত্রুগণও উপকার করিয়া থাকে। মিথ্যাবাক্য পরিত্যাগ এবং অযাচিত হইয়া লোকের হিতচেষ্টা করা ভূপতির নিত্য আবশ্যক। কাম, ক্রোধ বা বিদ্বেষবশতঃ ধর্মপরিত্যাগ করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। নরপতি প্রমুখকালে নিরর্থক বাক্য প্রয়োগ অথবা গজ্জা, তুরা বা অশ্বা প্রকাশ করিবেন না। প্রিয় ব্যক্তির প্রতি পরিতুষ্ট ও অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি বিরক্ত হইবেন। অর্থকৃচ্ছ উপস্থিত হইলে অনুতাপ করিবেন না এবং সর্বদা প্রজাবর্গের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। যে ভূপতি মৃত প্রজাদিগের হিতসাধনে যত্নবান হন, তাঁহার সকল কার্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন ও ঐশ্বর্য চিরস্থায়ী হয়। প্রতিকূলাচরণাশু, হিতকারী ভক্ত জনের প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং জিতেন্দ্রিয়, একান্ত অনুরক্ত, কার্যক্ষম, অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে অর্থাধিকার প্রভৃতি গুরুতর কার্যে নিয়োগ করা ভূপতির কর্তব্য। মূর্থ, ইন্দ্রিয়পরবশ, ধনলোলুপ, অসুচরিত্র, শঠ এবং মদ্যদ্যুত, মৃগয়া ও জীসন্তোষ নিরত ব্যক্তির প্রতি গুরুতর কার্যের ভার অর্পণ করিলে, রাজাকে শীঘ্রই শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। যে ভূপতি জিতেন্দ্রিয় ও লোকরক্ষায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি ও শাশ্বত সুখ লাভ হইয়া থাকে। যে নরপতি সুবিখ্যাত আত্মীয় চরদ্বারা অন্যান্য প্রজাদিগের আচার ব্যবহার জানিতে পারেন, তিনি অবিলম্বেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। বলশালী মহীপতির অপকারসাধন পূর্বক “আমি উহা হইতে অতিক্রম করিতেছি” মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা রাজার নিত্য অকর্তব্য। কারণ, বলবান রাজা অপকৃত হইলে, শ্যেনপক্ষীর ন্যায়

সহসা দুর্জনের রাজ্য সমাগত হইয়া থাকে। ভূপতির স্বীয় বাহুবল বিবেচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্বলদিগকে আক্রমণ করিবেন। বলবান ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হওয়া তাঁহার কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। ধর্ম্মশীল ভূপতি আপনার বিক্রমপ্রভাবে পৃথিবী লাভ করিয়া ধর্ম্মানুগারে প্রজাপাল ও রণস্থলে শত্রুর জীবন সংহার করিবেন। ইহলোকে সমুদায় পদার্থই 'বিনিশ্চর'; 'কিছুই চিরস্থায়ী নহে। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ প্রজাদিগকে প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য বিধেয়। দুর্গাদির রক্ষাবিধান, যুদ্ধ, ধর্ম্মানুশাসন, মন্ত্রচিণ্ডা ও প্রজাবর্গের সুখসাধন এই পাঁচটি উপায় দ্বারা রাজার অধিকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যিনি এই পাঁচ প্রকার উপায় অবলম্বন করেন, তিনিই রাজশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার রাজ্য কখনই নষ্ট হয় না। কিন্তু নিরস্তর ঐ পাঁচ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকা এক জনের সাধ্যাত্মক নহে; অতএব নরপতি সুবিশুদ্ধ অধিকৃত পুরুষগণের প্রতি উহার ভার সমর্পণ করিয়া চিরকাল পৃথিবী ভোগ করিবেন। যিনি দাতা, বিভাগকর্ত্তা, মুহ ও পবিত্র এবং যিনি কদাচ প্রজাগণকে পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ করেন না, মনুষ্যাগণ তাঁহাকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া থাকে। যে ভূপতি অন্যের নিকট হিতোপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আপনার মত পরিত্যাগ করিয়া তদনুসারে কাষ্যানুষ্ঠান করেন, মনুষ্যাগণ তাঁহারই অনুগত হয়। যিনি বিদেঘবংশতঃ হিতাভিলাষী বন্ধুর বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক অহিতকারীগণের বাক্য শ্রবণ করেন এবং সাধুসমাদৃত ব্যবহার পরাভূত হন, তাঁহাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। রাজা নিগৃহীত অমাত্য, পক্ষত, ভয়ানক দুর্গ, হস্তী, অশ্ব, সরাস্থপ এবং রমণীগণের সহিত সর্ব্বদা সংশ্রব রাখিয়া আশ্রয়ক্ষয় যত্নবানু হইবেন। যে ভূপতি ক্রোধবর্জিত হইয়া প্রধান প্রধান অমাত্যদিগকে পরিত্যাগ করতঃ অতি অপকৃষ্টগণের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন এবং যিনি বিদেঘবংশতঃ হিতকারী জ্ঞাতিবর্গের উপকারে পরাভূত হন, তাঁহাকে অবিলম্বেই বিপদাপন্ন, আশ্রয়বিহীন ও করাল কালকালে নিপতিত হইতে হয়। আর যিনি অসাধারণ গুণসম্পন্ন অপ্রিয় ব্যক্তিদিগকেও প্রিয়বাক্য দ্বারা বশবর্ত্তী করিতে পারেন, তাঁহার বংশঃস্থানঃ এই ভূমণ্ডলে অনন্তকাল দেদীপ্যমান থাকে। অকালে কর গ্রহণ, অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও প্রিয় ব্যক্তিকে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করা নিতান্ত অকর্তব্য এবং নিরত শুভ কার্যের অনুষ্ঠানে যত্নবানু হওয়া অতি আবশ্যিক। কোনো কোনো ভূপতি যথার্থ

অনুরক্ত, কাহারো ভয়বশতঃ শরণাগত এবং তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি দোষাক্রান্ত, তাহা সর্বদা চিন্তা করা উচিত। আপনাকে বলবান্ বোধ করিয়া দুর্বলের প্রতি বিশ্বাস করা ভূপতির কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। বলবান ব্যক্তি প্রমাদযুক্ত হইলে, দুর্বল ব্যক্তিগণ অনায়াসে গৃধ্রকূলের ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। পাপাশ্রয়া সর্বগুণযুক্ত প্রিয়বাদী প্রভুরও অনিষ্টসাধন করে; অতএব উহাদিগকে বিশ্বাস করা নিতান্ত অকর্তব্য। নহবনন্দন যযাতি রাজরহস্য বর্ণনস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে, ভূপতিগণ সামান্য শত্রুদিগের সংহারেও অনাদর করিবেন না।

—••—

### চতুর্নবতিতম অধ্যায় । ২৪ ।

হে মহারাজ ! সংগ্রাম না করিয়া শত্রুপরাজয় করাই নরপতির সর্বতোভাবে বিধেয়। ভূপতি সংগ্রাম করিয়া যে জয় লাভ করেন, তাহা সাধুসমাজে জবন্য বলিয়া পরিগণিত হয়। রাজা দৃঢ়মূল না হইয়া কদাচ অলক্ষ্য বস্ত্র লাভে যত্নবান্ হইবেন না। তিনি দৃঢ়মূল না হইলে, কোন বস্ত্র লাভ করিতে পারেন না। যে ভূপতির অসংখ্য অমাত্য থাকে, জনপদ অতি বিস্তারিত ও সম্পত্তিসম্পন্ন হয় এবং প্রজাগণ সর্বদা সন্তুষ্ট, ধনধান্যাশালা ও শশীভূত হইয়া সমুদায় লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, তাঁহাকেই দৃঢ়মূল বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যে ভূপতি যোধগণ সতত সন্তুষ্টচিত্তে ও শত্রুগণকে প্রবঞ্চনা করিতে পটু, তিনি অল্প সৈন্য-গ্রহণ করিয়াও সমস্ত মেদিনী পরাজয় করিতে সমর্থ হন। ভূপাল যখন আপনাকে প্রতাপাবিষ্ট বিবেচনা করিবেন, সেই সময়েই তিনি স্বায় বুদ্ধিপ্রভাবে শত্রুর ভূমি ও ধন হরণ করিতে সচেষ্ট হইবেন। অভ্যুদয়শালী রাজা জীবগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও আশ্রয়কায় যত্ন করিলে ক্রমে ক্রমে সকলকেই পরাজয় করিতে পারেন। যে ভূপতি আশ্রয়বর্গের সহিত সর্বদা সম্পূর্ণ মিথ্যা ব্যবহার করেন, তিনি অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। যে ভূপাল সর্বদা শত্রুপীড়ন না করেন, তাঁহার অরাতিগণ কখনই অবসর হয় না এবং যিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন, কেহই তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। পণ্ডিত রাজা সজ্ঞানাবস্থিষ্ট ব্যবহার পরিত্যাগ ও নিয়ত শুভ কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, যে নরপতি কর্তব্য কার্য্য সুচাক্ষুণে সম্পন্ন করিয়া সুখ প্রভুভব করিতে

পারেন, তাঁহাকে কখনই অনুতাপিত বা লোকসমাজে নিন্দিত হইতে হয় না। হে মহারাজ ! ভূপতি এই প্রকার ব্যবহার করিলেই ইহ-লোকে ও পরলোকে জয়লাভ করিতে পারেন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মহারাজ বশ্মননা বামদেবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । এক্ষণে ভূমিও সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর । তাহা হইলেই উভয় লোক জয় করিতে পারিবে সন্দেহ নাই ।

—•••—

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় । ৯৫ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! বলবান্ রাজা দুর্ব্বল রাজাকে পরাজয় করিতে বাসনা করিলে, তাঁহাকে কি প্রকারে উহা সম্পাদন করিতে হইবে ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! বলবান্ ভূপাল অন্যের রাজ্যে সমাগত হইয়া তত্রত্য প্রজাবর্গকে কহিবেন যে, আমি তোমাদিগের অধিপতি হইয়া তোমাদিগকে সুচারুরূপে প্রতিপালন করিব ; তোমরা আমাকে কর প্রদান ও আমার আশ্রয় গ্রহণ কর । মহাবল আগন্তুক ভূপতি এই কথা কহিলে, যদি প্রজাগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হয়, তবে তিনি কোন বিবাদ না করিয়া তাহাদিগের উপর রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইবেন । আর তাহারা যদি তাঁহার বাক্যে অসম্মত হয়, তবে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বশবর্তী করিবেন । তাহাদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়ব্যতীত অন্য জাতি যদি তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে নানাপ্রকার উপায় দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য । হীন ব্যক্তিগণও ক্ষত্রিয়কে দুর্ব্বল, আত্মদ্রোণে অসমর্থ ও বিপক্ষের নিকট ভীত দেখিলে শত্রু গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজয় করে ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ভূপতি অন্য ক্ষত্রিয়কে আক্রমণ করিয়া তাহার সহিত কি প্রকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন ?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! নরপতি বর্ষ ধারণ না করিয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না এবং একাকী হইয়া বহু ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিবেন না । কোন ব্যক্তি সংগ্রামে অসমর্থ হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের অরশ্য কর্তব্য । প্রতিবন্দী বর্ষ ধারণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইলে ভূপতিকে বর্ষধারণ এবং মৈন্যের সহিত আগমন করিলে

তাঁহাকে সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। শত্রু যদি শঠতাচরণ করত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে নরপতি কপটতা সহকারে তাহার সহিত সংগ্রাম করিবেন। আর সে যদি ধর্মযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ভূপতিও ধর্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে সচেষ্ট হইবেন। অর্থে আরোহণ করিয়া রথীর অভিযুখে গমন করা কদাচ'কর্তব্য নহে; রথারোহণ পূর্বক রথীর অভিযুখে গমন করাই বিধেয়। বিপন্ন, ভীত বা জিত ব্যক্তির প্রতি শত্রু পরিত্যাগ করা নিতান্ত অকর্তব্য। বিবাক্ত বা কুটিল বাণ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। অসাধুগণই ঐরূপ অস্ত্র গ্রহণ পূর্বক সংগ্রাম করিয়া থাকে। ভূপতি জিহ্বাসাপরবশ প্রতিদ্বন্দ্বীয় প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিবেন। হুর্দল, পুত্রহীন, শত্রুবিহীন, বিপন্ন, ছিন্নশরাসন ও হতবাহন ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করা নিতান্ত অবিধেয়। রণস্থলে যদি সাধু ব্যক্তি পরনির্ভর ও বিপদাপন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নরপতি হয়, তাঁহাকে তাঁহার আবাসে প্রেরণ, না হয়, আপনায় ভবনে আনয়ন করিয়া চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার সাস্থ্য বিধান করিবেন। স্বারভূব মনু ধর্মযুদ্ধ করিতেই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সাধুগণ সর্বদাই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবেন; ধর্মচ্যুত হওয়া তাঁহাদিগের কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। যিনি শঠতাচরণ পূর্বক অধর্মযুদ্ধে জয় লাভ করেন, তিনি আপনিই আপনায় নিধনের কারণ হইয়া থাকেন। পাপাত্মারাই অধর্ম যুদ্ধ করে। সাধুগণ সৎপথাবলম্বী হইয়াই অনাধুদিগকে জয় করিবেন। অধর্মযুদ্ধে জয়লাভ করা অপেক্ষা ধর্মযুদ্ধে জীবন পরিত্যাগ করাও বিধেয়। অনেক স্থানে অধর্মচরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ফলভোগ হয় না বটে, কিন্তু সেই অধর্ম ক্রমে ক্রমে অধাশ্রিতকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া ফেলে। পাপপরায়ণ পুরুষ প্রথমতঃ পাপকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্বক পুঙ্খিত চিত্তে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে অধর্ম নাই বিবেচনা করত পুণ্যাত্মাদিগের প্রতি উপহাস বা ক্য প্রয়োগ এবং বক্রণের পাশে বদ্ধ হইয়াও আপনাকে অমর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, কিন্তু সেই দৃষ্টান্তকে সত্ত্বরেই বিনষ্ট হইতে হয়। অধর্ম পরায়ণ ব্যক্তি প্রথমে বায়ুপূরিত চর্ম্মকোষের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে নদীকূলস্থিত বৃক্ষের ন্যায় সমূলে নির্মূল হইয়া থাকে। সেই সময় সমুদায় লোকেই তাহাকে প্রস্তরে নির্মিত কুণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট দেখিয়া তাহার ও তাহার কার্যের নিন্দা করে। অত-

এব ধর্ম্মানুসারেই বিজয়লাভ ও কোষবৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হওয়া ভূপাল-  
গণের কর্তব্য ।

—:—

### ষষ্ঠবর্তিতম অধ্যায় । ৯৬ ।

হে ধর্ম্মরাজ ! ভূপতি অধর্ম্মানুসারে জয়লাভ করিতে কোনক্রমেই  
বাসনা করিবেন না । নরপতি অধর্ম্মদ্বারা বিজয় লাভ করিয়া কদাচ  
কাহার সম্মানভাজন হইতে পারে না ! অধর্ম্মানুসারে জয়লাভ করা  
নিতান্ত নিন্দনীয় ও অকিঞ্চিৎকর । উহা রাজ্যের সহিত ভূপতিকে অব-  
সন্ন করিয়া ফেলে । বর্ষাবিহীন, কৃতাজ্জলি, অস্ত্র পরিত্যাগী ও শরণাগত  
ব্যক্তিকে সংহার করা রাজ্যের কদাচ বিধেয় নহে । যে ব্যক্তি মৈন্য  
কর্তৃক পরাভূত হয়, রাজা স্বয়ং তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না । তিনি  
তাহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার ভবনে আনয়ন পূর্ব্বক এক বৎসর দাসত্ব  
স্বীকার করিতে উপদেশ প্রদান করিবেন । সে যদি এক বৎসরের মধ্যে  
দাসত্ব স্বীকার না করে তাহা হইলে তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়াই  
রাজ্যের কর্তব্য । নরপতি যদি বলবীৰ্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক বিপক্ষের কন্যাকে  
আপনার ভবনে আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাকে আপ-  
নার পত্নি করিবার নিমিত্ত এক বৎসর উপদেশ প্রদান করিবেন । এক  
বৎসরের মধ্যে সে যদি তাহার পত্নী হইতে স্বীকার না করে ও  
অন্যকে বরণ করিতে বাসনা করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে আর  
আপনার ভবনে স্থান দান করিবেন না । ভূপতি এই প্রকার দাস দাসী  
প্রভৃতি যে কিছু বালপূর্ব্বক আহরণ করিবেন, সেই সকল এক বৎসরের  
মধ্যে আপনার বশীভূত না হইলে, তৎসমুদায়কে পরিত্যাগ করিবেন ।  
চৌরাদির ধন গ্রহণ পূর্ব্বক সঞ্চিত না করিয়া সত্বরেই উহা ব্যয় করা ভূপ-  
তির অবশ্য কর্তব্য । রাজা জয়লব্ধ গাভীর হৃৎক আপনি ব্যবহার  
না করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পান করিতে দিবেন এবং বৃষভ সকলকে ভূমি-  
কর্ষণে নিয়োগ অথবা জিত ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করিবেন । ক্ষত্রিয় ধাতি-  
রেকে অন্য কোন ব্যক্তিরই ভূপতির অভিযুখে অস্ত্র পরিত্যাগ করা বিধেয়  
নহে । উভয় পক্ষ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কোন ব্রাহ্মণ যদি তাহা-  
দিগের শান্তিসংস্থাপনবাসনায় মধ্যস্থলে আসিয়া উপনীত হন, তাহা  
হইলে, তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষ নিবৃত্ত হইবেন ; কদাচ যুদ্ধ করিবেন না ।  
যে ক্ষত্রিয় এই শাস্তি নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে অতিক্রম করে,

সে ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্কস্বরূপ ; সে ব্যক্তি কখন ক্ষত্রিয় মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেনা, তাহাকে জনসমাজ হইতে বহিস্কৃত করাই কর্তব্য। যে ভূপতি জয় লাভ করিতে অভিলাষ করেন, তিনি কোনক্রমেই ধর্ম উল্লঙ্ঘন করিবেন না। ধর্ম্মানুসারে জয়লাভ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। যাহারা গহনা বিরক্ত হইয়া উঠে, তাহাদিগকে প্রবোধবাক্য দ্বারা সাস্থনা করিয়া ভোগ প্রদান পূর্বক তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন করাই ভূপতিদিগের অবশ্য কর্তব্য ; উহাদিগকে সাস্থনা না করিয়া ভোগ প্রদান করিলে, উহারা বিরক্ত হইয়া রাজ্য হইতে বহির্গমন পূর্বক রক্তাশ্রেষী বিপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ভূপতি বিপদসময় উপস্থিত হইলে, শত্রুদিগের সাহায্য করিয়া সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। কূটযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিপক্ষকে প্রবঞ্চনা অথবা দূতর প্রহার করা ধর্ম্মশীল নরপতির উচিত নহে। দূতর প্রহারপ্রভাবেই লোকে প্রায়ই জীবন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যে রাজা অতি অল্পে পরিতুষ্ট হন, তিনি বিস্তৃত জীবনেরই প্রশংসা করেন। যাহার রাজ্য সুবিস্তীর্ণ, প্রজাবর্গ অনুগত ও ধনসম্পন্ন এবং মন্ত্রী ও ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই সমুদৃষ্টিভূত, সেই ভূপতিই দূতমূল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যিনি ঋত্বক, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য ক্রতসম্পন্ন পূজাহ ব্যক্তিগণের অর্চনা করেন, তিনিই যথার্থ লোকব্যবহারজ্ঞ ; দেবরাজ ইন্দ্র ঐ প্রকার ব্যবহার করিয়াই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। নরপতিগণ ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। রাজা প্রতর্দন যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া বিপক্ষের ভূমিভিন্ন অন্যান্য ধনসম্পত্তি এবং অন্ন ও ওষধি পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার অণুমাত্র হানি হয় নাই। দিবোদাস শত্রুকে পরাজয় করিয়া তাহার বজ্র, অগ্নি, হবি ও সিদ্ধান্ত আহরণ করত পুনর্ব্বার শত্রুকর্তৃক বধিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা নাভাগ বজ্রাহুষ্ঠান পূর্ব্বক শ্রোত্রিয় ও তাপসগণের ধনভিন্ন রাজ্যস্থিত সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন ভূপাল ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। হে রাজন্ ! নরপতিগণ বিজয়বাসনা করিবেন বটে, কিন্তু যিনি আপনার হিতাভিলাষী হইবেন, তাহার মায়ী বা দর্পসহকারে জয়লাভের চেষ্টা করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় । ৯৭ ।

— ০১০ —

ধৰ্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্ম অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই । ভূপতি সংগ্রামসময়ে সৈন্যমাধ্যস্থিত বৈশ্যাদিকেও নিপাতিত করেন । যহা হউক, রাজা কি প্রকার কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, পুণ্যলোকগমনে সমর্থ হন, এক্ষণে তাহা বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ ! ভূপতিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান, দান এবং পাপাত্মাদিগের নিগ্রহ ও নাপুংবর্গের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারা পবিত্র ও পাপশূন্য হন । তাঁহারা বিজয়াজিলাঘী হইয়া জীবদিগকে নিপীড়িত করেন বটে, কিন্তু জয়লাভ করিয়া পুনর্তুার তাহাদিগের শ্রীরুদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন । দান, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা তাঁহাদিগের পাপ বিনষ্ট এবং জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারা পুণ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে । কৃষক যেরূপ ক্ষেত্র-সংস্কারে ব্যাপ্ত হইয়া ধান্য রাখিয়া তৃণ সমস্ত উন্মূলিত করিয়া থাকে, সেইরূপ শস্ত্রপ্রহারকর্তা শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক কেবল, বর্ধা ব্যক্তিদিগকেই সংহার করেন । নরপতি প্রজাপালন দ্বারাই সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন । যে ভূপতি প্রজাদিগকে বিনাশ ও ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগের দম্ভভয়াদি নিবারণ করেন, সকল লোকেই তাঁহাকে ধনদাতা, সুখদাতা ও অম্লদাতা বলিয়া নির্দেশ করে । ধৰ্ম্মপরায়ণ রাজা প্রজাবর্গকে অভয়দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক ইহলোকে শ্রেয়োলাভ ও পরলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন । যে ভূপতি ব্রাহ্মণকে পরিভ্রাণ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করেন, তিনি অনন্তদক্ষিণ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারেন । যে রাজা নির্ভয়চিত্তে অরাতিগণের প্রতি শত্রু বর্ষণ করেন, সুরগণ তাঁহাকেই পৃথিবীমধ্যে সর্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া থাকেন । নরপতির বাবৎসংখ্যক অস্ত্র শত্রুগণের চক্ষু ভেদ করে, তিনি তাবৎসংখ্যক সর্ষকামপ্রদ অক্ষয় লোক লাভ করিতে সমর্থ হন । যুদ্ধকালে ভূপতির কলেবর হইতে যে শোণিত বিনির্গত হয়, তিনি সেই রুধিরের সহিত সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন । ধৰ্ম্মবেত্তা পণ্ডিতগণ কহেন যে, রণক্লেশ সহ্য করাই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান তপস্যা । ভীকৃষ্ণভাব পুরুষরাই জলধর হইতে জল লাভের ন্যায়, শূরগণের শরণ লাভের বাসনা করিয়া সংগ্রামের পশ্চাৎভাগে অবস্থান করে । বীর পুরুষ যদি ভয়র সময়ে তাহাদিগের



পরিভ্রাণ বাসনার স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে পশ্চাৎভাগে অবস্থাপন পূর্বক রক্ষা করেন, তাহা হইলে তিনি সমধিক পুণ্যলাভে সমর্থ হন। আর যে সমুদায় ব্যক্তি বীরদিগের বাহুবলপ্রভাবে বিপদ হইতে বিমুক্ত ও রক্ষিত হয়, তাহারা যদি তাঁহাকে জীবনদাতা বলিয়া সত্য নমস্কার করে, তাহা হইলেই তাহাদের ন্যায্য ও উপযুক্ত কার্য্য করা হয়। ইহলোকে সকলের প্রকৃতি সমান নহে; 'কেহ কেহ' সৈন্যদিগের ঘোরতর যুদ্ধকালে বিপক্ষগণের অভিমুখে গমন করে, আর কেহ কেহ ঐ সময় রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে থাকে। যাহারা জীবনসঙ্কট সময়ে জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্বক শত্রুগণের অভিমুখীন হন, তাহারা মহাবীর, আর যাহারা ঐ সময় আত্মপক্ষীয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহারা কাপুরুষ। আত্মীয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া অক্ষত কলেবরে গমন করা নিতান্ত নরাধমের কার্য্য। ঐরূপ পুরুষ যেন তোমার বংশে জন্ম গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি আপনার জীবন রক্ষার নিমিত্ত সহায়ভূত বীরগণকে পরিত্যাগ করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। ঐরূপ কাপুরুষদিগকে কাষ্ঠ ও লোষ্ট্র দ্বারা নিহত, কটাগ্নি দ্বারা দহন অথবা পশুর ন্যায় নিপাতিত করাই বিধেয়। শয্যায় শয়ন পূর্বক জীবন পরিত্যাগ করিলে ক্ষত্রিয়কে অধর্মে লিপ্ত হইতে হয়। যে ক্ষত্রিয় শ্রেয় মূর্ত্ত পরিত্যাগ ও সঙ্কল্প বিলাপ করত অক্ষত কলেবরে প্রাণত্যাগ করে, সে কখনই পণ্ডিতগণের প্রশংসাজন হইতে পারে না। ক্ষত্রিয়দিগের গৃহমৃত্যু নিতান্ত নিন্দনীয়। উহারা স্বভাবতঃ শূর, অভিমानी; সুতরাং উহারা সংগ্রামে বাহুবীৰ্য্য প্রকাশ না করিলে, লোকে উহাদিগকে কৃপণ ও অবাস্ত্বিক বলিয়া নির্দেশ করে, মন্দেহ নাই। সমরপরাজয় মহাযাগণ রোগাক্রান্ত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত মুখে ক্লেশযুক্ত শব্দ উচ্চারণ পূর্বক পুত্রদিগকে শোকাঙ্কুলিত করিয়া আরোণ্য লাভ বা বারংবার মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া থাকে। অভিমानी বীর পুরুষগণ কোনক্রমেই এরূপ মৃত্যু বাসনা করেন না! জ্ঞাতিগণের সহিত মিলিত হইয়া সমরে শরবর্ষণ পূর্বক অরতিগণের তীক্ষ্ণ শস্ত্রে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ার কর্তব্য কর্ম্ম। বীর পুরুষ কামক্রোধপ্রভাবে শত্রুবর্গের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও আপনাকে ব্যথিত জ্ঞান করেন না। তিনি লোকপূজিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অমুভব হইয়া সমরে তনুত্যাগ পূর্বক অনায়াসে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন। যে সমুদায় মহাবীর সমরাস্রমে বিপক্ষগণে পরি-

যুত হইয়া দীনতা প্রকাশ বা পলায়ন না করিয়া জীবন পরিত্যাগ করেন,  
তাহারা অবশ্যই অক্ষয়লোক লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই ।

### অষ্টদশোত্তম অধ্যায় । ৯৮ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! সংগ্রামে অপরাধু বীরগণ সমরে  
প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া কোন্ কোন্ লোকে গমন করিয়া থাকেন, তাহা  
বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! এই বিষয় উপলক্ষে ইন্দ্র ও অশ্বরীষ সংবাদ  
নামে এক পুরাতন ঐতিহাস বর্ণিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ  
কর । নাভাগনন্দন মহামতি অশ্বরীষ দ্বারা সুরলোকে গমন করিয়া  
দেখিলেন যে, তাঁহার সেনাপতি সুদেব পুরন্দরের সহিত তেজোময়  
দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক গমন করিতেছে । নাভাগনন্দন সেনা-  
পতির সমৃদ্ধি সন্দর্শন পূর্বক নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, দেবরাজকে কহি-  
লেন, ইন্দ্র ! আমি সসাগরা বসুন্ধরা বশীভূত করিয়া ধন্যধন্যমান্য শাস্ত্রা-  
নুসারে বর্গচতুষ্টয় প্রতিপালন, রণস্থলে সৈন্যগণকে পরাজয়, ঘোরতর  
ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, গুরুজন সেবা, বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন এবং অন্ন  
প্রদান দ্বারা অতিথি, স্বধাদান দ্বারা পিতৃলৌক, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষ  
ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সুরগণের তৃপ্তসাধন করিয়াছি । পূর্বে এই সুদেব  
আমার সেনাপতি ছিলেন । এক্ষণে উনি কোন্ পুণ্যক্ষেত্রে আমাকে  
অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন ?

দেবরাজ কহিলেন, মহারাজ ! সুদেব অতি বিত্তীর্ণ সময়যজ্ঞের অনু-  
ষ্ঠান করিয়াছিলেন । ক্ষত্রিয়ের সংগ্রাম অগেকা উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আর কিছুই  
নাই । যোধগণ কবচধারী হইয়া সৈন্যসাগরে অবতীর্ণ হইলেই সময়-  
যজ্ঞে অধিকারী হন ।

অশ্বরীষ কহিলেন, পুরন্দর ! রণযজ্ঞের হবি, আজ্য ও দক্ষিণী কি  
এবং উহার ঋত্বিকই বা কে ? তৎসমুদায় বর্ণন করুন ।

দেবরাজ কহিলেন, রাজন ! মাতঙ্গগণ ঐ যজ্ঞের ঋত্বিক, তুরঙ্গমগণ  
অধ্বর্য্য, শক্রর মাংস হবি, শোণিত আজ্য এবং শৃগাল, গৃধ ও বায়স-  
গণ উহার সদস্য । ঐ সদস্যগণ ঐ যজ্ঞের আজ্যশেষ পান ও হবি তক্ষণ  
করিয়া থাকে । শানিত প্রাস, চোমব, বজ্রা শক্তি ও পশু ঐ যজ্ঞের

শ্রক এবং বিপক্ষদেহভেদী নিশিত সারক উহার শ্রব। দ্বীপিচক্ষ্মাবৃত্ত গজদন্তবিনিশ্চিত মুষ্টিগম্পন্ন খড়্গ উহার শ্রিক। লৌহময় স্ত্রীক্স প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও পরশুর আঘাত উহার ধনসম্পত্তি। বীরগণের পরস্পর আক্রমণ ও প্রহারনিবন্ধন যে শোণিতধারা নির্গত হয়, তাহাই ঐ যজ্ঞের সর্বকামপ্রদ পূর্ণাহতি। সৈন্যাগণমধ্যে ছিক্তি, ভিক্তি প্রভৃতি যে সমুদায় শব্দ শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, উহা উহার সামগান স্বরূপ। পরপক্ষীয়গণের সেনামুখ উহার আজাস্থালী। কুঞ্জর, অশ্ব এবং চর্ম-ধারী মানবগণ উহার শোনচিত অগ্নি। এক সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইলে, যে কবন্ধ সমুখিত হইয়া থাকে, উহা ঐ যজ্ঞের অষ্টকোণযুক্ত খাদির যুগ্ম আর তলনাদ উহার বষট্কার এবং চন্দ্রভি উহার উল্লাসাতা স্বরূপ। অপহৃত ব্রহ্মস্পের লঙ্কারার্থ বিক্রম প্রকাশ পূর্বক জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, অনন্তদক্ষিণ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। যে বীর প্রভুর হিতসাধনার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ভয়বশতঃ উহা পরিভাগ না করেন, যিনি নীলচক্ষ্মাবৃত্ত খড়্গা ও পরিঘাটার বাহুধারা রণস্থল সমাকীর্ণ করেন এবং যিনি সহায়নিরপেক্ষ হইয়া একান্ত চিত্তে সৈন্যাসাগরে প্রবিষ্ট হন, তিনি আমার সার বাক্য লাভ করিয়া থাকেন।

যে মহাবীর ভেরী মনস্ক প্রভৃতি বাদ্য সকল স্বরূপ মণ্ডুক ও কচ্ছপ, বীরবর্গের অস্থিস্বরূপ কর্কর, মাংস ও শোণিত স্বরূপ কদম্ব, খড়্গাচর্ম্ম গৃধ্র কক্ক ও বারঙ্গ স্বরূপ ভেলী, কেশকলাপ স্বরূপ শৈবাল ও শাঙ্খল, অশ্ব ও হস্তী স্বরূপ সৈতু, পতাকা ও ক্ষত্র স্বরূপ বেতসলতা, নিহত মাতঙ্গ স্বরূপ মহানক্স এবং ঋষ্টি ও খড়্গা স্বরূপ নৌকা সমাকীর্ণ রাক্ষসবহুল ভীক্সজন-ভয়াবহ ভীষণ কুবীরনদী প্রবাহিত করিতে সমর্থ হন, তিনিই ঐ যজ্ঞের অবভৃত্ত স্নানের উপযুক্ত পাত্র। বিপক্ষগণের সেনামুখ যাহার পত্নীশালা, যৌধগণ যাহার দক্ষিণ সদস্য উত্তর দিক্ যজ্ঞকুণ্ড, বিপক্ষসেনা যাহার কলত্র ও উত্তর ব্যাহের মধ্যস্থান যাহার যজ্ঞবেদী স্বরূপ হয়, আর যিনি শত্রুবর্গের মস্তক এবং মাতঙ্গ তুরঙ্গদ্বারা ঐ বেদী সমাচ্ছন্ন করেন, তিনিই আমার সালোক্য লাভে সমর্থ হন। যে যোদ্ধা শক্তিতচিতে সংগ্রাম-পরাজুখ হইয়া শত্রুশরে বিনষ্ট হয়, সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকে। যে মহাবীরের কবিরধারা এবং কেশ, মাংস ও অস্থি সমূহদ্বারা রণস্থল সমাকীর্ণ হয়, তিনি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। যিনি শত্রুপক্ষীয় সেনাপতিতে সংহার করিয়া তাহার যানে আরোহণ করিতে পারেন, সেই মহাবীর বিষ্ণুব ন্যায় পরাক্রমশালী ও বৃহস্পতির সদৃশ

বুদ্ধিমানি হইল। যিনি রণস্থলে সেনানায়ক বা তাহার পুত্র অথবা যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিমেষ্টা করিয়া আপনায় বশবর্তী করিতে পারেন, তিনি আশ্রয় সাধনোচ্চালাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি সংগ্রামে নিহত হইরাছে, তাহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্তব্য। যুদ্ধ-নিহত বীর পুরুষ নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে গমন করেন। তাহার ঔদ্ধেহিক কার্যার্থ অল্পজল প্রদান ও অশৌচ গ্রহণ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। বীর পুরুষ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরাজনে জীবন পরিত্যাগ করিলে, অস্মরণ্য তাহাকে পতিভে বরণ করিবার নিমিত্ত সত্তরে ধাবমান হয়। যে ব্যক্তি সমরধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি তপস্যা, শাস্ত্রত ধর্ম্ম এবং আশ্রমচতুষ্টয়ের ফল লাভ করিতে পারেন। বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীলোককে এবং যে ব্যক্তি তৃণ-মুগ্ধলইয়া শরণাগত হইয়া থাকে, তাহাকে সংহার করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। আমি জম্ব, বৃত্ত, বল, পাক, বিরোচন, হ্রনিবার নমুটি, মায়্যাবী সম্বর, বিপ্রচিতি, প্রহ্লাদ ও অন্যান্য দানব-দিগকে সংহার করিয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।

—:—

### একোদশতম অধ্যায় । ৯৯ ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এই বীর জন্মের উৎসাহপ্রদানবিষয়ে প্রত-  
দিন ও জনক রাজার সংগ্রাম উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত  
আছে। মহামতি জনকরাজা যজ্ঞোপবীতি সংগ্রামে যোদ্ধগণের যে  
প্রকার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট মিথিলাধিপতি মহামতি জনক ঐ যুদ্ধে আপনায় সৈন্য-  
দিগকে স্বর্গ ও নরক প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ ! যাহারা  
সংগ্রামে ভীত না হয়, তাহারা এই গন্ধর্ষকন্যাপরিপূর্ণ সক্ষফলপ্রদ  
ভাস্বর স্বর্গলোক লাভ করে; আর যাহারা আপনায় জীবন রক্ষার্থ  
রণস্থল হইতে পলায়ন করে, তাহারা অনন্তকাল এই অকীর্তিকর নরকে  
নিপতিত হয়; অতএব তোমরা জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া অরতিদিগকে  
পরাজয় কর; কদাচ অতি কুৎসিত ময়কের বশীভূত হইও না। সমরা-  
জনে কলেবর পরিত্যাগ করাই বীরগণের স্বর্গদ্বার স্বরূপ।

যোদ্ধগণ সমরাজনে মিথিলাধিপতি জনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া  
উহার আনন্দ বর্দ্ধন করত শত্রুদিগকে পরাজয় করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অতএব দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণের রণাঙ্গনে অবস্থান করাই বিধেয় । কুঞ্জ-  
গণের মধ্যস্থলে রথিবর্গকে, রথিগণের পশ্চাভাগে অশ্বারোহীদিগকে এবং  
অশ্বারোহীদিগের মধ্যস্থলে বর্ষধারী পদাতিদিগকে সংস্থাপন করা কর্তব্য ।  
যে ভূপতি এইরূপ বাহ রচনা করেন, তিনি সতত জয় লাভ করিতে  
পারেন ; অতএব সমুদায় যুদ্ধেই এই প্রকার বাহ নির্মাণ করা আবশ্যিক ।  
যুদ্ধানুরাগী মনুষ্যগণ ধর্মযুক্ত দ্বারা সুরলোকে গমন করিতে বাসনা  
করেন । মকরেরা যেরূপ সাগরকে বিক্ষোভিত করে, সেইরূপ ভূপাল-  
গণও রণাঙ্গন বিক্ষোভিত করিয়া শত্রুসৈন্যদিগকে বিচলিত ও বিষম  
ব্যক্তিগণকে আনন্দিত করিবেন । যে ভূমি আয়ত্ত করা হইয়াছে, তাহার  
রক্ষাধিধানার্থ সর্বদা যত্ববান হইবেন । যে সমুদায় সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন  
হইয়া গিয়াছে, কদাচ তাহার অনুসরণ করিবেন না । যে সকল সৈন্য  
একবার পলায়ন করিয়া পুনর্ব্বার জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামস্থলে  
উপস্থিত হয়, তাহাদিগের বেগ নিতান্ত দুঃসহ ; অতএব বিশেষ সাবধান  
না হইয়া সহসা তাহাদিগের অভিমুখে গমন করা কদাচ কর্তব্য নহে ।  
যে ব্যক্তি মহাবেগে পলায়ন করিতেছে, তাহাকে গ্রহণ করা বীর  
পুরুষের নিতান্ত অকর্তব্য । স্বাবর, সকল জঙ্গমের ভক্ষ্য, দন্তহীন দন্ত-  
বানের ভক্ষ্য, জল পিপাসার্ত ব্যক্তির ভক্ষ্য ও কাতর ব্যক্তিগণ বীরগণের  
ভক্ষ্য । ভীকরা শূরগণের নায় হস্তপদাদিসম্পন্ন হইয়াও ভয়বশতঃ তাহা-  
দিগের নিকট পরাজিত হইয়া থাকে । এই জন্যই ভীকৃদ্বন্দ্বিকে বীরগণের  
আশ্রয় গ্রহণ ও তাহাদিগের নিকট অঞ্জলি বন্ধন করিতে হয় । বীর-  
গণের বাহদণ্ডে ধ্বংসলব্ধিত যাবতীয় লোক লম্বিত রহিয়াছে । অত-  
এব বীরগণ সর্বাবস্থাতেই সম্মানভাজন হইবার উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ  
নাই । ত্রিভুবনমধ্যে শৌর্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই । শূর ব্যক্তি  
সকলকেই প্রতিপালন করেন ।

### শততম অধ্যায় । ১০০ ।

মুখিষ্টির কহিলেন, পিতামহ । বিজয়াভিলাষী ব্যক্তি যে প্রকার অত্যন্ত  
অধর্ম্মাচরণ করিয়াও ভীকৃ সৈন্যদিগকে সমরে অভিযুত করেন, তাহা  
আমার নিকট বর্ণন করুন ।

ভীম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! সত্য, জীবিতনিরপেক্ষতা, শিষ্টাচার ও

কৌশল দ্বারাই যুদ্ধার্থ প্রতীপালন করা যায় । এক্ষণে আমি সর্বসিদ্ধি-  
প্রদ কৌশলের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । উহা জানিতে পারিলে,  
অন্যাসেসেই ধর্মার্থস্বাতক দম্বাদিগকে সংহার করা যায় । সকলেরই  
সরল ও বক্র এই দুই প্রকার বুদ্ধি থাকা উচিত । লোকে বক্রবুদ্ধি দ্বারা  
অন্যের অপকার না করিয়া উপস্থিত বিপদ সকল পরিজ্ঞাত হইবে । বিপ-  
ক্ষগণ রাজ্যমধ্যে ভেদ উপাদান করিয়া নরপতির সর্বনাশে যত্ববান হয় ;  
কিন্তু রাজা বক্রবুদ্ধিসম্পন্ন হইলে, তাহারা কখনই স্বার্থসম্পাদন করিতে  
সমর্থ হয় না । যুদ্ধাভিলাষী ভূপালগণ গজচর্ম, বৃষ ও অজগরের অস্থি  
ও কণ্টক, চামর, শাণিত শস্ত্র, পীতলোহিত বর্ম, নানাবর্ণরঞ্জিত ধ্বজ ও  
পতাকা, ঋষ্টি, তোমর, নিশিত খড়্গ, পরশু, ফলক, চর্ম এবং কৃঠনিশ্চয়  
যোধ্যগণকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন । চৈত্র অথবা অগ্রহায়ণ মাসে সং-  
গ্রামার্থ সৈন্যসংগ্রহ করাই কর্তব্য । ঐ সময় পৃথিবী বারিপুর্ণ ও শস্য-  
শালী হয় এবং শীত অথবা গ্রীষ্মের আতিশয্য থাকে না । অতএব ঐ  
দুই মাসেই শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময় । শত্রুগণ ব্যস-  
নাপন্ন হইলে, যে কোন সময়ে হউক না কেন, তাহাদিগকে আক্রমণ  
করা যুক্তিযুক্ত নহে । অভিজ্ঞ কাৰ্য্যদক্ষ চরণের হ্রিদিতে স্থলপথ  
বা স্থলপথ দিয়া যুদ্ধযাত্রা করা উচিত । মৃগের ন্যায় অরণ্যমধ্যে দিয়া  
গমন করা মনুষ্যদিগের পক্ষে নিতান্ত হুমসাহ্য । অতএব বিজ্ঞাভিলাষী  
ভূপালগণ সৈন্যগণকে উত্তম পথ দিয়া লইয়া গমন করিবেন । সহস্রশ-  
জাত মহাবলশালী বীরগণকেই সৈন্যগণের অগ্রসর করা কর্তব্য । স্বীয়  
দুর্গ একদ্বারযুক্ত ও সলিলসম্পন্ন হইলে উহা আশ্রয় করিয়া সমাগত বিপ-  
ক্ষদিগকে অন্যাসেসে নিবারণ করা যায় । রণবিদ্যা বিশারদ বিবিধ গুণ-  
যুক্ত ব্যক্তিগণ শূন্যপ্রদেশ অপেক্ষা বনের নিকটস্থ ভূমি সৈন্যস্থাপনের  
উপযুক্ত স্থান বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন । অতএব সেই স্থানে সৈন্য-  
গণের সহিত অবতরণ পূর্বক পদাতিদিগকে গোপনে রাখিয়া শত্রুগণ সমা-  
গত হইবামাত্র তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য ।  
সপ্তর্ষিদিগকে পশ্চাত্তাগে অবস্থাপন করত অচলের ন্যায় স্থিরচিত্ত হইয়া  
সংগ্রাম করিলে, দুর্জয় শত্রুদিগকেও পরাজয় করিতে পারা যায় এবং  
শত্রু যাহার অনুকূল হয়, তাহার জয় লাভে অগ্রযাত্রা সন্দেহ নাই । শত্রু  
অপেক্ষা দিবাকরের, দিবাকর অপেক্ষা বায়ুর অনুকূলতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া  
পরিগণিত হয় । যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ বীরগণ বারিকর্মবিবর্জিত লোষ্ট্রবি-  
হীন প্রকারাদিশূন্য প্রদেশকে অথারোহিণের, গলিলশূন্য কাশবিশিষ্ট

অবজ্ঞার প্রদেশকে রথিগণের, ক্ষুদ্রবৃক্ষ ও মহাকক্ষসকুল প্রদেশকে কুণ্ডল-  
রোহিণ্যের এবং পৰ্ব্বত, উপরন ও বেণুবেত্রসমাকুল বহুদর্শমণ্ডিত  
প্রদেশকে পদাদিগণের সংগ্রামোপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিয়া  
থাকেন। সৈন্যমধ্যে পদাতিসংখ্যা অধিক হইলে, উহা সমুদ্র বলিয়া  
পরিগণিত হয়। নিশ্চল দিবসে রথাস্থসকুল সৈন্য হইয়া যুদ্ধ করা বিধেয়।  
প্রবৃত্তিকালে যুদ্ধ করিতে হইলে, সৈন্যমধ্যে অধিক পরিমাণে হস্তী ও  
পদাতি সন্নিবেশিত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি দেশকাল বিবেচনা  
করিয়া ঐ সমুদায় নিয়ম অনুসারে সূচাক্রমে সৈন্যসংযোজন পূর্বক  
উত্তম তিথি নক্ষত্রে সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত গমন করে, তিনি নিয়তই  
জয় লাভ করিয়া থাকেন। প্রস্থপ্ত, তুষিত, পরিপ্রান্ত, প্রচলিত, পান  
ভোজনে-আমুক্ত, নিহত, দৃঢ়তর সমাহত, নিবারণিত, বিহস্ত, কার্যাত্তর  
ব্যাপ্ত, তাপিত, বহির্গত, তৃণাদির অহরণকর্তা, শিবিরে পলায়মান এবং  
রাজার বা অমাত্যের পরিচর্যান্বিত অধ্যক্ষদিগকে আঘাত করা কদচ  
কর্তব্য নহে। যাহারা পরকীর সৈন্যবর্গকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে,  
তাহাদিগকে আপনাদের সমান আসন, পান, ভোজন ও দ্বিগুণ বেতন  
প্রদান এবং উহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি দশসৈন্যের অধিপতি, তাহাকে  
এক শত সৈন্যের ও যে ব্যক্তি শত সৈন্যের অধিপতি, তাহাকে সহস্র  
সৈন্যের অধিপত্যে সংস্থাপন করা অবশ্য কর্তব্য।

ভূপতি .প্রধানমুসারে ক্রমে ক্রমে সমস্ত যোদ্ধাকে আহ্বান পূর্বক  
একত্র করিয়া কহিবেন যে, এক্ষণে জয় লাভ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে  
গমন করিয়া পরস্পর কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিব না বলিয়া, আমা-  
দিগকে শপথ করিতে হইবে। অতএব আনাদিগের মধ্যে যাহারা  
ভীরুস্বভাব আছেন, অথবা যাহারা নিষ্ঠুর কাণ্ডের অনুষ্ঠান পূর্বক আত্ম-  
পক্ষীয় প্রধান ব্যক্তিকে বিনাশ করিবেন, তাহারা এই সময়েই নিবৃত্ত  
হউন। উহারা যেন রণস্থলে গমন পূর্বক আত্মীয়দিগকে সংহার বা  
সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না করেন। কীরপুরুষগণ আত্মপক্ষীয়  
সৈন্যাদিগকে রক্ষা করিয়া পরিশেষে শত্রুগণকে সংহার করিয়া থাকেন।  
রণস্থল হইতে পলায়ন করিলে অর্থনাশ, মৃত্যু ও ঘোরতর অপঘণ হয়।  
আমাদিগের বিপক্ষগণই যেন আমাদের কর্তৃক আক্রান্ত ও ভয় দণ্ডিত  
হইয়া ঐ সমুদায় বিপদে নিপতিত হয়। যাহারা যুদ্ধে পরাজয় হয়,  
সেই নরধনগণ মরুঘোর সংখ্যাবর্দ্ধকমাত্র। উহারা কোনলোকেই  
প্রেরোলাভ করিতে পারে না। অরশীল বিপক্ষগণ আনন্দিত হইয়া

ঈশলাকাহ্নে, পলায়মান ব্যক্তির অনুগমন করিয়া থাকে । অস্বাভাবিক  
রূপে গমন পূর্বক যাহার যশঃশব্দের কলঙ্ক আরোপিত করে,  
আমার মতে তাহার ক্লেশ যত্নস্বপ্ন অপেক্ষাও অসহ্য । জয়লাভ ধর্ম  
ও যুদ্ধের মূলস্বরূপ ; ভীক ব্যক্তি শত্রু কর্তৃক সমাহৃত বা যত্নগ্রস্ত হইতে  
ভীত হয়, কিন্তু বীর পুরুষগণ স্তম্ভচিত্তে বিপক্ষের প্রহার সহ্য ও জীবন  
পরিত্যাগ করেন ; অতএব আমরা জীবিত নিরক্ষিপ হইয়া সময়ে  
গমন পূর্বক হয়, জয়লাভ না হয়, শত্রুর হস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া  
মরণভিলাষ করিব ।

হে ধর্মরাজ ! বীর পুরুষ নির্ভয়চিত্তে সৈন্যদিগকে এই প্রকারে  
উৎসাহ প্রদান পূর্বক বিপক্ষসৈন্যে অবগাহন করিবেন । যুদ্ধসময়ে  
খড়্গচর্চধারী পদাতি সৈন্যদিগকে অগ্রভাগে, শকটারোহী সৈন্যদিগকে  
পশ্চাভাগে অবস্থাপিত করিয়া মধ্যস্থলে অন্যান্য বীরবর্গকে সন্নিবেশিত  
করা বিধেয় । ঐ সময় যাহারা অগ্রবর্তী থাকিবেন, তাহার শত্রু সংহারের  
নিমিত্ত পদাতিকগণকে রক্ষা করিবেন । বলবান্ মনসী ব্যক্তিগণ পশ্চাৎ  
পশ্চাৎ গমন পূর্বক তাহাদের রক্ষাবিধানে যত্নবান হইবে । ভীকগণের  
উৎসাহ বর্জনার্থ যত্ন পূর্বক তাহাদিগের সন্নিধানে অবস্থান করা বীরব-  
র্গের অবশ্য কর্তব্য । সেনাপতি সংগ্রামপ্রবৃত্ত অন্নসংখ্যক সৈন্যদিগকে  
চতুর্দিকে বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিবেন । অধিক সংখ্যক সৈন্যের সহিত  
অন্নসংখ্যক সৈন্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, স্ত্রীপুত্র বাহু নির্মাণ করা  
আবশ্যক । যোদ্ধার সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, সেনাপতি বিপক্ষপক্ষী-  
য়েরা পলায়ন কতিচ্ছে বলিয়া সেনাগণের বাহু আকর্ষণ পূর্বক চীৎকার  
করিতে প্রবৃত্ত হইবেন । আর মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ “আমাদিগের  
মিত্রবল উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা নির্ভয়চিত্তে প্রহার কর” বলিয়া  
সৈন্যবর্গের উৎসাহ বর্জন এবং শত্রু, বেণু, শূল, ভেরী, যুদ্ধক ও পণব  
প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনিসহকারে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিবেন ।

-০০০-

## একাধিকশততম অধ্যায় । ১০১ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! লোকে কি আকার আচারপরায়ণ  
কীদৃশ আকারসম্পন্ন এবং কিরূপ বর্ণ ও অস্ত্র ধারণকারী হইলে, সংগ্রামেও  
উপযুক্ত হইতে পারে ?



ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সমরাজ্ঞেনে কুল ও দেশাচার প্রচলিত শত্রু, বাহন ব্যবহার করাই বিধেয়। বীর পুরুষগণ ঐ নিয়মের অনুগামী হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। অশক্তি চিত্ত মহাবল পরাজিত গান্ধার, সিদ্ধ ও সৌবীরগণ নথর ও প্রাস দ্বারা সংগ্রাম করিয়া থাকে। সর্ষদ্রাজ্য-বেত্তা বলবিক্রমশালী কূটযুদ্ধ বিশারদ প্রাচ্যাপ কুঞ্জরারোহণ পূর্বক উত্তম রূপে যুদ্ধ করিতে পারে। যবন, কাষোজ ও মথুরানিবাসী বীরগণ বাহ্যযুদ্ধে এবং দাক্ষিণাত্যগণ অসিযুদ্ধে বিলক্ষণ নিপুণ।

সর্বদেশেই বীর পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে যে সমুদায় লক্ষণ থাকিলে বীর বলিয়া নির্দেশ করা যায়, তাহা শ্রবণ কর। যাহা-দিগের কণ্ঠস্বর ও গতি সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় এবং লোচন পারাবত ও ভূজঙ্গের ন্যায়, তাহারা অনায়াসে শত্রুসৈন্যাদিগকে বিমর্দন করিতে সমর্থ হয়। যাহাদিগের কণ্ঠস্বর মৃগের ন্যায় এবং চক্ষু ব্যাঘ্র ও বৃষভের ন্যায়; তাহারা অনবহিত মূর্থ ও ক্রোধপরায়ণ হইয়া থাকে। যাহারা উষ্ট্র ও জলধরের ন্যায় গভীর গজ্জন এবং অনায়াসে অধিক দূরে গমন করিতে সমর্থ হয়, যাহাদিগের নাশাগ্র ও জিহ্বা অতিশয় কুটীল; শরীর মার্জারের ন্যায় কৃষ্ণ, কেশকলাপ অতি বিরল, গাত্রের চর্ম অতি সূক্ষ্ম ও চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তাহারাই সাতিশয় দুর্দর্শ হইয়া উঠে। যাহারা গোধার ন্যায় মূহূষভাবসম্পন্ন এবং যাহারা অশ্বের ন্যায় গমন ও চীৎকার করিতে সমর্থ হয়, তাহারা অনায়াসে সংগ্রামাগার সমুত্তীর্ণ হইতে পারে। যাহাদিগের কলেবর অতিশয় দৃঢ়, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, যাহারা বাদিত্র শব্দে ক্রুদ্ধ ও কলহ উপস্থিত হইলে পুনর্জ্বলিত হয়, যাহাদিগের লোচন পিঙ্গল, গান্ধীর্বাশ্চক বহির্গত ও নকুলের ন্যায় অতি কুটীল এবং মুখমণ্ডল ভ্রুকুটীকুটীল, তাহারা অনায়াসে শরীর রক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়। যাহাদিগের ললাট অতি প্রশস্ত, হৃদদেশ মাংসশূন্য, বাহ ও অঙ্গুলি কুলিশের ন্যায় সুদৃঢ়, কলেবর ক্ষীণ শিরাব্যাপ্ত এবং যাহারা যুদ্ধের সময় সমাগত হইলে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মহাবেগে সংগ্রামস্থলে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। যাহাদিগের কেশের প্রান্তভাগ পিঙ্গলবর্ণ ও কুটীল, গণ্ডযুগল ও গ্রীবাদেশ অতিশয় স্থূল স্কন্ধদ্বয় উন্নত, জানুর অধোভাগ অতি বিকটাকার, মস্তক বর্জু-লাকার, মুখমণ্ডল বিকটালের ন্যায় বিস্তীর্ণ, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ানক, যাহারা বৈনতেয়ের ন্যায় উদ্ধত ও রোশপরবশ, যাহাদিগের যুদ্ধস্থলে কঁধনই শান্তি জন্মে না এবং যাহারা নিতান্ত অধর্মশীল, গর্জিত ও ঘোরদর্শন,

তাহারা অনার্যাসে জীবিতনিরপেক্ষ ও সংগ্রামে অপরাধী হইয়া থাকে ।  
উহারা সকলেই নীচজাতিসমুৎপন্ন । এইরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যগণের  
পুত্রোবর্তী করা ববশ্য কর্তব্য । উহারা সাহসসহকারে বিপক্ষসৈন্য-  
দিগকে সংহার করিয়া থাকে এবং আপনারাও জীবন পরিত্যাগ করিতে  
ভীত হয় না । উহাদিগের প্রতি সাস্তনাবাক্য প্রয়োগ করিলে, উহারা  
পরাতব বিবেচনা করে এবং সৰ্ব্বদা ভূপতির প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হয় ।

### দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় । ১০২

যুধিষ্ঠীর কহিলেন, ঋপতামহ ! কোন্ কোন্ লক্ষণ সৈন্যাদিগের  
জয়সূচনা করিয়া থাকে ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সৈন্যবর্গের জয়-  
প্রত্যাশা করিতে পারা যায়, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । মনুষ্য-  
গণ দৈবপ্রতিকূলতানিবন্ধন মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে থাকিলে বিদ্বান্  
ব্যক্তিগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ঐ বিষয় বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া প্রায়-  
শ্চিত্ত ও জপ প্রভৃতি নানাপ্রকার শ্রেয়স্কর কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই  
দৈব দুর্ঘটনার উপশম করিয়া থাকেন । যে সৈন্যমধ্যে যোদ্ধগণ ও  
বাহন সকল জুটচিত্তে অবস্থান করে, সেই সৈন্যেরা জয়লাভ করিয়া থাকে  
সন্দেহ নাই । সৈন্যাদিগের গমন সময়ে সন্নিবৃত্ত মন্দ মন্দ প্রবাহিত, শত্রু-  
ধনু সমুদীর্ঘ, মেঘ ও সূর্যরশ্মি প্রকাশিত এবং শৃগাল, বায়স ও গৃধ্রগণ  
অনুকূল হইলে সিদ্ধিলাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । ধূমাবহীন পাব-  
কের রশ্মিউর্দ্ধগত ও শিখা দক্ষিণাবর্ত, যজ্ঞের পবিত্রগন্ধ অনুভূত, শব্দ ও  
ভেরী সমুদায় গভীর শব্দে নির্দীপিত এবং যোদ্ধবর্গ প্রসন্নচিত্ত হইলে, জয়-  
লাভের কোন সন্দেহ থাকে না । যুগগণ সৈন্যগণের যুদ্ধযাত্রাসময়ে  
বামভাগ বা পশ্চাভাগে এবং তাহাদিগের শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইবার  
কালে দক্ষিণ ভাগে অবস্থান করিলে, মঙ্গলসূচক বলিয়া পরিগণিত হয় ।  
উহারা সৈন্যাদিগের অগ্রসর হইলে কোনক্রমেই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা  
নাই । হংস, ক্রৌঞ্চ, শতপত্র ও ভাস প্রভৃতি পক্ষিগণ শুভসূচক নিনাদ  
করিলে এবং যোদ্ধবর্গ জুটচিত্ত হইলে ভাবী জয়লাভ প্রতীয়মান হইয়া  
থাকে । তাহাদিগের সৈন্যগণ অস্ত্র, যন্ত্র, কবচ, ধ্বজ ও মুখবর্ণপ্রভাবে  
নিভাজ হনিরীক্ষ্য হইয়া উঠে, তাহারা নিশ্চয়ই শত্রুদিগকে পরাজয়

করিতে সমর্থ হইল। যাহাদিগের যৌবগণ শুচি, তপস্বীগণতন্ত্র, অতি-মানশূন্য ও পরস্পর সৌহার্দ্যসম্পন্ন, তাহাদের জয়লাভ অসম্ভব হইল না। শত্রু, স্পর্শ ও গন্ধ সমুদায় সুখজনক এবং যৌবগণ ধৈর্য্যসম্পন্ন হইলে, জয়লাভ হইবার বিলম্ব সম্ভাবনা। সংগ্রামপ্রবেশে সমুদায় ব্যক্তির বাম পার্শ্বস্থিত ও সংগ্রাম প্রবিষ্ট ব্যক্তির দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত বায়ু অস্বকূল হইয়া থাকে। বায়ু পশ্চাদ্গত হইলে, অঙ্গলহৃৎক ও সমুখস্থ হইলে, অঙ্গলহৃৎক হয়।

চতুরঙ্গিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াও প্রথমে সান্ত্ববাদ দ্বারা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার চেষ্টা করিবে। সন্ধিস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, যুদ্ধ করা বিধেয়। সংগ্রাম করিয়া শত্রুকে পরাজয় করিলে, সেই জয়লাভ জয়ন্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সমরে জয়লাভ হওয়া দৈবায়ত্ত। সৈন্যগণ সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে, সলিলের বিষম বেগের ন্যায় ও শক্তিত্বিত্তে পলায়ন যুগলদ্বয়ের ন্যায় উহাদিগকে নিবারণ করা নিতান্ত হুঃসাধ্য। সৈন্যগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে শ্রবণ করিলে, তদ্ব্যবস্থিত যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরগণও সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। আবার পক্ষাংশ জন্মিবার মহাবীর পরস্পর সমবেত, জীবিত নিরপেক্ষ ও যত্ববান হইলে, অসংখ্য সত্রসৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে পারেন। অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে একত্র সমবেত দৃঢ়প্রভিত্ত পাঁচ ছয় বা সাতজনমাত্র সঙ্কলিত বীর পুরুষ অসংখ্য শত্রুকে পরাজয় করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। অতএব ভূপতি অপরিমিত বলসম্পন্ন হইয়াও প্রথমেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। সাম, দান ও ভেদদ্বারা কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেই যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবেন।

বিপক্ষগণের রাজ্যমধ্যে সংগ্রামের নিমিত্ত সৈন্য সকল প্রেরণ করিলেই ভীকরণ তাহাদিগকে বজ্রের ন্যায় বিবেচনা করিয়া ভীত হয়। আর যাহারা বিজরাভিলাষী হইয়া সেই সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হয়, তাহাদিগের কলেবর হইতে শিরস্তর স্বেদদ্বারা বিনির্গত হইতে থাকে। তৎকালে শত্রুবর্গের সমস্ত রাজ্য ব্যাধিত ও অন্তপ্রত্যাপে বীরবর্গের মজ্জা অবগত হইতে থাকে; অতএব নরপতি বিপক্ষের প্রতি সান্ত্ববাদ প্রয়োগ ও তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাহার রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করিবেন। ঐ প্রকার কৌশল করিলে বিপক্ষের সাহিত সন্ধি হইবার বিলম্ব সম্ভাবনা। রাজা বিপক্ষের আত্মীয়ভেদ উপাধা

নার্থ চরপ্রয়োগ ও তাহার শত্রু সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিবেন। শত্রুর বিপক্ষদিগের সহিত সমবেত ও তাহাকে নিপীড়িত করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

ক্ষমাগুণ সর্বদা সাধুগণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। অসাধুদিগের নিকট উহা কখনই অবস্থান করে না। এক্ষণে তোমরা ক্ষমা ও অক্ষমার প্রয়োজন অবগত হওয়া উচিত। শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলে ভূপতির যশ পরিবর্দ্ধিত হয়। ক্ষমাগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি অতিশয় অপরাধ করিলেও বিপক্ষগণ তাহাকে বিশ্বাস করে। সম্ভব করিয়া গিয়াছেন, বক্র কাষ্ঠকে যে প্রকার অনলের উত্তাপ প্রদান না করিয়া সরল করিলে উহা অবিলম্বেই পুনর্বার পূর্বের ন্যায় বক্র হইয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুকে নিপীড়িত না করিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলে সে অচিরেই শত্রুতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়; অতএব অরাতীগণকে বিশেষরূপে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা কর্তব্য। সংস্কারবাস্পন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ মতের প্রশংসা করেন না। শত্রুকে সংহার না করিয়া পুত্রের ন্যায় বশবর্তী করাই ভূপতির উচিত। নরপতি উগ্রস্বভাব হইলে প্রজাবর্গের দ্বেষভাজন ও মুহুস্বভাব হইলে সকলের অবজ্ঞাস্পদ হইয়া থাকেন; অতএব মৃদুতা ও উগ্রতা উভয়ই অবলম্বন করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য। লোককে প্রহার করিবার পূর্বে ও প্রহার করিবার কালে তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করা ও প্রহার করিয়া বিলাপ ও অমুতাপ সহকারে তাহাকে কৃপা প্রদর্শন করা ভূপতির নিত্য আবেশ্যক। নরপতি সংগ্রামে বিপক্ষক্ষীর বীরদিগকে নিপাতিত করিয়া হতাবশিষ্ট শত্রুদিগকে নির্জনে আহ্বান পূর্বক কাতরস্বরে কহিবেন, আহা! আমার সৈন্যগণ ঐ সমুদায় ব্যক্তিকে সংহার করিয়া সমরে আমার সাতিশর অগ্নিরাচরণ করিয়াছে। আমি আমার সৈন্যবর্গকে উহাদিগের জীবন সংহার করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই আমার বাক্য রক্ষা করিল না। হায়! ঐ ধেমহাবীর জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, উঁহার তুল্য যুদ্ধবিশারদ আর কেহই ছিল না; উনি কখনই সংগ্রামে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন নাই। উঁহার সদৃশ বীর পুরুষ অতি হ্রাসিত। উনি নিহত হওয়াতে আমি সাতিশর হুম্বিত হইয়াছি। নরপতি এইরূপে বিপক্ষদিগকে সাধুনা করিয়া তাহাদিগকে বশবর্তী করিবার নিমিত্ত নিহত ব্যক্তিগণের আত্মীর ন্যায় বিলাপ ও অমুতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভূপতি এই

প্রকারে সর্বাবস্থাতেই সান্ত্বণীয়লক্ষী হইলে, ভয়বিহীন এবং প্রজাব-  
র্ণের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন। রাজা সকলের বিশ্বাস-  
ভাজন হইলে, তাহার সমস্ত বাসনা নিঃসন্দেহ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।  
অতএব রাজা সৃষ্টিতে বহুমতী উপভোগ করিতে বাসনা করেন, তিনি  
মারা পরিত্যক্ত পূর্বক সমুদায় লোকের বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা  
করিবেন।

### ত্র্যধিকশততম অধ্যায় । ১০৩ ।

সুধিষ্টির কহিলেন, পিতামহ ! মৃত, ভীষ্ম ও মহারসম্পন্ন শক্রদিগের  
মধ্যে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এই বিষয় উপলক্ষে বাসবহৃষ্পতিসম্বাদ  
নামক এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। এক  
দিন শক্রনিশ্চন-দেবরাজ ইন্দ্র অরুণ বৃহস্পতির সন্নিধান উপনীত  
হইয়া কৃতাজীলিপুটে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তগবন্ ! আমি  
কিরূপে সর্বদা সাবধান হইয়া বিপক্ষবর্গের সহিত ব্যবহার করিব এবং  
কি উপায় অবলম্বন করিয়াই বা তাহাদিগকে এককালে উচ্ছিন্ন না করিয়া  
আপনার বশীভূত করিব ? আমি বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ  
করিলে, তাহার ও আমার আমাদের উভয়েরই জয়লাভ হইবার বিলক্ষণ  
সম্ভাবনা; কিন্তু আমি কি উপায় অবলম্বন করিলে শত্রুকে জয়লাভে  
বঞ্চিত করিয়া পরে জয়লাভ করিতে পারিব ?

অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ত্রিবর্গবেত্তা রাজধর্ম্মবিশারদ অরুণ বৃহ-  
স্পতি দেবরাজ পুরন্দরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পাকশাসন ! বিবাদ  
দ্বারা শত্রুবর্গকে শাসন করিতে অভিলাষ করা কদাচ কর্তব্য নহে।  
বালকগণই ক্রোধগ্নবশ ও ক্ষমাবিহীন হইয়া থাকে। শত্রুকে বিনাশ  
করিতে বাসনা করিয়া উহা কোনক্রমেই প্রকাশ করিবে না। শত্রুর  
নিকট ক্রোধ, ভয় ও হর্ষলক্ষণ সমুদায় গোপনে রাখা এবং তাহার প্রতি  
বিশ্বাস না করিয়া বিশ্বস্ততার ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি  
বিপক্ষের প্রতি সর্বদা প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবেন। তাহার সহিত  
কদাচ অপ্রিয়ব্যবহার, বৃথা শত্রুতাচরণ বা মূর্খরতা প্রকাশ করিবেন না।  
প্রাথমিক বৈরুপ বিহীনগণের ন্যায় শত্রু করিয়া তাহাদিগকে বশবর্তী

করিয়া থাকে, ভূপতিও সেইরূপ শত্রুবর্গের সহিত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত বা বিনষ্ট করিবেন। শত্রুকে পরাজয় করিয়া সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকে কর্তব্য নহে। হুয়াওয়া চটৎকারশীল পাবকের ন্যায় প্রতিনিয়ত জাগরিত থাকে। যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই জয় লাভ হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু এব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অকর্তব্য। বিপক্ষকে বশবর্তী করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে ক্ষমতা প্রদান বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, সে প্রতিপক্ষের অনবধানতা দেখিলেই প্রহার, তেদোৎপাদনে ও অর্থদান প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাহার সৈন্যাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া বশীভূত ও প্রচ্ছন্নভাবে তাহার সর্বনাশের চেষ্টা করিয়া থাকে।

শত্রুসংসর্গ পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নহে। তিনি শত্রুকে সহসা আক্রমণ করিয়া দীর্ঘকাল উপেক্ষা করত তাহার বিধা-সোৎপাদন ও সংহারে যত্নবান হইবেন। এককালে বহু শত্রুকে প্রহার বা তাহাদিগের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্তব্য। উপযুক্ত সময় সমাগত হইলেই শত্রুকে প্রহার করাই উচিত। কদাচ কালান্তর প্রতীক্ষা করা কর্তব্য নহে। কার্যসাধনের সুযোগ একবার অতিক্রম হইলে পুনরায় উহা প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। অনুপযুক্ত সময়ে শত্রুর প্রতি তেজঃপ্রকাশ বা তাহাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিবে না। কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্বদা শত্রুবর্গের হিঙ্গ্র অন্বেষণ করিবে। অদূরদর্শী রাজাকে যীর আলস্য, মুহুর্তা, অধিক দণ্ডবিধান ও প্রমাদ এবং শত্রুর সুপ্রযুক্ত মায়া প্রভাবে উৎসন্ন হইতে হয়। যে ভূপতি আলস্য প্রভৃতি দোষ সকল পরিহার ও বিপক্ষের মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, তিনি অনায়াসে শত্রুপক্ষকে সংহার করিতে পারেন। যদি কোন অমাত্য একাকীই কোন গোপনীয় কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কেবল তাহারই সহিত সেই বিষয়ের মন্ত্রণা করা বিধেয়। অনেক মন্ত্রীর সহিত উহার মন্ত্রণা করিলে, তাহার পরস্পর পরস্পরের প্রতি সেই কার্যের ভার সমর্পণ করিয়া থাকে, তাহাতে কার্য-হানি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যদি একের সহিত মন্ত্রণা করিলে, উহাতে কোন ব্যাঘাত জন্মে, তাহা হইলে অন্যান্য মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করা কর্তব্য। শত্রু দূরে থাকিলে, পুত্রোহিত দ্বারা অতিচার প্ররোচ এবং নিকটে রহিলে, তাহার প্রতি চতুরজিগী সেনা প্রেরণ করা উচিত। ভূপতি উপযুক্ত সময় অবগত হইয়া প্রথমতঃ শত্রুগণের তেদো-সোৎপাদন পূর্ব্বক অবশেষে গোপনে দণ্ডবিধান করিবেন। কালক্রমে শত্রু-

বলবান্ হইয়া উঠিলে, প্রথমতঃ তাহার নিকট অবনত হওয়া তৎপরে তাহার অনবধান সময়ে সাবধান হইয়া তাহার সংহারবাসনা করা রাজার কর্তব্য। প্রাণিপাত, ধনদান এবং মধুরবাক্য প্রয়োগ দ্বারা বলবান্ শত্রুর মনোরঞ্জন করা অবশ্য বিধেয়। তাহারে শঙ্কা উৎপাদন করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। শত্রুর স্থান সমুদায় সর্বদা পরিহার করা আবশ্যিক। শত্রুদিগের প্রতি বিশ্বাস করা রাজার নিতান্ত অকর্তব্য। তাহার পরাজিত হইয়া নিরস্ত অবস্থিত থাকে। মনুষ্যাগণ অস্থিরচিত্ত হইলে, তাহাদের উন্নতিলাভ হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট; অতএব সর্বদা স্থিরচিত্ত হইয়া কে নিজ, আর কে শত্রু, তাহা বিশেষরূপে পর্যালোচনা করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য।

নরপতি মনুষ্যভাব হইলে, সকলেই তাহাকে প্রাজ্ঞ করিবে এবং নিতান্ত উগ্রস্বভাব হইলে তাহা হইতে সকলেই ভীত হইয়া থাকে; অতএব তুমি নিতান্ত মৃদু অথবা নিতান্ত উগ্র হইও না। যে ব্যক্তি রাজারক্ষার অমনোযোগী হয় তাহার রাজ্য বেগবতী নদীর তীরস্থিত সলিল-সমাক্রান্ত প্রাসাদের ন্যায় অবিলম্বে উৎসন্ন হইয়া যায়। শত্রুসংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগের সকলকেই একবারে আক্রমণ করা কর্তব্য নহে; প্রত্যুত সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা ক্রমশঃ তাহাদিগের অনেককে বশবর্তী করিয়া অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদিগকে এককালে আক্রমণ করিবে। সমিধা থাকিলেও এককালে সকলকে আক্রমণ করা বুদ্ধিমান রাজার কর্তব্য নহে। যখন মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ পদাতি সঙ্কুল, যন্ত্রবহুল সেনাগণ অহরন্ত থাকিবে, যখন শত্রু অপেক্ষা আপনীর বল অধিক বিবেচিত হইবে, রাজা তখনই প্রকাশ্য রূপে বিচারিত চিন্তে শত্রুকে প্রহার করিবেন। শত্রু অপেক্ষাকৃত বলশালী হইলে, তাহার সহিত সন্ধি, তাহার নিকট মুহূর্ত্তের অবলম্বন বা প্রকাশ্যে তাহার প্রতি যুদ্ধার্থ গমন না করিয়া গোপনে তাহার দণ্ডবিধান করা বিধেয়। প্রকাশ্য রূপে বলশালী শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলে, শমনাশ ও সলিলে বিষসংযোগ এবং কোষ অমাত্য প্রভৃতি গুপ্তপ্রকার প্রকৃতির উপর বারংবার সংশয় উৎপত্তিনিবন্ধন চিন্তাবুদ্ধির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব উহা সর্ব-তোভাবে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। সর্বদা শত্রুগণের প্রতি মার্য প্রয়োগ এবং শত্রুদিগের উত্তেজন ও অপযশ ঘোষণা করিবে। শত্রুগণ স্ব স্ব নগর ও জনপদमध्ये যে সমুদায় কার্যের অনুষ্ঠান করিবে, বিধস্ত মনুষ্য হইয়া তাহার ক্ষমারূপে করা অতি আবশ্যিক। নরপতিগণ বিলক্ষ-

দিগের পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রতা ভোগা বস্তুর উচ্ছেদ এবং স্বীয় নগর-  
মধ্যে নীতি প্রচার করিবেন। শত্রুকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত চক্র-  
গণকে গোপনে অর্থ প্রদান ও সর্বসমক্ষে তাহাদিগের ভোগ্য দ্রব্য সকল  
অপহরণ করিয়া ইহারা হুঁষ্টস্বভাব বলিয়া তাহাদিগকে শত্রুরাজ্যে প্রেরণ  
করিবেন। ঐ সময় সর্বশত্রুবেত্তা ভাষাকথাবিশারদ সুশিক্ষিত বিদ্বান্  
ব্যক্তিগণের দ্বারা আপনাদিগের পুরমধ্যে অঁরাতিবধকামনার দৈবক্রিয়ার অনু-  
ষ্ঠান করা তাহার আবশ্যক।

দেবরাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! কোন্ কোন্ চিহ্ন দ্বারা হুঁষ্ট লোককে  
অবগত হওয়া যায়, তাহা বর্ণন করুন।

সুরগুরু কহিলেন, পুরন্দর ! হুঁষ্ট ব্যক্তিগণ পরোক্ষে অন্যের দোষ-  
কীৰ্ত্তন, লোকের সদ্গুণে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন বা অন্যের গুণবর্ণন শ্রবণে  
মোনাবলম্বন করিয়া থাকে। উহাদিগের সর্বদা ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস,  
ভট্টদংশন ও শিরঃপ্রকম্পন প্রভৃতি বিকার সকল দৃষ্টিগোচর হয়। উহারা  
সর্বদাই লোকের সংসর্গে অবস্থান ও জনসমাজে অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগ  
করিয়া থাকে। পরোক্ষে অঙ্গীকার প্রতিপালন ও সমক্ষে তদ্ব্যবসায় কোন  
কথাই উত্থাপন করে না; পৃথক্ পৃথক্ আসিয়া ভোজন করে এবং আজি  
ভোজ্য বস্তু সমুদায় উৎকৃষ্ট, হর নাই বলিয়া দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত  
হয়। ফলতঃ শয়ন, উপবেশন ও গমন প্রভৃতি সমস্ত কাৰ্য্যেই উহাদিগের  
হুঁষ্টভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হুঁষ্টের সমস্ত হুঁখিত ও আফ্লাদের সমস্ত আফ্লাদিত হওয়াই মিত্রের  
লক্ষণ; ইহার বিপরীত কাৰ্য্য শত্রুর লক্ষণ। দেবরাজ এই আমি  
তোমার নিকট শ্রীজ্ঞানুসারে হুঁষ্টের স্বভাব বর্ণন করিলাম।

হে যুধিষ্ঠির ! শত্রুনিধননিরত ইন্দ্র বৃহস্পতির সেই শাস্তসম্মত বাক্য  
শ্রবণ পূৰ্ব্বক যুদ্ধকালে তদনুযায়ী কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শত্রুদিগকে  
বশীভূত করিয়াছিলেন।

### চতুরধিকশততম অধ্যায় । ১০৪ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, শিতামহ ! ধর্ম্মশীল রাজা অর্থীভাবনিবন্ধন মৈন্য-  
বিশীন ও মন্ত্রী কর্তৃক পরাজিত হইলে, কোন্ উপায় দ্বারা মুখ লাভ করি-  
বেন, তাহা বর্ণন করুন।



ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! এই বিষয় উপলক্ষে আমি কোশলরাজ-  
তনয় ক্ষেমদর্শীর ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বের রাজতনয়  
ক্ষেমদর্শী ক্ষীণবল ও বিষম বিপদে নিপতিত হইয়া মহাতপা কালক-  
রক্ষীরের সন্নিধানে আগমন পূর্বক তাঁহাকে অভিবাচন করত কহিয়া-  
ছিলেন, ব্রহ্মন্ ! মাদৃশ ব্যক্তি বারংবার রাজ্যপ্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াও  
তদ্বিষয়ে যদি কৃতকার্য হইতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাণ-  
ত্যাগ, চৌর্য্য ও পরাশ্রয়গ্রহণ প্রভৃতি নীচ কৰ্ম্ম ব্যতিরেকে অন্য যাহা  
কর্তব্য থাকে, তাহা বর্ণন করুন । ভবাদৃশ বিবিধবিদ্যাশিখারদ পণ্ডিত  
ও কৃতজ্ঞ লোকেরাই দৈহিক বা মানসিক পীড়ায় সমাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে  
আশ্রয় প্রদান করেন । বিষয়বাসিনায় আসক্ত হওয়া মনুষ্যের কদাচ  
কর্তব্য নহে । সাংসারিক আনন্দ ও শোক পরিত্যাগ পূর্বক জ্ঞানরূপ  
ধন লাভ করিতে পারিলেই লোকে বিমুক্ত হুখ অনুভব করিতে পারে ।  
মহারাজা অর্থজনিত ইন্দ্রিয়মুখে আসক্ত হয়, আমার মতে তাহার নিতান্ত  
শোচনীয় । দেখুন, আমার বিপুল অর্থ স্বল্পসম্ভূত সম্পত্তির ন্যায় বিনষ্ট  
হইয়াছে । যাহারা প্রভূত অর্থ পরত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তাহাদিগের  
তুল্য ক্ষমতাদান আর কেহই নাই । এক্ষণে আমার সমুদায় অর্থ বিনষ্ট  
হওয়াতেও আমি অর্থের মায়ার পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না । যাহা  
হউক, হে ভগবন্ ! এক্ষণে আমি সম্পত্তিবিহীন, কাতর ও নিতান্ত দুঃ-  
বহাগ্রস্ত হইয়াছি । অতঃপর যাহাতে অন্য প্রকার হুখ অনুভব করিতে  
পারি, আপনি তাহার উপদেশ প্রদান করুন ।

তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাতপা কালকরক্ষীর রাজকুমারের এই কথা  
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজতনয় ! তুমি সৰ্ব্বাগ্রে স্নাপনাকে ও আপ-  
নার অধিকৃত দ্রব্য সমুদায়কে অনিত্য বলিয়া জ্ঞান এবং যে সমস্ত  
পদার্থ বর্তমান আছে বলিয়া বোধ করিতেছ, সেই সমস্ত নাই বলিয়া  
বিশ্বাস কর । প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াই ঘোরতর বিপদ-  
সময়েও ব্যথিত হন না । যে সমুদায় হইয়া গিয়াছে এবং যে সমস্ত হইবে,  
তৎসমস্তই মিথ্যা ; তুমি এইরূপ নিশ্চয় করিলেই অধ্যর্থ হইতে মুক্তি  
লাভ করিতে পারিবে । পূর্ব পুরুষেরা যে সমুদায় ধন ধানাদি সঞ্চিত  
করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই তাহাদিগের সহিত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে,  
এই প্রকার বিবেচনা করিলে, কোন ব্যক্তিকেই অনুতাপ করিতে হয়  
না । দৈবের প্রত্যাব কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না । দেখ, বিপুল  
কন্দিশম্পন্ন ব্যক্তিও ঈর্ষ্যাকালে নিদ্বন্দ্বতা প্রাপ্ত হয় এবং যাহার কিছুমাত্র ধন

সম্পত্তি নাই, সেও অতুল ঐশ্বর্য লাভ করিয়া থাকে। শোক প্রকাশ করিলে, অর্থাগমের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অতএব শোক পরিত্যাগ করাই অবশ্য কর্তব্য। আজি তোমার পিতা ও পিতামহগণ কোথায় অবস্থান করিতেছেন, তুমি তাহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছ না। তাঁহারাও তোমাকে দেখিতে পাইতেছেন না। এক্ষণে তাঁহা-  
 দ্বিগের জন্য শোক প্রকাশ না করিয়া আপনি চিরজীবী বা নখর, তাহা পর্যালোচনা কর। তুমি বিশেষরূপে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিলে, নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে যে, তুমি চিরকাল কখনই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। কি আমি, কি তুমি, কি শত্রু, কি মিত্র এবং কি বিশান্তিবর্ষ কি' ত্রিশং বর্ষবয়স্ক মনুষ্যাগণ সকলকেই কোন না কোন সময়ে করাল কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। কেতই চিরজীবী হইবে না। কোন মানবের যদি প্রভূত অর্থ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি সেই অর্থ আমার নয়, বিবেচনা করিয়া আপনার মনের প্রীতিসাধন করিবেন। যাহারা অনাগত ও অতীত বিষয় আপনার নয়, বিবেচনা করিয়া অদৃষ্টকেই বলবান্ বলিয়া বোধ করেন, তাহাদিগকেই পণ্ডিত ও সাধু বলিয়া নির্দেশ করা যায়। তোমার সদৃশ ও তোমা অপেক্ষা সমধিক বুদ্ধি ও পুরুষকারসম্পন্ন মনুষ্যাগণ অর্থবিহীন হইয়াও বুদ্ধিপ্রভাবে পৌরষ প্রকাশ পূর্বক রাজ্য শাসন করিতেছে। তাহারা ত তোমার নায় শোকে অভিভূত হয় নাই। তুমি কি কারণে বুঝা শোক প্রকাশ করিতেছ ?

কেমদর্শী কহিলেন, মহর্ষে ! আমি অনায়াসে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে কালসহযোগে উহার উচ্ছেদদশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত অনুতাপিত হইতেছি।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ ! অতীত বা অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অকর্তব্য। আপনার প্রাপ্য বিষয় লাভ করিতে অভি-  
 লাষ করাই বিধেয় ; অপ্রাপ্য বিষয়ের বাসনা করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। তুমি আপনার অধিকৃত বিষয় উপভোগ করত সুখানুভব করিতে থাক। অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত কদাচ শোক প্রকাশ করিও না। অর্থ-  
 নাশজন্য অনুতাপ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। হর্ষবুদ্ধি মনুষ্যাগণই ভূতপূর্ব সৌভাগ্য হইতে ঈকিত হইয়া বিধাতাকে তিরস্কার করিয়া থাকে ; অধিকৃত ধনসম্পত্তিতে পরিতুষ্ট হয় না এবং নীচ ব্যক্তিগণকে ঐশ্বর্যশালী বলিয়া জ্ঞান করে। ঐ সমুদায় কারণবশতঃ তাহাদিগকে অধিকৃত

ক্রেণ ভোগ করিতে হয়। আত্মাভিমानी ব্যক্তিরাই ঈর্ষাপরবশ হইয়া থাকে। তুমি কখন কাহার প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ কর নাই। যাহা হউক এক্ষণে তুমি স্বয়ং অর্থবিহীন হইয়াও অন্যের সৌভাগ্য সম্বন্ধে কাতর হইও না। মৎসরবিহীন ব্যক্তিগণ কৌশলক্রমে লক্ষ্যপূরণেরও রাজ্যভোগ করিতে পারে। যোগসম্পন্ন ধর্ম্মশীল পণ্ডিতগণ অর্থকে অনিত্য ও বাসনা বৃদ্ধির নিদান জানিয়া অনারাসে রাজলক্ষ্মী ও পুত্রপৌত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অনেকে ঐশ্বর্য্যকে অতি জলজ বিবেচনা করিয়া সংসারস্থ সমস্ত পদার্থ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তুমি বিজ্ঞ হইয়াও অপ্রার্থনীয় অস্থিবিষয়ের বাসনা করিয়া অতি দীনভাবে পরিতাপ করিতেছ। এক্ষণে ঐ বাসনা পরিত্যাগ করাই, তোমার কর্তব্য। অর্থ অনর্থরূপে এবং অনর্থ অর্থরূপে পরিগণিত হয়। অনেকে অর্থবৃদ্ধি করিতে গিয়া একবারে নিক্ত হইয়া পড়ে এবং অনেকে অর্থই অর্ন্ত সুখের কারণ, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই, বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা উহার অভিলাষ করে। যে ব্যক্তি নিরন্তর অর্থ অনুসন্ধান করিয়া থাকে, তাহার অন্যান্য সমস্ত কার্য্যই বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি কেহ কথঞ্চিৎ স্বীয় প্রার্থিত অর্থ প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে, তাহার দুঃখের পরিসীমা থাকে না। সম্বৎসর জাত সাধু ব্যক্তিগণ পারলৌকিক সুখ অভিলাষ করিয়া লৌকিক সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। ধনলোলূপ ব্যক্তিগণ ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে এবং ধন ব্যতিবেকে জীবন ধারণ করা নিরর্থক বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। হায়! যাহারা এই অচিরস্থায়ী জীবন ধারণ পূর্ব্বক ধনতৃষ্ণায় বিমোহিত হয়, তাহাদিগের ন্যায় নিকোষ ও শোচনীয় আর কে আছে? যখন সঙ্কিত দ্রব্যমাট্রেই বিশাশ, জীবিত ব্যক্তি মাট্রেই নিধন ও সংযোগমাট্রেই বিয়োগ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংসারে অমুবাগ প্রকাশ করিবেন? হয় মমুবাগ অর্থকে, না হয় অর্থ মমুবাগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহা বিবেচনা করিয়া অর্থনাশ জন্য কখনই বাধিত হন না। এই সংসারে অসংখ্য লোকের অর্থনাশ ও বন্ধুবিরোগ হইতেছে। তুমি উহা দেখিয়া স্থিরচিত্ত হও। ইন্দ্রিয়, মন ও বাক্য সংযত কর এবং অতীত বা অনাগত বিষয়ের জন্য শোক করিও না। ভবাদৃশ মূঢ়, দাস্ত, সংবতাস্ত্রা ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী ব্যক্তিগণ সামান্য বস্তুর নিমিত্ত চঞ্চল বা অস্থির হইয়া থাকেন না। অতি নৃণাম পাপজনক কা পুরুষোচিত ভিক্ষাবৃত্তি

অবলম্বন করাও তোমার বিধেয় নহে। তুমি বাগযত ও সৰ্ব্বপ্রাণির প্রতি দয়াপরবশ হইয়া ফল মূল ভক্ষণ পূৰ্বক একাকী কানন মধ্যে বৃহদন্ত মাতৃ-  
দেব সহিত একত্র বাস করিয়া অল্পলাভে পরিতুষ্ট হন, তিনি পণ্ডিত  
বলিয়া পরিগণিত হন। মহাহৃদ একবার ক্ষুব্ধ হইয়া পুনরায় আপনাই  
প্রসন্ন হয়। এক্ষণে তুমি অমাত্যাদিবিহীন হইয়াছে; তোমার অর্থলাভ  
হইবারও সম্ভাবনা নাই; অতএব বোধ হয়, তুমি ঐ প্রকার বৃত্তি অবল-  
ম্বন করিলেই সুখে অবস্থান করিতে পারিবে।



### পঞ্চাঙ্গিক শততম অধ্যায়। ১০৫।

হে নরপতে ! আর তুমি যদি পুরুষকার প্রকাশ করিতে পার, তাহা  
হইলে রাজ্য লাভার্থ তোমাকে নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি।  
সেই নীতি অনুসারে কাৰ্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিলেই তুমি নিশ্চয় বিপুল  
ধন ও রাজ্যলাভে সমর্থ হইবে। যদি উহাতে তোমার অভিরুচি হয়,  
তাহা হইলে সেই নীতি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, হে উপোদন ! আপনি সেই নীতিবিষয়ক উপদেশ  
প্রদান করুন ; আমি অংহিতচিত্তে শ্রবণ করিতেছি। অদ্য আপনার  
সহিত আমার সমাগম যেন বিফল না হয়।

মহর্ষি কহিলেন, রাজন ! এক্ষণে কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয় ও অহঙ্কার  
পরিহার পূৰ্বক কৃতাজলিপুটে বিপক্ষদিগকেও নমস্কার করা তোমার বিধেয়।  
তুমি পবিত্র কার্য্য দ্বারা সত্যাপরায়ণ বিদেহাধিপতির পরিচর্যা করিলে  
তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই ধন প্রদান করিবেন। তুমি কিছুকাল বিদেহ-  
রাজের নিকট অবস্থান করিলে, ক্রমে ক্রমে তাঁহার বাহনরূপ ও সমুদ্র-  
লোকের বিশ্বাসভাজন হইবে এবং অনায়াসে উৎসাহসম্পন্ন ব্যাসনবিহীন  
সহায়বল প্রাপ্ত হইতে পারিবে। সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয় নীতিশাস্ত্রবিশারদ  
বিদেহাধিপতি জনক সতত প্রজাবর্গকে প্রসন্ন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ  
করেন। তুমি তাঁহার নিকট মান্য এবং তাঁহার প্রজাবর্গের বিশ্বাসভাজন  
ও সমাদরণীয় হইয়া সুহৃদ্বৎ লাভ করিলে, অনায়াসেই স্তম্ভিগণের সহিত  
মন্ত্রণা করিয়া শত্রু দ্বারা শত্রুবর্গের মধ্যে ভেদোৎপাদন বা এক শত্রুর  
সহিত মন্ত্রণা করিয়া অন্য শত্রুর বলক্ষয় করিতে সমর্থ হইবে। ঐ সমস্ত  
তুমি শত্রুদিগকে উত্তম উত্তম শ্রী, আচ্ছাদন, শয্যা, আসন, বান, গৃহ,

পক্ষী, যুগ, ষষ্ঠ, রস ও ফলে বিশেষরূপে আসক্ত করিবে; তাহা হইলে উহা স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শত্রুকে পীড়ন বা উপেক্ষা করিতে অভিলাষ করিয়া কখনই উহা তাহার নিকট ব্যক্ত করেন না। ভূমি কুকুর, যুগ ও বারসের স্বভাব অবলম্বন পূর্বক মিত্রের ন্যায় অমিত্র-বর্গের নিকট অবস্থান পূর্বক তাহাদিগকে দ্রুত কার্যে ও বলবান্দিগের সহিত বিরোধে প্রবর্তিত করিবে। মহামূল্য উদ্যান, শয্যা, আসন ও সুখভোগ্য অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য তাহাদিগকে প্রেলোভিত করিয়া কোষ নিঃশেষিত করিবে। ঐ সময় শত্রুগণকে বস্ত্রদানাদি কার্যে আসক্ত করিয়া অর্থ দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা তোমার প্রত্যা-কার ও বৃদ্ধগণের ন্যায় তোমার অরাতিগণকে গ্রাস করিবেন। পুণ্য-শীল ব্যক্তি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া স্বর্গীয় পবিত্র স্থানে গমন করিতে সমর্থ হন। ধর্ম বা অধর্ম যাহা দ্বারা হউক না কেন, কোষক্ষয় হইলেই শত্রুগণ বশীভূত হয়। কোষই অর্থসিদ্ধির প্রধান কারণ। সুতরাং কোষক্ষয় হইলে অরাতিদিগকে বিষয় হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। কেবল দৈবপরায়ণ ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে হয়, অত-এব পুরুষকারের পরিবর্তে শত্রুদিগকে দৈববিষয়ক উপদেশ প্রদান ও তাহাদিগকে বিশ্বজিৎ যজ্ঞে প্রবর্তিত করিয়া তাহাদিগের সমুদায় ধন-সম্পত্তি ক্ষয় করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। অরাতিগণ ঐ প্রকারে নির্জন হইয়া যাহাতে সাধুদিগকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হয়, তদ্বিমুখে যত্ববান হইবে এবং তাহাদিগকে ঐ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত 'যোগধর্মের উপদেশ প্রদান করিবে; তাহা হইলে উহারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভবাগনার অরণ্যে প্রবিষ্ট হইবে। ঐ সময় সর্বশত্রুসংহারক ঔষধাদি দ্বারা অরাতিদিগের অস্থ, গজ ও সৈন্যাদিকে বিনাশ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই প্রকারে বিপক্ষদিগকে পরাজয় করিয়া কৃতকার্য হইয়া থাকে।

• বড়দিকশততম অধ্যায় ৭ ১০৬ ।

ক্ষেমদর্শী বহিলেন, ভগবন! আমি বিপুলতর অর্থপ্রাপ্তির নিমিত্ত কাপটা, দান্তিকতা বা অধর্মাচরণ করিতে অভিলাষ করি না। পূর্বের

আমি আপনাকে বলিয়াছি যে, যাহাতে কেহ আমাকে পাণ্ডিত্য বলিয়া শঙ্কা করিতে না পারে এবং যাহাতে আমার সমুদায় হিত কার্য সুসিদ্ধ হয়, আপনি এই প্রকার উপদেশ প্রদান করুন । ইহলোকে অনুশংস ধর্ম অবলম্বন করিয়া অবস্থান করাই আমার উদ্দেশ্য ; সুতরাং আমি কদাপি উত্তমরূপে পাপজনক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিব না । আর আপনারও এই প্রকার উপদেশ প্রদান করা কর্তব্য নহে ।

তখন মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ ! তুমি স্বভাবতঃ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ও অশেষ গুণে অলঙ্কৃত । অতএব তুমি আপনার স্বভাবানুযায়ী বাক্যই প্রয়োগ করিয়াছ । এক্ষণে আমি যত্নসহকারে তোমার সহিত জনকের শাস্ত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিব । তুমি রাজ্যচ্যুত ও এরূপ বিপদাপন্ন হইয়াও অনুশংসবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিতে অভিলাষ করিতেছ ; অতএব কোন্ ভূপতি তোমার সদৃশ সংশয়সম্বৃত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন প্রজারঞ্জক মহারাজকে প্রাপ্ত হইয়া অমাত্যপদে নিযুক্ত না করিবেন ? অদ্য আমি সত্যসন্ধ বিদেহাধিপতি জনককে আমার আবাগে আনয়ন পূর্বক তোমার সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিতে অনুরোধ করিব । তিনি কখনই আমার বাক্যে অনাস্থা করিতে পারিবেন না ।

অনন্তর মহর্ষি কালকবক্ষীর বিদেহরাজ জনককে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! এই ক্ষেমদর্শী রাজবংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন । আমি ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি । ইমি শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিশুদ্ধ । আমি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই । অতএব তুমি আমার ন্যায় ইহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া ইহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর । ভূপতি মন্ত্রী বাতীত তিন দিনও রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন না । অমাত্যেরও আবার অসাধারণ শৌর্য ও ধীশক্তি থাকা উচিত । অতএব তুমি ইহাকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করিয়া ইহার শৌর্য ও অসাধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে উভয়লোকে শ্রেয়োলাভ কর । উপযুক্ত অমাত্যের সাহায্যের ন্যায় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সদাতি লাভের উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই । এই মহারাজকুমার সজ্জনোচিত পদবী অবলম্বন করিয়াছেন ; অতএব ইহাকে সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত সম্মান করিলে তুমি সমস্ত শত্রুকেই বশীভূত করিতে পারিবে । আর দেখ, যদি ইনি তোমাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত কুলাচরিত ক্ষত্রিয়জনোচিত যুদ্ধধর্ম প্রবর্ত্তন, তাহা হইলে তোমাকেও বিজয়বাসনায় উহার সহিত সংগ্রামে প্রৱর্ত্তন ঘটবে ।

অতএব আমার বাক্যমুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া সন্ধি সংস্থাপন পূর্বক ইহাকে বশবত্তী কর। এক্ষণে অহুচিত কাম, লোভ ও বিদ্রোহ পরিত্যাগ পূর্বক ধর্মশীল হওয়াই তোমার কর্তব্য। জয় ও পরাজয়ের কিছুই স্থিরতা নাই। অনেকে শত্রুকে পরাভূত করিতে গিয়া আপনি তৎকর্তৃক পরাজিত হয়। অতএব দণ্ড অপেক্ষা ভোজন দানাদি দ্বারা শত্রুকে বশবত্তী করাই আবশ্যিক। যিনি শত্রুর সর্বনাশ করিতে সমুদাত হন, তাঁহার আপনার সর্বনাশের সম্ভাবনা।

বিদেহরাজ জনক মহাতপা কালকবক্ষীর এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন! আর্শমি আমাদিগের শ্রেয়স্কামনায় যাহা কহিলেন, তাহা আমাদিগের উভয়েরই পরম শ্রেয়স্কর; অতএব আমি অবিচারিত চিন্তে সত্তরেই উহা স্পন্দন করিব।

মিথিলাধিপতি মহর্ষিকে এই কথা কহিয়া কোশলরাজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি ধর্ম ও নীতি অমুসারে সমুদায় পরাজয় করিয়াছি। তুমিও আমার নিকট পরাজয় হইয়াছ; কিন্তু আমি পরাজয় করিয়াছি বলিয়া তোমাকে অবজ্ঞা করি না। প্রভূত তোমার বুদ্ধি ও পৌরুষের বিলক্ষণ প্রমাণ। অতএব তুমি যথাবিধি সম্মানিত হইয়া আমার নিকতনে গমন পূর্বক অবস্থান কর।

অনন্তর বিদেহরাজ জনক কোশলধিপতি ক্ষেমদণী উভয়ে সেই মহর্ষিকে পূজা করিয়া বিদেহনগরে যাত্রা করিলেন। জনকরাজা কোশলাধিপতিকে আপনার ভবনে আনয়ন পূর্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপূর্ব দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় কন্যা ও নানাপ্রকার ধনরত্ন প্রদান করিলেন। হে ধর্মরাজ! সন্ধিই নরপতিগণের প্রধান ধর্ম। জয় ও পরাজয়ের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই।

— \* —

### সপ্তাধিকশততম অধ্যায়। ১০৭।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণ, ঋত্বির, বৈশ্য ও শূদ্রগণের ধর্মাচরণ, জীবিকা নির্বাহ ও ঐশ্বর্যালাভ এবং রাজগণের কোষরক্ষা, কোষোৎপাদন, জয়লাভ, অমাত্যগণ পরীক্ষা, প্রজাবুদ্ধি, সর্বাঙ্গীণ্য আশ্রয়, সৌগণ্ড্যের সহিত ব্যবহার, সাধু, অসাধু, প্রধান, নিকৃষ্ট ও সমস্তকাল ব্যক্তিগণের লক্ষণ অবধারণ, মধ্যবিত্ত লোকের সম্ভোষণাধন,

কৌশলদিগের আশ্রয় দান ও জরুরীতাবিসয়ক কৌশলের কথা বর্ণন করিয়াছেন। এক্ষণে স্বপক্ষীয় বীরবর্গের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, আর উহারা কি প্রকারে পরিবর্দ্ধিত, ভেদবুদ্ধিশূন্য এবং শত্রুবিজয় ও সুস্থলানাভে সমর্থ হয়, তাহা বর্ণন করুন। আমার মতে ভেদই বীরবর্গের নিধনের ইন্দ্র এবং অনেকের সহিত মন্ত্রণা করিলে উহা গোপনে থাকি অতি কঠিন।

ভীষ্ম কহিবেন, ধর্ম্মরাজ ! লোভ ও ক্রোধ হইতেই ভূপতি ও তাঁহার অধিকৃত বীরগণের বৈরানল সন্দীপিত হইয়া থাকে। ভূপতি লোভপরায়ণ ও শূন্য রোষপরবশ হইয়াই পরস্পরের সংহতির কারণ হইয়া উঠেন। রাজা ও তাঁহার পক্ষীয় বীরগণ ক্ষয়, ব্যয় ও ভয়নিবন্ধন চর, মন্ত্রণা, বল এবং সাম, দান ও ভেদ প্রভৃতি উপায় প্রয়োগদ্বারা পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। একমতাবলম্বী বীরবর্গের নিকট হইতে অপরিমিত গ্রহণ করিলে, তাহাদিগের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয় এবং তন্নিবন্ধন তাহারা ভীত ও বিনয়মান হইয়া শত্রুপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদিগের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহারা নিশ্চয়ই বিপক্ষের বশবর্তী ও বনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব শুরগণের পরস্পর একমতাবলম্বী হওয়াই উচিত। বল পৌরুষসম্পন্নশুরগণ একমত অবলম্বন করিলে, বিপুল ধন উপার্জন, অন্যান্য অনেক ব্যক্তির সহিত মিত্রতা লাভ ও সঙ্গপ্রকার সুখভোগ করিতে সমর্থ হন। জ্ঞানবৃদ্ধ মহাত্মারা প্রতিনিয়ত উহাদিগের প্রশংসা করেন। বহুশালকৃত এক মতাবলম্বী বীরগণই সমাক্ষমধ্যে ধর্ম্ম ব্যবহার সংস্থাপন, সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে শাসন, বিনয়ীদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, চরপ্রয়োগ, মন্ত্রণা ও কোষপূরণ বিষয়ে বিশেষ যত্ন এবং কার্য্যানুষ্ঠানকালে পুরুষকার উৎসাহ সম্পন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মত গ্রহণ করিলে, অবিলম্বে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারেন। সৌভাগ্যশালী সর্কশাস্ত্রবিদ্যার বীর পুরুষগণের প্রভাবই মূঢ়গণ বিষম বিপদ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ঐ সমুদায় বীর পুরুষকে নিগ্রহ, বিনাশ ও ভয়প্রদর্শন, উহাদিগের মধ্যে ভেদোৎপাদন এবং উহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও দণ্ডবিধান করিলে, উহারা অচিরে শত্রুপক্ষের বশবর্তী হন; অতএব উহাদিগের সমাদর করা অবশ্য কর্তব্য। তাহাদিগের প্রভাবই সমস্ত লোকের দেহাত্মা নিরূপিত হইয়া থাকে এবং তাহাদিগেরই মন্ত্রণা দ্বারা চরগণ স্নাত্তিগণকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়।



সমস্ত বীরের সহিত মন্ত্রণা করা কর্তব্য নহে । বীরবর্গের মধ্যে বাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অন্যান্য ব্যক্তির হিতসাধন করা বিধেয় । নচেৎ মন্ত্রণা প্রকাশ ও ভেদপ্রযুক্ত অর্থনাশ ও অনর্থ উৎপত্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা । বীরবর্গের মধ্যে বাহাদিগের ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন হইবে এবং বাহারা স্ব স্ব ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারে কার্য্য করিবে, অচিরাতঃ তাহাদিগের মতানুসার করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্তব্য । যদি কুলবৃদ্ধগণ কুলসম্ভূত বিবাদে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে গণভেদপ্রযুক্ত গোত্রের ক্ষয় হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । আত্মীয়ভেদসম্ভূত ভয় বিপক্ষভয় অপেক্ষাও গুরুতর । অতএব বাহাতে আত্মীয়ভেদ না হইয়া তদ্বিষয়ে সন্ধদা যত্নবান হওয়া উচিত । আত্মীয়ভেদ সত্ত্বেই মনুষ্যদিগকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া থাকে । যখন সমান জাতি ও সমানকুলসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সহস্রা ক্রোধ মোহ ও স্বভাবজ লোভের বশবর্তী হইয়া পরস্পর বাক্যালাপে বিরত হন, তখনই পরাভবের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হয় । অরাতীগণ উদ্যোগ বা বুদ্ধি প্রভাবে বীরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হয় না, কেবল তাহাদিগের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হয় । অতএব একমতাবলম্বন বীরগণের রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় ।

### অষ্টাদিকশততম অধ্যায় । ১০৮ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ধর্ম্মপথ অতি সুবিভীর্ণ ও বহুশাখা সম্মূল । অতএব এক্ষণে আপনার মতে কোন ধর্ম্মের অনুশীলন করা বিধেয় এবং কেন্দ্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোক ও পরলোকে পরম ধর্ম্ম লাভ করিতে পারা যায়, তাহা বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমার মতে পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরু-জনের সেবাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম । ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যগণ দিব্যালোক ও মহীয়সী কীৰ্ত্তি লাভ করিতে পারে । তাহারা উত্তমরূপে সেবিত হইয়া বাহা অমুমতি করিবেন, তাহা ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, তৎক্ষণাতঃ বিচারিত চিন্তে সম্পাদন করা কর্তব্য । তাহাদিগের অনভিমত কার্য্য করা কোনমতেই কর্তব্য নহে । তাহারা বাহা অমুমতি করেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই । তাহারা তিন লোক, তিন আশ্রম, তিন বেদ এবং তিন অগ্নি স্বরূপ । পিতা গার্হপত্য, মাতা দক্ষিণ

ও অন্যান্য গুরুজগণ আত্মনীর অগ্নি বলিয়া পরিগণিত হন। এই তিন অগ্নিই অতি প্রশস্ত; অগ্রমত হইয়া ঐ তিনের আরাধনা করিলেই অনায়াসে ত্রিলোক জয় করিতে পারিবে। পিতার সেবার ইহলোক, মাতার সেবার পরলোক এবং অন্যান্য গুরুজনের সেবার ব্রহ্মলোক পরাজয় করিতে পারা যায়। তুমি হুচাকরূপে উহাদিগের শুশ্রূষায় নিরত হইলে, অনায়াসে ধর্ম ও যশোলাভ করিতে পারিবে। কদাচ উহাদিগকে অতিক্রম বা উহাদিগের দোষ কীর্তন করিও না। সতত উহাদিগের পশ্চিষ্ঠা করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম এবং যশ, পুণ্য, কীর্তি ও দ্বন্দ্ব লোক সমুদায় লাভের প্রধান উপায়। যাহারা ঐ তিনের সমাদর করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সমস্ত লোক বশবর্তী হয়, আর যাহারা উহাদিগের অনাদর করেন, তাঁহাদিগের সমুদায় কার্যই নিষ্ফল হইয়া যায় এবং তাঁহারা কি ইহলোক কি পরলোক কোন স্থানেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন না। আমি তাঁহাদিগের জন্য যে কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আমার সেই সেই কার্যের শত গুণ বা সহস্র গুণ পুণ্যলাভ হইরাছে এবং সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি এক্ষণে ত্রিলোক প্রত্যক্ষ করিতেছি। দশ শ্রেত্রির অপেক্ষা এক আচার্য্য, দশ আচার্য্য অপেক্ষা এক উপাধ্যায়, দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা এক পিতা দশ পিতা বা সমুদয় পৃথিবী অপেক্ষা এক মাতা ওকতর বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকেন। মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু আর কেহই নাই। কিন্তু আমি বোধ করি, উপদেষ্টা গুরু পিতা ও মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পিতা মাতা বেদেহের সৃষ্টি করেন, তাহা চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু আচার্য্য যাহা উপদেশ প্রদান করেন, তাহা কোন কালেই নষ্ট হয় না। পিতা মাতা সহস্র অপকার করিলেও তাঁহাদিগকে বিনাশ করা পুত্রের কোনক্রমেই বিধেয় নহে। অপরাধী পিতা মাতার দণ্ডবিধান না করিলে, পুত্রদিগকে দূষিত হইতে হয় না। পিতা মাতা ধর্মদেষ্টা হইলেও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতে যত্ববান হওয়া অবশ্য কর্তব্য। যিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রানুযায়ী যথার্থ উপদেশ প্রদান পূর্বক অকৃত্রিম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনি পিতা মাতা স্বরূপ। অতএব তাঁহার প্রতি বিদেবশূন্য হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য। যাহারা উপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাঁহার সমাদর ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার হিতসাধন না করে, তাহাদিগের সে সমুদায় নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদিগকে জগৎপাপে লিপ্ত হইতে হয়, আর এই অকনিমত্তে কাহা-

কেও তাহাদিগের অপেক্ষা পাণ্ডায়া বলিয়া গণনা করা যায় না । শিক্ষকগণ শিষ্যগণের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করেন, উহাদিগেরও ধর্মকামনার যত্নসহকারে তাহাদিগের তদনুরূপ অর্জনা করা অবশ্য কর্তব্য । পিতা প্রসন্ন হইলে প্রজাপতি, মাতা প্রসন্ন হইলে বসুমতী এবং উপাধ্যায় প্রসন্ন হইলে ব্রহ্ম প্রীতি লাভ করিয়া থাকে । অতএব পিতা ও মাতা অপেক্ষা উপাধ্যায়ই পূজ্যতম । শিক্ষকগণের অর্জনা করিলে, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ নাতিশয় সন্তুষ্ট হন । অতএব কোনরূপেই গুরুকে অবজ্ঞা করা কর্তব্য নহে । উপাধ্যায়গণ শিক্ষাপ্রদানবশতঃ যাদুর্গ পূজ্য পিতা-মাতা তাদৃশ নহেন । উপাধ্যায়দিগের কার্য্যে দোষাচার্য্য করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে । তাহাদিগের সংকার করিলে, দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন । যাহারা শিক্ষক, পিতা ও মাতার অর্জনস্খাচরণ বা অনিষ্টচিন্তা করে ; যাহারা পিতা মাতার যত্নে প্রতিপালিত ও পরিবদ্ধিত হইয়া তাহাদিগের ভরণপোষণে বিরত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই জীবহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে । এই ভূমণ্ডলে আর কাহাকেও তাহাদিগের অপেক্ষা পাণ্ডায়া বলিয়া গণনা করা যায় না । নিএজ্রোহী, কুঠল্ল, স্ত্রীবাচক ও গুরুহত্যা-কারী এই চারি ব্যক্তির নিকৃষ্টি দোষাও শুনিতে পাওয়া যায় নাই : হে ধর্মরাজ ! এক্ষণে ইহলোকে অনুধ্যাদিগের বাহ্য কর্তব্য, ধর্ম্মানুসারে সংক্ষেপে তাহার সারংশ বর্ণন করিলাম । ইহা অপেক্ষা মঙ্গলজনক আর কিছুই নাই ।

—•••—

নবাবিকশততম অধ্যায় । ১০৯ ।

সুদৃষ্টিগ কহিলেন, পিতামহ ! মর্দুয়া ধর্ম্মপথে থাকিবার অভিলাষ করিলে, কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে ? সত্য ও মিথ্যা সমস্ত জগৎকে সন্নাহৃত করিয়া পরিচাছে ; ধর্ম্মাভিলাষী ব্যক্তির এই উভয়ের মধ্যে কি আশ্রয় করা কর্তব্য ? সত্য কি ? মিথ্যা কি ? সনাতন ধর্ম্ম কাণ্ডকে বলে এবং কোন্ সময়ে সত্য আর কোন্ সময়েই বা মিথ্যা কথ্য কহিতে হয়, সেই সমস্ত বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! সত্য বাক্য প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; সত্যের তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই । এক্ষণে আমি সর্ব্বলোকের দুঃক্লেশ বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে এবং মিথ্যা

সত্যরূপে পরিণত হয়, সেই স্থানে সত্য বাক্য প্রয়োগ না করিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় । এই প্রকারে যিনি সত্য মিথ্যাবিচারে সমর্থ হন, তিনিই জনসমাজে ধর্মপরায়ণ বলিয়া পরিগণিত হন । হিংস্রস্বভাব অসচ্চরিত্র ব্যক্তি ও অন্ধনামা বলাক ব্যাধের ন্যায় স্বর্গলাভ করিয়া থাকে । মূঢ় ব্যক্তির ধর্মকাম হইয়াও ধর্মশীল হইতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু গঙ্গা-তীরস্থিত উল্লুক ধর্মকাম না হইয়াও অসংখ্য ভুজস্বপ্ননিবন্ধন বিপুল পুণ্য লাভ করিয়াছিল । যথার্থ ধর্ম নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য । জীবগণের অভ্যাস, ক্রেশনিবারণ ও পরিভ্রাণের জন্যই ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে ; অতএব প্রজ্ঞাশালী ব্যক্তি দ্বারা অভ্যাসশালী, ক্রেশবিগীন ও পরিভ্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই যথার্থ ধর্ম বলা যায় । কেহ কেহ ক্রতিনির্দিষ্ট কার্য্যমাত্র-কেই ধর্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না । যাহারা ক্রতিনির্দিষ্ট সমস্ত কার্য্যকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার না করেন, তাহাদিগকে আনন্দা নিন্দা করি না । কারণ, ক্রতিনির্দিষ্ট সমস্ত কর্ম্মই কদাপি ধর্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে না । দস্যুগণ পরধন অপহরণার্থ তাহার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে, উহাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ না করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম । ঐরূপ স্থলে মোনাবলম্বী হইলে যদি পরধন রক্ষা হয়, তাহা হইলে তাহাই করিবে । আর যদি মোনাবলম্বী হইলে দস্যুগণ সন্দেহ করে, তাহা হইলে সে স্থলে মিথ্যা কথা কহিবে ; তাহাতে অণুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই । অধিক কি, ঐরূপ স্থলে শপথ করিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে । সঙ্গতি থাকিলেও তত্ত্বরগণকে ধন দান করা নিতান্ত অকর্তব্য । ঐ পাপাত্মাদিগকে দান করিলে দাতাকে নিশ্চয়ই বিপদাপন্ন হইতে হয়, উভয় যদি ধনদানে অসমর্থ অধর্মগণকে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ঋণ হইতে মুক্ত করিবার বাসনা করিয়া ধর্মার্থিকরণে সাক্ষীদিগকে আহ্বান পূর্বক সত্য কথা কহিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে সাক্ষীদিগের সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য । ঐরূপ স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে মিথ্যাবাদী হইতে হয় ; কিন্তু বিবাহ ও জীবনসংশয় সময়ে মিথ্যা কথা বলা দোষাবহ হয় না । অন্যের অর্থরক্ষা, ধর্মবৃদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা অকর্তব্য নহে । অস্বীকার করিলে তাহা প্রতিপালন করা অবশ্য বিধেয় ; যে ব্যক্তি ধর্ম্যানুগত নিয়মের বিপরীতক্রমে করে, তাহাকে যথাবিধি রাজদণ্ড দ্বারা দণ্ডিত করা কর্তব্য । শঠ ব্যক্তিগণ পরিত্যাগ পূর্বক আত্মরক্ষা অবলম্বন করিয়া

জীবন ধারণ করে; অতএব যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন, উহাদিগের দণ্ডবিধান করা উচিত। ঐ পাপাঙ্গারী ধনকে সৰ্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া গণনা করিয়া থাকে। উহারা প্রেততুল্য, অপাংক্তেয়, বাগ যজ্ঞবিহীন, তপঃপরাজুত এবং দেবতা ও মনুষ্যের প্রতিকূলাচারী; অতএব উহাদিগের সহিত কিছুমাত্র সংশ্রব রাখা বিধেয় নহে। উহারা অর্থনাশ হইলে, জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে। উহাদিগকে যত্নসহকারে ধৰ্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করা বিধেয়। উহাদিগের মধ্যে কাহারও ধৰ্ম্মজ্ঞান নাই। উহাদিগকে সংহার করিলে, জীবহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ, উহারা স্ব স্ব ধৰ্ম্মপ্রভাট্টে নিহত হয়; সুতরাং উহাদিগকে যে বিনাশ করে, তাহার জীবহত্যাজনিত পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা কি? বাহা হউক, উহাদিগকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করা অকর্তব্য নহে। শঠ ব্যক্তিগণ কাক গৃধ্রের সদৃশ; উহারা কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বায়সাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে প্রকার ব্যবহার করিবে, তাহার সহিত সেই প্রকার ব্যবহার করাই বিধেয়। যে ব্যক্তি মায়াবী, তাহার সহিত শঠতাচরণ এবং যে ব্যক্তি সাধু, তাহার সহিত সরল ব্যবহার করাই কর্তব্য।

-০\*০-

### দশাধিকশততম অধ্যায়। ১১০।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জীবগণ নানা প্রকার সাংসারিক ভারে মাতিশয় ক্লিষ্ট হইলে, যে উপায় দ্বারা দুৰ্গম বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ! যে ব্রাহ্মণগণ বিধানানুসারে আশ্রমে বাস করিয়া থাকেন, বাহারা অহঙ্কার পরিত্যাগ, লোভাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংযম ও কটু বাক্য সহ্য করেন, কেহ হিংসা করিলেও তাহার প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হন না, অর্থপ্রার্থনার বিমুখ হইয়া দান ও সৰ্ব্বদা অতিথি সেবা করিয়া থাকেন, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও ধৰ্ম্মপরায়ণ হইয়া পরম যত্ন পূর্বক পিতা মাতার শুশ্রূষা করেন এবং দিবাভাগে কদাচ নিদ্রিত হন না, তাহারাই হস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। যে ভূপতিগণ কায়মনোবাক্যে কদাচ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না; বাহারা সকলের প্রতিই অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন;

যাহারা রোগোণ্ড ও লোভপ্রভাবে অর্থ সংগ্রহ করেন না; যাহারা অগ্নিহোত্রসম্পন্ন ও সর্বদা সাবধান হইয়া নিজ নিজ বিষয়রক্ষায় আসক্ত থাকেন; যাহারা পরদারাভিমর্ষণে নিরত হইয়া ঋতুকালে আপন আপন ধর্ম্মপত্নীতে গমন ও মৃত্যুভয় পরিহার পূর্ব্বক সমরাস্থানে ধর্ম্মানুসারে জয়লাভ করিতে বাসনা করেন; যাহারা জীবনসংশয় উপস্থিত হইলেও যিথ্য। বাক্য প্রয়োগ করেন না; যাহারা মানবগণের আদর্শ-স্বরূপ; যাহাদিগের সমস্ত কার্য্যই অবিশ্বাসের অযোগ্য এবং যাহাদিগের অর্থ সংগ্রহেই ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাঁহারাই দ্রুতর বিষয় অতিক্রম করিতে পারেন। যে ব্রাহ্মণেরা অনধ্যায় সময়ে অধ্যয়ন করেন না, যাহারা বাল্যকালাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তপোব্রতান, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য বিদ্যাভ্যাস সমাধানান্তে জ্ঞান করিয়া থাকেন; যাহারা রজঃ ও তমোগুণের বশবর্ত্তী না হইয়া একমাত্র সত্ত্ব গুণেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন; যাহাদিগের হইতে কাহারই অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হয় না; যাহারা কোন ব্যক্তি হইতে ভীত হন না ও সকলকেই আপনায় ন্যায় সন্দর্শন করিয়া থাকেন; যাহারা পরশ্রী দর্শনে সন্তুষ্ট ও কুংসিত আচারে প্রবৃত্ত হন না; যাহারা সকল দেবতাকে নমস্কার ও প্রদ্বাসহকারে সমুদায় ধর্ম্ম শ্রবণ করেন; যাহারা আপনাদিগের মানসস্ত্রমের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না; যাহারা মান্য ব্যক্তিকে নমস্কার ও যথোচিত সম্মান করেন; যাহারা তপস্যাধী হইয়া বিদ্বদ্ভ্যন্তঃকরণে প্রত্যেক তিথিতে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন, আপনায় ক্রোধ সংযম, অন্যের ক্রোধাপনয়ন ও জন্মাবধি মদ্যমাংসের প্রতি বিশেষরূপ অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং যাহারা জীবনধারণার্থ ই ভোজন, পুত্রোৎপাদনার্থ ই ভার্য্যাভিগমন ও সত্যাবাক্য প্রয়োগার্থ ই বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহারা হ্রুতর বিষয় অতিক্রম করিতে পারেন।

হে ধর্ম্মরাজ! আর এই যে মহামতি বাসুদেব এ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, ইনি আমাদিগের পরম সূক্ষ্ম, ভ্রাতা, মিত্র ও সখ্যকী। ইনি স্বেচ্ছানুসারে এই সমুদায় লোককে চক্ষুর ন্যায় পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। ইনি লোকের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানার্থ সর্বদা যত্ন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক এই সর্বজীবের ঈশ্বর সমুদয় জগতের স্রষ্টা অক্ষয় পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করে, সে অনায়াসেই দ্রুতর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা এই দুর্গাতিতরণ পার্থ ও ব্রাহ্মণদিগের নিষ্কট বর্ণন করেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে শ্রবণ করান,

তাহারান্ত্র দুল্লর বস্তু অতিক্রম করিতে পারেন। হে যুধিষ্ঠির! মানবগণ যে প্রকারে ইহলোকে ও পরলোকে দুল্লর বিষয় সমুত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম।

### একাদশাধিকশততম অধ্যায় । ১১১ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! অনেকানেক শাস্ত্রপ্রকৃতি লোককে শাস্তের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। আমি কিপ্রকারে তাদৃশ ব্যক্তিদিগের যথার্থ প্রকৃতি জানিতে পারিব?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে ব্যাস গোমায়ুসম্বাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে অতি সমৃদ্ধিশালী পুরিকা নগরীতে পৌরিক নামে এক পরশ্রীকাতর ক্রুরস্বভাব ভূপতি ছিলেন। তিনি কিছুদিন পরে কলেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া আপনার কর্ম্মক্ষেত্রে শৃগাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মে তাহার পূর্বজন্মের সমৃদ্ধি স্মরণ হওয়াতে স্মৃতিশয় নির্দোষ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সমস্ত জ্ঞানীর প্রতি দয়াশীল, সত্যপরায়ণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মাংসাহার পরিহার পূর্বক যথাসময়ে স্বয়ংনিপতিত কলভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। তিনি শ্মশানে শৃগাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানেই অন্যান্য গোমায়ুদিগের সহিত অবস্থান করিতেন; জন্মভূমির স্নেহবশতঃ অন্য স্থানে গমন করিতে অভিলাষ করেন নাই। একদিন তাহার স্বজাতীয় শৃগালগণ তাহার বিশুদ্ধ ভাব মন্দর্শনে ঈর্ষাপর-বশ হইয়া তাহার বুদ্ধিবৈপরীত্য জন্মাইবার বাসনার কহিল, ভাই! তুমি কি নির্দোষ! তুমি নিরমাংসাভিলাষী শৃগালযোনি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই ঘোরতর শ্মশানভূমিতে অবস্থান পূর্বক শুদ্ধভাবে কাশ্যপান করিতে বাসনা করিতেছ? যাহা হউক, এক্ষণে বিশুদ্ধ ভাব পরিহার পূর্বক আমা-দিগের সম্মান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মাংস ভোজন করিতে আরম্ভ কর। আমরা তোমাকে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিব।

তখন সেই বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন শৃগাল স্বজাতীয় গণের বাক্য শ্রবণ পূর্বক সমাহিত চিত্তে যুক্তিগত বচনে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বন্ধু-গণ! কুৎসিত বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে, কুৎসিত কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আমার মতে কদাচ যুক্তিগত ভাবে পাবে না। চরিত্রই লোকের সাধুতা ও অসাধুতা সম্পাদন করে। এক্ষণে যাহাতে

আমার যশ চারি দিকে বিস্তীর্ণ হয়, আমি তাহাতেই যত্ববান হইতেছি। আমি এই ঘোরতর ঋণামভূমিতে অবস্থান করিতেছি বটে, কিন্তু ধর্ম-বিষয়ে আমার যে স্থির সিদ্ধান্ত আছে, তাহা শ্রবণ কর। আমরা হই-তেই কর্মফল উপন্ন হইয়া থাকে। কেবল আশ্রমে অবস্থান করিলেই ধন্যাচরণ করা হয় না। যদি কেহ আশ্রমমধ্যে অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মহত্যা করে, আর যদি কেহ আশ্রমভিন্ন অন্যস্থানে থাকিয়া গো দান করে, তাহা হইলে কি সেই ব্রহ্মহত্যাকারীকে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না এবং গোদানকর্তার দান কি নিষ্ফল হইবে? তোমরা কেবল লোভ-প্রভাবে উদ্বারপুরে চেষ্টায় আগত হইয়া একবারে বিমুক্ত হইয়াছ। পরিণামে যে সমুদ্র দোষ ঘটিবে, মুক্ত ব্যক্তিগণ তাহা কিছুই জানিতে পারে না। আমি এক্ষণে উভয় লোকে অসন্তোষজনক অতি নিন্দনীয় ধর্মহানিকর অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াই চুপ্চাপ হইতে বিরত হইয়াছি।

হে ধর্মরাজ! ঐ সময় এক মহাবৃদ্ধ পরাক্রান্ত ব্যাঘ্র সেই ঋণামে অবস্থান করিতেছিল। সে ঐ বিশুদ্ধভাব শৃংগলের বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাহাকে অতি সচ্চরিত্র ও পণ্ডিত বিবেচনা করিয়া সামান্যদারে অর্চনা করত অমাত্যপদে অভিষেক পূর্বক কহিল, হে মহাম্মন! আমি তোমার স্বভাব পরিজ্ঞাত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি যেচ্ছানুগারে আমার বিহার করিয়া আমার সহিত রাজকার্য্য পর্যালোচনা কর। আমাদের প্রকৃতি অতিশয় উগ্র; অতএব তুমি আমার নিকট মুহূর্ত্তাব অবলম্বন করিলে অনায়াসেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে।

তখন গোমায়ু, ঐ ব্যাঘ্রের বাক্যে সমাদর করিয়া ঈষৎ নম্রবদনে কহিল, মুগেন্দ্র! আপনি যে ধর্ম্মার্থকুশল বিশুদ্ধস্বভাব সহায় লাভের অভিলাষ করিয়াছেন, ইহা আপনার উপযুক্তই হইয়াছে। আপনি অমাত্য ব্যতিরেকে অথবা জীবননাশক ঐষ্ট অমাত্যের সাহায্যে কদাপি আধিপত্য সংস্থাপন করিতে পারবেন না। অনুরক্ত, নীতিজ্ঞ, দুরভি-সংকিশূন্য, জিগীষাপরবশ, লোভবিহীন, ছলগ্রাহী ও হিতসাধনতৎপর সহায়গণকে আচার্য্য ও পিতার ন্যায় পূজা করা কর্তব্য। যাহা হউক, এক্ষণে আমি যাহাতে সন্তুষ্ট নহি, সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আমার অভিরূচি নাই; আমি আপনার আবাসে অবস্থান পূর্বক ঐশ্বর্য্য বা সুখভোগ করিতে অভিলাষ করি না। আপনার পুরাতন ভৃত্যদিগের স্বভাবের সহিত আমার স্বভাবের ঐক্য হইবে না। তাহার। আমার নিমিত্ত হুচরিত্র হইয়া আপনার সহিত আমার ভেদোৎপাদন করিয়া



দিবে, সন্দেহ নাই। মহৎ ব্যক্তির অধীনতাও প্লাবনীয় নহে। যে ব্যক্তি দীর্ঘদর্শি ও উৎসাহগুণে বিভূষিত হয় এবং অন্ধকে ভুরি ভুরি দান ও গাণ্ডাদিগের প্রতি অনৌক্ত্য প্রকাশ করে, সেই বথার্থ মহাত্মা। আমি মিথ্যা ব্যবহারে পারদর্শী বা অল্পে সন্তুষ্ট নহি এবং কখন কাহার সেবা করি নাই। সুতরাং তাহাতে অভিজ্ঞ নহি। চিরকাল স্বেচ্ছানুসারে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছি। ভূপতির নিকট অবস্থান করিলে, অন্যকৃত নিন্দানিবেদন বিলম্ব ক্রোধ ভোগ করিতে হয় এবং অরণ্যবাসীদিগের সহিত বাস করিলে, নির্ভয়ে ব্রতচর্যাदि কার্যের অনুষ্ঠান করা যায়। ভূভাগ্য নরপতির আহ্বান শ্রবণে যে প্রকার শঙ্কিত হইয়া থাকে, সন্তুষ্টচিত্ত কলম্লাহারী বনচারীগণ কদাপি সে প্রকার ভীত হন না। অনায়াসলব্ধ সলিল ও ভয়মঙ্গুল সুস্বাদু অন্ন এই উভয়েই মধ্যে বাহাতে ভয়ের বিষয় নাই, আমার মতে তাহাই সুখাবহ। ভূতাবর্গের মধ্যে অনেকা-নেক লোকই মিথ্যাপবাদে দূষিত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অতি অল্প লোকই বথার্থ দোষে দূষিত হয়। বাহা হউক, যদি আপনি আমাকে নিতান্তই অমাত্যপদে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনাকে ক্ষেপ ব্যবহার করিতে হইবে, অগ্রে তাহা নির্দ্ধারিত করুন। হে রাজনু! আমি বেহিতজনক কথা কহিলি, আপনাকে তাহা যত্নসহকারে শ্রবণ করিতে হইবে এবং আপনি যে বৃত্তি বিধান করিয়া দিবেন, কদাচ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি আপনার অন্যান্য অমাত্যবর্গের সহিত কদাচ মন্ত্রণা করিব না, তাহা হইলে তাহার মন্তব্য-লাভকামনার আমার উপর বৃথা দোষারোপ করিবে। অতএব আমি কেবল নির্জনে আপনার সহিত সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিব। আপনার জ্ঞানীকার্য উপস্থিত হইলে, আপনি আমাকে হিতাহিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না এবং রোষভরে আমার প্রতি বা আমার সহিত মন্ত্রণার পর অন্যান্য মন্ত্রীদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন না।

শূগল এইরূপ কহিলে পর, ব্যাঘ্র তাহার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করিল। তখন ব্যাঘ্রের পুরাতন ভূভাগ্য শূগলের সমাদর সন্দর্শনে সকলে সনবেত হইয়া পদে পদে তাহার বিদ্যেবাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দুরাত্মা গোমায়ুর মন্ত্রণাবলে মাংস হরণে অসমর্থ হইয়া আপনাদের উন্নতিবাসনার প্রথমতঃ মিত্রভাবে তাহাকে সাস্থ্য ও প্রসন্ন করিয়া প্রভুতর ঐশ্বর্য প্রদান ও নানাবিধ প্রলোভন বাক্য দ্বারা প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বহুদর্শী শূগল

কোনক্রমেই ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইল না । তখন তাহার শৃগালকে সংহার করিবার নিমিত্ত সকলে মিলিত হইয়া ব্যাঘ্রের আহ্বানার্থ সমাহৃত উৎকৃষ্ট মাংসরাশি গ্রহণ করিয়া শৃগালের গৃহে অবস্থাপিত করিল । ভেদবুদ্ধিবিমুখ শৃগাল আপনার গৃহে সেই মাংস সন্দর্শন করিয়া, উহা কি জন্য সমানীত হইয়াছে, অহা সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াও বন্ধুবিচ্ছেদ-ভরে প্রকাশ করিল না ।

অনন্তর ব্যাঘ্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভোজনার্থ গাত্ৰোত্থান করিল, কিন্তু আহারসম্পাদনার্থ সমাহৃত মাংসের কিছুমাত্র দেখিতে না পাইয়া সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া কহিল, অমাত্যগণ ! যে দুরাত্মা আমার মাংস অপহরণ করিয়াছে, সত্বরে তাহার অনুসন্ধান কর । সেই সময় ধূর্তগণ ব্যাঘ্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, মূগরাজ ! আপনার প্রাজ্ঞাভিমানী মন্ত্রীই সেই গেই মাংস অপহরণ করিয়াছেন । ব্যাঘ্র তাহাদিগের মুখে শৃগালের সেই অবিবেচনার কাহ্য শ্রবণ করিয়াই নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে সংহার করিতে অভিলাষী হইল । ব্যাঘ্রের পুঙ্খ মন্দিগণ তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, মূগেন্দ্র ! আপনার মন্ত্রী শৃগাল আমাদের সকলেরই জীবিকা বিলুপ্ত করিবার অভিলাষ করিয়াছে । ঐ দুরাত্মা যখন আপনার সহিত এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছে, তখন তাহার কিছুই অকার্য্য নাই । পূর্বে আপনি আমাদের মুখে তাহার স্বভাবের বিষয় যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র শংশয় করিবেন না । তাহার বাক্য ধার্ম্মিকের ন্যায়, কিন্তু তাহার স্বভাব অতি ভয়ানক । ঐ কপট ধম্পরায়ণ পাপস্বভাব দুরাত্মা আপনার ভোজন ব্যাপার সম্পাদনার্থই পরিশ্রমসহকারে ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছেন । যদি এই উপস্থিত বিষয়ে আপনার অবিশ্বাস হয়, তবে আপনি ঐ বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন । ব্যাঘ্রের পুঙ্খতন অমাত্যগণ এই কথা বলিয়া শৃগালের গৃহস্থিত মাংসভার আনয়ন পূর্বক রাজ্যটিকে প্রদর্শন করিল । তখন ব্যাঘ্র সেই শৃগালের গৃহস্থিত মাংস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রোধাকুলিতলোচনে পুরাতন মন্ত্রীদিগকে কহিল, তোমরা শীঘ্র ঐ দুরাত্মা শৃগালকে সংহার কর ।

তখন ব্যাঘ্রমাতা তাহার ঐ অহুজ্জা শ্রবণ করিয়া তাহাকে হিতোপদেশ প্রদান করিবার মানসে তথায় আগমন পূর্বক কহিল, বৎস ! তুমি তোমার এই সমুদয় পুঙ্খতন অমাত্যগণের কপটবাক্যে কদাচ বিশ্বাস করিও না । অগাধ ব্যক্তিগণ সাধুদিগকে কাণ্যদোষে দূষিত করিয়া থাকে । হৃদয়ের স্বভাবই এই যে, তাহার অন্যের উন্নতি সহ্য করিতে

নমর্থ হয় না। শত্রুতা স্বার্থান্বেষিত বিগৃহ্যভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরও দোষোৎপাদন করিয়া থাকে। তপোব্রতান্বেষিত অরণ্যবাসী মুনিগণেরও শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ উৎপন্ন হয়। আর এই অবনীমণ্ডলে প্রায়ই নির্দোষ ব্যক্তিগণ লুক্কপ্রকৃতিদিগের, বলবানেরা হুর্ললগণের, পণ্ডিতগণ মূর্খগণের, ধনবানেরা নির্ধনদিগের, আশ্রমপরাগণ-দিগের এবং রূপবানেরা বিরূপদিগের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। অনেক লুক্কপ্রকৃতি কাণ্ডজ্ঞানবিহীন কপট পণ্ডিতগণ দ্বেষগুরু বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান নির্দোষ ব্যক্তিরও দোষোদ্ঘোষণ করেন। তুমি তোমার নন্দী শৃগালকে মাংস প্রদান করিলেও সে তাহা গ্রহণ করে না; আচ্ছ, যে, সে তোমার অসাক্ষাতে মাংস অপহরণ করিয়াছে, ইহা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? অতএব প্রথমে ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করা তোমার কর্তব্য। এই অবনীমণ্ডলে অনেকানেক অসভ্য লোক সভ্যর ন্যায় এবং অনেকানেক সভ্য লোক অসভ্যর ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে; সুতরাং উহাদের স্বভাবের পরীক্ষা করা বিজ্ঞগণের উচিত। গগনমণ্ডলে কটাহের ন্যায় এবং খদ্যোতকে ছতাসনের ন্যায় দীপ্তি সম্পন্ন দেখা যায়; কিন্তু বস্তুর গগনে কটাহ ও খদ্যোতে অগ্নি নাই। অতএব প্রত্যক্ষ বস্তুরও সর্বশেষ পরীক্ষা করা আবশ্যিক। পরীক্ষা করিয়া যে বস্তুর স্বার্থার্থ অবগত হওয়া যায়, তন্মিত্র আর অমিত্র্যাপ করিতে হয় না।

হে বৎস! অধীনস্থ ব্যক্তিকে সংহার করা প্রভুর পক্ষে কঠিন নহে; কিন্তু তাহার ক্ষমাশুণ্যই প্রশংসনীয় ও বশস্বর। তুমি তোমার সুহৃৎ শৃগালকে প্রধান অমাত্যপদে সংস্থাপন করিয়াছ বলিয়া এক্ষণে সর্বনাশারূপে তোমার বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছে; সংপাঙ্ক প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত কঠিন। অতএব তুমি কোনক্রমেই অমাত্যের জীবন দণ্ড করিও না। যে ব্যক্তি নির্দোষ ব্যক্তিকে অন্যের আরোপিত দোষে দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই নির্দোষকে সত্ত্বরেই বিনষ্ট হইতে হয় এবং তাহার আশ্রিত অমাত্য গণও দোষে লিপ্ত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্ম জননী তাহাকে এই প্রকার হিতোপদেশ প্রদান করিতেছে, এমন সময়ে শৃগালের এক গুরু ধার্মিক চর আসিয়া শৃগালকে শত্রুপক্ষ যে প্রকার কপটজাল বিস্তার করিয়াছিল, সেই সময়ে ব্যাভ্রের নিকট নিবেদন করিল। তখন মৃগরাজ গোমায়ুর সচরিত্রতার বিষয় শ্রবণে সান্ত্বিত হইয়া বখোচিত উপচারে সংকার করিয়া শৃগালকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নীতিশাস্ত্রবিদগণ শৃগাল চৌরাপ-

বান্ধবশতঃ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রায়োপবেশন করিবার নিমিত্ত মৃগরাজের অনুমতি প্রার্থনা করিল। ব্যাঘ্র গোমায়ুর বাক্য শ্রবণে 'প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে পুনর্বার অর্চনা করত বারংবার সেই অধ্যবসায় হইতে নিবারণ করিতে লাগিল। তখন শৃগাল ব্যাঘ্রকে আপনার প্রতি একান্ত স্নেহপরতন্ত্র দেখিয়া প্রণিপাত পূর্বক বাৎসল্যবচনে কহিল: মৃগেন্দ্র! আপনি অগ্রে আমার বিলক্ষণ সমাদর করিতেন; কিন্তু এক্ষণে আমার সান্তিশয় অবমানিত করিয়াছেন; সুতরাং আমি আপনার নিকট আর অবস্থান করিতে পারি না। যে সমুদায় ভৃত্য অসন্তুষ্ট, স্বপদচ্যুত, অবমানিত, হতসর্কস্ব, প্রতারিত, দুর্বল, লুপ্ত, ক্রুদ্ধ, ভীত, অভিমানী নির্দিয়, সতত সন্তপ্ত ও ব্যসনাশক্ত হয়, এবং যাহারা সতত প্রভুর অন্তরালে অবস্থিতি করে, তাহারা সকলেই শত্রু তুল্য। তাহারা কদাপি প্রভুর প্রতি প্রীতি হয় না। আমি এক্ষণে অবমানিত ও স্বপদচ্যুত হইয়াছি; সুতরাং আপনি আমাকে কি প্রকারে আর বিশ্বাস করিবেন? আর আমিই বা কি প্রকারে আপনার নিকট অবস্থান করিব? আপনি আমাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া কাণ্ডাদক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে আপনিই আবার নির্দিষ্ট শিশু-উল্ল-জন পূর্বক আমাকে অবমানিত করিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তির সত্য-মধ্যে যাহাকে একবার সচ্চরিত্র বলিয়া সমাদর করেন, তাহার দোষ প্রত্যাশন করা তাহার নিতান্ত অকর্তব্য। বাহা হউক, এক্ষণে আমি অবমানিত হইয়াছি! সুতরাং আপনি আমার প্রতি আর বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করিলে, আমারও বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন জন্মিবে। বিশেষতঃ আপনি আমা হইতে ও আমি আপনা হইতে সতত শঙ্কিত থাকিলে, অনেকেই আমাদিগের রক্ষাস্বার্থে প্রবৃত্ত হইবে। দেখুন, যে ব্যক্তি একবার বিরক্ত হইয়াছে, তাহাকে পরিতুষ্ট করা নিতান্ত মুকঠিন। বিরক্ত ব্যক্তির সন্তোষসাধন করিতে হইলে, নানাপ্রকার ছল প্রকাশ করিতে হয়। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যাহার সহিত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে বশীভূত করা এবং যে ব্যক্তি নিতান্ত অচ্যুত, তাহাকে বিরোজিত করা উভয়ই মুকঠিন। বিরক্ত ব্যক্তিকে পুনর্বার আয়ত্ত করিলে, তাহার যে প্রীতি জন্মে, তাহা কপটতাপূর্ণ, সংশয় নাই। কোন ভৃত্যই স্বার্থবিহীন হইয়া প্রভুর হিতসাধন করিষ্টে বাসনা করে না। সকলেই স্বার্থসম্পাদনে তৎপর। ভৃত্যের প্রভুর প্রতি যথার্থ হিতবুদ্ধি অত্যন্ত হ্রাস্ত, সন্দেহ নাই। যে রাজার

মন অতিশয় চঞ্চল, তিনি লোকের স্বভাব পরীক্ষা করিতে পারেন না । এক শত লোকের মধ্যে এক জনমাত্র কার্যদক্ষ ও ভয়বিহীন হইয়া থাকে । মনুষ্যের বুদ্ধিলাঘব প্রযুক্তই সহসা অধিকার লাভ, অধিকার পরিত্যাগ, শুভাশুভ কার্যো হস্তক্ষেপ ও মহত্ত্ব প্রাপ্তির অভিলাষ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই । জ্ঞানসম্পন্ন শৃগল ব্যাধিকে এই প্রকারে ধর্ম্যনামার্থসম্ভূত উপদেশ প্রদান দ্বারা প্রসন্ন করিয়া অরণ্যে গমন পূর্বক প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ ও সুরলোকে গমন করিল ।

### দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় । ১১২ ।

বুদ্ধিষ্টি কহিলেন, পিতামহ ! ভূপালগণের কোন্ কোন্ কার্যের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ? তাঁহারা কি করিলে স্থলাভে সমর্থ হন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ভূপতিদিগের যে যে কার্য্য কর্তব্য এবং যে কার্য্য করিল, তাঁহাদের স্থলাভ হয়, তাহা বর্ণন করিবার উপলক্ষে আমি উষ্ট্রের ইতিহাস অবিকল কহিতেছি, শ্রবণ কর । সত্যযুগে এক জাতিস্বর মহাকার উষ্ট্র কাননমধ্যে কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্বক তপস্যা করিত । অনন্তর সৰ্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার তপোমুষ্ঠান দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন । তখন উষ্ট্র কহিল, ভগবন্ ! আপনাত কৃপাবলে আমার এই গ্রীবা শত যোজন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হউক । ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মা উষ্ট্রের প্রার্থনা শ্রবণে তথাল বসিয়া স্বীকার করিলেন । উষ্ট্রও স্বীয় অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়া অরণ্যে গমন পূর্বক নিশ্চিন্তাস্তঃকরণে আলস্যে কালাতিপাত করিতে লাগিল । বরপ্রাপ্তির দিবসাবধি তাঁহার আহারার্থ এক দিনও অন্য স্থানে গমন করিতে অভিলাষ হয় নাই ।

‘এক দিন সেই উষ্ট্র নিশ্চিন্ত চিত্তে শতযোজন বিস্তৃত গ্রীবা প্রসারিত করিয়া পর্য্যটন করিতেছে, এমন সময়ে প্রচণ্ড বায়ু সমুখিত হইল । তখন সেই নির্ঝোষ পশু আপনাত মস্তক ও গ্রীবা গিরিশৃঙ্গের সংস্থাপন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিল । অনন্তর জলদজ্বাল হইতে নিরন্তর বাঁরিধারা নিপতিত হওয়াতে সমস্ত পৃথিবী জলে প্রাবৃত হইল । ঐ সময় এক মাংসজীবী শৃগল শীতাদিত, ক্ষুধাদিত ও সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া

দ্বীপ ভাৰ্য্যার সহিত সেই গুহামধ্যে প্রবেশ পূৰ্বক উদ্ভূত দেখিতে পাইয়া তাহার গ্রীবা ভোজন করিতে লাগিল । তখন নিরোধ উদ্ভূত আপনার ঐকুপ দুর্দশা সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত হুঃখিত হইয়া একবার উক্কে ও একবার অধোভাগে গ্রীবা নিক্ষেপ করত উহা সঙ্কুচিত করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকাৰ্য্য হইতে সমর্থ হইল না । শৃগাল আপনার ভাৰ্য্যার সহিত পরম সুখে তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন সংহার পূৰ্বক বৃষ্টিবর্ষাবসানে গুহা হইতে প্রস্থান করিল ।

হে ধৰ্ম্মরাজ ! এই প্রকারে সেই নিরোধ উদ্ভূত আলস্যপরাশ্রয় হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছিল । অতএব তুমি আলস্য পরিত্যাগ পূৰ্বক ইন্দ্রিয়দমনে যত্নবান্ হও । মহাত্মা মনু বুদ্ধিকেই জয়লাভের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কাৰ্য্যসাধনবিষয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বাল মধ্যম ও পাদচারণ প্রভৃতি অৰ্থম উপায় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । কাৰ্য্যদক্ষ জিতে-দ্রিয় ব্যক্তিরাই রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন । মনুর মতে গৃঢ় মন্ত্ৰণা-প্রবণনিরত সহায়সম্পন্ন ধনলোলুপ পুরুষেরা বুদ্ধিপ্রভাবেই জয়লাভ করে । যাঁহারা বিশেষ বিবেচনা পূৰ্বক কাৰ্য্য করিয়া থাকেন, ইহলোকে তাঁহারা ই অর্থ লাভ করিতে পারেন । সহায়সম্পন্ন ব্যক্তি অন্যায়সে সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হন । হে ধৰ্ম্মরাজ ! পুরাতন বিধিদর্শী সাধুলোকেরা যে প্রকার করিয়া গিয়াছেন, আমি শাস্ত্রানুসারে তোমাকে সেই প্রকার উপদেশ প্রদান কারলাম ; এক্ষণে তুমি বুদ্ধি পূৰ্বক সৰ্ব্ব কাৰ্য্যের অনু-ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ।

### ত্রয়োদশাধিকৃষ্টতম অধ্যায় । ১১৩ ।

মুখিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! সহায়বিহীন ভূপতি হৃল্লভ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রবল শত্রুর সাহচ্য কি প্রকার ব্যবহার করিবেন ? তাহা বর্ণন করুন ।

— ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি এই উপলক্ষে সাগর ও নদীগণের সংবাদনামক এক পুরাতন হাতহাগ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূৰ্বে দানবদিগের আশ্রয়ভূত সুরিংগতি সাগর সংশ্রাপন্ন হইয়া নদীগণকে কহিয়াছিলেন, হে শ্রোতৃস্বতীগণ ! তোমরা প্রবাহ দ্বারা অসংখ্য বৃহৎ বৃহৎ পাদপকে মূল ও শাখার মাইত উন্মূলিত করিয়া আনয়ন করিতেছ,

কিন্তু তোমাদিগকে কখনই একটিও বেতস আনয়ন করিতে দেখি নাই, উহার কারণ কি? তোমাদিগের কুলসঙ্ঘাত বেতস সমুদয় অসার ও ও অন্নাকার বলিয়া কি তোমরা ঐ সকলকে অবজ্ঞা কর, অথবা উহারা তোমাদিগের কোন কার্য সম্পাদন করে বলিয়া উহাদিগকে উন্মূলিত করিতে বিরত হও। যাহা হউক, এক্ষণে তোমরা কি কারণে একবারও বেতস আনয়ন কর না, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। তখন ভাগীরথী সদর্শসম্পন্ন যুক্তিগুক্ত বাক্যে সরিৎপতিকে কহিলেন, নাথ! অন্যান্য বৃক্ষ সকল এক স্থানে গুরুভাবে অবস্থান করিয়া আমাদিগের প্রতিকূলচরণ করে, কিন্তু বেতস সকল সেরূপ নহে। তাহারা নদীবেগ সমাগত দেখিয়াই অবনত হয় এবং প্রবাহ অতিক্রান্ত হইলেই স্বস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। আমরা উহাদিগকে কালজ, সঙ্কতজ, বশ্য, অনুদ্ধত ও অনুকূল বলিয়া উন্মূলিত করি নাই। বস্তুতঃ যে সমুদয় ওষধি, বৃক্ষ ও গুল্ম বায়ু বা সলিলের বেগে অবনত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে উন্মূলিত হইতে হয় না।

হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি ঐ প্রকার প্রবল শত্রুর তেজোহীন হইবার সমরার্থে অপেক্ষা না করিয়া উহা অসহ্য বোধ করে, তাহাকে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয়। প্রাজ্ঞ মনুষ্যেরা আপনাদিগের ও শত্রুদিগের সার, অসার ও বলবীর্ণ্য বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন বলিয়াই তাহাদিগকে অবসন্ন হইতে হয় না। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পণ্ডিতগণ শত্রুকে সমধিক বলসম্পন্ন দেখিলেই তাহার নিকট বেতসের ন্যায় অবনত হইবেন।

—\*—

### চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায় । ১১৪ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন পিতামহ! মূহুর্ভাবসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি সভা-মধ্যে উগ্রপ্রকৃতি প্রগল্ভ মূর্খ কর্তৃক তিরস্কৃত হইলে, কি প্রকার ব্যবহার করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি তোমার নিকট এই ব্যবহারের সাধার্থ্য বর্ণন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি ক্রুদ্ধ না হইয়া নির্দোষের তিরস্কৃত বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার সমস্ত পুণ্যলাভ এবং তাহাতে আপনার সমস্ত পাপ

সফল করিতে পারেন। অতএব মন্দ ব্যক্তিকে টিটিভের ন্যায় কল্মস্বরে তিরস্কার করিতে দেখিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য। যে মনুষ্য লোকের পিরাগতাক্রম হয়, তাহার জীবন নিরর্থক। “আমি সভাস্থলে অমুক মান্য ব্যক্তিকে এই বলিয়া তিরস্কার করিলে, সে লজ্জিতভাবে বিষয়াদনে মূঢ়প্রায় হইয়া রহিল” মূর্থ লোকেরা এই কথা বলিয়া নিরন্তর আপনাদিগের পাপকার্য্যের প্রশংসা করে; ঐরূপ নীচাশয় লজ্জাবিহীন ব্যক্তির বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করাই উচিত। নির্য্যাসেরা যাহা বলুক না কেন, গণিত ব্যক্তির সহ্য করাই কর্তব্য। কাননমধ্যে বারংবার বুঝা চীৎকারের ন্যায় সামান্য লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় মহতের কিছুমাত্র লাভ বা ক্ষতি হয় না। যদি পাপাশ্রয়া বাধ্যপ্রয়োগ দ্বারাই মনুষ্যকে দূষিত করিতে পারিত, তাহা হইলেই তাহার বাক্য ক্ষতিকারক বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু যে প্রকার এক জনকে “তুমি কৃতাস্তবনে গমন কর” এই কথা কহিলেই সে জীবন পরিত্যাগ করে না, সেই প্রকার ছুরাশ্রয়া তাহার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিলে তাহাকে দূষিত হইতে হয় না। শিবী যে প্রকার আপনার গুহ্য দেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া লজ্জিত হয় না, সেইরূপ নীচাশয় ব্যক্তি সাধুগণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আপনার জারজত্ব প্রকাশ করিয়াও লজ্জিত হয় না।

যাহার পক্ষে কিছুই অবাচ্য ও অকার্য্য নাই, তাহার নথিত বাক্য-লাপ করাও সাধু লোকের নিতান্ত অকর্তব্য। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষে মনুষ্যের গুণ ব্যাখ্যান ও পরক্ষে নিন্দা করে, সে কুকুরের ন্যায় জ্ঞানবিহীন ও ধর্ম্মহীন, তাহার দান ও হোম কার্য্য কিছুতেই ফলোপকারক হইতে পারে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি অভক্ষ্য কুকুরমাংসের ন্যায় ঐ প্রকার পাপপরায়ণ নীচাশয় ব্যক্তির সংশ্রব সম্বন্ধেই পরিত্যাগ করিবেন। ছুরাশ্রয়া মহতের অপবাদবোধনা করত আপনারই দোষ প্রথাপন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐরূপ নিন্দকের প্রতিকার করিবার প্রত্যাশা করে, তাহাকে ভাস্কর্য্যশিল্পে নিপতিত গর্দভের ন্যায় দুঃখে নিমগ্ন হইতে হয়। যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ন্ত লোকের অপবাদে নিরন্তর থাকে, অশান্তপ্রকৃতি উন্নত ভাষকের ন্যায়, ভীষণ শাল্যবৃকের ন্যায় ও প্রচণ্ড কুকুরের ন্যায় তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা বিধেয়। উচ্ছৃঙ্খল, অবিদ্যা, পাপপরায়ণ, শত্রুচরণে তৎপর, অশুভ কার্য্যনিরন্তর পাপাশ্রয়কে ধিক্। যদি কোন সাধু ব্যক্তি ঐ দুষ্টাদিগের কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদানে সম্মুখ হন,



তাহা হইলে “তুমি উহাদিগের বাক্যে প্রভুত্ব প্রদান করিও না” বলিয়া তৎকালে তাঁহাকে নিবারণ করা কর্তব্য। স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মহাত্মর সহিত নীচের সমাগম নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন। মূর্থ ব্যক্তি ক্রোধ পরবশহইলে, লোকের স্বার্থীরে চপেটাঘাত, ধূলি ও ভূষ নিক্ষেপ এবং কখনে দর্শন নিগূড়ন করিয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা জনসমাজে দুর্জয়কৃত ভৎসনায় উপেক্ষা করিতে পারেন এবং যিনি এই সমুদায় হিতোপদেশ সর্বদা পাঠ করেন, তাঁহাকে কখনই পর-নিন্দাভাজিত হুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

### পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়ঃ ১১৫ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি বহুদর্শী ও আমাদিগের কুলের উন্নতিসাধক। আপনি দুর্য্যোধনদিগের দুর্নীত্যদোষ সকল কীর্তন করিলেন। এক্ষণে কয়েকটি বিষয়ে আমার মত সংশয় আছে, তাহাও আপনি নাহে উত্তর করিতে হইবে। কি প্রকারে পুত্রপৌত্রদিগের পরিতোষ ও রাজ্যের উন্নতি সাধন, বংশের সুখবৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে মঙ্গল লাভ এবং অন্ন পানাদি দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যবিধান করা যায়? ভূপতি রাজ্যে অতিবিক্ত ও মুগ্ধগণে সমাবৃত হইয়া কি প্রকারে প্রজাদিগের মনোরঞ্জন করিবেন? যিনি অজিতেন্দ্রিয়তা ও অহুরাগ প্রযুক্ত অসজ্জনের সেবার অহুরক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভৃত্যদিগকে প্রেক্ষাপিত করেন, তিনি সুখ লাভ করিতে পারেন, কি না? আর রাজা ভৃত্যবিহীন হইয়া একাকী কদাপি রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন না; অতএব কি প্রকারে কুল-শীল সম্পন্ন ভৃত্যদিগকে লইয়া রাজকাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহ করিতে হইবে?

হে পিতামহ! আপনি বৃহস্পতির ন্যায় বৃদ্ধিমান; অতএব দুজ্ঞের রাজধৰ্ম্ম বর্ণন করিয়া আমার এই সমুদায় সংশয় অপনোদন করুন। আপনি আমাদিগের বংশের হিতসাধনতৎপর ও ধৰ্ম্মোপদেষ্টা; মহামতি বিদ্বৎ সর্বদা আমাদিগকে ধৰ্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনার নিকট বংশ ও রাজ্যের হিতজনক বাক্য শ্রবণে পরিভূক্ত হইয়া চিরবাণ স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অশ্রুভব করিতে পারিব।

ভায় কহিলেন, মহারাজ! ভূপতি একাকী কদাপি রাজ্যশাসন করিতে পারেন না। সহায়বল ভিন্ন কোন ব্যক্তিই ধন হ্রাস করিতে

সমর্থ হয় না ; যদিও কথকিৎ ধন লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে, তাহা রক্ষা করা তাহার পক্ষে নিতান্ত কঠিন হয় । যাহার ভৃত্যগণ জ্ঞানবৃদ্ধ, হিতাভিলাষী, সবংশজাত ও বিন্ধুপ্রকৃতি, যাহার মস্তিষ্ক প্রতি-  
ন্যস্ত সমীপে অবস্থান, সচুপদেশ প্রদান, কালাকাল বিবেচনা ও ভাবী বিষয়ের সম্বন্ধে নিয়তি বিবেচনা করিয়া থাকে এবং অতীত বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপিত ও উৎকোচাদি দ্বারা অন্যের বশবর্তী না হয়, যাহার সহায়গণ সমদ্বন্দ্ব-  
মুখ সত্যপরায়ণ হিতৈষী ও ধনচিন্তায় তৎপর এবং যাহার জনপদমধ্যে প্রজাবর্গ নীচাশ্রয়ত্ব পরিহ্যায় ও সৎপথ অবলম্বন পূর্বক পরম সুখে কাল  
হরণ করিয়া থাকে, তিনিই যথার্থ রাজাসুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন ।  
যাহার ধনাগার ও ধ্যানাদি রক্ষার স্থান সতত কোষবর্জনতৎপর বিশ্বস্ত  
লোক কর্তৃক সুচারুরূপে রক্ষিত হয়, তিনি সত্ত্বরেই সমৃদ্ধিশালী হইতে  
পারেন । যাহার নগরে অর্থী প্রত্যাখীর বিচার যথার্থরূপে হইয়া থাকে  
এবং যিনি রাজবশ্মে পারদর্শিতা লাভ ও মনুষ্যদিগকে আপনার বশীভূত  
করিয়া সাক্ষিবিশ্বহাদি ষড়্ভগের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনিই ধর্মফল  
ভোগ করিয়া থাকেন :

—:~:—

### ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় । ১১৬ ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! মহাযিগণ জমদগ্নিতনয় পরশুরামের সন্নি-  
ধানে এই ইতিহাস বর্ণন করিয়াছিগেন, আমি তপোবনে উহা শ্রবণ  
করিয়াছি । এক্ষণে এই উপলক্ষে সেই সাধুগণের নিদর্শনস্বরূপ পুরাতন  
ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

পূর্বকালে কোন নির্জনে পনিবিড় বনমধ্যে এক ফলমূল্যাহারী জিতে-  
ন্নিয় মহর্ষি বাস করিতেন । সেই তপোধন দীক্ষানিরত, শান্তপ্রকৃতি,  
স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও উপবাসপরায়ণ ছিলেন । ঋতুর্যচারী জন্তু সকল ঐ  
অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মার সন্নিধানে সন্মিলনে বিবস্ত্র চিত্তে সর্বদা  
তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিত । ক্রুর ব্যাঘ্র, মদমত্ত মাতঙ্গ, দ্বীপী,  
গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি অন্যান্য শোণিতলোলুপ ঘোরদর্শন স্বাপদগণ  
তাঁহার শিষ্যের ন্যায় দাসভূত ও প্রিয়চিকীষু হইয়া প্রত্যহ তাঁহার সন্নি-  
ধানে আগমন পূর্বক কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান  
করিত ।

ঐ আশ্রমে একটি গ্রাম্য কুকুর অবস্থান করিত। সেই কুকুরটি কঙ্গমূল্যাহারী, উপবাসনিরত, হর্ষল ও শাস্তপ্রকৃতি ছিল। সে মহর্ষিকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই অন্যত্র গমন করিত না; ভক্তি ও প্রকাসহকারে সর্বদা তাহার পাদমূলে উপবিষ্ট থাকিত। মহর্ষি তাহার ভক্তি সন্দর্শন পূর্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া মনুষ্যের ন্যায় তাহার প্রতি স্নেহ করিতেন। এক দিন এক মহাবলশালী শোণিতলোলুপ স্বার্থপরায়ণ ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হইয়া খাদ্য লাভার্থ শূন্য লেহন, পুচ্ছ আঁফোটিন ও মুখ বাদন পূর্বক সাক্ষাৎ কৃতাভের ন্যায় আশ্রমভিষুখে আগমন করিতে লাগিল। তখন সেই কুকুর ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া জীব-মরক্ষার্থ মহর্ষিকে কহিল, তপোধন! ঐ দেখুন, সারমেয়দিগের পরম শত্রু দ্বীপী আমাদের সংহার করিবার বাসনার আগমন করিতেছে। আপনি সর্বজ্ঞ; এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অভয় প্রদান করুন।

তখন সর্গভূতভাবজ্ঞ মহর্ষি কুকুরের ভয়ের কারণ পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাকে কহিলেন, বৎস! ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র হইতে আর তোমার মূতাভয় থাকিবে না। অতঃপর তুমি আপনার আকার পরিহার পূর্বক ক্ষুদ্র দ্বীপীর রূপ লাভ কর। সারমেয় মহর্ষির বাক্যপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের আকার ধারণ পূর্বক সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুশোভিত হইয়া নিশঙ্ক চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই ক্ষুধার্ত ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র সম্মুখে আপনার অরূপ পশু অমলোকন পূর্বক তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পরিত্যাগ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক শোণিতলোলুপ ভয়ানক শাদ্দূল ক্ষুধার নিশ্চিন্ত কাতর হইয়া দ্বিহ্বা লেহন ও মুখ বাদন পূর্বক সেই ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের নিকট আগমন করিতে লাগিল। তদর্শনে তপোধনের নিতান্ত স্নেহাস্পদ দ্বীপী নিতান্ত ভীত হইয়া জীবন রক্ষার্থ মহর্ষির শরণাগত হইল। মহর্ষিও তাহাকে ভীত দেখিয়া তপোবলে অবিলম্বেই ভয়ঙ্কর শাদ্দূল প্রদান করিলেন। তখন সেই সমাগত ব্যাঘ্র দ্বীপিকে শাদ্দূলের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া তাহার বিনাশবাসনা পরিত্যাগ করিল। হে ধর্মরাজ! এই প্রকারে সেই সারমেয় মহর্ষির তপোবলে ব্যাঘ্র প্রাপ্ত হইলে পর, তাহার কঙ্গমূল্য তাহার বাসনা এককালে তিরোহিত হইল। তদবধি সে যুগেও কেশব ন্যায় বন্য জন্ত সকল ভয় পূর্বক কাল যাপন করিতে লাগিল।

সপ্তদশাদিক শততম অধ্যায় । ১১৭ ।

—\*—

একদিন সেই ব্যাঘ্র মৃগসংহার পূর্বক তাহাদিগের শোণিতমাংসে আপনার তৃপ্তিসাধন করিয়া পর্ণকুটীরের সন্নিধানে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময়ে এক বিশাল বিষাগসম্পন্ন অতি প্রকাণ্ড মেঘাকার মত্ত মাতঙ্গ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। শাদুল সেই বলদর্পিঃ মদম্রাবী মাতঙ্গকে সন্দর্শন করিয়া শঙ্কিতচিত্তে তপোধনের শরণাপন্ন হইল। তদর্শনে মহর্ষি স্নেহপরতন্ত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে কুঞ্জরত্ব প্রদান করিলেন। সমাগত মাতঙ্গ তাহাকে মহামেঘের ন্যায় সন্দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিল। এইপ্রকারে ব্যাঘ্র মহর্ষির প্রভাবে কুঞ্জরত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ সহকারে শল্পকীবন ও কমলবনে পরিভ্রমণ করত বহুকাল অতিবাহিত করিল।

অনন্তর একদিন করিকুলান্তকারী গিরিকন্দরগম্বুত কেশররাজিবিরাজিত এক ভয়ানক সিংহ সেই মাতঙ্গের নিকট সমুপস্থিত হইল। মাতঙ্গ কেশরীকে সমাগত দেখিয়া ভীতমনে কম্পিত কলেবরে মহর্ষির সমীপে গমন করিল। মহর্ষি তাহাকে তৎক্ষণাৎ সিংহত্ব প্রদান করিলেন। তখন সে সেই আগন্তক বন্য সিংহকে তুল্যজাতি বলিয়া লক্ষ্যই করিল না। সমাগত সিংহ তাহাকে সন্দর্শন পূর্বক সাতিশর ভীত হইল। এইপ্রকারে সেই মাতঙ্গ মহর্ষির কৃপাবলে সিংহত্ব লাভ করত সিংহভর হইতে পরিভ্রমণ পাইয়া আশ্রমमध्ये অবস্থান করিতে লাগিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র গণ্ডগণ উহার ভয়ে সাতিশর ভীত হইয়া জীবন রক্ষার বাসনার তপোবন হইতে পলায়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে কয়েক কাল অতীত হইলে, একদিন সর্ষজীববিনাশক মহাবল পরাক্রান্ত শোণিতলোলুপ অষ্টপাদ উর্ধ্বনেত্র বন্য শরভ ঐ কেশরীকে সংহার করিবার মানসে মহর্ষির আশ্রমে আগমন করিল। মহর্ষি আপনার সিংহকে শরভের ভয়ে ভীত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শরভত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই সমাগত শরভ মহর্ষির শরভকে অতি ভয়ঙ্কর ও মহাবলশালী সন্দর্শন করিয়া শঙ্কিতান্তঃকরণে তপোবন হইতে মহাবেগে পলায়ন করিল। এইপ্রকারে সেই বুকুর মহর্ষির অরুগ্ৰাহে শরভত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে তাহার নিকট বাস করিতে লাগিল। অন্যান্য মৃগগণ তাহার ভয়ে শাতিশর ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার্থে তপোবন হইতে চতুর্দিকে পলায়ন

করিল । ঐ সময় সেই শরভের বনা ফল মূল্যাহারে আর কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না । সে সর্বদা জীবদিগকে সংহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিত ।

অনন্তর একদিন সেই দুর্দান্ত শরভ বলবতী শোণিতভৃষ্টার সাতিশয় অতিভূত হইয়া আপনার হিতকারী মহর্ষিকে বিনাশ করিতে বাসনা করিল । তখন মহামতি মহর্ষি তপোবললব্ধ জ্ঞানচক্ষু প্রভাবে সেই অকৃতজ্ঞের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে কহিলেন, রে পামর ! তুই প্রথমে কুক্কুরঘোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি ; পরে আমার কৃপাবলে ক্রমে ক্রমে তুই দ্বীপীত, ব্যাঘ্রত্ব, কুঙ্করত্ব, সিংহত্ব ও পরিশেষে শরভত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিস্ ; আমার স্নেহপ্রভাবে ক্রমশঃ তোঁর উন্নতি হইয়াছে । এক্ষণে তুই আমাকেই নিরপরাধে সংহার করিতে সমুদ্যত হইয়াছিস্ ; অতএব তুই অচিরে পুনর্বার আপনার পূর্বতন কুক্কুরত্ব লাভ কর । মহাত্মা তপোধন এইপ্রকারে শাপ প্রদান করিলে, সেই মুনিজ বেষ্টা দুষ্টবভার শরভ তৎক্ষণাৎ পূর্বরূপ লাভ করিল ।

—:—

### অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় । ১১৮ ।

হে যুগিষ্ঠির ! সেই সারমেয় এইরূপে পুনরায় আপনার পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বিব্রত হইল । তখন মহর্ষি তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া তপোবন হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন । অতএব নীচকে প্রত্নর প্রদান করা কোনক্রমেই কঠব্য নহে । বুদ্ধিমান ভূপতি ভূতাবর্গের সত্য, শৌচ, সরলতা, প্রকৃতি, বিদ্যা, চরিত্র, কুল, জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, বলবীৰ্য্য ও ক্ষমাগুণের পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করত্ প্রতিপালন করিবেন । পরীক্ষা না করিয়া কোনব্যক্তিকে অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত করা নিতান্ত অকর্তব্য । বে নরপতি সর্বদা অসংখ্যজাত জনগণে সমাবৃত্ত হইয়া অবস্থান করেন, তিনি কদাচ সুখ লাভ করিতে পারেন না । সঙ্কলনশূন্য সাধু ব্যক্তিগণ নিরপরাধে নরপতি কর্তৃক নিপীড়িত হইয়াও তাঁহার অনিষ্ট করিতে বাসনা করেন না ; কিন্তু অসংকুলোদ্ভব প্রাকৃত মনুষ্যেরা সাধুগণের নিকট দুলভ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে সমুদ্যত হয় ; অতএব যে ব্যক্তি সর্বদা আপনার প্রভু ও মিত্রদিগের ঐশ্বর্য্য বাসনা করেন ও যাহা পান, তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকেন পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগকে আশ্রয় প্রদান করাই যাহার উৎকৃষ্ট কার্য্য, যিনি একবারে অসাধুজনের সংসর্গ পরি-

ভাগ করেন এবং যিনি সৎশাস্ত্রত, সুশিক্ষিত, সহিষ্ণু, স্বদেশজাত, কৃতজ্ঞ, বলবান, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, অলুকা, দেশকালজ্ঞ, লোকরঞ্জন-তৎপর, স্থিরচিত্ত, হিতৈষী, আশ্রয়বিহীন, স্বকাৰ্য্যনিরত মল্লিকবিগ্রহবিশা-রদ, ত্রিবর্গবেত্তা, শত্রুসৈন্যবিদারক, ব্যাহতজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, বলহর্ষণবেত্তা, হস্তিক্ষাভূনিপুণ, অহঙ্কারবিবর্জিত, অশুকুল নীতিপরায়ণ, শুদ্ধপ্রকৃতি, প্রিয়দর্শন, মৃডুভাবী ও দেশকালজ্ঞ, তাঁহাকেই অমাত্যপদে নিযুক্ত করা বিধেয় । যে ভূপতি ঐরূপ ব্যক্তিকে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করিয়া যথো-সমাদর করেন, তাঁহার রাজ্য শশবরের আলোকেই ন্যায় চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ।

যে নরপতি শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মশীল, প্রজাপালনকৃতংপর, ধীরস্বভাব, অমর্য-পরায়ণ, শুদ্ধপ্রকৃতি ও উগ্র, যিনি অবসরক্ৰমে পুরুষকার প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন, যিনি বৃদ্ধদিগের শুশ্রূষাতংপর, জ্ঞানসম্পন্ন, গুণগ্রাহী, বিচার-ক্ষম, মেধাবী, জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়বাদী, যিনি নীতি অনুসারে কার্য্য নিষ্পাদ করেন, যিনি অপকারী ব্যক্তির প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন এবং স্বহস্তে দান ও গ্রহণ করিয়া থাকেন, যিনি প্রথম শ্রদ্ধাশীল, প্রিয়দর্শন, অহঙ্কারবিহীন ও হিতানুষ্ঠাননিরত, যাহার অমাত্য অতি বিশ্বস্ত, যিনি প্রতিনিয়ত হুঃখিত ব্যক্তির হুঃখ বিমোচন ও বিবেচনা করিয়া কাৰ্য্যানুষ্ঠান করেন, যিনি অমাত্যেরা কোন হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিলে, তাঁহাদিগের সাবশেষ উপকার করিয়া থাকেন, ভৃত্যবর্গ যাহার প্রতি সতত প্রীতি প্রদর্শন করে, যাহার বিলক্ষণ লোকসংগ্রহ আছে, যিনি প্রতিনিয়তই ভৃত্যবর্গ ও প্রজাবর্গের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং চরগণের সাহায্যে গৃহ বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিয়া থাকেন আর যিনি ধর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠানে নিত্যন্ত অগ্ররত, তিনি সকলেরই প্রার্থনীয় ও সমাদরভাজন হন ।

ভূপতি বত্সসহকারে শু বান্ধু যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন । যোদ্ধ-বর্গ গুণসম্পন্ন হইলে, রাজ্যরক্ষা বিষয়ে ভূপতির সবিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে । যে নরপতি প্রতিনিয়ত অভ্যুদয়লাভের বাসনা করেন, তিনি কখনই যোধগণের অবমাননা করিবেন না । যে রাজার অধিকারে রণবিশারদ, কৃতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ, অস্ত্রবিদ্যা বিশিষ্ট অসংখ্য পদাতি, রথী, কুঞ্জরারোহী ও অশ্বরোহী সৈন্য থাকে, তিনিই সমুদয় ধরণী অধিকার করিতে পারেন । আর যে রাজা সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে নিত্যন্ত ব্যগ্র উদ্যোগী ও বহুমিত্রসম্পন্ন হন, তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া গণনা করা যায় ।

## উনবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় । ১১৯ ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! ভূপতি কুকুরের ন্যায় নীচ ভৃত্যদিগকে নীচ কার্যে নিযোজিত করিয়া থাকেন, তিনি পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে পারেন । কুকুরকে উচ্চপদ প্রদান করিলে, সে সর্বদাই প্রমত্ত হয়; অতএব উত্তম জাতি ও উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন স্বকার্যসাধনতৎপর ব্যক্তিদিগকেই অমাত্যপদে অভিষিক্ত করা বিধেয় । অযোগ্য পাত্রে উচ্চপদ প্রদান করা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ নহে । যে ভূপাল ভৃত্যবর্গকে অনুরূপ কার্যে নিযোজিত করেন, তিনি প্রতিদিনই পরম সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হন । শরভূকে শরভের পদে, কেশরীকে কেশরীর পদে, ব্যাঘ্রকে ব্যাঘ্রের পদে এবং দ্বীপীকে দ্বীপীর পদে, নিযোজিত করাই কর্তব্য । বুদ্ধিমান রাজা ভৃত্যদিগকে স্ব স্ব অনুরূপ কার্যেই নিয়োগ করিবেন । যে ভূপতি স্বীয় কার্যের উৎকৃষ্ট কল ভোগ ও প্রজারঞ্জন করিতে অভিলাষী হন, তিনি কদাচ অনুপযুক্ত ভৃত্যকে উৎকৃষ্ট কার্যে নিয়োগ করিবেন না । মূর্খ, অপ্রাজ্ঞ, ক্ষুদ্রাশয়, অজিতেন্দ্রিয় ও দুহুলজাত মনুষ্যকে রাজ্যসম্পর্কীয় কার্যে নিযুক্ত করা গুণগ্রাহী রাজার নিতান্ত অবিকল্প্য সাধু, সম্বংশজাত, মহাবলশালী, জ্ঞানসম্পন্ন, অশ্রুবিহীন, উগ্রাশয়, বিশুদ্ধস্বভাব ও কার্যক্রম মনুষ্যকেই পার্শ্চর্য করা বিজ্ঞ ভূপতির কর্তব্য । যে সমুদয় ব্যক্তি কার্যসাধনতৎপর, শাস্ত্রপ্রকৃতি, অনুগত ও নানাপ্রকার নৈসর্গিক গুণসমূহে বিভূষিত এবং বাহারা স্বকার্যসাধনে অপরাধ্য থা হয়, ভূপতি তাহাদিগকেই আপনার জীবনসদৃশ বিবেচনা করিবেন । সিংহকে পার্শ্চর্য করা সিংহের কর্তব্য । আর যে সিংহ নহে, সে যদি সর্বদা সিংহের সহবাস করে, তাহা হইলে তাহার সিংহেরই ন্যায় ফল লাভ হয় । কিন্তু কেশরী যদি কুকুরের সহবাস করিয়া সিংহের কার্যে নিরত হয়, তাহা হইলে সে কোনক্রমেই সিংহের ন্যায় ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না । ঐ প্রকার যে ভূপতি সতত বহুদর্শী, শুর ও সম্বংশমধ্বৃত্ত ব্যক্তিগণের সহবাস করেন, তিনিই সমুদায় পুণিবার অধীশ্বর হইতে পারেন । বাহারা মূর্খ, কুটিলস্বভাব ও দয়িঙ্গ, তাহাদিগকে আপনার পার্শ্চর্য স্থান দান করা ভূপতির নিতান্ত অকর্তব্য । প্রভুর হিতৈষী ব্যক্তিগণ শরের ন্যায় অপরাধু হইয়া তাহার কার্য সম্পাদন করে; অতএব যে সমুদায় ভৃত্য হিতকারী, ভূপতি তাহাদের প্রতি সর্বদা মাস্তনাবাক্য প্রয়োগ করিবেন । ভূপালগণের নিরন্তর বস্ত্র-

মহাকারে কোষরক্ষা করাই বিধেয় । কোষই তাঁহাদিগের সকল উন্নতির কারণ ; অতএব যাহাতে কোষ বর্দ্ধিত হয়, তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহাতে যত্নবান হইবেন । হে মহারাজ ! তোমার কোষ্ঠাগার নিরন্তর প্রতুত ধান্যো পরিপূর্ণ ও সজ্জনকর্তৃক পরিরক্ষিত হউক ; তুমি ধনধান্যসম্পন্ন হইয়া পরম স্তখে কাল যাপন করিতে থাক । তোমার ভৃত্যবর্গ সর্বদা অধ্যবসায়সম্পন্ন, রণনিপুণ ও অশ্বারোহণে পট হউক । আর তুমি মিত্র মণ্ডল সমাবৃত হইয়া প্রতিনিয়ত জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের তত্ত্বাবধারণ এবং পুরবাসিগণের হিতানুষ্ঠানে তৎপর হও । আমি তোমার নিকট কৃষ্ণ-রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক প্রজাবর্গের প্রতি ব্যবহারের বিষয় বর্ণন করি-লাম ; এক্ষণে তোমার আর কি শুনিতে বাসনা আছে, বল ।



### বিংশতিতমোধ্যায় । ১২০ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ । আপনি রাজধর্ম্মার্থবেত্তা পুরাতন ভূপালগণের আচরিত সাধুসম্মত নানাপ্রকার রাজধর্ম্ম বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিলেন, এক্ষণে তাহার সারোংশ বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! জীবগণের রক্ষণাবেক্ষণ করাই, ভূপালদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম । অতএব যে প্রকারে মনুষ্যদিগকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । মনুষ্য যে প্রকার বিবিধ পক্ষ ধারণ করিয়া থাকে, ধর্ম্মশীল ভূপতিও সেইরূপ নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিবেন । যে ভূপতি ক্রুরতা, কুটিলতা, ভীষণতা, সরলতা ও তেজঃ প্রভৃতি বিবিধ গুণে বিভূষিত হন, তিনিই সুখভোগ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই । যে কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে যে প্রকার রূপ ধারণ করিলে, শ্রেয়োলাভ হয়, সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে সেই প্রকার রূপ ধারণ করা ভূপালগণের নিত্যান্ত কর্তব্য । বহুরূপধারী রাজা অতি সূক্ষ্ম অর্থসাধনেও অসমর্থ হন না । শরৎকালীন ময়ূরের ন্যায় মৌনাবলম্বী হইয়া মন্ত্রণা গোপন, অল্প বাক্য প্রয়োগ, শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ, মন্ত্রভেদাদি কার্য্য পরিচালনা ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । যে ভূপাল অর্থ সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হন, তিনি ধর্ম্মের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া স্বীয় কৃষ্ণতা দ্বিগুণে গোপনে রাখিবেন এবং সতত উদ্যতদণ্ড ও অপ্রমত্ত হইয়া প্রজাবর্গের আর ব্যয় বিবেচনা করিয়া কর গ্রহণ করিবেন । স্বপক্ষের



প্রতি বিশুদ্ধ ব্যবহার, অখাদিসকালন দ্বারা শত্রুদিগের শস্যক্ষয় ও আপ-  
নার দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। বুদ্ধিমান ভূপতি  
সহায়সম্পন্ন হইয়াই বিক্রম প্রকাশ, শত্রুদিগের দোষ উল্লেখ ও তাহা-  
ক্ষিত্যে নিপীড়ন করিবেন; অন্য প্রদেশ হইতে আশ্রয় কুসুমের ন্যায়  
অর্থ আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাবলশালী ভূপাল-  
গণের দুর্গাধিপতির সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্বক ছলসহকারে দুর্গে প্রবেশ  
ও গোপনে যুদ্ধ করিয়া ভূপালগণের জীবন সংহার করিবেন। বর্ষাকা-  
লীন ময়ূরের ন্যায় অদৃশ্যভাবে যামিনীযোগে অঙ্কুশে প্রবিষ্ট হইয়া  
বিচরণ করিবেন; কখনই কর্ম পরিত্যাগ করিবেন না। স্বয়ং আত্ম-  
রক্ষার্থ সর্বদা যত্নবান হইবেন এবং বাহাতে পরকীর চরিত্রের মারাজালে  
নিপতিত হইতে না হয়, নিয়ত এইরূপ চেষ্টা করিবেন। বিপক্ষপক্ষীর  
চরবর্ণের কপটজাল জানিতে না পারিয়া তাহাতে নিপতিত হইলে,  
ভূপতিকে নিহত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। অতএব শত্রুদিগের ঐ  
কপটতা বাহাতে প্রকাশ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইয়া অবশ্য  
কর্তব্য। ক্ষুটিলাস্তঃকরণ ত্রুট শত্রুদিগকে সংহার, নটনর্তকাদির পুর  
হইতে নিবাসন ও দৃঢ়তা আপনার অমাত্যবর্গকে যত্ন পূর্বক রক্ষা রাজার  
অবশ্য কর্তব্য। বুদ্ধিমান রাজা ময়ূরের ন্যায় আত্মপক্ষ বিস্তার এবং গহন  
বনে প্রবিষ্ট পতঙ্গগণের ন্যায় শত্রুরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহা আক্রমণ  
করিবেন।

বিচক্ষণ ভূপতির যত্নসহকারে রাজ্যপালন ও নীতি অবলম্বন করা  
অবশ্য কর্তব্য। আত্মবুদ্ধি দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা ও পরবুদ্ধিদ্বারা  
উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করা উচিত। শাস্ত্রবুদ্ধি দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য  
অবধারণ করিতে পারা যায়, এই জন্যই শাস্ত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতি-  
পন্ন হইয়াছে। সন্ধিস্থাপন করিয়া বিপক্ষের বিশ্বাস উৎপাদন, বিক্রম  
প্রকাশ ও আপনার বুদ্ধিদ্বারা কার্যের স্বার্থতা নিরূপণ করা ভূপাল-  
গণের নিত্য আবশ্যক। বাহারা স্বভাবতঃ শাস্ত্রপ্রকৃতি, শাস্ত্র ও  
কার্য্যাকার্য্যবিবেচক, শত্রুদিগকে নিগূড়বুদ্ধি পতিতদিগের উপদেশের  
অপেক্ষা করিতে হয় না। বৃহস্পতিসদৃশ বুদ্ধিমান শাস্ত্র ব্যক্তি দৈব-  
ক্রমে একবার নির্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়া জনসমাজে নিম্নিত  
হইলে, অবিলম্বে সলিলনিক্ষিপ্ত লৌহের ন্যায় পুনর্বার দ্বীপ প্রকৃতি লাভ  
করেন।

মহীপতি কি আপনার কি অপরের সকলেরই কার্য্য সকল শাস্ত্রানু-

মারে সম্পাদন করিবেন । অর্থ বিধানজ্ঞ ভূপাল হুশীল, প্রাজ্ঞ, বীর ও বলবান্দিগকে স্বীয় কার্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্যে অনুমোদন করিবেন । ধর্ম্মের অবিরোধে সমস্ত লোকের শ্রিয় আচরণ করা ভূপতির অবশ্য কর্তব্য । প্রজাবর্গ যে মহীপতিকে আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, তাঁহাকে অচলেন ন্যায় স্থির বলিয়া নির্দেশ করা যায় । ব্যবহারকালে শ্রিয় ও অশ্রিয়কে সমান বোধ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করাই ভূপতির উৎকৃষ্ট কাম্য । কুলধর্ম্মবিশারদ, দেশধর্ম্মবেত্তা, মৃদুভাষী, হিতৈষী, জিতেন্দ্রিয়, অলুপ্ত, সুশিক্ষিত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রৌঢ়াবস্থ, নির্দোষ ব্যক্তিদ্বিগের প্রতি সমস্ত কার্যের ভার সমর্পণ করা কর্তব্য । এই প্রকারে ভূপালগণ কার্যের গতি নিরূপণ পূর্বক চরগণের সহিত সমবেত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হিতৈ কাল যাপন করিবেন । যে ভূপতির ক্রোধ ও হর্ষ অব্যর্থকর যিনি স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও আর ব্যয় নিরূপণ করেন; পৃথিবী তাঁহাকেই নিশ্চয় অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকেন । যে রাজা প্রকাশ্যরূপে কৃপা প্রদর্শন, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান এবং সর্বদা আত্মরক্ষা ও রাজ্যপালন করেন, তিনিই যথার্থ রাজধর্ম্মবিশারদ । ভূপতি কিরণজালজড়িত সমুদ্রিত দিবাকরের ন্যায় প্রত্যক্ষ স্বয়ং পর্যাটন পূর্বক স্বীয় রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকল সমাচার পরিজ্ঞাত হইবেন । লোকে বেক্রপ গাভী দেখিন করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান রাজা প্রত্যহ পৃথিবী হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন । উপযুক্ত সময়ে প্রজাবর্গের নিকট অর্থ গ্রহণ ও অর্থলাভবিষয় গোপন করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য । মধুকরগণ যে প্রকার ক্রমে ক্রমে পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, ভূপতিও সেই প্রকার ক্রমঃ অর্থ সংগ্রহ করিবেন । শান্তজ্ঞ ভূপতি সহজে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে পারেন না । সংগ্রহ করিয়া যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তদ্বারাই ধর্ম্ম ও কামের অনুশীলন করা কর্তব্য । অল্প অর্থে তাচ্ছীল্য প্রকাশ, বিলক্ষণের প্রতি অবজ্ঞা ও নির্দোষের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া আপনার বুদ্ধিবলে উন্নতিসাধনের চেষ্টা করা ভূপালগণের উচিত ।

বৈষ্য, নৈপুণ্য, লোভাদি সংযম, বুদ্ধিবৃত্তি, দেহের পটুতা, গাভীর্ষ্য, শৌর্ষ্য এবং সাবধানে দেশকাল পর্য্যবেক্ষণ আটটি অল্প বা বিপুল অর্থ-বুদ্ধির মূল । অগ্নি অল্পমাত্র হইলেও হৃতসংযোগ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং বীজ একমাত্র হইলেও মহন্ত অল্পের উৎপাদন করে ; অতএব বিপুল আয়ব্যয়সম্পন্ন ব্যক্তির অল্পমাত্র ধনেও সাবধানতা প্রদর্শন করা অতি আবশ্যক । শত্রু বালক, সুবা ও বৃদ্ধ যেরূপ হউক না কেন, প্রমত্ত পুরু-

যের সংহারসাধনে অনায়াসেই কৃতকার্য হইতে পারে, আর শত্রু কাল-সহকারে স্তম্ভাশ্রম হইলে ভূপতিকে সমূলে নির্মূল করিতে সমর্থ হয়; অতএব যে রাজা কালজ, তিনিই সকলের প্রধান, সন্দেহ নাই। বিবেচনাপরায়ণ শত্রু দুর্বল হউক বা বলবান্ হইউক, যত্ন করিলেই বিপক্ষের কীর্তি, ধর্ম ও বীর্য উচ্ছিন্ন করিতে পারে; অতএব যে নরপতির শত্রু আছে, তাঁহান কখনই প্রমত্ত হওয়া উচিত নহে। রাজা জয়লাভ বা ঐশ্বর্য লাভে অভিলাষী হইলে, অর্থের ক্ষয়, বুদ্ধি, সঞ্চয় ও পালন বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া সন্ধি বা যুদ্ধাদি কার্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ঐ সমুদায় কার্য সংসাধনার্থ বুদ্ধিমানের আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। অতি প্রথমে বুদ্ধি বলবান শত্রুকেও বিনষ্ট ও অবসন্ন করিতে পারে এবং বুদ্ধিপ্রভাবে পরিবর্তিত বলও সূচাক্রমে রক্ষিত হয়; হুতরাং বুদ্ধিপূর্বক যে সমুদায় কাষ্যানুষ্ঠান করা যায়; সেই সমস্তই প্রস্তুত। যে রাজা গভীরস্বভাব ও নির্দোষ, তিনি অল্প বলেই সমুদায় বাসনা সফল করিতে পারেন। আর যিনি অল্প বলে লুপ্ত ও দর্পিত হন, তিনি কোনক্রমেই শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হন না। অতএব বুদ্ধিমান ভূপতি শাস্ত্রভাব অবলম্বন করিয়াই প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। যে নরপতি বহুকাল প্রজাবর্গকে পীড়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অচিরেই সৌদামিনীর ন্যায় নিমীলিত হইতে হয়। বিদ্যা, তপ ও বিপুল অর্থ প্রভৃতি বুদ্ধিসাধ্য কার্য সকল উদ্যোগদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; অতএব অধাবদারই সকলের প্রধান।

বুদ্ধিমান্ মনস্বী, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সরস্বতী ও অন্যান্য জীবগণ দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনই দেহের অবনাননা করিবেন না। ধনপ্রদান দ্বারা লুপ্তকে বশীভূত করিতে যত্নবান্ হইবে। লুপ্ত ব্যক্তি অধিক পরিমাণে পদধন লাভ করিলেও পরিতৃপ্ত হয় না এবং ধনবিহীন হইলে ধর্ম কাম পরিত্যাগ করিয়া থাকে। লুপ্ত ব্যক্তি অন্যের পুত্র, কলত্র, সমৃদ্ধি ও ভোগ্য বস্তু প্রার্থনা করে। লোভাক্রান্ত, মনুষ্যের বিস্তর দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা; অতএব ভূপতি লুপ্ত ব্যক্তিকে কখনই আশ্রয় প্রদান করিবেন না। বুদ্ধিমান্ রাজা নীচ ব্যক্তিকেও শত্রুর কার্য সন্দর্শনার্থ প্রেরণ করিয়া তাহার সমুদায় উদ্যোগ ও অনুষ্ঠান বিনষ্ট করিবেন। যে সঙ্ঘংশজাত রাজা প্রতিদ্বন্দ্বিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকেন এবং যিনি অমাত্যবর্গ দ্বারা সত্তত সুরক্ষিত হন, তিনিই সামন্ত মহীপতিগণকে বশবর্তী করিতে পারেন।

হে মহারাজ ! আমি যে সমস্ত বিধিনির্দিষ্ট রাজধর্ম সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, তৎসমস্ত তোমার হৃদয়ঙ্গম হউক । যে ভূপতি এই সমস্ত বিশেষ-  
 যরূপে অবগত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে পৃথিবীপালনে সমর্থ হন ।  
 যে রাজা নীতিসম্ভূত সুখ সন্তোষে অনাদর করিয়া দৈবপ্রাপ্ত সুখ ভোগ  
 করিতে বাসনা করেন, তাঁহার রাজ্যসুখ বা উৎকৃষ্ট গতিলাভের কিছুমাত্র  
 সম্ভাবনা নাই । নরপতি সন্ধিবিগ্রহাদিবিষয়ে অগ্রমত্ত হইলে অনায়াসে  
 ঐশ্বর্যশালী শৌর্য্যাদিসমুক্ত দৃঢ়বিক্রম শত্রুবর্গকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হন ।  
 কাণ্ডানুষ্ঠানকালে দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া নানাপ্রকার উপায় নির্দ্ধা-  
 রণ করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য । যাহারা দোষহীন ব্যক্তির প্রতি দোষা-  
 রোপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কদাচ বিপুল অর্থ ও প্রভূত যশোলাভে  
 সমর্থ হন না । হুই জনমিত্র পরস্পর প্রীতিসম্বন্ধ হইয়া পরস্পরের  
 কার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত গুরুতর  
 কার্য সাধন করেন, তিনিই পণ্ডিতগণের প্রশংসাভাজন হন । হে ধর্ম-  
 রাজ ! আমি এক্ষণে যে প্রকার রাজধর্ম বর্ণন করিলাম, তুমি তাহার  
 অনুবর্তী হইয়া প্রজাপালনে অনুরক্ত হও ; তাহা হইলেই পরম সুখে  
 পুণ্যকল ভোগ করিতে সমর্থ হইবে । ধর্মই সমুদার লোক রক্ষার প্রধান  
 কারণ ।

—\*—

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় । ১২১ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি যে শাস্ত্র রাজধর্মের বিষয়  
 বর্ণন করিলেন, ইহাতে দণ্ডই সর্ব প্রধান বলিয়া নির্দিষ্ট হইল । মহাতেজা  
 দণ্ড দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, স্বর্গ, ব্রাহ্মণ, পিশাচ, মাধ্য ও তিথ্যকুযোনি  
 প্রভৃতি সমুদার প্রাণীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে । কি অর কি অসুর  
 কি মনুষ্য সকলেই দণ্ডের প্রতি নির্ভর করিয়া আছে । এক্ষণে সেই  
 দণ্ডের আকার প্রকার কিরূপ ? উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে ? উহা কি  
 প্রকারে অনুক্ষণ অবহিত চিন্তে প্রজাবর্গের প্রতি জাগরিত থাকিয়া সমস্ত  
 জগৎ প্রতিপালন করে এবং দণ্ডের স্বরূপ ও গতি কি প্রকার, তাহা বিশে-  
 যরূপে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! দণ্ড ও ব্যবহার যে প্রকার, তাহা বর্ণন  
 করিতেছি শ্রবণ কর । ইহলোকে যাহা দ্বারা সমস্তই বশীভূত হয়,

তাহার নাম দণ্ড । যাহাতে ধর্মের লোপ না হইয়া প্রভূত তাহার প্রচার হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্যবহার কহে । পূর্বকালে ভগবান্ মহু সর্বাগ্রে কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি সুবিহিত দণ্ডবিধান দ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিকে সমভাবে রক্ষাবেষক্ষণ করিয়া থাকেন, তিনি সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ । আমি যে মহুবাক্য বর্ণন করিলাম, ইহা ব্রহ্মার বাক্য । ভগবান্ মহু ব্রহ্মার মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন । এই বাক্য অতি পূর্বকালে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে প্রাক্তন বাক্য কহে । যথার্থরূপে দণ্ডবিধান করিলে, জিবর্গ লাভ হইয়া থাকে । দণ্ড প্রধান দেবতা ; উহার তেজ প্রজ্বলিত হতাশনের ন্যায় ও রূপ নীলোৎপলদলের ন্যায় শামল উহার চারি বাহ, চারি দন্ত, দুই জিহ্বা, আট চরণ ও অসংখ্য লোচন । উহার কর্ণ অতি তীক্ষ্ণ, লোম সমুদায় উর্দ্ধ, হস্তক জটাজালে জড়িত, আসাদেশ তান্ত্রবর্ণ এবং শরীর কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় চর্মে সমাবৃত । দণ্ড সর্কদা এই প্রকার ভীষণমূর্তি ধারণ পূর্বক অবস্থান করিয়া থাকে । খড়্গা, ধনু, গদা, শক্তি, ত্রিশূল, মুদার, শর, মৃষল, পরশু, চক্র, পাশ, দণ্ড ও তোমর প্রভৃতি যে সমস্ত অস্ত্র আছে, দণ্ড তাহাদিগের সকলেরই রূপ প্রতীক্ৰহ করিয়া কাহাকে ছিন্ন, কাহাকে ভিন্ন, কাহাকে নিপীড়িত, কাহাকে বিদারিত, কাহাকে বিপাটিত ও কাহাকে সমাহত করে । দণ্ডের অসি, বিশপন, ধর্ম, তীক্ষ্ণবজ্রা, হরাধর গ্রীণ্ড বিজয়, শান্তা, ব্যবহার, সঁনাতন, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, ধর্মপাল, অক্ষর, দেব, সত্যগ, নিত্যগ, অগ্রজ, অসঙ্গ, রুদ্রতনয়, জ্যেষ্ঠ মহু ও শিবকর এই কয়েকটি নাম বর্ণিত আছে । দণ্ড সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু ও নারায়ণ স্বরূপ । ইনি প্রতিনিয়ত মহৎরূপ ধারণ করাতে ইহাকে মহাপুরুষ বলিয়া বর্ণন করা যায় । ধর্মরাজ ! কণ্ডের পদ্মী নীতি ও ব্রহ্মকন্যা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকে । দণ্ড অর্থ, অনর্থ, ধর্ম, অধর্ম, সুখ, দুঃখ, বল, অবল, হর্ভাগ্য, মোভাগ্য, পাপ, পুণ্য, শুণ, অশুণ, কাম, অকাম, ঋতু, মাস দিবা; রাত্রি, মুহূর্ত্ত, প্রমাদ অপ্রমাদ, হর্ষ, ক্রোধ, শম, দম, দৈব, পুরুষকার, মোক্ষ, অমোক্ষ, ভয়, অভয়, হিংসা, অহিংসা, তপস্যা, যজ্ঞ, সংযম, আদি, অন্ত, মধ্য, কার্য্যপ্রপঞ্চ, মদ, প্রমাদ, দর্প, দম্ভ, পৈর্যা, নীতি, অনীতি, শক্তি অশক্তি, অভিমান, অহঙ্কার, বায়, অব্যয়, বিনয়, পরিহার, কাল, অকাল, সত্য, মিথ্যা, প্রজ্ঞা, অপ্রজ্ঞা, ক্রীবতা, ব্যবসায়, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়, মুহুতা, তীক্ষ্ণতা, মূঢ়তা, আগম, অগাম, বিরোধ, অবিরোধ, কার্য্য, অকার্য্য, অহুয়া, অনহুয়া, মলজীতা, নিল-

জ্ঞতা, বিপদ, সম্পদ, তেজ, পাণ্ডিত্য, বাক্য, শক্তি ও তত্ত্ববুদ্ধিতা প্রভৃতি  
বিবিধ আকার সম্পন্ন। ইহলোকে যদি দণ্ডের প্রার্থ্যতা না রহিত,  
তাহা হইলে সকলেই পরস্পরকে নিপীড়িত করিত। এই অবনীমণ্ডলে  
কেবল দণ্ডের ভয়েই কেহ কাহাকে সংহার করিতে পারে না। প্রজা-  
গণ প্রতিদিন দণ্ডদ্বারা প্রতিপালিত হইয়াই ভূপতিকে সমুন্নত করিয়া  
থাকে; অতএব দণ্ডই সর্বোৎকৃষ্ট। দণ্ড মনুষ্যগণকে সংপথে প্রবর্তিত  
করে। ধর্ম প্রতিনিয়ত সত্য ও ব্রাহ্মণ্যে অবস্থান করিতেছে। ব্রাহ্মণ-  
গণ ধর্মপরায়াণ হইলেই বেদজ্ঞ হইয়া থাকেন। বেদ হইতেই যাগ-  
যজ্ঞাদি সূক্ষ্ম হয়। যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়া  
থাকেন। দেবতারা প্রীত হইয়া প্রতিনিয়ত দেবরাজ ইন্দের নিকট  
প্রজাবর্গের গুণ বর্ণন করিলে, তিনি তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া  
তাহাদিগকে অন্নদান করিয়া থাকেন। অন্নই জীবগণের জীবনধারণের  
উপায়। অন্ন দ্বারাই প্রজাগণ জীবন ধারণ করে এবং দণ্ড ক্ষত্রিয়মূর্তি  
ধারণ পূর্বক প্রতিনিয়ত জাগরিত থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে।  
দণ্ড ঈশ্বর, পুরুষ, প্রাণ, সত্ত্ব, চিত্ত, প্রজাপতি, ভূতাত্মা ও জীব এই  
আট নামে কীর্ণিত হয়। জগদীশ্বর ভূপালগণকে দণ্ড ও ঐশ্বর্য প্রদান  
করেন বলিয়াই তাহারা প্রভূত সৈন্যসম্পন্ন হন, সন্দেহ নাই। হে  
মহারাজ! মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ, পদাতি, নৌকা, বিষ্টি, দেশজ মনুষ্য  
ও মেবাদি এই আট প্রকার বল দ্বারা কুল, বিপুলধনসম্পন্ন অমাত্য  
জ্ঞান, কলেবর, বল ও কোষবর্জনোপযোগী অন্যান্য বলসংগ্রহ করা  
ভূপতির অতিশয় আবশ্যিক। রথী, মাদী, নিষাদী, পদাতি, মন্ত্রী, বৈদ্য,  
ভিক্ষুক, প্রাড়িবাক, দৈবজ্ঞ, কোষ, মিত্র, ধান্য, অন্যান্য উপকরণ,  
সপ্তপ্রকৃতি ও অষ্টাঙ্গ রাজ্যের দেহস্বরূপ দণ্ড রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও  
প্রধান কারণ। জগদীশ্বর ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত যত্নসহকারে দণ্ড প্রেরণ  
করিয়াছেন। এই বিশ্বসংসার দণ্ডের অধীন। কমলবোনি ব্রহ্মা প্রজা-  
বর্গের প্রতিপালন ও তাহাদিগকে নিজ নিজ ধর্মস্থাপনের নিমিত্ত যে  
দণ্ডরূপ ধর্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা ভূপালগণের পূজনীয়  
আর কিছুই নাই।

ব্যবহার অর্থী ও প্রত্যর্থীর দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; অর্থী ও  
প্রত্যর্থীর মধ্যে এক জনের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন পূর্বক তাহাকে  
জয়শালী করিয়া দেয়। ব্যবহার বেদমূলক। কুলাচার উল্লঙ্ঘন ও  
শাস্ত্র অতিক্রম নিবন্ধন উহা হই প্রকারে পরিণত হয়। অর্থী ও প্রত্য-

খীর মধ্যে, একের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অন্যকে যে দণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা ভূপালনিষ্ঠ; সুতরাং ভূপালগণের উহা পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত কর্তব্য। যদিও আপনার বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করিয়া লোকের প্রতি দণ্ডবিধান করা যায়, কিন্তু ব্যবহার যে দণ্ডের মূল, তাহার আর সংশয় নাই। ব্যবহার বেদমূলক। যাহা বৈদিক শিক্ষান্ত সমুখিত, তাহাই বহুগুণসম্পন্ন ধর্ম। মনস্বীরা ধর্ম্মাঙ্গুসারে অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে এক জনের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অন্যের দণ্ডবিধান করেন। বেদমূলক ব্যবহার তিন লোক রক্ষা করিতেছে। আশাদিগের মতে বেদমূলক ব্যবহারই ধর্ম্ম এবং যাহার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করা যায়, তাহাই সংপথ। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সুর, অসুর, রাক্ষস, মনুষ্য ও উরগগণের সৃষ্টি ও সংহার কর্তা। এই ধর্ম্মের সহিত তাঁহার একাত্মতা আছে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভাগ্য ও পুরোহিত প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন, অপরাধ করিলেই রাজা তাহাকে দণ্ড প্রদান করিবেন। রাজা সকলের প্রতিই দণ্ডবিধান করিতে পারেন।

### দ্বাবিংশ্যধিকশততম অধ্যায় । ১২২ !

হে মহারাজ ! এই উপলক্ষে আমি একটি পূর্বতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে অঙ্গদেশে এক বহুহোম নামে তপো-মুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মশীল ভূপতি ছিলেন। তিনি আপনার ধর্ম্মপত্নীর সহিত দেবতা, পিতৃ ও ঋষিগণের পূজিত মুগ্ধপৃষ্ঠ নামক হিমাচলের শৃঙ্গে বাস করিতেন। মহাত্মা পরশুরাম ঐ শৃঙ্গে মুগ্ধবটের মূলে অবস্থান করিয়া মৃতকে জটা বন্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া সংশিতব্রত মহর্ষিগণ ঐ প্রদেশকে মুগ্ধপৃষ্ঠে বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। মহারাজ বহুহোম ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া তপোমুষ্ঠান পূর্বক ক্রমে ক্রমে বহুবিধ গুণে বিভূষিত, ব্রাহ্মণগণের সম্মানিত ও দেবর্ষিভূজ্য হইয়া উঠেন।

বিরুদ্ধি পরে এক দিন পুরন্দরের সখা শক্রনিহন মহারাজ মাক্ষাতা অঙ্গরাজের নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে তপস্যাসক্ত সন্দর্শন কর্তৃ বিনীতভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মহারাজ বহুহোম মাক্ষাতাকে অবলোকন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক তাঁহার রাজ্যের সম্রাটীন কুললবর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ ! অন্তর্মতি করুন, আমি আপনার কোন কার্য সাধন করিব ?

তখন মহারাজ মাক্কাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মহাপ্রান্ত বসুহোমকে কহিলেন, নরেন্দ্র ! আপনি সুরাচার্যের সমস্ত মত ও শুক্রাচার্য্যবিবেচিত সমুদায় শাস্ত্র বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। অতএব কি প্রকারে দণ্ড উৎপন্ন হইল ? উহার উৎপত্তির কারণ কি ? আর কি নিমিত্ত উহার ভার কত্রিদের প্রতি অর্পিত হইল, সেই সমুদায় আমার নিকট বর্ণন করুন, আমি আপনাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতেছি।

বসুহোম কহিলেন, রাজন্ ! যে প্রকারে প্রজাবর্গের নিয়মরক্ষার্থ ধর্ম্মের আশ্রয়রূপ সনাতন দণ্ড সমুদ্ভূত হইল, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়া কুত্রাপি আপনার তুল্য পুরোহিত প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি আপনার মস্তকে এক গর্ত্ত ধারণ করিলেন। সেই গর্ত্ত দীর্ঘকাল ব্রহ্মার মস্তকে রহিল। ক্রমে সহস্র বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে, এক দিন ভগবান্ কমলযোনি ক্ষুত পরিত্যাগ করিলেন। ইত্যবসরে সেই গর্ত্ত তাঁহার মস্তক হইতে নিঃসৃত হইয়া করতলে নিপতিত হইল। সেই গর্ত্তসমুত প্রজাপতি ক্ষুপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ মহাত্মা ক্ষুপকে পৌরহিত্য প্রদান করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পিতামহের যজ্ঞ আরম্ভ হইলে দণ্ড অবিলম্বেই অন্তর্হিত হইল। তখন প্রজাবর্গ সকলেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। কাব্যাকাব্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, পেয়াপেয় ও গম্যাগম্যের কিছুনাড় বিচার রহিল না। সকলেই পরস্পরের প্রতি হিংসা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিজস্ব ও পরস্বের ইতর বিশেষ এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল। প্রজাগণ আমিষাভিলাষী কুকুরগণের ন্যায় পরস্পরের নিকট বল পূর্বক দ্রব্য অপহরণ এবং বলবানেরা দুর্বলগণকে নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে সমুদয় পৃথিবী বিশৃঙ্খল হইলে, সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিয়া দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্ ! যাহাতে প্রজাগণের মধ্যে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা না থাকে, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক তাহার উপায় বিধান করুন। তখন ভগবান্ শূলপাণি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। সেই সময় নীতি দেবী সরস্বতীর অনুগ্রহে সেই দণ্ড হইতে ত্রিলোকবিস্তৃত দণ্ডনীতির উৎপত্তি হইল। অনন্তর শূলবরাযুধ ভগবান্ মহাদেব পুনর্বার চিন্তা করিয়া সহস্রাঙ্গ ইন্দ্রকে দেবগণের, বৈবস্বত যমকে পিতৃগণের, কুবেরকে ধন ও রাক্ষসগণের, অমেতাকে পক্ষী সমুদায়ের, সাগরকে নদীকুলের, বরুণকে



জন ও অশ্বরগণের, মৃত্যুকে প্রাণের, ভাস্কর ও হতাশনকে তেজের, ঈশা-  
নকে রুদ্রগণের, বশিষ্ঠকে ব্রাহ্মণগণের, শশনকে নক্ষত্রগণের, অংগুমানকে  
লতাজালের, ষাটশবাল ভগবান্ কুমারকে ভূতগণের, কালকে মৃত্যু ও  
স্বখহৃৎকের এবং ক্রুপকে সমুদ্রায় লোকের আধিপত্য প্রদান করিলেন ।  
কিরন্ধিন পরে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞ স্তম্ভাশ্রয় হইলে, দেবাদিদেব  
মহাদেব সেই ধর্মরক্ষক দণ্ড গ্রহণ করিয়া বিমুকে প্রদান করিলেন ।  
তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণু অঙ্গিরাকে, মহর্ষি অঙ্গিরা দেবরাজ ইন্দ্র ও মরী-  
চিকে, মরীচি ভৃগুকে, ভৃগু ঋষিদিগকে, ঋষিগণ লোকপালগণকে, লোক-  
পালগণ ক্রুপকে, ক্রুপ বৈবস্বত মনুকে এবং মনু ধর্মার্থের স্তম্ভ কারণ  
পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আপনায় পুত্রদিগকে সেই দণ্ড প্রদান করেন ।  
হে মহারাজ ! স্বেচ্ছাচারী না হইয়া ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিয়া দণ্ড-  
বিধান করা বিধেয় । ছষ্টদমনার্থই দণ্ডের বৃষ্টি হইয়াছে । ভূপালগণ  
কেবল ভন্ন প্রদর্শনার্থ প্রজাবর্গের অর্থ গ্রহণ করিবেন । অন্ন কারণে  
প্রজা দণ্ডকে নিপোড়িত, নিহত বা নির্ঝাসিত করা তাঁহাদিগের কর্তব্য  
নহে । মনু প্রজাগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই অবনীমণ্ডলে  
দণ্ড প্রচারিত করিয়াছেন । ঐ দণ্ড তদবধি প্রজারক্ষণে নিযুক্ত রহি-  
রাছে । প্রথমতঃ বিক্রমশালী দেবরাজ ইন্দ্রই সমস্ত প্রজাকে প্রতিপালন  
করতেন । তৎপরে ইন্দ্র হইতে হতাশন, হতাশন হইতে বরুণ, বরুণ  
হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে ধর্ম, ধর্ম হইতে ব্রহ্মার তনয় সনাতন  
ব্যবসায়, ব্যবসায় হইতে তেজ, তেজ হইতে ঋষি, ঋষি হইতে পুরুষ,  
পুরুষ হইতে রন ও রসগুণ, তাহা হইতে নৈঋতি দেবী, ঐ দেবী হইতে  
জ্যোতি, জ্যোতি হইতে বেদ, বেদ হইতে ভগবান্ হরগ্রীব, হরগ্রীব  
হইতে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে ভূতভাবন ভগবান্  
মহাবানীপতি মহাদেব, মহাদেব হইতে বিশ্বদেবগণ, বিশ্বদেবগণ হইতে  
ঋষিগণ, ঋষিগণ হইতে ভগবান্ শশাঙ্ক, শশাঙ্ক হইতে সনাতন দেব-  
গণ এবং দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণগণ প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করেন ।  
একগণে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণ হইতে সেই ভার গ্রহণ পূর্বক ধর্মাস্তমারে  
প্রভাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন । এই স্থাবরভঙ্গমপরিপূর্ণ মেদিনী  
ক্ষত্রিয়দিগের প্রভাবেই শাসিত হইয়া থাকে । দণ্ড সর্বদা প্রজাবর্গের  
প্রতি জাগরিত রহিয়াছে । পিতামহসদৃশ দণ্ডের প্রভাবেই সমস্ত পৃথিবী  
শাসিত হইতেছে । সাক্ষাৎ কালস্বরূপ ভূতভাবন দেবাদিদেব মহাদেব  
আদি, মধ্য ও শেষ এই তিন কালেই নিরন্তর জাগরিত রহিয়াছেন

দত্ত ঐ তিন কালেই লোকসমাজে বিরাড্বিত থাকে । অতএব ধর্ম-শীল রাজা ন্যায়ানুসারে বিচার পূর্বক দত্ত বিধান করিবেন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যে ব্যক্তি মহারাজ বহুহোমের এই ইতিহাস অবহিত হইয়া শ্রবণ করে, তাহার সকল মনোরথ পরিপূর্ণ হয় । এই আমি তোমার নিকট সর্বলোকনিরস্তা দত্তের বিষয় বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিলাম ।

### ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় । ১২৩ ।

সুধিষ্টির কহিলেন, পিতামহ ! কি প্রকারে ধর্ম, অর্থ ও কাম নির্ণয় করিতে পারা যায় ? লোকে কি উদ্দেশে ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করে ? উহাদিগের উৎপাদক কে ? এবং উহাদিগের সংস্কেত ও অসংস্কেত ভাবই বা কি প্রকার ? আর কোন্ কোন্ বস্তুতে নির্ভর করিয়া লোকযাত্রা সম্পূর্ণরূপে নির্বাহ হইতে পারে ? আপনি এই সমুদায় বিস্তার পূর্বক বর্ণন করুন । এই সকল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! মনুষ্যাগণ বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ধর্ম, অর্থ ও কাম নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এককালে ঐ তিনেরই অনুশীলন করিতে পারে । উহাকে ঐ ত্রিবর্গের সংস্কেতাব বলে । অর্থ ধর্মমূলক, কাম অর্থমূলক এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সংকল্পমূলক, আর সংকল্প বিষয়মূলক । বিষয় সমুদায় আহারমিষ্টান্ন উপযোগিতা সম্পাদন করে । উহারাই ত্রিবর্গের মূল । ত্রিবর্গ হইতে নিবৃত্তিই মোক্ষ ; লোকে দেহ-রক্ষার্থ ধর্মের নিমিত্ত অর্থের এবং ইন্দ্রিয়গণের প্রীতিসাধনার্থ কামের সেবা করিয়া থাকে । ঐ তিন বর্গই রজোগুণপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হয় । উহাদিগকে চিত্ত হইতে এককালে পদ্বিত্যাগ না করিয়া অনাশ্রিতচিত্তে উহাদিগের অনুশীলন করা কর্তব্য । ত্রিবর্গের অনুশীলন করিতে করিতেই লোকের মোক্ষলাভের বাসনা হয় । ধর্ম হইতেই অর্থ ও অর্থ হইতেই ধর্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে । অজ্ঞানজি মনুষ্যগণ কোনক্রমেই ঐরূপ ধর্মার্থের ফললাভ করিতে পারে না । ফলাভিমুখি ধর্মের মলম্বরূপ, দান ভোগ বিমুখতা অর্থের মলম্বরূপ এবং প্রমোদ পরাশ্রয়তা কামের মলম্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । যখন ত্রিবর্গ ঐ সমুদায়ের মল হইতে বিমুক্ত হয়, তখন উহাদিগের ব্রহ্মানন্দরূপ ফল প্রদান করিবার ক্ষমতা জন্মে ।

এই স্থলে কামন্দকাস্মরিষ্ঠ সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদিন মহারাজ আস্মরিষ্ঠ মহাতপা কামন্দককে উপবিষ্ট-সন্দর্শন করিয়া অভিবাদন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! নরপতি কাম ও মোহপ্রভাবে পাপাশুষ্ঠান পূর্বক অমৃতাপিত হইলে, কি প্রকারে তাঁহার পাপ বিনষ্ট হইতে পারে? আর যে ব্যক্তি অজ্ঞানতানি-বন্ধন ধর্ম্মবোধে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ভুপতি কি প্রকারে তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন?

কামন্দক কহিলেন, রাজন্! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ পূর্বক কেবল কামের অনুশীলন করিয়া থাকে, তাহার বুদ্ধিনাশ হয়। বুদ্ধিনাশ হইলেই ধর্ম্মার্থবিনাশক মোহের গ্রাসভাব হইয়া থাকে এবং সেই মোহ-প্রভাবেই লোকে নাস্তিক ও দুরাচার হইয়া উঠে। রাজা যদি সেই দুরা-চারদিগের দণ্ডবিধান না করেন, তাহা হইলে গৃহস্থিত ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহা হইতে সকলেই ভীত হয়। এজাগণ, ব্রাহ্মণগণ ও সাধুগণ কদাচ তাহার অনুবৃত্তি করেন না; ক্রমে ক্রমে তাঁহার অবনতি ও জীবনসংশয় হইয়া উঠে এবং তিনি নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া অতিক্রমে জীবন অতিবা-  
হ করিয়া থাকেন। নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া জীবন ধারণ করা মৃত্যুতুল্য হইয়া পরিগণিত হয়। এক্ষণে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ পাপনিবৃত্তির যে প্রকার উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ভুপতি প্রতি নিরন্তর ত্রিবিদ্যার অনুশীলন ও ব্রাহ্মণদিগের অর্চনা করিবেন এবং নিরন্তর ধর্ম্মে অমুরক্ত থাকিবেন। অমাশীল মনসী ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবেন। কেবল উদক পান করিয়া পরম সুখে জপ এবং পাপাশ্রাদিগকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। মধুর বাক্য ও হিতজনক কার্য্য দ্বারা সকলের সন্তোষনাশন, অন্যের গুণ বর্ণন এবং সকলেরই নিকট আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবেন। নরপতি এই প্রকার আচারপরায়ণ হইলে, সকলেই তাঁহার সমাদর করিয়া থাকে এবং তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন; সন্দেহ নাই। গুরুলোকেরা যে প্রকার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, তদনুসারে কার্য্যাশুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। গুরুর প্রসাদেই নানাপ্রকার প্রয়োলাভ হয়।

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় । ১২৪ ।

সুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! এই জীবলোকে সকলেই ধর্ম্মশীলতার সর্বি-  
শেষ প্রশংসা করে ; অতএব কি প্রকারে উহা লাভ করিতে পারা  
যায় এবং উহার স্বরূপই বা কি ? ইহা যদি আমাদিগের জ্ঞাতব্য হয়,  
তবে বর্ণন করুন । ঐ বিষয় অবগৎ করিতে আমার সাতিশয় বাসনা  
হইতেছে ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! পূর্বে রাজা হর্ষ্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে তোমর  
ও ত্বদীয় ভ্রাতৃগণের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক সাতিশয় সন্তপ্ত এবং সভামধ্যে  
উপহাসিত হইয়া ভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আদ্যো-  
পান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল । রাজা ধৃতরাষ্ট্র হর্ষ্যোধনের মুখে  
সকল বৃত্তান্ত অবগৎ করিয়া কর্ণের সাক্ষাতে তাহাকে কহিলেন, বৎস !  
তুমি কি নিমিত্ত সন্তাপ করিতেছ ; তোমার সন্তাপের বিশেষ কারণ ত  
দেখিতে পাই না । তুমি বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছ । তোমার ভ্রাতৃগণ  
ও অন্যান্য বহুবাক্ষ্যবেরা কিঙ্করের ন্যায় সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞা পতিপালন  
করিতেছে । তুমি অত্যাশ্রিত বস্ত্র পরিধান ও উপাদেয় পল্লব ভোজন  
করিয়া থাক এবং সুদৃশ্য অশ্ব সকল তোমাকে বহন করে । তবে তুমি কি  
কারণে পাণ্ডুবর্গ ও ক্রোধ হইয়াছ ।

হর্ষ্যোধন কহিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডবগণের ভবনে প্রত্যহ দশ সহস্র  
শ্রীমত ক্রীড়াঙ্গ সুবর্ণপাত্রের আহার করিয়া থাকে । আর তাহাদিগের ফলপু-  
স্পোপশোভিত দিব্য সভা, তিস্তিরি ও কন্যাসদেবীর অশ্ব এবং বিবিধ বিচিত্র  
বস্ত্র বিদ্যমান আছে । পাণ্ডবগণ আমার পরম শত্রু । আমি তাহাদিগের  
কুবেদ সদৃশ তাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়াই নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছি ।

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন বৎস ! যদি তুমি রাজা সুধিষ্ঠিরের তুল্য বা  
তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে সচ্চরিত্র হও ।  
সচ্চরিত্রতা দ্বারা ত্রিভুবন আয়ত্ত করা যায়, সন্দেহ নাই । ত্রিভুবন মধ্যে  
সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই । দেব, মাক্ষাতা এক রাত্রিমধ্যে,  
জনমেজয় তিন দিবসে এবং নাভাগ সাত রাত্রিতে সমুদায় পৃথিবী অধি-  
কার করিয়াছিলেন । ঐ সমুদায় ভূপালগণ সচ্চরিত্র ও নিতান্ত দয়ালু  
ছিলেন বলিয়াই বসুন্ধরা উহাদিগের গুণে আবদ্ধ হইয়া স্বয়ং উহাদের  
বশীভূত হইয়াছিলেন ।

হর্ষ্যোধন কহিলেন, মহারাজ ! বাহার প্রভাবে ঐ সমুদায় পূর্ব্বতন

নরপতি অতি অল্পকালমধ্যে পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন, সেই সচ্চরিত্রতা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায় ?

শ্রুতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস ! পূর্বে দেবর্ষি নারদ এই সচ্চরিত্রতাবিষয়ে যে এক ইতিহাস বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। পূর্বে দানবাপতি প্রহ্লাদ আপনার চরিত্রবলে একবার দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য অপহরণ ও ত্রৈলোক্য আপনার বশীভূত করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র রাজ্য অপহৃত দেখিয়া বৃহস্পতির সন্নিধানে গমন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্ ! কোন্ কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, শ্রেয়োলাভ হইতে পারে ? ইহা অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। তখন সুরগুরু বৃহস্পতি কহিলেন, পুত্রন্দর ! মোক্ষোপযোগী জ্ঞানই শ্রেয়োলাভের প্রধান কারণ। দেবরাজ কহিলেন ভগবন্ ! মোক্ষোপযোগী জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উপায় আর কিছু আছে কি না ? বৃহস্পতি কহিলেন, বাসব ! মহাত্মা শুক্র শ্রেয়োবিষয়ের উপদেশ প্রদানে আমা অপেক্ষা সমধিক সমর্থ হইবেন। অতএব তুমি তাঁহার সমীপে গমন পূর্বক এই বিষয় পুনর্বার জিজ্ঞাসা কর ; তাহা হইলে তুমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের সমীপে গমন করিয়া পরম প্রীতি-সহকারে স্বীয় মঙ্গলজনক জ্ঞান লাভ করিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যায়ের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন, ইহা অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উৎকৃষ্ট উপায় আছে কি না ? তখন সর্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য কহিলেন, পুত্রন্দর ! মহাত্মা প্রহ্লাদ এ বিষয়ে তোমাকে বিশেষরূপে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব তুমি তাঁহার সন্নিধানে গমন কর।

নরপতি ইন্দ্র শুক্রাচার্য্যের মুখে এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া প্রহ্লাদের সমীপে গমন পূর্বক কহিলেন, দানবরাজ ! আমি তোমার নিকট শ্রেয়োলাভের উপায় অবগত হইতে বাসনা করি। প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন ! আমি ত্রৈলোক্য রাজ্য শাসনে নিতান্ত আদক্ত হইয়াছি ; একগে আমার কিছু মাত্র অবসর নাই। অতএব আমি আপনাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন, দৈত্যরাজ ! যে সময় তোমার অবসর হইবে, তুমি সেই সময় আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিও। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, প্রহ্লাদ পরম প্রীত হইয়া তাঁহার

বাক্যে অঙ্গীকার পূর্বক অবসরক্রমে তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণও শিষ্যের নাম নতুভাবে প্রহ্লাদের সং-কার ও তাঁহার অভিলষিত সমুদায় কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগি-লেন ।

এক দিন ব্রাহ্মণ দানবাধিপত্যকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দানবরাজ ! তুমি কি প্রকারে এই ত্রৈলোক্য রাজ্য অধিকার করিলে, তাহা বর্ণন কর । তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন ! আমি রাজা হইয়াছি বলিয়া কখনই ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না, প্রত্যুত তাঁহারা শুক্রপ্রণীত নীতিবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা পরম সমাদরে গ্রহণ ও তদনু-সারে কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি ; তাঁহারা বিশ্বস্তচিত্তে আমার নিকট নীতি বর্ণন করিয়া থাকেন এবং আমাকে নীতিপথাবলম্বী, শুক্রযা নিরত, অসূয়াবিহীন, ধর্মপরাগণ, জিতক্রোধ ও জিতেজির জ্ঞান করিয়া মক্ষিগণগণ মধ্যে যে প্রকার মধুক্রমে মধু বর্ষণ করে, সেইরূপ আমার মনোমধ্যে শাস্ত্রীয় উপদেশস্বরূপ আলোক প্রদান করেন । এক্ষণে আমি সেই ব্রাহ্মণদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়াই নক্ষত্রগণের শশধরের ন্যায় স্বজাতীয়দিগের অধীশ্বর হইয়াছি । ব্রাহ্মণের নীতিবাক্য অমৃত তুণ্ড । ব্রাহ্মণমুখে নীতি প্রবণ ও তদনুযায়ী কার্যের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই ।

দানবাধিপতি প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণরূপধারী ইন্দ্রচক এই প্রকারে শ্রেয়ো-লাভের উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার শুক্রযা পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন ! আমি আপনার ভক্তি সন্দর্শনে আপনার প্রতি সান্তি-শর প্রসন্ন হইয়াছি । এক্ষণে আপনি বর প্রার্থনা করুন । আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, আপনার অভিলষিত বর প্রদান করিব । তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, দৈত্যরাজ ! তুমি যদি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়া থাক, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর যে, আমি যেন তোমার সচ্চরিত্রতা প্রাপ্ত হইতে পারি । ব্রাহ্মণ এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, প্রহ্লাদ যুগপৎ পরম প্রীত ও নিতান্ত ভীত হইলেন এবং মতা প্রতিপালন করা পরম ধর্ম বিবেচনা করিয়া বিশ্বাবিষ্ট চিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার অভিলাম্ব্যরূপ বর প্রদান করিলেন । বর প্রদান করিবামাত্র দানবাধিপতির অন্তঃকরণ হৃৎখে সান্তিশর কাতর হইয়া উঠিল । অনন্তর ব্রাহ্মণরূপধারী ইন্দ্র প্রহ্লাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুলকিত চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । ব্রাহ্মণ গমন

করিলে পর প্রহ্লাদ গাঢ়তর চিন্তার নিতান্ত নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না ।

ইত্যবসরে তাঁহার শরীর হইতে সহসা ছায়ার ন্যায় এক তেজ নিঃসৃত হইল । তদদর্শনে দানবাধিপতি প্রহ্লাদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? তেজ কহিল, আমি চরিত্র ; এক্ষণে তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রস্থান করিতেছি । যে ব্রাহ্মণ শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া প্রতিনিরন্তর তোমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, আমি অতঃপর তাঁহারই শরীরে অবস্থান করিব । চরিত্র প্রহ্লাদকে এই কথা কহিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া দেবরাজের কলেবরে প্রবিষ্ট হইল ।

অনন্তর দানবরাজের শরীর হইতে আর একটী তেজ নির্গত হইল । তখন প্রহ্লাদ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্র ! তুমি কে ? তেজ কহিল, দানবরাজ ! আমি ধর্ম । যে স্থানে চরিত্র, আমি সেই স্থানেই অবস্থান করি । এক্ষণে চরিত্র ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়াছে ; সুতরাং আমাকেও সেই স্থানে গমন করিতে হইল ।

ধর্ম এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে পর, আর একটী তেজ মহাক্সা প্রহ্লাদের কলেবর হইতে সহসা নির্গত হইল । দানবরাজ তাহাকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? তেজ কহিল, দৈত্যরাজ ! আমি সত্য, এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্মের সহিত চলিলাম । সত্য এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে পর, প্রহ্লাদের কলেবর হইতে একটী মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষ নির্গত হইল । প্রহ্লাদ তাহাকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাপুরুষ ! তুমি কে ? পুরুষ কহিল, দানবরাজ ! আমি সংকার্য্য ; যে স্থানে সত্য আমি সেই স্থানেই অবস্থান করি ।

অনন্তর প্রহ্লাদের কলেবর হইতে আর একটী তেজ গভীর শব্দ করিতে করিতে নির্গত হইল । প্রহ্লাদ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল, দৈত্যরাজ ! আমি বল ; সংকার্য্য যে স্থানে অবস্থান করে, আমিও সেই স্থানে বাস করিয়া থাকি । বল এই বলিয়া গমন করিলে প্রহ্লাদের শরীর হইতে এক প্রভামণ্ডী দেবী নির্গত হইলেন । প্রহ্লাদ তাহাকে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, দেবি ! তুমি কে ? দেবী কহিলেন, দৈত্যরাজ ! আমি লক্ষ্মী ; আমি এতদিন তোমার দেহে অবস্থান করিয়াছিলাম ; এক্ষণে তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বলের অঙ্গগাভিনী হইতেছি । লক্ষ্মী এই কথা কহিলে, প্রহ্লাদের অন্তঃকরণে পূর্ণাপেক্ষা

অধিকতর ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীকে সম্বোধন পূর্বক পুনর্বার কহিলেন, দেবি ! তুমি কোথায় গমন করিবে ? তুমি ত্রিলোকের ঐশ্বরী ও সত্যতত্ত্বপরায়ণা। এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ কে, তাহা তোমাকে কীৰ্ত্তন করিতে হইবে। সেই ব্রাহ্মণের তত্ত্ব অবগত হইলে আমার নিতান্ত বাসনা হইবে। তখন লক্ষ্মী কহিলেন, দৈত্যবংশীয় যে ব্রাহ্মণ তোমার নিকট শিরস্ স্তম্ভীকার করিয়া নীত শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র। ত্রিলোকমধ্যে তোমার যে ঐশ্বর্য প্রকাশিত, তিনি তাহা অপহরণ করিয়াছেন। তুমি সচ্চরিত্রতানিবন্ধন নিরস্ত্র ও ধর্ম অধিকার করিয়াছিলে। দেবরাজ তাহা অবগত হইয়া তোমার সেচ সচ্চরিত্রতা অপহরণ করিয়াছেন। ধর্ম, সত্য, সংকার্য্য, বল ও আমি আমরা সকলেই সচ্চরিত্রতার অধীন। লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাজা হর্ষোদধন ধৃতরাষ্ট্রকে পুনর্বার বিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ ! সচ্চরিত্রতা কি এবং উহা কি প্রকারেই বা প্রাপ্ত হওয়া যায় ? তাহা বর্ণন করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস ! 'মহাত্মা প্রজ্ঞান' সচ্চরিত্রতা ও তৎপ্রাপ্তির উপায় পূর্বেই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি সংক্ষেপে উহার প্রাপ্তিবিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। (কামমনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং উপযুক্ত পাত্রে দান ও সকলের প্রতি অহুগ্রহ প্রদর্শন করাই সচ্চরিত্রতা বলিয়া নির্দিষ্ট হয়।) যে পুরুষকারদ্বারা কাহারও হিতসাধন না হয় এবং যাহা দ্বারা লোকসমাজে লজ্জা পাইতে হয়, সেরূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না। যে কার্য্য দ্বারা লোকসমাজে শ্রাবণীয় হওয়া যায়, সেইরূপ কার্য্য করাই কর্তব্য। এই আমি সংক্ষেপে সচ্চরিত্রতা লাভের উপায় নির্দেশ করিলাম। যদি কোন ভূপতি অসচ্চরিত্রতা দ্বারা কোনক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে তাহা চিরকাল ভোগ করিতে হয় না ; প্রত্যুত তাঁহাকে সম্বরেই সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব তুমি যদি বৃদ্ধিষ্ঠির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধিশালী হইতে বাসনা কর, তবে আমার এই বাক্য হৃদয়ঙ্গব করিয়া সচ্চরিত্র হও।

হে ধর্মরাজ ! পূর্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার তব্ব হর্ষোদধনকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি ঐ উপদেশের অনুগামী হও। তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবে।



আশার অবশিষ্ট দর্শনে সমর্থ হইলাম না। হে তপোধনগণ! আপনারা সর্বস্ব; আপনাদের কিছুই অবিদিত নাই; অতএব আপনাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করি, আশাসম্পন্ন পুরুষ ও অন্তরীক্ষ এই উত্তরের মধ্যে কাহারে মহত্ত্বনিবন্ধন শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায়। এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। অতএব যদি এই বিষয় আপনাদের গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে, অবিলম্বেই কীর্তন করুন। যদি উহা আপনাদের গোপনীয় বা তপোবিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি না। এক্ষণে আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি উহা বক্তব্য হয়, তাহা হইলে, আপনারা একত্র মিলিত হইয়া কীর্তন করুন।

সপ্তবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় । ১২৭ ।

হে মহারাজ! মহামতি স্মরিত মহর্ষিগণের নিকট এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পর, মধ্যস্থলে উপবিষ্ট মহর্ষি ঋষভ ঐষং হান্য করিয়া ভূপতিকৈ কহিলেন, হে রাজন্! পূর্বে আমি তীর্থপর্যটন করিতে করিতে নরনারায়ণের দিব্যপ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলাম, তথায় যনোহর বদরী এবং আকাশপদ্মিনী মন্দাকিনীর উৎপত্তির কারণ মহান্ হ্রদ বিরাজিত রহিয়াছে, আর ভগবান্ অবশিরা সতত বেদ পাঠ করিতেছেন। আমি সেই দিব্যপ্রম দর্শনে পরম প্রীত হইয়া সেই হ্রদের জলে পিতৃ ও দেবগণের যথাবিধি তর্পণ করিয়া আশ্রমমণ্ডলে প্রবেশ করিলাম। ঐ আশ্রমের যে স্থানে মহর্ষি নর ও নারায়ণ অবস্থিতি করেন, তাহারি অনতিদূরে আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। আমি সেই স্থানে গুহুচিন্তে উপবেশন করিয়া আছি, এমন সময়ে এক চীরাগিনধারী কৃশকার তপোবান ভগ্ন উপনীত হইলেন। ঐ মহাত্মার শরীর অন্যান্য মনুষ্যের কলেবর অপেক্ষা অষ্টগুণ দীর্ঘ। উহার ন্যায় কৃশ ব্যক্তি আর কখন আমার দৃষ্টোদয় হয় নাই। উহার দেহ কনিষ্ঠা অঙ্গুলির ন্যায় কৃশ, প্রীক বাহ, চরণ ও কেশকলাপ অতি অদ্ভুতদর্শন; মস্তক, চক্ষু ও কর্ণ দেহের সমুদ্র এবং বাহুশক্তি ও চেষ্টা অতি অল্প। আমি সেই অলৌকিকদর্শন কৃশ মুর্খকে সন্দর্শন করিয়া উদ্ভিগ্ন ও ভীত চিত্তে তাঁহাকে অভিসন্দান পুষ্টক কৃত্যঙ্গুলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম এবং অবশেষে

তঁাহার নিকট আপনায় নাম, গোত্র ও পিতার নাম নিবেদন করিয়া তঁাহার আদেশানুসারে আসনে উপবিষ্ট হইলাম । আমি উপবেশন করিলে পর, সেই পরম ধার্মিক তপোবন ঋষিসমাজে ধর্মার্থসম্বন্ধিত বাক্য কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময়ে পুত্রশোকার্ত্ত ভূরিদ্বারগণিতা মহারাজ বীরদ্বার পুত্রের অধেষণার্থ মনোমারুতগামী অর্থে আরোহণ করিয়া স্ত্রী ও সৈন্যসামন্তগণ সমভিধাহারে তথায় আগমন পূর্বক সেই মহর্ষিকে কহিলেন, হে তপোধন ! আমি পূর্বে এই স্থানে পুত্রকে দেখিতে পাইব, এই আশা করিয়া এই বনের সর্বস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম । কিন্তু কোন স্থানেই সেই ধার্মিক পুত্রকে দেখিতে পাই নাই । পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া সে মহারণো বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার দর্শনলাভ নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি । কিন্তু পুত্রপ্রাপ্তির আশা আমারে পায়িত্যাগ করিতেছে না । এক্ষণে আমি সেই আশার নিতান্ত অভিভূত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছি ।

তখন সেই কৃশ মহর্ষি ভূপতির বাক্য শ্রবণ পূর্বক বৃহত্তরকাল অবাক্-নিরাণু ধ্যানাসক্ত হইয়া রহিলেন । হৃৎকার্ত্ত রাজা বীরদ্বার তঁাহাকে ধ্যাননিরত দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, ভগবন্ ! যদি গুহ্য না হয়, তাহা হইলে, কোন্ বস্ত্র দুর্লভ এবং আশা অপেক্ষা মহৎ কি, তাহা আমার সমীপে বর্ণন করুন ।

তখন তপোধন কহিলেন, রাজন্ ! পূর্বে এক মহর্ষি তোমার পুত্র ভূরিদ্বারের নিকট কান্ধন কলস ও বকল প্রার্থনা করিলে, সে আপনায় হুর্লুপ্তি ও মন্দভাগ্য প্রভাবে তঁাহাকে অবজ্ঞা করিয়া তদীয় অভিলাষা-মুরূপ দ্রব্য প্রদান করে নাই ; এই জন্যই ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়াছে ।

মহর্ষি এই কথা কহিলে পর, রাজা বীরদ্বার সেই লোকপুজিত তপোধনকে অভিবাঁদন পূর্বক নিতান্ত অবসন্ন হইয়া রহিলেন । তখন সেই মহর্ষি আরণ্য বিধানানুসারে তঁাহাকে পাক্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক অতিথি সংকার করিলেন । অনন্তর অন্যান্য তপোধনগণ সম্ভর্ষিপরি-বেষ্টিত নক্ষত্রের ন্যায় সেই অপরাভিত ভূপতি বীরদ্বারকে পরিবেষ্টন করিয়া তঁাহার আশ্রমপ্রবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ।

## অষ্টাবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় । ১২৮ ।

রাজা কহিলেন, মহর্ষিগণ ! আমি বীরহায় নামে নরপতি । আমার নাম সৰ্ব্বত্র বিখ্যাত আছে । আমার ভূরিহায়নামে এক শিশু সন্তান অদৃশ্য হইয়াছে । আমার একমাত্র পুত্র । আমি তাহার অন্বেষণার্থ অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছি ; কিন্তু অদ্যাবধি কোথাও তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না ।

নরপতি বীরহায় এই কথা কহিলে, মহর্ষি কৃশ মৌনাবলম্বন পূর্বক অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ; রাজার বাক্যে কিছুমাত্র প্রভুত্ব দিলেন না । পূর্বে বীরহায় ঐ মহর্ষিকে যথোচিত সমাদর করেন নাই বলিয়া উনি হতাশ হইয়া দীর্ঘের তপস্যায় মনোনিবেশ পূর্বক এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আমি কদাপি ক্ষত্রিয় বা অন্য কোন বর্ণের নিকট প্রীতিগ্রহ স্বীকার করিব না । আশাপ্রভাবেই মনুষ্যেরা ব্যাকুলিত হইয়া উঠে । অতএব আমি পরম যত্নসহকারে সেই আশাকে নিরাকৃত করিব ।

মহারাজ বীরহায় মহর্ষি কৃশকে অধৌবদনে অবস্থান করিতে দেখিয়া পূস্মার কহিলেন, মহর্ষে ! আপনি সৰ্ব্বার্থদশী ; অতএব ইহলোকে আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ কে এবং কোন্ বস্তুই বা হুল্লভ ? তাহা বিশেষরূপে বর্ণন করুন :—

তখন তপশীর্গদেহ মহাত্মা কৃশ ভূপতিকে পূর্ব বৃত্তান্ত সমুদার স্মরণ করাইয়া কহিলেন, মহারাজ । আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ এবং আশারূপ অর্থলাভ অপেক্ষা হুল্লভ আর কিছুই নাই ! আমি সেই আশাক্ত ও অর্থ নিতান্ত হুল্লভ বলিয়া অনেক ভূপতির নিকট উহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম ।

তখন ভূপতি কহিলেন, তপোধন । আমি আপনার বাড়নিম্পত্তি-মাত্রেই বুঝিলাম যে, যিনি আশার বশীকৃত, তিনিই কৃশ এবং যিনি আশাকে ভয় করিয়াছেন, তিনিই সবল । আর আশাক্ত অর্থলাভ ও বেদবাক্যের ন্যায় নিতান্ত হুল্লভ । যাহা হউক, এক্ষণে আমার মনে আর এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, আপনি অপেক্ষা কৃশ আর কে আছে ? যদি ঐ বিষয় শুধা না হয়, তাহা হইলে, উহা বর্ণন করিয়া আমার সংশয় দূর করুন ।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ ! দৈর্ঘ্যাবলম্বী অর্থী নিতান্ত বিরল অথবা কোথাও বিদ্যমান নাই । আর যিনি কখনই অর্থীর অবমাননা না করেন, এতাদৃশ ব্যক্তি নিতান্ত হুল্লভ । এই জগতে যাহারা লোভের

উপকার করিব বলিয়া স্বীকার করিয়া পরিশেষে মাধ্যাহ্নসারে তাহা সম্পাদন না করে, তাহাদের নিকট যে আশা করা যায়, লোকে যে আশার প্রভাবে কৃতজ্ঞ, নৃশংস, অলস ও পরাপকারী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে উপকারলাভের চেষ্টা করে, যাহার প্রভাবে পিতা একমাত্র পুত্র নষ্ট বা প্রোষিত হইলে, না পাইয়াও, মন্দর্শন লাভে যত্ববান হন, যে আশা বৃদ্ধা রমণী গণকে পুত্রপ্রসবে সচেষ্টি করে এবং যাহার প্রভাবে পানিগ্রহণাভিলাষিণী কামিনীগণ প্রাপ্তবয়স্ক পাত্রলাভের কথামাত্র শ্রবণ করিয়া পরম আফ্লাদিত হয়, সেই আশা আমা অপেক্ষাও কৃশতর ।

রাজা বীরহান্ন মহর্ষি কৃশের এই কথা শ্রবণ করিয়া সপরিবারে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন! আপনি প্রগল্ভ হউন; আমি পুত্রের সাহিত সমাগমলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি । আপনি যে সকল কথা কহিলেন, তৎসমুদায়ই যথার্থ ।

তখন ধার্মিকাগ্রগণ্য ভগবান্ কৃশ ঈশং হান্য করিয়া বিদ্যা ও তপঃ প্রভাবে অচিরাৎ বীরহান্নের পুত্রকে তথায় উপনীত করিলেন এবং পরিশেষে স্বীয় দিব্য মূর্তি প্রদর্শন পূর্বক নিষ্পাপ ও বিগতক্রোধ হইয়া অরণ্যমধ্যে পর্যটন করিতে লাগিলেন । হে রাজন্! আমি স্বয়ং এই বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি; অতএব অচিরাৎ কৃশতরী আশাকে পরিত্যাগ কর ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! মহামতি ঋষভ এই কথা কহিলে, মহারাজ সুমিত্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় আশা নিরাকৃত করিলেন । অতএব তুমিও এক্ষণে আমার বাক্যমুত্থানে আশা পরিত্যাগ করিয়া হিমাচলের ন্যায় স্থিরভাব অবলম্বন কর । তুমি কষ্টের সময় আমার নিকট প্রস্থ করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছ । অতএব এক্ষণে আমার কথা শ্রবণ করিয়া অনুতাপ করিও না ।

—•••—

একোত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১২৯ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনার বাক্যমূত্থানে আমার কোনক্রমেই তৃপ্তিলাভ হইতেছে না; আমি যতই আপনার বাক্য শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার শুষ্কতা পরিবর্জিত হইতেছে । আশ্রয়ঙ্গামী যে রূপ সমাদিস্থে পরম পরিতুষ্ট হয়, তদ্রূপ আমি আপনার দর্শ্যোপদেশ

শ্রবণে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইতেছি ; অতএব আপনি পুনর্বার ধর্মকথা কীর্তন করুন ।

ডাঙ্গা কহিলেন, হে রাজন্ ! যমগৌতমসম্বাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস আছে ; তাহাতে গৌতম যমরাজকে বাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

পরিপাত্র নামক পুরুষে মহর্ষি গৌতমের এক মনোহর আশ্রম ছিল । তিনি ষষ্টিমহন্ত বৎসর ঐ আশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন । এক দিন লোক-পাল যম মহর্ষি গৌতমের সেই আশ্রমে আগমন পূর্বক তাঁহাকে ঘোরতর তপস্যায় সমাসক্ত দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন । মহর্ষি গৌতম যমকে সমাগত দেখিয়া কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন । তখন যম তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া কহিলেন, তপোধন ! এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে ? গৌতম কহিলেন, প্রভো ! কি কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, পিতা মাতার ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় ? আর কি প্রকারেই বা অতি পবিত্র দুর্লভ লোক লাভ করা যাইতে পারে তাহা কীর্তন করুন ।

যম কহিলেন, মহর্ষে ! সতত সত্যধর্ম, সত্যতা ও পবিত্রতা অবলম্বন করিলে, তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ; আর প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধাধিকারের অনুষ্ঠান করিলেই অনার্য্যসে অতি আশ্চর্য্য পবিত্র লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে ।

—\*—

### ত্রিশদধিকশততম অধ্যায় । ১৩০ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! যে ভূগোল মিত্রশূন্য, বহুশত্রুসম্পন্ন, ক্ষীণকোষ ও হীনবল হন, দুই মন্ত্রিগণ সহায় হওয়ারাতে বাহ্যিক মন্ত্রণা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, যিনি রাজ্যভ্রষ্ট, কিংকর্তব্যাতাবিমূঢ় ও পররাজ্য বিমর্দিত করিবার অভিলাষে পরসৈন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, যিনি স্বয়ং দুর্বল হইয়া বলবানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন, যিনি সুপ্রণালী-ক্রমে রাজ্যরক্ষার অসমর্থ, বাহ্যিক দেশকালের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই এবং অশিশুর প্রজাপীড়ননিবন্ধন সন্ধি ও ভেদ উভয়ই বাহ্যিক পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ, তাহার কি অসং উপায় অবলম্বন করিয়া অর্থ গ্রহণ করা কর্তব্য অথবা অর্থ ব্যতিরেকে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! তুমি এক্ষণে আমারে অতি লিগুড় ধর্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে । জিজ্ঞাসা না করিলে, ইহা ব্যক্ত করা নিতান্ত অকর্তব্য, এই জন্য আমি ইহার উল্লেখ করি নাই । যিনি শাস্ত্র হইতে অল্পমাত্র ধর্ম শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিপূর্বক তদনুসারে কার্য্যাহুষ্ঠান করেন, তিনি সাধু । বুদ্ধিপূর্বক কার্য্যাহুষ্ঠান করিলে, লোকে ধনশালী হয় কি না, তাহা তুমি আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে পর্যালোচনা করিতে পার । এক্ষণে ভূপতি-গণের ব্যবহার সম্পাদনের জন্যই আপদ ধর্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । কিন্তু উহার দ্বারা যে যথার্থ ধর্মলাভ হয়, তাহা আমি স্বীকার করি না । সুকুমারমতি প্রজাগণকে পীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে, রাজার ধন ও সৈন্যসামন্তের সহিত বিনাশলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা । পুরুষের শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে, জ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞান তাহার প্রীতিকর হয় । অজ্ঞানপ্রভাবে লোকে কোন বিষয়েরই উপায় অবধারণ করিতে পারে না । যিনি জ্ঞানপ্রভাবে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, তাহার শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই । রাজার কৌতুক্য হইলেই বলক্ষয় হয় ; অতএব তিনি নিজের স্থানে জলোৎপাদনের ন্যায় যে কোন রূপেই হউক, ধনাগমে যত্ববান হইবেন । আপদ কাল উত্তীর্ণ হইলে, প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা রাজার পরম ধর্ম । সমর্থ ব্যক্তির ধর্ম যে প্রকার, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম সে প্রকার নহে । ধনাগম ব্যতিরেকে তপস্যা দ্বারাও ধর্মলাভ হয় বটে, কিন্তু অর্থানগম না থাকিলে, প্রাণহানির সম্ভাবনা । অতএব অর্থানগমপরায়ণ হইয়া ধর্ম্যানুগত জীবিকালভে সমর্থ হয় না এবং তৎকালে তাহার বিশেষ যত্বদ্বারাও ধর্ম্যানুসারে বললাভ হওয়া সম্ভবপর নহে ; সুতরাং আপদকালে অধর্মও ধর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে । কিন্তু সুস্মদর্শী পণ্ডিতেরা কহেন যে, ঐরূপ ধর্ম অধর্মের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে ।

যাহা হউক, আপদকাল অতীত হইলে, ক্ষত্রিয় তৎকালকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধান করিবেন । যাহাতে ধর্মের কোন হানি না হয়, এইরূপ কার্য্যাহুষ্ঠান করাই নরপতির কর্তব্য । আপনাকে অবসন্ন করা তাহার কদাপি বিধেয় নহে । তিনি আপনার ও অন্যের ধর্মের বাঘাত করিয়াও আপনার উদ্ধারসাধনে কৃতকার্য হইতে যত্ন করিবেন । ধার্মিকগণের ধর্ম এবং ক্ষত্রিয়গণের রাহবল ও উৎসাহে নৈপুণ্য থাকা নিতান্ত আবশ্যক । ত্রাক্ষণ বেক্রপ বিপদাপন্ন হইলে অযাজ্যবাজন ও অভোজ্য ভোজন করিয়াও নিদ্রাহীন না, সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিরোধ হইলে,

তিনি তাপস ও ব্রাহ্মণের ধন ব্যতিরেকে আর সকলেরই ধন গ্রহণ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি শত্রুকর্তৃক নিপীড়িত বা নিরুদ্ধ হইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, তাহার কি সুপথ ও কুপথ বিচার করা উচিত? কখনই নহে; তৎকালে যে কোন পথদ্বারা হটক পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবে। ক্ষত্রিয় কোষ ও বলক্ষয়নিবন্ধন লোকের নিকট নিতান্ত অবমানিত হইলেও তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তি বা বৈশ্য ও শূদ্রের জীবিকা অবলম্বন নিতান্ত নিষিদ্ধ। জয়লাভদ্বারা ধনোপার্জনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান বৃত্তি। তিনি স্বজাতীর নিকট কদাচ কোন দ্রব্য প্রার্থনা করিবেন না। যে ব্যক্তি মুখ্যকল্প অবলম্বনপূর্বক জীবিকা নির্বাহ করে, আপদকাল সমাগত হইলে, গোণবল্ল দ্বারা বৃত্তিলাভ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ নহে। ক্ষত্রিয় আপদাপন্ন হইলে, অধর্মদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন। বৃত্তিক্ষয়নিবন্ধন ব্রাহ্মণেরও যখন অধর্মাচরণ বিহিত হইতেছে, তখন ক্ষত্রিয়ের উহা বিহিত না হইবার কারণ কি? ক্ষত্রিয় আপৎকালে ধনীদিগের নিকট বলপূর্বক ধন গ্রহণ করিবেন। নিতান্ত অবসন্ন হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। ক্ষত্রিয় প্রজাদিগের হস্তা ও রক্ষিতা; সুতরাং আপদদ্বারের নিমিত্ত বলপূর্বক ধন গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ এই জীবলোকে হিংসা না করিলে, কাহারই জীবিকালান্ধের সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, এতদী বনচারী মুনিও হিংসা না করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে সমর্থ হন না। বিশেষতঃ যে ভূপতি প্রজাপালন করিবার অভিলাষ করেন, কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিলে, তাঁহার কোনক্রমেই জীবিকালান্ধের সম্ভাবনা নাই। আর দেখ, রাজা ও রাজ্য ইহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে; অতএব রাজা যেক্রপ আপদকালে স্বীয় ধন ব্যয় করিয়া রাজ্য রক্ষা করেন, তক্রপ রাজ্য প্রজাগণেরও রাজ্যের বিপদকালে তাহাকে রক্ষা করা কর্তব্য। আপদ উপস্থিত হইলেও কোষ, দণ্ড, বল, মিত্র ও অন্যান্য দ্রব্য রাজ্য হইতে অন্তরিত করা রাজার কদাপি বিধেয় নহে। শর্ম্মর কহিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে লোকে স্বীয় আহারোপযোগী ধান্য হইতে অগ্রে বীজ রক্ষা করিবে। আপদাদিগের অর্থ বায়দ্বারা রাজাকে রক্ষা করা প্রজাদিগের অবশ্য কর্তব্য। যে রাজার রাজ্য নিতান্ত অবনত হয়, যিনি জীবিকার অভাবে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ বা দেশান্তরে অবস্থান করেন, তাঁহার জীবনে দিক্। কোষ ও বল রাজার মূল, তদ্ব্যতী কোষ আবার বলের মূল; বল সকল ধর্ম্মের মূল এবং ধর্ম্ম প্রজাগণের মূল। কিন্তু অন্য ব্যক্তিকে পীড়ন না

করিলে কোষ ও বল লাভের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আপদকালে কোষ ও বললাভার্থ অন্যকে পীড়ন করিলে, রাজগণকে কদাপি দ্বিষ্ট হইতে হয় না। লোকে যাগযজ্ঞ সম্পাদনার্থ অকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুতরাং ভূপতি যখন শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে পীড়ন করেন, তখন তাঁহাকে কি জন্য দ্বিষ্ট হইতে হইবে?

অর্থের অসম্ভাব হইলেই প্রজাপীড়ন করিতে হয়; আপদকালে পীড়ন না করিলে অর্থলাভ হওয়া নিশ্চয় অসম্ভব। ন্যায়িক অর্থ সংগ্রহ করিবার নিমিত্তই বহুবায়দাধ্য হস্তিপালনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। মেধারী ব্যক্তি বুদ্ধিপূর্ব্বক এইরূপ কার্য্য নিজের করিয়া থাকে। কালে অর্পোপার্জনে প্রবৃত্ত হইবে। যেনন পশু, বহু ও উভয় সংগ্রহ তিনটি মোক্ষসাধনের উপযোগী, সেইরূপ কোষ, বল ও জ্ঞান এই তিনটি রাজাপুষ্টির প্রধান কারণ। আমি এই স্থলে এক ধর্ম্মতত্ত্বপ্রকাশক নির্দোষ প্রদর্শন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে যজ্ঞের নিমিত্ত যূপচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে, সেই যূপবৃক্ষের সন্নিহিত যে সকল বৃক্ষ উহা ছেদনের বিরম্পাদন করে, তৎসমুদায়কে অবশ্যই ছেদন করিতে হয়। তাঁহারা আবার ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইবার সময় অন্যান্য বৃক্ষ সমুদায়কে নিপতিত করে। এইরূপ যে সমুদায় মনুষ্য রাজার কোষসঞ্চয়ের বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ বন্ধকতাচরণ করে, তাহাদিগকে পিনাশ না করিলে, কদাপি নিক্রিয়ভেদ সম্ভাবনা নাই। অর্থদ্বারা ইহলোক, পরলোক, সভা ও ধর্ম্ম সমুদায়ই করা যায়। নির্ধনেরা জীবন্ত হইয়া অবস্থান করে। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানার্থ যে কোনরূপে হউক ধন গ্রহণ করিবে। এই প্রকার করিলে, অধিক দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। এক ব্যক্তি কখনই যুগপৎ ধনসংগ্রহ ও ধনভাগ করিতে পারে না। বনমধ্যে ধনী ব্যক্তির অবস্থান সম্ভবপর নহে। আর যাহারা এই জনসমাজে অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে সতত পার্থিব ধন রত্ন সকল অধিকার করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, ভূপাল্যের রাজারকার মদূশ পরম ধর্ম্ম আব কিছুই নাই। সম্পদকালে প্রজাগণের শিকট হইতে অধিক পরিমাণে করগ্রহণ করা পাপজনক বটে; কিন্তু আপদকালে উহাদ্বারা তাদৃশ অধর্ম্ম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এই জগতে কেহ কেহ দান ও যাগ যজ্ঞাদি, কেহ কেহ তপস্যা এবং কেহ কেহ বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা ধন সঞ্চয় করেন। নির্ধন ব্যক্তি ধনবান্ ও দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবান্ বলিয়া অভিহিত হয়। ধনী ব্যক্তি সর্ব্ব বস্তু অধিকার ও সমুদায় বিপদ হইতে



মুক্তিলাভ করিতে পারে। অর্থপ্রভাবে ধর্ম, কাম ও উত্তর লোকে সঙ্গতি লাভ হয়। "অতএব ধর্ম্মানুসারে অর্থপ্রাপ্তির চেষ্টা করা লোকের উচিত; অধর্ম্মানুসারে উহা লাভ করিবার চেষ্টা করা তাহার কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে।

রাজধর্ম্মানুশাসনপর্বাদ্যায় সম্পূর্ণ।

### আপদর্শন পর্বাদ্যায়

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১৩১ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! যে নরপতি কোষাদিসংগ্রাহে বিমুখ, দীর্ঘযুজ ও বন্ধুবান্ধববিয়োগভয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন, যাহার মন্ত্রণা প্রকাশিত হয়, শত্রুরা একত্র মিলিত হইয়া যাহার রাজ্য বিভাগপূর্বক গ্রহণ করে, যাহার নিধনতা ও মিত্রবলের অভাব নিবন্ধন অমাত্যেরা বিপক্ষগণের বশবর্তী হয় এবং যিনি বিপক্ষদৈন্যের প্রভাবে অভিভূত ও মহাবল শত্রু কর্তৃক ব্যাকুলিত হন, তাহার যাহা কৰ্ত্তব্য, তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আক্রমণকারী শত্রু যদি বিমুগ্ধচিত্ত হয় ও ধর্ম্মানুসারে জয়প্রাপ্তির অভিলাষ করে, তাহা হইলে, নরপতি তাহার সহিত সন্ধি করিয়া ক্রমশঃ স্বীয় গ্রাম নগরাদির উদ্ধারসাধন করিবেন। আর শত্রু যদি মহাবলবীৰ্য্যশালী হয় ও অধর্ম্মানুসারে জয়প্রাপ্তির চেষ্টা করে তাহা হইলে, তাহারে কতিপয় গ্রাম প্রদান করিয়া তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করা অথবা রাজধানী ও অন্যান্য সমুদায় সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্বক আপদ হইতে মুক্তিলাভ করা প্রাজার কৰ্ত্তব্য। নরপতি যে কোন প্রকারে হউক প্রাণ ধারণে সমর্থ হইলে, পুনর্বার পূর্বের ন্যায় ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারে। অতএব কোষ ও বল পরিত্যাগ করিলে, যে আপদ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, সেই আপদে আত্ম পরিত্যাগ করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। যদি অন্তঃপুরবাসিনীগণও শত্রুগণকর্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলেও তাহাদের প্রতি দয়া না করিয়া আত্মরক্ষা করাই উচিত।

## শান্তি পর্ব ।

ধর্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! নরপতির অমাত্যাদি ক্রোধাবিষ্ট, রাজ্য ও দুর্গ প্রভৃতি শত্রুর হস্তগত, কোষ পরিক্ষীণ এবং মন্ত্রণা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার কি করা কর্তব্য ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! শত্রু ধর্মপরায়ণ হইলে, তাহার সহিত অচিরে সন্ধিস্থাপন ও অধর্মপরায়ণ হইলে, তাহার প্রতি অচিরে পরাক্রম প্রকাশ করা নরপতিগণের কর্তব্য । ফলতঃ মহাপতিগণ শত্রু কর্তৃক সমাক্রান্ত হইলে, হয়, উপায় দ্বারা অবিলম্বে তাহারে নিরস্ত করিবেন, না, হয়, অচিরে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্মযুদ্ধে দেহত্যাগ পূর্বক পরলোকে সদগতি লাভ করিবেন । অল্পরক্ত, হৃষ্ট ও সচেষ্ট সৈন্য অল্পমাত্র হইলেও তাহাদিগকে লইয়া সমস্ত বহুকরা জয় করিতে পারা যায় । রাজা সময়ে নিহত হইলে স্বর্গারোহণ পূর্বক ইন্দ্রের সালোক্য এবং অরাক্তিগণকে নিপাতিত করিতে পারিলে, পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিতে পারেন ; অতএব সংগ্রামে ভীত হওয়া তাঁহার কখনই উচিত নহে । সংগ্রামকাল সমাগত হইলে, সমরত্যাগের অভিশাপ না করিয়া বুদ্ধিকৌশলে শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন ও বিনয় অবলম্বন করিয়া সংগ্রাম করাই নরপতিগণের কর্তব্য । অপর যখন তাহার স্বপক্ষীয়দিগের ক্রোধবশতঃ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ বা সন্ধিস্থাপন করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইবেন, তখন দুর্গ হইতে অগ্রে পলায়ন পূর্বক পরিশেষে ক্রমে ক্রমে সন্ধি দ্বারা আপনার সৈন্যগণকে সাবধানে করিয়া মন্ত্রপ্রভাবে পুনরায় স্বীয় রাজ্য অধিকার করিবেন ।

—\*—

## দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১৩২ ।

ধর্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! ভূপালগণের সর্বলোক হিতজনক পরম ধর্ম বিনষ্ট ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ব্রহ্মাগণের হস্তগত হইলে, ব্রাহ্মণগণ সেই আপদকালে স্নেহবশতঃ পুত্রপৌত্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া কি প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিবেন ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! সেই আপদকালে ব্রাহ্মণেরা বিজ্ঞানবল অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিবেন । জগত্তের যাবতীয় ধন ধান্যাদি সাধুগণের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে ; অসাধুগণের নিমিত্ত কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই । যে ব্যক্তি শাস্ত্রপথের অনুবর্তী হইয়া অসাধুগণের নিকট হইতে

অর্থ গ্রহণ পূর্বক সাধুগণকে প্রদান কবেন, তিনিই আপদ্ধর্মের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ। নরপতি বিপদকালে রাজ্যপালনার্থ প্রজাবর্গকে প্রকোপিত না করিয়া তাহাদের অদত্ত বস্তুও গ্রহণ করিতে পারেন। বিজ্ঞানবল-সম্পন্ন পুণ্যাত্মা ব্যক্তি বিপদকালে গর্হিত কার্যের অহুষ্ঠান করিলেও, তাঁহাকে কাহারও নিকট নিন্দিত হইতে হয় না। বলপূর্বক জীবিকা লাভ করাই যাহাদিগের চিরাচরিত ধর্ম, তাঁহারা কখনই অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সন্তোষলাভে সমর্থ হন না। বলবান্ ব্যক্তিরা তেজঃ-প্রকাশ করিয়াই জীবন যাপন করেন। ভূপতিরা আপদকালে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রস্থ সমুদায় ব্যক্তির নিকট হইতে দোষ সংগ্রহ করিয়া থাকেন; কিন্তু মেধাবী রাজারা আপদকালে অসচ্চরিত্র দণ্ডার্থ ব্যক্তিদিগেব দণ্ডবিধান করিয়াই ধনসঞ্চয় করেন। অধিক আপদ উপস্থিত হইলেও ঋত্বিক, পুরোহিত, আচাৰ্য্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে পীড়নপূর্বক অর্থসংগ্রহ করা ভূপালগণের কর্তব্য নহে। যে রাজা ঐক্লপ কার্যের অহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে অগাধ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়, মন্দেহ নাই। আমি এক্ষণে বাহা কহিলাম, ইহা অহি প্রাণাত্মিক ও লোকের দিব্য চক্ষুরূপ। লোকে ইহার অহুসারে ব্যবহার করিতে পারিলেই সাধুপদবাচ্য হইয়া থাকে। গ্রামবাগী অসংখ্যলোক রোষ-পরবশ হইয়া রাজার নিকট পরস্পরের দোষ কীর্তন করিয়া থাকে; অতএব রাজা তাহাদেব বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কাহাদেরও সংকৃত বা নিপীড়িত করিবেন না। লোকের পরিবাদ কীর্তন বা শ্রবণ করা কখনই উচিত নহে। যে সভায় পরস্পরা কীর্তিত হয়, তথায় হস্তদ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন বা তথা হইতে প্রস্থান করাই বিধেয়। কদর্য্যস্বভাব লোকেরাই পরের নিন্দা ও পরের প্রতি ক্রুরতাচরণ করে। সংস্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ স্বতঃ সাধুদিগের গুণই কীর্তন করিয়া থাকেন। শাস্ত্র-স্বভাব-বৃষভ যেনন যত্নসহকারে ভার বহন করে, ভূপতিও সেইরূপ রাজ্য-ভার বহন করিবেন। যাহাতে অনেকের সাহায্য লাভ করা যায়, এক্লপ কার্যের অহুষ্ঠান করা ভূপালগণের অবশ্য কর্তব্য। অনেকে চিরাচরিত প্রথাকে প্রধান ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করেন; কিন্তু কেহ কেহ উহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা কহেত যে, পুরোহিতাদি মান্য ব্যক্তিরাও অপরাধ করিলে, তাহাদিগের দণ্ডবিধান করা অবশ্য কর্তব্য। ঐ সকল লোক যে মাৎসর্য্য বা লোভের বশীভূত হইয়া ঐদৃশ বাক্য প্রয়োগ করেন, এক্লপ বিবেচনা করিও না; বস্তুতঃ তাঁহারা শিথিলের প্রতি

শাস্ত্রের ব্যবহারানুসারে ধর্ম্মানুরোধেই ঐরূপ করিয়া থাকেন। অনেক মহর্ষি কুর্কর্শশীল গুরুদেব শাসন করা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, বস্তুতঃ ঐরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। লোকে কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, দেবগণ তাহারে নিপাত্তিত করেন। যে নরপতি ছলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। সর্ব্বাঙ্গগৎকৃত ধর্ম্ম চতুর্বিধ; বেদনির্দিষ্ট, স্মৃতিনির্দিষ্ট সাধুজনাচরিত ও আত্মবিচারমিত্ত। এই চারি প্রকার ধর্ম্মই অবগত হওয়া নরপতিদিগের উচিত। যে রাজা তর্কশাস্ত্র, বেদশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র দণ্ডনীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত ধর্ম্ম অবগত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। সর্পপদের ন্যায় ধর্ম্মমূল অন্বেষণপূর্ব্বক প্রকাশ করা সহজ নহে। নিষাদগণ যেরূপ বনমধ্যে বাণাহত মৃগের শোণিতাক্ত পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাহার অনুসন্ধান করে, সেইরূপ ধর্ম্মের মর্ম্ম অন্বেষণ করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য। পুরাতন রাজর্ষিরা সাধুদিগের আশ্রিত পথই অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি এক্ষণে তাহাদিগের ন্যায় সেই পথ অবলম্বন কর।

— ০\*০ —

### ত্রয়স্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১৩৩ ।

হে মহারাজ ! স্বীয় ও পরকীয় রাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোষপূরণ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। কোষ দ্বারাই রাজ্য ও ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব কোষ সংগ্রহ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করাই ভূপতিদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কোন সচ্চরিত্রতা বা কোন নৃশংসতা দ্বারা কখনই কোষসংগ্রহ তৈবীর সম্ভাবনা নাই; সুতরাং মধ্যম বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই কোষসংগ্রহ করা উচিত। বল না থাকিলে, কোষ রক্ষা হয় না; কোষ রক্ষা না হইলেও বল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বলহীন ব্যক্তি রাজ্যরক্ষায় সমর্থ হয় না এবং রাজ্যহীন ব্যক্তিকে শীঘ্র শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। উচ্চপদে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীবিহীন হওয়া মূঢ়াত্বা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব কোষ, বল ও মিত্র পরিবর্দ্ধিত করা রাজাদিগের নিত্য আবশ্যক। রাজা কোষবিহীন হইলে সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করে; তখন আর কেহই তাঁহার নিকট অন্নলাভে পরিভূষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করে না। লক্ষী থাকিলে,

রাজার সম্মানের পরিসীমা থাকে না । আবরণ দ্বারা যেমন জীলোকের গুহা দেশ সমাবৃত হয়, সেইরূপ সম্পদ দ্বারা রাজার পাপ সকল আচ্ছাদিত হইয়া থাকে । যে নরপতির পূর্কপকারিগণ তাঁহার সম্পদ দর্শনে অমুতাপিত হইয়া শালাবৃকের ন্যায় গূঢ়ভাবে তাঁহারে সংহার করিবার মানসে আশ্রয় করে, তাঁহার কখনই সুখলাভ হইতে পারে না । সতত উদ্যত হওয়াই রাজাদিগের নিত্য উচিত ; নত হওয়া কখনই কর্তব্য নহে । উদ্যমই প্রধান পুরুষকার । বরং ভয় হওয়া উচিত, তথাপি কাহার নিকট নত হওয়া বিধেয় নহে । বরং অরণ্যে প্রস্থান করিয়া মৃগগণের সহিত বিচরণ করিবে, তথাপি মর্যাদাপূর্ণ দক্ষ্যপ্রায় আমাত্যগণের সহিত ব্যবহার করিবে না । অতি ভীষণ অকার্যসাধনকালে দক্ষ্যদিগের নিকট হইতে অনেক সৈন্য পাওয়া যায় । নরপতি এককালে নিয়মবিহীন হইলে, তাঁহার নিকট অন্যান্য লোকের কথা কি বলিব, নিষ্ঠুর দস্যুরাও ভীত হয় । অতএব লোকমনোহারী নিয়ম স্থাপন করা নিত্য কর্তব্য । অতি সামান্য বিষয়েও নিয়ম থাকিলে, উহা সাধারণের সমাদৃত হইয়া থাকে । নাস্তিকেরা ইহলোকে পরলোকের ভয় করে না ; অতএব তাহাদিগের উপর বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত নহে । দস্যুরা অন্যান্য সদাচারে নিরত হইয়া পরধন অপহরণ করিলেও উহা অহিংসা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । দেখ, দস্যুরা দস্যুবানু হইলে, তাহাদের দস্যবলে অনেকাংক প্রাণী রক্ষিত হয় । উহারা সংগ্রামবিমুখ ব্যক্তির বধসাধন, ক্রতঘ্নতা, ব্রহ্মস্ব অপহরণ, লোকের এককালে নিধনতা সম্পাদন, কন্যাপহরণ ও পরদারভিমর্ষণে নিত্য বিমুখ । আবার যাহারা দস্যুদিগের বিশ্বাসের জন্য উহাদের সহিত সন্ধি করে, তাহারা নিশ্চয়ই উহাদের বিশ্বাসোৎপাদন পূর্বক সমুদায় জ্ঞাত হইয়া পরিশেষে উহাদের সমুদায় ধন সম্বলাদি নিঃশেষিত করিতে পারে । অতএব দস্যুগণকে একবারে ধনবিহীন না করিয়া তাহাদিগকে আপনার বশবর্তী করাই বিধেয় । আপনাকে সৰ্বল বোধ করিয়া তাহাদের সহিত নৃশংস ব্যবহার করা কখনই কর্তব্য নহে । যে রাজা প্রজাবর্গকে ধনবিহীন করেন, তাঁহাকে অবিলম্বে নিধন হইতে হয় ; আর যিনি তাহাদের সম্পত্তি রক্ষা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বাভাবিকরূপে রাজ্য ভোগে সমর্থ হন ।

চতুর্বিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১৬৪ ।

হে মহারাজ ! এই স্থলে ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই ধর্ম বাক্য কীর্তন করিয়া থাকেন যে, অজ্ঞিয়ার সাধুজনসমাচারিত ধর্ম ও অর্থ এই দুইটি প্রত্যক্ষ সুখ । শাস্ত্রবিহিত ধর্মাদ্বৈত বিচার করিয়া প্রত্যক্ষ সুখে বিদ্বৎপাদন করা কদাচ বিধের নহে । ধরাতলে বৃকপদচিহ্ন দর্শন করিয়া উহা যথার্থ বৃকের পদচিহ্ন কি না এইরূপ বিচারের ন্যায় ধর্মাদ্বৈতের বিচার নিরর্থক । এই সংসারের কেহই ধর্মাদ্বৈতের ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই । অতএব বিদ্যাাদি দশ প্রকার বল আরম্ভ করা বিধের । সর্ব বস্তুই বলবান্ ব্যক্তির বশীভূত থাকে । সম্পত্তি থাকিলে বল আরম্ভ হয় এবং বল আরম্ভ হইলেই উপযুক্ত অমাত্য সমুদায় লাভ করা যায় । এই পৃথিবীতে ধনবিহীন ব্যক্তি পতিত ও অন্নমাত্র ভ্রাবাই উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় । বলবান্ ব্যক্তি অতিশয় পাপাচরণ করিলেও কেহ তরুপ্রযুক্ত তাহা প্রকাশ করে না । ধর্ম ও বল এই দুইটি মতোয় আশ্রয় লাভ করিলে মহাবোরা মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পায় । বল ও ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে বলই শ্রেষ্ঠ । বল হইতে ধর্ম সম্ভূত হয় । হুম যেমন বায়ুকে আশ্রয় করিয়া উড়ীন এবং লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় ও সুখ যেমন ভোগবান্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম বলবান্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে । বলবান্ ব্যক্তিনিগর সর্বকাৰ্য্যই সাধার্য্য । তাহাদিগের সমুদায় কাৰ্য্যই সংকাৰ্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় । বলহীন ব্যক্তি দুর্ধর্ম করিলে, কখনই পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না । সকলেই তাহার দোষাত্ম্য উদ্ভাঙ্গ হয় । মহাবোরা ঐশ্বর্য্য হইতে পরিত্রাণ হইলেই সকলের নিকট অবমানিত হইয়া অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ করে ; তৎকালে তাহাদিগের প্রাণধারণ মূঢ়াতুল্য হইয়া উঠে । পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, পাপ ও চরিত্রদোষ নিবন্ধন বহুবাক্যবিহীন হইলে, মহাবাক্য পরের বাক্যযন্ত্রণার নিভাস্ত নিলীড়িত হইয়া যৎপরোনাস্তি অহুতপ্ত হইতে হয় । পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য ত্রয়ো বিদ্যার আলোচনা, ব্রাহ্মণ্যের উপাসনা, দর্শনবাক্য প্রয়োগ ও কাৰ্য্য দ্বারা তাহাদিগের ভুটিসম্পাদন, চিত্তের উন্নতিসাধন, মহৎপাণিগ্রহণ, আপনার ব্রজতা স্বীকার পূর্বক অন্যের গুণ বর্ণন, কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্বক অপানুষ্ঠান এবং মিতভাবী ও মৃদুভাব হইয়া লোকের হিতসাধন করা উচিত বহুতর পাপানুষ্ঠান করিলে, লোকের নিন্দার ভয় না

হইয়া জাতি ৩ কত্রিসমাজে সর্বদা অবস্থান ৩ তাঁহাদিগের অমুমো-  
কার্বে দিত্যর অমুষ্ঠান করা বিধেয়। এইরূপ সমাচারনিরত হইলেই  
লোকে পাপবিহীন ৩ সকলের সম্মানভাজন হইয়া ইহলোক ৩ পরলোকে  
উৎকৃষ্ট সুখ লাভে সমর্থ হইবে। ধন বিভাগ পূর্বক ভোগ করাই উচিত ;  
একাকী ধৈর্যমানে ভোগ করা বিধেয় নহে।

- ৩ -

### পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১৩৫ ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! পরধনাপহারী দম্ভা ৩ যদি অন্যান্য ধর্মের  
সমলঙ্ঘন কর, তাহা হইলে, তাহাকে পরলোকে নিরন্নগামী হইতে হয়  
না ! এই বিষয়ে এক পুথাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে, শ্রবণ কর।  
পূর্বের কারব্য নামে এক নিবাদ দম্ভাবনিবন্ধন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।  
ঐ নিবাদ কত্রিরের ঠেরসে নিবাদীর গর্তে জন্ম গ্রহণ করে। সে নির-  
ন্তর কত্রিরধর্মের নিরন্ত, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞানসম্পন্ন, অনুশংস, বিপ্রপ্রিয়,  
শুভ্রপুতক, মহাবল পদ্মাকান্ত এবং নিবাদগণমধ্যে বিজ্ঞ ৩ যুগবিজ্ঞানে  
দিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিল। ঐ নিবাদ প্রত্যহ প্রত্যহে সারংকালে বন-  
মধ্যে যুগপৎ প্রোথিত উত্তেজিত করিত। দেশকালের বিষয়ে তাহার  
কিছুই অবদিত ছিল না। সে সতত পর্বতে পরিভ্রমণ ৩ একাকী অসংখ্য  
সৈন্য পরাক্রম করিত। সমুদায় ধর্মেরই তাহার ম বিশেষ অভিজ্ঞতা  
ছিল। সে প্রত্যহ যুগ, মাংস, ফল, মূল ৩ অন্যান্য নানাপ্রকার ধান্য  
দ্রব্য আহরণ পূর্বক বৃদ্ধ অল্প বধির পিতা মাতার শুশ্রূষা করিত। মান্য  
ব্যক্তিবর্গকে কখনই অবমাননা করিত না। বনবাসী প্রজিত ব্রাহ্মণ-  
গণের অর্চনা করা তাহার নিত্য কার্য ছিল। সে প্রত্যহ যুগবধ করিয়া  
তাঁহাদের জন্ম লইয়া বাইত। বাহ্যরা লোকভয়ে দম্ভার নিকট মাংস  
গ্রহণ করিতে সন্মত হইতেন না, সে প্রত্যহে অজ্ঞাতমারে তাঁহাদের গৃহে  
তাহা রাখিয়া বাইত।

এক দিন ক্রমশঃ তাহার নিরন্নবিহীন অসংখ্য দম্ভা তাহারে গ্রামণী করি-  
বার নিয়ন্ত কহিল, হে বীর ! তুমি দেশ, কাল ৩ বৃহত্ত সমুদায়ই জ্ঞাত  
আছ। তোমার ন্যায় প্রজ্ঞাসম্পন্ন ৩ দৃঢ় ব্রতপরায়ণ লোক আরই দৃষ্টি-  
গোচর হয় না। অতএব এক্ষণে তুমি আমাদের সকলের মঙ্গলসুখের  
প্রধান গ্রামণী পদ গ্রহণ কর। তুমি আমাদিগকে যেরূপ অনুমতি করিবে,

আমরা ভক্তসমূহই কার্যাসুষ্ঠান করিব। এক্ষণে তুমি পিতৃ মাতার ন্যায় স্মারাসুসারে আমাদিগকে প্রতিপালন কর।

তখন কার্য তাহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া তাহাদিগকে কহিল, প্রতিবাসীগণ। তোমরা জ্ঞী, ভীক, শিশু, তাপস ও সমরে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিনাশসাধন এবং বল পূর্বক জীলোককে গ্রহণ করিও না। সৰ্ব্বপ্রাণীর মধ্যে জীলোককে সংহার করা অতি গহিৰ্ত কাৰ্য্য। অতএব তন্নিষেধে যেন কোনমতেই তোমাদিগের বুদ্ধি প্রধাবিত না হয়। নিরস্তর ব্রাহ্মণগণের ততচিত্তা ও তাঁহাদিগের হিতাসুষ্ঠানার্থ যুদ্ধ করা কৰ্তব্য। কখনই মন্ত্যের অপলাপ করিও না। দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা এবং বিবাহাদি সংস্কার্যের বিয়াসুষ্ঠান করা হিতজনক মহে। সৰ্ব্বপ্রাণীর মধ্যে ব্রাহ্মণই মোক্ষলাভের উপযুক্ত, অতএব সৰ্ব্বদাস্ত করি-  
য়াও তাঁহাদিগের পূজা করা উচিত। ব্রাহ্মণেরা, ক্রুদ্ধ হইয়া যাহার অনিষ্টচিন্তা করেন, ত্রিলোকমধ্যে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, তাহাকে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট হইতে হয়। আমরা এইখানে থাকিয়াই সৰ্ব্ববিষয়ের ফললাভে বাসমা করিব। যাহারা আমাদের অভিলষিত ফলপ্রদানে অসম্মত হইবে, তাহাদের সহিত সংগ্রাম করাই আমাদের কৰ্তব্য। ভূতদিগের শাসনবিধানার্থই দণ্ডের সৃষ্টি হইরাছে; নির্দোষ লোকের বিনাশের নিমিত্ত সৃষ্টি হয় নাই। যাহারা শিষ্টদিগকে পীড়া প্রদান করে, তাহাদি-  
গকে বধ করাই কৰ্তব্য। যাহারা রাজ্যাপরোধ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, তাহারা কুণপনিহত ক্রুরের ন্যায় বিনষ্ট হয়। হে প্রতিবাসীগণ! পরধনাপহারী দস্যু হইয়া এই প্রকার নিয়মাসুসারে জীবিকা নির্বাহ করিলে, অচিরেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হওয়া যায়।

কার্য্য এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে, তত্রতা সমস্ত দস্যুই তাহার বাক্যাসুসারে কার্য্যাসুষ্ঠান পূর্বক পাপ হইতে বিরত হইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। জ্ঞানবান্ কার্য্যও সাধুগণের হিতাসুষ্ঠান ও দস্যুগণের পাপ নিবারণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্য দ্বারা মহতী সিদ্ধি লাভ করিল। হে ধৰ্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি প্রতিনিরত এই কার্য্যচরিত চিন্তা করিবে, তাহার আরণ্য জন্ত ও অন্যান্য প্রাণী হইতে অগ্ন্যাজ্ঞ ভয় থাকিবে না; সে অরণ্যমধ্যে গমন করিয়াও রাজার ন্যায় অবস্থান করিতে পারে।



## ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১৩৬ ।

হে ধর্মরাজ ! ভূপতি যে পথ অবলম্বন করিয়া কোবসঞ্চর করিবেন, পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ ব্রহ্মবাক্যানুসারে তাহা কীর্তন করিয়া থাকেন; গ্রহণ কর। ব্রহ্মস্ব ও যাজ্ঞিকগণের ধন গ্রহণ করা রাজার বিধেয় নহে। তিনি কশ্মকাভবিহীন দশাগণের ধনই হরণ করিবেন। পৃথিবীস্থিত সমুদায় রাজা ও রাজ্য ক্ষত্রিয়ের অধিকৃত। ক্ষত্রিয়ই সমস্ত ধন ভোগ করিবেন; উহাতে অন্য ব্যক্তির কিছুমাত্র অধিকার নাই। ধন দ্বারা বলবৃদ্ধি ও যজ্ঞাহুষ্ঠান করাই রাজার কর্তব্য। লোকে, বৈরূপ অভোজ্য ওষধি ছেদন করিয়া তদ্বারা ভোজ্য দ্রব্য পাক করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাজা ছুইদিগের হিংসা করিয়া শিষ্টগণকে প্রতিপালন করিবেন। যাহারা স্মৃতদ্বারা দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যাগণকে পরিভ্রষ্ট না করে, তাহাদের ধন নিতান্ত নিষ্ফল। বলপূর্বক ঐরূপ ব্যক্তিগণের ধন অপহরণ করা ধর্মশীল রাজার কর্তব্য। সেই ধনদ্বারা অনেকানেক সাধুগণের তৃপ্তিসাধন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব রাজাকে সেই অপহরণ অন্য দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। যিনি অসাধু ব্যক্তি হইতে ধন গ্রহণ পূর্বক সাধুগণকে প্রদান করেন, তিনি পরম ধার্মিক। বজ্রীনাশক গুরুজীব ও পিপিলিকাদি যেমন অল্পে অল্পে বহদূর গমন করে, তদ্রূপ নরপতি আপনার সাধ্যানুসারে ক্রমে ক্রমে পরলোক গমন করিবার যত্ন করিবেন। গবাদির ঘেহ হইতে যেমন দংশনশকাদি নিরাকৃত করা যায়, তদ্রূপ অযাজ্ঞিক ব্যক্তিকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করা বিধেয়। শিলার উপর ঘুলি রাখিয়া শিলাদ্বারা পেষণ করিলে, উহা যেমন ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ ধর্মের যত সমালোচন করা যায়, উহা ততই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

—\*.\*—

## সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১৩৭ ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কার্য্যাহুষ্ঠান করে, তাহাকে অনাগতবিধাতা, যে ব্যক্তি সহস্রকোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, আপনায় সুজ্ঞানদ্বারা অচিরাতঃ তাহা সংসাধনে সমর্থ হয়, তাহাকে প্রত্যাৎপন্নমতি এবং যে ব্যক্তি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, তাহা সম্পাদনে সক্ষম না হইয়া ইহা অন্য দা হরণ করিব বলিয়া আলস্যে

কাল যাপন করে, তাহাকে দীর্ঘস্থ জ্ঞান হলে । এই অগতে অনাগতবিধাতা ও প্রত্যাংপন্নমতি এই দুই ব্যক্তিই জলাশয়ে সমর্থ হন ; কিন্তু দীর্ঘস্থকে অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে হয় । এক্ষণে আমি এই স্থলে একটি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । কোন এক মৎস্যসঙ্কুল স্বল্পসলিল জলাশয়ে তিনটি শকুল মৎস্য বাস করিত । তন্মধ্যে একটি অনাগতবিধাতা, একটি প্রত্যাংপন্নমতি ও একটি দীর্ঘস্থ । একদা মৎস্যজীবগণ মৎস্যধরিবার অভিলাষে চতুর্দিক হইতে সেই ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল নিষ্কাশিত করিতে লাগিল । তখন দীর্ঘদনী শকুল মৎস্য জলাশয়কে ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে দেখিয়া স্বীয় মিত্রদ্বয়কে কহিল, দেখ, এক্ষণে এই জলাশয়েই জলজন্তুর বিপদকাল সমুপস্থিত হইয়াছে ; অতএব চল, আমরা আমাদের নির্গমনের পথ নষ্ট না হইতে হইতেই অচিরে অন্য জলাশয়ে প্রস্থান করি । যে ব্যক্তি নীতিপ্রভাবে অমুপস্থিত বিপদের প্রতিবিধান করে, তাহাকে কোন কালেই বিপদাপন্ন হইতে হয় না । অতএব চল, আমরা বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্বেই পলায়ন করি । তখন দীর্ঘস্থ কহিল, মিত্র ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা স্বার্থ বটে ; কিন্তু আমার মতে কোন কার্যোই স্বরাশ্রিত হওয়া উচিত নহে । ঐ সময় প্রত্যাংপন্নমতি ও অনাগতবিধাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভাই ! আমি ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কোন কার্য করি না ; কিন্তু কোন কার্য উল্লিখিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারি । দীর্ঘস্থ ও প্রত্যাংপন্নমতি এই কথা কহিলে অনাগতবিধাতা তাহাদিগের তৎকালে পলায়নের মত নাই বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং অবিলম্বে স্রোতদ্বারা এক গভীর জলাশয়ে প্রস্থান করিল ।

কিরৎক্ষণ পরে সেই ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে সমস্ত জল নিঃসৃত হইলে, মৎস্যজীবী ধীরগণ বিবিধ উপায় দ্বারা মৎস্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিল । ঐ সময় দীর্ঘস্থ ও প্রত্যাংপন্নমতি অন্যান্য মৎস্যগণের নম্র অবরুদ্ধ হইল । অনন্তর ধীরগণ রজ্জ্বদ্বারা মৎস্যদিগকে গ্রথিত করিতে থাকিলে, প্রত্যাংপন্নমতি সেই গ্রথিত মৎস্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রথনরজ্জু দংশন পূর্বক অবস্থান করিলে লাগিল । তখন মৎস্যজীবী সমূহ মৎস্য গ্রথিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে প্রভুত জলে প্রক্ষালন করিতে আরম্ভ করিল । ঐ অবসরে প্রত্যাংপন্নমতি সেই গ্রথনরজ্জু পরিত্যাগ পূর্বক উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইল । কিন্তু হীমবৃদ্ধ দীর্ঘস্থ পলায়নের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বিচৈতন ও বিকলেশ্বর হইল । প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিল ।

হে ধর্মরাজ ! এইরূপ যে ব্যক্তি মোহনিবন্ধন সমাগত বিপদ বিবেচনা করিতে না পারে, তাহাকে দীর্ঘস্থর মৎস্যের ন্যায় অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয় । আর যে ব্যক্তি আপনাকে কার্যক্ষম বিবেচনা করিয়া প্রথমে বিপদের প্রতিবিধান না করে, প্রত্যাশমমতি মৎস্যের ন্যায় তাহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে । আর যে ব্যক্তি বিপদ উপস্থিত না হইতে হইতেই তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, সে অনাগত-বিধাতা মৎস্যের ন্যায় নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে পারে । অবহিত-চিত্তে দেশের এবং কলা, কাঠা, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, মাস, পক্ষ, ঋতু, কল ও সম্বৎসর প্রভৃতি কালের সূক্ষ্মতা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক । মহর্ষিগণ ধর্ম্মার্থশাস্ত্র ও যৌক্তিক শাস্ত্রে দেশ ও কালকেই প্রধান এবং মনুষ্যাদিগের অভীষ্টপ্রদ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । অতএব যে ব্যক্তি সূচাক্ষুরূপে দেশ কাল বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারে, সে অনায়াসে উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় ।

—\*—

### অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১৩৮ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! আপনি প্রত্যাশমমতি ও অনাগত বিপদের প্রতিবিধানকারিণী বুদ্ধিকে সর্বোৎকৃষ্ট এবং দীর্ঘস্থরতাকে নিধনের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিলেন । এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মার্থকুশল এজারজন রাজা কি রূপ বুদ্ধি অবলম্বন করিলে, বিপদকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াও মুক্ত না হন ? বহুশত্রু এক ভূপতিকে আক্রমণ করিলে, তাহার কি প্রকারে অবস্থান করা কর্তব্য ? নরপতি বিপদাপন্ন হইলে, তাহার বহুসংখ্য শত্রু পূর্ন্যাপকারপ্রযুক্ত জ্ঞোষ্যবিহী হইয়া যদি তাহাকে সমূলে উন্মূলিত করিবার বাসনা করে, তাহা হইলে তখন তিনি কি প্রকারে একাকী সহায়শূন্য হইয়া সেই প্রাসোধ্যাত অরাতিগণের মধ্যে অবস্থান করিবেন ? মিত্র ও শত্রুপক্ষ আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা কর্তব্য ? যে ভূপতির মিত্রগণও শত্রু হইয়া উঠে, তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলে সুরক্ষিত করিতে পারেন ? প্রাকৃত ও কৃত্রিম মিত্রের মধ্যে কাহার সহিত সন্ধিহাপন ও কাহার সহিত সংগ্রাম করা কর্তব্য এবং বলশালী হইলেও শত্রুগণের মধ্যে কি প্রকারে অবস্থান করা উচিত ? এই সমুদায় বিষয়ও বিধিগুরুক শ্রবণ করিতে আমার

সত্যিয়ার অভিলষ হইতেছে। হে পিতামহ! আপনি জিতেছির ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; আপনি ভিন্ন এই সকল বিষয়ের বক্তা আর কেহই নাই এবং শ্রোতাও অতি হৃদয়। অতএব আপনি এক্ষণে এই সমুদায় বিষয় বিস্তার পূর্বক বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি যে প্রকার গুণবিশিষ্ট, তোমার প্রসঙ্গলিও তদনুযায়ী হইয়াছে। এক্ষণে আপদকালের অশুষ্ঠানোপযোগী গুঢ় বিষয় সকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন কোন সময় শত্রুও মিত্র হয় এবং কখন কখন মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। কার্যের গতিও সৰ্ব্বক্ষণ সমান হয় না; অতএব কার্যাকাৰ্য্য নির্ণয় করিতে হইলে, দেশ কাল বিবেচনা করিয়া বিখ্যাস ও বিগ্রহ করা বিধেয়। হিতাৰ্থী পণ্ডিতদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করা নিতান্ত কর্তব্য। জীবনরক্ষার্থ শত্রুগণের সহিতও সন্ধি করিতে হয়। যে যুঢ় শত্রুদিগের সহিত কোনক্রমেই সন্ধি করিতে সম্মত না হয়, সে কোনকালেই ধনোপার্জন বা সুখভোগে সমর্থ হয় না আর যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে মিত্রদিগের সহিত বিরোধ ও শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করে, তাহার বিপুল অর্থ ও মহৎ ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। এই উপলক্ষে আমি মার্ক্কারমুখিকসংবাদ নামক একটি পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করা।

কোন গহন কাননমধ্যে এক লতাজালসমাবৃত পক্ষিকুলসমাকীর্ণ প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ ছিল। পতিত নামে এক মহাপ্রাজ্ঞ মুখিক সেই বট বৃক্ষের মূলে শতমুখ বিবর নির্মাণ করিয়া অবস্থান করিত। লোমশ নামে এক বিহঙ্গমকুলঘাতক মার্ক্কারও ঐ বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়া ছিল। কিছু দিন পরে এক চাণ্ডাল সেই অরণ্যমধ্যে আগমন পূর্বক এক গৃহ প্রস্তুত করিল। সে প্রতিদিন সারংসময়ে মৃগাঙ্কিকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত ঐ বৃক্ষের অনতিদূরে ন্নায়ুন্নর পাশ বিস্তার করিয়া গৃহে গমনপূর্বক সুখে বামিনী বাপন করিত এবং প্রাতঃকালে সেই স্থানে আগমন করিয়া বামিনীযোগে যে সমুদায় মৃগ পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহাদিগকে গ্রহণ পূর্বক গমন করিত। একদিন সেই বৃক্ষশাখাসমাপ্তিত মার্ক্কারদৈবক্রমে সেই পাশে বদ্ধ হইল। তখন পলিতমামা মুখিক সেই প্রবল শত্রুকে পাশবদ্ধ দেখিয়া নিঃশব্দে তক্ষ্য বস্তুর অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত তথায় পর্যটন করিতে আরম্ভ করিল এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিষ্কপ করিতে করিতে সেই পাতশ্যুপরি ভ্রম্যজ্ঞান্য সন্নির্দয় করিয়া মার্ক্কারের উপর আরোহণ পূর্বক মনে মনে হান্য করত আমিষ ভক্ষণ করিতে লাগিল। সেই সময় উহার

অনতিদূরে হরিতনামে এক জাম্বিনোচন চঞ্চলবর্তার নকুল মূরিকের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে স্বকণী লেহন করিতে করিতে ভুগুর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিল এবং চলুকনামে এক জীৱ তুত তরুকেটিরবাসী উল্লুক বৃক্ষশাখার বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মূরিক আমিষ ভক্ষণে একান্ত বাগ্র ছিল; কিন্তু সহসা ঐ শত্রুহরের সন্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া চিড়া করিতে লাগিল যে, এই প্রকার চতুর্দিকে প্রাণসঙ্কট বিষম বিপদ উপস্থিত হইলে আশ্রয়িতের ব্যক্তিগণের কি করা কর্তব্য। বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহা নিবারণ করিয়া জীবন রক্ষা করাই বুদ্ধিমানদিগের উচিত। অতএব যাহারা চতুর্দিক হইতে আপদগ্রস্ত হইয়াও আপদ হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহাদিগের জীবন ধন্য। আমি এক্ষণে বিষম বিপদে নিপতিত হইরাছি; সহসা ভূতলে উপস্থিত হইলে নকুল এবং সেই স্থানে অবস্থিতি করিলে, উল্লুক আমাকে ভক্ষণ করিবে। আর যদি মার্জার ইতিমধ্যে পাশ হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে উহার নিকট কোনক্রমেই আমার নিস্তার নাই, বাহা হউক, মাদ্রুশ প্রাক্ত ব্যক্তি বিপৎসময়ে কদাচ বিমুগ্ধ হয় না। এক্ষণে আমি বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত শক্তি অনুসারে চেষ্টা করিতে ক্রটি করিব না। নীতিশাস্ত্রবিশারদ বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াও অবসন্ন হন না। অতঃপর এই মার্জার ব্যতীত আমার পরিভ্রাতার আর কিছুই উপায় নাই। এক্ষণে এই শত্রু বিপদাগর হইরাছে; আমি দ্বারা ইহার বিশেষ উপকার হইতে পারে; অতএব জীবনরক্ষার্থ এই বিড়ালের আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার সর্বতোভাবে কর্তব্য। আমি নীতিবল অবলম্বন করিয়া ইহার হিতসাধন পূর্বক শত্রুদিগকে বঞ্চিত করিব। এই বিড়াল আমার পরম শত্রু; কিন্তু এক্ষণে ঐ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া স্বার্থসম্পাদনার্থ আমার সহিত সন্ধি করিতে পারে। প্রাক্ত ব্যক্তিগণ কতিরা থাকেন যে, মলবান্ ব্যক্তি বিপদাগর হইয়া প্রাণরক্ষার্থ নিষ্কণ্ট শত্রুর সহিতও সন্ধি করিতে পারে। মূর্ব মিজ অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয়। যদি এই মার্জার পণ্ডিত হয়, তবে উহা হইতে আমার জীবন রক্ষা হইবে, সন্দেহ নাই। বাহা হউক, এক্ষণে এই মার্জার দ্বারা আমার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা; অতএব ইহাকে আমার জীবন রক্ষা করিতে অনুমোদন করি। সম্প্রতি ইহাকেই মাদ্রানুগারে পণ্ডিত বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

সন্ধিবিগ্রহকালান্তিক অর্থভক্ষক মূরিক মনে মনে এইরূপ বিবেচনা

করিয়া বিনীতবচনে মার্জারকে সম্বোধনপূর্বক কহিল; সখে! তুমি ত জীবিত আছ? আমি আমাদের উভয়ের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত তোমার জীবন রক্ষা করিতে বাসনা করিতেছি। অতঃপর তুমি কিছু মাত্র ভীত হইওনা। যদি তুমি আমার হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিব, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, সেই উপায় অবলম্বন করিলে তুমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে এবং আমিও বিপদ হইতে সমুদ্রীর্ণ হইতে পারিব। ঐ দেখ, দুর্দ্দশি নকুল ও উল্লুক অনতিদূরে অবস্থান করিতেছে। যাহাতে উহার। আমাকে আক্রমণ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান হও। চকললোচন দুরাত্মা উল্লুককে ন্যাগোধবৃক্ষের শাখাগ্রে অবস্থানপূর্বক চীৎকার ও আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া আমি সাতিশর উদ্বিগ্ন হইয়াছি। পরস্পর অকপটচিত্তে বাক্যালাপ হওয়াই সাধুদিগের মিত্রতার মূল। তুমি আমার পরম মিত্র ও পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কিছুমাত্র মুক্তার আশঙ্কা নাই; আমি নিশ্চয়ই মিত্রের কার্য্য সংসাধন করিব। তুমি আমার সাহায্য ব্যতীত কখনই পাশ ছেদন করিতে পারিবে না; অতএব যদি এক্ষণে আমার হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার পাশ ছেদন করিয়া দিব। তুমি এই পাদপের উপরিভাগে ও আমি ইহার মূলদেশে বহুদিন বস করিয়া আসিতেছি; অতএব আমাদের পরস্পর সাহায্যে যত্ন করা অতি আবশ্যক। যাহারা কাহাকেও বিশ্বাস না করে এবং বাহাদিগকে কেহই বিশ্বাস করে না, পণ্ডিতেরা কখনই তাহাদিগকে প্রশংসা করে না। অতএব আমাদের পরস্পরের প্রতি প্রণয় পরিবর্জিত ও সন্ধি সংস্থাপিত হউক। কাল অতীত হইলে, অর্থসাধনে যত্নবান হওয়া নিতান্ত নিরর্থক; উহা পণ্ডিতসমাজে কদাচ আদরনীয় হয় না। এক্ষণে আমরা পরস্পরের জীবনরক্ষার্থে ই উপযুক্ত সময়ে সন্ধিস্থাপন করিতেছি। লোকে যে প্রকার কাষ্ঠ দ্বারা স্রুগভীর মহানদী উত্তীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে, মনুষ্য কাষ্ঠকে এবং কাষ্ঠ মনুষ্যকে নদীর পরপারে লইয়া যায়, আমরাও সেই প্রকার সন্ধি সংস্থাপন করিয়া পরস্পরের হিতসাধন করিব। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে উদ্ধার করিব; কিন্তু প্রথমে তোমাকে আমার উদ্ধারসাধন করিতে হইবে। সুবক্তৃপ্রধান বলিত এই প্রকার হিতকর হেতুযুক্ত কথা কহিয়া প্রত্যুত্তর প্রণয় করিবার মানসে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মার্জার সুধিকের হিতকর বাক্য শ্রবণ ও আপনার দুঃবস্থার

বিষয় পর্যালোচনা করিয়া মনে মনে সন্ধি করাই উচিত বলিয়া স্থির করিল। তখন গে মুষিকের প্রতি মন্দ মন্দ দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিল মহা-  
 ত্মন! তুমি যে আমার জীবন রক্ষা করিতে বাগনা করিয়াছ, ইহাতে  
 আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। যদি তুমি আমাদের  
 পরস্পরের প্রণয় প্রেরণ কর বলিয়া বিবেচনা কর, তবে আর বিলম্বে প্রয়ো-  
 জন নাই। এক্ষণে আমরা উভয়েই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হই-  
 রাছি; অতএব এ সময় আমাদের সত্ত্বরেই সন্ধি করা কর্তব্য। এক্ষণে  
 তুমি সমরোচিত কার্যের অনুষ্ঠান কর। আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত  
 করিলে, তোমার উপকার কোনক্রমেই নিষ্ফল হইবে না। অধিক কি,  
 আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম; তুমি আমাকে আপনার  
 শিষ্য ভৃত্য ও শরণাগত বলিয়া বিবেচনা কর। তখন মুষিকপ্রধান পলিত  
 বুদ্ধিমান মার্জারের এই বাক্য শ্রবণে তাহাকে বশীভূত বিবেচনা করিয়া  
 কহিল, সখে! তুমি উদারচিত্তে যে সমুদায় কথা কহিলে, তৎসমস্তই  
 তোমার সাধুতার অমুরূপই হইয়াছে। এক্ষণে আমার হিতসাধনের  
 উপায় নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি নিকুলকে দেখিয়া নিতান্ত  
 ভীত হইরাছি। আর নীচাশয় উল্লুকও আমার জীবন বিনষ্ট করিতে  
 সমুদায় হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমি তোমার ক্রোড়ে প্রবিষ্ট হইব;  
 তুমি আমাকে বিনষ্ট করিও না। আমার দ্বারা তুমি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ  
 করিবে। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি। তোমার পাশবন্ধন ছেদন পূর্বক  
 তোমাকে পরিত্যাগ করিব।

তখন গেই সুহৃদ্ব্যাপন্ন বিড়াল মুষিকের যুক্তিসূক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্বক  
 প্রকৃতান্তঃকরণে তাহার সমুচিত সংকার করিয়া কহিল, ভদ্র! তুমি অবি-  
 লম্বেই আমার ক্রোড়ে প্রবিষ্ট হও। তুমি আমার জীবনতুলা প্রিয় সখা।  
 তোমার প্রসাদে আমি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবন লাভ করিতে  
 পারিব। অতঃপর তুমি আমার সাধ্যমত বাহা যাহা আদেশ করিবে,  
 আমি সেই সমস্তই প্রতিপালন করিব। এক্ষণে এস, আমরা উভয়ে সন্ধি-  
 সংস্থাপন করি। আমি এই সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইয়া বন্ধুবান্ধবগণের  
 সহিত তোমার সমস্ত হিতকার্য্য সংসাধন, প্রীতি সম্পাদন ও যথোচিত  
 সংকার করিব। লোকে পূর্বোপকারীর প্রভূত প্রত্যাশা করিয়াও  
 তাহার সদৃশ প্রশংসনীয় হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যাশাকারী উপ-  
 কৃত হইয়াছে বলিয়াই প্রত্যাশাকার করে; কিন্তু পূর্বোপকারী নিকা-  
 রণেই পতনাপকার করিয়া থাকে।

মার্জার এই প্রকারে স্বার্থসম্পাদনার্থ সন্ধিসংস্থাপন করিলে, মুষিক বিশ্বস্তচিত্তে সেই শত্রুর ক্রোড়মধ্যে প্রবেশ পূর্বক তাহার বচনে আশ্বাসিত হইয়া নিতা মাতার ক্রোড়ের ন্যায় তথায় শয়ন করিয়া রহিল। তখন নকুল ও উলুক মার্জার ও মুষিকের প্রীতি সন্দর্শনে আশ্চর্য্যাক্ষিত হইয়া ভীতচিত্ত ও মুষিকভক্ষণে নিতান্ত নিরাশ হইল। উহার। বুদ্ধিমান ও বীর্য্যসম্পন্ন হইয়াও তৎকালে মার্জার ও মুষিকের নীতিভঙ্গে সমর্থ হইল না, প্রত্যুত তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনার্থ সন্ধি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য অবগত হইয়া সত্ত্বরে নিজ নিজ আবাসে গমন করিল। অনন্তর সেই দেশকাবজ মুষিক বিড়ালের ক্রোড়শায়ী হইয়া সমস্ত প্রতীক্ষা করত ক্রমে ক্রমে তাহার পাশ ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিড়াল বন্ধনদশায় নিতান্ত ক্রিষ্ট হইয়াছিল ; স্তম্ভরাং মুষিককে ক্রমে ক্রমে পাশ ছেদন করিতে দেখিয়া একান্ত বাগ্ন হইয়া কহিল, ভাই ! তুমি ত কৃতকার্য্য হইয়াছ ; তবে কি নিমিত্ত পাশ ছেদন করিতে বিলম্ব করিতেছ ? বাধ সত্ত্বরেই এখানে আগমন করিবে ; অতএব শীঘ্র পাশ ছেদন কর।

বুদ্ধিমান মুষিক মার্জারের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, মিত্র ! তুমি চকল হইও না। তোমার ব্যস্ত বা ভীত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি উপযুক্ত সময় বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছি। উহা কখনই উত্তীর্ণ হইবে না। অকালে কার্য্য আরম্ভ করিলে, তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না। উপযুক্ত সময়ে উহা আরম্ভ হইলেই মহৎফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে। আমি অকালে তোমাকে বিমুক্ত করিলে, তোমা হইতেই আমার ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ; অতএব কাল প্রতীক্ষা কর। বৃথা ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা নাই। 'চণ্ডালতনয় অস্ত্র ধারণ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইলে, আমরা উভয়েই ভয় প্রাপ্ত হইব। আমি সেই সময় তোমার পাশ ছেদন করিলে, তুমি পাশবিমুক্ত হইয়া ভীতচিত্তে সত্ত্বরেই বৃক্ষে আরোহণ করিবে। আমিও গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইব। অতঃপর আমরা হইতে তোমার জীবনরক্ষা বাতীত আর কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই।

মহামতি মার্জার মুষিকের এই কথা শ্রবণ পূর্বক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, সখে ! আমি যে প্রকার সত্ত্বর হইয়া তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছি, সাধু ব্যক্তির।ও সে প্রকারে মিত্রকার্য্য সম্পাদন করেন না। অতএব আমার ন্যায় সত্ত্বর হইয়াই আমার হিতসাধন করা



তোমার কর্তব্য। বিশেষতঃ বিলম্ব হইলে, আমাদের উত্তরায়ণ অনিষ্ট ঘটবার বিলম্ব সম্ভাবনা ; অতএব আমাকে সত্বরে পাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সচেষ্ট হও। আর যদি তুমি পূর্ববৈর স্মরণ করিয়া কালক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমারে বিনষ্ট হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। যদি আমি অজ্ঞানতানিবন্ধন পূর্বে তোমার কোন অনিষ্ট করিয়া থাকি, তাহা চিন্তা করা তোমার নিতান্ত অকর্তব্য। এক্ষণে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও।

শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মুখিক মার্জ্জারের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, বিড়াল! আমরা কেবল স্বার্থসাধনার্থেই পরস্পর পরস্পরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছি। কিন্তু যে মিত্রতাতে ভয়ের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, ভুক্তমুখে নিপতিত করতলের ন্যায় তাহা সাবধান হইয়া রক্ষা করা বিধেয়। বলবান ব্যক্তির সহিত সন্ধিসংস্থাপন পূর্বক যত্নসহকারে আত্মরক্ষা না করিলে, উহা অপাধ্যসেবার ন্যায় অনর্থপাতের কারণ হইয়া থাকে। এই জগতে কেহই কাহারও নৈসর্গিক শত্রু বা মিত্র নাই; কেবল কার্যক্রমে পরস্পরের সহিত পরস্পরের শত্রুতা ও মিত্রতা জন্মে। কুঞ্জর দ্বারা যে প্রকার বন্য মাতঙ্গ বদ্ধ হয়, সেইরূপ অর্থদ্বারা অর্থ সঞ্চিত হইয়া থাকে। কার্য্য সম্পন্ন হইলে কেহই আর কর্তার সম্মান করে না; অতএব সকল কার্য্যই শেষ রাখিয়া সম্পন্ন করা কর্তব্য। চাঁতাল এখানে সনাগত হইলে, তুমি ভীত হইয়া আমাকে আক্রমণ না করিয়াই পলায়ন করিবে; অতএব আমি তৎকালেই তোমাকে পাশ হইতে মুক্ত করিব। এক্ষণে আমি প্রায়ই সমস্ত তত্ত্ব ছেদন করিয়াছি; একমাত্র অবশিষ্ট আছে; অবিলম্বে উহাও ছেদন করিতেছি; অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান কর।

তাহারা উভয়ে এই প্রকার কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে রাত্রি প্রভাত হইল; রজনী প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া লোমশের অন্তঃকরণে ভয়ের পরিণীমা রহিল না। কিয়ৎকণ পরে পরিঘনামে এক কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার ব্যাধ অসংখ্য কুক্কুর লইয়া সেই স্থানে উপনীত হইল। তাহার নিতম্ব স্থূল, কর্ণ গর্দভকর্ণের ন্যায় বিকৃত, মুখ অতি ভয়ঙ্কর ও বেশ নিতান্ত মলিন। বিড়াল দাক্ষ্য যমদূতের ন্যায় ঐ ব্যাধকে অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে মুখিককে সম্বোধন পূর্বক কহিল, সখে! এখন কি করিবে? তখন মুখিক শীঘ্র মার্জ্জারের পাশ ছেদন করিয়া দিল। মার্জ্জার পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াই সত্বরে বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিল।

মুখিকও সেই ভয়ঙ্কর শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ক্ষণকাল পরে দণ্ডধারী বাধ পাশের নিকট আগমন করিয়া চতুর্দিক সন্দর্শন করিতে লাগিল এবং পরিশেষে হতাশ হইয়া পাশ গ্রহণ পূর্বক গৃহাভিমুখে গমন করিল।

অনন্তর ব্রহ্মস্থিত বিড়াল আপনাকে ঘোরতর বিপদ হইতে মুক্ত বিবেচনা করিয়া গর্তস্থিত মুখিককে সম্বোধন পূর্বক কহিল, সখে ! তখন আমার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া সহ্যা প্রস্থান করিয়াছ। আমি অকৃতজ্ঞ ও অকৃতকর্ম্য বলিয়া কেহই আমার প্রতি আশঙ্কা করে না। তুমি তৎকালে আমারে বিশ্বাস ও প্রাণদান করিয়া এক্ষণে সুখ-সুভবসময়ে কি জন্য আমার নিকট আগমন করিতেছ না ? যাহারা প্রথমতঃ মিত্রতা করিয়া পরিশেষে তদনুরূপ কার্যের অমুষ্ঠানে পরাজুখ হয়, বিপদের সমরু কদাচ তাহাদিগের মিত্রলাভ হয় না। তুমি সাধ্যানু-সারে আমার উপকার করিয়াছ ; তুমি আমার পরম বন্ধু ; অতএব মিত্রতানিবন্ধন আমার নিকট অবস্থান পূর্বক সুখভোগ করা তোমার কর্তব্য। শিবোরা যেমন গুরুর সন্মান করে, তদ্রূপ আমার সমুদায় বন্ধুবান্ধব তোমারে অর্চনা করিবে। আমিও তোমারে তোমার বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত যথোচিত সৎকার করিব। কোন কৃতজ্ঞ ব্যক্তি জীবনদাতার সন্মান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে ? তুমি আমার শরীর, গৃহ ও সমুদায় অর্থের অধিকারী হও এবং অমাত্যপদে অভি-ষিক্ত হইয়া আমারে পুত্রের ন্যায় শাসন কর। আমি স্বীয় জীবনদ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আমি হইতে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। তুমি মন্ত্রণাপ্রভাবে আমার প্রাণ রক্ষা করাতে আমি তোমাকে শুক্রের ন্যায় বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচনা করিতেছি এবং তোমার মন্ত্রণাবল অসামান্য বোধ করিয়া তোমারই অধীন হইতে প্রতিজ্ঞাকৃত হইয়াছি।

মন্ত্রাবধারণক্ষম মুখিক বিড়ালের এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনার হিতকর অতি মধুর বাক্যে তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, সখে ! লোমশ ! তুমি যাহা কহিলে, তৎসমুদায়ই যথার্থ। এক্ষণে আমি বাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শত্রু ও মিত্র এই উভয়কেই বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করা কর্তব্য। কিন্তু ঐ পরীক্ষা অতি সূক্ষ্মজ্ঞানসাপেক্ষ। অনেক সময়ে শত্রুরা মিত্র এবং মিত্রেরা শত্রু বলিয়া প্রতীপন্ন হয় এবং বাহাদিগের সহিত সন্ধি করা যায়, তাহাদিগকে কাম ক্রোধের বশীভূত বলিয়া স্থির করা যায় না। এই জগতে কেহ কাহারও শত্রু বা কেহ কাহারও মিত্র

নাই; কেবল সামর্থ্যানিবন্ধনই পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতার সংঘটন হইয়া থাকে। যে জীবিত থাকিলে, যাহার স্বার্থসিদ্ধি ও যে বিনষ্ট হইলে, যাহার বিলক্ষণ হানি হয়, সেই তাহার পরম মিত্র। চিরস্থায়ী মিত্রতা বা চিরস্থায়ী শত্রুতা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বার্থসাধননিবন্ধন কালসহকারে শত্রুও মিত্র এবং মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। অতএব স্বার্থকেই মিত্রতা ও শত্রুতা জন্মাইবার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি মিত্রের প্রতি সান্তিশয় বিশ্বাস ও শত্রুর প্রতি নিতান্ত অশ্রদ্ধা করে এবং স্বার্থবিষয়ে অনুধাবন না করিয়া মিত্র বা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে স্থিরপ্রজ্ঞ বলিয়া গণনা করা যায় না। অশ্রদ্ধাসী ব্যক্তির প্রতি কোনক্রমেই বিশ্বাস করা বিধেয় নহে। বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতিও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যুক্তিবিহীন। কারণ, বিশ্বাস হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয়, তদ্বারা মূল পর্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। কি পিতা নাতা কি শত্রু, কি মাতুল, কি ভাগিনের, কি অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই স্বার্থসাধনার্থ বশীভূত হইয়া থাকেন। এই সংসারে সকল ব্যক্তিকে আত্মরক্ষায় ব্যগ্র। পিতা মাতা প্রিয়তম পুত্রকেও পতিত বলিয়া জানিতে পারিলে, জনসমাজে লাগনাদের সজ্জমরক্ষার্থ অবিলম্বে তাহাকে পরিভাগ করেন। অতএব স্বার্থপরতার প্রভাব অতি আশ্চর্য্য !

এক্ষণে তুমি পাশ হইতে মুক্তিলাভ কবির্যাই অনায়াসে স্বার্থসাধনে সচেষ্ট হইয়াছ, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তুমি নিতান্ত চঞ্চল। চঞ্চল ব্যক্তি অপূরের রক্ষায় বহু করা দূরে থাক, আত্মরক্ষায়ও সতর্ক হয় না। তুমি প্রথমতঃ বটবৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া চণ্ডালতানিবন্ধন এখানে যে জাল বিস্তীর্ণ ছিল, তাহা কিছুই অনুধাবন কর নাই। ফলতঃ চঞ্চল ব্যক্তির বুদ্ধির অস্থিরতানিবন্ধন সর্বদা সকল কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আমাকে যে প্রিয়তম বলিয়া মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্বক প্রলোভিত করিতেছ, উহা তোমার ভ্রমমাত্র। আমি যে নিমিত্ত উহা ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিতেছি, তাহাও প্রবণ কর। লোকে নিমিত্তবশতই অন্যের প্রিয় বা বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। এই সংসারে সমুদায় লোকই স্বার্থপরতার বশবর্তী; ইহাতে কেহই কাহার যথার্থ প্রিয়পাত্র নাই। সহোদর ভ্রাতা ও দম্পতীদ্বিগের পরস্পর প্রীতিও নিকারণ নহে। যদিও কখন কখন ভাৰ্য্যা ও সহোদর কারণবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্বার স্বাভাবিক নিকারণ প্রীতি শৃঙ্খলে সংবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার সহিত একাধ সংগ্রহ নাই, তাহার সহিত যে প্রীতি হইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভবপর,

সন্দেহ নাই । কেহ দান, কেহ প্রিয় বাক্য প্রয়োগ এবং কেহ বা মন্ত্র পাঠ, হোম ও জপদ্বারা অন্যের প্রিয় হইয়া থাকে । ফলতঃ লোকে বাহ্যর দ্বারা কোন কার্য সাধন করিতে পারে, তাহার প্রতিই প্রীতি প্রদর্শন করে ; সুতরাং প্রীতি কারণসাপেক্ষ । কারণের অসম্ভাব হইলেই প্রীতিরও অসম্ভাব হইয়া থাকে । ইতিপূর্বে কারণই আমাদিগের প্রয়োজনপাদন করিয়াছিল । এক্ষণে তুমি যে আমায়ে প্রীতি প্রদর্শন করিতেছ, ইহার কারণ কি ? তোমার আহাশ্রয়লাভব্যতীত উহার আর কোন কারণই অনুভূত হয় না । কিন্তু তুমি যাহাতে আমাকে ভক্ষণ করিতে না পার, আমিও তদ্বিষয়ে সাবধান আছি ।

কাল হেতুকে আবিস্কৃত করিয়া দেয় । হেতুকদাচ স্বার্থবিহীন হইতে পারে না । যিনি সেই স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনিই বিজ্ঞ এবং লোকে তাঁহারই অনুযুক্তি করিয়া থাকে । আমি স্বার্থবিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ; সুতরাং আমায়ে এইরূপ বলা তোমার উচিত হইতেছে না । তুমি অসময়ে আমার প্রতি রেহ প্রদর্শন করিতেছ । অতএব আমি কখনই গৃহান হইতে বিচলিত হইব না । সন্ধি বা বিগ্রহবিষয়ে আমার বিশেষ জ্ঞান আছে । মেঘ যেরূপ ক্রমে ক্রমে স্বীয় আকার পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে, তোমার ভাব সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে । তুমি আজিই আমার শত্রু ছিলে ; আবার আজিই মিত্র হইয়াছ । অতএব তোমার যুক্তির কিছুমাত্র স্থিরতা নাই । বতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রয়োজন ছিল, ততক্ষণ আমরা উভয়ে সম্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলাম । কিন্তু এক্ষণে সেই প্রয়োজনের সহিত সম্ভাব ও অন্তর্হিত হইয়াছে । তুমি আমার স্বাভাবিক শত্রু ; কার্যাবশতঃ মিত্র হইয়াছিলে । এক্ষণে সেই কার্য সম্পন্ন হওয়াতে তুমিও পূর্বের ন্যায় শত্রু হইয়াছ । অতএব বল দেখি, আমি এইরূপ নীতিশাস্ত্র বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া তোমার আহারার্থ ক্রুরূপে পাশ মধ্যে প্রবিষ্ট হইব । আমি তোমার বলবীৰ্য্য হইতে পরিভ্রাণ পাইয়াছি এবং তুমিও আমার প্রভাবে মুক্ত হইয়াছ । এই প্রকারে আমরা স্বার্থ সাধনের নিমিত্তই পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছি । এক্ষণে পুনরায় ক্রুরূপে আমাদিগের সমাগম হইতে পারে । আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমাকে ভক্ষণ করা তিন্ন তোমার আর কোন অভিলাষ নাই । আমি ভক্ষ্য ; তুমি ভোক্তা । আমি দুর্বল ; তুমি বলবান্ । সুতরাং আমাদের উভয়ের সন্ধিস্থাপন কি প্রকারে পণ্ডিতগণের অনুমোদিত হইতে পারে । এক্ষণে তুমি পাশ হইতে মুক্ত হইয়া আমাদের

আমারে ভক্ষণ করিবার বাসনার আমার প্রশংসা করিতেছ। তুমি ক্ষুধার্ত হইয়া ভক্ষণ করিবার জন্যই পাশবদ্ধ হইয়াছিলে; এক্ষণে পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্কপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়াছ। তোমার ভক্ষণের সময় সমাগত হইয়াছে; সূতরাং কৌশলক্রমে আমাকে ভক্ষণ করাই তোমার অভিসন্ধি, সন্দেহ নাই। আর যদিও তোমার আমারে ভক্ষণ করিতে বাসনা না থাকে, তথাপি তোমার সহিত সন্ধিস্থাপন ও তোমার শুভ্রাষা গ্রহণে অনুমোদন করা যুক্তিযুক্ত নহে। তোমার পুত্র কলজ সমুদায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার। সকলেই তোমার প্রিয়পাত্র। উহার। আমারে তোমার সমভিব্যাহারী দেখিয়া কি জন্য ভক্ষণ করিতে বিরত হইবে। অতএব আমি আর তোমার সহিত সংশ্রব রাখিবার কারণ অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি যদি কৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে, আমার মঙ্গল চিন্তা কর। যে শত্রু অভদ্র এবং যে ক্ষুধার্ত হইয়া খাদ্য দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতেছে, বিস্তৃত ব্যক্তি কি রূপে তাহার সম্মিথানে গমন করিবে? এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক; আমি চলিলাম। তোমারে দূর হইতে দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইতেছে। অতএব আমি কোনমতেই তোমার সহিত সংশ্রব রাখিব না। তুমি এই অধাবসার হইতে নিবৃত্ত হও। আর যদি তুমি কৃতজ্ঞ হইতে বাসনা কর, তাহা হইলে, আমি অনবহিত থাকিলেও কদাচ আমার অনুসরণ করিও না। বলবান্ ব্যক্তির সহিত দুর্বলের সংশ্রব কদাচ প্রশংসনীয় নহে। ভয়ের কারণ অতিক্রান্ত হইলেও বলবান্ ব্যক্তি হইতে নিরন্তর ভয় করা কর্তব্য। এক্ষণে যদি আমি হঠাৎ তোমার অন্য কোন হিতসাধনের উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে, বল, তাহা সাধ্যাভ্যাসারে সম্পাদন করিব। আমি আশ্বপ্রদান ব্যতীত আর সমুদায় দ্রব্যই প্রদান করিতে সম্মত আছি। লোকের আশ্বরক্ষার নিমিত্ত পুত্র, কলজ, রাজ্য ও ধন প্রভৃতি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধিক কি, সর্বস্বান্ত করিয়াও আশ্ব-রক্ষার্থ শত্রুহন্তে যে সকল ধন রত্ন প্রদান করা যায়, জীবিত থাকিলে পুনর্বার তৎসমুদায় হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আশ্বসমর্পণ করিলে, ধন রত্নের ন্যায় উহা পুনরায় হস্তগত হয় না। শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, স্ত্রী ও সমস্ত ধন দিরাও আশ্বরক্ষা করা কর্তব্য। বাহ্যিক আশ্বরক্ষায় তৎপর ও বিষয়কারী, তাহার। কদাচ আশ্বদোষের আপদে আক্রান্ত হয় না। যে সকল দুর্বল ব্যক্তি আপনার শত্রুর বলবত্তা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়, তাহাদের শাস্ত্রার্থবিশী শ্রুতর বুদ্ধি কখনই বিচলিত হয়, না।

সার্জার মুবিকের এইরূপ ভৎসনার নিতান্ত লজ্জিত হইয়া তাহাকে কহিতে লাগিল, মুখিক ! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আমি তোমার কোন অনিষ্টচিন্তা করি নাই । মিত্রের অনিষ্টোচরণ করা নিতান্ত নিন্দিত কার্য্য মনেহ নাই । তুমি হে আমার হিতৈষী, তাহা আমি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি ; এক্ষণে আমি যে, তোমার অনিষ্টোচরণ করিতে অভিলাষ করিতেছি, এরূপ আশঙ্কা করা তোমার উচিত নহে । তুমি আমার প্রাণ দান করিয়াছ বলিয়া তোমার সতি আমার বদ্ধুত্ব জন্মিয়াছে । আমি ধর্ম্ম-পরায়ণ, গুণজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও মিত্রবৎসল ; বিশেষতঃ এক্ষণে তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি । অতএব আমি হইতে তোমার যে অনিষ্ট দৃষ্টিবে, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে । তোমার অনুমতি হইলে, আমি সবাঞ্ছবে প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি । অতএব আমার তুলা মনসীর প্রতি বিশ্বাস করা তোমার নিতান্ত কর্তব্য । তুমি আমার প্রতি কোনমতেই আশঙ্কা করিও না ।

বিড়াল এইরূপে স্তব করিলেও মুখিক গভীরভাবে তাহারে কহিল, লোমশ ! তুমি দাণু, তুমি যে সকল কথা কহিলে, তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিলাম । কিন্তু পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি নিতান্ত প্রিয়, তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না । অতএব তুমি আমাকে ক্ষমাই কর, আর ধনই দাও, কিছুতেই আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবে না । প্রাঞ্জেরা স্বার্থসাধনব্যতীত কখনই শত্রুর বশবর্তী হন না । এই বিষয়ে শত্রুর যেরূপ অভিশ্রয় বাক্য করিয়াছেন, তুমি তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া সর্বদা সাবধানে থাকিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহারে বিশ্বাস করিবে না । অবিশ্বস্তের প্রতি ত কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না । বিশ্বস্তের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাস করাও কর্তব্য নহে । যত্নসহকারে অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে; কিন্তু অন্যকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না । অতএব সকলের প্রতিই সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া সর্বাবস্থাতেই যত্নসহকারে আত্মরক্ষা করা কর্তব্য । আত্মরক্ষা করিতে পারিলে, পরিশেষে ধন পুত্রাদি সমুদায়ই লাভ হইয়া থাকে । অন্যের প্রতি অবিশ্বাসই নীতিশাস্ত্র-কার্য্যনিদের সার মত । সুতরাং অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, আপনাদি যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইয়া থাকে । যাহারা কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করে, তাহারা দুর্বল হইলেও শত্রুরা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে না । আর যাহারা সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, তাহারা বলবান্ হইলেও দুর্বল শত্রুগণের নিহত হইতে

পারে । হে সার্জার ! তুমি আমার অবিবর্ত্ত শত্রু, হুতরাং তোমা হইতে আশ্রয়কা করা আমার মিতান্ত কর্তব্য । আর তোমারও জাতিমূলত পাণ-পরায়ণ হইতে আশ্রয়কা করা উচিত । মুষিক এই কথা কহিলে, সার্জার চণ্ডালের ভয়ে ভীত হইয়া শাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে পলায়ন করিল । তখন মুষিকও খীর শাস্ত্রবত্ত অমুমারী বুদ্ধিসামর্থ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক এক বিবরণধো প্রবিষ্ট হইল ।

হে মধ্যরাজ ! এই প্রকাষে দীমান মুষিক নিস্তান্ত দুর্বল হইয়াও অজ্ঞা-বলে মহাবলশালী বহনংবা শত্রু বহু হইতে পরিত্রাণ পাইরাছিল । অত-এব হুতর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত বলবান শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন করিবে । দেখ, মুষিক ও বিড়াল পরস্পরের 'সাহায্যে পরস্পর অনারাদে পরিত্রাণ পাইল । আমি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক সবিস্তরে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে উহা আবার সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর । যাহারা একবার বৈরোৎপাদন পূর্ব্বক পুনরায় পরস্পর শ্রীতি স্থাপন করে তাহাদিগের পরস্পরকে প্রতারণা করাই উদ্দেশ্য । তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি খীর বুদ্ধিপ্রভাবে অন্যাকে প্রতারণা করিতে সমর্থ হয়; আর নিকোঁথ ব্যক্তি খীর অনবধানতাদোষে প্রতারিত হইয়া থাকে । অতএব ভীত হইলেও নিভীতের ন্যায় এবং অন্যের প্রতি অবিশ্বাস থাকিলেও বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করিবে । যে ব্যক্তি সর্বদা এইরূপে সাবধান হয়, সে কখনই বিচলিত হয় না; বিচলিত হইলেও এককালে বিনষ্ট হয় না । উপসুক্ত সময় সমুপস্থিত হইলে, শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে এবং সমরাস্থলারে মিত্রের সহিতও সময়ের আবৃত্ত হইবে । এইরূপ সিদ্ধান্ত সন্ধিবিগ্রহজ্ঞ পণ্ডিতগণের অনুমোদিত, সন্দেহ নাই । হে রাজনু ! এইরূপ শাস্ত্রার্থ কক্ষগম্য করিয়া উন্ন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই প্রসন্নচিত্তে সাবধানে ভীত হইয়া অবস্থান করিবে । ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ভয়ের ব্যবহার ও অন্যের সহিত সন্ধি করা অবশ্য কর্তব্য । সাবধানতা ও ভয় হইতে হুতা বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে । যাহারা ভয় উপস্থিত না হইতে হইতেই ভীত হয়, তাহাদিগের কিছুতেই ভয় জন্মে না । আর যাহারা নিভীকচিত্তে সকলের প্রতি বিশ্বাস করে, তাহাদিগের সর্বদাই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি আপনাকে বিজ্ঞ বিবেচনা করিয়া নির্ভরচিত্তে অবস্থান করে, সে কোন-ক্রমেই অন্যের মন্ত্রণা শ্রবণ করে না । আর যে ব্যক্তি নিস্তান্ত ভীত, যে আপনাকে অজ্ঞ বোধ করিয়া বিজ্ঞানদশী পণ্ডিতের নিকট সন্তও গমন করিয়া থাকে । অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি ভীত হইয়া অভীতের ন্যায় অবস্থান

অবিখ্যাতের সাফাতে বহুতর বিশ্বাস প্রদর্শন করিবে এবং গুরুতর কার্য-  
ভারের সমাক্রান্ত হইয়াও লোকের সহিত কোনক্রমেই বিখ্যা ব্যবহার  
করিবে না ।

হে ধর্মরাজ ! এই আমি পূর্বতন নীতিশাস্ত্রদিগের মত এবং মূলিক ও  
মার্জারের পুণ্যতন ইতিহাস কীর্তন করিলাম । তুমি এক্ষণে ইহা উত্তম-  
রূপে জয়জয় করিয়া ইহার অমুসারে কার্যানুষ্ঠান এবং শত্রু মিত্রের  
প্রোক্ত, সন্ধি বিগ্রহের প্রকৃত অবসর ও আপদ মুক্তির উপায় অবধারণ  
কর । মধ্যল শত্রুর সহিত এক কার্য সাধন করিতে হইবে অনিতে পারিলে,  
তাহার সহিত সন্ধি করিয়া মাঝখানে ব্যবহার করিবে এবং কৃতকার্য  
হইয়াও তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে না । এত নীতি ধর্ম, অর্থ  
ও কাম এই তিন বর্ণেই অবিকল্প । তুমি ইহা জয়জয় করিয়া অভ্য-  
দয়শালী ও পুনরাগ প্রজাবজ্ঞনে প্রবৃত্ত হও । তুমি সর্বদা ব্রাহ্মগণের  
সচিব সংগ্রহ রাখিবে । ব্রাহ্মণেরা ইহলোক ও পরলোকে পরম প্রোচ-  
লাভের মূল । উইঁরা ধর্মজ, কৃতজ ও শুভাহুযায়ী, অতএব সতক উইঁ-  
দিগের সৎকার করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । উইঁদিগকে সৎকার করিলে,  
উইঁদিগেরই প্রমাদে তোমার রাজ্য, কল্যাণ কীর্তি ও সমৃদ্ধি লাভ হইবে,  
সন্দেহ নাই । এক্ষণে আমি যে বিভ্রাট ও মূমিকের সন্ধিবিগ্রহবিষয়ক  
বুদ্ধিবৎকারসম্পাদক সংবাদ কীর্তন করিলাম, রাজা শত্রুমণ্ডলে ইহার অমু-  
সারে কার্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন ।

—০\*০—

একোনিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১৩৯ ।

ধর্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! আপনি কহিলেন যে, সকলের প্রতি  
বিশেষতঃ শত্রুর প্রতি বিশ্বাস করা কদাচ কর্তব্য নহে । যদি তাহাও প্রতি  
বিশ্বাস না করা যায় এবং বিশ্বাস করিলেই যদি মহাভয় উপস্থিত হয়, তাহা  
কইলে, রাজা কি প্রকারে রাজ্যরক্ষা ও কি প্রকারেই বা শত্রু পরাজয়  
করিবেন ? আপনার নিকট সকলকে অবিশ্বাস করিবার কথা শ্রবণ করিয়া  
আমার মনে সান্ত্বন্য সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব আপনি আমার  
এই সন্দেহ দূর করুন ।

জয় কহিলেন, বৎস ! পূর্বনী নামক পক্ষীর সহিত ব্রহ্মদত্ত ভূপতির যে  
প্রকার বধোপকথন হইয়াছিল, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । কাম্পিলা



নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে পূজনী নামে এক পক্ষী দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিল। ঐ পক্ষী-ব্যাধের ন্যায় সর্বপ্রাণীর স্বর বুঝিতে পারিত। ফলতঃ পূজনী পক্ষী হইয়াও সর্বজ্ঞ ছিল। কিয়দিন পরে সেই অন্তঃপুরমধ্যে পূজনীর এক উৎকৃষ্ট শাবক জন্মে। পূজনী যে দিন শাবক প্রসব করে, রাজমহিষীও সেই দিন এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞা পূজনী রাজকুমারকে আপনার শাবকের ন্যায় স্নেহ করিত এবং দিন দিন সমুদতীরে গমনপূর্বক দুইটি অমৃততুল্য সুস্বাদু বলাধারী ফল আহরণ ও গৃহে প্রত্যাগমন করিত। একটি স্বীয় শাবককে ও অন্যটি রাজকুমারকে অর্পণ করিত। রাজপুত্র সেই ফল ভক্ষণ করত প্রতিদিন পরি-বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এক দিন ধাত্রী রাজকুমারকে উৎসর্গে লইয়া দ্রুতগতঃ বিচরণ করিতে থাকিলে, বাগক সেই পক্ষিশাবককে সন্দর্শন করিয়া বালস্বভাববশতঃ তাহার সমীপে গমন করিল এবং সেই শিশুশাবকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তাহারে উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্বক সংহার করিয়া পুনর্বার ধাত্রীর নিকট উপনীত হইল। সেই সময় পক্ষিমাতা পূজনী ফল আহরণপূর্বক অন্তঃপুরে আগমন করিয়া দেখিল যে, রাজকুমার তাহার শাবককে নিপাতিত করিয়াছে। পূজনী তদর্শনে বারম্বার নুই হুংখিত হইয়া বাম্পাকুল গোচনে রোদন করিতে করিতে কহিল যে, ক্ষত্রিয়ের সহিত একত্র বাস ও হৃদয়তা করা কদাচ শিবেয় নহে। উহার। কার্য্য উপস্থিত হইলেই লোককে সাস্তনা এবং কৃতকার্য্য হইলেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব ক্ষত্রিয়কে বিশ্বাস করা কখনই কর্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়েরা লোকের অপকার করিয়াও তাহারে নিরর্থক সতত সাস্তনা করিয়া থাকে। বাহা হউক, অদ্য আমিও এই কৃতঘ্ন, নৃশংস ও বিশ্বাসঘাতক রাজপুত্রের বিশেষ অপকার করিয়া অনুরূপ বৈবর্ণিযাতন করিব। আমার শাবক উহার সহিত এক দিনে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া একত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং সতত উহার সহিত একত্র ভোজন ও উহার আশ্রয়ে বাস করিত। ঐ হৃদয়তা তাহারে বিনাশ করিয়া ঘোরতর পাগে লিপ্ত হইয়াছে। পূজনী এই কথা বলিয়া অচিরেই স্বীয় চরণদ্বারা রাজপুত্রের নেত্রদ্বয় উৎপাটন করিয়া সুস্বচিন্তে পুনরায় কহিল যে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে পাপাচরণ করে, পাপ অবিলম্বে তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। আমার বাহায়া কেহ অনিষ্টাচরণ করিলে, তাহার প্রতিবিধান করে, তাহাতে কদাপি তাহাদিগের পুণ্যানাশ হইতে পারে না। লোকের পাপানুষ্ঠান করিয়া যদি

স্বয়ং তাহার ফল ভোগ না করে, তাহা হইলে, উহার পুত্র, পৌত্র বা অপুত্রকে নিশ্চয়ই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

কখন রাজা ব্রহ্মদত্ত আপনার পুত্রের নেত্রদ্বয় উৎপাতিত দেখিয়া পূজনী অগ্রে অপকৃত হইয়া পশ্চাৎ অপকারের প্রতিবিধান করিয়াছে বিবেচনা করত তাহারে কহিলেন, পূজনী! আমার পুত্র অগ্রে তোমার অপকার করিলে, তুমি পশ্চাৎ প্রত্যপকার করিয়াছ; সুতরাং তোমাদের উভয়ের অপরাধই তুল্য হইয়াছে; অতএব তোমার অন্য স্থানে যাইবার আবশ্যকতা নাই। এই স্থানেই অবস্থান কর।

পূজনী কহিল; মহারাজ! যে ব্যক্তি একবার এক জনের নিকট অপরাধ করিয়া পুনরায় তাহার নিকট অবস্থান করে, সে কখনই পণ্ডিত-গণের প্রশংসাভাজন হয় না। অতএব অপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে গমন করাই শ্রেয়স্কর। যে ব্যক্তি একবার বৈরাচরণ করিয়াছে, তাহার প্রতি সর্বদা সাস্থনাযাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহার তাহাতে বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে। যে মূঢ় ঐরূপ ব্যক্তি বিশ্বাস করে, তাহাকে অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে হয়। শত্রুতা একবারে বিনষ্ট হয় না। পরস্পর বৈরভাব জন্মিলে, যুদ্ধনিবন্ধন উভয়েরই পুত্র পৌত্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় এবং পুত্রপৌত্র বিনষ্ট হইলে, তাহাদের আর পরলোকপ্রাপ্তির উপায় থাকে না। অতএব একবার বৈরসংঘটন হইলে, পরস্পর বিশ্বাস না করাই সুখলাভের নিদান। বিশেষতঃ বিশ্বাসঘাতকের প্রতি একবারে অবিশ্বাস করাই কর্তব্য। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নহে। কারণ, বিশ্বাস হইতে ভয় উপস্থিত হইলে, তদ্বারা মূলপর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার প্রতি অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু স্বয়ং কাহারেও বিশ্বাস করিবে না। ইহলোকে পিতা মাতাই লোকের পরম বন্ধু এবং আত্মাই দুঃখের ভোক্তা। আর ভাৰ্য্যা বীৰ্য্য হরণ এবং পুত্র, ভ্রাতা ও বয়স্য ধনগ্রহণনিবন্ধন শত্রুপদবাচ্য লইয়া থাকে। পরস্পরের একবার বৈরভাব উপস্থিত হইলে, আর সন্ধিসংস্থাপন উচিত নহে। আমি যে কারণে এ স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলাম, এক্ষণে সে কারণ অতীত হইয়াছে। প্রথমতঃ এক জনের অপকার করিয়া পরিশেষে তাহারে অর্থদান ও বহুমান প্রদর্শন করিলেও কখনই তাহার মনে বিশ্বাস জন্মে না। বলবান ব্যক্তির কার্য্য দর্শন করিয়াই দুর্বল ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হয়। যে স্থানে প্রথমতঃ সম্মানিত ও পশ্চাৎ অবমানিত হইতে হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাদৃশ স্থান পরিত্যাগ

করবেন । আমি বহুকাল পরম সমাদরে তোমার গৃহে বাস করিয়াছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে যখন তোমার সহিত আমার বৈরতাব জন্মিল, তখন আমি শীঘ্র এ স্থান হইতে গমন করিব ।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনী ! লোকে অপকারীর প্রত্যাশকার করিলে ভবিষ্যৎকাল কদাচ অপরাধী হয় না ; বরং তাহাকে অনিষ্টকৃত বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে । অতএব তুমি স্থানান্তরে প্রস্থান না করিয়া এই স্থানেই অবস্থান কর ।

পূজনী কহিল, মহারাজ ! অপকারীর প্রত্যাশকার করিলে পুনরায় কখনই তাহার সহিত আন্তরিক সখ্যতাব জন্মিবার সম্ভাবনা নাই । কারণ, অপকৃত ও প্রত্যাশকৃত উভয় ব্যক্তিরই চিত্তে নিরন্তর পরস্পরকৃত অপকার জাগরক থাকে ।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনী ! অনেক স্থলে পরস্পরের বিরোধের পর পুনরায় সন্ধিসংঘটন হইয়া বৈরতার উপশম হইতে দেখা গিয়াছে ; ঐ সন্ধিসংঘটন তাহাদের কোন অপকারও হয় নাই ।

পূজনী কহিল, রাজনু ! শত্রুতার কখনই শান্তি নাই । শত্রুর সান্ত্বনাকে বিমোহিত হইয়া কদাচ তাহারে বিশ্বাস করা উচিত নহে । বিশ্বাস করিলেই বিনষ্ট হইতে হয় ; অতএব এক্ষণে আমাদের পরস্পরদর্শন না হওয়াই প্রেরকর । বলপ্রকাশ পূর্বক স্থাপিত শত্রুপ্রহারেও বাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারা যায় না, তাহারা কেবল এক সন্ধিপ্রভাবে করেণুলোভাক্ষুণ্ণ মাতঙ্গের ন্যায় অনারামে পরাকৃত হইয়া থাকে ।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনী ! একর সহবাস করিলে, ইচ্ছাকারী শত্রুর প্রতিও স্নেহ জন্মে এবং কুকুর ও চণ্ডালের ন্যায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস হয় ; আর শত্রুতাও পদ্যপরিহৃত জলের ন্যায় অধিক কাল অবস্থান করিতে পারে না ।

পূজনী কহিল, মহারাজ ! পণ্ডিতগণ স্ত্রী, বাস্ত, মিথ্য বাকা, অপরাধ ও আতিশয়্য এই পাঁচটিকে শত্রুতার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । দীনশীল ব্যক্তির সহিত বৈরতাব উপস্থিত হইলে একাধিকক্ষেপেই হউক আর অপ্রকাশ্যরূপেই হউক, দোষের বলাবল বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে সংহার করা ক্ষত্রিয়ার কর্তব্য নহে । সুহৃদের সহিত শত্রুতা সংঘটন হইলে, তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবেন না । বৈরানলকটিকিত পুত্র ব্যতির ন্যায় ও সমুদ্রগর্তস্থ বাকুবানলের ন্যায় প্রজ্বরভাবে অবস্থান করে । অর্থহান, শাস্তনা, মিথ্য বাকা প্রয়োগ বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা উৎ

উপশমিত করা যায় না । ফলতঃ পরস্পরের বৈরানল এইবার প্রজ্জলিত হইলে, ইহা এক পক্ষকে দগ্ধ না করিয়া কখনই নির্ক্ষাণ হইবার নহে । অপকারী ব্যক্তিকে অর্থ বা সম্মান দ্বারা সমাদর করিলেও কখনই তাহার মনে শান্ত বা বিহুসের উদয় হয় না ; তৎকৃত অপকারই তাহার মনে ভয় সঞ্চারিত করিয়া থাকে । অতঃপর অন্য লোকে আমাদের অপকার করিবার চেষ্টা করিলে, আমরা কখনই পরস্পর সাহায্যদানে যত্ন করিব না । ফলতঃ আমি বিশ্বাসনিবন্ধন তোমার ভবনে বাস করিয়াছিলাম ; এক্ষণে আর আমার তোমার প্রতি বিশ্বাস হইতেছে না ।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি ! কালপ্রভাবেই সমস্ত কার্য সংঘটিত হয় ; অতএব কাৰ্য্যনিবন্ধন কেহ কাহারও নিকট অপরাধী হইতে পারে না । প্রাণিগণ কালসহকারেই জন্মগ্রহণ এবং সেই কালপ্রভাবেই আবার দেহ ত্যাগ করিতেছে । এই জগতে কেহ কেহ এককালে ও কেহ কেহ বা ক্রমে ক্রমে দেহত্যাগ করিতেছে এবং কেহ কেহ বা বহুদিন জীবিত রহিয়াছে । অনল যেমন কাঠকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ কাল প্রাণিগণকে সত্তত দগ্ধ করিতেছে । অতএব আমরা পরস্পরের সুখদুঃখের হেতু নহি । কালই সর্বদা প্রাণিগণের সুখদুঃখ বিধান করিতেছে । এক্ষণে তুমি আমার প্রতি স্নেহভাব অবলম্বন করিও, স্নেহছাড়সায়ে এই স্থানে অবস্থান কর । আমি তোমার কিছুমাত্র অপকার করিব না । তোমার যে দোষ হইয়াছে, আমি তাহা মার্জনা করিলাম ; তুমিও আমার অপরাধ ক্ষমা কর ।

পূজনী কহিল, রাজন ! তোমার মতে যদি কালই সর্বকাৰ্য্যের হেতু হয়, তাহা হইলে, লোকে বহুবান্ধবগণের বিরোধে কি নিমিত্ত শোক প্রকাশ করে ? যদি কালই সুখদুঃখ ও পরাভবের কারণ হয়, তাহা হইলে, পূর্বে দেবতারা কি নিমিত্ত অশ্রুগণের সহিত যোৱতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? যদি কালসহকারে লোকে আত্মরোগ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, চিকিৎসকগণ কি অন্য রোগীর নিমিত্ত ঔষধ প্রস্তুত করেন ? যদি কালই সমুদার কাৰ্য্যের হেতু হয়, তাহা হইলে লোকে শোকাভূল হইয়া কি অন্য বিধি প্রলাপ করে এবং পাপকারীকেই বা কি অন্য পাপভোগ করিতে হয় ? হে রাজন ! তোমার পুত্র আমার সম্মানকে বিনষ্ট করিয়াছিল ; তজ্জন্য আমিও তোমার পুত্রকে নিহত করিয়াছি । অতঃপর তুমি সুখের পাইলে আমাদের সংহার করিবে । আমি স্নাতশোকে যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া তোমার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছি । এক্ষণে তুমি আমাদের যে নিমিত্ত প্রহার করিতে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । মহুয্যেরা ভোজন বা

ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত পক্ষী গ্রহণ করিবার বাসনা করে; বধ ও বন্ধন ভিন্ন তাহাদের সহিত মনুষ্যের আর কোন সম্বন্ধই নাই। বৈদ্য পণ্ডিত-গণ মরণ ও বন্ধনজনিত দুঃখ অবগত আছেন বলিয়াই তরুপ্রযুক্ত মোক্ষতরু আশ্রয় করিয়াছেন। প্রাণ ও পুত্র সকলেই প্রিয়। সকলেই দুঃখে কাতর হয় এবং সুখলাভের প্রত্যাশা করে। জরা অর্থনাশ, অনিষ্ট-সংযোগ ও ইষ্টবিরোগ হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা বৈরজনিত, ক্রীকৃত, পুত্রবিরোগজ ও সহজ দুঃখে সর্বদা অভিভূত হইয়া থাকে। অনেক নিরীক্ষিত ব্যক্তি পরদুঃখকে দুঃখ বলিয়া কীৰ্ত্তন করে না। যে ব্যক্তি কখন দুঃখ ভোগ না করে, সেই ব্যক্তিই ভদ্র লোকের নিকট পরের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখে অভিভূত হইয়া শোকপ্রকাশ এবং পরের দুঃখকে আপনীর দুঃখের ন্যায় বিবেচনা করে, সে কদাচ পরদুঃখদর্শনে সুস্থির হইতে পারে না।

হে রাজন! আমরা পরস্পর পরস্পরের যে অপকার সাধন করিয়াছি, তাহা শতবর্ষেও অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইবে না। অতএব আমাদের পুনরায় সন্ধি করা কি রূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। পুত্রকে হরণ করিলেই আমার সহিত তোমার নূতন বৈরভাব উপস্থিত হইবে। এক জনের সহিত শত্রুতা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সন্ধি করিলে, ভগ্নমুগ্ধর পাত্রে সন্ধির ন্যায় উহা অবিলম্বে বিনষ্ট হইয়া যায়। স্বার্থশাস্ত্রবেত্তারা অবিশ্বাসকেই সুখের মূলীভূত বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। পূর্বে শুক্রাচার্য্য প্রভাদেব নিকট কহিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি শত্রুর বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহারে মধুলোভে গুরুত্বসমাজের কূপে নিপতিত মধুলাভার্থীর ন্যায় অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে হয়। অনেক স্থলে শত্রুতা বংশপরম্পরাগত হইতে দেখা গিয়াছে। দুই ব্যক্তি পরস্পর শত্রুতা করিয়া পরলোকে গমন করিলে, অন্যান্য ব্যক্তি সেই দুই জনের পুত্র পৌত্রগণকে সেই শত্রুতার প্রবর্তিত করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিয়া থাকে। ভূপতিগণ আরই শত্রুর সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্বক মাতৃনা করিয়া পরিশেষে তাহারে পার্শ্বনিপাতিত পুণ্ড্রিটের ন্যায় চূর্ণ করেন। উহারা বাহার অপকার করেন, তাহারে কখনই বিশ্বাস করেন না। একজনের অপকার করিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস করিলেই অবশ্য দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

লক্ষ্যদস্ত কহিলেন, পূজন! ইহলোকে অবিশ্বাস দ্বারা কাহারও অর্থলাভ হয় না এবং ভয় লোককে স্তম্ভিত করিয়া রাখে।

পুত্রী কহিল, রাজন! যে ব্যক্তির চরণদ্বয় স্তম্ভিত সে সাধুদ্বারা ধার

মানব হইলেও তাহার পদদ্বয়ে অবশ্যই আঘাত লাগিয়া থাকে । যে ব্যক্তি চক্ষুরোগে একান্ত আক্রান্ত, সে বায়ু প্রতিকূলে নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলে, নিশ্চয়ই তাহার চক্ষু রোগ পরিবৰ্দ্ধিত হয় । যে ব্যক্তি আপনার বল অবগত না হইয়া মোহবশতঃ দৃষ্ট পথ আশ্রয় করে, তাহারে নিশ্চয়ই অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে হয় । যে ব্যক্তি বৃষ্টিকালকাল বিদিত না হইয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করে, সে কদাচ শস্যলাভে সমর্থ হয় না । যে ব্যক্তি দিন দিন বেতের হিতসাধনোপযোগী তিল, কষার বা মধুর আশ্বাদ সম্পন্ন বস্ত্র আহার করে, তাহার সেই সমুদার বস্ত্র অমৃতরূপে পরিণত হইয়া থাকে । আর যে ব্যক্তি পরিণাম চিন্তা না করিয়া লোভাকুণ্ঠচিত্তে পথ্য পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক অপথ্য বস্ত্র ভক্ষণ করে, তাহাকে অবিলম্বে নিহত হইতে হয় । দৈব ও পুরুষকার পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া আছে । উদার প্রকৃতি ব্যক্তিরা উভয়ের মধ্যে পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন ; আর অসার ব্যক্তিরা দৈবকেই বলবান্ বিবেচনা করিয়া সর্বদা উহার উপাসনার প্রবৃত্ত হয় । যে কার্য আপনার মঙ্গলকর, তাহা তীক্ষ্ণই হউক বা মুহূর্ত্তে হউক, তাহার অনুষ্ঠান করা আশা কর্তব্য । কাৰ্য্যবিহীন মূৰ্খদিগেরই সন্তত অনিষ্ট উপস্থিত হয় ; অতএব দৈবের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া বিক্রমসহকারে কাৰ্য্যানুষ্ঠান করাই উচিত । মনুষ্যেরা সৰ্ব্বত্র পরিভাগ করিয়াও আপনার হিতজনক কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করিবে । বিন্যা, শৌর্য্য, নৈপুণ্য বল ও ধৈর্য্যই লোকের স্বভাবজ মিত্র । লোকে ঐ সমুদায়ের প্রভাবই অনায়াসে কালযাপনে সমর্থ হয় । প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ সৰ্ব্বত্রই গৃহ, ভাষাদি ধাতু, ক্ষেত্র, ভাৰ্য্যা ও মুহূৰ্ত্ত লাভ করিয়া পদম মুখে জীবন যাপন করিতে পারেন । উহঁরা কাহারেও ভয় প্রদর্শন করেন না এবং কাহারও নিকট ভীত হন না । সীমান্ কাৰ্য্যানিপুণ ব্যক্তির অল্প অর্থ থাকিলেও তাহা ক্রমশঃ পরিবৰ্দ্ধিত হয় । কাৰ্য্যানিপুণ না হইলে, অর্থবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই । যে মূৰ্খেরা গৃহস্নেহে বশীভূত হইয়া অন্যত্র গমনের বাসনা না করে, তাহাদিগকে তাহাদের হৃৎকরিত্ত ভাৰ্য্যাগণের দোষে সন্তান প্রসবিনী কর্কটগণের ন্যায় অবিলম্বে অবসন্ন হইতে হয় । কোন কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিতে হইলে, আপনাদের বুদ্ধিদোষে আমার গৃহ, আমার ক্ষেত্র, আমার মিত্র ও আমার স্বদেশ এই বিবেচনা করিয়া শান্তি পর ব্যাকুলিত হইয়া উঠে । স্বদেশ বাসি বা হৃর্ত্তিক্ষে আক্রান্ত হইলে, তথা হইতে পলায়ন পূৰ্ব্বক দেশান্তরে গমন এবং জনসমাজে সন্মানিত হইয়া তথার অবস্থান করা সকলেরই কর্তব্য । এক্ষণে আমি এখান

হইতে স্থানান্তরে গমন করিব । আমি তোমার পুত্রের অনিষ্টসাধন করি-  
 রাহি বলিয়া আর আমার এখানে অবস্থান করিবার বাধ্য নাই । কুভার্যা,  
 কুপুত্র, কুরাজা, কুহৃদ, কুসম্বন্ধ ও কুদেশ পরিত্যাগ করা নিতান্ত আব-  
 শ্যক । কুপুত্রের প্রতি বিশ্বাস থাকে না । কুভার্যাতে অনুরাগ জন্মে  
 না । কুরাজার রাজ্যে সুখ লাভ করা অতি দুঃসাধ্য । কুদেশে জীবিকা-  
 লাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন । কুমিত্রের সহিত সন্তান চিরস্থায়ী নহে এবং  
 অর্থকর হইলেই কুসম্বন্ধনিবন্ধন অবমানিত হইতে হয় । যে ভাৰ্যা  
 প্রিয়বাদিনী হয়, তাহাকেই ভাৰ্যা, যে পুত্র হইতে সুখলাভ হয়, তাহাকেই  
 পুত্র, যে মিত্র বিশ্বাসের পাত্র হয়, তাহাকেই মিত্র, যে দেশে জীবিকা  
 নির্বাহ হয়, তাহাকেই দেশ এবং যে রাজা প্রজাবর্গের প্রতি বলপ্রকাশ  
 বা তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন না করেন ও দরিদ্রগণকে প্রতিপালন করেন,  
 তাহাকেই রাজা বলা যায় । নরপতি ধর্মজ্ঞ গুণসম্পন্ন হইলে, প্রজারা  
 পুত্র কলত্র ও বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বদেশে পরম সুখে বাস  
 করিতে পারে । আর রাজা অধার্মিক হইলে; প্রজাবর্গকে নিগৃহীত ও  
 বিনষ্ট হইতে হয় । রাজাই প্রজাদিগের জীবর্গের কারণ । অতএব  
 অপ্রমত্তচিত্তে তাহাদিগকে পালন করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য । যে ভূপতি  
 প্রজাগণের উপার্জিত ধনের ষষ্ঠাংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে  
 উত্তমরূপে প্রতিপালন না করেন, তাহাকে তক্ষর বলিয়া নির্দেশ করা যায় ।  
 যে নরপতি 'প্রজাগণকে' অভয় প্রদান করিয়া অর্থলোভে বিপরীতাচরণে  
 প্রবৃত্ত হয়, সেই পাপমতি ভূপতিকে সর্বলোকের নিকট পাপ সংগ্রহ  
 পূর্বক নিরয়গামী হইতে হয় । আর যে ভূপতি প্রজাদিগকে অভয় প্রদান  
 পূর্বক তদনুরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অশেষ সুখভোগে সমর্থ  
 হন এবং প্রজারা সর্বদা তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে । প্রজাপতি  
 মাতৃ রাজাকে মাতা, পিতা, গুরু, রক্ষিতা, 'অগ্নি, কুবের ও যম বলিয়া  
 নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । যে রাজা প্রজাগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শন  
 করেন, তিনি রাজ্যের পিতৃস্বরূপ । যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত মিথ্যা ব্যবহার  
 করে, তাহাকে তিষ্ঠাক্ষ্যোনি প্রাপ্ত হইতে হয় । রাজা প্রজাবর্গের  
 শুভানুষ্ঠান ও দরিদ্রগণের ভরণপোষণ করিয়া তাহাদের জননী, রৌষ-  
 প্রভাবে অনিষ্ট দমন পূর্বক অগ্নি, দুষ্টের দমন করিয়া যমের, ইষ্টবিবরে  
 অর্থপ্রদান পূর্বক কুবেরের, ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া গুরু এবং রাজ্য  
 পালন পূর্বক রক্ষকের কার্য্য করিয়া থাকেন । যে রাজা স্বীয় গুণ দ্বারা  
 গুরুবাণী ও জনপদবাসীদিগের হিতসাধন করিতে পারেন, তাঁহার রাজ্য

কোনো বিনষ্ট হয় না। যে রাজা অসং পুত্রবাসিগণকে সম্মানিত করেন, তিনি উভয়লোকেই সুখভোগে সমর্থ হন। যে রাজার প্রজাবর্গ সত্যত কর্তার নিশীড়িত, উদ্বিগ্ন ও বিগদাপন্ন হয়, তিনি নিশ্চয়ই শত্রুকর্তৃক পরাজিত হইয়া থাকেন। যে রাজার প্রকাগণ সর্বোবরসম্মত কমলনি-  
করের ন্যায় প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়, তিনি ইহলোকে সমুদায় উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গস্থান অন্বেষণ করিতে সমর্থ হন। বলবান ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করা কদাচ কৰ্তব্য নহে। বলবান বিপক্ষ সাহাকে আক্রমণ করে, তাহার কখনই রাজ্যলাভ ও সুখভোগ হইতে পারে না।

হে ধর্মরাজ ! পূজনী রাজা ব্রহ্মদত্তকে এই কথা বলিয়া তাঁহার অম-  
মতি লইয়া আপনার অভিলষিত স্থানে গমন করিল। এই আমি তোমার সমীপে পূজনী ও ব্রহ্মদত্তের উপাখ্যান কীর্তন করিলাম; এক্ষণে আর বাহা শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, বল।

### চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১৩৪ ।

ধর্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! যুগজ্ঞস্বপ্নতঃ ধর্ম পরিক্ষণ এবং লোক সমুদায় বিনষ্টপ্রায় ও হত্যাগণ কর্তৃক প্রলিপ্ত হইলে, নরপতির কি রূপ অবস্থান করা কৰ্তব্য ?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! রাজা সেই সময়ে যুগা পরিত্যাগ পূর্বক যে প্রকারে অবস্থান করিবেন, তাহা কীর্তন করিতেছি। ভারবাজশত্রু-  
রসংবাদ নামে যে এক পুরাতন ইতিহাস আছে, তাহা শ্রবণ করিলেই ভূমি ঐ বিষয় জানিতে পারিবে। সৌবীর দেশে শত্রুজয় নামে এক মহারথ ভূমিপাল ছিলেন। তিনি এক দিন মহর্ষি ভারবাজের নিকট গমন পূর্বক অর্থনির্গম প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে ! অগতঃ বস্তু কি প্রকারে লাভ করা যায় এবং বস্তু লভ্য হইলে, কি প্রকারে তাহার পরিবর্তন, পরিবর্তিত হইলে, কি উপায়ে তাহার রক্ষাবিধান ও অরক্ষিত হইলে, কি প্রকারে উহা ব্যয় করা যাইতে পারে ?

মহর্ষি ভারবাজ মহারাজ শত্রুজয় কর্তৃক এইরূপ অর্থনির্গমবৃত্তান্ত জিজ্ঞা-  
সিত হইয়া তাঁহাকে যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, মহারাজ ! নরপতি সত্যত নথ উদ্যত করিয়া রাখিবেন; সর্বদা পুঙ্খকার প্রদর্শন ও শত্রুর



রক্ষাশেষণ করিবেন এবং বাহাতে তাঁহার ঋণ নিরস্তর প্রেরণ থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সচেতন হইবেন। ঘোরতর দণ্ড উদ্ভাৱ করিয়া রাখিলে, সকলেই ভীত হইয়া থাকে; অতএব দণ্ডদ্বারা ইহা সকলকে শাসন করিতে যত্ববান হওয়া উচিত। তত্বদশী গণিতগণ, দণ্ডেরই সবিশেষ প্রাশংসা করিয়া থাকেন; অতএব সাম, দান প্রভৃতি চারিটি উপায়ের মধ্যে দণ্ডই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ। আশ্রয়স্থান উন্মূলিত হইলে, আশ্রয়ীদিগের আশ্রয় বিমল হয়। বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ হইলে, উহার শাখা প্রশাখা সকলও নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব বুদ্ধিয়ান্ হুপতি প্রথমে শত্রুপক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া পশ্চাৎ উহার পক্ষ ও সহায় উন্মূলনে যত্ববান হইবেন। আপদকাল উপস্থিত হইলে কালক্ষেপ না করিয়া উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন পূৰ্ব্বক মন্ত্রণা, বিক্রমপ্রকাশ, যুদ্ধ বা পলায়ন করিবে। হৃদয়কে ক্ষুরের ন্যায় করিয়া বাক্যে বিনয় প্রদর্শন এবং কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া মুহূর্ত্তাবে লোকের সহিত সম্ভাষণ করিবে। শত্রুর সহিত কার্যসংগ্রহ উপস্থিত হইলে, অগ্রে তাহার সহিত সন্ধি করা কর্তব্য এবং কৃতকার্য হইলে, অচিরে তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত। বিচক্ষণ ব্যক্তি শত্রুকে মিত্রভাবে সাহসনা করিবেন। সপৰ্বশিষ্ট গৃহের ন্যায় সৰুদা তাহা হইতে ভীত হইবেন। স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা তাহার বুদ্ধি পরাভূত করিতে হইবে, তাহারে অভয় প্রদান পূৰ্ব্বক সাহসনা করিবে। পরিণামহিতকারিণী বুদ্ধি অবলম্বন পূৰ্ব্বক অজ্ঞানকে এবং প্রত্যাশমতি দ্বারা গতিতকে সাহসনা করা উচিত। হিতার্থী ব্যক্তি লোকের নিমিত্ত অঙ্গুলি বন্ধন পপথ, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ, প্রণতি ও অশ্রুমনোচন করিয়াও স্বকার্য সাধন করিবে। ষত দিন সময়ের অতিক্রমতা থাকিবে, ততদিন শত্রুকে স্বক্ষে বহন এবং সময় অনুকূল হইলে, তাহাকে প্রস্তরনিষ্কিপ্ত কলসের ন্যায় সংহার করিবে। তিন্লুৎ কাঠের ন্যায় মুহূর্ত্তকালও প্রজ্জ্বলিত হওয়া প্রেরকর, কিন্তু তুঁতানলের ন্যায় সত্তত প্রধূমিত হওয়া বিধেয় নহে। বহু প্রয়োজন সম্পন্ন পুরুষ ক্রতস্বের সহিত অর্থের কোন সংগ্রহ রাখিবেন না। কৃতঘ্ন ব্যক্তি কৃতকার্য হইলেই উপকারীর অবমাননা করিয়া থাকে। অতএব তাদের কার্য এককালে সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন না করিয়া উহার অবশেষ রাখা উচিত। রাজা অন্য দ্বারা পোষ্য বর্গকে পোষণ পূৰ্ব্বক কোকিলের, শত্রুবর্গের মূলোৎপাটন করিয়া বরাহের, অমূল্যপুনীরতা দ্বারা স্ত্রীমেষ পক্ষতের, বিবিধ রূপ ধারণ-পূৰ্ব্বক নটের অনুকরণ করিবেন। শূন্য গৃহের ন্যায় আপদাতননা গমনই প্রেরকর বোধ করা তাহার নিভাস্ত বর্তব্য। মহাপতি সকলকে উদ্ভাৱ

সম্পন্ন হইয়া শত্রুবনে গমন ও উহার কোন অমঙ্গল থাকিলেও উহার মঙ্গল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন । অগস, অভিমানী, উদ্যোগবিহীন, লোকাপবাদভীত ও দীর্ঘস্থ জ্ঞ ব্যক্তি এদাচ অর্থলাভে সমর্থ হয় না । অগা-  
তিবৎ আপনাদের ছিদ্রেবু প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল পরছিদ্রে অবৈ-  
ষণ করে ; অতএব কৃষ্ণের ন্যায় আপনায় অঙ্গ গোপন ও আপনায় ছিদ্র  
সংবরণে যত্নশীল হওয়া, বকের ন্যায় অর্থচিন্তা, সিংহের ন্যায় পরাক্রম-  
প্রকাশ, বকের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান এবং বাণের ন্যায় শত্রুকে  
আক্রমণ করা উচিত । মদ্যপান, পাশক্রীড়া, ক্রীসভোগ, মৃগয়া ও গীত-  
বাদ্য এই সমুদায় কার্য্য যুক্তি অনুসারে সম্পাদন করিবে । ঐ সকল কার্য্যে  
একান্ত অনুরাগ দোষমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে । বিচক্ষণ রাজা বংশাদি  
দ্বারা কার্ম্মকু নির্মাণ করিবেন ; মৃগের ন্যায় সতর্কচিত্তে শরন করিয়া থাকি-  
বেন ; সমরক্রমে অঙ্গ ও বহিরের ন্যায় ব্যবহার করিবেন এবং দেশকাল  
বিবেচনা করিয়া বিক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হইবেন । দেশকাল সম্যকরূপে  
বিচার করিতে অসমর্থ হইলে, বিক্রমও ব্যর্থ হইয়া যায় সম্ভেহ নাই ।  
কালাকাল ও বলাবল ও অবধারণপূর্ব্বক সন্ধিবিশ্রহাদি কার্য্যে নিযুক্ত  
হওয়া আবশ্যক । যেনরপতি শত্রুকে আরক্ত করিয়া দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক  
শাসন না করেন, গর্ত্তবতী অস্ত্রতরীর ন্যায় তাঁহাকে অচিরে বিনষ্ট হইতে  
হয় । যে ভূপতি পুষ্পিত হইয়াও অফল, ফলিত হইয়াও একান্ত হরারোহ  
এবং অপক হইয়াও পক্ষের ন্যায় লক্ষিত হয়, তাঁহাকে কখনই শীর্ণ হইতে  
হয় না । নরপতি বাক্য দ্বারা অর্থিগণের আশা বশবতী করিয়া পারে  
বিশেষ কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ সেই আশার বিষ্মাস্তান করিবেন ।  
যতক্ষণ ভয় উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ ভীতের ন্যায় অবস্থান করিবে ; কিন্তু  
ভয় উপস্থিত হইয়াছে দেখিলে নির্ভীকের ন্যায় তাহার প্রতিকারে যত্ববান  
হইবে । লোক সঙ্কেতে নিপতিত না হইলে, কখনই প্রেরোলাভে সমর্থ হয়  
না । যে ব্যক্তি সঙ্কেতে পতিত হইয়া বিমুক্ত হইতে পারে, তাহারই লম্ব-  
দার মঙ্গল হস্তগত হয় । ভয় উপস্থিত হইতে না হইতেই উহাসমাক অব-  
ধারণ, উপস্থিত হইলে, যে কোন রূপে ইউক নিবারণ এবং সম্যকরূপে  
নিবৃত্ত হইলেও পুনর্বার বর্জিত হইবার অশঙ্কা করিয়া অনিবৃত্তের ন্যায়  
বিবেচনা করা উচিত । উপস্থিত স্ত্রম পরিত্যাগ ও অহুপস্থিত স্ত্রমের  
প্রত্যাশা করা ন্যায়ানুগত নহে । যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধিহাপন পূর্ব্বক  
বিশ্রান্ত মনে অবস্থান করে, সে বৃক্ষাশ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় নিপতিত  
হইয়া প্রতিগোধিত হয় । যে কোন একারে ইউক, স্বীয় ইরবস্থা বিমোচন

এবং সমর্থ হইয়া ধর্মোচরণ করিবে। বাহারা শত্রুর বিপক্ষ, তাহাদিগকে সর্বদা সম্মানিত করা উচিত। বাহারা আপনার চর, তাহাদিগকেও শত্রু কর্তৃক প্রেরিত আশঙ্কা করিবে এবং আপনার ও শত্রুর চরদিগকে সম্যক পরিচিত করিয়া রাখিবে। পাষও তাপস প্রভৃতি হুঁচিয়ার ব্যক্তিবর্গকে পরমাঙ্গে নিরোধ করা কর্তব্য। লোকের কটকহরুপ হুঁচিয়ার তত্ত্বের উচ্চাশ্রয়, বিচারস্থান, শূনাগার, পানাগার, বেশাপন্নী, তীর্থ ও হ্যাকলতার প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিয়া থাকে। উহাদিগকে শাসন করিয়া ঐ সকল স্থান হইতে নিকাসিত করা উচিত। অবিশ্বস্তের প্রতি রূঢ়াচ বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বস্তের প্রতিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নহে। বিশেষরূপে অবগত না হইয়া এক জনের প্রতি বিশ্বাস করিলে, বিপৎপাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব যাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে, আগে তাহাকে পরীক্ষা করা কর্তব্য। বিশেষ কারণ প্রদর্শন পূর্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিবে এবং তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি দেখিলেই সবিশেষ দণ্ডবিধান প্রবৃত্ত হইবে। বাহাদিগের হইতে আশঙ্কা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে বিশেষরূপে শঙ্কা করিবে; আবার বাহাদের হইতে কোন শঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে না, তাহাদিগকেও শঙ্কা করা উচিত। কেন না, ঐ ব্যক্তি হইতে যদি কোন কারণবশতঃ কোন বিপদ উপস্থিত হয়, সেই বিপদ লোককে সমূলে বিনষ্ট করিতে পারে। তপস্বীর ন্যায় কবার বস্ত্র পরিধান, জটাজিন ধারণ ও মৌনাবলম্বন পূর্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া বৃকের ন্যায় তাহারে আক্রমণ করিবে। পুত্র, ভাতা, পিতা বা স্ত্রী যেরূপে কেহ হউন না কেন, অর্থের বিষয়ানুষ্ঠান করিলেই অবিচারিত চিত্তে তাহার শাসন করা কর্তব্য। অধিক কি, গুরু যদি অবিবেচক, গর্জিত ও উচ্ছ্বল হন, তাহা হইলে, শাস্ত্রানুসারে তাহারও দণ্ডবিধান করা উচিত। মহাপাখী ব্যক্তি প্রত্যাখ্যান, অস্ত্রবান্ধন ও জবাতি সম্প্রদান দ্বারা শত্রুকে আয়ত করিয়া তীক্ষ্ণতরু পতক যেমন বৃকের ফল পুষ্প সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ তাহার সমুদায় পুরুষার্থ বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। পদের মর্ম্মপীড়ন, দাক্ষণ কর্ম্মসাধন ও মৎস্যবাড়ীর ন্যায় অনেকের প্রাণ বিনাশ না করিলে, তখনই মহতী ত্রীণাতে সমর্থ হওয়া যায় না। জাতিনিবন্ধন কেহ তাহার শত্রু বা মিত্র হয় না। লোকে কার্যাবশতঃই অন্যের শত্রু ও মিত্রপদবাচ্য হইয়া থাকে। শত্রু আক্রান্ত হইয়া অতি দুর্দিনে বিলাপ করিলেও তাহার বাক্যপ্রবণে হৃৎ প্রকাশ বা তাহারে পরিত্যাগ করা

বিষয় নহে। পূরূপকারীকে যে কোন উপায়ে হতক বিনাশ করা আবশ্যক। লোক সংগ্রহ ও তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা নিতান্ত কর্তব্য। আর যে ব্যক্তি শত্রুতাচরণ করিবে, তাহারে অচিরে নিগ্রহ করাই কর্তব্য। কাজকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ হইলে, তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবে। লোককে গ্রহণ করিয়াও তাহারে প্রিয় বাক্যে সান্ত্বনা করা কর্তব্য। লোকের মন্তকচ্ছেদন করিয়াও তাহার নিমিত্ত বিলাপ ও শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কার্য। যাহার ঐখ্যলাভের অভিলাষ আছে, সান্ত্ববাদ, সম্মান ও তিতিক প্রদর্শন পূর্বক সকলের সহিত সুব্যবহার করা তাহার কর্তব্য। উহা অপেক্ষা পরের মনোরঞ্জনের অন্য কোন উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। যাহাতে কিছুমাত্র স্বার্থ নাই, সেরূপ বৈরাচরণ কদাচ কর্তব্য নহে। বাহু দ্বারা নদী স্তম্ভরণ করা অতি মূঢ়ের কার্য। গোবিষাণ ভক্ষণ নিরর্থক ও আত্মংকরকর; উহাতে কেবল দশন সকল ক্ষয় হয়, কিন্তু কিছুমাত্র রসের আনন্দ পাওয়া যায় না। অতএব যাহাতে কিছুমাত্র লাভ হয় না, এরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করা কখনই কর্তব্য নহে। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের তিন প্রকার পীড়া আছে। ধর্মদ্বারা অর্থের, অর্থদ্বারা ধর্মের এবং কামদ্বারা ধর্ম অর্থ উভয়েরই বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সুতরাং লোকে ধর্মের অর্থ, অর্থের কাম ও কামের ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং মহৎ লোকে ধর্মের চিন্তাওক্তি, অর্থের যজ্ঞানুষ্ঠান ও কামের জীবন ধারণই মুখ্য ফল বিবেচনা করে। অতএব যাহাতে ত্রিবর্গের কোন পীড়া না জন্মে, তদ্বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকা এবং ঐ পূর্বোক্ত ফল সমূহের বলাবল বিবেচনা করিয়া ত্রিবর্গের সেবা করা সর্বতোভাবে বিধেয়। ঋণ, অগ্নি ও শত্রুর অবশেষ রাখা কদাচ উচিত নহে। ঐ সমুদায়ের অতি অল্পমাত্র অংশ অবশিষ্ট থাকিলেই উহার পুনরায় পরিবর্জিত হইয়া উঠে। ঋণ, পরাভূত ও ব্যাধির প্রতি উপেক্ষা করিলেই উহার বিষম অনর্থ সম্পাদন করে। কটক সমূলে উন্মূলন না করিলে, শুদ্ধি দ্বারা বিশেষ গীড়া জন্মে, সন্দেহ নাই। সর্বকাঁথাই সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করা এবং সতত সতর্ক হওয়া অতীব আবশ্যক। নরহত্যা, মার্দ্রদ্বয় ও গৃহদাহ প্রভৃতি কার্য দ্বারা পররাষ্ট্র ধ্বংস করা কর্তব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তি গৃধ্রের ন্যায় ক্ষির, কুকুরের ন্যায় আগরুক, সিংহের ন্যায় পরাক্রান্ত ও কাকের ন্যায় ইন্দ্রিয়ভক্ত হইয়া এবং সর্পের ন্যায় নিকষেণে বিপদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবে। বীরকে প্রাণতি, ভীককে ভয় প্রদর্শন ও শূককে

অর্ধদান দ্বারা আশ্রিত করা উচিত । সমস্তক যাহাও সহিত সংগ্রহ করা হইবে । বিপক্ষেরা রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে ভোদোৎপাদনও প্রিয় বরদোর নিকট অমূল্য প্রদর্শন পূর্বক যথেষ্ট আনন্দন করিলেও যাহাতে উহার মন্ত্রিগণকে ভেদ বা বিনাশ করিতে না পারে, তাহিববে সর্বদা সতর্ক হওয়া উচিত । রাজা মৃত্যু অবলম্বন করিলে, সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করে এবং উগ্রতা অবলম্বন করিলে, সকলেই তাঁহা হইতে ভীত হয় ; অতএব অবদর বিবেচনা করিয়া মৃত্যু বা উগ্রতা অবলম্বন করা নরপতির কর্তব্য । মৃত্যু দ্বারা মৃত্যু দাক্ষণ উভয়কেই বিনাশ করা যাইতে পারে ; মৃত্যুর অসাধ্য কিছুই নাই । অতএব মৃত্যু তীক্ষ্ণ অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর । যে ব্যক্তি সমস্ত বুদ্ধি মৃত্যু ও তীক্ষ্ণ হয়, সে অনায়াসে কৃতকাৰ্য্য ও শত্রুনাশে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই । পতিতের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্বক আপনাকে দূরস্থ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিত থাকিবে না । বুদ্ধিমানের বাহ্যিক অতি সুদীর্ঘ ; তিনি অপকৃত হইলে, সেই বাহ্যিকের প্রভাবে দূরস্থ শত্রুও অপকার সাধনে সমর্থ হন । যাহা পার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তাহা পার হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করা কদাচ কর্তব্য নহে । শত্রু বাহ্য প্রত্যাঘরণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহার আহরণে কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না । যাহার মূল উৎপাটন না করা যায়, তাহার নিমিত্ত কখন প্রয়াস পৌঁছান করা বিধেয় নহে এবং যে শত্রু শিরশ্ছেদন করা যায় না, তাহাকে প্রহার করা নিতান্ত নিরর্থক । এই কয়েকটি উপদেশ আপদকালের জন্য কীৰ্ত্তন করিলাম । অন্য সময়ে ইহার অনুসরণ করা কর্তব্য নহে । শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত ও বিষম বিপদে নিপতিত হইলে, ইহার অনুষ্ঠান পালনক হইতে পারে না । আমি তোমার হিতকামনার এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম ।

হে বৃষভি ! মহারাজ শত্রুজয় হিতার্থী ভারতাক কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অক্লম্বনে তদনুরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করত সবার্থে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন ।

—:—

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১৪১ ।

ধর্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! পরম ধর্ম বিনষ্টপ্রায় ও দক্ষ লোক-কর্তৃক উন্নত, অধর্ম ধর্মের ন্যায় ও ধর্ম অধর্মের ন্যায় লজ্জিত, নিরম নিমিত্ত, প্রজাপদ মূর্তি ও চৌরবর্গ কর্তৃক প্রণীড়িত, সমুদ্র আশ্রয়

পাপভরে অভিভূত, হুসিয়ারিগের কাম, লোভ ও মোহপ্রভাবে সকলেই পঙ্কিত ও প্রবিশিত, ছলপ্রভাবে পরস্পর নিহত ও বাণিত, গ্রাম-নগরাদি অনল-বারি প্রজলিত, বিপ্রগণ একান্ত সন্তপ্ত, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন এবং স্মৃতির অভাবে শস্য সন্ধান শুকপ্রায় হইলে, ব্রাহ্মণেরা অহুকম্পাপ্রভাবে পুত্রপৌত্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইলে, জীবিকা নির্বাহার্থ কি করিবেন ? আর ভূপতি ঐক্লপ অবস্থায় কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবেন এবং কি প্রকারে ধর্ম ও অর্থ আশ্রয় আরত করিয়া রাখিবেন ? আপনি এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্বক কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! রাজ্যের যোগক্ষেম, অভিলাষানুরূপ বৃষ্টি এবং প্রজাগণের মধ্যে ভয় ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রাচুর্য্যাব সমস্তই পাপপুণ্য-প্রভাবে ঘটয়া থাকে । সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের আবির্ভাবও ভূপালের দোষগুণমূলক, মন্দেহ নাই । প্রজাগণের উচ্ছেদের নিদানভূত পুর্কোক্তরূপ বিপদের অবস্থা উপস্থিত হইলে, লোকে বিজ্ঞানবল অবলম্বন পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিবে । এই বিষয়ে বিশ্বামিত্রচাণ্ডালসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে, শ্রবণ কর । পূর্বে ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে দৈবের প্রতিকূলতানিবন্ধন দ্বাদশ বৎসর ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল । ঐ সময় বৃহস্পতি প্রতিকূলে গমন ও চন্দ্র দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিলেন । সেঘের কথা দূরে থাক, রজনীশেষে বিষ্ণুমাত্র নীহার দর্শন করাত লোকের প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল । নদীর জল শুকপ্রায় হইয়া গেল । সরোবর, কূপ ও প্রস্রবণের শোভা একবারে তিরোহিত হইল । সলিলাগার উচ্ছিন্ন হইয়া গেল । ব্রাহ্মণগণ বজ্র, অঘারন, বধট্কার ও অন্যান্য মাতুলিক কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিলেন । লোকে কৃষি ও পশুপালন কার্য্যে এককালে পরাজু হইল । বিপদাশ্রয় সমুদায় উন্মূলিত হইয়া গেল । সর্ব লোকের আমোদ আমোদ তিরোহিত হইল । চতুর্দিক্ কঙ্কালসঙ্কুল ও ভূতগণের চৌকারে একান্ত আকুল হইয়া উঠিল । গ্রাম নগরাদি সকল শূন্যপ্রায় হইল । চারিদিকে গৃহদাহ হইতে লাগিল । প্রজাবর্গ কোন স্থানে অস্ত্র শস্ত কোথাও বা ভূপতিভরে ভীত হইয়া গ্রাম নগরাদি পরিত্যাগ ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল । দেবগৃহ সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গেল । বৃহলোক সমুদায় পুত্র পৌত্রাদি কর্তৃক গৃহ হইতে নিকালিত এবং গো, অজ, মেঘ ও মহিব সকল দ্বিভীত হইতে লাগিল । ওষধি সকল নিঃশেষিত ও মনুষ্য সমুদায় মৃতপ্রায় হইয়া

গচ্ছিস। বিপ্লবগণ বৃথাযুধে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহই কাহারে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। তৎকালে গৃধিবীতে এই প্রকার নানা-প্রকার ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইলে, মহাযোরা ক্ষুধার একান্ত কাতর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে তক্ষণ করত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষিরা নিয়ম, হোম, দেবার্চনা ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন।

তখন মহাত্মা বিশ্বামিত্র ক্ষুধার নিতান্ত কাতর হইয়া গৃহ ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং ভক্ষ্যাতক্ষ্যের বিচার ও জনহোমাদি কার্যে এককাতর জলাঞ্জলি প্রদান পূর্বক লোকালয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি এক বনমধ্যে প্রাণিঘাতক হিংস্রক চণ্ডালদিগের পত্নী অবলোকন পূর্বক ভয়মধ্যে প্রবেশ করিলেন; অবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, ভগ্ন কলস, কুকুরের চর্ম্মখণ্ড, বরাহ ও উষ্ট্রের অস্থি ও কপাল এবং মৃত মনুষ্যের বস্ত্রে উহার চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; গৃহ সকল নির্মালা দ্বারা স্তম্ভজিত এবং কুটীর ও মঠ সকল সর্পনির্মোকমাণ্যে সমলঙ্ঘিত হইয়াছে। কোন স্থল কুকুটচয় ও কোন স্থল গর্দভের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন স্থলে চণ্ডালেরা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কোথাও উলুক ও নানাবিধ বিহঙ্গমের প্রতিক্রমে সমলঙ্ঘিত দেবগৃহ সমুদায় বর্তমান রহিয়াছে। কোথাও লৌহবণ্টা নিরস্তর ধ্বনিত হইতেছে এবং কোথাও কুকুর সকল দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে।

মহাত্মা বিশ্বামিত্র যৎপরোনাস্তি ক্ষুধার্ত হইয়া সেই চণ্ডালপত্নীমধ্যে থাক্য দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াও মাংস, অন্ন ও কল মূল প্রভৃতি কোন দ্রব্যই পাইলেন না। তখন তিনি দৈহিক দৌর্ভাগ্যপ্রযুক্ত হায় কি কষ্ট! এই বলিয়া এক চণ্ডালগৃহে নিপতিত হইলেন এবং যাহাতে আপনার বৃথাযুত্ব না হয় ও বাহাতে হৃদ্যা দূরীভূত হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই চণ্ডালভবনে সদ্যোনিহত কুকুরের মাংসখণ্ড তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। তখন তিনি পরম আনন্দিত হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, আমি যে কোন উপায়ে হউক, ঐ মাংসখণ্ড অপহরণ করিব। ইহা বাতিরেকে আমার এক্ষণে প্রাণ ধারণের অন্য কোন উপায় নাই। বিপদকালে চৌর্ধ্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও শাধু ব্যক্তির গৌরবের কিছুমাত্র হানি হয় না। আর শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, বিপদকালে ব্রাহ্মণ জীবন রক্ষার নিমিত্ত চৌর্ধ্যবৃত্তিও অবলম্বন করিবেন। প্রথমে নীচ, পরে তুল্য

ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিবে । উহাদের নিকট দ্রব্য না পাইলে, আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধার্মিকের দ্রব্য গ্রহণ করাও অবিধেয় নহে । অতএব প্রথমে আমি এই নীচ ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিব । এই অপহরণপ্রযুক্ত আমাকে কদাপি চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হইবে না । মহর্ষি বিশ্বামিত্র মনে মনে এই প্রকার স্থির করিয়া তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন ।

অনন্তর শরীরী ক্রমে ক্রমে গাঢ় ও চাণ্ডালেরা নিদ্রাতুর হইলে, মহর্ষি কৌশিক নিশ্চয়ে গাত্রোথান পূর্ব্বক সেই চণ্ডালের কুটীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । ঐ সময় সেই ভীষণদর্শন শ্লেষ্মাকৃষ্ণিতনেত্র চণ্ডাল জাগরিত ছিল । সে কুটীরমধ্যে মনুষ্য প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারিয়া কৰ্কশস্বরে কহিল, সমুদায় চণ্ডালেরাই নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে ; কেবল-আমিই জাগরিত রহিয়াছি । আমার গৃহে কোন্ ব্যক্তি কুকুরমাংস অপহরণ করিতে আসিয়াছে । অঁজি তাহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই । তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিতান্ত ভীত এবং আপনার দুর্দৃষ্টবশতঃ সাতিশর লজ্জিত হইয়া চণ্ডালকে কহিলেন, আমি বিশ্বামিত্র ; ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছি । যদি তুমি সাধু-দর্শী হও, তাহা হইলে, আমাকে সংহার করিও না । চণ্ডাল বিশ্বামিত্রের কথা শ্রবণ করিবামাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শব্দা হইতে গাত্রোথান ও নেত্র হইতে অশ্রু মার্জ্জন করত কঁতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্ ! আপনি এই রজনীযোগে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন ? তখন মহর্ষি চণ্ডালকে সান্তনাবাক্যে কহিলেন, আমি ক্ষুধিত ও মৃততুল্য হইয়া তোমার এই কুকুরের পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিব বলিয়া আগমন করিয়াছি । বুদ্ধিত ব্যক্তির লজ্জা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে । দেখ, আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছি । ক্ষুধাপ্রভাবে আমার জীবন অবসন্ন ও জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমি অতিশয় দুর্ব্বল ও তক্ষ্যাতক্ষ্যাবিচারশূন্য হইয়া পড়িয়াছি । এই জন্য তক্ষরকার্য্য অদৃষ্ট জানিয়াও কুকুরের এই পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে । আমি তোমাদের পল্লীমধ্যে ভিক্ষার্থ অনেক ভ্রমণ করিয়াছি ; কিন্তু কোথাও কিছুমাত্র খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হই নাই । ভক্ষ্য দ্রব্য না পাইয়াই আমি এই পার্শ্বকাষ্ঠে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি । দেখ, আমি দেবগণের মুখ ও পুরোহিত স্বরূপ ; সুতরাং তাঁহার পবিত্র দ্রব্য ব্যতীত অপবিত্র দ্রব্য গ্রহণ করা কৰ্ত্তব্য নহে । কিন্তু তথাচ তাঁহাকে অগত্যা সকল বস্তুই গ্রহণ করিতে হয় । অতএব আমি যেমন তক্ষ্যাতক্ষ্যের বিচার করেন না, আমরাও এক্ষণে তজ্জগৎ তক্ষ্যা-



ভক্ষের বিচারে পরাজু হইতে হইয়াছে। তখন চণ্ডাল কহিল, মহর্ষে !  
যাহাতে ধর্মের কোন ক্ষতি না হয়, আমার নিকট সেইরূপ উপদেশ  
প্রবণ ও তদনুসারে কার্য্যামুষ্ঠান করা আপনার অবশ্য কর্তব্য হইতেছে।  
পণ্ডিতেরা কহেন যে, কুকুর শৃগাল অপেক্ষাও অপকৃষ্ট; আর উহার  
অন্যান্য স্থানের মাংস অপেক্ষা পৃষ্ঠমাংস অধিকতর অপবিত্র। বিশেষতঃ  
অভোজ্য চাণ্ডালধন অপহরণ করা নিতান্ত ধর্ম্মগর্হিত; সুতরাং এই  
বিষয়ে অধ্যবসায় প্রদর্শন করা আপনার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে  
প্রাণধারণের নিমিত্ত অন্য কোন উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করুন। মাংস-  
লোভে তপস্যা নষ্ট করিবেন না। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্মসঙ্কর-  
বিধানেন প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে। আপনি পরম ধার্ম্মিক; অতএব ধর্ম্ম-  
ত্যাগ করা আপনার পক্ষে নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ।

চণ্ডাল এইরূপ কহিলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র তর্কাকে পুনর্ব্বার কহিলেন,  
আমি অনাহারে বহুদিন ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছি; কিন্তু প্রাণ ধার-  
ণের কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারি নাই। লোকে নিতান্ত অবসন্ন  
হইলে, যে কোন উপায়ে হউক, জীবন ধারণ করিবে এবং তৎপরে সমর্থ  
হইলে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। ক্ষত্রিয়গণের ইন্দ্ৰের ন্যায় এবং বিপ্র  
গণের বহির ন্যায় ধর্ম্ম অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর। বেদ অগ্নিস্বরূপ; সেই  
বেদই আমার প্রধান বল। আমি সেই বলপ্রভাবেই এই কুকুরপৃষ্ঠমাংস  
ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধাশান্তি করিব। যাহাতে জীবন রক্ষা হইতে পারে, অবি-  
চারিত চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করা উচিত। লোক জীবিত থাকিলে, অনা-  
রাসেই ধর্ম্মলাভ করিতে পারে। অতএব আমি জীবন ধারণের অস্তিত্ব  
করিয়াই বুদ্ধিপূর্ব্বক অভোজ্য দ্রব্য ভোজন করিতে বাসনা করিয়াছি।  
তুমি এক্ষণে এই বিষয়ে অমুমোদন কর। আমি জীবিত থাকিলে, অনা-  
রাসে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারিব এবং আলোক যেরূপ ঘোরতর অন্ধকার  
ধ্বংস করিয়া থাকে, তজ্জপ তপস্যা ও বিদ্যা প্রভাবে অশুভ সমুদায় বিনষ্ট  
করিব।

চণ্ডাল কহিল, মহর্ষে ! এই কুকুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিলে, আপনার  
সুদীর্ঘ আয়ু বা অমৃতপানের ন্যায় তৃপ্তি লাভ হইবে না। অতএব আপনি  
অন্য বস্তুর দ্বিকার নিমিত্ত পর্য্যটন করুন; কুকুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণে কদাচ  
প্রবৃত্ত হইবেন না। শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, ঐ মাংস ব্রাহ্মণগণের পক্ষে  
নিতান্ত অভক্ষ্য।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, এই তর্জিন্যবালে অন্য মাংস নিতান্ত হৃদয়

আমারও কিছুমাত্র অর্থসংস্থান নাই ; বিশেষতঃ আমি এক্ষণে ক্ষুধার অত্যন্ত কাতর ও ভোজনলাভের উপায়ান্তর অবধারণে অসমর্থ হইরাছি ; সুতরাং এই কুকুরের পৃষ্ঠমাংস অতি সুখাদ্য বলিয়া আমার বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে ।

চণ্ডাল কহিল, মহর্ষে ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পঞ্চদশমন্সর শরীরী প্রভৃতি পাঁচ জন্তু ভক্ষণ করাই শাস্ত্রসম্মত । অতএব কদাচ আপনি এই অভক্ষ্য ভক্ষণের অভিলାষ করিবেন না ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহর্ষি অগস্ত্য ক্ষুধাতুর হইয়া বাতাপি অস্থিরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন । অতএব আমি এই হৃদিক্রাসময়ে কুকুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিলে, কখনই আমাকে পাপগ্রস্ত হইতে হইবে না ।

চণ্ডাল কহিল, তপোধনু ! আপনি অন্য বস্তু ভিক্ষার নিমিত্ত পরিভ্রমণ করুন ; কুকুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করা আপনার কোনক্রমেই কর্তব্য নহে ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিরা ধর্ম্ম প্রবর্তক । আমি তাঁহাদিগেরই নিদিষ্ট ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছি । অতএব উৎকৃষ্ট পবিত্র বস্তুর অভাবে এই কুকুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করা আমার অকর্তব্য নহে ।

চণ্ডাল কহিল, অসাধু লোক যাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা কখনই নিত্যাধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না ; বিশেষতঃ অকাঙ্গ-সাধন করা সাধু লোকের কর্তব্য নহে । অতএব আপনি ছলক্রমে এই অন্তঃ কার্যের অনুষ্ঠান করিবেন না ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ঋষি হইয়া অশ্রদ্ধের ও পাপজনক কার্যের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত নিন্দনীয় । কিন্তু আমার বিবেচনার পশুজাতিত্বনিবন্ধন মৃগ ও কুকুর উভয়ই তুল্য । অতএব আমি অবশ্যই কুকুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিব ।

চণ্ডাল কহিল, মহর্ষি অগস্ত্য ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহাদের জীবন রক্ষার নিমিত্ত তৎকালে অস্থিরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন । সুতরাং উহা ধর্ম্মকাণ্ড বলিয়াই গণনা করিতে হইবে । উহাতে কিছুমাত্র পাপ নাই । যে কোন রূপেই হউক, বিপ্রগণকে রক্ষা করা সকলেরই কর্তব্য ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, দেহ আমার মিত্র, প্রিয়তম ও পূজ্য সেই দেহকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই এই কুকুরের পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে । নৃশংস চণ্ডালগণকে দর্শন করিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হইতেছে না ।

চণ্ডাল কহিল, তপোধন ! সাধু ব্যক্তিরা বসন্ত প্রাণত্যাগ করেন ; কিন্তু অভ্যক্তকক্ষেণে তাঁহাদিগের কদাচ প্রবৃতি জন্মে না। অনেকে ক্ষুধাকে পরাজয় করিয়া স্ব স্ব মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন। অতএব আপনি ক্ষুধাকে পরাজয় করিতে যত্নশীল হউন।

বিখ্যামিত্র কহিলেন, প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বটে ; কিন্তু সাহার প্রাণ ধারণের অভিলাষ থাকে, অনাহার দ্বারা কলেবর শুষ্ক করা তাহার নিতান্ত অকর্তব্য। উহাতে নিশ্চয়ই ধর্ম্মলোপ হয়। থাকে। ফলতঃ দেহরক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে যদ্বিও কুকুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিয়া আমারে অন্ন পাশে লিপ্ত হইতে হয়, আমি পরিশেষে তাহা ব্রতাদি দ্বারা নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইব। সূক্ষ্ম বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া দেখিলে, আপদকালে কুকুরপৃষ্ঠমাংসভক্ষণ নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়। আমার মোহবুদ্ধি প্রভাবে এই বিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, উহা সদোষ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। বাহাই হউক, আমি যে, এক্ষণে কুকুরমাংস ভক্ষণে দোষ নাই বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি, উহা যদিও আমার ভ্রান্তিমূলক হয়, তথাপি কুকুরভক্ষণ করিলে, আমাকে তোমার ন্যায় চণ্ডাল হইতে হইবে না। ঐ পাপের প্রতিবিধান করিতে আমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে।

চণ্ডাল কহিল, আমার বিবেচনার প্রাক্কণের এই কুকুরমাংসভক্ষণজনিত পাপ নিতান্ত বিন্দনীয় ; এই জন্য আমি দুঃস্বাসিত চণ্ডাল হইয়াও আপনাকে ভ্রমণনা করিতেছি।

বিখ্যামিত্র কহিলেন, যদিও গো মহুদায় জলের উপরিভাগে বিচরণ এবং ভেদ সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে, তথাপি তোমার ধর্ম্মে অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া আত্মপ্রশংসা করা তোমার কর্তব্য নহে।

চণ্ডাল কহিল, মহর্ষে ! আপনার প্রতি আমার অত্যন্ত দয়া জন্মিয়াছে; এই জন্যই আমি মিথ্রভাবে আপনাকে শাসন করিতেছি ; অতএব আপনি কুকুরের মাংস আহার করিয়া পাশে লিপ্ত হইবেন না।

বিখ্যামিত্র কহিলেন, যদি তুমি আমার স্খাতিলাষী মিথ্র হও, তাহা হইলে অহিরাং আমাকে এই উপস্থিতি বিপদ হইতে উদ্ধার করা তোমার উচিত হইতেছে। আমি ধর্ম্মপথ বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি ; অতএব তুমি আমাকে কুকুরমাংস প্রদান কর। ইহা ভক্ষণ করিলে, আমাকে কিছুমাত্র অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে না। চণ্ডাল কহিল, মহর্ষে। এই কুরকু-

মাংস আমার খাওয়া বস্তু ; অতএব আমি ইহা আপনাকে দান করিতে পারি না এবং আপনি ইহা অশ্রয়ণ করিলেও সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না । বিশেষতঃ আমি এই কুকুরমাংসদাতা ও আপনি ইহার গৃহীতা হইলে, আমাদের উভয়কেই ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি নিশ্চয়ই এই পাপাচরণ পূর্বক প্রাণরক্ষা করিয়া পরিশেষে পুণ্য অরুষ্ঠান ও ধর্মোপার্জন করিব । এক্ষণে তুমিই বল দেখি যে, অনাহারে প্রাণত্যাগ ও অভোজ্য ভোজন পূর্বক প্রাণ-রক্ষা করিয়া ধর্মোপার্জন এই দুইটির মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট ।

চণ্ডাল কহিল, ধর্মকাণ্ডবিষয়ে আমিই সাক্ষী ; অতএব এই দুইটির মধ্যে কোনটী অপকৃষ্ট, তাহা আপনিই বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতেছেন । কিন্তু আমার বোধ হয়, যে ব্যক্তি কুকুরমাংস খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার আর অখাদ্য কিছুই নাই ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, অনাহারে প্রাণনাশ উপস্থিত হইলে, অভক্ষ্য দ্রব্যও ভক্ষণ করা কর্তব্য । বিশেষতঃ যাহাতে হিংসার লেশমাত্র নাই, আপদকালে সেই অভক্ষ্য ভক্ষণ করা কদাপি দোষাকর হইতে পারে না । উহা দ্বারা জনসমাজেও নিতান্ত নিকরীয় হইবার সম্ভাবনা নাই ।

চণ্ডাল কহিল, মহর্ষে ! যদি জীবনধারণই প্রধান কার্য বলিয়া আপনি কুকুরমাংসভোজন দ্রুতরূপে জ্ঞান না করেন, তাহা হইলে আপনার আর ত বেদ ও আর্ঘ্য ধর্মকে গ্রাহ্য করা হইল না এবং ভোজ্যভোজ্যের কিছুমাত্র বিচার রহিল না ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, দ্রব্য ভক্ষ্য বা অভক্ষ্যই হউক, তাহা ভক্ষণ করিলে প্রাণিহিংসার ন্যায় ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয় না । সুরাপান করিলে পতিত হয়, ইহা শাস্ত্রের শাসনমাত্র । অবৈধ মৈথুন প্রভৃতি অন্যান্য কার্য সকল লোককে একবারে পুণ্যচ্যুত ও ঘোরতর পাপে লিপ্ত করিতে পারে না ।

চণ্ডাল কহিল, যিনি অস্থান হইতে বা আগ্রহাতিশয়সহকারে চৌর্য-বৃত্তি দ্বারা কুকুরমাংস গ্রহণ করেন, তাঁহাকে ভগ্নিবন্ধন পাপে লিপ্ত হইতে হয় । যাহার গৃহ হইতে উহা অপহৃত হয়, তাহার কিছুমাত্র দোষ নাই ।

চণ্ডাল এই বলিয়া তুষ্টোক্ত্যাব অবলম্বন করিয়া থাকিলে, মহর্ষিনি বিশ্বামিত্র সেই কুকুরমাংস গ্রহণ পূর্বক প্রতিশ্রুত হইয়া সহধর্মিণী সম-ভিষাহারে এই অরণ্যমধ্যে জীবন রক্ষার্থ উহা ভক্ষণ করিব বিবেচনা করত অগ্নি আহরণ করিয়া ঐন্দ্রাধের বিধি অনুসারে চক্ৰ প্রস্তুত করিলেন । অন-

কর তিনি সেই চক্র অংশ প্রস্তুত করিয়া ইস্রায়েল প্রভৃৎ দেবগণকে আহ্বান পূর্বক দৈব ও পিতৃকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । মহর্ষি দৈবকার্য্য-  
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র দেবরাজ ইস্রায়েল প্রজাবর্গের প্রাণরক্ষার্থ প্রচুর  
পরিমাণে সলিল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । সেই বারিপ্রভাবে বিলক্ষণ শস্য  
উৎপন্ন হইয়াছিল । অনন্তর ভগবান্ বিধামিত্র বিধানামুসারে দৈবকার্য্য ও  
পিতৃকার্য্য সমাধান পূর্বক দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিয়া স্বয়ং  
সেই কুকুরমাংস ভোজন করিলেন এবং পরিশেষে তপঃপ্রভাবে আপনার  
পাপ নিরাকৃত করিয়া পরম সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইলেন ।

হে বৎস ! এই প্রকারে ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বিষম হুঃখে পতিত  
হইলে, যে কোনরূপে হউক, আপনার উদ্ধার সাধন করিবেন । মহর্ষি  
বিধামিত্রের ন্যায় বুদ্ধি অবলম্বন পূর্বক প্রাণরক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য ।  
অনুঘোর প্রাণরক্ষা হইলে, সে বিবিধ মঙ্গল ও পুণ্য লাভ করিতে পারে ।  
বিদ্বান্ ব্যক্তিরা স্ব স্ব বুদ্ধিধারাই ধর্ম্মাধর্ম্মের যথার্থ্য নির্ণয় করিয়া  
থাকেন ।

### দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১৪২ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! যদি মিথ্যা বাক্যের ন্যায় অশ্রদ্ধের  
ঘোরতর কার্য্য সমুদায়ও কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইল, তাহা হইলে কোন  
কার্য্যকে অকার্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইবে ? আর দম্মাগণই বা কি  
কারণে জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে ? আমি আপনার বাক্য শ্রবণে ধর্ম্ম  
শিথিলবদ্ধ হইল বিবেচনা করিয়া নিতান্ত অবগত ও মুগ্ধ হইতেছি ;  
আপনার উপদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে কিছুতেই আমার প্রবৃত্তি হই-  
তেছে না ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি কেবল বেদাদি বাক্যের উপর নির্ভর  
করিয়া তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছি না । বিদ্বানেরা লোকা-  
চার ও বেদাদিশাস্ত্র উভয় হইতেই জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকেন । ভূপাল-  
গণের বিবিধ বিষয় হইতে জ্ঞানোপার্জন করা কর্তব্য । ধর্ম্মের একমাত্র  
পাথা অবলম্বন করিলে, লোকযাত্রা নির্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই । বুদ্ধি-  
জনক ধর্ম্ম ও সজ্জনগণের আচার অবগত হওয়া রাজাদিগের অবশ্য  
কর্তব্য । নরপতিগণ স্ব স্ব বুদ্ধিপ্রভাবেই ক্রমাভ ও ধর্ম্মসংস্থারে সমর্থ

সমর্থ হইতে পারেন। রাজধর্ম বহুশাখাসম্মূল। অধ্যয়নসময়ে বহু-  
সহকারে শিক্ষা না করিলে, অথবা উহার একদেশ মাত্র শিক্ষা করিলে,  
উহাতে সম্যক্ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। একমাত্র কার্য কখন ধর্ম ও  
কখন অধর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি ইহা সম্যকরূপে  
বিদিত হইতে না পারে, তাহার প্রতিপদে সন্দেহ উপস্থিত হয়। অতএব  
প্রথমতঃ বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্মের যথার্থ্য বিদিত হইয়া পরে বিশেষ অধ্যয়ন  
পূর্বক কার্য করা আবশ্যিক। নরপতি আপদকালে শান্তোক্ত ধর্ম লক্ষ্য  
পূর্বক স্বীয় বুদ্ধির অনুসারে কার্য করিলে, মূর্খব্রাহ্মী তাহার নিন্দা করিয়া  
থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কখনই তাহার দোষ কীর্তনে প্রবৃত্ত হন না।  
কেহ কেহ যথার্থ জ্ঞানী এবং কেহ কেহ যথাজ্ঞান সম্পন্ন হয়। যাহারা  
জ্ঞানের যথার্থ্য অনুসন্ধান করেন, তাহারাই সাধুসম্মত জ্ঞানোপার্জন  
করিতে পারেন। অধর্মিক ব্যক্তিব্রাহ্মী যথার্থ ধর্ম পরিত্যাগ ও অর্থশা-  
স্ত্রের অপ্রমাণতা প্রতিপাদন করে। তাহার জীবিকানির্ব্বাহার্থ বিজ্ঞা-  
লাভের বাসনা করে, তাহার জনসমাজে পাপী ও ধর্মলোপী বলিয়া  
পরিগণিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য অপরিণতবুদ্ধি মুড় ব্যক্তিগণের কোন  
বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান বা যুক্তি অনুসারে কোন কার্যানুষ্ঠানের সম্ভাবনা  
নাই। তাহার শাস্ত্রের দোষানুশন্ধান পূর্বক উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন  
করিবার চেষ্টা এবং অর্থশাস্ত্রে জ্ঞানগাভ করা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া  
বিবেচনা করে। যাহারা সূতের ন্যায় বাক্যবাণধারণ পূর্বক অন্যের  
অপবাদ দ্বারা স্বীয় বিদ্যার গৌরব প্রকটিত করিবার চেষ্টা করে, তাহা-  
দিগকে নররাক্ষস ও বিদ্যার বন্দি বলিয়া পরিগণিত করা উচিত। ছল  
পূর্বক ধর্ম্যানুষ্ঠান করিলে, নিশ্চয়ই ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। ত্রি-  
শাধিপতি ইন্দ্র কহিয়াছেন যে, বৃহস্পতির মতে কেবল অন্যের সহিত তর্ক-  
বিতর্ক বা কেবল স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্মনির্গর করা বারংবা। ধর্মনির্গর করিতে  
হইলে, অন্যের সহিত তর্ক ও স্বীয় বুদ্ধি উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।  
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ধর্মশাস্ত্রের কোন বাক্য নিরর্থক নহে। লোকে  
কেবল যথার্থ ধর্ম বুঝিতে না পারিয়াই সংশয়াল্প হয়। কেহ কেহ  
লোকবাত্তা নিস্বাহকেই ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি সাধু-  
নির্দিষ্ট যুক্তিযুক্ত ধর্ম্যানুসারেই কার্য করিয়া থাকেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি ও  
যদি কোথাবিষ্ট বা জাস্তিযুক্ত হইয়া সভাস্থলে ধর্মশাস্ত্র কীর্তন করেন,  
তাহা হইলে কেহই তাহার বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে না।  
অনেকে বেদার্থবঞ্চিত তর্কযুক্ত বাক্যের এবং কেহ কেহ বা কেবল অজ্ঞাত

ও হৃদয়ে প্রাণত ছিল। সেই পাপাত্মা ঘোরতর নির্ভয়ের ব্যবহার অবলম্বন করতে তাহার পরী ভিন্ন আর সমুদায় হৃদয় সম্বন্ধী ও বন্ধ-  
বান্ধব তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। জ্ঞানবান্ লোকে কদাপি পাপী-  
দিগের সহিত সংগ্রহ রাখিতে বাসনা করেন না। কারণ, বাহারী হৃদয়  
যারা আপনাদের অনিষ্ট সাধন করে, তাহাদের দ্বারা অন্যের হিতসা-  
ধনের সম্ভাবনা নাই। হত্যাকাৰী নৃশংস নরধামেরা মর্পের ন্যায়  
প্রাণিগণের উদ্বেগজনক হইয়া উঠে। ঐ পাপাত্মা নিষাদ জাল লইয়া  
নিরন্তর বনে বনে ভ্রমণ ও পক্ষিগণকে সংহার পূর্বক বিক্রয় করিত।  
এইরূপে বহুকাল অতীত হইল; কিন্তু সেই দ্রাঘা কিছুতেই আপনার  
অসংপ্রভুতিনিবন্ধন অপর্য্য পরিজ্ঞাত হইতে পারিল না। এক দিন ঐ  
ব্যাধ বনে পরিভ্রমণ করিতেছে এমন সময়ে প্রবল বায়ু সমুথিত হইয়া  
বৃক্ষগণকে উৎপাটিতপ্রায় করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে নভকল অর্ধ-  
যানপরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় জলকজালে নমাচ্ছন্ন ও বিদ্যায়ুগলে বিভূষিত  
হইল। মুঘলধারে অবিরত মলিনধারা নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী কণ-  
কালমধ্যে প্রাবৃত হইয়া গেল। তখন ঐ দুর্দ্দুষ্টি নিষাদ শীতার্ঘ ও  
বিচেতন হইয়া আকুলিতচিত্তে অরণ্যমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।  
কিন্তু সমুদায় কানন জলাকীর্ণ হওয়াতে কুত্ৰাপি স্থান পাইল না। ঐ  
বৃষ্টির প্রভাবে পক্ষিকুল বিনষ্ট ও তরুহলে নিপতিত হইয়াছিল এবং  
মৃগ, সিংহ ও বরাহগণ উন্নত ভূমি আশ্রয় করিয়া শবধান ও অন্যান্য  
আমগ্ন্যজন্তুগণ ভরার্ঘ ও শীতার্ঘ হইয়া বনে ভ্রমণ করিতেছিল। দ্রাঘা  
ব্যাধ সেই বাতবৃষ্টিপ্রভাবে নিতান্ত শীতার্ঘ হইয়া হানাত্তরে প্রস্থান বা  
তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সেই সময় এক শীতবিশ্বসা  
কপোতী তাহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। দুর্দ্দুষ্টি নিষাদ তৎকালে  
স্বয়ং যৎপরোনাস্তি কষ্টে নিপতিত হইয়াছিল; তথাপি সেই কপো-  
তীকে নিপতিত দেখিয়াই দ্বীয় পিঙ্গুরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। স্বয়ং দুঃখে  
অভিভূত হইয়াও সেই কপোতীকে হুংখিত করিতে তাহার কিছুমাত্র  
কষ্ট হইল না। অনন্তর সেই দ্রাঘা নিষাদ সেই বনজাত বৃক্ষগণের  
মধ্যে এক মেথের ন্যায় নীলবর্ণ পাদপ দর্শন করিল। ঐ বৃক্ষের ছায়া  
ও ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য পক্ষী উহাতে বাস করিত।  
বিধাতা পরের উপকার সাধনার্থই সাধুর ন্যায় ঐ বৃক্ষের স্তুতি করিয়া  
ছিলেন।

কিয়ৎকাল পরে আকাশমণ্ডল নির্মূল্য নক্ষত্রকালে পরিমণ্ডিত হইয়া

ঐক্লব কুমুদলশোভিত বিমল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সেই শীতার্জু নিষাদ নভোগল জলদনির্মুক্ত নক্ষত্রজালে সমা-  
কীর্ণ দেখিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,  
একপে শরীরী সমাগত হইয়াছে এবং আমার গৃহও এতদান হইতে  
বহুদূর। অতএব অদ্য এই তরুতলেই রজনী যাপন করা কর্তব্য। পক্ষি-  
ঘাতক নিষাদ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কুষ্ঠাঞ্জলিপুটে বনস্পতিকে  
সম্বোধন পূর্বক কহিল, বৃক্ষশ্রেষ্ঠ! তোমাতে যে যে দেবতা আশ্রয়  
করিয়া আছেন, আমি তাঁহাদিগের শরণাগত হইলাম। নিষাদ এই কথা  
বলিয়া ধরাভালে পর্শদ্বা প্রস্থত করিয়া এক শিলার উপর মস্তক সংস্থাপ-  
ন পূর্বক দ্রুতমতি মনে শয়ন করিল।

— ৩৩ —

চতুঃচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১৪৪ ।

হে ধর্ম্মরাজ ! ঐ তরুর শাখায় এক কপোত স্তম্ভজনে পরিবেষ্টিত  
হইয়া অনেক কাল বাস করিতেছিল। ঐ দিবস প্রাতে তাহার প্রিয়  
বনিতা আহারাষণার্থে গমন কবিয়াছিল। কপোত, শরীরী সমুপস্থিত  
হইল, তথাপি প্রেমসী প্রত্যাগত হইল না দেবীয়া অত্যাশঙ্কিত কহিতে  
লাগিল, হায়! কেন আমার প্রেমিনী এ পর্যন্ত প্রত্যাগত হইল না।  
ইতিপূর্বে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও ভয়ঙ্কর বারিধারা নিপতিত হইয়াছে।  
তন্নিবন্ধন এই অরণ্যমধ্যে তাহার ত কোন অমঙ্গল উপস্থিত হয় নাই?  
অদ্য প্রয়াবিরহে আমার এই গৃহ শূন্যময় বোধ হইতেছে। গৃহস্থের  
গৃহ পুত্র, পৌত্র, বধু ও কুষ্ঠাগণে পরিপূর্ণ থাকিলেও ভাৰ্য্যাবিরহে শূন্য-  
প্রায় হইয়া থাকে। পশ্চিমগম গৃহিণীবিহীন গৃহকে গৃহ বলিয়া নির্দেশ  
করেন না; গৃহিণীই গৃহস্বরূপ কথিত হইয়া থাকে। গৃহিণীবিহীন গৃহ  
অরণ্যস্বরূপ। অদ্য যদি আমার সেই অরুণলোচনা বিচিত্রাদী মধুর-  
ভাষিনী প্রিয়তমা প্রত্যাগমন না করে, তাহা হইলে আমার প্রাণদ্বারনে  
আবশ্যকতা কি? আমার সেই ভাৰ্য্যা কদাপি আমি জ্ঞান না করিলে  
জ্ঞান ও ভোজন না করিলে, ভোজন করে না; আমি উপবীত হইলে;  
উপবীত ও শয়িত হইলে, শয়িত হইয়া থাকে। আমার হৃদয়ে তাহার  
হৃৎ ও আমার সন্তোষেই তাহার সন্তোষ উপস্থিত হয়। আমি বিদেশে  
অবস্থান করিলে, সে বিষম মনে কালযাপন এবং ক্রোধ প্রকাশ করিলে,



আমার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে। 'এই জগতে যাহার ভার্য্যা এইরূপ পতিহিতাভিলাষিণী ও পতিপরায়ণা, তিনিই ধনা। আমার সেই অবিচলিত প্রকৃতি যশস্বিনী ভার্য্যা আমারে ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত জ্ঞাত হইয়াও কি নিমিত্ত এখনও প্রত্যাগমন করিতেছে না। সস্ত্রীক ব্যক্তির তরুমূলও গৃহস্বরূপ এবং স্ত্রীশূন্য ব্যক্তির হস্তাও অরণ্যস্বরূপ বোধ হয়, সন্দেহ নাই। ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থকামসাধন সময়ে একমাত্র সহায় ও বিদেশগমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্য্যার ন্যায় উৎকৃষ্ট ধন আর কিছুই নাই। ভার্য্যাই পুরুষের লোক-যাত্রা সম্পাদন করিয়া থাকে। রোগাক্রান্ত আর্ত-ব্যক্তির বনিতাই মহৌষধ। পত্নীই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে। যাহার গৃহে পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা বিদ্যমান নাই, তাহার অরণ্যে প্রস্থান করাই শ্রেয়স্কর। তাহার গৃহ ও অরণ্য উভয়ই সমান।

—\*—

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় । ১৪৫ ।

হে বৎস! দুর্ম্মতি নিষাদ ইতিপূর্বে যে কপোতীকে পীর পিঞ্জরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই কপোতী ঐ কপোতের ভার্য্যা। কপোত নিষাদের পিঞ্জরমধ্য হইতে পতির সেই কল্লণবিলাপ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, আহা! আমি বস্ত্রতঃ গুণবতী হই বা না হই, আমার পতি যখন আমার গুণ কীর্তন করিতেছেন, তখন আমার পরম মৌ-ভাগ্যা। ভর্তা যে রমণীর প্রতি পরিতুষ্ট না থাকেন, তাহাকে রমণী বলিয়া কীর্তন করাও উচিত নহে। যে নারী স্বামীকে সমুদ্র করিতে পারে, তাহার প্রতি সমুদ্রের দেবতা প্রণমনহন। বহ্নিকে মাঞ্চী করিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া স্বামীই স্ত্রীলোকদিগের পরম দেবতা-স্বরূপ গণ্য হন। ভর্তা যে রমণীর প্রতি পরিতুষ্ট না হন, তাহাকে দাবান্নিদ্ধ পুষ্পস্তবকসম্পন্ন লতার ন্যায় ভস্মীভূত হইতে হয়। পিঞ্জর-স্থিত কপোতভার্য্যা কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে অবিচলিত চিন্তে শোকাক্ত স্বামীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, নাথ! আমি এক্ষণে তোমারে যে হিতজনক কথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করা তোমার নিতান্ত কর্তব্য। এই ব্যাধ নিকান্ত শীকার্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া তোমার আবাদে আগমন করিয়াছে। সেই

ব্যক্তি তোমার শরণাগত; অতএব ইহার রক্ষাবিধান ও সঙ্কল্প করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিলে, যে পাপ হয়, শরণাগত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে। আমরা কপোতকূলে জন্ম পরিগ্রহনিবন্ধন সত্যবতঃ হীনবল হইয়াছি বটে, কিন্তু তথাপি তোমার মত আয়তভৃঙ্গ প্রাণীর যথাশক্তি শরণাগতপ্রতিপালনে যত্ন করা অবশ্য কর্তব্য। যে গৃহস্থ সাধারনসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে পরলোকে অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি সন্তানসন্ততির সুখালোকন করিয়াছ; অতএব দেহের মারা পরিত্যাগ পূর্বক এই নিষাদকে পূজা দ্বারা পরিতুষ্ট কর। আমার নিমিত্ত আর অনুতাপ করা তোমার উচিত হইতেছে না। তুমি জীতি থাকিলে, শরীরযাত্রা নির্বাহার্থ ভার্গ্যাস্তর গ্রহণে সমর্থ হইবে। পিণ্ডগ্রহিতা কপোতবনিতা হুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়াও স্বামীকে নিরাক্ষণ করত এইরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিল।

যট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়। ১৪৬।

৫ ধর্ম্মরাজ! তখন কপোত স্বীয় ভাষার ধর্ম্মার্থসম্ভব বাক্য শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া বাস্পাকুললোচনে নিষাদকে নিরাক্ষণ পূর্বক গরম সমাদরে যথাবিধি পূজা করল এবং তাহারে স্বাগত প্রদ্বন্দ্বিত্ব করিল, মহাশয়! এখানে আপনার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই আপনি আপনার গৃহেই আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার অভ্যর্থনা কি এবং আমাদেই বা কি কাব্য করিতে হইবে, তাহা অচিরেই প্রকাশ করুন। আপনি আমাদের গৃহে আগমন করিয়াছেন; অতএব আপনার প্রতি ক্রীতি প্রদর্শন করা আমার নিতান্ত কর্তব্য। গৃহাগত ব্যক্তি যদি শত্রু হয়, তথাপি শীঘ্র তাহার সমুচিত পূজা করা উচিত। লোকে বৃক্ষ-ছেদনার্থ গমন করিলেও বৃক্ষ কদাচ তাহাকে ছায়াসেবনে বঞ্চিত করে না। অতএব অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে, যত্নসহকারে তাহার সৎকার করা সকলেরই বিশেষতঃ পঞ্চযজ্ঞপ্রবৃত্ত গৃহস্থদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি গৃহী হইয়া মোহবশতঃ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে কি ইহলোক, কি পরলোক কোথাও সঙ্গতি লাভে সমর্থ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার যাহা অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত

করুন। আমি তাহা সাধ্যানুসারে সম্পাদন করিব। তখন নিষাদ কপোতের সেই সজ্জনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, পারাবত ! আমি শীতে যার পর নাই কাতর হইয়া পড়িয়াছি ; অতএব বাহাতে আমার শীত নিবারণ হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর ।

নিষাদ এই কথা কহিবামাত্র কপোত যত্নপূর্ব্বক ধরাতলে শুকপত্র সকল একত্র করিয়া প্রবলবেগে অগ্নি আহরণার্থ গমন করিল এবং অনতি-বিলম্বে অঙ্গারশালা হইতে অগ্নি গ্রহণপূর্ব্বক তথায় প্রত্যাগমন করিয়া সেই পত্ররাশি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল। বহু উত্তরুপ প্রজ্জ্বলিত হইলে, কপোত নিষাদকে কহিল, মহাশয় ! এক্ষণে আপনি নিরুদ্ধবেগে অনল-সম্প্রাপ্ত হারা শীত নিবারণ করুন। তখন ব্যাধ তাহার বাক্যানুসারে অনলে স্বীয় শরীর সমস্ত করিতে লাগিল এবং অবতিবিলম্বে শীতনিবৃত্ত হইয়া প্রীতমনে ব্যাকুললোচনে বদ্যোতে প্রতি 'দৃষ্টী' নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিল, বিহঙ্গম ! আমি ক্ষুধার সংগ্রহোন্নাতি বাক্ত হইয়াছি ; অতএব আমারে কিঞ্চিৎ আহার প্রদান কর ।

কপোত নিষাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহাশয় ! আমার এমন কোন মর্কিত দ্রব্য নাই যে, তদ্বারা আপনার ক্ষুধা নিবারণ করি। আমরা এই অরণ্যে বাস করিয়া দৈনন্দিন লক্ষ আহারগামগ্রী দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকি অরণ্যবাসী ঋষিগণের নগর আমাদের কিছুমাত্র স্পর্শ থাকে না। কপোত ব্যাধকে এই কথা বলিয়া স্বীয় জীবিকার প্রতি ধিক্কার প্রদান করত ইতিকর্ষব্যতা-বিমূঢ় হইয়া স্তানবন্ধনে চিত্তা করিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে স্বীয় মৎস্যদ্বারা অতিথিদেবা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্যাধকে কহিল, মহাশয় ! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন আমি আপনাকে পরিভূক্ত করিতেছি। সংস্রভাবদম্পন কপোত এই কথা বলিয়া শুকপত্র দ্বারা অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রীতমনে পুনরায় লুপ্তককে কহিল, মহাশয় ! আমি পূর্ব্বে দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকদিগের মুখে শুনিয়াছি যে অতিথিদেবা পরম ধর্ম্ম। অতএব এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুজ্ঞহ প্রকাশ করুন। আপনাকে সেবা করিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে। কপোত নিষাদকে এই কথা বলিয়া তিন দার সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অনায়াসে তদ্রথো প্রবিষ্ট হইল।

কপোত অগ্নিতে প্রবেশ করিবামাত্র লুপ্তকের অন্তঃকরণে দিব্যজ্ঞান সঞ্চারিত হইল। তখন সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, হায় ! আমি

কি করিলাম ! আমি নিতান্তই নিষ্ঠুর ; লোকে আমার ব্যবহার দর্শনে সতত আমায়ে নিন্দা করিয়া থাকে । এক্ষণে এই গহিত আচরণপ্রযুক্ত আমায়ে ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই । হে রাজন্ ! লুক্ক কপোতকে তদবস্থাপন্ন সন্দর্শন করিয়া এইরূপে আপনার গহিত কার্যের নিন্দা করিতে করিতে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল ।

—\*—

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১৪৭ ।

হে মহারাজ ! অনন্তর সেই সুবাহুর ব্যাধ হত্যাশনপ্রবিষ্ট কপোতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় কহিল, হায় ! আমি কি করিলাম ! আমি নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নিরোদ ; আমাকে নিশ্চয়ই চিরকাল পাপভোগ করিতে হইবে । আমি শুভকায়া পরিত্যাগ করিয়া বিহগগণের প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হইরাছি । অতএব আমার ভুলা পাপাত্মা অমর কেহই নাই । যাগ হউক, অন্য মহাত্মা কপোত স্বীয় দেহ দর্শন করিয়া আমায়ে জ্ঞান প্রদান করিল । অতঃপর আমি পুত্রকলত্রাদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইব । অদ্যাবধি আমি দেহকে সর্বভোগে বঞ্চিত করিয়া ঐশ্বর্যকালীন সরোবরের ন্যায় শুষ্ক করিব এবং বিবিধ কুংপিপাসার ক্রেশ সহ্য করিয়া উপবাস দ্বারা পারলৌকিক ভ্রতের অনুষ্ঠান করিব । মহামতি কপোত দেহ প্রদান করিয়া অতিথিসেবার পারাক্রাণ্ড প্রদর্শন করিয়াছে । অতএব আমি ইহার দৃষ্টান্তানুসারে ধর্মের অনুষ্ঠান করিব । ধর্মই মোক্ষসাধনের উৎকৃষ্ট উপায় ।

নিষ্ঠুরকর্ম্ম ব্যাধ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ষষ্টি, শলাক ও পিঙ্গর প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগ পুষ্কক কপোতীকে মুক্ত করিয়া মহাপ্রস্থানে কৃতনিশ্চয় হইয়া ওখা হইতে গমন করিল ।

—\*—

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় । ১৪৮ ।

অনন্তর কপোতী আপনার স্বামীকে স্মরণ করিয়া শোকাবল্লিত চিত্তে রোদন করিতে করিতে কহিল, হা নাথ ! আমি কখন তোমার অমঙ্গল স্মরণ

করি নাই । নারীগণ বহু পুত্রসন্তেও পতিশূন্য হইয়া সর্বদা শোকসাগরে  
মগ্ন হইয়া থাকে । বন্ধুবান্ধবগণও তাহারে দেখিয়া যার পর নাই শোক  
প্রকাশ করেন । তুমি আমায়ে প্রতিনিয়ত পরম সমাদরে প্রতিপালন  
করিতে । কেমন মনোহর মুহুমধুর বাঁকো সন্তাষণ করিতে । পূর্বে  
তোমার সহিত গিরিগুহা, নদী, নির্ঝর রমণীয় বৃক্ষাশ্রম ও নভোমণ্ডল  
প্রভৃতি কত স্থানে সুখে বিহার করিয়াছি । আজি আমার সেই সুখসম্পত্তি  
কোথায় ! পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা ইহারা পরিমিত স্তব্ধপ্রদান করিয়া  
থাকেন ; ভর্তা ব্যতীত নারীগণের অপরিমিত সুখদাতা আর কেহই নাই ।  
স্বামীই ক্রীড়াতির একমাত্র অবলম্বন । স্বামীর জন্য সমুদ্র সম্পত্তি পরি-  
ভাগ করাও কর্তব্য । এক্ষণে তোমার বিরহে কণকালও আমার প্রাণ  
ধারণ করা উচিত নহে । পতিপরায়ণা রমণী পতিবিহীন হইয়া কখনই  
প্রাণধারণে সমর্থ হয় না ।

পতিব্রতা কপোতী করুণস্বরে এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া  
পরিশেষে সেই প্রজলিত অনলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল সে, তাহার  
স্বামী বিচিত্র মালা, পরিধের বস্ত্র ও বেয়ুর প্রভৃতি অলঙ্কারে বিভূষিত  
হইয়া পুস্পক রথে অধিরূঢ় হইয়াছে । পুণ্যকর্মপরায়ণ মহাত্মারা তাহার  
চতুর্দিকে অবস্থান পূর্বক স্তুতিবাদ করিতেছেন । অনন্তর ঐ কপোত স্বীর  
ভাষ্যার সহিত সেই বিমানে আরোহণ পূর্বক স্বর্গে গমন করিয়া তত্তত্বা  
দেবগণের নিকট স্বীয় কর্ম্যানুরূপ সম্মানভাজন হইয়া পরম সুখে বিহার  
করিতে লাগিল ।

### একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় । ১৪৯ ।

হে মহারাজ ! যখন সেই কপোতসম্পত্তী বিমানে আরোহণ পূর্বক  
স্বর্গে গমন করিতেছিল, সেই সময় সেই ব্যাধ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে  
দৈবাৎ উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক তাহাদিগকে অবলোকন করিয়াছিল ।  
কপোতসম্পত্তীর সেই উৎকৃষ্ট অবস্থা দর্শনে ব্যাধের মনে নিতান্ত দুঃখ  
উপস্থিত হইল । তখন সে তপঃপ্রভাবে উহাদের ন্যায় সদগতি লাভে  
কৃতনিশ্চয় হইয়া বাতাহারপরায়ণ মমতাশূন্য ও নিস্পৃহ হইয়া তথা হইতে  
প্রস্থান করিল । কিরদূর গমন করিতে করিতে এক কমলসমাকীর্ণ দ্বিবিধ  
শকিসম্বল সুশীতল সলিলসমমিশ্র সুবিন্ধ্যীর্ণ সরোবর তাহার নয়নপথে

নিপতিত হইল। শিলাসার্ত্ত ব্যক্তির ঐ সময়েই সন্মুখীন করিবারাত্র  
পরম প্রীতিলাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই উপবাসনিরত  
শীর্ণকলেবর ব্যাধ উহার প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া ষাঁপদসঙ্কুল অরণ্য  
অতি সুবিস্তীর্ণ মনে করিয়া হুটুচিলে তথায় প্রবেশ করিতে লাগিল।  
অরণ্যে প্রবেশ করিবার সময় তাহার সর্ব শরীর কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত  
ও শানিতে লিপ্ত হইল। তথাপি সে সেই বিবিধ হিংস্র জন্তু সমা-  
কীর্ণ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভ্রমণ করিতে নিরন্ত হইল না। কিয়ৎক্ষণ  
পরে বায়ুবেগবশতঃ বৃক্ষে বৃক্ষে সজ্বর্ষণ হওয়াতে অতি ভীষণ দাবানল  
সমুৎপন্ন হইল। ঐ হতাশন প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় অতি ভীষণ  
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রোষভরে যেন সেই বৃক্ষলতা ও পত্র সমায়ুক্ত পণ্ড  
লক্ষিসমাকীর্ণ মহারণ্যের চতুর্দিক দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়  
নিবাদ অটবীমধ্যে দাবাগ্নি সমুৎপন্ন দেখিয়া স্বীয় দেহত্যাগবাসনার পরম  
আনন্দ সহকারে সেই ভীষণ অগ্নিমধ্যে ধাবমান হইল। সূক্ষ্ম হতা-  
শনমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। শরীর  
দগ্ধ হওয়াতে ব্যাধের আর পাঁপের লেশমাত্র রহিয়া না; সুতরাং  
সে অনারাসে স্বর্গে গমন পূর্বক আপনাকে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণের  
মধ্যে ইন্দের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইল।

হে বৎস! এইরূপে কপোত, কপোতী ও ব্যাধ তিন জনেই স্ব স্ব  
পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করিল। যে পতিপরায়ণা\* রমণী এইরূপে ভর্ত্তার  
অনুগামিনী হয়, তিনি কপোতীর ন্যায় অনারাসে স্বর্গস্থ অমৃতব করিতে  
সমর্থ হন। এই আমি তোমার নিকট ব্যাধ ও কপোতের ইতিহাস  
কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি দিন দিন এই পুরাতন কীর্ত্তন বা শ্রবণ করি-  
বেন, তাহার কিছুমাত্র অমঙ্গল ঘটিবে না। হে ধর্ম্মরাজ! শরণাগত  
ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করা\* পরম ধর্ম্ম। গোহত্যাকারীর বরং নিকৃতি  
লাভের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু শরণাগতবিঘাতীর নিকৃতি লাভের  
কোনরূপেই সম্ভাবনা নাই। যাহারা এই পাপনশক ইতিহাস শ্রবণ করে,  
তাহারা নিশ্চয়ই সমুদায় দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গস্থ অমু-  
ভব করে।

## পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় । ১৫০

শ্বশুরাজ কহিলেন, পিতামহ ! মোহনিবন্ধন পাশাচরণ করিলে, তাহা হইতে কিরূপে বিমুক্ত হওয়া যায় ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! এই বিষয়ে ইন্দ্রোতপরীক্ষিত সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তিত আছে, শ্রবণ কর । পূর্বে পরীক্ষিতনন্দন মহাবল-শালী মহারাজ জনমেজয় মোহনিবন্ধন ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন । তাঁহার প্রজাগণ এবং পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত দেখিয়া পরিতাপ করিলেন । তখন রাজা জনমেজয় সেই ব্রহ্মহত্যা পাতকে অবিরত দক্ষপ্রায় হইয়া রাজকায়া সকল পরিতাপ পূর্বক অরণ্যে প্রস্থান করিয়া ঘোরতর তপস্যার অভিনিবিষ্ট হইলেন এবং দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করত অসংখ্য ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্তেব বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । এক দিন তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে শুনকতনয় মহাতপা ইন্দ্রোতের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্বক ত্বদীয় পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন । মহামুনি ইন্দ্রোত পরীক্ষিতনয়কে অবলোকন পূর্বক তিরস্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি ব্রহ্মহাতক ; তোমার পর পাশা আঁ আর কেহই নাই । তুমি কি জনা এখানে উপস্থিত হইয়াছ । আমাদের নিকট তোমার প্রয়োজন কি ? তুমি আমারে কদাচ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না ; অচিরে এখান হইতে গমন কর । ইহা তোমার আগমনের উপযুক্ত স্থান নহে । ইহা নাধু লোকেরই প্রীতিপ্রদ তোমার শরীর হইতে শোণিতের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইতেছে । তুমি শবের ন্যায় অতি বিকৃতদর্শন হইয়াছ । এক্ষণে তুমি অমাতুলিক হইয়াও মাকলিকের ন্যায় এবং মৃত হইয়াও জীবিতের ন্যায় পর্য্যটন করিতেছ । তুমি ব্রহ্মহত্যাকারী । তোমার চরিত্র অতি অপবিত্র । তুমি সর্বদা পাপ করনা করিয়াই পরম সুখে নিদ্রিত ও জাগরিত হইয়া থাক । তোমার প্রাণ ধারণ করা নিতান্ত নিষ্ফল । তুমি অতি নীচ ও পাপ কার্যের অনুষ্ঠানার্থই জন্ম গ্রহণ করিয়াছ । লিভা বিবিধ মঙ্গললাভের প্রত্যাশা করিয়াই তপ, দেবার্চনা, যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বন্ধনা ও তিতিকা প্রভৃতি সংকার্যের অনুষ্ঠান পুঙ্কক অনুষ্ঠানলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন । কিন্তু তোমার নিমিত্তই তোমার পিতৃগণ মরকে গমন করিবেন । তাহারা তোমা হইতে যে সমুদায় মঙ্গললাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে । লোকে

বাঁহাদিগের অর্চনা করিয়া স্বর্গ, আশু, যশ ও সমৃদ্ধি লাভ করে, তুমি সেই ব্রাহ্মণগণের প্রতিই সর্বদা বিবেচ্য প্রদর্শন করিয়া থাক। অতঃপর তুমি দেহ পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় পাপপ্রভাবে নিশ্চয়ই বহুকাল অধঃশিরা হইয়া ঘোরতর মরকে পতিত থাকিবে। তথায় গৃহ ও অরো-  
মুখ ময়ূরগণ তোমারে নিতান্ত নিপীড়িত করিবে। তৎপরে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তোমারে পুনরায় পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তুমি এক্ষণে ইহলোক ও পবনোক্তের প্রতি অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু সমাগমে সমদূতেরা অবশ্যই ঐ বিষয়ে তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিবে।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় । ১৫১ ।

মহারাজ জনমেজয় ২৪শি ইন্দো-বর্জক এইরূপ অভিহিত হইয়া ইহাকে যথোপন পূর্বক উত্থাপন, মুনিবর! আমি অতি নিদার্ন; প্রকরণে জন্মাব দায়ের বাঁহাদি নিন্দা করা আপনার অমুচিত নহে। এক্ষণে আমি আপনাকে বিনোদন্যাকো কহিতেছি, আপনি আমার প্রাতঃ প্রসন্ন হউন। আমি অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াই যেন দগ্ধ হইতেছি এবং আপনার কৃপা স্বরণ করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। যন হইতে আমার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি ভয় সঞ্চার হইতেছে। অতএব এক্ষণে জনর হইতে এই হুর্ভাবনাক্রম বিষম শল্য উদ্ধারনা করিয়া ক প্রকারে স্তম্বিত থাকিব। অতঃপর আপনি আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। আমি পুনরায় ব্রাহ্মণ-  
গণের প্রতি দৃঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিব। আমার কুল একবারে উন্মূলিত হইয়া যাউক। যাহারা এক্ষণে আপোদে দুষ্ট হইয়া স্বজাতীয় গণের সহিত সহবাস ও সম্মানলাভে সমর্থ হয় না, তাহাদের প্রাপ্যতাগ করাই প্রের্ষস্তর। এক্ষণে আমি যৎপরোনাস্তি নিক্বেদ পাইয়া আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, নিষ্পরিগ্রহ যোগিগণ যেমন শির্দ্বন ব্যাক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনারা আমাকে রক্ষা করুন। যাগযজ্ঞবিহীন পাপাত্মরা কখনই ইহনোকে মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না এবং পরলোকে পুলিন্দ শবর প্রভৃতি শ্লেচ্ছজাতির ন্যায় সর্বদা নরকে বাস করিয়া থাকে। হে শৌনক। আপনি পবন স্থপতি; অতএব আমাকে শিশুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া পুত্রের  
প্রতি পিতার ন্যায় আমার প্রতি প্রীতি ও প্রসন্ন হউন।



ইন্দ্রোত কহিলেন, মহারাজ ! অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে মোহপ্রভাবে অনাৰ্য্য-  
কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি ! এই জন্য পণ্ডিতেরা  
মোহাবিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি কদাচ ক্রোধ প্রকাশ করেন না । লোকে  
প্রজ্ঞাক্রপ আনন্দে আরোহণ করিলেই স্বয়ং অশোচ্য হইয়া শোচ্য ব্যক্তি-  
গণের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন । শৈলশিখরাকৃৎ ব্যক্তিগণ  
যেমন নিম্নস্থ ব্যক্তিদিগকে অনায়াসে দর্শন করিতে পারে, তদ্রূপ প্রজ্ঞাপ্রা-  
সাদসমাক্রান্ত মহাত্মারা অনায়াসে অন্যের মনোগত ভাব অবধারণ করিতে  
সমর্থ হন । যে ব্যক্তি সাধু লোকের প্রতি বিরক্ত, সাধুদিগের দৃষ্টিপথ  
বহির্ভূত এবং সাধু জনকর্তৃক সতত তিরসৃত হয়, তাহার কখনই  
প্রজ্ঞালাভ হয় না এবং তাদৃশ ব্যক্তির প্রজ্ঞালাভ না হইয়াতে কেহই  
বিস্ময়ান্বিত হয় না । হে মহারাজ ! তুমি ব্রাহ্মণের সামর্থ্য, বেদশাস্ত্র  
প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছ ; এক্ষণে বিধানানুগারে পাপশাস্তি করি-  
বার চেষ্টা কর । পাপশাস্তিবিষয়ে ব্রাহ্মণেরাই তোমার আশ্রয় হইবেন ।  
ব্রাহ্মণগণের প্রতি ক্রোধপ্রকাশে পরায়ুখ হইলে এবং ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি  
রাখিয়া পাপ কার্য্যে অনুতাপ করিলেই পরলোকে মঙ্গল লাভ হইয়া  
থাকে ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! আমি পাপের নিমিত্ত অনুতাপ ও  
যাহাতে, ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন না হয়, সতত তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া থাকি । এক্ষণে  
আমি মঙ্গললাভার্থ 'আপনার নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিতেছি ;  
আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।

ইন্দ্রোত কহিলেন, মহারাজ ! তুমি অহঙ্কার ও অভিমান পরিত্যাগ  
পূর্ব্বক আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর এবং ধর্ম্মানুসারে যাহাতে সক-  
লের হিতসাধন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হও । আমি ভয়, কাপণ্য বা  
লোভ পরবশ না হইয়া কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই তিরস্কার করিতেছি ।  
এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে আমার যথার্থ উপদেশ বা কা শ্রবণ  
কর । তোমাতে উপদেশ প্রদান করিলে, লোকে আমাকে পাপিষ্ঠসংগ-  
হীতা এবং কেহ কেহ বা 'অধার্ম্মিক বলিয়া দূষিত করিবে ; আমার  
বন্ধুবান্ধবগণও আমার প্রতি নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া আমায়ে পরিত্যাগ  
করিবেন । কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তির আমি ব্রাহ্মণগণের হিতসাধনার্থেই এই  
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, ইহা সুস্পষ্ট জানিতে পারিবেন । অতএব  
আমি অজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনাদরে কিছুমাত্র বিষন্ন না হইয়া তোমাকে  
উপদেশ প্রদান করিব । ব্রাহ্মণগণের রক্ষা বিধানই আমার প্রধান উদ্দেশ্য ।

অতএব এক্ষণে যাহাতে তাঁহারা আমার সাহায্যে শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্ববান হও এবং আর কখন তাঁহাদের অনিষ্টাচরণ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্ ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, আর আমি কখনই কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ করিব না ।

—\*—

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় । ১৫২ ।

ইলোক্ত কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে তোমার মন নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে ; এই জন্য তোমারে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি এক্ষণে দ্বয়ং ধর্ম্যানুসরণে ব্যগ্র হইয়াছ । ভূপতি যে প্রথমতঃ নিতান্ত উগ্রস্বভাব ও হৃষ্টরিত্র হইয়া পরিশেষে লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় । লোকে কহিয়া থাকে যে, যে রাজা হৃষ্টরিত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করেন, তিনি লোক সকলকে নিতান্ত সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন । কিন্তু তুমি যে এক্ষণে লোকের অনিষ্টাচরণে বিমুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মের অনুসরণে ও রাজভোগ দ্বব্য সমুদায় পরিহার পূর্ব্বক তপস্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, মন্দেহ নাই । যাহা হউক, বিশেষরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যাহুষ্ঠান করিলে, তাহাতে বহুতর গুণ দর্শে । যজ্ঞাহুষ্ঠান, দান, দয়া প্রদর্শন, বেদাধ্যয়ন, মতা বাক্য প্রয়োগ, তপসসাধন ও পুণ্যস্থান পর্য্যটন লোকের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে । তন্মধ্যে তপস্যায় নরপতিদিগের পক্ষে পরম পবিত্র । তুমি সম্পূর্ণরূপে তপোবল আশ্রয় করিলে, ধর্ম্মপাতে সমর্থ হইবে, মন্দেহ নাই । এই বিষয়ে মহারাজ যথাযথ যেকোন আর্গনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কীর্তন কবিতেছি, শ্রবণ কর । তিনি কহেন যে, যে ব্যক্তি প্রাণধারণের বাসনা করেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক যজ্ঞাহুষ্ঠান করিয়া তপসসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন । পুরুষের অতি পবিত্র স্থান । পুরুষের অপেক্ষা সরস্বতী । সরস্বতী অপেক্ষা উত্তর গ্রীর্থ এবং সরস্বতীর তীর্থ অপেক্ষা পৃথ্বীদক অতি পবিত্র । পৃথ্বীদকের উদকে অবগাহন ও উহা পান করিলে, অকালে মৃত্যুমুখপ্রণা ভোগ করিতে হয় না । মহাসরোবর, পুষ্করতীর্থ সমুদায়, প্রভাগ, উত্তর মানস, মানস সরোবর ও কালোদক তীর্থে গমন

করিলে, সুদীর্ঘ জীবন লাভ হইয়া থাকে । অতএব স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্যক্তি এই সমুদায় তীর্থে অবগাহন করিবেন । মনু কহিয়াছেন, পবিত্র ধর্ম সমুদায়ের মধ্যে দানই উৎকৃষ্ট এবং দান অণেকা সন্ন্যাস সমধিক শ্রেষ্ঠ । এই স্থলে রাজকুমার সত্যবানু যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রবণ কর । লোকে বালকের ন্যায় রাগদ্বেষাদিশূন্য ও পাপপুণ্যবর্জিত হইবে । পৃথি বীতে সুখ দুঃখ ভোগ কেবল কল্পনামাত্র । যাহারা সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন পূর্বক পাপপুণ্যশূন্য হইয়া ব্রহ্মরূপ হইতে পারেন, তাঁহাদের জীবিত থাকাই শ্রেয়স্বর ।

এক্ষণে রাজার বাহা কর্তব্য, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি দৈর্ঘ্য ও দান দ্বারা স্বর্গ অধিকার করিতে যত্ববান হও । যে ব্যক্তি দৈর্ঘ্য ও ইঞ্জিয়সংযম আছে, তিনিই যথার্থ ধার্মিক । তুমি ব্রাহ্মণগণের সুখবৃদ্ধির নিমিত্ত পৃথিবী পালন এবং ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বারম্বার দিক্ত ও পরিত্যক্ত হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি দীর্ঘ পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহাদিগের সন্তোষ উৎপাদন কর । আর আপনার এই ভববন্ধ্যার বিষয় মনোমধ্যে বদ্ধমূল করিয়া কদাচ ব্রহ্মহিংসা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর । যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহারই অনুষ্ঠানে যত্ববান হও । কোন রাজা তুষারের ন্যায় শীতল, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ও যমের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী এবং দেহবা লাক্ষলের ন্যায় ছটগণের মূলোদ্ধূসনে তৎপর হইয়া থাকেন এবং কেহ বা বজ্রের ন্যায় সহস্র দুর্দান্তদিগকে আক্রমণ করেন । যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিতে বাসনা করে, সামান্য বা বিশেষরূপে খেলের সচ্ছিত সংসর্গ করা তাহার কদাচ কর্তব্য নহে । যে পাপ একবার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা অনুতাপ দ্বারা, বাহা দুইবার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রতিজ্ঞা দ্বারা এবং যাহাতে তিনবার প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা ধর্ম চরণ দ্বারা বিমুক্ত হইবার সম্ভাবনা । আর যে পাপ বারম্বার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা তীর্থপর্যটন দ্বারা নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হইয়া থাকে । যিনি শ্রেয়োলাভের অভিলাষ করেন, মঙ্গলজনক কার্যের অনুষ্ঠান করাই তাহার অবশ্য কর্তব্য । যে ব্যক্তি নিরন্তর সূর্য্যক সেবন করে, তাহার দেহ হইতে সূর্য্যক নির্গত হইয়া থাকে । আর যে ব্যক্তি নিরন্তর দুর্গক সেবন করিয়া থাকে, তাঁর গাত্র হইতে দুর্গকই নির্গত হয় । তপোঅনুষ্ঠান করিলে, অবিলম্বে সর্কপাপ তিরোহিত হইয়া যায় । লোকে সম্মতগর অগ্নির উপাসনা করিলে, অশেষ পাপ হইতে নিরুত্তীর্ণ হইতে পারে । তিন বৎসর ছত্ৰাশনের উপাসনা করিলে অথবা শতযোজন দূর হইতে মহাসরোবর, গুহরতীর্থ, প্রভাসতীর্থ

ও উত্তর মানসে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । যে ব্যক্তি যে পরিমাণে যে জীবের হিংসা করে, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে তজ্জাতীয় জীবের বক্ষন মুক্ত করিতে পারিলেই তাহার পাপক্ষয় হয় । মনু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে সলিলে নিমগ্ন হয়, সেই ব্যক্তি অথমে যজ্ঞাবসানে স্নাত ব্যক্তির ন্যায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া লোকসমাজে সংকার লাভ করে এবং প্রাণিগণ ঙ্গ ও মুকের ন্যায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকে ।

পূর্বে সমুদায় দেবাসুর একত্র হইয়া দেবগুণ বৃহস্পতির নিকট গমন পূর্বক বিনীতভাবে কহিয়াছিলেন, মহর্ষে ! আপনি ধর্ম ও পাপের ফল সমুদায় বিলক্ষণ বিদিত আছেন । এক্ষণে যে যোগশীল ব্যক্তির স্থখ দুঃখ সমান, তিনি পাপ ও পুণ্য উভয় হইতেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন কি না আর ধার্মিক ব্যক্তি কিরূপে ধম্মানুষ্ঠান দ্বারা আপনার পাপক্ষয় করিতে পারেন, তাহা বলুন ।

সূর্য্যচার্য্য কহিলেন, যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ পাপানুষ্ঠান করিয়া জ্ঞান-পূর্বক পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ক্ষারযুক্ত মলিন বস্ত্রের মালিন্যের ন্যায় তাহার সেই পাপ অবিলম্বে বিনষ্ট হইয়া যায় । যে ব্যক্তি পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্বক অহিমান না করে এবং অহুয়া পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, সে নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয় । যে ব্যক্তি সাধু-গণের ছিদ্ৰ গোপন করিয়া রাখেন, তিনি পাপ কাৰ্য্য করিয়াও, শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন । দিনমণি যে কণ প্রাতঃকালে সমুদিত হইয়া তমোরাশি ধ্বংস করেন, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি পুণ্যকার্য্য দ্বারা অবিলম্বে আপনার পাপ নিরাকৃত করিতে সমর্থ হন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! মহাতপা ঈশ্রোত রাজা জনমেজয়কে এই কথা বলিয়া তাহাকে বিদানুসারে অথমে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিলেন । যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে, মহামতি জনমেজয় নিষ্পাপ, মঙ্গলান্বিত ও প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইয়া নবোদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় স্বরাজ্য উপনীত হইলেন ।

—\*—

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় । ১৫৩ ।

ধৃষ্টরাজ কহিলেন, পিতামহ ! আপনি কি কখন দেখিয়াছেন বা শুনি-  
রাছেন যে, কোন ব্যক্তি প্রাণত্যাগ পূর্বক পুনরায় জীবিত হইয়াছে ?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! আমি এই বিষয়ে গৃধ্রজঙ্ঘকসম্বাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

পূর্বে নৈমিষারণ্যবাসী এক ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে এক বিশাললোচন স্নকুমার কুমার লাভ করিয়াছিলেন । ঐ শিশু গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইল । তখন ব্রাহ্মণের বহুব্রাহ্মণগণ শোকে যার পর নাই কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সেই কুলের সর্বস্বভূত মৃত বালককে গ্রহপূর্বক শ্মশানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় তাহারে ক্রোড়ে লইয়া অধিকতর রোদন করিতে লাগিলেন । শিশুর পূর্বোক্ত স্নম-ধুর বাক্য বারম্বার স্মরণ হওয়াতে তাঁহাদের শোক দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল । তখন তাঁহারা কিছুতেই সেই মৃত বালককে ধরাতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিতে পারিলেন না ।

সেই সময় এক গৃধ্র তাঁহাদের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তথায় উপনীত হইল এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, হে মনুষ্যগণ ! সকলকেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে ; অতএব তোমরা সত্ত্বরে এই শিশুকে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া গমন কর ; আর বিলম্ব-করা বিধেয় নহে । মনুষ্যেরা এই স্থানে সহস্র সহস্র স্ত্রী ও পুরুষের মৃত দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিয়াছে । বিশ্বসংসার সূত্র হুঃখে পরিবাপ্ত রহিয়াছে । ইহলোকে সকলকেই ক্রমে ক্রমে বারম্বার সংযোগ ও বিয়োগ লাভ করিতে হয় । যাহারা মৃতদেহ পরিত্যাগ না করে এবং যাহারা মৃত দেহের অনুগামী হয়, তাহাদিগের আত্মক্লম্ব হইয়া থাকে । অতএব তোমরা শীঘ্র গমন কর । এই গৃধ্রগোমায়ুদক্ষ কঙ্কালপূর্ণ সর্বপ্রাণিভরকর শ্মশানে আর জ্ঞানমাত্র অবস্থান করা তোমাদিগের কর্তব্য নহে । মর্ত্যলোকে সমুদায় প্রাণীকেই দেহত্যাগ করিতে হইবে । কৃতান্তের নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্বক মৃত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা কাহারও সাধ্যাত্মক নহে । ইহলোকে সকলকেই কর্মহুত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে । ঐ দেখ, সূর্য্যদেব অস্তাচলে প্রস্থান করিতেছেন ; অতএব তোমরা পুত্রস্নেহ বিসর্জনপূর্বক সত্ত্বরে স্বস্থানে গমন কর । গৃধ্র এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণগণ মৃত শিশুর দর্শন-লালসা ও জীবিতাশা বিসর্জন পূর্বক ক্রন্দন করিতে করিতে তাহারে ধরাতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহপ্রস্থানবাসনার পথে দণ্ডায়মান হইলেন ।

সেই সময় এক কৃষ্ণবর্ণ জঙ্ঘক বিল হইতে বহির্গত হইয়া ঐ গৃহপ্রস্থানে সমুদায় ব্যক্তিগণকে ভৎসনা করিয়া কহিল, হে মনুষ্যগণ ! তোমাদিগের কিছুমাত্র দয়া নাই । দেখ, দিবাকর এখনও অস্তাচলে গমন করেন নাই ;

কিন্তু তথাপি তোমরা নিতান্ত ভীত হইয়া এই শিশুর স্নেহ বিসর্জন পূর্বক  
প্রস্থান করিতেছ। মূর্ত্তের প্রভাব অতি আশ্চর্য ! মূর্ত্তপ্রভাবে এই শিশু  
পুনরায় জীবিত হইতে পারে। অতএব তোমরা কি করিয়া নিতান্ত নির্দয়-  
দিগের ন্যায় এই শিশুকে আশ্রানে পরিত্যাগ পূর্বক গমন করিতেছ ? পূর্বে  
তোমরা বাহার মিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত প্রীত হইতে, এক্ষণে সেই  
মধুরভাষী শিশু সন্তানের প্রতি কি তৌমাদিগের কিছুমাত্র স্নেহ হইতেছে  
না ? তোমরা পশু পক্ষিগণের পুত্রস্নেহ অনুধাবন করিয়া এই বালকের  
প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। পশুপক্ষী কীট প্রভৃতি প্রাণিগণের পুত্রস্নেহ কন্দ-  
সন্ধ্যাগী তাপসগণের স্নেহের ন্যায় নিতান্ত নিম্নল। তাহারা কি ইহলোক  
কি পরলোক কখনই সন্তান হইতে সুখলাভ করিতে পারে না। তাহাদের  
সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, স্বেচ্ছাপূর্বক আহার বিহার করে, কদাচ পিতা  
মাতাকে প্রতিপালন করে না ; তথাপি তাহারা সন্তানগণের লালন পালনে  
সর্বদা নিযুক্ত রহিয়াছে। হায় ! আমি এত দিনে বিলক্ষণরূপ বুঝিলাম যে,  
মনুষ্যগণের দেহে স্নেহের লেশমাত্র নাই ; স্তবরাং তাহাদের শৌক কি-  
রূপে সম্ভবপর হইতে পারে। তোমরা কি রূপে এই বংশধর পুত্রকে  
আশ্রানে বিসর্জনপূর্বক প্রস্থান করিতেছ ? এই স্থানে থাকিয়া অশ্রুবারি  
বিসর্জন ও এই শিশুকে স্নেহহলোচনে নিরীক্ষণ করাই তোমাদের  
কর্তব্য। স্নেহ ইষ্ট বস্তু পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। ক্ষীণ, অভিজ্ঞ ও  
অশানস্থিত ব্যক্তির নিকট বাক্যবগণ অবস্থান করিলে, তাহাকে আক্রমণ  
করা কাহারও সাধ্যাত্ত নহে। প্রাণ সকলেরই প্রিয় এবং সকলেই  
স্নেহের বশবর্ত্তী। সাধুগণ পশু পক্ষিগণের প্রতিও সর্বশেষ স্নেহ প্রকাশ  
করিয়া থাকেন। এক্ষণে তোমরা মালাবিভূষিত নববিবাহিত কুমারের ন্যায়  
এই পদ্মপলাশনেও শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে গমন করিতেছ ?  
শৃগাল এই প্রকার করুণবাক্য প্রয়োগ করিলে পর, সেই ব্রাহ্মণেরা অবি-  
লম্বে শব্দার্থ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময় গৃধ্র কহিল, হে মনুষ্যগণ ! তোমরা অত্যন্ত নির্দোষ, নচেৎ  
কি জন্য এই ক্ষুদ্রাশয় নৃশংস অন্নবৃদ্ধি শৃগালের কথা শ্রবণ করিয়া প্রত্যা-  
গমন করিলে ? আর কি জন্যই বা আপনাদের আশ্রম উপর নিরপেক্ষ  
হইয়া এই পঞ্চভূতপরিশূন্য বাঠের ন্যায় নিপতিত শিশুর জন্য শৌকে  
নিতান্ত কাতর হইতেছ ? অতঃপর বাঠের তপস্যা দ্বারা পাপ হইতে মুক্তি  
লাভ করিতে সমর্থ হইবে। সেই তপোমুষ্ঠানে যত্ববান হওয়াই তোমা-  
দিগের আবশ্যক। তপস্যার সিদ্ধি লাভ করিলে, কিছুই হুলস্থল হইবে না।

অতএব এক্ষণে আর শোকপ্রকাশ করিও না। হুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লোকের দেহের সহিত গঞ্জাত হইয়া থাকে। তোমাদের হুর্ভাগ্য-প্রভাবেই এই বালক তোমাদিগকে অনন্ত শোক প্রদান করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে এবং সম্ভান, সম্ভতি, গাভী, স্বর্ণ ও মণিমুক্তাদি নানা-বিধ সম্পত্তি সমস্তই তপস্যাবললভ্য। পূর্বজন্মে যেরূপ তপস্যা করা যায়, ইহজন্মে তদনুসারে স্বপ্নঃখ লাভ হইয়া থাকে। প্রাণিগণ প্রথমে স্বপ্নঃখ সংগ্রহ করিয়া পরে ভ্রম গ্রহণ করে। পুত্র পিতার অথবা পিতা পুত্রের কর্মানুসারে ফল ভোগ করেন না। সকলেই স্ব স্ব স্কৃত ও দ্রুত অনুসারে ফল ভোগ করিয়া থাকে। অতএব এক্ষণে তোমরা অদর্শ্য হইতে বিরত হইয়া যতপূর্বক দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক ধ্যানমুগ্ধান কর। শোক, দীনতা ও স্নেহ পরিত্যাগ পূর্বক ঐ শিশুকে শূন্য প্রদেশে নিষ্ক্ষেপ করিয়া শীঘ্র এখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। বর্ত্তাই শুভাশুভ কার্যের অনুরূপ ফল ভোগ করে; তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত তাহার কিছুমাত্র সংশ্রব থাকে না। বান্ধবরা এই অশানভূমিতে প্রিয়তম বন্ধুরে পরিত্যাগ করিয়া আর ক্ষণকালও এখানে অবস্থান করেন না; অবিলম্বেই মৃত ব্যক্তির সহ বিসর্জনপূর্বক বাসীকুল লোচনে দ্রষ্টাণে গমন করেন। কি বিদ্বান্, কি ধর্ম্ম, কি ধনবান্, কি নির্দন, সকলেই স্ব স্ব শুভাশুভ কার্যের ফল সমভিঘাতারে কালক্রমে নিপতিত হয়। এক্ষণে তোমরা আর কেন বুঝা শোক করিতেছ? কাল সকলেরই নিয়ন্তা এবং ধর্ম্মতঃ অপক্ষপাতী। মৃত্যু কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি গার্ভস্থ, সকলকেই আক্রমণ করে। এ জগতের এই প্রচারই গতি ।

গুপ্ত এইরূপ কহিলে, সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক জন গৃহগমনার্থ অগ্রসর হইলেন। তখন তদ্বাক্ত তাহারে গৃহগমনে সমুদাত দেখিয়া সেই সমুদার ব্রাহ্মণকে কহিল, হে মহামায়া ! এক্ষণে ঐ শিশু স্নেহ পরিত্যাগ পূর্বক গমন করিতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, গৃহবাসী তোমাদের স্নেহের ভ্রাস হইয়াছে। অদ্য ঐ শিশু বিনষ্ট হওয়াতে বৎসহীন গোয়-পের, ন্যায় তোমাদের নিতান্ত নষ্ট হইতেছে। আজি আমি বুঝিলাম যে, মর্ত্ত্যলোকে মানবগণ কতদূর গোকে অভিভূত হইয়া থাকে। স্নেহবশতঃ অদ্য আমারও অশ্রুপাত হইতেছে। সকল বিষয়েই অগ্রে যত্ন করা সর্ব-প্রকারে বিধের। যত্ন করিলে পর দৈববলসহযোগে কার্যকলাপ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। পুরুষকারপ্রভাবেই নৈববল লাভ করা যায়। সকলই পরিত্যাগ করা উচিত নহে। পরিত্যাগ করিলে, কিছুমাত্র অশ্রু লাভ হয় না। যত্নহারা

অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে । • অতএব তোমরা এই শিশু যাহাতে জীবিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ববান হও ; নিতান্ত নির্দয় হইয়া কেন এস্থান হইতে গমন করিতেছ ? পুত্র পিতার দেহ হইতে উৎপন্ন হয় ও বংশরক্ষা করে । উহা জনকের অঙ্গ অঙ্গস্বরূপ । তোমরা সেই পুত্রকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ ? কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর ; দিবাकर অক্ষয় হইলে, সন্ধ্যাগময়ে একবারে পুত্র লইয়া গৃহে প্রস্থান অথবা এই স্থানে অবস্থান করিবে ।

ঐ সময় গৃধ্র কহিল, হে মহুম্যাগণ ! আমি সহস্র বৎসর হইল জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ; কিন্তু কখন কোন স্ত্রী, পুরুষ বা ক্রীষকে একবার প্রাণ-ত্যাগ পূর্বক পুনরুজ্জীবিত হইতে দেখি নাই । কেহ কেহ গর্ভ হইতে মৃত্যুবত্তার নিঃসৃত হয় এবং কেহ কেহ জন্মমাত্রেই কেহ কেহ অঙ্গ চালন করিতে করিতেই মৃত ও কেহ কেহ বা বৌবনাবস্থাতেই বিনষ্ট হইয়া থাকে । পশু পক্ষিপ্ৰভৃতি সকল জন্মই ভাগ্য অনিত্য । কি স্থাবর, কি জন্ম সকলকেই পরমাত্মর অধীন হইতে হয় । অনেকেই প্রিয়তম স্ত্রী পুত্রগণকে স্থানভূমিতে পরিত্যাগ পূর্বক শোকসন্তপ্ত চিত্তে গৃহে গমন করিয়া থাকে । মর্শ্বলোককেই অনেক অনিষ্ট "ও ইষ্ট বস্তু পরিত্যাগ পূর্বক দুঃখিত চিত্তে পরলোকে গমন করিতে হয় ; অতএব তোমরা শীঘ্র এই মৃত কাষ্ঠপ্রায় শিশুকে পরিহার পূর্বক গৃহে প্রস্থান কর ; এখন উহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা নিতান্ত নিরর্থক । উহাকে জীবিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ পরিশ্রম করিলেও তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদর হইবে না । এক্ষণে উহার শ্রবণেন্দ্রিয় বা দর্শনেন্দ্রিয়ের কোন কার্য্যই হইতেছে না । তবে তোমরা কি নিমিত্ত উহাকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহগমনে পরাশ্রুত হইতেছ ? আমি মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বন পূর্বক যুক্তি অনুসারে অতি কঠোর বাক্যে তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছি এক্ষণে তোমরা তদনুসারে অচিরাতঃ স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান কর । এখন উহাকে দর্শন ও উহার অঙ্গচেষ্টাদি স্মরণ করিলে, তোমাদিগের শোকাবেগ বিগুণিত হইয়া উঠিবে । গৃধ্র এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণেরা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন ।

ঐ সময় সেই শৃগাল অবিলম্বে তথায় উপনীত হইয়া সেই শিশুকে নিরীক্ষণ পূর্বক তাহাদিগকে কহিল, মহুম্যাগণ ! তোমরা কেন গৃধ্রের বাক্যানুসারে এই সুবর্ণমণ্ডিত দিব্যালঙ্কারভূষিত শিশুকে পরিত্যাগ পূর্বক গমনোদ্যত হইয়াছ ? এই শিশুলোকের পিতৃদাতা বালককে পরিত্যাগ



করিলে, তোমাদের স্নেহ, বিলাপ বা রোদনের কিছুই উপশম হইবে না ;  
বরং পরিশেষে তোমাদিগকে মহা অশুভাপ করিতে হইবে। আমি শ্রবণ  
করিয়াছি যে, সত্যবিক্রম মহাত্মা দাশবত্থি তপোমুঠাননিরত শম্বুক নামক  
শূলকে বিনাশ করিলে, সেই ধর্ম্মপ্রভাবে এক সাক্ষরকুমার পুনরুজ্জীবিত  
হইয়াছিল। ধার্ম্মিকাগণ্য রাজর্ষি খেতও তাঁহার মৃত পুত্রকে পুনরুজ্জী-  
বিত করিয়াছিলেন। অতএব মৃত ব্যক্তি পুনরায় জীবিত হইতে পারে।  
তোমরা এখানে অবস্থানপূরক দীনভাবে বোদন করিলে, কোন সিদ্ধ  
পুরুষ বা ঋষি অথবা কোন দেবতা তোমাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন  
করিতে পারেন। শৃগাল এই কথা কহিলে, সেই শোকার্ভ মনুষ্যেরা গৃহ-  
গমনে বিরত হইয়া পুনর্বার পুত্রকে গ্রহণ পূর্বক অবিরত ক্রন্দন করিতে  
লাগিল।

ঐ সময় সেই গৃধ্র তাহাদের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করত তথায় উপনীত  
হইয়া পুনর্বার তাহাদিগকে কহিল, মনুষ্যাগণ ! তোমরা কি নিমিত্ত ব্যথা  
এই শিশু সন্তানকে নেত্রজলে অভিষিক্ত ও হস্ত দ্বারা সংঘটিত করিতেছ ?  
এই বালক কৃতাস্ত্রের শাসনানুসারে দীর্ঘ নিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে। কি  
ভগ্নস্বী, কি বুদ্ধিমান সর্কলই উহার ন্যায় মূঢ়ার বশীভূত হয়। মনুষ্যাগণ  
এই ঋশানভূমিতে সহস্র সহস্র বালক ও বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া অতি  
কটে অহোরাত্র ভূতলে নিপতিত হইয়া থাকে। অন্য এই শিশুকে জীবিত  
করিবার নিমিত্ত নির্লক্ষ্যাক্ষিয়সহকারে শোক প্রকাশের প্রয়োজন নাই।  
ঐ বালকের জীবনলাভের কিছুমান সম্ভাবনা নাই। লোকে একবার  
জীবন পরিত্যাগ করিলে কি কখন পুনরায় জীবিত হইয়া থাকে ? শত শত  
জন্মকও শত বৎসর পর্য্যন্ত আশ্রয়পথে যত্ন করিলেও এই শিশুকে জীবন দান  
করিতে পারিবে না। তবে যদি ভগবান্ রুদ্রদেব, কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা বা বিষ্ণু  
স্বয়ং আসিয়া বর প্রদান করেন, তাহা হইলে, এই শিশু পুনরায় জীবন  
লাভ করিতে পারে। তোমরা নিরন্তর অশ্রুপাত, দীর্ঘ নিদ্রায় পরিত্যাগ  
ও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলে, ঐ শিশু কখনই পুনরায় জীবিত হইবে না।  
আমি, শৃগাল এবং তোমরা, আমরা সকলেই স্ব স্ব পাণপুণ্যের ভার বহন  
করত কৃতাস্ত্রের পথে অবস্থান করিতেছি, বিজ্ঞ ব্যক্তির এই স্থির করিয়াই  
অন্যের অপরিচারণ, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, পরদ্রোহ ও পরদ্রোহগমনবাসনা  
একবারে পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে তোমরা যত্নসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান,  
সত্য বাক্য প্রয়োগ, শাস্ত্রালোচনা, ন্যায় পথ অবলম্বন এবং আশ্রয়ণের  
প্রতি সর্ব্বল ব্যবহার ও দয়াপ্রকাশের চেষ্টা কর। যাহারা জীবিত

খাকিয়া পিতা মাতা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণের তত্ত্বাবধারণ না করে, তাহার নিশ্চয়ই অদর্শে লিপ্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে এই শিশুর কিছুমাত্র ইঙ্গিত দৃষ্ট হইতেছে না; সুতরাং ইহার জীবিতস্বাভ্যাসের নিমিত্ত রোদন করা নিতান্ত নিরর্থক। গৃহে এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণেরা সেই বালককে পরিত্যাগ পূর্বক স্নেহবশতঃ যৎপরোনাস্তি শোকার্ত হইয়া সেইস্থান হইতে স্বগৃহে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত গম্যদাত হইলেন।

ঐ সময় শূন্যল কহিল, মর্ত্যলোক অতি ভয়াবহ স্থান; ইহাতে কাহারও পরিভ্রাণ নাই। এখানে লোকের জীবিতকাল অতি অল্প এবং সর্বদাই প্রি়তম বন্ধুবিরোগ হইয়া থাকে। এই জনতে প্রায় সকল কার্যই অলীক ও অপ্রিয়। বিশেষতঃ অদ্য এই শোকপ্রবর্তক ভাব দর্শনে আর ক্ষণমাত্র ইহলোকে অবস্থান করিতে অধিকড়ি হইতেছে না। বন্ধুবিরোগ কি কষ্টকর! হে মহুবাগণ! তৌনাদের দেহে কি স্নেহের লেশমাত্র নাই? তোমরা কি নিমিত্ত পাপিষ্ঠ গৃহের বাক্যানুসারে স্নেহ বিসর্জন পূর্বক শোকার্ত হইয়া গৃহে প্রস্থান করিতেছ? স্ত্রণের অবসানে হুঃখ এবং হুঃখের অবসানে সুখ অনুভব হইয়া থাকে। ইহলোকে কাহাকেও চিরকাল হুঃখ বা সুখ ভোগ করিতে হয় না। এক্ষণে তোমরা এই রূপসম্পন্ন কুলশোভাকর পুত্রকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া মৃতের ন্যায় কোথায় গমন করিতেছ? এইরূপ গুণবান্ বালকের লাঘব্য দর্শনে ইহারে জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছে। এই বালক নিশ্চয়ই তৌন লাভ করিবে এবং তোমরা সুখী হইবে। অদ্য তোমাদিগের মঙ্গললাভের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা কোনমতেই এই শিশুকে পরিত্যাগ করিও না। শশানবাগী নিশাচর ভয়ঙ্কর স্বকার্যসাধনার্থ একরূপ অতি মনোহর মিথ্যা প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলে, ব্রাহ্মণেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তথায় সেই শিশুসমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গৃহ কহিল, হে মহুবাগণ! এই শবসমাকীর্ণ পেচকনাদিনিাদিত নীলনীরদসন্নিভ শশানভূমি অতি ভয়ঙ্কর স্থান। ইহাতে যক্ষ ও রাক্ষসগণ সর্বদা বাস করিয়া থাকে। অতএব দিবাকর অন্তগত ও দিহ্মণ্ডল ধাস্তাবৃত হইবার পূর্বেই এই বালককে পরিত্যাগ পূর্বক ইহার প্রেতকার্যের অনুষ্ঠান কর। ঐ দেব, সূর্য্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন; শ্যোনগণ অতি কঠোর শব্দ করিতেছে; শূন্যলগণের ভীষণ চীৎকারে শশানভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; সিংহেরা গর্জন করত ইচ্ছাকৃতঃ প্রবৃত্ত হইয়াছে; নীলবর্ণ চিতাবস বৃক্ষ সকল রঞ্জিত করিয়াছে এবং

মাংসাশী জীবগণ অনাহারনিবন্ধন ভয়ঙ্কর ধ্বনি করিতেছে । ক্ষণকাল পরেই বিকৃতাকার মাংসলোমূপ হিংস্র জন্তুগণ এই স্থানে আগমন পূর্বক তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে । এই অরণ্য অতি ভয়ঙ্কর স্থান । অন্য এখানে অবস্থান করিলে, নিঃসন্দেহ তোমাদের মহাভয় উপস্থিত হইবে । অতএব শৃগালবাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক শীঘ্র এই বালককে পরিত্যাগ করিয়া গমন করাই তোমাদিগের শ্রেয়স্কর । যদি তোমারা জ্ঞানশূন্য হইয়া শৃগালের মিথ্যা বাক্যে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে সকলকেই বিনষ্ট হইতে হইবে ।

ঐ সময় শৃগাল কহিল, হে মনুষ্যাগণ ! সূর্য্যদেব যতক্ষণ অন্তর্গত না হন, তোমরা ততক্ষণ স্নেহপ্রযুক্ত রোদন করত নিঃশঙ্কচিত্তে এই স্থানে অবস্থান পূর্বক বালককে অবলোকন কর । গোহনিবন্ধন গৃধ্ৰের অপ্রিয় বাক্যে বিশ্বাস করিলে, আর উহারে দেবিত্তে পাইবেনা ।

হে ধর্ম্মরাজ ! ক্ষুধার্জিত গৃধ্র ও জম্ব্বুক এইরূপে স্বকারণ্য সাধনার্থ তুলা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বুদ্ধি দ্বারা সেই বালকের আত্মীয়গণকে প্রতারিত করিতে লাগিল । ব্রাহ্মণেরা উহাদের উভয়ের অভিমুখি বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের সেই যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণে বিমূঢ়প্রায় ও ইতিকর্তব্য-তাবিমূঢ় হইলেন এবং পরিশেষে এই স্থানেই অবস্থান করাই কর্তব্য বিবেচনা করিয়া দুঃখিতচিত্তে রোদন করিতে করিতে তথায় উপবেশন করিলেন । তখন ভগবান্ শঙ্কর সেই ব্রাহ্মণগণের দুঃখ দর্শনে নিতান্ত করুণার্জচিত্ত ও পার্শ্বতিকর্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ ! আমি মহাদেব, তোমাদিগকে বরপ্রদান করিতে আগমন করিয়াছি ; অতএব তোমরা অবিলম্বে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর । তখন সেই ব্রাহ্মণগণ মহাদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! এই বালকের বিনাশনিবন্ধন আমাদের সকলকেই মৃতপ্রায় হইতে হইয়াছে ; অতএব এক্ষণে ইহারে জীবন প্রদান পূর্বক আমাদের জীবিত করহন । ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে, জীবহিতৈষী ভগবান্ ভবানীপতি জগজ্জলিগ্ৰহণ পূর্বক শতায়ু হও বলিয়া বালককে পুনর্জীবিত করিলেন । সেই সময় গৃধ্র ও শৃগাল তাঁহার প্রসাদে তৃপ্তিকর আহার প্রাপ্ত হইল । এইরূপে সেই ব্রাহ্মণগণ ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রসাদে মৃত বালকের পুনর্জীবন লাভ করিয়া স্টটিতে ভূতনাথকে অভিবাদন পূর্বক স্তুতসঙ্কল্পে অবস্থান করিতে লাগিলেন । অনৌদাস্য, অদ্যবসায় ভগবান্ শঙ্করের

অনুগ্রহে অচিরে শুভফল লাভ হইয়া থাকে । দৈববল ও অধ্যবসায়ের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য ! ব্রাহ্মগণ অতি দীনভাবে রোদন করিতেছিলেন ; কিন্তু দৈব ও অধ্যবসায় প্রভাবে অবিলম্বে তাঁহাদের সমস্ত দুঃখ অন্তর্হিত হইল । অনন্তর সেই ব্রাহ্মগণ শিশুনাশজনিত শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম আনন্দে এই বালককে লইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । ব্রাহ্ম-  
ণেরা যেরূপ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সকলেরই সেইরূপ বুদ্ধি অবলম্বন করা বিধেয় । যে ব্যক্তি এই ধর্ম্মার্থমোক্ষপ্রাপ্তির উপদেশাত্মক ইতিহাস প্রতিনিয়ত শ্রবণ করে, তাহার নিশ্চয়ই উভয়লোকে সুখলাভ হয় ।

—•••—

### চতুপকাশদধিশততম অধ্যায় । ১৫৪ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! অসার হর্ষল ব্যক্তি চিরসম্মিহিত উপ-  
কারাপকারসমর্থ উদ্যোগশীল বলবীৰ্য্যসম্পন্ন শত্রুকে বাণ্য দ্বারা অবমানিত  
করিলে, সে যদি রোষভরে তাহারে উন্মুলন করিবার জন্য আগমন করে,  
তাহা হইলে ঐ হর্ষল ব্যক্তি কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিবে ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ঐ উপলক্ষে শাশ্বলীপবন সংবাদ নামক এক  
ইতিহাস কীর্তিত আছে, শ্রবণ কর । হিমালয় পর্ব্বতে এক বিশালস্ক-  
গম্পন্ন বহুশাখাসমাস্কৃত কলপুষ্পপল্লবোপশোভিত চতুশত হস্ত বিস্তীর্ণ  
অতি প্রাচীন শাশ্বলী বৃক্ষ ছিল । শুকশারিকাগর্জ্জনা বায়ু এবং মন্ত  
মাতঙ্গগণ ও অন্যান্য যুগ সমুদায় গ্রীষ্মের প্রাচুর্য্যাবে নিতান্ত নিপীড়িত  
ও একান্ত ক্লান্ত হইলে, উহার মূলে বিশ্রাম করিত । বণিকসমুদায়  
ও বনবাসী তপস্বীগণ গমনকালে পরিশ্রান্ত হইলে, উহার সুশীতল নিবিড়  
ছায়ায় অবস্থান করিতেন । একদা দেবর্ষি নারদ ঐ রমণীয় বৃক্ষের বিস্তীর্ণ  
শাখা ও বৃক্ষ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উহার সম্মিহিত হইয়া কহিলেন, বনস্পতি-  
বর ! তুমি অতি প্রিয়দর্শন ; তোমার মূলে উপবেশন করিয়া আমরা  
সকলেই পরম প্রীতলাভ করিয়া থাকি । পক্ষী, যুগ ও মাতঙ্গগণ প্রীতি  
প্রসূতচিত্তে সতত তোমার ছায়ায় অবস্থান করে । তোমার স্কন্ধ ও শাখা  
সমুদায় অতি বিশাল ; কিন্তু ঐ সমুদায় কখনই বায়ুবেগপ্রভাবে ভগ্ন হয়  
না । ভগবান্ পবন যে তোমাকে রক্ষা করেন, ইহার তাৎপর্য্য কি ?  
তিনিহি তোমার আত্মীয় বন্ধু অথবা অন্য কারণবশতঃ তাহার লিখিত  
তোমার প্রণয় জন্মিয়াছে । দেখ, মহাপ্রভাবসম্পন্ন সমীরণ বৃক্ষ সকল

নিপাতিত, ঝিরিশিখর বিচলিত এবং পাতালতল, সরিত, সাগর ও সরো-  
বর সকলকে শুষ্ক করিতেছে ; কিন্তু কদাপি তোমার কোন অপকারসাধন  
করেন নাই। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তিনি সখাভাবনিবন্ধন  
তোমার রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন এবং তুমিও সেই জন্যই শাখা, পল্লব ও  
ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছ। এই সমস্ত পক্ষী হৃষ্টচিত্তে তোমার  
শাখা প্রশাখার উপবেশন পূর্বক বিহার করত তোমার রমণীয়তা সম্পাদন  
করিতেছে। যখন তোমার পুত্র সমুদায় বিকশিত হয়, তখন এই পক্ষি-  
গণের কি মধুর স্বরই ক্রটিগোচর হইয়া থাকে। এই সমস্ত মাতঙ্গ ও  
মৃগগুণ দুরন্ত গ্রীষ্মপ্রভাবে অতিশয় সন্তপ্ত ও দগ্ধবদ্ধ হইয়া তোমার সুশী-  
তল ছায়ার অবস্থান পূর্বক স্নেহ লাভ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, তপস্বী ও  
যতিগণ সর্বদাই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন ; অতএব তোমার এই  
আয়তন স্বর্গ ও সুমেকুর সমান ।

— \* —

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় । ১৫৫ ।

হে তরুণ ! এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তুমি বলবীৰ্য্যশালী  
পবনের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিয়াছ, এই নিমিত্তই তিনি পরম  
আত্মীয়েব ন্যায় তোমার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ আছেন। এই পৃথিবী-  
মণ্ডলে বায়ুবৈগ প্রভাবে ভগ্ন হইতে পারে না, এমন পক্ষত, গৃহ বা বৃক্ষ  
আমার কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তুমি বহুতুনিবন্ধন পবনকর্তৃক শাখা  
পল্লবের সজ্জিত রক্ষিত হইতেছে বলিয়াই নির্দিষ্টে অবস্থান করিতেছে।

বৃক্ষ কহিল, ভগবন ! পবন আমার স্তম্ভ বা বিধাণ নহেন যে, তিনি  
অমুগ্রহ করিয়া আমার রক্ষাবিধান করিবেন। আমার তেজ ও বল  
তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর। তাঁহার বস আমার বশের অষ্টাদশ অংশের  
একাত্তরভাগ। তিনি ক্রীড়াদি ভর করিয়া প্রবলবেগে আগমন করি-  
লেও আমি স্বীয় বলপ্রভাবে তাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখি। এইরূপে  
তিনি আমার নিকট বায়ুর প্রভাবত হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে  
যেবাষিষ্ঠ দেখিলেও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়শঙ্কা হয় না।

মারদ কহিলেন, হে তরুণ ! তুমি অতি মজ্জের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ  
করিতেছ। পবনের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত আর কেহই নাই। তোমার  
যথা ক্তি বলিষ, ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ ইহারা কেহই পবনের তুল্য  
বলসম্পন্ন নহেন। এই পৃথিবীমণ্ডে যে সকল প্রাণী বিচরণ করিতেছে,

ভগবান্ পবন উহাদের সকলেরই প্রাণদাতা । ইনি সান্ত্বন্যভাবে সর্বত্র বিজীর্ণ হইয়া সৰ্বপ্রাণীকে জীবিত রাখিয়াছেন । ইনি যদি অশান্ত প্রকৃতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সকলকেই জীবিতাশা বিসর্জন করিতে হয় । অতএব তুমি যে প্রত্যক্ষ অসুখ গণন বায়ুকে সম্মান করিতেছ না, ইহাতে তোমার বিলক্ষণ নিকৃষ্টতা ব্যক্ত হইতেছে । তুমি অতি অনার ; এক্ষণে আপনার ভ্রষ্ট পিতার কেবল বৈচল্যতা প্রকাশ ও ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতেছ । তোমার নিকট সমীরণের নিন্দাবাক্য শ্রবণে আমার ব্যংগরোনাচ্ছিত ক্রোধোদয় হইয়াছে । অতএব আমি এক্ষণে পবনের নিকট গমনপূর্বক তোমার এই অহংকার প্রকাশ করিয়া দিব । চন্দন, সান্দন, তাল, দেবদারু, বেস্তা ও বকুল প্রভৃতি বলবান্ বৃক্ষ সকল বায়ুর শ্রুতি কদাচ এরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করে নাই । তাহারা আপনাদের ও বায়ুর পরাক্রমের ভারতম্য বিশেষরূপ জ্ঞাত আছে । এই জন্যই তাহারা সৰ্বদা সমীরণকে নমস্কার করিয়া থাকে । তুমি কেবল মোহপ্রভাবে বায়ুর অনন্ত বল অবগত হইতে পারিতেছ না । যাহাই হউক, এক্ষণে আমি এই কথা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত বায়ুর নিকট প্রস্থান করিলাম ।

—••••—

### ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় । ১৫৬ ।

মহাতপা নারদ শাস্ত্রীকে এই কথা বলিয়া সমীরণসমীপে গমন পূর্বক কহিলেন, পবন ! হিমাগর পর্বতের উপর এক নিবিড়চ্ছায়া-মণ্ডল বহুশাখা প্রশাখাসম্বিত প্রকাণ্ড শাস্ত্রী বৃক্ষ আছে । সে তোমার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন পূর্বক য়েকপ পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা তোমার নিকট ব্যক্ত করা আমার উচিত নহে । আমি তোমাকে বলবানদিগের অগ্রগণ্য, গৌরবান্বিত ও কৃতাস্ত্রবৃদ্ধ ক্রোধপরাক্রম বলিয়া জানি ।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে পর, ভগবান্ বায়ু শাস্ত্রীর প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নিকট গমনপূর্বক কহিলেন, শাস্ত্রী ! তুমি মহাত্মা নারদের নিবট আমার নিন্দা করিয়াছ । আমি বায়ু ; অতিরিক্ত তোমাতে স্বীয় প্রভাব ও পরাক্রম প্রদর্শন করিব । আমি তোমার পরাক্রমের বিষয় বিশেষরূপ বিদিত আছি । লোকপিতামহ ভগবান্

ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিকালে তোমাকে অবলম্বন পূর্বক বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়া থাকি । তুমি আত্মবীৰ্য্যপ্রভাবে রক্ষিত হইতেছ, কখনই এরূপ বিবেচনা করিও না । যাহা হউক, যখন তুমি আমাকে সামান্য লোকের ন্যায় অবমাননা করিয়াছ, তখন আমি তোমাকে এরূপ বল প্রদর্শন করিব যে, তুমি বিশেষরূপে আমার প্রভাব জামিতে পারিবে ।

ভগবান্ বায়ু একরূপে রোষপ্রকাশ করিলে, শাল্মলী সন্মিতমুখে তাঁহাকে কহিল, পবন ! তুমি ক্রোধভরে যথাশক্তি আমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ কর, জুঁক হইলে, আমার কি হইতে পারে । তোমা হইতে আমার ভয়ের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই । আমি তোমা অপেক্ষা বলবান্ । যাহা-দিগের বুদ্ধিবল থাকে, তাহাদিগকেই যথার্থ বলবান্ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । কেবল শারীরিক বলসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখন বলবান্ বলিয়া গণ্যীয় হইতে পারে না ।

শাল্মলী বৃক্ষ এই কথা বলিয়া বায়ুর প্রতি অবজ্ঞা করিলে, বায়ু আমি কলাই তোমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করিব বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । কিবিক্ষণ পরে শর্করী সমাগত হইল । তখন শাল্মলী বৃক্ষ মনে মনে বায়ুর অভিজগ্গি ও তদপেক্ষা আপনার দৌর্বল্য বিবেচনা করিয়া কহিতে লাগিল, আমি দেবর্ষি নারদের নিকট যাহা কহিয়াছি, তৎসমুদায়ই মিথ্যা । আমি পবনের পরাক্রম কখনই সহ্য করিতে পারিব না । মহাতপা নারদ যাহা কহিয়াছেন, তাহা কিছুই মিথ্যা নহে । পবন অতিশয় পরাক্রমশালী । যাহা হউক, আমি অন্যান্য বৃক্ষ হইতে হুর্লব বটি, কিন্তু আমার তুলা বুদ্ধিমান্ বনম্পতি আর কেহই নাই । অতএব আমি বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া বায়ুর ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব । এক্ষণে আমার যেক্রপ কৌশল অবলম্বন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদি সমুদায় বৃক্ষ সেইরূপ কৌশল আশ্রয় করিয়া এই অরণ্যে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে, সমীরণের ক্রোধনিবন্ধন তাহাদের আর কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না । কিন্তু ঐ সমুদায় বৃক্ষের বুদ্ধি বালকদিগের ন্যায় । সমীরণ জুঁক হইয়া তাহাদিগকে যেক্রপে উন্মূলিত করে, তাহা তাহারা কিছুমাত্র অবগত হয় না ।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় । ১৫৭ ।

শাল্মলী মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে স্বয়ং আপনার শাখা প্রশাখা সমুদায় ছেদনপূর্বক পুষ্পপল্লবাদিবিহীন হইয়া বায়ুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র সমীরণ বোঝভরে নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক স্বসংখ্য মহাবৃক্ষ উৎপাটিত করিতে করিতে শাল্মলীর নিকট উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন যে, শাল্মলী ভীত হইয়া স্বয়ং পুষ্প ও শাখা প্রশাখাদি পরিত্যাগ পূর্বক অবস্থান করিতেছে । তদন্তুনে তিনি যার পর নাই আশ্লাদিত হইয়া শাল্মলীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৃক্ষ ! তুমি স্বয়ং আপনার যে প্রকার দ্রবস্থা করিয়াছ, আমি তোমাতে এইকণাই দ্রবস্থাপ্রাপ্ত করিতাম । যাহা হউক, আমার পবাক্রমেই তোমার দ্রবস্থার হেতু বলিতে হইবে । তুমি আপনার কুমন্ত্রণাতেই আমার পবাক্রমে বশীভূত হইয়া স্বয়ং শাখা প্রশাখা-শূন্য ও পুষ্পবিহীন হইয়াছ ।

শাল্মলী পবনের এই কথা শব্দে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিল । অকস্মৎ যে বালকী দূর্বল হইয়া নির্দুর্দ্ধিনিবন্ধন বলবানের সহিত শক্রতাচরণ করে, তাহাতে যেই শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়, মানক নাই । বলবানের সহিত শত্রুতাচরণ করা দূর্বলদিগের নিশাচর অকর্তব্য । তুলাপবাক্রম বাল্কির সহিতও অকর্তব্য, শত্রুতাচরণ করা উচিত নহে । এই রূপ বাল্কির প্রক্তি ক্রমণঃ বলপ্রকাশ করাই কর্তব্য । বুদ্ধিচীড়ীর সহিত শত্রুতাচরণে পবৃত্ত হওয়া নির্দোষের নিতান্ত অকর্তব্য । বুদ্ধিমানের বুদ্ধি ভগ্নরাশি প্রবিষ্ট অনলের ন্যায় অস্বাভিমধ্যে প্রবিষ্ট হয় । ইহলোকে বুদ্ধি ও বলের তুলা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই অতএব বালক, জড় অক্ষও বধিরের ন্যায় বলবানের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করা কর্তব্য । বলবানের প্রভাবে যে অনিষ্ট ঘটয়া থাকে, তোমাতেই তাহার প্রমাণ লক্ষিত হইতেছে । দুর্গোধনের একাদশ অকৌহিনী সেনা ও পরাক্রম একমাত্র অর্জুনের তুলা ছিল না । এই জনাই অর্জুন সময়ে স্নায়ু বলে তাগাদিগকে নিহত ও ভগ্ন করিয়াছে । হে ধর্ম্মরাজ ! এই আমি তোমার নিকট রাজধর্ম্ম ও আপজ্ঞা বিস্তার পূর্বক কীর্তন করিলাম ; অতঃপর আর যাহা যাহা প্রবণ করিতে তোমার বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর ।



## অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় । ১৫৮ ।

ধর্মরাজ কহিলেন; পিতামহ ! কি হইতে পাপ প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তাহা বথার্থরূপে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যাহার প্রভাবে পাপ প্রবর্তিত হয়, আমি তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । একমাত্র লোভই লোকের সমুদায় পুণ্য গ্রাস করিতেছে । লোভ হইতে পাপ ও দুঃখ প্রবর্তিত হইয়া থাকে । লোভে যে শঠতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পাপে আসক্ত হয়, লোভই তাহার মূল । লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ, মায়া অভিমান, গর্ষ, পরাধীনতা, অক্ষমা, নিলজ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্মক্ষয়, চিন্তা ও অকীর্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । লোভই লোকের কুপণতা, বিষয়তৃষ্ণা, কুকর্মেয় প্রবৃত্তি ও বিদ্যাভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্য্যেয় গর্ষ, পরের অনিষ্টচিন্তা, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস, কপট ব্যবহার, পরস্বাপহরণ ও পরদারভাগমনের ইচ্ছা, মানসিক আবেগ, উদরিকতা, দাক্ষণ মৃত্যুভয়, বলবতী ঈর্ষা, পরনিন্দা শ্রবণ প্রবৃত্তি, আত্মশ্রাব্য ও অসাধারণ সাহসিকতা জন্মাইয়া দেয় । সমুদায় কি বালা, কি কৌমার, কি যৌবন কোন অবস্থাতেই লোভভ্যাগে সমর্থ হয় না । উহার জরাজীর্ণ হইলেও উহাদের লোভ কদাচ জীর্ণ হয় না । সাগর যেমন অগাধ জলসঙ্কুল অসংখ্য নদীদ্বারাও পরিপূর্ণ হয় না, তদ্রূপ লোভ ফললাভ দ্বারা কদাচ উপশমিত হইবার নহে । ইষ্ট বস্তু লাভ ও বিবিধ ভোগ দ্বারা যাহাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও অন্যান্য প্রাণিগণ যাহার প্রভাব পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই লোভকে মোহের সহিত পরাজয় করিবেন । যাহারা অধীরপ্রকৃতি ও লুক্র তাহারা সর্বদাই অহঙ্কার, পরের অনিষ্ট-চেষ্টা, পরনিন্দা, জুরতা ও মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে । যাহারা বহুদর্শী হইয়া বহুতর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ ও অন্যের সংশয়ান্বিতাদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও লোভের বশীভূত হইলে, দুঃখভোগ করিতে হয় । লুক্রপ্রভৃতি সমুদায়গণ সর্বদাই ক্রোধদ্বेषপরায়ণ ও শিষ্টাচারবিশূন্য হইয়া থাকে । উহার তৃণাক্ষর কুপের ন্যায় লোকের অনিষ্টজনক । উহাদের বাক্য অতি হুমিষ্ট, কিন্তু অন্তঃকরণ জুরতার পরিপূর্ণ । উহার কপট ধর্ম-পরায়ণ হইয়া ধর্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয় । উহার অতি নীচাশয় ও জগতের দস্য্বরূপ । ঐশ্বর্য্যভিগণ যুক্তিবল অবলম্বন পূর্বক অধর্ম্মকে ও ধর্ম্ম বর্ণিয়া প্রচািপিত ও সংস্থাপিত এবং সংপথ একবারে উন্মূলিত করে ।

অহংকার, ক্রোধ, হর্ষ, শৌক ও অভিমান সতত উহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে । ফলতঃ উহাদের ন্যায় অশিষ্ট আর কেহই নাই ।

এক্ষণে শিষ্টদিগের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ষাঁহারা পুন-  
জন্মগ্রহণভর ও নরকভর পরিত্যাগ করেন, ষাঁহাদিগের প্রিয় ও অপ্রিয়  
উভয়ই তুল্য ; ষাঁহারা ভোগ্য বস্তুতে কখনই লোভপ্রকাশ করেন না,  
ষাঁহারা শিষ্টাচার পরায়ণ, ইন্দ্রিয়নি গ্রহণীল ও সত্যব্রতনিরত ; ষাঁহাদি-  
গের স্তম্ভ হুঃখে কিছুমাত্র আস্থা নাই ; ষাঁহারা অতিশয় দয়াবান্, দানশীল,  
পরোপকারী, অতি ধীরস্থভাব ও সর্বধর্মজ্ঞ ; ষাঁহারা কদাচ অন্যের দ্রব্য  
প্রতিগ্রহ করেন না ; সতত ভক্তিপূর্বক পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিগণের  
সংস্কার করিয়া থাকেন এবং অন্যের হিতসাধনার্থ প্রাণ পর্যন্ত প্রদান  
করিতেও কুষ্ঠিত হন না ; সেই সকল ধর্মপ্রচারকদিগকে কেহই বিচলিত  
করিতে পারে না ঠাঁহাদিগের সচ্চরিত্রতা কোনমতেই বিলুপ্ত হইবার  
নহে । ঠাঁহারা নির্ভীক, সংপথবর্তী ও অহিংসক ; সাধু লোক সমুদায়  
সর্বদা ঠাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন । ঐ সমস্ত মহাত্মারা কামক্রোধ,  
বিরজ্জিত, মমতা ও অহংকারশূন্য, নিত্য ব্রতপরায়ণ ও পরম সন্মান্যস্পদ ।  
অতএব সতত ঠাঁহাদিগের উপাসনা ও ঠাঁহাদিগকে সতত ধর্মমর্ম জিজ্ঞাসা  
করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । ঠাঁহারা ধনলোভ বা যশোলোভে ধর্ম  
পরিগ্রহ করেন না ; দেহরক্ষণোপযোগী আহারাদি কার্যের ন্যায় ধর্ম  
অবশ্য কর্তব্য বলিয়াই উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । ঠাঁহারা কপট ও  
পাষাণদিগের ধর্ম্মে বিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন । শৌক, লোভ ও  
মোহ কদাচ ঠাঁহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না । ঠাঁহারা সত্যবাদী  
ও সরলস্থভাব । অতএব তুমি সর্বদা ঠাঁহাদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন  
করিবে । ঠাঁহারা লাভে হর্ষ প্রকাশ করেন না এবং নিরাশ হইলেও  
বিষয় হন না । ঠাঁহারা নির্ম্মলপ্রকৃতি, তত্ত্বগুণাবলম্বী ও সমদর্শী । ঠাঁহা-  
দের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তুল্য । তুমি ইন্দ্রিয়নিগ্রহণীল ও অপ্রমত্ত হইয়া  
সেই সমুদায় ধর্ম্মপ্রিয় মহাত্মাদিগকে অর্চনা করিবে । দৈবপ্রভাবেই  
লোকের বাক্য কখন বিপদ ও সকল সম্পদের কারণ হইয়া উঠে ।

- \*-

একোনষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় । ১৫৯ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! আপনি অনর্থের অধিষ্ঠানস্বরূপ  
শোভের বিষয় নির্দেশ করিলেন ; এক্ষণে অজ্ঞানের বিষয় কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! অজ্ঞান অতি অনিষ্টজনক পদার্থ। যে ব্যক্তি অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া পাপকাণ্ডের অগুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, আপনাকে অব-  
নতি অরপ্ত হইতে না পারে ও সতত সাধুদিগের দ্বেষ করে, তাহারো  
নিশ্চয়ই জ্ঞানসমীক্বে নিন্দনীয় হইতে হয়। অজ্ঞানপ্রভাবেই লোকে নরক-  
গামী, দুর্গতিবিশিষ্ট, ক্লিষ্ট ও বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে।

ধর্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! অজ্ঞান হইতেই লোকের দুঃখ উৎপন্ন  
হইয়া থাকে ; এই নিমিত্ত অজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, উদয়,  
মূল, সংযোগ, গতি, কাল, কারণ ও ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত  
ষাঙ্কা হইতেছে। আপনি তৎসমুদায় রিস্তার পূর্বক কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! অসুরাগ, দ্বেষ, মোহ, হর্ষ, শোক, অভিমান,  
কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা, আলস্য, ইচ্ছা, মত্তাপ, পরশ্রীকাকরতা ও পাপ-  
কাণ্ডের অগুষ্ঠান একমাত্র অজ্ঞান হইতেই সমুৎপন্ন হয় ; সুতরাং উহাদি-  
গকে অজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এক্ষণে তুমি  
অজ্ঞানের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি প্রভৃতি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদায়  
বিস্তার পূর্বক কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অজ্ঞান ও অহিমোহ এই  
উভয়ই তুল্য ফলপ্রদ ও সমদোষাক্রান্ত ; অতএব ঐ উভয়কে এক পদার্থ  
বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। লোভ হইতেই অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া  
থাকে এবং লোভের স্থিতিতে অজ্ঞানের স্থিতি, লোভের ক্ষয়েই অজ্ঞানের  
ক্ষয়, লোভের বৃদ্ধিতে অজ্ঞানের বৃদ্ধি ও লোভের উদয়ে অজ্ঞানের উদয়  
হয়। মোহ অজ্ঞানের মূল এবং মোহের সংযোগে অজ্ঞানের সংযোগ  
হইয়া থাকে। কাম অজ্ঞানের গতি। যৎকালে লোকের লোভজনিত  
আশা বিফল হয়, তৎকালেই অজ্ঞানোৎপত্তির কাল। আর লোভ হইতে  
অজ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে লোভ উৎপন্ন হয় ; সুতরাং লোভেই অজ্ঞানের  
কারণ ও ফল। হে মহারাজ ! লোভই গর্ভদোষের আকর ; অতএব  
লোভকে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। রাজা জনক, যুবনাথ, বৃষদর্ভি  
এসেনজিৎ ও অন্যান্য ভূপতিগণ লোভ পরিত্যাগ করিয়াই স্বর্গলাভ করি-  
য়াছেন। এক্ষণে তুমিও তাঁহাদের ন্যায় লোভ বিহীন হও। লোভ পরি-  
ত্যাগ করিতে পারিলেই ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করিতে  
পারিবে।

ষষ্ঠাধিকশততম অধ্যায় । ১৬০ ।

ধর্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! ইহলোকে স্বাধারনিরত ধর্মশাল  
ব্যক্তির কি প্রকারে মঙ্গললাভ হয় ? ধর্মপথ অতিশয় বৃহৎ ও বহুশাখা-  
সম্পন্ন ; অতএব কি রূপে সংক্ষেপে ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে, কৃতকার্য হওয়া  
যায় ; আর ধর্মের মূলই বা কি ? তৎসমস্ত যথার্থরূপে কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! তুমি যাহা শ্রবণ করিয়া অমৃতপায়ীর ন্যায়  
তৃপ্তিলাভ করিবে, যদ্বারা তোমার মঙ্গললাভ তইবে আমি সেই বিষয়  
তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি । মহর্ষিবা স্ব স্ব বিজ্ঞানপ্রভাবে নানাবিধ  
ধর্ম নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযমই তাঁহাদের মতে  
সর্বোৎকৃষ্ট । তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ দমগুণকে মূলিলাভের কারণ বলিয়া  
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । দমগুণ সর্বলোকেরই বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের  
সম্মান ধর্ম । দমগুণ প্রভাবেই ব্রাহ্মণের কার্য সিদ্ধ হইয়া থাকে । দমগুণ  
দান, যজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । উহা দ্বারা তেজ পরিবর্দ্ধিত  
হয় । দমগুণের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই । লোকে দমগুণপ্রভাবেই  
নিম্পাপ ও তেজস্বী হইয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । দমগুণ অতি  
উৎকৃষ্ট ধর্ম । দমগুণ প্রভাবে ইহলোকে সিদ্ধি ও পবলোকে সুখলাভ  
করিতে পারা যায় । দমগুণসম্বিত ব্যক্তি অনায়াসে উৎকৃষ্ট ধর্মলাভ,  
অকুতোভয়ে নিদ্রাশূন্য অমৃতভব, অকুতোভয়ে ক্রাগরন ও অকুতোভয়ে  
লোকসমাজে বিচরণ করিতে সমর্থ হন । তাঁহার চিত্ত সততই প্রশন্ন  
থাকে । দমগুণবিরহিত ব্যক্তি নিরন্তর দুঃখভোগ ও স্বীয় দোষে বহু  
অনর্থ উৎপাদন করে । চারি আশ্রমেই দমগুণ উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দিষ্ট  
আছে । এক্ষণে দমগুণ হইতে যে সকল গুণ উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় আমি  
তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । দমগুণই ক্ষমা, ধৃতি,  
অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয়পরাজয়, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা,  
প্রিয়তা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অবিহিংসা, অনস্ব্যা,  
গুরুপূজাপ্রবৃত্তি ও দয়ার উৎপত্তির হেতু । দমগুণসম্পন্ন মহাত্মারা কদাচ  
নিষ্ঠুর ব্যবহার, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং অন্যের অবমাননা, উপাসনা বা  
নিন্দা করেন না ; কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্মশ্লাঘা, ঈর্ষা ও বিষয়াহু-  
রাগ এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । অনিত্য সুখভোগে তাঁহার  
কদাপি তৃপ্তি হয় না । সম্বন্ধসংযোগজনিত মমতানিবন্ধন তাঁহাকে কখনই  
ক্লেশভোগ করিতে হয় না । যে মহাত্মা গাম্য আরণ্য ব্যবহার পরিত্যাগ

করেন এবং ফদাচ কাহার নিন্দা ও প্রশংসা করেন না, তিনি অবিলম্বে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ সদাচারপরায়ণ প্রসন্নচিত্ত ও আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ। ব্রাহ্মণও বিবিধ সংসর্গ হইতে মুক্ত হইতে পারিলে, ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। সাধু লোকের যে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমস্তই জ্ঞানবান্ তপস্বীর পথদ্রুপ। অতএব সেই পথ পরিত্যাগ করা কখনই উচিত নহে। যে জিতে-জির জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সংসারাত্মম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাস আশ্রয় করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন, অনার্য্যসে তাঁহার ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রাণিগণ হইতে কিছুমাত্র ভীত না হন এবং প্রাণিগণ যাহা হইতে ভয়প্রাপ্ত না হয়, তাঁহার কখনই পরলোকে ভয় উপস্থিত হয় না। যিনি অর্থ সঞ্চয় না করিয়া সংকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উহা ব্যয় করেন এবং সর্ব্বভূতে সম-দৃষ্টি হইয়া সকলের সহিত মিত্রতাচরণে প্রবৃত্ত হন, তিনি চরমে ব্রহ্মে গমন হইয়া থাকেন। যাহারা গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোদ্ধা আশ্রয় করেন, তাঁহার চিরকাল তেজোময় লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি বিধানানুসারে তপস্যয়া, বিবিধ বিন্যা, ঐশ্বর্য্য ও সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সত্যভিলাষী, বিষয়রাগবিবর্জিত, প্রসন্নচিত্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে সমর্থ হন, তিনি ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করিয়া স্বেচ্ছানু-সারে সমুদায় লোকে বিচরণ করিতে পারেন। দমগুণপ্রভাবেই হংস-নিহিত অবিরোধী সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানবান্ মহাত্মা-দিগের পরলোকে ভয়ের কথা দূরে থাক, ইহলোকে পুনর্জন্মনিবন্ধন ভয়ও দূরীভূত হয়। দমগুণের এই একমাত্র দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, লোকে দমগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিতান্ত অসমর্থ বিবেচনা করে। ইহা ভিন্ন দমগুণে আর কিছুমাত্র দোষ লক্ষিত হয় না। প্রত্যুতঃ বহুতর গুণই বিদ্যমান আছে। সহিসু ব্যক্তি ক্ষমাগুণপ্রভাবে অনেক লোককে বশী-ভূত করিতে সমর্থ হন। দমগুণাবিত ব্যক্তির বনগমনের প্রয়োজন নাই; তিনি যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানই বন ও পুণ্যাশ্রম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট এইরূপ অমৃতান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রকুরচিত্তে পুনরায় তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামতি ভীষ্মও পরম পরিতুষ্ট হইয়া উহা কীর্তন করিতে লাগিলেন।

একষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় । ১৬১ ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! পণ্ডিতগণ তপস্যাতেই সকলের মূল বলিয়া নির্দেশ করেন । যে মৃত্যু তপোমুষ্ঠান করে নাই, সে কখনই উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিতে পারে না । প্রজাপতি ব্রহ্মা তপোবলেই এই সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহর্ষিরা তপঃপ্রভ্যবে বেদ সমস্ত অধিকার করেন । তপোবলে ফল মূল উৎপন্ন হইয়াছে । তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধগণ ত্রিলোক সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন । ঔষধ ও অরোগিতা তপোমূলক । পৃথিবী-মধ্যে যে দ্রব্য নিত্যস্থ দুলভ, তপোবলে তাহাও অধিকার করা যায় । পূর্বে মহর্ষিরা যে দুলভ ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলেন, তপস্যাই তাহার কারণ । তপোবলে সুরাপান, তস্করতা, ভ্রাহত্যা ও গুরুতরগমন প্রভৃতি পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায় । তপস্যা বহুবিধ ; তন্মধ্যে অনশন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । \* অনশন অহিংসা, সত্য বাক্য প্রয়োগ, দান ও ইন্দ্রিয়-সংযম অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট । বেদজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই । দান অপেক্ষা হৃদয় কার্য্য, মাতৃপালন অপেক্ষা সংকল্প এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই । ধন, ধান্য ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা অতীব আবশ্যক । ঋষি, পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও অন্যান্য স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয় ভূত সমুদায় তপোবলেই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন । তপোবলেই দেবতা সকল মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন । তপোবলে অন্যান্য অভীষ্ট ফলের কথা কি, দেবত্ব পর্য্যন্ত লাভ করা যায় ।

-\*-\*-

দ্বিষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় । ১৬২ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! বিপ্র, ঋষি, পিতৃ ও দেবগণ সর্বদা সত্য ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন । অতএব সত্য কি ? উহা কি রূপে লাভ করিতে পারা যায় ? আর লভ্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! কোন মহাত্মাই ধর্ম্মসঙ্করের প্রশংসা করেন না । সত্য অধিকৃত ; সত্যই সামুগ্ধের সনাতন ধর্ম্ম ও পরম গতি । অতএব সত্যকে সর্বদা নমস্কার করিবে । সত্য তপ, যোগ, যজ্ঞ ও পরব্রহ্ম স্বরূপ । একমাত্র সত্যেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । একত্রে সত্যের লক্ষণ ও অনুষ্ঠানের বিষয় এবং যেক্রমে সত্য লাভ হইতে পারে,

তাহা আদ্যোপান্ত কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । সত্য ত্রয়োদশ প্রকার অপকৃপাতিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, অমংসরতা, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অন-  
 য়া, ভাগ, ধ্যান, সরলতা, দৈৰ্ঘ্য, দয়া ও অহিংসা; এই সমুদায়ই  
 সত্যস্বরূপ । সত্য অথায়, অবিকৃত, সকল ধৰ্ম্মে অতিক্রম ও বিশুদ্ধ যুক্তির  
 অনুমোদিত । ইচ্ছা, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধের উপশম হইলেই ইষ্ট অনিষ্ট  
 ও শত্রুতে অপকৃপাত জন্মিয়া থাকে । জ্ঞানবলে গাভীৰ্য্য, দৈৰ্ঘ্য, নির্ভী-  
 কতা ও অরোগিতা লাভ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়সংযম করা যায় ।  
 জ্ঞান ও ধৰ্ম্ম প্রবৃত্ত থাকিলেই অমংসরতা লাভ হয় । সত্যবাদী ব্যক্তি  
 উহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারেন । ক্ষমতা ও অক্ষমতা এবং প্রিয় ও  
 অপ্রিয় বিষয়ে সমদৃষ্টি হইতে পারিলেই অনায়াসে ক্ষমাগুণসম্পন্ন হইয়া  
 শ্রোয়োলাভে সমর্থ হওয়া যায় । লজ্জা ধৰ্ম্মপ্রভাবেই অধিকৃত হইয়া  
 থাকে । লজ্জান্বিত ব্যক্তি সৰ্ব্বদা শ্রোয়োলাভ করিতে পারেন । যিনি  
 কদাপি বিষয় চিন না এবং তাঁহার বাক্য ও চিত্র সত্যত প্রস্তুতভাবে  
 অবলম্বন করিয়া থাকে । তিতিক্ষা দৈৰ্ঘ্যপ্রভাবে সমুৎপন্ন হয় । ধৰ্ম্মার্থ-  
 লাভ ও লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিতিক্ষা অবলম্বন করা অবশ্য  
 কর্তব্য । বিষয় ও স্নেহ পরিত্যাগই ত্যাগপদবাচ্য হইয়া থাকে । লোকে  
 রাগদ্বৈষবিহীন না হইলে, কদাচ ত্যাগরূপ মহাগুণসমবিত্ত হইতে সমর্থ  
 হয় না । যিনি যতপূৰ্ণক রাগদ্বৈষবিহীন হইয়া লোকের অভ্যন্তরীণ করিতে  
 পারেন, 'তাঁহারই সাধুতা লাভ হইয়া থাকে । সুখ বা দুঃখের সময়  
 মনের কিছুমাত্র চাকলা না হওয়াই বৈরাগ্যের সঙ্গ । কল্যাণার্থী ব্যক্তি  
 সত্যত ঐ গুণ অবলম্বন করিবেন । দৈৰ্ঘ্যাবলম্বন করিলে, কখনই মনো-  
 বিকার উপস্থিত হয় না । 'যাঁহার' ক্ষমাগুণবিত্ত ও সত্যপরায়ণ হইয়া  
 হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই দৈৰ্ঘ্য লাভ  
 করিয়া থাকেন । কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং  
 সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুগণের নিত্য ধৰ্ম্ম । সত্যের  
 এই ত্রয়োদশ লক্ষণ ; ইহারা সত্য সত্যের আশ্রয় লইয়া উহা পরি-  
 বদ্ধিত করিয়া থাকে । সত্যের গুণগরিমা পরিসীমা নাই । এই জনাই  
 দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণ সত্যের বিলক্ষণ প্রশংসা করিয়া থাকেন ।  
 সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধৰ্ম্ম ও মিথ্যা অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নাই ।  
 সত্যই ধৰ্ম্মের আকর ; অতএব সত্য বিলুপ্ত করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম,  
 সন্দেহ নাই । সত্যপ্রভাবে দান, দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞ, তপ, অগ্নিহোত্র,  
 বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য ধৰ্ম্ম প্রবর্তিত হইয়া থাকে । মানদণ্ডের এক দিকে

সহস্র অধমেদ ও এক দিকে সত্য আবেশিত করিলে, সহস্র অধমেদ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইবে।

—\*—

## ত্রিষষ্ঠাধিকশততম অধ্যায় । ১৬৩।

দম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, শোক, নিন্দা, অকায়া প্রবৃত্তি, অসুখা, কৃপা, ভয় ও প্রতিবিশানেক্ষা এই ত্রয়োদশ দোষ দ্বারা বাধা হইতে উৎপন্ন হয়, তৎসমস্ত কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ত্রয়োদশ দোষ মনুষ্যগণের ভয়ানক শত্রুরূপ। উহারা সতত অনবহিত মনুষ্যগণকে আশ্রয় করিয়া অবহিতচিত্তে ক্লেশ প্রদান করে। উহারা ব্যাধের ন্যায় দর্শনমাত্র বলপূর্ব্বক মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়া থাকে। উহাদের হইতে যে অনন্ত পাপ ও দুখে উপস্থিত হয়, তাহা অগতঃ উহারা মানবগণের অবশ্য কত্তব্য। এক্ষণে উহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের বিষয় কাতন কাবতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। পরদোষ নিবন্ধন উহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং ক্রোধপ্রভাবেই উহার উপশম হইয়া যায়। মদম হইতে কাম আবির্ভূত হয়। উহারে সেবা করিলেই উহা ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং উহা হইতে বিবত্ত হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। পব-দোষ দর্শন, ক্রোধ ও লোভ হইতে অসুখের উৎপত্তি হয় এবং দয়া ও তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই উহা এককালে উন্মূলিত হইয়া যায়। অজ্ঞানতা ও পাপামুষ্ঠানবশতঃ মোহের আবির্ভাব হয়; কিন্তু একবার সাধু-সংসর্গ হইলে আর উহা অবস্থিত করিতে পারে না। মোহনিবন্ধন বিরুদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনা করিলেই বিবিধ কাথারস্ত করিতে অভিলাষ হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে উহা একবারে নিরাকৃত হইয়া যায়। বন্ধু-বিরোধ উপস্থিত হইলে, রেহাদিকানিবন্ধন শোকের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু যখন সমুদায় অনিত্য বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন আর উহার সম্পর্কও থাকে না। ক্রোধ ও লোভ বশতঃ অকায়া প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে এবং দয়া ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই উহার উপশম হয়। সত্যত্যাগ ও অসাধু-সংসর্গনিবন্ধন মাৎসর্য্যের আবির্ভাব হয়; কিন্তু সাধুসংসর্গ হইলে, উহা অবিলম্বে বিনষ্ট হইয়া যায়। কোলীনাভিমান, অজ্ঞতা ও ঈর্ষ্যা এই



তিনের প্রভাবেই মদের অবির্ভাব হয় । কিন্তু ঐ তিন বিষয়ের যথার্থ মর্শ অবগত হইলে, আর উহার প্রসঙ্গও থাকে না । কাম ও হর্ষবশতঃ ভীষ্ম উপস্থিত হয় এবং প্রজ্ঞাপ্রভাবে উহা একবারে লয় হইয়া যায় । লোকাচারবিরুদ্ধ কার্য্য দর্শন ও অপ্রিয়জনক ঐবিদ্বেষবাক্য প্রবণনিবন্ধন নিন্দাপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং উপেক্ষা দ্বারা উহার শাস্তি হইয়া থাকে । বলবান্ শত্রুর প্রকারসাধনে অসমর্থ হইলেই লোকের তীব্রতর অনুরাগ উদ্ভেক হয় ; কিন্তু করুণার উদ্ভেক হইলেই উহা নিবৃত্তহইয়া যায় । নীন ব্যক্তিকে দর্শন করিলেই দরার উদ্ভেক হইয়া থাকে ; কিন্তু ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেই উহার শাস্তি হয় । জ্ঞানহীনতাপ্রযুক্ত প্রাণিগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে ; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের মর্শ অবগত হইতে পারিলেই আর উহার প্রসঙ্গও থাকে না । হে ধর্ম্মরাজ ! একবার শাস্তি গুণ দ্বারাই এই ত্রয়োদশ দোষকে অনারামে পরাজয় করিতে পারা যায় । যুতরাষ্ট্রতনয়গণ এই সকল দোষে দূষিত ছিল ; কিন্তু তুমি ইহাদিগকে পরাজিত করিয়াছ ।

চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় । ১৬৪ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! আমি সতত সাধুসঙ্গনিবন্ধন অনুশংসতা বিশেষরূপে অবগত আছি ; কিন্তু শূন্যসব্যক্তিগণের আচারপরম্পরা কিছুমাত্র অবগত নহি । সাধু ব্যক্তির কূপ, অগ্নি ও কটকের ন্যায় শূন্যসব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । শূন্যসব্যক্তিকে উভয় লোকেই অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয় । এক্ষণে নিষ্ঠুর ব্যক্তিগণের বিষয় বিশেষরূপে কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! শূন্যসব্যক্তিদিগকে নিম্নতই কুকর্মে প্রবৃত্ত হইতে ও কুকর্ম্ম করিবার অভিলাষ করিতে দেখা যায় । উহার নিরন্তর পরনিদার প্রবৃত্ত ও জনসমার্জে নিন্দনীয় হয় এবং আপনাকে দৈবপ্রভাবে বঞ্চিত বলিয়া বিবেচনা করে । উহাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাশয় আর কেহই নাই । উহার সর্বদা আত্মাভিমান, আত্মপ্লাঘা ও আপনার বদান্যতা প্রকাশ করিয়া থাকে । উহাদের ন্যায় শক্তিতিত্ত আর কেহই নাই । উহার নিতান্ত ছলপ্রাণী, কুপণ, মিথ্যাপরায়ণ, ক্ষুদ্র, আশ্রমবাসীদিগের চেটো ও হিংসাবিহারনিরত । উহার সতত আশ্রমসঙ্কর করিবার চেটো ও ধীর

দসহযোগীদিগের প্রশংসা করিয়া থাকে । উহাদের কিছুমাত্র গুণাগুণ বিবেচনা নাই উহারা গুণবান্ ধার্মিক লোককে পাপাত্মা বলিয়া বিবেচনা করে এবং আপনাব স্বভাবের ন্যায় সকলের স্বভাব বিবেচনা করিয়া কাহারও প্রতি বিশ্বাস করেননা । অনেকের অণুমাত্র দোষ দর্শন করিলে, অচিরে তাহা প্রকাশ করিয়া দেয় । অনেকের দোষ আপনাব দোষের জন্য হইলে, কখনই তাহা উল্লেখ করে না । উপকারী ব্যক্তিকে শত্রু বোধ করে এবং তাহার কার্যকালে তাহারে অর্থদান করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতাপিত হয় । যে ব্যক্তি সর্বসমক্ষে একাকী সুস্বাদু বিবিধ খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহারেও নৃশংস বলিয়া পরিগণিত করা যায় । কিন্তু যিনি অগ্রভাগ ব্রাহ্মণগণকে অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ সুহ্মাগ সমভিব্যাহারে ভোজন করেন, তিনি ইহলোকে অশেষ সুখ ও পরলোকে স্বর্গ ভোগ করিতে পারেন ।

হে মহারাজ ! এই আমি তোমার সমীপে নৃশংসগণের বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম । জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা অবশ্যই উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন ।

—o—\*—o—

### পঞ্চমষ্টাধিকশততম অধ্যায় । ১৬৫ ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! বেদবেদান্তপারদর্শী যোগযজ্ঞনিরত ধর্ম্মশীল সাধু ব্রাহ্মণেরা নির্ধন হইলে, আচার্য্যকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ধনদান করা অবশ্য কর্তব্য । যে ব্রাহ্মণগণ নির্ধন নহেন, তাঁহাদিগকে কেবল দক্ষিণা দান করাই উচিত । আর যাহারা অত্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে বেদির বহির্ভাগে অপক্লান্ত দান করাই শাস্ত্রমঙ্গত । ব্রাহ্মণের দেব ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ স্বরূপ । তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিনিরত যোগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; অতএব তাঁহাদিগকে যথাসক্তি ধন রত্ন প্রদান করা নরপুতি গণের অবশ্য কর্তব্য । যে ব্রাহ্মণের তিন বৎসর বা অধিক কাল পেষ্যাবর্ণ ভরণ পোষণ করিবার উপযুক্ত ধান্যাদি পর্য্যাপ্ত থাকে, তিনিই সোম পান করিতে সমর্থ হন । যাজ্ঞিক বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের একাংশ ধনের অভাবে যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত বা হয়, তাহা হইলে, ধার্মিক রাজা অসংখ্য পশুসম্পন্ন অযাজ্ঞিক অসোমপায়ী বৈশ্ণব ধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিবেন । শূদ্রের যোগ যজ্ঞে কিছুমাত্র অধিকার নাই ; অতএব ব্রাহ্মণের যজ্ঞসাধনের নিমিত্ত

শূদ্রের গৃহ হইতেও স্বেচ্ছাক্রমে ধন আহরণ করা তাহার অকর্তব্য নহে । যাহারা শত গোপনসম্পন্ন হইয়াও যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, রাজা এইরূপ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ধন আহরণ করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । এইরূপ আচরণ করিলে, নরপতির পরম ধর্ম লাভ হইয়া থাকে ।

যে ব্রাহ্মণ তিন দিন অন্নাভাবনিবন্ধন উপবাস করিয়াছেন, তিনি নীচ কার্য্যে, প্রবৃত্ত ব্যক্তির ভবন, উদ্যান বা যে কোন স্থান হইতে হউক এক দিবসের আহারোপযোগী ধান্য হরণ পূর্বক রাজা জিজ্ঞাসা করুন বা না করুন তাহার প্রবণগোচর করিবেন । রাজা ব্রাহ্মণের সেই অপরাধ অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে তাহার দণ্ডবিধান করিবেন না । রাজার অনবধানতাদোষেই ব্রাহ্মণকে অন্নাভাবনিবন্ধন কষ্ট স্বীকার করিতে হয় ; অতএব নরপতি তাহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় বিশেষরূপ অবগত হইয়া তাহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় বিশেষরূপ অবগত হইয়া তাহার জীবিকা বিধান করিয়া দিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন । বৎসবাস্তে বৈশ্বানর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা বিধেয় । ধার্ম্মিকগণ অনুকুলকে উৎকৃষ্ট দ্রব্য বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । দেবতা, বিশ্বদেব, সাধ্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ আপনাকালে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া অনুকুল অবলম্বন পূর্বক জীবিক নির্বাহ করিয়া থাকেন । কিন্তু যে ব্যক্তি মুখ্যকল পরিপালনে সমর্থ হইয়াও অনুকুল অবলম্বন করে, সে কখনই পরলোকে উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হইয়াও অনুকুল অবলম্বন করে, সে কখনই পরলোকে উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হয় না । রাজার নিকট আপনাদ্র ব্রাহ্মণের বিষয় নিবেদন করা বেদান্ত ব্রাহ্মণের কর্তব্য নহে । ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা ব্রহ্মবল নিতান্ত হ্রাসিত ; অতএব রাজা ব্রাহ্মণকে কিছুতেই গতা করিতে সমর্থ হন না । ব্রাহ্মণ কর্তা, শাস্তা, বিধাতা ও দেবতা বলিয়া নিদিষ্ট হইয়া থাকেন । অতএব তাহার প্রতি কুবাকা প্রয়োগ করা নিতান্ত অন্ততম । ক্ষত্রিয় স্বীয় বাহুবীৰ্য্য প্রভাবে, বৈশ্য ও শূদ্র অর্থবলে এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্র ও গোম দ্বারা আপদ হইতে মুক্ত হইবেন । কন্যা, যুবতী এবং মন্ত্রজ্ঞানবিহীন মূর্খ ও সংস্কারশূন্য ব্যক্তি ছতাসনে, অর্জিষ্ঠ প্রদান করিতে অপারী নহে । উদ্যোগ যে ব্যক্তির যজ্ঞ আভিষিদ্ধ প্রদানে প্রবৃত্ত হয় তাহার সহিত আপনাকে মিলিত করে ; সুতরাং বাগযজ্ঞকুশল বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণের হোতা হওয়া উচিত । যিনি অগ্নিহোত্রের প্রাক্তাপতা অন্ন দক্ষিণা প্রদান না করেন, ধার্ম্মিকগণ তাহাকে অগ্নিহোত্র বলিয়া নির্দেশ করেন না । অতএব দক্ষিণা প্রদান

না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত নহে । যজ্ঞ দক্ষিণাশূন্য হইলে সজ-  
মানের প্রজ্ঞা, পশু, পুণ্যকলোপার্জিত স্বর্গ, স্বঃ, কীর্তি ও আয়ু বিনষ্ট  
করিয়া থাকে । যে ব্রাহ্মণ স্তুভুমতী ভাষ্যার সহবাস করেন, তিনি  
সাম্বিক নহেন এবং যাহার ক্ষুণ্ণে শ্রোত্রিয় নাই, তিনি শূদ্র বলিয়া পরি-  
গণিত হন । যে গ্রামে কুপ বাতিরেকে অন্য জলাশয় নাই, ব্রাহ্মণ  
তথায় শূদ্রপতি হইয়া দ্বাদশ বৎসর বাস করিলে, তাহার শূদ্রত্বপ্রাপ্তি  
হয় । যদি কোন ব্রাহ্মণ পরস্কার সহিত বিহার এবং বুদ্ধ ভ্রুকে  
মান্য বোধ করিয়া আপনার শয্যার স্থান প্রদান করেন, তাহা হইলে,  
তিনি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া  
উহাদের পৃষ্ঠভাগে তৃণশয্যায় উপবেশন করিলে, শুদ্ধিলাভে সমর্থ হন ।  
ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণের সহিত এক রাত্রি একত্র শয়ন ও  
উপবেশনাদি দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করেন, তিন বৎসর ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের  
পশ্চাত্তাপে তৃণশয্যায় উপবেশন করিলে, তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হয় ।  
ক্রৌড়া, বিবাহ, গুরু কার্যসাধন ও আত্মপ্রাণরক্ষার্থে যে মিথ্যা বাক্য  
প্রয়োগ করা যায়, তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না । স্ত্রীর নিকট  
মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও পাপাবহ নহে । পরম ব্রহ্মসহকারে নীচ  
বাক্তির নিকট হইতেও উৎকৃষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিবে । অপবিত্র পান  
হইতেও অবিচারিত চিতে স্বর্ণ গ্রহণ করা কর্তব্য । নীচকুল হইতেও  
অবিচারিত চিতে স্বর্ণ গ্রহণ করা কর্তব্য । নীচকুল হইতেও স্ত্রীকে  
গ্রহণ এবং বিষ হইতেও অমৃত পান অবিদ্যের নহে । স্ত্রী, রক্ত ও  
জল ধর্ম্মানুসারে পবিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । বর্গদক্ষর  
নিবারণ, গো ব্রাহ্মণের হিত সাধন ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত বৈশ্য ও  
শূদ্র গ্রহণ করিতে পারে । সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্লগমন, ব্রহ্মস্ব  
হরণ ও সুর্য্যপহরণ এই পাঁচটি মহাপাতক । প্রাণভ্যাগই ঐ পাতকসমূ-  
হের প্রায়শ্চিত্ত । লোকে সুরাপান, অগম্যাগমন ও পতিত বাক্তির সহিত  
সহবাস করিলে, অচিরে পতিত হইয়া থাকে । পতিত বাক্তির সহিত  
যাজন, অধ্যয়ন ও বিবাহাদি সম্পর্ক রাখিলেই সমুৎসরমধ্যে পতিত  
হইতে হয় ; কিন্তু উহার সহিত গমন, শয়ন ও ভোজনাদি দ্বারা পাতিত্য  
জন্মিবাব সম্ভাবনা নাই । পুৰ্ব্বোক্ত পাঁচটি মহাপাতক ভিন্ন আর সকল  
পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে । একবার সেই সমুদায় পাপের অনুষ্ঠান  
পূর্বক প্রায়শ্চিত্তবিধান করিয়া কালসহকারে পুনরায় তৎসমুদায় প্রকৃত  
হওয়া নিতান্ত অকর্তব্য । মদাপায়ী, ব্রাহ্মণবাতী ও গুরুতল্লগামী

দেহান্তে প্ৰেতকাৰ্যাদি অনুষ্ঠিত না হইলেও 'অবিচারিত চিত্তে আহা-  
 রাদি কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করা বাইতে পারে । গুরু ৬ অমাত্যগণ পতিত  
 হইলে, ধৰ্মপরায়ণ ব্যক্তি তাহাদিগকে পরিতাগ করিবেন এবং তাঁহারা  
 প্রায়শ্চিত্তের অমুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাদিগের স্ফীত বাক্যলাপও করিবেন  
 না । অধৰ্ম্মাচরণ করিলে, তপোবলে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় । যে  
 ব্যক্তি তস্কর, তাহারে তস্কর বলিলে তাহার সমান পাপগ্রস্ত হইতে হয় ।  
 আর যে ব্যক্তি প্রকৃত তস্কর নহে, তাহাকে তস্কর বলিলে, তস্কর অপেক্ষা  
 দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হইতে হয় । যে কন্যা স্ত্রীয কোমারাবস্থা দূষিত করে,  
 সে ব্রহ্মহত্যা পাপের চারি অংশের তিন অংশ আর যে পুরুষের সংসর্গে  
 উহা দূষিত হয়, সে একাংশমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার  
 বা প্রহার করিলে, লোকে শতবৎসর প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হইতে পারেনা  
 এবং তাঁহাদিগকে বধ করিলে, সহস্র বৎসর নরকে নিপতিত হইয়া থাকে ।  
 অতএব তাঁহাদিগকে তিরস্কার, প্রহার বা বধ করা অতীব অকৰ্ত্তব্য ।  
 ব্রাহ্মণের শরীরে শস্ত্রঘাত করিলে, তাঁহার সেই ক্ষত স্থান হইতে শোণিত  
 নির্গত হইয়া যত ধূলি আর্দ্র করে, প্রহারকর্ত্তাকে তত বৎসর নরকযন্ত্রণা  
 ভোগ করিতে হয় । ব্রাহ্মণের গো ব্রাহ্মণরক্ষার্থ সমরে শস্ত্রদ্বারা নিহত  
 হইলে বা প্রজলিত অনলমধ্যে আগ্নিনির্ক্ষেপ করিলে, পাপ হইতে মুক্ত  
 হইতে পারে । মদ্যপায়ী ব্যক্তি উত্তপ্ত সুরা পান পূৰ্ব্বক শরীর দগ্ধ বা মূঢ়া-  
 মুখে দেহ সমর্পণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে । দূরাশ্রয় পাপ-  
 পরায়ণ ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করিলে, একটি ত্রীলোকের প্রতিকৃতি উত্তপ্ত  
 করিয়া তাহা আলিঙ্গন পূৰ্ব্বক দেহত্যাগ বা পুংস্ত ও বুধন ছেদন পূৰ্ব্বক  
 অঙ্গুলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া নৈশ্চিত কোণে প্রস্থান অথবা ব্রাহ্মণার্থে প্রাণ  
 পরিতাগ কিম্বা অশ্বমেধ, গোমেধ ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূৰ্ব্বক  
 দেহ ত্যাগ করিলে, পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সম্মানলাভে সমর্থ হয় । যে  
 ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, সে দ্বাদশ বৎসর সেই মৃত ব্রাহ্মণের কপাল ধারণ ও  
 ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূৰ্ব্বক আপনার কুকাৰ্য্য প্রখ্যাপিত করিয়া তপোহুষ্ঠান  
 করিবে । আর যে ব্যক্তি গৰ্ভিনীকে নিপাতিত করে, তাহারে উহার  
 দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । যে ব্যক্তি সুরাপান করে, সে ব্রহ্মচারী  
 ও পরিমিতাহারী হইয়া ভূতলে শয়ন এবং তিন বৎসরেরও অধিক অগ্নি-  
 ষ্টোমার যজ্ঞের অনুষ্ঠান বা ব্রাহ্মণগণকে সহস্র বৃষ ও সহস্র ধেনু প্রদান  
 করিলে, পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে । বৈশ্যকে বিনষ্ট করিলে,  
 দুই বৎসর একশত বৃষ ও এক শত ধেনু এবং শূদ্রকে বিনষ্ট করিলে, এক

বৎসর এক বুধ ও একশত ঋতু প্রদান করিবে। কুকর, বরাহ ও উষ্টকে বিনষ্ট করিলে, শূদ্রবধজন্মিত পাপ নিবারণোপযুক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। মার্জার, চাম, মণ্ডুক, কাক, সর্প ও মূষিককে বিনষ্ট করিলে, পশুত্বলা ধর্ম অবলম্বন করিতে হয় ।

একণে অন্যান্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পাপ অন্ন হইলে অমুশোচনা বা এক বৎসরকাল ব্রতানুষ্ঠান করিলে, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। শ্রোত্রিরপত্নীতে গমন করিলে, তিন বৎসর ও অন্য স্ত্রীসংসর্গে দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দিবসের চতুর্থভাগে আহার করিবে অথবা তিন দিন উদকমাত্র পান করিয়া উপবেশন ও হস্তাশনে আছতি প্রদান করিলে পাপ দূরীভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অকারণে পিতা মাতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করে, সে ধর্ম্মানুসারে পতিত হয়। ভাধ্যা ব্যভিচারিণী বা কাণাগারে নিরুদ্ধা হইলে, তাহারে অন্নবস্ত্র মাত্র প্রদান করিবে। ব্যভিচারী পুরুষের যে ব্রত, ব্যভিচারিণী স্ত্রীরেও সেই ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। যে রমণী আপনার স্বামিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকট জাতীর সহিত গংসর্গ করিবে, রাজা তাহাকে প্রকাশ্য স্থানে কুকুরদ্বারা ভক্ষণ করাইবেন। ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও ব্যভিচারী পুরুষকে অগ্নিসন্তপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ন করাইয়া কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করা রাজার কর্তব্য। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া এক বৎসর প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহারে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। দুই বৎসরকাল পতিত ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে, তিন বৎসর এবং চারি বৎসর তাহার সংসর্গে থাকিলে পাঁচ বৎসর পৃথিবী পর্য্যটন ও মৌনব্রত ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুচাবস্থায় স্বয়ং বিবাহ করিলে তাহাকে, তাহার স্ত্রীকে এবং তাহার জ্যেষ্ঠকে পতিত হইতে হয়। ঐ রূপ স্থলে উহাদের তিন জনকেই নষ্টাশি ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত বিধান ও এক মাস চান্দ্রায়ণব্রত বা কচ্ছত্রানুষ্ঠান করিতে হইবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ইহা আপনার স্ত্রী গ্রহণ করুন এই বলিয়া আপনার ভাধ্যা প্রদান করিয়া পরিশেষে জ্যেষ্ঠের আদেশানুসারে সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিবে। অধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিলে, নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। গোতিল্ল অন্য পশুর হিংসা করা সমধিক দোষাবহ নহে। কারণ, পশু-জাতির উপর মনুষ্যগণের আধিপত্য আছে। পশুহিংসা করিলে, চমরীপুচ্ছ পরিধান ও মৃগায়ণাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার কুকর্ম্ম প্রথ্যাপিত করত প্রতিদিন সাত গৃহে ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিবে এবং সেই ভিক্ষার দ্বারা কিছু

লাভ হইবে, তদ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিবে। ঐ রূপ ত্রুতের অনুষ্ঠান করিলে, সে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। আর চমীপুচ্ছ ধারণ না করিলে, মন্বন্তর কাল ঐ রূপ ভিক্ষাত্রুতের অনুষ্ঠান করিবে। যাহার দান করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত দান করা কর্তব্য। আর যাহারা নিতান্ত ধর্মপরাগণ, তাঁহাদের এক মাত্র গো প্রদানে ঐ পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি কুকুর, বরাহ, মনুষ্য, কুকট বা উষ্ট্রের মাংস, মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিবে, তাহার পুনঃসংস্কার বিধান করা কর্তব্য। যে ব্রাহ্মণ সোম পান করেন, তিনি সুরাপায়ীর মূগ গন্ধ আভ্রাণ করিবে, তিন দিন উষ্ণাঙ্ক পান এবং তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিবেন। মনুষ্যেরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা পাপাচরণ করিলে, তাঁহাদিগের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করাই বিধেয়।

### ষট্‌বন্দ্যধিক শততম অধ্যায় । ১৬৬ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ১৬৬ বিশাম্পতে ! সেই সময় অসিযুদ্ধনিপুণ মহামতি নকুল বাক্য প্রয়োগের অবসর পাইয়া শরতলগত ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ ! এই সংসারে শরাসনই মনোহরকৃষ্ট প্রহরণ বলিয়া বিখ্যাত আছে ; কিন্তু আমার বিবেচনায় অসিই সর্বপ্রধান। দেখুন, সমরে কার্ষ্মুক বিশীর্ণ ও অশ্ব সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, একমাত্র অসিধারাই আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়। বীর পুরুষ অসিহস্ত হইয়া একাকীই শবাসনধারী ও গদাশক্তিহীন অসংখ্য বীরকে পরাজিত করিতে পারেন। এক্ষণে সর্ব প্রকার সংগ্রামে কোন্ অস্ত্রকে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণনা করা যায় এবং অগি কি রূপে কাহার জন, কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক উৎপন্ন হইল আর কোন ব্যক্তিই বা পূর্বে উহার আচার্য্য ছিলেন, এই বিষয় জানিবার নিমিত্ত আমার যতাস্ত ক্ষোভহৃৎ জন্মিতেছে ; অতএব আপনি উহা কীর্তন করুন।

ধর্মুর্বেদপারগ শরশযাগত ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ভীষ্মদেব, দ্রোণশিষ্য সুশিক্ষিত ধীমান নকুলের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কৌশলসংযুক্ত বিচিত্রা-র্পসম্বগিত মার বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মাদ্রীতনয় ! তুমি আমারে উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এক্ষণে আমি উহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্বকালে এই জগৎ প্রকারবসর ছিল। তৎকালে নভোমণ্ডল ও মণী-  
তলের কিছুমাত্র নির্দেশ ছিল না। সমস্ত স্থান গভীরদর্শন, তমসাক্রম,  
নিশ্চল ও অপ্রমেয় ছিল। ঐ সময়ে সর্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা জন্ম  
গ্রহণ পূর্বক বায়ু, অগ্নি, সূর্য, আকাশ, উরু; অধঃ, ভূমি, দিক্, চন্দ্র, তারা,  
নক্ষত্র, গ্রহ, সপ্তর্ষি, ঋতু, মাস, পক্ষ; লব ও ক্ষয় সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া  
মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা ও ভগবান রুদ্র এই  
ক একটি মহাতেজা পুত্র উৎপাদিত করিলেন। ঐ সমুদায় বিধাতৃতনয়ের  
বংশসম্মত দক্ষ প্রজাপতি হইতে সৃষ্টি কন্যার উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মর্ষিগণ  
পুত্রলাভার্থ তাঁহাদিগকে বিবাহ করিলেন। ঐ সমুদায় কন্যা হইতে দেবতা,  
পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, অমরা, রাক্ষস, বিহঙ্গম, মৃগ, মীন, শাখামৃগ, মহাভূ-  
জস, জলচরপক্ষী, বিবিধ উদ্ভিজ্জ, শ্বেদজ, অণুজ ও জরায়ুগণের সৃষ্টি  
হইল। এইরূপে ক্রমশঃ সমুদায় স্থাবর জন্ম পরিপূর্ণ হইলে, লোকপিতা-  
মহ ব্রহ্মা বেদসমুদয় সনাতন ধর্ম্ম উৎপাদন করিলেন। তখন দেবতা,  
আদিতা, বসু, রুদ্র, সাধ্যা, সিন্ধু ও মরুদগণ মহর্ষি ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা,  
বশিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, নারদ, পর্কীত এবং কামাপ, বালখিল্য, প্রভাস্য,  
নিকত, ত্তপায়ী, সোমবায়বা, অনলকিরণশ্যই, আকুষ্ঠ, হংস, অনলো-  
দ্ভুত, প্রম্মি ও বানপশু মহর্ষিগণ আচার্য্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে  
সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ,  
বিরোচন, খশর, বিশ্বাস্তি, প্রহ্লাদ নমুচি ও বলি প্রভৃতি ক্রোধলোভসমা-  
বিত অধাৰ্ম্মিক দানবগণ পিতামহের শাসন অতিক্রম পূর্বক অধাৰ্ম্ম্যচরণ  
করিতে আরম্ভ করিল এবং আমাদের সহিত দেবগণের কিছুমাত্র প্রভেদ  
নাই বলিয়া স্পর্ধা করত প্রাণিগণের প্রতি নিতান্ত ক্রূর ব্যবহার ও দণ্ড  
দ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল।

সেই সময় ভগবান ব্রহ্মা মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে হিমালয়ের শত  
যোজন বিস্তৃত মণিরত্নখচিত অত্যন্ত রমণীয় শৃঙ্গে গমন পূর্বক প্রজা-  
গণের হিতকামনার তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সহস্র বৎসর  
অতীত হইলে, তিনি ঐ স্থানে বধানামুদারে এক বিপুল যজ্ঞের অনু-  
ষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞস্থলে যজ্ঞনিপুণ দীক্ষিত মহর্ষিগণ ও দেবগণ  
উপস্থিত ছিলেন; ব্রহ্মর্ষিরা উহার সদস্য হইয়াছিলেন এবং বিধিবিহিত  
সমিৎ, প্রদীপ্ত হত্যাশন ও সমুজ্জ্বল সুবর্ণময় বিবিধ পাত্র উহার অপূর্ব্ব  
শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, অগ্নিকাল পরে  
প্রদীপ্ত হত্যাশন হইতে এক তেজপুঞ্জকলেবর দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ সমুৎখিত হইল।



উহার শরীর সুদীর্ঘ, বর্ণ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামল, দশন সুতীক্ষ্ণ ও উদর অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ। ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র পৃথবী বিকম্পিত হইতে লাগিল। মহাসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া ভীষণ তরঙ্গমালা ও আবর্তে সমাকীর্ণ হইল। গগনমণ্ডল হইতে অনিষ্টকর উদ্ধা সমুদায় ও বৃক্ষ হইতে শাখাসমূহ নিপতিত হইতে লাগিল। দিঅণ্ড অগ্নিসম ও বায়ু প্রতিকূল হইয়া উঠিল এবং প্রাণিগণ বারিষার শঙ্কিত ও ব্যথিত হইয়া ইত-ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই পুরুষকে হত্যাশন হইতে সমুখিত ও হুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাহুত দর্শন করিয়া মহর্ষি, পিতৃলোক ও গন্ধৰ্বগণকে কহিলেন, আমি দৈত্যগণের বিনাশ ও লোকরক্ষার নিমিত্ত অপনামে এই অমিত-পরাক্রম পুরুষকে স্মরণ করিয়াছি। পদ্মযোনি এই কথা কহিবামাত্র সেই পুরুষ স্বায় পূৰ্বরূপ পরিহার পুরুষ তাস্ত্রধার খড়্গা লইয়া কাণা-স্তক যমের ন্যায় শোভমান হইল। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা মহাত্মা মহাদেবকে অধ্যক্ষ্যনবারণ সেই তাস্ত্রধার অগ্নি প্রদান করিলেন।

ভগবান্ ভূতপতি কমলযোনির নিকট খড়্গা গ্রহণ করিয়াহ অন্যরূপ পরিগ্রহ করত 'চতুর্ভুজ' হইলেন। তাঁহার মস্তক স্বাধাৎবেকে স্পর্শ করিল। পরিধান কুণ্ডাজিন কাঞ্চনময় তারকাসমূহে সুশোভিত হইল। মুখমণ্ডল হইতে বিবিধবর্ণ অগ্নিশখা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল এবং ললাট-লোচন সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও অন্য লোচনদ্বয় কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন ভগনেন্দ্রঘাতক শূলপাণি সেই বিধাত্ত্রদত্ত কালাগ্নি সদৃশ প্রভাসম্পন্ন খড়্গা ও বিহ্বলগিত জলধরের ন্যায় ভাষণ চন্দ্র উদ্যত করিয়া যুদ্ধার্থ ভীষণরূপে নানাপ্রকারে বিহরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গোরতর গজ্জন ও হাদ্যশকে দিঅণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল।

তখন দানবেরা, রুদ্রদেব যুদ্ধার্থ অতি ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, হুটচিতে জলন্ত অঙ্গার ও লৌহময় অন্যান্য বোরতর অস্ত্র সমূহ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং অবিলম্বে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সকলেই মুগ্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়িল। তখন ভগবান্ বিরূপাক্ষ খড়্গা ধারণ পূর্বক এমন বেগে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতেছিলেন যে, দৈত্যেরা এক-মাত্র তাঁহাকে সহস্রসংখ্যক বলিয়া বোধ করিয়াছিল। অনন্তর ভগ-বান্ ভূতনাথ সেই দানবদলের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক কাহাকে ছিন্ন, কাহাকে

ভিন্ন, কাহাকে নিপীড়িত এবং কাহাকে বা প্রোথিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাহার খড়াপ্রভাবে অসংখ্য দানবের বাহু ছিন্ন, উক ভগ্ন ও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়াতে তাহারা প্রায় সকলেই ভূতলে নিপতিত হইল । হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ খড়াপ্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চীৎকার করিতে কবিত্তে কেহ কেহ ভূগর্ভে, কেহ কেহ গিরি-গহ্বরে ও কেহ কেহ সলিলমধ্যে এবং কেহ কেহ বা নভোমার্গে পলায়ন করিল । ঐ সময় সেই ভীষণ সংগ্রামকার্য সমুপস্থিত হওয়াতে ভূমিতল মাংস ও রুধির এভাবে নিতান্ত ভীষণ হইয়া উঠিল । দৈত্যগণের রক্তাক্ত কলেবর সকল ইন্দ্রভঃ নিপতিত হইতে লাগিল ; তৎকালে বোধ হইল যেন, সমরাদ্বন্দ্ব কিংকরবৃক্ষবিরাজিত পর্বত সমুদারে পরিব্যাপ্ত হইতেছে ।

ভগবান্ ক্রতুদেব এইরূপে অসুরগণের বধসাধন পূর্বক ভূনগ্নে দর্শ্য প্রচাব করিয়া আপনার ভয়ঙ্কর রূপ পরিত্যাগ ও মঙ্গলপ্রদ শিবরূপ ধারণ করিলেন । তখন ঋষি ও দেবগণ সকলে একত্র হইয়া ভূতচিত্তে তাহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি কবিত্ত লাগিলেন । অনন্তর ভগবান্ ভূতনাগ সেই দৈত্যরক্তাক্ত ধর্মরক্ষার হেতুত্ব উল্লঙ্ঘ্য খড়া বিমুগ্ধে অর্পণ করিলে, বিষ্ণু মরীচিমুণিকে মরীচি, মহর্ষিগণকে, মহর্ষিগণ দেবরাজকে এবং দেবরাজ লোকপালগণকে উহা প্রদান করিলেন । তৎপরে লোকপালগণ স্র্যানন্দন মুগ্ধকে সেই খড়া অর্পণ করিয়া কহিলেন, তুমি মানবগণের অদীপ্তর ; অতএব এই ধর্মনিদান খড়া গ্রহণ পূর্বক প্রজাবর্গকে প্রকিপালন কর । যমুযোরা শরীর ও মন এই উভয়ের প্রীতিসাধনার্থ ধর্মসেতু অতিক্রম করিলে, তুমি ধর্মামুসারে বথোপযুক্ত দণ্ডদান দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবে । লোকে অপরাধ করিলে তাহারা বাক্যদণ্ড বা দনদণ্ড দ্বারা শাসন করা কর্তব্য । অধিক অপরাধ না করিলে, কাহারও অঙ্গবৈকল্য বা বিনাশ সাধন করা বিধেয় নহে । বাক্যদণ্ডপ্রভৃতি দণ্ড সমুদায়কে খড়্জের প্রতিকৃতিরূপ বলিয়া গণনা করা কর্তব্য ।

এইরূপে লোকপালেরা মহামতি যমুকে অসি প্রদান করিলে, তিনি তাহাদের শাসনামুসারে সমুদয় নিয়ম প্রতিপালন করত প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে বহুকালের পর স্বয়ং রাজকাৰ্য্যে বিবক হইয়া জনসমাজের রক্ষাবিধানার্থ স্ত্রী পুত্র স্কুপকে ঐ খড়া প্রদান করিলেন । অনন্তর মহামতি স্কুপ ঈক্ষাকুকে, ঈক্ষাকু পুরুবাকে, পুরুবাকু আয়ুকে, আয়ু নহুষকে, নহুষ যমাতিকে, যমাতি পুরুকে, পুরু অমর্ত্যমাকে,

অমর্ত্যরয়া ভূমিশয়কে, ভূমিশয় ভরতকে, ভরত ঐলবিলকে, ঐলবিল ধুকুমারকে, ধুকুমার কাষোজদেশীয় যুচুকন্দকে, যুচুকন্দ বিরুতকে, বিরুত রৈবতকে, রৈবত যুবনাথকে, যুবনাথ রঘুকে, রঘু ইক্ষাকুবংশীয় হরিনাথকে, হরিনাথর শুনককে, শুনক উশীনরকে, উশীনর ভোজ প্রভৃতি যাদবগণকে, যাদবগণ শিবিকে, শিবি প্রতর্দনকে, প্রতর্দন অষ্টককে, অষ্টক পৃষদথকে, পৃষদথ ভর-  
কাজনন্দন দ্রোণকে এবং দ্রোণ কৃপাচার্য্যাকে সেই খজা অর্পণ করিয়াছি-  
লেন । এক্ষণে তুমি ভাতৃগণের সহিত দ্রোণ কৃপাচার্য্য হইতে সেই উৎকৃষ্ট  
খজা প্রাপ্ত হইরাছ । কৃতিকা ঐ খজোর নক্ষত্র, হতাশন উহার অধিষ্ঠাত্রী  
দেবতা, রোহিণী উহার উৎপত্তি স্থান এবং রুদ্রদেব উহার গুরু । এক্ষণে  
খজোর যে গুহা আট নাম উচ্চারণ করিলে যুদ্ধে জয় লাভ হয়, তাহা  
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । অসি, বিদাসন, খজা, ভীক্ষুধার, দ্রাসদ,  
শ্রীগর্ত, বিজয় ও ধর্ম্মপাল । খজা সমস্ত অস্ত্র-অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । পুরাণে উহা  
মহাদেবের অস্ত্র বলিয়া নির্ণীত হইরাছে । সমরনিপুণ বীর মাত্রেরই এই  
খজাকে পূজা করা অবশ্য কর্তব্য । পূর্বে মহারাজ পৃথু হইতে শরাসনের  
সৃষ্টি হইরাছে । তিনি শরাসনপ্রভাবেই পৃথিবী হইতে বিবিধ রত্ন ও  
প্রভূত শস্য সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীমণ্ডল প্রতিপালন করিয়াছি-  
লেন । অতএব শরাসনেরও সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য । হে মাজীনন্দন !  
এই আমি তোমার নিকট খড্গোৎপত্তিবৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম । ইহা  
শ্রবণ করিলে, ইহলোকে মহীরসী কীর্তি ও পরলোকে অশেষ সুখ লাভ  
হয় ।

—\*—

সপ্তমস্ত্যাদিকশভতম অধ্যায় । ১৬৭ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বিশ্বাম্পতে ! মহাত্মা ভীষ্মদেব এই কথা  
বলিয়া মোনাবলম্বন করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির আপনায় বাসস্থানে গমন  
পূর্ব্বক চারি ভ্রাতা ও বিদুরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজগণ ! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম  
এই তিনের প্রভাবেই লোক যাত্রা নির্বাহ হইতেছে । এক্ষণে ঐ তিনের  
মধ্যে কোন্টি উত্তম, কোন্টি মধ্যম ও কোন্টি অধম এবং কাম, ক্রোধ  
ও লোভ এই ত্রিবর্গ বিজয়ের নিমিত্তই বা কোন্টিরে অবলম্বন করিতে  
হইবে ? তৎসমস্ত বিশেষরূপে কীর্তন কর ।

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, প্রথমে প্রতিভাসম্পন্ন প্রকৃত্ততত্ত্বজ্ঞ

বিহর ধর্মশাস্ত্রামুগার কহিলেন, ধর্মরাজ ! অবিকতর অধায়ন, তপোভূ-  
ঠান, দান, ত্রুকা, যজ্ঞামুগান, কমা, সরলতা, দয়া, সত্য ও সংযম এই সমস্ত  
ধর্মের সম্পত্তি । অতএব আপনি স্থিরচিত্তে ধর্মই অবলম্বন করুন । ধর্ম  
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই । ধর্মপ্রভাবে ঋষি সমুদায় সংসার-  
সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন । ধর্ম সমুদয় লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ।  
দেবতারা ধর্মবল সহকারে উন্নতিলাভ করিয়াছেন এবং অর্থ ধর্মেরই  
অনুগত । অতএব ধর্মই সর্বোপেক্ষা গুরুতর । পণ্ডিতেরা ধর্মকে সর্বোত্তম,  
অর্থকে মধ্যম ও কামকে অধম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন । অতএব  
সংযতমনে সর্বদা ধর্মামুষ্ঠান করা অতীব কর্তব্য ।

মহামতি বিহরের এইরূপ বাক্যাবসানে, ধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞ অর্থশাস্ত্রবেত্তা  
মহাত্মা ধনঞ্জয় ধর্মরাজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! এই কর্ম-  
ভূমিতে কর্মই সর্বোপেক্ষা প্রাশংসনীয় । অর্থ আবার ক্লমি, বাণিজ্য, পশুপা-  
লন ও শিল্প প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যেই প্রধান কারণ । অর্থ ব্যতিরেকে ধর্ম  
ও কাম লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই । অর্থবান্ ব্যক্তি অন্যায়সে অতি উৎ-  
কৃষ্ট ধর্ম আচরণ ও হৃদয় অতিলাভ করিতে সমর্থ হন । ধর্ম  
ও কাম অর্থের অঙ্গস্বরূপ । অর্থ সিদ্ধি হইলেই ঐ উভয় সুসম্পন্ন হয় ।

সংকুলসম্পূর্ণ ব্যক্তিরও সর্বদা ত্রুকার ন্যায় অর্থবান্ ব্যক্তির উপাসনা  
করিয়া থাকেন । ত্রুকারীরাও শিরোমুগুন ও জটাজিনধারণ করিয়া  
দাঁড়, ভ্রমরকাক ও জিতেন্দ্রিয় হইরা অর্থের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্তব্ধ অবস্থান  
করেন । বিদ্বান্ ও শাস্ত্রগণাবলম্বী ব্যক্তির সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক কাষায়  
বস্ত্রধারী ও অশ্রুজ হইয়াও অর্থের অন্বেষণ করিয়া থাকেন । অর্থলাভের  
কামনাতেই লোকে আত্মিক, নাত্মিক ও সংযমী এবং কুল ক্রমাগত  
ধর্মের অনুষ্ঠানে যত্ববান্ হয় । যিনি ভূতগণকে ভোগপ্রদান ও দণ্ড দ্বারা  
শত্রুগণকে পরাজয় করেন, তিনিই যথার্থ অর্থবান্ । কলতঃ আমার মতে  
অর্থই সর্বশ্রেষ্ঠ । হে রাজন্ ! আমার বাঁহা অভিলাষ, তাহা আমিপ্রকাশ  
করিলাম । এক্ষণে নকুল ও সহদেব স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে  
সমুৎসুক হইরাছে, অতএব আপনি উহাদের কথায় কর্ণপাত  
করুন ।

মহাত্মা ধনঞ্জয়ের এইরূপ বাক্যাবসানে, ধর্মার্থকুশল মাদ্রীনন্দন নকুল  
ও সহদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে মহারাজ ! মনুষ্য  
শয়ন, উপবেশন বা বিচরণ করুক, সর্বাবস্থাতেই নানাবিধ উপায় দ্বারা  
অর্থ সংস্থানের চেষ্টা করিবে । অর্থ পরম প্রিয় ও নিতান্ত হৃদয় ।

উহা অধিকৃত হইলে, এই জীবলোকে সৰ্ব্ববায়নাই পূর্ণ হইয়া থাকে । ধর্মসংযুক্ত অর্থ এবং অর্থসংযুক্ত ধর্ম অমৃতমিশ্রিত মধুর নায় অতি রমণীয় । যে ব্যক্তি অর্থবিহীন, তাহার কোন অভিলষাই পূর্ণ হয় না এবং যিনি ধর্মপরা রণ নহেন, তাহার অর্থসম্ভাব হওয়া নিতান্ত দুর্লভ । যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ শূন্য, তাহা হইতে সমুদায় লোক ভীত হইয়া থাকে । অতএব ধর্মকে প্রধান আশ্রয় করিয়া অর্থসাধনে যত্নবান হওয়া অবশ্য কর্তব্য । যাহারা আমাদের এই কথায় বিশ্বাস করে, তাহাদের কিছুই দুর্লভ হয় না । ফলতঃ লোকে অগ্রে ধর্মের অনুষ্ঠান পরে ধর্মের অবিবোধে অর্থোপার্জন এবং তৎপরে কামপ্রতির চরিতার্থতা সম্পাদন করিবে ।

নকুল ও সহদেবের এইরূপ বাক্যাবসানে, মহাত্মা ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ধর্মরাজ ! যে ব্যক্তি কামনাবিহীন, সে কদাপি ধর্ম, অর্থ ও কামের বাসনা করে না ; অতএব কামই ত্রিবর্গের মধ্যে উৎকৃষ্ট । ফলমুলাহারী বায়ুভক্ষ্যাইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল বেদবেদান্ত পারগ স্বাধার নিরত মহর্ষিগণ কামপ্রভাবে প্রজ্ঞা, যজ্ঞ, দান, প্রতিগ্রহ, ও তপস্যায় নিত্য নিরত রহিয়াছেন । বন্ধু, কৃষক, শিল্পী ও দেবশিল্পীগণ কামপ্রভাবেই স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত হইতেছেন । অনেকে কামপ্রভাবে সাগরমধ্যে প্রবৃষ্ট হইতেছে । কাম নানাবিধ । কামদারাই সমুদায় বাণ্য রহিয়াছে । কামশূন্য জীব এখন কন্মে নাই, জন্মিবেনা এবং এখনও বর্তমান নাই অতএব কামই সার পদার্থ । ধর্ম ও অর্থ ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে । যেমন দধি অপেক্ষা নবনীক, তিল অপেক্ষা তৈল, তক্র অপেক্ষা ঘৃত, কাষ্ঠ অপেক্ষা পুষ্প ও ফল উৎকৃষ্ট, তক্রপ ধর্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই শ্রেষ্ঠ । পুষ্প হইতে যেক্রপ মধু উৎপন্ন হয়, তক্রপ কাম হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে । কাম ধর্মার্থের উৎপত্তিস্থান ও আহার স্বরূপ । কাম না থাকিলে, কেহই উপাদেয় গিষ্ঠান ভক্ষণ বা ব্রাহ্মগণকে ধন দান করিত না । ফলতঃ কামের প্রভাবেই লোকে নানাবিধ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে । অতএব ধর্মার্থ অপেক্ষা কামই উৎকৃষ্ট পদার্থ । হে রাজন ! আপনি কামপ্রভাবে বিবিধ ভূষণে বিভূষিত মদমত্ত প্রিয়দর্শন প্রমদগণের সহিত বিহার করুন । কামই আমাদের উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া থাকে । আমি ধর্মার্থকামের যথার্থ অবগত হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি । ইহাতে আপনার সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই । সাধুগণ আমার এই উৎকৃষ্ট যথার্থ বাক্যে অবশ্যই সম্মত করিবেন । ফলতঃ ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকেই সমভাবে সেবা করা অবশ্য কর্তব্য । যে ব্যক্তি উহাদের মধ্যে একটির প্রতি বিবে

যে রূপ পক্ষপাত প্রদর্শন করে, সে অতি অধম ; যে ব্যক্তি সমভাবে দুইটির সেবা করে, সে মধ্যম ; আর যে ব্যক্তি তুল্যরূপে ত্রিবর্গেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে সর্বোত্তম । চন্দ্র-দক্ষাঙ্গ বিচিত্র মালাধারী বীরবর ভীম-সেন এইরূপ কামের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া নিরন্তর হইলেন ।

সর্বশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মপ্রায়গ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের সকলে রসেই বাক্য শ্রবণ ও তাহা বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া সমস্ত অসার বোধ হস্ত-প্রাণে ত্যাগ করিয়া সকলকে সন্তোষজনক পূর্বক করিলেন, হে ধর্ম্মজগণ ! তোমারা সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছ । তোমরা আমাকে য সমুদায় কথা কহিলে, আমি সেই সমুদায়ই শ্রবণ করিলাম । এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, তাহা তোমরা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । যে মহাত্মা পাপ বা পুণ্য অনুষ্ঠান করেন না, ত্রিবর্গের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, লোষ্ট্র ও কাঞ্চনকে সমভাবে দর্শন করেন এবং কোন দোষেই লিপ্ত হন না, তিনি সূত্র হৃৎ ও অর্থদ্বিধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন । এই ভীষ্মলোকে সমস্ত জীবই জন্মমৃত্যুশৃঙ্খলে সংযত এবং জরা ও বিকারের আরম্ভ । ইহারা এই সমুদায় দুর্ভাগ্যক্রমণীয় ব্যাপাকে বারম্বার নিপাড়িত হইয়া মোক্ষকে বিশেষরূপে প্রশংসা করিয়া থাকে । এক্ষণে সেই মোক্ষ যে কি পদার্থ তাহা আমরা কিছুমাত্র বিদিত নহি । ভগবান্ কমলযোনি কহিয়াছেন, যাহারা সংসারস্নেহে আবদ্ধ থাকে, তাহারা কখনই মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে না । আর যাহারা সাংসারিক সূত্র হৃৎপে কদাপি, আভ্যুত, না হন, তাঁহাদিগেরই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । অতএব কোন বস্তুকেই প্রিয় বা অপ্রিয় বিবেচনা করা উচিত নহে । আমি যাহা কহিলাম, ইহাই মার । যাহা হউক, এই পৃথিবীমধ্যে কেহই আপনার ইচ্ছানুরূপ কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে না । বিধাতা আমাকে যে কাণ্ডে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি তাহাই করিতেছি । ভগবান্ বিধাতা সমুদায় জীবগণকেই স্ব স্ব কাণ্ডে নিযুক্ত করিতেছেন ; সুতরাং তিনিই বলবান্ । ফলতঃ লোকে যখন ত্রিবর্গবিহীন হইলেও মোক্ষলাভ করিতে পারে, তখন মোক্ষই আমার বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা হিতজনক ।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে, অর্জুনাদি বীরগণ তাঁহার হেতুযুক্ত মনোগত বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন । অন্যান্য ভূপালগণও ধর্ম্মাত্মজের সেই বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন । রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহা-  
দিগকে প্রীত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে লাগি-

লেন এবং পুনরায় বিজ্ঞবর গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পরম ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলেন ।

—•••—

### অষ্টষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় । ১৬৮ ।

ধর্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! কিরূপ লোক শাস্ত্রস্বভাব ! কাহারো ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সময়ে তিতকার্য্য করিয়া থাকে ? তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্তন করুন । হিতকারী ও হিতবাক্যপ্রোক্তা মুহূর্দ্ অতি হৃদয় ; অতএব আমার বিবেচনায় প্রভূত ঐশ্বর্য্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অপেক্ষা মুহূর্দ্ই শ্রেষ্ঠ ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা কর্তব্য ও কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা অকর্তব্য ; তাহা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । যাহারা লুপ্ত, ধর্ম্মবিবর্জিত, শঠ, নীচাশয়, পাগিষ্ঠ, শঙ্কিত চিত্ত, উদ্যোগবিহীন, দীর্ঘবৃত্তী, কুটিল, লোকনিষিদ্ধ, গুরুদারাপহারী, বাসনাশক্ত, হৃদাশ্রা, নিলজ্জ, নাস্তিক, বেদনিন্দক, কামাসক্ত, অসত্যপরাশয়, লোকের ধ্বংসজন নিয়মলঙ্ঘনশীল, নির্দোষ, কুহিল, ছিদ্রাধেষণতৎপর, সংসারায়িত, মদ্যপায়ী, নির্দয়, ভাষীল, অধীর, নৃশংস ও বঞ্চক ; যাহারা সতত কুমন্ত্রণা করিয়া মিত্রের অপকার ও অন্যের অর্থ অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, মিত্রের নিকট যথোচিত অর্পলাভ করিয়াও সন্তুষ্ট না হয়, মিত্রকে সর্ব্বদা অকার্য্যসাধনে নিযুক্ত করে, অনবহিত ও গোঁড়াবিস্ট হইয়া অযোগ্য লোকের সহিত সহসা বিরোধ এবং তিতকর মিত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, মিত্রের অজ্ঞানুতাবশতঃ অল্পমাত্র অপকার হইলেও তাহার প্রতি ধ্বংসপ্রায় হইয়া কেবল স্বকাঁয়া সাধনের চেষ্টা করে, মিত্রের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিয়া, শত্রুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, হিত কার্য্যকে বিপরীত জান করে, মঙ্গল কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত না হয় এবং সতত প্রাণিগণের বধসাধনে নিরত থাকে, তাহাদিগের সহিত সন্ধি করা কখনই কর্তব্য নহে । যাহারা সম্বৎসরজাত, সম্বন্ধা, জ্ঞান-বিজ্ঞানবিশারদ, রূপগুণ সম্পন্ন, সংসংসর্গপরাশয়, সর্ব্বজ্ঞ, লোভমোহ-বর্জিত, মাধুর্য্যগুণসম্পন্ন, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, বায়ামশীল, সঙ্কলিত, বংশরক্ষক ও নির্দোষ বলিয়া প্রথিত, সাধানুসারে সংকার করি-

লেই বাঁহারা পরিতুষ্ট হন। বাঁহাদিগের সহসা ঘোষ বা বিরাগ উপস্থিত না হয়, বাঁহারা বিরক্ত হইয়াও মনকে পবিত্র রাখেন, অসংকষ্ট স্বীকার করিয়াও সুস্থ কার্য সাধন করেন, মিত্রের প্রতি বিরাগ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত না হন, ক্রোধ, লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া মিত্রকে নির্ধন পুরুষ ও যুবতী রমণীগণের প্রতি বল প্রকাশ করিতে মন্ত্রণা প্রদান না করেন, লোভ ও কাঞ্চনকে সমান জ্ঞান করেন এবং মিত্রের প্রতি একান্ত অনুরাগনিবন্ধন আত্মাভিমানশূন্য হইয়া পরিজনবর্গকে নিগ্রহ করিয়াও সুস্থ কার্য সাধনে যত্নশীল হন, তাঁহারই সন্ধি করিবার যোগ্য পাত্র। যে রাজা ঐ রূপ মনুষ্যগণের সহিত সন্ধি করেন, তাঁহার রাজ্য গুরুপক্ষীর চন্দ্রশির ন্যায় প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ জিতক্রোধ মহাবল পরাক্রান্ত ও কুলশীলসমন্বিত মহাত্মাদিগের সহিত সন্ধি করা সর্বতোভাবে বিধেয়। আমি ইতিপূর্বে যে যে ব্যক্তির সহিত সন্ধি করিতে নিবেদন করিয়াছি, কৃত্রিম ও মিত্রধাতক তাহাদের সকলের অপেক্ষা স্ববন্য; অতএব মেই সকল দুরাচারগণকে যত্নসহকারে পরিতাগ করাই বিধেয়।

ধর্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! কাহাকে মিত্রদ্রোহী ও কৃত্রিম বলিয়া যায়, তাহা আমি শ্রবণ করিতে এদান্ত অভিলাষী হইয়াছি; অতএব আপনি উচ্চ বিশেষরূপে কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! এই স্থলে উত্তর প্রদেশনিবাসী স্নেহুদিগের দেশে যাহা ঘটয়াছিল, সেই প্রাচীন বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিন মধ্যদেশনিবাসী গোতমনামক এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক ব্রাহ্মণবিবর্জিত গ্রামকে যৎপরোনাস্তি সমৃদ্ধি সম্পন্ন দেখিয়া তদ্রূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামে এক সূর্যবর্ণ বিশিষ্ট ধনসম্পন্ন দম্ভ্য বাস করিত। ঐ দম্ভ্য ব্রাহ্মণভক্তিপরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও অতিশয় দানশীল ছিল। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সেই দম্ভ্যর গৃহে উপনীত হইয়া তাহার নিকট এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ও বাসস্থান প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিবামাত্র দম্ভ্য তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া তাঁহাকে এক যুবতী দাসী ও নূতন বস্ত্র প্রদান করিল। তখন গোতম যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সেই দম্ভ্যর গৃহে বাস করত দাসী কুটুম্বদিগের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে বাসনিবন্ধন তাঁহার বাণশিক্ষা করিতে বিশেষ যত্ন উপস্থিত হইল। তখন তিনি প্রতিদিন অরণ্যে গমন পূর্বক দম্ভ্যগণের দ্বারা বনবাসী হংসদিগকে ধ্বংস করিতে



আরম্ভ করিলেন। সর্বদা দম্মাগণের সহবাস হইয়াতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার হিংসাপরায়ণ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডী দম্মার ন্যায় আচরণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি সর্বদা কেবল পক্ষিহত্যাবৃত্তি আশ্রয় করিয়াই সেই দম্মাগ্রামে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অনেক দিবস অতীত হইলে, এক দিন এক জটাজিনধারী স্বাধ্যায়সম্পন্ন বিনীতমূর্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই দম্মাগ্রামে উপনীত হইলেন। ঐ বিশুদ্ধস্বভাব ব্রহ্মচারী গোতমের স্বদেশীয় প্রিয়নাথ ছিলেন। তিনি কদাচ শূদ্রাশ্রম প্রত্যাগমন করিতেন না; সুতরাং সেই দম্মাসমাকীর্ণ গ্রামে ব্রাহ্মণগৃহ অন্বেষণ পূর্বক চতুর্দিক পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে গোতমগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় গোতমও হংসভার স্বন্ধে লইয়া শরাসন ও অন্ত্র ধারণপূর্বক রুধিরাক্ত গাত্রে স্বীয় আবাসে উপনীত হইলেন। সমাগত দ্বিজবর গোতমকে গৃহদ্বারে উপস্থিত দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে বিপ্র! তুমি মধ্যদেশে সন্ধ্যাংশে জন্ম গ্রহণ পূর্বক মোহবশতঃ কি নিমিত্ত দম্মাভাবাপন্ন ও গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে পূর্বকৃত বেদজ্ঞ বিখ্যাত জ্ঞাতিগণকে স্মরণ করা তোমার অতীব কর্তব্য। তুমি সেই মহাত্মাদিগের কুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছ। যাহা হউক, অতঃপর স্বয়ং আপনার তত্ত্ব অনুসন্ধান পূর্বক সত্য, শীল, বিদ্যা, দম, ও দয়ার অনুবর্তী হইয়া অচিরাৎ এই স্থান পরিত্যাগ করা তোমার কর্তব্য।

আগন্তুক ব্রহ্মচারী গোতমের হিত কামনায় এই কথা কহিলে, গোতম আর্তস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহাত্মন! আমি ধনবিহীন ও বেদজ্ঞান শূন্য, এই নিমিত্তই দনাভিলাষী হইয়া এই স্থানে উপনীত হইয়াছি। অদ্য আপনাকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক এই রাত্রি আমার আবাসে অতিবাহিত করুন; কল্যাণে আমরা উভয়েই এখান হইতে গমন করিব। গোতম এই কথা কহিলে, ব্রহ্মচারী তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থিত করিলেন; কিন্তু ক্ষুধায় নিতান্ত অভিভূত হইয়াও কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না।

একোনসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়। ১৭৯।

পরদিন প্রাতঃকালে সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলে, গোতম

স্বীর আবাস হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং গমনকালে পথিমধ্যে কটকগুলি সমুদ্রগমনোন্মুখ বণিকদিগকে দেখিতে পাইয়া পরমানন্দে তাহাদিগেরই সহিত গমন করিতে লাগিলেন । কিঞ্চিৎ কাল পরে সেই বণিকেরা কোন পর্বতগহ্বরে প্রবেশ করিলে, এক মত্ত মাতঙ্গ সহসা বহির্গত হইয়া সেই বণিকদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল । তদর্শনে গোতম-নার পর নাই ভীত হইয়া বহু কষ্টে সেই মাতঙ্গের নিকট পরিত্রাণ পাইয়া প্রাণরক্ষার্থ প্রাণপণে উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইলেন । এবং অসহায় হইয়া একাকী কম্পকুষের ন্যায় বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । পরিশেষে তিনি সমুদ্রগমনের পথ অবলম্বন পূর্বক গমন করিতে করিতে নন্দন বনের ন্যায় রমণীয় এক বনে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন যে, তথায় বৃক্ষ সমুদায় সতত ফলপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে । আম্র বৃক্ষ সর্ব ঋতুতেই ফল প্রসব করিতেছে । শাল, তাল, তমাল, চন্দন ও কাগাওর বৃক্ষ ঐ স্থানের অসাধারণ শোভা সম্পাদন করিয়াছে । বৃক্ষ ও কিন্নরগণ সন্তত উহাতে বিহার করিতেছে এবং নম্রস্বাদন ভাঙ্গ ও ভুলিঙ্গ প্রভৃতি সামুদ্রিক ও পার্শ্বতীয় বিহঙ্গনগণ রমণীয় মপুর গন্ধে আনোদিত পর্বতপ্রান্তে স্বস্বের গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । গোতম সেই সকল বিহঙ্গমের শ্রুতিসুখাবহ সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে ক্রিয়দূর গমন করিয়া এক কাঞ্চনবালুকাদিমাচ্ছন্ন স্বর্ণতুলা সুরমা সমতল প্রদেশে একটী বটবৃক্ষ অবলোকন করিলেন । উহার শাখা প্রশাখা চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে উহা ছত্রের ন্যায় শোভমান হইয়াছে । ঐ বৃক্ষ সতত ফলকুসুমে পরিশোভিত ও উহার মূলদেশে চন্দন-মলিলে সংস্কৃত । গোতম সেই মনোহর পবিত্র বটবৃক্ষ অবলোকন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে উহার মূলদেশে উপবেশন করিলেন । সেই সময় সুগন্ধি সমীরণ গোতমের শরীর পুলকিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল । গোতম সেই সুশীতল বায়ুপ্রভাবে গতশ্রম হইয়া তথায় পরম সুখে শয়ন করিলেন ।

কিয়ৎকাল পরে সূর্য্যদেব অস্তমিত ও সায়াংকাল প্রাভূত হইল । এই অবসরে ব্রহ্মার প্রিয়মখা কশ্যপতনয় নাড়ীজয় নামে এক বক ব্রহ্মলোক হইতে তথায় আগমন করিল । উহার আর একটী নাম রাজধর্ম । ঐ পক্ষী দেবকন্যার গর্ত্তজাত ও দেবতার ন্যায় প্রভাশালী ।

গোতম সেই সমলঙ্কৃতদেহ পক্ষীকে অবলোকন করিবামাত্র শান্তিশর বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষুণ্ণপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া উহাকে বিনাশ

কোথায় এবং আপনি কোন্ বংশেই বা দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়চিন্তে যথার্থরূপে আমার নিকট কীর্তন কর। তখন গৌতম কহিলেন, মহারাজ ! আমি যথার্থ কহিতেছি, মধ্যদেশ আমার জন্মভূমি ; কিরাতভবন আমার বাসস্থান এবং আমি এক বিধবা শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছি ।

গৌতম এই কথা কহিলে, রাক্ষসরাজ এইরূপ চিত্ত করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কি করা কর্তব্য । ইনি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । মহাত্মা রাজর্ষের সহিত ইহার সৌহার্দ আছে এবং সেই মহাত্মাই ইহা করে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । মহাত্মা রাজর্ষ আমার ভাতা, বাক্য ও প্রিয় কথা ; অতএর যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন, আমাকে তাহাই করিতে হইবে । আজি কার্তিকী পৌর্ণমাসী আজি আমাকে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে । আমি সেই উপলক্ষে ইহাও ভোজন করাইয়া প্রভূত ধন দান করিব । ইনি আমার ভাগ্যক্রমেই এই পবিত্র দিনে আমার গৃহে অতিথি হইয়াছেন । তাঁর বিপ্রগণকে যে সকল ধন দান করিতে হইবে, তাহাও প্রস্তুত রাখিয়াছে ।

রাক্ষসরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কৃতমান গুটবজ্রধারী নানালঙ্কারভূষিত সহস্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তথায় উপনীত হইলেন । রাক্ষসাদিপতি তাহাদিগকে দেখিবামাত্র সত্বরে গাত্রোপান করিয়া যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন । ভূত্যেরা তাহার আজ্ঞাক্রমে ব্রাহ্মণগণকে দিব্যকুশাসন সকল প্রদান করিল । অনন্তর ব্রাহ্মণেরা কুশাসনে উপবেশন করিলে, রাক্ষসেন্দ্র বিবিধপূর্বক তিল, কুশ ও জলদ্বারা তাহাদের পূজা করিলেন । পিতৃলোক, ছত্ৰাশন ও বিশ্বদেবের প্রতিমূর্তি সমুদায় গন্ধপুষ্পাদি বিবিধ উপচার দ্বারা পূজিত হইয়া শশধর সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । অনন্তর রাক্ষসেন্দ্র সেই বিপ্রগণকে স্নাতমুসংযুক্ত দিব্যান্নপরিপূর্ণ হীরকাস্তিত স্বর্ণপাত্র সমুদায় প্রদান করিলেন । ব্রাহ্মণেরা প্রতিবৎসর আষাঢ়ী ও মাঘী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষসের গৃহে পরম সমাদরে স্বেচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজন দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন । আর শরৎকাল অতীত হইলে, কার্তিকী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষস বিপ্রগণকে বথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন । রাক্ষসেন্দ্র তদনুসারে ঐ দিন দক্ষিণা দানের নিমিত্ত অজিন, রাক্ষব, স্ববর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, প্রবাল ও মহামূল্য হীরক প্রভৃতি বিবিধ রত্ন সমুদায় রাশীকৃত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, বিপ্রগণ ! আপনারা স্বেচ্ছানুসারে

মহাত্মা বিরূপাক্ষ এই কথা কহিবামাত্র বিপ্রগণ স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলেন । তখন রাক্ষসরাজ নানাদেশ হইতে সমাগত রাক্ষসদিগকে ব্রাহ্মণগণের মনিষ্টমাধনে নিবারণ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বিপ্রগণ ! কেবল আজিকার দিবস রাক্ষস হইতে আপনাদের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই । অতএব আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না ; অচিরে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন । সেই ব্রাহ্মণেরা যথেষ্ট ধন গ্রহণ করিয়া চারি দিকে ধাবমান হইলেন । সেই সময় গৌতমও অতিভার স্বভার গ্রহণ পূর্বক যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া সেই বটবৃক্ষমূলে উপনীত ও উপবিষ্ট হইলেন ।

কিঞ্চিংক্ষণ পরে মিত্রবংশল রাক্ষসদ্বয় তথায় আগমন করিল এবং গৌতমকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রদ্বন্দ্ব করত মহানন্দে স্বীয় পক্ষপুট বীজনদ্বারা তাঁহার শ্রমোপনোদন পূর্বক খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিল । তখন গৌতম উত্তমরূপে আহার ও বিশ্রাম করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি লোভপ্রযুক্ত শ্রমোপজীবীর ন্যায় এই ভার সংগ্রহ করিয়াছি । বিশেষতঃ আমারে দূর পথে গমন করিতে হইবে । কিন্তু পশ্চিমমুখে আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি, এমন কোন আহারসামগ্রীই দেখিতেছি না, অতএব এক্ষণে এই বককেই নিহত করা কর্তব্য । ইহার দেক মাংসরাশিতে পরিপূর্ণ । ঐ মাংসদ্বারা আমার অক্লেশেই পাথের নিক্ষেপ হইবে । হৃৎকম্পিত কৃত্ত্ব গৌতম মনে মনে এইরূপ চরভিসি করিয়া বকরাজের সংহারার্থ গাত্রোথান করিলেন ।

—•••—

দ্বিসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় । ১৭২ ।

হে ধর্ম্মরাজ ! গৌতম যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, বকরাজ সেই স্থানের অনতিদূরে হতাশন প্রজ্জ্বলিত করিয়া স্বয়ং বিশ্বস্তমনে ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশে শয়ন রহিয়াছিল । পাপপরায়ণ গৌতম ঐ বককে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রিত দেখিয়া প্রজ্জ্বলিত হতাশন দ্বারা তাহারে বিনষ্ট করিলেন । ঐ সময় ঐ কার্য্য সে নিতান্ত পাপজনক, তাহা একবারও তাঁহার চিত্তে উদয় হইল না ; প্রভূত যৎপরোনাস্তি আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল । তখন তিনি ঐ বককে পক্ষরোমন্থ্য ও অনলে সূপক করিয়া সেই সমুদায় স্তবর্ণের সহিত গ্রহণ পূর্বক ক্রতপদসকাবে গমন করিতে লাগিলেন ।

এ দিকে সেই দিন গত হইলে, রাক্ষসেন্দ্র বিরূপাক্ষ স্বীয় সখা রাজধর্মকে নিরীক্ষণ না করিয়া আপনার পুত্রকে কহিৎ বৎস ! আজি রাজধর্মকে অবলোকন করিতেছি না কেন ? সে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ব্রহ্মাকে বন্দনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকে ; প্রত্যাগমনকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কখনই গৃহে গমন করে না । কিন্তু আজি দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল, সে আমার গৃহে আগমন করে নাট । তাহার নিমিত্ত আমার চিত্ত সাতিশয় বিচলিত হইতেছে ; অতএব তুমি শীঘ্র তাহার অনুসন্ধান কর । আমার বোধ হইতেছে যে, সেই স্বাধারশূন্য ব্রাহ্মণবিহীন দ্বিজাধ্যম গৌতম তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকিবে । সেই দুরাত্ম্যর ভাবভঙ্গী দেখিয়াই তাহাকে ভীষণকার নির্দয় ছুট ও দস্যুর ন্যায় জঘনা বলিয়া বোধ হইয়াছিল । ঐ দুরাত্ম্য সেই স্থানে গমন করাতেই আমার চিত্ত সাতিশয় বিচলিত হইতেছে ; অতএব তুমি অচিরাৎ রাজধর্মের আধাসে গমন করিয়া সে জীবিত আছে কি না, তাহা অবগত হইয়া আটস ।

রাক্ষসেন্দ্র বিরূপাক্ষ এই প্রকার আদেশ করিলে, তাঁহার পুত্র অনাত্ম্য রাক্ষসগণ সমভিবাহারে তৎক্ষণাৎ রাজধর্মের আধাসে উপনীত হইয়া সেই বটবৃক্ষের নিকট তাহার অস্তি সকল নিপতিত অবলোকন করিল । যকের অস্তি দর্শনে রাক্ষসনন্দনের হৃৎথের আর পরিমীমা রহিল না । তখন । অবিরল বাষ্পাকুললোচনে গৌতমকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে অন্যান্য রাক্ষসগণের সহিত ধাবমান হইল এবং বহুদূরে গৌতমকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে রাজধর্মের পক্ষান্তিরণশূন্য মৃত দেহের সহিত গ্রহণ পূর্বক মেরুব্রজে রাক্ষসাধিপতি বিরূপাক্ষের নিকট গমন করিল । রাক্ষস রাজ স্বীয় মিত্রের মৃত দেহ দর্শনে হৃৎথে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া অমাত্য ও পুরোহিতগণ সমভিবাহারে বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন । সেই সময় তাঁহার গৃহমধ্যে রাজধর্মের বিরোগনিবন্ধন বোরতর আর্তনাদ সমুখিত হইল । আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিল ।

অনন্তর মিত্রবৎসল বিরূপাক্ষ ক্রুতশ্র গৌতমের প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় পুত্রকে কহিলেন, বৎস ! তুমি অন্যান্য রাক্ষসদিগের সহিত মিলিত হইয়া অচিরাৎ এই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বধসাধন কর । ইহার মাংস ভোজন করিয়া রাক্ষসেরা পরিতৃপ্ত হউক । এই দৃশ্যকি নিতান্ত পাপপরাধ ; আমার বিবেচনায় তোমাদের হস্তে ইহার

সুতরাং হঠাৎই ভোর । রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ এইরূপ আদেশ করিলে, তত্ক্ষণাৎ বোরবিক্রম রাক্ষসগণ তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্বক কহিল, রাজন ! এই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে আমাদের কিছুতেই প্রতিজ্ঞা-  
তেছে না । আপনি ইহাকে দম্বাদিগের হস্তে অর্পণ করুন । এই পাপি-  
ষ্ঠকে আমাদের আহারার্থ প্রদান করা আপনার কর্তব্য নহে । রাক্ষসেরা  
বিনীতভাবে এই প্রার্থনা কহিলে, বিরূপাক্ষ তাহাদের বাক্যে সন্তুষ্ট  
হইয়া কহিলেন, তবে আজিই এই কৃতঘ্ন বিপ্রেয় দেহ দম্বাগণের হস্তে  
অর্পণ কর ।

তখন সেই রাক্ষসেরা রাক্ষসরাজের অনুমতিক্রমে পাঁচিশহারা গৌতমের  
কণ্ঠে বস খণ্ড খণ্ড করিয়া দম্বাদিগের হস্তে প্রদান করিতে লাগিলেন । কিন্তু  
দম্বাগণও সেই নীচাশয়েই মাংসভক্ষণে চটুকু হইল না । হে ধর্মরাজ !  
যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন ও, রাক্ষসগণও তাহাকে ভক্ষণ করে না । যে মনুষ্য  
এক্ষণে, মদ্যপায়ী, ভ্রমর ও ব্রতঘাতক, তাহার বরং নিস্তার আছে,  
কিন্তু যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, তাহার কোনরূপে নিকৃতি লাভের সম্ভাবনা  
নাই । যেনবায়ম মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও নৃশংস, যে রাক্ষস বা অন্যান্য  
কীটদিগেরও খাদ্য দ্রব্যমধ্যে পরিগণিত হয় না ।

### ত্রিসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ১৭৩ ।

অনন্তর প্রবলপ্রতাপ বিরূপাক্ষ নানারত্নবিভূষিত বস্ত্রালঙ্কারসমবিত্ত  
সুগন্ধময় চিতা প্রস্তুত ও প্রজ্জ্বলিত করিয়া বিধানানুসারে বিহগ-  
রাজ রাজধর্মের প্রেরণার্থ সম্পাদন করিতে লাগিলেন । সেই সময়  
বকমাতা দাক্ষায়ণী ঐ চিতার উপরিজ্বাণে প্রাহুভূতা হইলেন । তাহার  
আশ্রয় হইতে অবিরত ক্ষীর্ণমিশ্রিত ফেন নির্গত হইতে লাগিল ।  
সেই ফেন রাজধর্মের চিতাতে নিপতিত হওয়াতে বকপতি উহার  
স্পর্শমাত্র পুনরুজ্জীবিত হইয়া চিতা হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক রাক্ষস-  
রাজ বিরূপাক্ষের নিকট উপনীত হইল । ঐ সময় হুররাজ ইন্দ্র সেই  
রাক্ষসভবনে সমাগত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! তুমি  
সৌভাগ্যক্রমে রাজধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছ; এক্ষণে আমি উহার  
পূর্ববৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর ।

পূর্বে ঐ বকরাজ রাজধর্ম ভগবান ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত।

হওয়াতে তিনি জুঁকু হইয়া উহাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে যখন সে আমার সভায় সমাগত হইল, তখন তাহাকে নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে হইবে। হে রাজস্বামী ! ভগবান্ কমলযোনির সেই শাপপ্রভাবেই এই বকপতি গৌতম কতক নিহত হইয়াও অমৃত-স্পর্শে পুনরায় জীবন লাভ করিল।

দেবরাজ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, রাজধর্ম্ম তাঁহাকে প্রণতি-পূর্ব্বক কহিল, ত্রিদেশেশ্বর ! যদি আমার প্রতি আপনার অনুকম্পা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আপনি আমার পরম মিত্র গৌতমকে জীবন প্রদান করুন। তখন সুররাজ ইন্দ্র বকের প্রার্থনাবাক্য শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া অমৃত নিবেদনদ্বারা গৌতমকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। অনন্তর বকপতি রাজধর্ম্ম পাশাপাশি মিত্র গৌতমকে তাহার ধনসম্পত্তির সহিত গমন করিতে আদেশ করিয়া প্রীতমনে স্বীয় আবাসে গমন পূর্ব্বক তথা হইতে ব্রহ্মভবনে উপনীত হইলেন ভগবান্ ব্রহ্মা মহামতি রাজধর্ম্মকে সন্দর্শন করিয়া যথাবিধানে তাহার অতিথি সংকার করিলেন। এ দিকে গৌতমও ক্রিয়াতমসনে উপনীত হইয়া সেই শূদ্রার গর্ভে দুর্জয়শীল পুত্র সমুদ্ভব উপাদন করিতে লাগিলেন। গৌতম বক বধ করিলে, দেবতার। তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে এই কৃতজ্ঞ পাশাপাশি গৌতম বিধবা শূদ্রার গর্ভে কতকগুলি পুত্রোৎপাদন করিয়া পরিণামে নিররগামী হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ ! পূর্ব্বক মহর্ষি নারদ আমার নিকট যে ইতিবৃত্ত কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা স্মরণ করিয়া তোমার নিকট অবিকল কীর্তন করিলাম। কৃতজ্ঞের যশ, আশ্রয় বা সুখ কোথাও নাই। কৃতজ্ঞেরা নিরাস্র অশ্রুজের। উহাদের কিছুতেই নিস্তার নাই। মিত্রের অনিষ্টোচ-কণা তাহারও উচিত নহে। মিত্রদ্রোহী ব্যক্তিকে চিরকাল ঘোরতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মিত্রের হিতাধী ও কৃতজ্ঞ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। মিত্র হইতে সম্মানলাভ, ভোগ্য বস্তুর উপভোগ ও বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। অতএব বিবিধরূপে মিত্রের অচ্ছিন্নতা করা বিচক্ষণ ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। সুপণ্ডিত ব্যক্তি পাশপরাগ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে পরিজ্ঞাপন করিবেন। মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি কুলাস্রার, পাশাপাশি ও নরাদম বলিয়া পরিগণিত হয়। হে ধর্ম্মরাজ ! এই আমি তোমার নিকট মিত্রদ্রোহী ও কৃতজ্ঞের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর শুনিতে অভিলষি হয়, তাহা বাক্য কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনমেজয় ! মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্ম-  
দেবের নিকট এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন ।

আপদর্শ্য পর্বাদ্যায় সম্পূর্ণ ।

—:—

মোক্ষদর্শ্য পর্বাদ্যায় ।

১১: দ্বাদশ অধিকশততম অধ্যায় । ১৭৪ ।

ধর্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! আপনি শুভ রাজধর্ম্মাশ্রিত আপদর্শ্য  
কীর্তন করিলেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম সমস্ত আশ্রমীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্তন  
করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! ধর্ম্ম বহুরাসকুল । যে কোন প্রকারে  
হউক, ধর্ম্মাচরণ করিলে, উহা কখনই বিফল হয় না । আশ্রমসমূহে স্বজ্ঞা-  
মুষ্ঠান প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমূহের ফল অদৃশ্য ।  
পরলোকেই ঐ সকলের ফল লব্ধ হইয়া থাকে । কিন্তু তপস্যার ফল দৃশ্য ।  
তপোমুষ্ঠান দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মিলে, ইহলোকেই ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ-  
কার ও অপার আনন্দ লাভ হইয়া থাকে । লোকে যে যে বিষয়ে একান্ত  
আসক্ত হয়, সেই সেই বিষয়ই তাহার শ্রেয়স্কর খলিয়া বোঝ হয় । ধর্ম্মাশ্র-  
মীগণ দ্বারা চিত্তকে পবিত্র করিতে পারিলেই সংসার তৃণাদির ন্যায় তুচ্ছ  
বোধ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি দেহধারী হইয়া জনসমাজে বদ্ধ থাকে  
তাহাকে নিশ্চয়ই অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয় । অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি  
ইহলোকে মোক্ষলাভের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিবেন ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! অর্থনাশ বা পুত্র কলত্র ও পিতার  
মৃত্যু হইলে, কোন বুদ্ধি অবলম্বন দ্বারা শোক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়,  
তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ধনক্ষয়, পিতৃবিয়োগ ও স্ত্রীপুত্রের নিধন নিব-  
ন্ধন যে ব্যক্তি কাতর হয়, সে শম ও দামাদি অবলম্বন পূর্বক শোক নিবারণ  
করিবে । এই উপলক্ষে আমি একটি পুরাতন ইতিবৃত্ত কীর্তন করিতেছি,  
শ্রবণ কর ।

পূর্বে এক ব্রাহ্মণ পুত্রশোকসমুগ্ধ মহারাজ সোনজিতের নিকট আগমন  
পুষক কহিয়াছিলেন, রাজনু ! তুমি অজ্ঞানের ন্যায় কি নিমিত্ত অনুভাপ



করিতেছ ? কিছুদিন পরে তোমার নিমিত্ত লোকে শোক প্রকাশ করিবে এবং যাহারা তোমার নিমিত্ত শোকার্ত হইবে, তাহারা আবার শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইবে। ফলঃ কি তুমি, আমি, কি তোমার অনুচরগণ সকলেই যে পুরুষ হইতে ইহলোকে আগমন করিয়াছে, পরিশেষে তাঁহাতেই লীন হইবে।

সোনজিৎ কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি কিরূপ বুদ্ধি, তপসা, সমাধি, জ্ঞান ও শাস্ত্রবল আশ্রয় করিয়া বিবাদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, আমার নিকট কীর্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্ ! কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষী সমুদায় প্রাণীকেই স্ব স্ব কৰ্ম্মনিবন্ধন হুংখ ভোগ করতে হইতেছে। আমি আপনার আত্মাকেও আপনার বলিয়া বিবেচনা করি না। আবার সমস্ত জগৎকেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। আর পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুতেই যে, আমার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিগণের অধিকার আছে, ইহাও আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি। এই জন্যই আমার মনে হর্ষ বা বিবাদ উপস্থিত হয় না। যেমন মহাসাগর মধ্যে দুই খণ্ড কাষ্ঠ একবার পরস্পর ঘর্ষিত ও পুনঃ পুনঃ ঘর্ষিত হইয়া থাকে তদ্রূপ লোকের পুত্রপৌত্র জাতি প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ একবার তাহার সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন পরে বিয়োগ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে যখন সংসারমধ্যে আত্মীয়গণের বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে তখন নির্দায়ক রহিয়াছে, তখন তাহাদের স্নেহে অভিভূত হওয়া যথার্থই কর্তব্য নহে। তোমার পুত্র চন্দ্রের অগোচর চিরস্থ মহাপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, পুত্রের তাহাকেই লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমার সেই পুত্র তোমার বথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারে নাট এবং তুমিও তাহারে বিশেষরূপে জানিতে পার নাট; তবে তুমি কি নিমিত্ত অত্যাচার করিতেছ ? বিষয় লাভে তপ্ত না হওয়াই হুংখের ও হুংখনাশট সুখের কারণ। সুখ হইতে হুংখ ও হুংখ হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জগতে সুখ ও হুংখ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে; সকলেই সুখের পর হুংখ ও হুংখের অবসানে সুখ লাভ করিয়া থাকে। কেহই চিরকাল হুংখ বা সুখ ভোগ করে না। তুমি পূর্বে সুখ ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে হুংখ ভোগ করিতেছ, কিছুদিন পরে সুখ ভোগ করিতে পারিবে। কেহই সুখ ও হুংখের আশ্রয় নকর; অতএব শরীরিগণ শরীর দ্বারা যে রূপ কার্য্যের অনুভব করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। জীবন দেহের সহিতই উৎপন্ন হয়, দেহের সহিতই বর্তমান থাকে এবং

দেহের সহিত ঠিক বিনষ্ট হইয়া যায় । বিষয়াসক্ত অকৃতার্থ মনুষ্যগণ নানাপ্রকার স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া সলিলস্থ সিকতাময় সেতুর ন্যায় অচিরেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । তৈলকারাগারের ন্যায় অজ্ঞানসত্ত্ব ক্রেশপরম্পরা তিলরাশির ন্যায় প্রাণিগণকে আক্রমণ করিয়া সংসার চক্রে অবিরত নিপীড়িত করিতেছে । নিরোধ মানবগণ ভাষ্যাদির পোষণার্থ চোখা প্রভৃতি বিবিধ কুকার্ণের অনুষ্ঠান করিয়া স্বয়ং একাকী উভয়লোকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । যাহারা পুত্রকলরু কুটুম্বাদির প্রতি নিতান্ত অহরক্ত হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই মহাপক্ষে নিপতিত জীর্ণ বনহস্তীর ন্যায় শোকার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয় । ধনক্ষয়, পুত্রবিরোগ ও জ্ঞাতিবন্ধু প্রভৃতি আত্মীয় বর্গের মৃত্যু হইলে লোকে দাবানলতুল্য বিষম দুঃখে দগ্ধ হইয়া থাকে । এই সংসারনধো সুখ দুঃখ এবং ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য সমুদায়ই দৈবারক্ত । কি বন্ধুবিহীন, কি বন্ধুসম্পন্ন, কি শত্রুসমাক্রান্ত, কি মিত্রগণের সমাদৃত, কি নিরোধ সমুদায় ব্যক্তিই দৈবপ্রভাবে সুখলাভ করিয়া থাকে । সুছদাণ সুখের ও শত্রুগণ দুঃখের হেতু নহে । প্রজ্ঞাপ্রভাবে অর্থ ও অর্থ হইতে সুখ লাভ হয় না । বুদ্ধি ধনলাভের ও মুঢ়তা অর্থনাশের কারণ নহে । কি বুদ্ধিমান, কি নিরোধ, কি বীর, কি ভীক, কি অলস, কি দীর্ঘদর্শী, কি ইক্ষল, কি বলবান, সকলকেই সুখ আশ্রয় করিয়া থাকে । ফলতঃ দৈব যাহারে সুখ প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয় । দৈব অহুকুল না হইলে, সুখভোগের চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল । বৎস, গোপ, স্বামী ও তত্ত্বর ইহাদের মধ্যে যে খেচুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী ; অন্যের তাহার প্রতি মমতাপ্রকাশ করা বিড়ম্বনামাত্র । ইহলোকে যাহারা সুসুপ্তি লাভ করিতে পারেন, অথবা যাহারা সতত নিষ্কিরণ সমাধি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহারা ই ব্রহ্মপদার্থ লাভে সমর্থ হন । ভেদদর্শীদগকে আশ্রয় কষ্ট ভোগ করিতে হয় । পণ্ডিতগণ সমাধি বা সুযুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ; অন্য পথে পদার্পণ করিতে কখনই তাহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না । ফলতঃ সুসুপ্তি ও সমাধি দ্বারাই লোকের যথার্থ সুখভোগ হইয়া থাকে । যাহারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিসুখ লাভ করিয়া সুখ দুঃখশূন্য ও মাৎস্যব্যবহীন হইয়াছেন, অর্থ বা অনর্থ কখনই তাহাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারে না । যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, অথচ শ্রীজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে অবশ্যই সতত সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় । সঙ্গসঙ্গিবেকবিহীন গকিত মূর্খেরাই শত্রুজয় ও পরের অবমাননা করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের ন্যায় যার পর নাই আত্মাদিত হইয়া

সর্বদা কালযাপন করিয়া থাকে। সুখের পরিণামেই দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য ও বিদ্যাদক্ষ ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে; অলস ব্যক্তি কখনই ঐ দুই পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কি সুখ, কি দুঃখ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয় তাহাই উপস্থিত হউক না কেন, সুস্থচিত্তে তাহাই অনুভব করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য। এই সংসারে শোক ও ভয়ের বিষয় সহস্র সহস্র রহিয়াছে। ঐ সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিদিগকে অভিভূত করে, পণ্ডিতগণকে কদাপি বিচলিত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, কৌশলজ্ঞ, শাস্ত্রাভ্যাস-নিরত, অশ্রুয়াবিশীন, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি স্থিরচিত্ত হইয়া সমাধি দ্বারা ব্রহ্মভূত হইতে পারেন, লোকে কখনই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সন্মত হয় না। ঘেহের কোন অঙ্গও যদি শোক, ত্রাস, দুঃখ ও আশ্রাসের হেতু হয়, তাহা পরিত্যাগ করা অবশ্য বর্তব্য। বিষয় সকলের মধ্যে বাহ্যতে মনতা জন্মে, তাহাই পরিতাপের হেতু হইয়া উঠে। আর বাহ্য পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, তৎসমুদায় হইতেই সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিষয়সুখাসক্ত মনুষ্য বিষয়সুখ অন্বেষণ করিতে করিতে বিনষ্ট হয়। ঐহিক বিষয়সুখ বা স্বর্গীয়সুখ প্রারাগজনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। কি পণ্ডিত, কি মূর্থ, কি বলবান্ কি দুর্বল সকলেই পূর্বজন্মকৃত শুভাশুভ কার্যের ফলভোগ করিবে। এইরূপে সুখ দুঃখ এবং প্রিয় অপ্রিয় বিষয় জীবমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে। পণ্ডিতেরা ঐ বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া কিছুতেই অভিভূত হন না। তাঁহারা সর্বদা বিষয় সমূহের নিন্দা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং কামকে ক্রোধের মূল ও লোকক্লেশের হেতু বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। পুরুষের বিষয়বাসনা সকল কৃষ্ণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে দলুপ্ত হইয়া যায়, তখনই তিনি আত্মজ্যোতিঃপ্রভাবে স্বয়ং আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। যখন তিনি ভয়, বিষয়াশ্রয় ও বিবেচ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন, যখন কায়মনোবাক্য ক্রোধরও অনিষ্টচেষ্টা না করেন এবং যখন তাহা হইতে কেহই ভীত না হয়, সেই সময়েই তাঁহার পরম পদার্থ ব্রাহ্মপদার্থ লাভ হইয়া থাকে। আর যখন তিনি সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, ভয়, সন্তপ এবং প্রিয় অপ্রিয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন সেই সময়ের প্রাপ্য লাভ প্রসাদ হইয়া উঠে। দুঃখিতরা বাহ্য কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না, মনুষ্য জীর্ণ হইলেও বাহ্য জীর্ণ হয় না এবং বাহ্য প্রাপ্যভকর রোগ বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই বিষয়ত্বটিকে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী।

পূর্বে পিঙ্গলা নামে এক বৈশ্য বাহা কহিয়াছিল এবং ক্রোধের সময়  
যে রূপ সনাতন ধর্ম লাভ করিয়াছিল, আমি এই উপলক্ষে তাহা কীর্তন  
করিতেছি, শ্রবণ কর । একদা ঐ বৈশ্য সন্ধ্যাকালে স্ত্রীর প্রিয়তম কর্তৃক  
বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল । সেই কষ্টের সময় দৈবপ্রভাবে  
তাহার শাস্তবুদ্ধি উপস্থিত হইল । তখন সে ক্ষোভ করিয়া কাঁদিতে লাগিল,  
হায় ! যে সর্বস্বামী নির্বিকার পুরুষ আমার জন্মে অবস্থান করিতেছেন,  
আমি এককাল কামাদিহারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি । এক দিনও  
জন্মানন্দকর পরমায়ার শরণাগত হই নাই । আজি আমি আত্মজ্ঞানপ-  
ভাবে অজ্ঞানভ্রমস্থান নবহারসম্পন্ন গহ সমাচ্ছন্ন করিব । পূর্বে যে ব্যক্তির  
প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলাম, সেই রাক্তি সমাগত হইলে, কখনই  
তাহারে কাস্ত বলিয়া বোধ করিব না । এক্ষণে আমার তত্ত্বজ্ঞান সমুপস্থিত  
হইরাছে ; সুতরাং সেই নরকরূপী ধূর্তেরা পুনরায় আমাকে বাক্যনা করিতে  
সমর্থ হইবে না । দৈববলও কামাত্মবীণ পূর্ণফলে অনর্থক অর্থরূপে পরিণত  
হইয়া থাকে । আজি আমি জ্ঞানবলে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ ও জিতেন্দ্রি-  
রতা লাভ করিয়াছি । আশাবিহীন মনোভাবাই পরম স্থখে নিদ্রিত হইয়া  
থাকেন । আশা পরিত্যাগ অপেক্ষা পরম স্থখের কারণ আর কিছুই নাই ।  
পিঙ্গলা এইরূপে আশা বিসর্জন পূর্বক স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে  
লাগিল ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! রাজা সোনাজিৎ ব্রাহ্মণের এই সমস্ত ও  
অন্যান্য বুদ্ধিসঙ্গত উপদেশ শ্রবণ করিয়া শোক পরিত্যাগ পূর্বক প্রকৃতিস্থ  
হইয়া হার পর নাই গুরুত্ব হইলেন ।

### পঞ্চসমুদ্রত্যাগিকশততম অধ্যায় । ১৭৫ ।

ধর্মরাজ কহিলেন পিতামহ ! এত সর্বভুক্তকরকর কাল অতি সম্বরে  
অতিক্রান্ত হইতেছে ; সুতরাং মনুষ্য কি আকারে প্রয়োজন করিব ?  
তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! আমি এই উপলক্ষে পিতা পুত্র সংবাদ নামে  
এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে কোন স্বাধার-  
সম্পন্ন ব্রাহ্মণের মেধাবী নামে এক মেধাবীপুত্র ছিলেন । একদা সেই  
মেধধর্মার্থকুশল বোদ্ধকৃষ্ণ মেধাবী পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

তাঁত ! মনুষ্যের পরমায়ু অতি সত্তরে নয় হইতেছে ; দীর্ঘজীবী ব্যক্তি তাঁহা অবগত হউন। কি কি কার্যের অনুষ্ঠান করিবেন, আপনি তাহা বিশেষ-রূপে কীৰ্ত্তন করুন। আমি আপনাকে উপদেশানুসারে ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করিব।

পিতা কহিলেন, বৎস ! মনুষ্য প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন পূৰ্ব্বক বেদা-ধ্যয়ন ও তৎপরে পিতৃগণের উক্ত্যর্থ পুত্রোৎপাদনের বাসনা করিবে এবং পরিশেষে বিধানানুসারে অধ্যাধান ও ব্রহ্মানুষ্ঠান করিয়া বানপ্রস্থ অবল-ম্বন পূৰ্ব্বক মুনি হইবে।

পুত্র কহিলেন, পিতঃ ! এই জীবলোক সতত অভিজুত ও আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে অমোঘ বিষয় সমুদায় গমনাধমন করিতেছে ; সুতরাং আপনি কি রূপে আমাকে ঐ রূপ উপদেশ প্রদান পূৰ্ব্বক স্বয়ং কোন কার্যানুষ্ঠান না করিয়া নিশ্চিন্ত হউয়া রহিলেন ?

পিতা কহিলেন, বৎস ! তুমি আমাকে কি জন্য এইরূপ বিতর্কিত প্রশ্ন করিলে ? জীবলোক কোন্ বস্তু দ্বারা অভিজুত ও কোন্ বস্তু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে কি রূপ অমোঘ বিষয় সমুদায়ই বা সতত যাতায়াত করিতেছে ?

পুত্র কহিলেন, পিতঃ ! এই জীবলোক সৰ্ব্বদা জরা দ্বারা অভিজুত ও মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে আয়ুনাশক রাত্রি সমুদায় পর্যায়ক্রমে গতারাভ করিতেছে। আপনি কি জন্য ইহা পরিজ্ঞাত হইতে ছেন না। যখন আমি বিশেষরূপে বিদিত হইয়াছি যে, রাত্রি সমুদায় প্রতিনিয়ত জগতে সঞ্চরণ করিয়া লোকের আয়ু নাশ করিতেছে এবং মৃত্যু ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, তখন কি প্রকারে অজ্ঞানধ্বাঙ্গে সমাচ্ছন্ন হইয়া কালাতিপাত করিব। প্রত্যেক রাত্রি যখন লোকের আয়ু নাশ করিতেছে, তখন মনুষ্যের জীবিত কাল অতি অকিঞ্চিৎকর। যখন মৃত্যু আসিয়া উপ-স্থিত হয়, কখন অন্তজলস্থ মৎস্যের ন্যায় কোন ব্যক্তিই সুখলাভে সমর্থ হয় না। মনুষ্যের বাসনা সুসম্পন্ন না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহারে আক্র-মণ করে এবং ব্যাপ্তী বৈরূপ মেঘকে গ্রহণ পূৰ্ব্বক গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ সে বিষয়াসক্ত চিত্ত কাম্য ধর্ম্মের ফলভোগে প্রবৃত্ত মনুষ্যকে লইয়া গমন করে। অতএব বাহ্য আপনার প্রেরকর, তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা শ্রেয়। তাহা যেরূপে কাল প্রতীক্ষা করা নিতান্ত অকর্তব্য। লোকের কার্য অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহারে আক্রমণ করিয়া থাকে ; সুতরাং বাহ্য পরত্বের কাব্য; তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা উচিত এবং বাহ্য অপ-রাধে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা পূৰ্ব্বাহ্নেই সম্পন্ন করা বিধেয়।

লোকের কার্য সমাধা হউক বা না হউক, মৃত্যু তাহার প্রতীক্ষা করে না এবং কোন দিন যে মৃত্যু হইবে, তাহা কেহ অবধারণ করিতে পারে না । মনুষ্যের জীবন অনিত্য ; অতএব যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মানুশীলন করা কর্তব্য । ধর্ম্ম অমুষ্ঠিত হইলে, ইহলোকে কীর্তি ও পরলোকে সুখ লাভ হইয়া থাকে । মনুষ্য মোহপ্রভাবে জীপুত্রাদির কার্যসাধনে উদ্যত হইয়া কর্তব্যাকর্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই যে কোন প্রকারে হউক, উহাদ্বিগ্ধের ভরণ পোষণ করে ; কিন্তু ব্যাঘ্র যেমন নিদ্রিত মৃগকে লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু সেই বিষয়সম্মুখে অপরিচুপ্ত পুত্রাদি পরিবৃত্ত মনুষ্যকে অনারাসে হরণ করিয়া থাকে । লোকে এই কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই কার্য অর্জ্জ অমুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই কার্যের অমুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ ভাবিতে ভ্রাবিতেই মৃত্যুর বশীভূত হয় । মনুষ্য কিছুমাত্র কষ্টের কল উপভোগ না করিতে করিতেই এবং ক্ষেত্র, গৃহ ও বিপণী কার্যে সংসক্ত থাকিতে থাকিতেই মৃত্যু তাহারে আশ্রমাৎ করে । কি দুর্বল, কি সবল, কি শূর, কি ভীক, কি মুখ, কি পণ্ডিত, মৃত্যু কাহারেই পরিত্যাগ করে না । হে তাত ! যখন মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বিবিধ নিমিত্ত-সমুৎপন্ন ঙ্খ সমুদায় শরীরকে আশ্রয় করিয়া আছে, তখন আপনি কি রূপে সুস্থের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ? জীব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র জরা ও মৃত্যু তাহার বিনাশসাধন করিবার নিমিত্ত তাহারে আক্রমণ করিয়া থাকে । এই জরা ও মৃত্যু দ্বারা স্বাবর জন্মমাত্রক সন্মুদায় পদার্থই আক্রান্ত ও অভিভূত রহিয়াছে । গ্রামে বাস মৃত্যুমুখে অবস্থানের তুল্য । বন দেবতার স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব তথায় বাস করিয়া তপস্যা করাই উচিত । পুত্রকলত্রাদির প্রতি আসক্তিই সংসার-বন্ধনের রজ্জ্ব । পুণ্যায়ী গোক সেই রজ্জ্ব ছেদন করিয়া মুক্তি লাভ করেন ; আর যে ব্যক্তি পাপায়ী, সে কখনই সেই রজ্জ্ব ছেদন করিতে সমর্থ হয় না । যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে কদাপি কাহারও হিংসা না করে, হিংস্র ও ভক্তরগণ তাহার কোন অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না । জরা ও ব্যাধি মৃত্যুর সেনাপরূপ । কোন ব্যক্তি উহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে পারে না । সত্য পরিত্যাগ করা কদাপি কর্তব্য নহে । সত্যই অমৃত প্রতিষ্ঠিত আছে । অতএব সত্যব্রত, সত্য-যোগ ও সত্য আগম প্রায়ণ হইয়া সত্যদ্বারাই মৃত্যুকে পরাজয় করিবে । মৃত্যু ও অমৃত এই দুইটিই শরীর মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে । তন্মধ্যে মনুষ্য মোহপ্রভাবে মৃত্যু এবং সত্যপ্রভাবে অমৃত লাভ করিয়া থাকে । অতএব

আমি এক্ষণে ভগবান্ ব্রহ্মার ন্যায় কাম, ক্রোধ ও হিংসা শূন্য, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাবান্ এবং সমদুঃখসুখ হইয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিব। উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে, আমি শান্তিযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্যযজ্ঞ, মনোযজ্ঞ ও কর্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইব। মাদৃশ ব্যক্তিগণের কখনই হিংসামূলক পশুযজ্ঞ বা অনিষ্ট-ফলোপধায়ক ক্ষত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। যাহার বাক্য, মন, তপস্যা, ত্যাগ ও সত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি নিশ্চয়ই পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। বিদ্যার তুল্য চক্ষু সত্যের তুল্য তপস্যা, আসক্তির তুল্য দুঃখ ও বিরক্তির তুল্য সুখ আর কিছুই নাই। আমি ব্রহ্মরূপে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ। অতএব আমি কখনই জায়ার গর্ভে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব না। পুত্র আমার উদ্ধারসাধনে সমর্থ নহে। আমি ব্রহ্মেই উৎপন্ন হইব। একাকীভূত, সমতা, সত্য, সচ্চরিত্রতা, অহিংসা, সরলতা, তপস্যা ও যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ হইতে নিবৃত্তিই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম। বিনয়র ঐশ্বর্য্য, বন্ধু বান্ধব ও স্ত্রীপুত্রে প্রয়োজন কি? আপনার পিতা ও পিতামহ কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই; অতএব দুক্খিমধ্যে প্রবিষ্ট ব্রহ্মকেই অনুসন্ধান করুন।

হে ধর্ম্মরাজ ! ব্রাহ্মণ পুত্রের এই প্রকার হিংসার্ত্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমি ও ধর্ম্মশরারয় হইয়া তদ্রূপ অনুষ্ঠান কর।

### মটসপ্তত্যাদিকশততম অধ্যায় । ১৭৬

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! যাহারা দনবান্ বা নিদান হইয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে অবস্থান করে, তাহাদিগের সুখ দুঃখ কি প্রকার এবং কি প্রকারেই বা উহার উৎপত্তি হয়, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এই উপলক্ষে আমি শম্পকগীত নামে এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। কিছুদিন হইল, শম্পক নামে এক ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য্যদুঃখনিবন্ধন অন্ন বস্ত্রের ক্রেশে এবং আপনায় ও পুত্রীয় গর্হিত ব্যবহারে সাতিশয় কাতর হইয়া সংসারাত্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে কহিয়াছিলেন যে, মনুষ্যাগণ ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিলেই, নানাপ্রকার সুখ দুঃখ তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু মনুষ্য যদি সেই সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াই উহা দৈবায়ত্ত বলিয়া জ্ঞান

করে, তাহা হইলে তাহাকে আর আনন্দ বা কাতরতার অভিকৃত হইতে  
 হয় না। তুমি সেই কামবিহীন হইয়াও চিত্ত সংযমে সমর্থ হও নাই  
 বলিয়া মোক্ষধর্মের অভিমুখীন হইতে পারিতেছ না। ধনদারাদি সমুদায়  
 ভোগ্যবস্তুর পরিভাগ করিয়া ঈশ্বরভক্ত্যঃ পরিভ্রমণ করিলে, অনারামে সুখ  
 লাভ হইতে পারে। অকিঞ্চন ব্যক্তিই সুখে শরন ও সুখে গাত্ৰোত্তান  
 করিয়া থাকে। ইহলোকে অকিঞ্চনতাই সর্বাংশে নিরাপদ সুখপ্রাপ্তির  
 প্রধান কারণ। কামায়্যা ব্যক্তিগণের উহা প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত কঠিন;  
 কিন্তু সংসারবিরত ব্যক্তিগণ অনারামে উহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। বিস্ত-  
 ক্ষায়্য অকিঞ্চন দরিদ্রের সমকক্ষ ব্যক্তি ত্রিভুবনমধ্যে নেত্রগোচর হয় না।  
 রাজ্য ও অকিঞ্চনতা এই উভয়কে পরিমার্জন করিলে, অকিঞ্চনতাই সর্বাংশে  
 অতিরিক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই উভয়ের এই এক মহৎ বৈলক্ষণ্য  
 আছে যে, রাজ্যোৎসব নিরন্তর কালগতের ন্যায় নিতান্ত উন্নিহিত অবস্থান  
 করেন; আর অকিঞ্চন ব্যক্তি অর্থত্যাগবশতঃ পাবক, অন্তঃপ্রাণ, মৃত্যু  
 বা দম্বা হইতে কিছুমাত্র ভীত হয় না। যে ব্যক্তি শান্তিগুণাবলম্বী হইয়া  
 স্বেচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ ও বাহ্য উপদান করিয়া ধূলিতে শরন করিয়া  
 থাকে, সেবৎসব তাঁহাকে প্রতিনিরত সাধুবাদ প্রদান করেন। ধনসম্পন্ন  
 ব্যক্তি জ্যোতিষোত্তরবশতঃ হইয়া একভাবে দর্শন, সুখবিকার প্রদর্শন,  
 জুড়ী বন্ধন, অপরোপদংশন ও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ পূর্বক পৃথিবীদানে  
 মনোহর হইলেও কহই তাঁহার সুখাংগোচর করিতে বাসনা করে না।  
 ঐশ্বর্য্যসেবা অবিচক্ষণ ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়া বাস্তুসংলগ্নিত শরৎকালীন জল-  
 ধরের ন্যায় বিচলিত করিতে থাকে। তখন আমি কেবল মজুয়া নহি  
 রূপসম্পন্ন, ধনশালী ও মনঃশক্ত এই বলিয়া তাহার মনোমধ্যে মহা  
 অভিমান জন্মিয়া থাকে। এই অভিমানবশতঃ চিত্তের প্রমাদ উপস্থিত হই-  
 লেই লোকে ক্রমে ক্রমে পিতৃমুকিত সমুদায় দ্রব্য নিঃশেষিত করিয়া পরি-  
 শেষে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাসনা করে। তখন ব্যাধ যে প্রকার  
 মূগকে শরনিকরে সমাহত করিয়া থাকে, সেইরূপ ভূপতি সেই উন্মাদপ্র-  
 স্থিত পরস্বাপহারী দম্বাকে রাজদণ্ডধারী ভাঙিত করিতে প্রবৃত্ত হন। এত  
 তির তাহার অগ্নিদাহ ও অন্ত্রবিদারণ প্রভৃতি অন্যান্য নানাপ্রকার ক্লেশ  
 ও উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব অনিত্য পুত্রাদিকামনা পরিহার পূর্বক  
 সংসারধর্মের অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আপনায় বুদ্ধিসহকারে সেই সকল  
 ক্লেশের প্রতিবার করিতে যত্নবান হওয়া অবশ্য বিধেয়। সংসারাজস  
 পরিভাগ না করিলে, নির্ভয়ে শরন এবং সন্দতি বা সুখলাভের কিছুমাত্র



প্রত্যাশা নাই; অতএব আপনি সমুদায় পরিহার করিয়া সুখ লাভ করুন ।

হে মহারাজ ! পূর্বে হস্তিনানগরে মহাত্মা শল্যাক আমার নিকট এই প্রকার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ; অতএব সংসারধর্ম পরিহার করাই সর্বোৎকৃষ্ট কার্য্য ।

### সপ্তসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় । ১৭৭ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! যদি কেচ কৃষি, বাণিজ্য এবং যজ্ঞ ও দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়া অর্থ লাভ করিতে না পারিয়া ধনভূক্ষায় অভিভূত হয়, তাহা হইলে কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার সুখলাভ হইতে পারে ? তাহা বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! যে মনুষ্য সর্ববিষয়ে সমভাবে দৃষ্টিশালী, ঐশ্বর্য্যাদি লাভে অনাদর, সত্য বাক্য প্রয়োগ, বৈরাগ্য অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠানের অতিলাষ পরিভ্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সূর্য্য বলিয়া পরিগণিত হন । পণ্ডিতগণ ঐ পাঁচটিকেই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । ঐ সকল ভিন্ন স্বর্ণ, ধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট সুখলাভের উপায়ান্তর নাই । মহামতি মন্দি নির্বৈদ উপস্থিত হইলে, বাহা কহিয়া ছিলেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ঐতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । ঐ মহাত্মা বারংবার অর্থলাভ করিতে যত্ববান হইয়াছিলেন ; কিন্তু কোনক্রমেই ক্লতকাগ্য হইতে সমর্থ হন নাই । পরিশেষে তিনি কোনরূপে ক্লিষ্ট অর্থদ্বারা উইটি গোবৎস ক্রয় করিলেন । ঐ বৎসদ্বয় মন্দির ভবনে অতি যত্নসহকারে প্রতিপালিত হইত । এক দিন হস্তভাগ্য মন্দির উচ্চাদিগকে ভূমিকর্ষণ করিতে শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত যুগকাঠে সমকরূপে যোজিত করিয়া ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে উহার পশ্চিমধ্যে এক উষ্ট্রকে শয়ান দেখিয়া সহসা বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক মহাবেগে তাহার স্কন্ধদেশে নিপতিত হইল । উষ্ট্র সেই বৎসদ্বয়ের দৌরাস্ত্র্য সান্তিশয় রোষণরবশ চুইয়া গাত্রোদ্ধান পূর্ব্বক তাহাদিগকে বারংবার উৎক্ষেপণ করিতে করিতে মহাবেগে গমন করিতে লাগিল । তখন মন্দির সেই বৎসদ্বয়কে পরম শত্রু উষ্ট্র কর্ত্তক হিয়মাণ ও যতপ্রায় অবলোকন করিয়া কহিলেন, যে অর্থ দৈবকর্ত্তৃক সম্পাদিত না হয়, সুনিপুণ ব্যক্তি

বিশেষরূপে যত্ন করিলেও তাহা সুসিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না । আমি নানাপ্রকার চেষ্টা দ্বারা অর্থলাভ করিতে না পারিয়া পরিশেষে এই গোবৎস দ্বয় ক্রয় করিয়া অর্থপ্রাপ্তির অভिलाষ করিয়াছিলাম । এক্ষণে এ বিষয়েও এই দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত হইল । আমার এই প্রিয় বৎসদ্বয় উৎপথগামী উল্লেহর গমনদোষে বারংবার উৎক্লিষ্ট মণিবয়ের ন্যায় লক্ষ্যমান হইতেছে । এক্ষণে দৈবব্যতিরেকে এই দুর্ঘটনার অন্য কোন কারণই দেখিতে পাঠি না । সুতরাং এ বিষয়ে পৌরুষ প্রকাশ করা নিতান্ত নিম্নল । যদিও লোকদৃষ্টান্তে পুরুষকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় ; কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, উহা যে দৈবায়ত, তাহা অবশ্যই বোধগম্য হইবে । যাহা হউক, সুখাভিলাষী পুরুষের বৈরাগ্য অবলম্বন করাই বিধেয় । বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তি ধনলাভের আশা এককালে পরিত্যাগ করিয়া নিকরঙ্গে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন । মহাত্মা শুকদেব সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আপনাব পিতার আবাস হইতে অরণ্যে গমন করিবার সময় এই কয়েকটি অত্যাশুচি কথ্য কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি স্বীয় সমুদায় অশ্রীষ্ট লাভ করিতে পারেন, আর যিনি সমুদায় অশ্রীষ্ট পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, এই উভয়ের মধ্যে ভোগবিভক্ত শেষোক্ত ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয় । পূর্বে কেহই ভোগবাসনার সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই । যাহার নিতান্ত মূঢ়, তাহারাই দেহ ও জীবন রক্ষা করিতে মহাযত্ন করিয়া থাকে ।

অতএব হে ধনাভিলাষী চিত্ত ! তুমি আশা পরিত্যাগ কর এবং বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া শান্তিগণাবলম্বী হও । পূর্বে তুমি আশা কর্তৃক বারংবার বঞ্চিত হইয়াছ ; তথাপি বৈরাগ্য অবলম্বন কর নাই । এক্ষণে যদি তুমি আমাকে সংহার না করিয়া আমার সহিত ক্রীড়া করিতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে আর আমাকে বৃথা ধনলোভ প্রদর্শন করিও না । তুমি বারংবার অর্থসঞ্চয় করিয়াও উহা রক্ষা করিতে সমর্থ হও নাই ; তথাপি তুমি ধনবাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছ না । আর কতদিনে উহা পরিত্যাগ করিবে ? হায় ! আমি কি মুর্থ ! আমি এখনও তোমার ক্রীড়াপাত্র হইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি । কি পূর্বে কি এক্ষণে কখনই কেহ আশার পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করিতে পারে নাই । অতএব আশা পরিত্যাগ করাই শ্রেয় । আশা ত্যাগ করিলে আর পরের অনুবর্তী হইতে হয় না । যাহা হউক, এক্ষণে সমস্ত পরিত্যাগ করিতে আমার মনোনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে ।

হে বাসনা ! স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তোমার হৃদয় কুলিণের ন্যায়  
 নিভাস্ত কঠিন ; নচেৎ তোমার উপর শত শত অনিষ্টপাত হইলেও উহা  
 শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন ? আমি তোমাকে এবং তোমার প্রিয় বস্তু  
 সমুদায় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি । এক্ষণে আমি তোমার প্রিয়চিকীর্ষু  
 হইয়া পরমাত্মা হইতে পরম সুখ লাভ করিব । তুমি সঙ্কল্প হইতে সজ্জত  
 হইয়া থাক ; অতএব আমি সঙ্কল্পত্যাগী হইলেই তুমি সম্মুখে উন্মূলিত  
 হইবে । ধনবাসনা কখনই সুখাবহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না ।  
 অর্থলাভ হওয়া নিভাস্ত দুঃকর । অর্থ হস্তগত হইলে চিন্তাতরঙ্গে নিমগ্ন  
 হইতে হয় এবং অধিকৃত অর্থ নষ্ট হইলে উহা মৃত্যুতুল্য ঘোরতর দুঃখাবহ  
 হইয়া উঠে । ফলতঃ অন্যের নিকট যাচঞা করিয়াও ধনলাভ না হইলে,  
 লোকের যে দুঃখ উপস্থিত হয়, বোধ করি, উহা অপেক্ষা গুরুতর ক্লেশ  
 আর কিছুই নাই । কোনক্রমে অর্থলাভ হইলেও তাহাতেও লোকের  
 তৃপ্তিলাভ হয় না । প্রত্যহ ক্রমশঃ অধিকতর লাভের আশা পরিবর্তিত  
 হইতে থাকে । আমি বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি যে, ধনতৃষ্ণাই আমার  
 বিনাশের মূল । অতএব, হে বাসনা ! তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর । যে  
 পঞ্চভূত আমার শরীরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহার  
 আমার দেহ হইতে যেখানে ইচ্ছা হয়, গমন করিয়া সুখে অবস্থান করুক ।  
 অহঙ্কারাদি কাম ও লোভের অনুগত । অতএব তাহাদিগের প্রতি আমার  
 কিছুমাত্র প্রীতি নাই ; অতঃপর আমি উহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক  
 একাগ্রতা আশ্রয় করিব । আমি হৃদপদ্মে সর্গভূত ও আত্মাকে সন্দর্শন  
 পূর্বক যোগবিষয়ে বুদ্ধি, শ্রবণাদিভ্রমানে একাগ্রতা ও ব্রহ্মে মনঃসংযোগ  
 করিয়া অনাসক্ত চিত্তে নিরুপদ্রবে পরম সুখে এই জগতে বিহার করিব ।  
 বাসনা ! আর তুমি আমাকে কার্য্যে প্রেরণ করিয়া দুঃখে নিপাতিত  
 করিতে পারিবে না । তৃষ্ণা, শোক ও শ্রম প্রভৃতি সমুদায়ই তোমা হইতে  
 সজ্জত হইয়া থাকে । অতএব আমি নিশ্চয়ই তোমাকে পরিত্যাগ করিব ।  
 অর্থের অনেক দোষ । মনুষ্যের অর্থক্ষয় হইলে, সর্বাপেক্ষা অধিকতর  
 ক্লেশ ভোগ করিতে হয় । জ্ঞাতি ও মিত্রগণ নির্দন ব্যক্তিকে সতত অবজ্ঞা  
 ও অপমান করিয়া থাকে । অর্থে যে অল্পমাত্র সুখ লাভ হয়, তাহাও দুঃখ-  
 জালে জড়িত । বাহার অর্থ থাকে, দম্ভাগণ তাহাকে অনবরত নানাপ্রকার  
 ক্লেশ প্রদান করিয়া উদ্বেজিত করে । যাহা হউক, এক্ষণে আমি বহুকালেক  
 পর জানিতে পারিলাম যে অর্থস্পৃহা অতিশয় ক্লেশদায়ক । অতএব হে  
 বাসনা ! তুমি আর আমাকে বৃথা দুঃখ প্রদান করিও না । তুমি পারকের

ন্যায় দেহ দগ্ধ করিয়া থাক। তুমি নিতান্ত অদূরদর্শী বালক ও দরাকাজ্ঞ ; তোমার যখন ঘাহাতে অভিরুচি হয়, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে অনুরক্ত হইতে আমাকে অনুরোধ করিয়া থাক। কোন্ বস্তু সুলভ, আর কোন্ বস্তু জগৎ, তাহা তোমার কিছুমাত্র বোধ নাই। পাতালের ন্যায় তোমাকে কোন প্রকারেই পরিপূর্ণ করিতে পারা যায় না। তুমি পুনর্বার আমাকে দুঃখে নিপাতিত করিতে বাসনা করিতেছ; অতএব আজি অবধি আমি এককালে তোমার সহবাস পরিত্যাগ করিলাম। আজি দ্রব্যনাশনিবন্ধন দুঃখ উপস্থিত হওয়ার্তে আমি সহসা সমস্ত ভোগসুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছি; সুতরাং আর তোমাকে চরিতার্থ করিব না। ইতপূর্বে অজ্ঞান নিবন্ধন হোমার গ্রীতিসম্পাদন করিতে গিয়া দাতিশয় ক্রেশ ভোগ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে অর্ধক্ষয়নিবন্ধন বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ পূর্বক নিশ্চিন্তচিত্তে পরম সুখে গমন করিব। আর তুমি আমার সহবাস বর্জন্য সহিত ক্রোড় করিতে পারিবে না। এখন কেহ অপমান বা হিংসা করিলে, আমি তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন এবং কেহ বিদ্বেষ পূর্বক অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিব। নিত্য তাহা লাভ হইবে, তাহাতেই পরিতপ্ত হইয়া জীবন ধারণ পূর্বক সুখী হইব। তুমি আমার পরম শত্রু সুতরাং আর তোমাকে চরিতার্থ করিব না। এক্ষণে বৈরাগ্য, নিরুদ্ভি, ভূপ্তি, শান্তি, সত্য, দম, ক্ষমা, ও দয়া আমাকে আশ্রয় করিয়াছে; অতএব কাম, লোভ, তৃষ্ণা ও দীনতা আমাকে পরিত্যাগ পূর্বক দূরে পলায়ন করুক। এক্ষণে আমি লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখ লাভ করিয়াছি; আর লোভের বশ-বর্তী হইয়া অজিহেস্তের ন্যায় দুঃখভোগ করিব না। যিনি যে পরিমাণে কাম পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই পরিমাণে সুখ লাভ করিতে পারেন। কামাধীন ব্যক্তি সতত কেশই ভোগ করিয়া থাকে। রজোগুণপ্রভাবেই কামের উৎপত্তি হয় এবং কাম ও ক্রোধবশতঃ দুঃখ, নিলজ্জতা ও অসুস্থতা উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব ঐ গুণ পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। এক্ষণে আমি গ্রীষ্মকালে সুশীতল হ্রদের ন্যায় ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কাৰ্গ্য হইতে বিরত হইয়া যথার্থসুখ অনুভব করিতেছি। কামজনিত ঐহিক সুখ ও পারত্রিক সুখ সকল তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের যোড়শাংশের একাংশও নহে। অতঃপর আমি ভয়ঙ্কর শত্রুর ন্যায় কামকে সংহার করিয়া শাশ্বত ব্রহ্মরূপ সুখময় পূর্বে প্রবেশ পূর্বক ভূপতির ন্যায় পরম সুখে অবস্থান করিব।

হে ধর্মরাজ ! এই প্রকারে মহাত্মা মন্নি গোবৎসনাশজনিত বৈরাগ্য-প্রভাবে বিষয় বাসনা পরিচ্যাগ পূর্বক ব্রহ্মানন্দরূপ উৎকৃষ্ট সুখসম্ভোগ করত অমরত্ব প্রাপ্ত হইরাছিলেন ।

### অষ্টসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় । ১৭ ।

পূর্বে শাস্ত্রগুণাবলম্বী বিদেহরাজ জনকও এই উপলক্ষে কহিরাছিলেন যে, আমার ঐশ্বর্যের ইয়ত্তা নাই ; কিন্তু আমি নিতান্ত অকিঞ্চন ; এই মিথিলানগরী সমুদায় ভগ্নাবশেষ হইলেও আমার কিছুমাত্র দক্ষ হয় না । এক্ষণে এই বিষয়ে মহাত্মা বোধের যে এক উপদেশবাক্য কীর্ত্তিত আছে, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । এক দিন ভূপতি যজ্ঞতি শাস্ত্রগুণবিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মহাতপা বোধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন ! আপনি কোন্ বুদ্ধি অনুসারে শাস্ত্রগুণ অবলম্বন পূর্বক পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন ? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ।

বোধ্য কহিলেন, মহারাজ ! আমি স্বয়ং অন্যান্যের উপদেশানুসারে চলিতেছি ; কিন্তু কাহাকেও উপদেশ প্রদান করি না । যাহা হউক, আমি যাহার যাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাদিগের নাম কহিতেছি, আপনি উহা শ্রবণ পূর্বক স্বয়ং বিবেচনা করুন । পিঙ্গলা, একটী ক্রৌঞ্চ, ভূজঙ্গ, ভ্রমর, এক জন শরনির্ম্মিতা ও এক কুমারী এই ছয় জন আমার উপদেষ্টা ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! আশা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী । আশাকে বিনষ্ট করিতে পারিলেই পরম সুখ লাভ করিতে পারা যায় । পিঙ্গলা আশাকে পরাস্ত করিয়াই পরম সুখে শয়ন করিয়াছিল । নিরামিষ ব্যক্তিগণ ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে দেখিয়া একটী ক্রৌঞ্চ আমিষ পরিচ্যাগ পূর্বক পরম সুখ প্রাপ্ত হইরাছিল । স্বয়ং গৃহনির্ম্মাণ করা কখনই সুখের কারণ নহে । দেখ, ভূজঙ্গ পরনির্ম্মিত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরম সুখে অবস্থান করিয়া থাকে । মহর্ষিগণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক ভৃঙ্গের ন্যায় পরিভ্রমণ করত নিরাপদে পরম সুখে জীবিকা নির্বাহ করেন, এক শরনির্ম্মিতা শরনির্ম্মাণে একগুণ একাগ্রচিত্ত হইরাছিল যে, ভূপতি তাহার হস্তে আগমন করিলেও সে কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারে নাই । এক দিন

এক কুমারী প্রচুরভাবে কতকগুলি অতিথিরে ভোজন করাইবার নিমিত্ত উদ্বলমুগ্ধ দ্বারা তগুল প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খ সকল বারংবার শব্দায়মান হইতে লাগিল। তখন সে, অনেকে একত্র অবস্থান করিলেই মহাকলহ উপস্থিত হইয়া থাকে, এই বিবেচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় শঙ্খ চূর্ণ করত একমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। অতএব একাকী পরিলম্ব করিলে, কাহারও সহিত কলহ হইবার বিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

### একোনাশীত্যাধিকশততম অধ্যায় । ১৭৯ ।

যুগিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মনুষ্য কি প্রকার চরিত্র আশ্রয় করিলে, শোকবিহীন হইয়া পৃথিবীতে পদাটন করিতে সমর্থ হয় এবং কি প্রকার কায্যের অসুষ্ঠান করিলেই বা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এই বিষয়ে আজগরপ্রহ্লাদ সংবাদ নামক এক পুর্বাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে, শ্রবণ কর। এক দিন দানবাপতি প্রহ্লাদ এক ব্রাহ্মণকে স্থিরচিন্তে পদাটন করিতে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি বিষয়বাসনাবিহীন, অশঙ্কারহীন, পরম দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, নিরুদ্যোগী, অশূর্য্যাপরিবর্জিত, সত্যপরায়ণ, প্রতিভাসম্পন্ন, মেধাবী ও প্রাজ্ঞ হইয়া বালকের ন্যায় পরিলম্ব করিতেছেন। আপনার বিষয়প্রাপ্তির প্রার্থনা নাই। ক্ষতি হইলেও আপনি কিছুমাত্র সন্তপ্ত হন না এবং কোন বস্তুতে অনাস্থাও করেন না। প্রজাগণ বিষয়শ্রোতে প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু আপনি বিম্বনস্ত হইয়া নিত্য পরিতপ্তের ন্যায় ধর্ম্মার্থকামেও উদ্বাসীনা প্রকাশ করিতেছেন। আপনি ঐ ত্রিবর্গ সাধন করিতেও যত্নবান্ হইতেছেন না এবং রূপরস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। অতএব যদি কোন বাঘাত না থাকে, তবে আপনার প্রজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্যবহার কি প্রকার, তাহা বর্ণন করুন।

তখন সেই লোকধর্ম্মবিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণ দানবরাজ প্রহ্লাদ কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া মধুর বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, দানব-সেই অনাদি পরব্রহ্ম হইতেই এই ভূতসমূহের উৎপত্তি, হ্রাস, বৃদ্ধি হইতেছে; এই নিমিত্ত আমি হৃষ্ট বা ক্রোধিত হই না।

ঐশ্বর্য সকল স্বভাব হইতেই প্রবর্তিত হইতেছে; স্বভাব ব্যতিরেকে প্রজাবর্গের অন্য আশ্রয় নাই; এই কারণে আমি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইলেও পরিতুষ্ট হই না। সংযোগ সমুদায় বিয়োগের বশবর্তী এবং সঞ্চয় সকল ধ্বংসের অধীন; এই জন্য আমি কোন বস্তুলাভেই মনোভিনিবেশ করি না। গুণবিশিষ্ট ভূত সকল যাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, ইহা বৃত্তিতে পারিলে মনুষ্য কোন কার্যেই লিপ্ত হয় না। সমুদ্রগর্ভে কি মহৎ ও কি ক্ষুদ্র সমুদয় জন্তরই পর্যায়ক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে। পৃথিবীস্থিত স্থাবর জন্মান্বক ভূত সকল বিনাশের বশীভূত এবং খেচর দুর্কল ও বলবান্ বিহঙ্গমগণও মৃত্যুর বশবর্তী। গগনমণ্ডলচারী ক্ষুদ্র বৃহৎ জ্যোতিঃপদার্থ সকল কালক্রমে নিপতিত হইয়া থাকে। আমি এই প্রকারে সমুদায় ভূত মৃত্যুর বশবর্তী হইতেছে দেখিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া পরম সুখে নিরাস্থ অমৃতভব করি। আমি যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ হইলে, প্রভূত ভোজ্যও ভোজন করিয়া থাকি এবং কিছুমাত্র ভোজন না করিয়াও বহুদিন অতিক্রম করি। লোকে আমাকে কখন সুস্বাদু প্রভূত ভোজ্য, কখন বা অন্নমাত্র অন্ন ভোজন করাইয়া থাকে। আমি কখন কখন অনাহারেও জীবন যাপন করি। আমাকে কখন তণ্ডুলকণা, কখন ইতিলকক, কখন বা পলাশ ভোজন করিতে হয়। আমি কোন সময়ে প্রাসাদোপরি পর্য্যঙ্কে কখন বা ভূতলে শয়ন করিয়া থাকি; কোন দিন চীবর, কখন জ্যাম, কখন অজিন এবং কখন বা মহামূল্য সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করি। আমি কখনই যদৃচ্ছালব্ধ ধর্ম্মানুগত উপভোগে অনাদর প্রদর্শন করি না এবং যাহা হ্রলভ, তাহা লাভ করিতেও আমার বাসনা হয় না।

হে দানবরাজ! আমি পবিত্রভাবে এই প্রকার অবিনশ্বর ভ্রমরকর শোকাপনোদক আজগর ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। মৃত ব্যক্তিগণ এই ব্রত কোনক্রমেই অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় না। ইহা ব্রহ্মলাভের অতি উৎকৃষ্ট উপায়। আমার বুদ্ধি এই ব্রত হইতে কখনই বিচলিত হয় না। আমি স্বধর্ম্মচ্যুত নহি। আমার জীবিকা অতি পরিমিত। আমি পূর্বাগর সমুদায়ই পরিজ্ঞাত আছি এবং ভয়, ক্রোধ, লোভ ও মোহে কদাচ অভিভূত হই না। আমি যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, ইহাতে পান ভোজ্য নিয়ম নাই। আমি এই ব্রত ধারণ করিয়া বিশেষরূপ সুখ সন্তোষ ভোগেছি। হ্রাসায়গণ কখনই ঐ সুখ আনন্দন করিতে প

ব্যক্তিগণ তৃষ্ণাপ্রভাবে অভিভূত হইয়া অর্থাষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কিন্তু অর্থ অধিকৃত না হইলে নিতান্ত বিষন্ন হইয়া থাকে। আমি তত্ত্ববুদ্ধি-প্রভাবে ইহা বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। দীন ব্যক্তি অর্থাগমের নিমিত্ত আৰ্য্য ও অনার্য্য উভয়বিধ ব্যক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহা দর্শন করিয়াই আমি শান্তিনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ হইয়াছি। সুখ, অসুখ, লাভ, অলাভ, অনুরাগ, বিরাগ এবং মৃত্যু ও জীবন সমস্তই বিধিনির্দিষ্ট, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি। এক্ষণে আমি ভয়, অনুরাগ, মোহ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্তভাবে অবলম্বন পূর্বক অজগর মর্পের ন্যায় সমীপেও সমুপস্থিত ফল ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমি নিয়তই দৈর্ঘ্যশালী ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া পদার্থের আলোচনা ও পদার্থনির্ণয় করিয়া থাকি। শয়ন ভোজনাতির বিষয়ে আমার কিছুমাত্র নিয়ম নাই। আমি স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, ব্রত-নিয়মপরায়ণ, শুচি ও সত্যবাদী। কার্য্যফল সঞ্চয় করিতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। বিষয়বাসনা আমার চিত্তকে পরিণামে ক্লেশ প্রদান করিবার মানসে আকর্ষণ করিতেছিল, আমি তাহার সেই ক্লেশ নিবারণার্থ তাহাকে সুসংযত করিতে অভিলাষী হইয়াছি এবং বাক্য, চিত্ত ও বুদ্ধির অসাধারণ ধর্ম কামাদির উপেক্ষা না করিয়া সেই সকল হইতে যে সুখোদয় হইয়া থাকে, তাহা হুল্লভ ও অনিত্য বলিয়া অবধারণ পূর্বক এই অজগর ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। পণ্ডিতগণ এই ব্রত লক্ষ্য করিয়া আপনাদের ও অন্যের মত গ্রহণ পূর্বক বুদ্ধিবলে বিবিধ তর্কবিতর্ক করিয়াছেন। মূর্খ মনুষ্যগণ এই বিষয়ে নানাপ্রকার দোষারোপ করে; কিন্তু আমি তাহাদিগের ঐ বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক শাস্ত্রযুক্তির অনুসারে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া জনসমাজে এই প্রকারে পর্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! যে মনুষ্য আসক্তিবিশীন এবং ভয়, লোভ, মোহ ও ক্রোধবর্জিত হইয়া এই অজগরচরিত ব্রত অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই সুখ সন্তোষ করিতে পারে।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায় । ১৮০ ।

ভীষ্ম কহিলেন, পিতামহ ! মনুষ্য বাক্য, কর্ম, ধন ও প্রজা এই



সকলের মধ্যে কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইবে ? তাহা বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মবাজ ! প্রজ্ঞাই প্রাণিগণের পরমোৎকৃষ্ট আশ্রয় । প্রজ্ঞালাভের সূক্ষ্ম উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই । প্রজ্ঞাই মোক্ষ ও শূন্যলাভের একমাত্র উপায় । মতায়া বলি, প্রজ্ঞাদি, নমুচি ও মন্দির স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হইলে পর, একমাত্র প্রজ্ঞাবলেই শ্রেয়োলাভ করিয়াছিলেন । বস্তুতঃ প্রজ্ঞার সূক্ষ্ম পরম পদার্থ আর কিছুই নাই । এই উপলক্ষে আমি উক্ত ও কাশ্যপবংশবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । এক দিন এক ধনসম্পন্ন বৈশ্য অহঙ্কৃত হইয়া এক কাশ্যপবংশসম্ভূত তপোধনকে রথচক্রোদ্ভাতে নিপীড়িত করিয়াছিল । মুনিকুমার সেই আঘাতে দাতিশয় ব্যথিত ও অপৈর্য্য হইয়া দরংতলে নিপতিত হইলেন এবং চিত্রমধ্যে নিত্যন্ত নির্বেদ উপস্থিত হওয়াতে জীবন পরিত্যাগ করিতে কৃতশিচয় হইয়া কহিলেন, ইহলোকে নির্জন ব্যক্তির জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র ; অতএব নিশ্চয়ই আমি জীবন পরিত্যাগ করিব ।

মুনিকুমার মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলে, ত্রিদশাবিপত্তি ইন্দ্র তাঁহার দুঃখ দর্শন পূর্বক দয়াজ্ঞা হইয়া শূন্যরূপ ধারণ করত তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, তপোধন ! সকল প্রাণীই মনুষ্যজন্ম লাভ করিতে বাসনা করিয়া থাকে । মনুষ্যের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ জাতি প্রাপ্ত হওয়া সকলেরই প্রার্থনীয় । তুমি মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয় ; অতএব তুমি এই সুপ্রেরিত জন্ম লাভ করিয়া মৃত্তানিবন্ধন কি নিমিত্ত মৃত্যু বাসনা করিতেছ ? অর্থপ্রাপ্তি কেবল অহঙ্কারের হেতু । তুমি অর্থলোভবশতঃ কি নিমিত্ত স্বীয় মানব দেহ বিনষ্ট করিতে অভিলষী হইতেছ ? ইহলোকে বাহাদিগের হস্ত আছে, কাহারাই কৃতার্থ বলিয়া পরিগণিত নহে । তুমি যেরূপ অর্থলাভ করিতে নিত্যন্ত অভিলষী হইয়াছ, আমিরাও সেই রূপ হস্ত লাভ করিবার নিমিত্ত সর্বদা বাসনা করিয়া থাকি । ইন্দ্রলাভের সূক্ষ্ম উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই । আমিরাও তরুণী হইয়াছি বলিয়াই কণ্টক উদ্ধার ও দংশনশক্তি দংশনশীল প্রাণীদিগকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হই না ; কিন্তু বাহাদিগের ঈশ্বরপ্রদত্ত দশাশূলিগম্বিত ভূজযুগল বিদ্যমান আছে, তাঁহারা অন্যরাগেই শবীৰ হইতে ক্রমিগণকে উদ্ধার, কণ্ডুয়ন বাঁধা দংশনপরায়ণ, পশুদিগকে সংহার, বধা, হিম ও রৌদ্র হইতে আশ্রয়দান এবং শত্রু-বধন, ভোজ্য, শস্য ও বাসস্থান লাভ করিতে পারেন । ইহলোকে মনুষ্য-

গণ বাহুবিশিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই গোপ্রভৃতি পশুগণ দ্বারা ভাষ্যহন করা-  
ইয়া লয় এবং আপনার সুখভোগের নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায়বলে  
উহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখে । ফলতঃ যাহারা অজিহ্ম, অন্নবল  
ও বাহুবিশীল, তাহাদিগকে সর্ব্বদাই অশেষ ক্রোশ ভোগ করিতে হয় ।  
তুমি যে স্বীয় সৌভাগ্যপ্রভাবে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং  
শুগাল, কুমি, মুষিক, ভুজঙ্গ বা মণ্ডুককূলে অথবা অন্য কোন পাপযোনিতে  
সমুৎপন্ন হও নাই, এই লাভেই তোমার পরিতুষ্ট থাকা উচিত । এই দেখ,  
কুমিগণ আমাকে অবিরত দংশন করিতেছে ; কিন্তু আমি বাহুবিশীল বলিয়া  
উহাদিগকে দেহ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইতেছি না । যদি এক্ষণে  
আমি এই যন্ত্রণাতে ক্রিষ্ট হইয়া জীবন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে  
আমাকে ইহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে ।  
এই ভয়েই আমি জীবন পরিত্যাগ করিতেছি না । আমি যে পাপযোনিতে  
জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, ইহা মধ্যবিধ । ইহা অপেক্ষাও অনেকানেক  
অপকৃষ্ট যোনি বিদ্যমান আছে । হস্তপদাদির সত্তাব ও অসত্তাবপ্রযুক্ত এক  
জাতীয় প্রাণীদিগকে অন্য জাতীয় প্রাণিগণ অপেক্ষা সুখী লক্ষিত হয়  
বটে, কিন্তু কিংদেবতা, কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষ্যাদি কাহারেও সম্পূর্ণ সুখী  
দেখিতে পাওয়া যায় না । মানবগণ প্রথমঃ আচাত্য লাভ করিয়া রাজ্য,  
রাজ্যপ্রাপ্তির পর দেবত্ব ও দেবত্ব লাভের পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে অভিলাষী  
হইয়া থাকে । যদিও কুমি ধনবান্ হও, তথাপি ব্রাহ্মণত্বপ্রযুক্ত রাজ্যলাভে  
সমর্থ হইবে না । যদি কথঞ্চিৎ রাজ্য প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে অমরত্ব  
প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হইবে এবং অমরত্ব প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে  
বাসনা করিবে ; কিন্তু তুমি ধনবান্ নই হও, কিম্বা রাজত্ব, দেবত্ব বা ইন্দ্রত্ব  
লাভ কর, কোন অবস্থাতেই পরিতুষ্ট হইতে সমর্থ হইবে না । মনুষ্যগণ  
প্রিয় লাভ দ্বারা কখনই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না । বিষয় লাভ হইলে  
তাহাদিগের বিষয় বাসনা নিবৃত্ত না হইয়া সমিধ সম্পন্ন ইচ্ছাশনের ম্যায়  
উত্তরোত্তর পরবর্দ্ধিত হইয়া থাকে । আর দেখ, তোমাতেই তোমার  
শোক, হর্ষ ও সুখ দুঃখ সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে ; অতএব এক্ষণে একপ  
বিলাপ না করিয়া হর্ষদ্বারা শোকাপনোদন করাই তোমার অবশ্য কর্তব্য ।  
যে ব্যক্তি বাসনা ও কাৰ্য্যসমূহের মূলস্বরূপ বুদ্ধি ও তিস্রিগণকে পিঞ্জরবদ্ধ  
পক্ষিকূলের ন্যায় কেবলবরমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারেন এবং যিনি কল্পিত  
দ্বিতীয় মল্লক ও তৃতীয় বাহু ছেদনজনিত দুঃখ চিন্তার ন্যায় দৈতভাবে  
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, কখনই তাহাকে ভীত হইতে হয় না । স্পর্শন,

দর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্য হইতেই কামের উৎপত্তি হয় ; অতএব যে ব্যক্তি বুদ্ধিবলে রসজ্ঞানবিবর্জিত হইতে পারেন, কাম কখনই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না । এই অবনীহিত ভক্ষ্যদ্রব্য সমূহের মধ্যে তুমি যে যে দ্রব্য কখন ভোজন কর নাই, তাহার কি প্রকার আশ্বাদ, তাহা কখনই তোমার অমুভব হয় না । দেখ, মদ্য ও মদ্যুপকর্ষী মাংস এই উভয়ের তুলা স্তম্ভজনক ভক্ষ্য আর কিছুই নাই ; কিন্তু ঐ উভয়ের যে কি প্রকার আশ্বাদ, তাহা তুমি কখনই অবগত হইতে পারিবে না । অতএব অপ্রাশন, অসংস্পর্শ ও অদর্শন রূপ ব্রতাবলম্বী হওয়াই মনুষ্যের শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই । আর দেখ, বাহ্যবিশিষ্ট বলবান্ ও ধনবান্ লোকেরাও অন্য মনুষ্যের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়া বধবন্ধন ভরে বারংবার ভীত হইয়াও হাস্য, কৌতুক ও বিহারাদি দ্বারা কাণ্ডযাপন করিতেছে । বহুতর বাহ্যবলসম্পন্ন কৃতবিদ্য ব্যক্তি সংকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে সচেষ্ট হইয়াও ভবিষ্যতের অখণ্ডনীয় প্রভাবে অতি স্তমিত নীচ বৃত্তির অমুশীলন করেন । চণ্ডালও মারাবলে পরিতুষ্ট থাকিয়া আপনাকে নীচ জ্ঞান বা আস্ত্রপরিচ্যাগ করিতে বাসনা করে না । এই অবনী মতলে অসংখ্য মনুষ্য বিকলবাহ, পক্ষাহত ও নানাবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে । তুমি তাহাদিগকে অবলোকন পূর্ব্বক আপনাকে অপেক্ষাকৃত সুখী বলিয়া বিবেচনা কর । যদি তোমার কলেবর ভয়বিহীন ও রোগশূন্য এবং অঙ্গ সকল অবিকল হয়, তাহা হইলে তুমি কখনই লোকসমাজে ধিকৃত বা আতিভ্রংশকর অপবাদে দূষিত হইবে না ; অতএব তুমি এক্ষণে আস্ত্রপরিচ্যাগ করিতে বাসনা না করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে যত্ববান্ হও । যদি তুমি প্রজ্ঞাসহকারে আমার এই সকল বাক্য হৃদয়ঙ্গম কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বেদোক্ত ধর্ম্মের ফল লাভ করিতে পারিবে । এক্ষণে তুমি অশ্রমস্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন, অগ্নিসংস্কার, সত্যানুষ্ঠান, দান ও দমণ্ডন অবলম্বন কর । কাহারও সহিত স্পর্ধা করিও না । যাহারা স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইয়া যজ্ঞ ও বাজন কার্য্যে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা কখনই শৌক বা অন্তত চিন্তা করেন না । যাহারা শুভ নক্ষত্র, শুভ মুহূর্ত্ত ও শুভ তিথিতে অশ্রম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধ্যানুসারে যজ্ঞ, দান ও অপত্যোৎপাদনে যত্ববান্ হইয়াও সাতিশর স্তম্ভসন্তোষ করেন । আর যাহারা আস্ত্র নক্ষত্রে কুতিথিতে অন্তত ক্রমে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই যজ্ঞফল পরিবর্জিত হইয়া পরিশেষে অশ্রম বোনিতে অশ্রম পরিগ্রহ করিতে হয় । পূর্ব্ব জন্মে আমি বেদনিদ্দক, পুরুষার্থ বিহীন, আত্মনিকী বিদ্যার

অমরজ, কৃতকপারায়ণ, নাস্তিক ও পণ্ডিতাভিমानी মূৰ্খ ছিলার; বিচার স্থলে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ ও উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতাম। ঐ জনাই এক্ষণে আমি শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনার কর্ম্মামুরূপ ফল ভোগ করিতেছি। অতঃপর যদি শত শত দিব্যরাত্রি অবসানেও আমি পুনর্বার মনুষ্যবোনি প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা হইলে সর্বদা সন্তুষ্ট, অপমত্ত, যজ্ঞচাননিরত ও তপস্যায় নিতান্ত আসক্ত হইয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ ও পরিত্যজ্য বিষয় পরিত্যাগ করিব।

কশ্যপ শৃগালরূপী ইন্দ্র কর্তৃক এইরূপ অতিহিত হইয়া সহসা গাত্রো-স্থান পূর্বক বিশ্বরূপময় চিত্তে শৃগালকে কুশলী ও বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসা করিযামাত্র দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন তিনি সাতিশয়র আনন্দিত হইয়া দেবরাজকে যথোচিত পূজা করত তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিলেন।

### একাদশীত্যাধিকশততম অধ্যায় । ১৮১ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! দান, যজ্ঞ, তপস্যা, গুরুশ্রদ্ধা ও প্রজা প্রেরোলাভের কারণ কি না ? তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! বুদ্ধি কাম ক্রোধাদি সম্পন্ন হইলেই চিত্ত পাপ কার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে এবং পাপ কার্যের অনুষ্ঠান করিলেই অতি ক্লেশকর লোকে অবস্থিতি করিতে হয়। পাপপরাণ ব্যক্তিগণই দরিদ্র হইয়া বারংবার দুর্ভিক্ষ, ক্লেশ, ভয় ও মৃত্যুযজ্ঞ সহ্য করিয়া থাকে। আর দমস্তৃণালকৃত শুভাচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ধনাঢ্য হইয়া বারংবার উৎসব, স্বর্গ ও সুখ সম্ভোগ করেন। আত্মজ্ঞান বিহীন নাস্তিকগণকে হস্তবন্ধ-নীরজ্জ্বারা বদ্ধ ও নগর হইতে নিকাসিত হইয়া বাঘ, কুঞ্জর, সর্প ও তরুরপরিপূর্ণ কানন মধ্যে অবস্থান করিতে হয়। আর যাহারা সাধুসহ-বাসে অমরজ, বদান্য এবং দেবতা ও অতিথি গ্রিহ, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের সমূহ পদবীতে পদার্পণ করেন। অধর্ম্মশীল ব্যক্তির ধান্য মধ্যে পুলাক ও পল্লিমধ্যে বন্যকের ন্যায় মনুষ্য মধ্যে নিতান্ত অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। পূর্বকৃত কর্ম্ম দ্বারা ন্যায় মনুষ্যের অনুগমন পূর্বক মনুষ্য শরন করিলে শরন, অবস্থান করিলে অবস্থিতি, গমন করিলে গমন এবং কাণ্ডা-

‘রথে প্রবৃত্ত হইলে কার্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। ফলতঃ পূৰ্বকৃত কার্যানু-  
যায়ী ফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়। কাশ্য প্রাণিগণের কার্যানুসারেই  
ইহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ফল ও পুষ্প যেরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়াও  
নিয়মিত সময়ে পরিপক হয়, পূৰ্বকৃত কৰ্ম্মের ফলও সেই রূপ যথাসময়ে  
পরিণত হইয়া থাকে। ফলভোগ নিবন্ধন পূৰ্বকৃত কৰ্ম্মের ধ্বংস হইলে  
মনুষ্যকে আর তাহার ফলানুরূপ সম্মান, অপমান, লাভ, অলাভ, এবং  
বুদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হয় না। মনুষ্যাগণ গর্ভ শয্যায় শয়ন করিয়াও  
পূৰ্ব জন্মকৃত কার্যানুযায়ী স্বথ হুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ফলতঃ মানবগণ  
বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি যে অবস্থায় যে প্রকার শুভাশুভ কৰ্ম্মের  
অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তদবস্থায় তদনুসারে ফলভোগ করিতে হয়।  
গোষ্ঠ মধ্যে সহস্র সহস্র ধেমু বর্তমান থাকিলেও বৎস যেরূপ  
আপনার মাতার সন্নিধানে গমন করে, পূৰ্বকৃত কৰ্ম্ম সমুদায়ও সেই-  
রূপ কর্তার নিকটেই সমুপস্থিত হইয়া থাকে। মনুষ্য বিষয়বাসিনা  
পরিচ্যাগ করিতে পারিলেই “প্রক্ষালিত বস্ত্রের ন্যায় পরিপুঙ্ক হইয়া  
প্ৰাপ্ত হইতে সমর্থ হয়। তাহার দীর্ঘকাল তপোবনে অব-  
স্থান করিয়া পাপরাশি নিরাকৃত করিতে পারেন,  
তাহাদিগকে লাভ করিতে সমর্থ হন। যেরূপ গগনমার্গে পক্ষিগণের  
এবং সলিল মধ্যে মৎস্য সমুদায়ের গমন সময়ে পাদচিহ্ন লক্ষিত হয়  
না, সেইরূপ ব্রহ্মজ ব্যক্তিগণের গতিও দৃষ্টিগোচর হইবার নহে। বাহ্য  
হউক, এক্ষণে অনান্য বাগাডম্বর বা দোষ কীর্তনের প্রয়োজন নাই,  
কেবল এত মাত্র কহিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, মনুষ্য বিবেচনা করিয়া  
আপনার হিতোপযোগী কার্যের অনুষ্ঠান করিলেই শ্রেয়োলাভে  
সমর্থ হয়।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৮২ ।

সুধিষ্ঠিঃ কহিলেন, পিতামহ! কোন্ মহাশয় সাগর, গগন, শৈল,  
বেধ, ভূমি, অগ্নি ও বায়ুসূক্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন  
এবং ইহা প্রায়কালে কোন্ মহাশয়তেই বা লভ্যপ্রাপ্ত হইবে? ভক্ত  
সমস্ত কি প্রকারে সৃষ্ট হইল? কি রূপেই বা ইহাদিগের বর্ণ নির্ভাগ?  
শৌচাশৌচ নির্ণয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নির্দিষ্ট হইল? জীবগণের জীবন

## শান্তি পর্ব ।

৪২৫

কি প্রকার এবং উহারা দেহান্তে কোথায় গমন করে, আর ইহলোক ও পরলোকই বা কি প্রকার? আপনি এই সমস্ত বিস্তার পূর্বক বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মহাত্মা মহর্ষি ভরদ্বাজ পশ্ন করিল, মহর্ষি ভৃগু যাহা কহিয়াছিলেন, আমি সেই প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । একদা ভরদ্বাজ কৈলাসশিখরে প্রভাকালজড়িত তপো-ধন ভৃগুকে সুখোপবিষ্ট মন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে ! কোন্ মহাত্মা সাগর, গগন, শৈল, মন, অগ্নি, ভূমি ও বায়ুসমাবৃত্ত হাবর জঙ্ঘমা-ত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন? উহা পলয়কালে কোন্ মহাত্মাতেই বা লয়প্রাপ্ত হইবে? জীব সমুদায় কি প্রকারে সৃষ্ট হইল? কি প্রকারেই বা উহাদিগের বর্ণ বিভাগ, শৌণ্ডীশৌচ নির্ণয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নির্দিষ্ট হইল? প্রাণিগণের প্রাণ কি প্রকার এবং উহারা দেহান্তে কোথায় গমন করে? ইহলোক পরলোকই বা কি রূপ? আপনি এই সমুদায় বিস্তার পূর্বক বর্ণন করুন ।

ব্রহ্মসঙ্কশ ভগবান্ ভৃগু মহামতি ভবদ্বাজের এই প্রকাশ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন ! মহর্ষিরা কহিয়া থাকেন যে, মানসনাশে এক সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্তা, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, অভেদ্য, অজর, অমর, অব্যক্ত, অব্যয়, পরম দেবতা আছেন । সেই দেবত্বা সর্বপ্রথমে মহৎকৈ সৃষ্টি করিলেন । মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে সলিল, সলিল হইতে অগ্নি ও বায়ু এবং অগ্নি ও বায়ু হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল । অনন্তর সেই ভগবান্ স্রষ্টা একটী তেজোময় দিবা পদ্ম সৃষ্টি করিলেন । সেই পদ্ম হইতে বেদের বিধান ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন । ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াই “মোহ” এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অহঙ্কার নীতিনির্দিষ্ট করা যায় । তৎকালে আকাশ প্রভৃতি এই পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মার মূর্তি নিশ্চিত হইয়াছিল । গিরি সমুদায় তাঁহার অস্থি, মেদিনী মেদ ও মাংস, সাগর চতুষ্টয় তাঁহার শোণিত, আকাশ উদর, বায়ু নিশ্বাস, তেজ, অগ্নি, শ্রোতৃস্বতী সকল শিবা এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার লোচনদ্বয় রূপে পরিণত হইল এবং তাঁহার মস্তক গগনমণ্ডলে, চরণযুগল ভূমণ্ডলে ও বাহু সকল দিক্‌মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল । সিদ্ধ-গণও ঐ মহাত্মাকে অব্যক্ত হইতে সমর্থ হন না । হে ব্রহ্মন্ আমি তোমার নিকট এই সৃষ্টিনিশ্চিতার বিষয় বর্ণন করিলাম । যে মহাত্মা ভূম সমুদায়কে উৎপাদন করিবার নিমিত্ত অহঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্

সেই সলিলরাশি ভেদ করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে সমুখিত হইরাছিল। সেই সাগরসমুখিত সমীরণ অন্যাপি গগনমণ্ডলে অবিরত সঞ্চরণ করিতেছে। অনন্তর সলিল ও সমীরণের সংঘর্ষে মহাবল পরাক্রান্ত উর্দ্ধশিখ ভ্রাতাশন গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া প্রাণভূত হইল এবং বায়ুসংযোগে সলিল ও আকাশ একত্র করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ঐ ঘনীভূত পদার্থ আকাশে সমুখিত হইবার সময়ে উহা হইতে যে স্নেহ নির্গত হইরাছিল, সেই স্নেহ আবার ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীৰূপে পরিণত হইয়াছে। এই পৃথিবী বিবিধ রস, গন্ধ, স্নেহ ও জীবগণের উৎপত্তি স্থান। ইহাতে সমস্ত পদার্থই সমুৎপন্ন হয়।

### চতুরশত্যধিকশততম অধ্যায় । ১৮৪ ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্ ! পূর্বে সর্বলোকপিতামহ কমলযোনি ব্রহ্মা মনে মনে যে পৃথিব্যাदि পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কি ? আর প্রজাপতিব্রহ্মা হইতে জরায়ুজ স্বেদজ প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে ; তবে পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটীই বা কি নিমিত্ত মহাভূত বলিয়া পরিগণিত হইল ? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

ভৃগু কহিলেন, মহাত্মন ! অপরিমেয় পদার্থই মহৎ শব্দ বাচ্য হইয়া থাকে। পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত অপরিমেয় বলিয়াই মহাভূত নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই অবনামণ্ডলে যে কোন পদার্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সেই সমস্তই ঐ পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন। মানবগণের কলেবর পঞ্চভূতায়ক। চেষ্টা উহার বায়ু, ছিদ্র উহার আকাশ, অগ্নি উহার তেজ, শোণিতাদি দ্রব পদার্থ উহার জল এবং মাংসাদি উহার পৃথিবী। কি স্থাবর কি জঙ্গম সমস্ত পদার্থই এই প্রকারে পঞ্চভূত দ্বারা বিনির্মিত হইয়াছে। জীবগণের পঞ্চইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতায়ক ; ত্রোত্র আকাশায়ক ; দ্বাণ পৃথিবীয়ায়ক, রসনা সলিলায়ক, শুকু বাতায়ক ও চক্ষু তেজোময়। ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন ! কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমস্ত পদার্থই যদি পঞ্চভূত দ্বারা বিনির্মিত হইয়া থাকে, তবে কি নিমিত্ত স্থাবর দেহে পঞ্চভূত লক্ষিত হয় না। দেখুন, বৃক্ষলতাদি শ্রবণ, দর্শন, আশ্রয়, আবাদন বা স্পর্শ করিতে পারে না। উদ্ভাদিগের কলেবরেও শোণিতাদি ঐ পদার্থ, অনলরূপ তেজ, অস্থি মাংসাদিরূপ পৃথিবী, চেষ্টারূপ বায়ু ও ছিদ্ররূপ আকাশ

বিদ্যমান নাই, তবে কি প্রকারে উহাদিগকে পাকভৌতিক বস্তুরূপে গণনা করা যায় ।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন ! বৃক্ষগাди স্থাবরগণ নিত্যাত্ম ঘনীভূত বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে উহাদিগের মধ্যে আকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। বটে, কিন্তু যখন উহাদিগের সর্বদাই ফলপুষ্পাদ্যম হইতেছে, তখন বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া দেখিলে, উহাদিগের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। যখন উত্তাপ দ্বারা উহাদিগের পত্র, শুক, ফল ও পুষ্প সকল ম্লান ও বিলীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর উহাদিগের স্পর্শজ্ঞান বিষয়ে সন্দেহ কি ? যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শাস্ত্রে উহাদিগের ফলপুষ্প বিলীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই বোধ করিতে হইবে যে উহাদিগের শ্রবণ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। দর্শনবিহীন জন্তু কদাপি স্রয়ং পথ চিনিয়া গমন করিতে সমর্থ হয় না ; অতএব যখন লতা সকল বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাকে পরিবেষ্টন ও ইত্যন্তঃ গমন করে, তখন উহাদিগের দর্শনশক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যখন বৃক্ষলতাदि পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং নানাবিধ ধূপ দ্বারা রোগ বিহীন হইয়া কুসুমিত হইতেছে, তখন উহা নিশ্চয়ই আত্মাণ করিতে পারে। যখন উহারা মন দ্বারা জল পান করিতে পারে, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগের রসনেন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। মুখ দ্বারা যেরূপ উৎপলনাল গ্রহণ করিয়া সলিল শোষণ করা যায়, সেইরূপ বৃক্ষগণ বায়ুসহযোগে মূল দ্বারা সলিল পান করিয়া থাকে। এই প্রকারে যখন উহাদিগকে সুখ দুঃখ সম্পন্ন এবং ছিন্ন হইলে পুনর্ব্বার প্রবাহিত হইতে দেখা যায়, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগের জীবন স্বীকার করিতে হইবে। উহাদিগকে অচেতন করিয়া নির্দেশ করা কর্তব্য নহে। বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর পদার্থ মূল দ্বারা যে সলিল গ্রহণ করে, অগ্নি ও সমীরণ সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে। ঐ জলের পরিপাক হওয়ার্তেই ঐ সমুদায় স্থাবর পদার্থ লাবণ্য বিশিষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়।

পঞ্চভূত জঙ্গমগণের কলেবরে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবস্থান করাতেই তাহারা অঙ্গ সকালনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে। ঐ পঞ্চভূত প্রত্যেক পাঁচ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া প্রাণিগণেব কলেবরে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী ভূক, মাংস, অস্থি, মৰ্জ্জা ও স্নায়ুরূপে ; তেজ, অগ্নি, 'জ্যোতি', চক্ষু, উষ্ণা ও জঠরানলরূপে ; আকাশ শ্রোত্র, ঘ্রাণ মুখ, হৃদয় ও কোষ্ঠরূপে এবং সলিল, শ্লেষ্মা, পিত্ত, শ্বেদ, রস ও রুধির রূপে এবং বায়ু প্রাণ, বান, অপান, উদান ও সমানরূপে অবস্থান করিতেছে। প্রাণ



জীবগণের গমনাদি ক্রিয়া সম্পাদন ও ব্যান উদ্যম সাধন এবং অপান ও হৃদদেশে ও সমান হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে । আর উদান বায়ু দ্বারা তাহারা নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে । এই প্রকারে এই পঞ্চবিধ বায়ু জীবগণের চেষ্টা সম্পাদন করিয়া থাকে । ভূমি হইতে গন্ধ, সলিল হইতে রস এবং তেজোময় চক্ষু দ্বারা রূপ ও বায়ুদ্বারা স্পর্শ জ্ঞান হয় । পৃথিবী পাঁচগুণ । গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ ; তন্মধ্যে গন্ধের বিষয় বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । গন্ধ নয় প্রকার, ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, দূরগামী, বিচিত্র, স্নিগ্ধ, রক্ষ ও বিশদ । গন্ধগুণ পৃথিবী হইতেই সমুৎপন্ন হয় । সলিলের চারিগুণ ; রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ । তন্মধ্যে রসের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর । রস যড়বিধ ; মধু, লবণ, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও কটু । রসগুণ সলিল হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । তেজের তিন গুণ ; শব্দ স্পর্শ ও রূপ । একে তেজঃপ্রভাবে যেরূপ সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । রূপ ষোড়শ প্রকার । হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুষ্কোণ, বর্তূল, গুরু, কক্ষ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, কঠিন, চিক্ণ, মধুর, স্নিগ্ধ ও অতি দারুণ । রূপ তেজ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে । বায়ুর দুই গুণ ; শব্দ ও স্পর্শ । স্পর্শ একাদশ প্রকার । উষ্ণ, শীত, স্পৃহজনক, হৃৎস্পৃহজনক, স্নিগ্ধ, বিশদ, ধর, মৃদু, কক্ষ, লঘু ও গুরু । স্পর্শগুণ বায়ু হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে আকাশের একমাত্র ওপ শব্দ । শব্দ ষাণ্ণবিধ ; যড়জ, ষাষভ, গাক্ষার, মধ্যম, পক্ষ, ধৈবত ও নিষাদ । এই সাত প্রকার শব্দ পটহাদিতে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহারা আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে । মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণী এবং মৃদঙ্গ ভেরী, শঙ্খ ও রথে প্রভৃতি অপ্রাণীদিগের যে সমুদয় শব্দ শ্রবণগোচর হয়, সেই সমস্তই আকাশসমুৎপন্ন ; এই জন্য শব্দকে আকাশজ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । সমীরণ লোকের শব্দজ্ঞানের কারণ । লোকে সমীরণের অনুকূলতানিবন্ধনই শব্দ অবধারণ করিতে সমর্থ ও উহার প্রতি-কূলতানিবন্ধনই শব্দ জ্ঞানে অসমর্থ হয় । জীবগণের দেহস্থিত তৃণাদি ইন্দ্রিয় সকল মাকৃতাঙ্ক প্রাণ দ্বারাই ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া থাকে । ফলতঃ সলিল, অনল ও সমীরণ ইহারা প্রাণিগণের কলেবরে অবিরত অবস্থান পূর্বক উহাদিগের জীবন রক্ষা করিতেছে । উহারাই জীবদেহের মূল ;

পঞ্চাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় । ১৮৫ ।

ভ হ্যাজ কহিলেন, মহাশয়! অগ্নি পাঞ্চভৌতিক দেহ লাভ পূর্বক কি প্রকারে জীবগণের কলেবরে অবস্থান করিতেছে এবং বায়ুই বা ঐ প্রকার দেহ লাভ করিয়া কি রূপে প্রাণিগণের শরীরের চেষ্টা সম্পাদন করিতেছে ?

ভৃগু কহিলেন, তপোধন! আমি প্রথমে অগ্নির বিষয় বর্ণন করিয়া বলশালী সমীরণ জীবগণের শরীরে যে প্রকারে সঞ্চার করিতেছে, উহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনল জীবগণের মস্তকে অবস্থান পূর্বক কলেবর রক্ষা এবং প্রাণ বায়ু সেই মন্তকস্থিত অনলের সহিত সমস্ত কলেবরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। প্রাণ ভূতগণের আত্মা, সনাতন পুরুষ, মনু, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপাদি বিষয় স্বরূপ। প্রাণ শরীরমধ্যে অবস্থান করিয়া অগ্নিকে সর্বত্র পরিচালিত করিতেছে এবং সমান বায়ু উহাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে। অপান বায়ু বস্তিমূল ও গুহাদেশে অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া মূত্র ও পুরীষকে বহন করিতেছে। যাহা একমাত্র হইয়া লোকে প্রযত্ন, কৰ্ম্ম ও বল এই তিন বিষয়ে অবস্থিত রহিয়াছে, অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে উদান বলিয়া নির্দেশ করেন। ব্যান বায়ু মহুষ্যের শরীরসন্ধিতে অবস্থান করিতেছে। অনল শরীরমধ্যে বিস্তীর্ণ ও সমান বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া লোকের রস, ত্বগাদি ও পিত্তাদি দোষ পরিপাক এবং নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ও উর্দ্ধগত প্রাণের মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে অবস্থান পূর্বক উহাদিগের সাহায্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছে। আসাদেশ হইতে শরীরমধ্যে অসংখ্য নাড়ী বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। জঠরানল দেহস্থিত প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর সাহায্যে ঐ সকল শিরা দ্বারা সমস্ত কলেবরে বিস্তীর্ণ হইতেছে। সেই অনলের নাম উহা; উহাই প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে। প্রাণবায়ু অনলবেগপ্রভাবে গুহাদেশ পর্যাঙ্ক গমন করিয়া থাকে এবং তথা হইতে প্রতিহত হইয়া পুনরায় মন্তকে আগমন পূর্বক অনলকে উৎক্লিষ্ট করে। নাভির অধোভাগে পকাশয়, উদ্ধ ভাগে আমাশয় আছে এবং জঠরানলে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবস্থিতি করিতেছে। প্রাণিগণের ভুক্ত অন্নের রস প্রাণাদি পাঁচ ও নাগ কৃষাদি পাঁচ এই দশ প্রকার বায়ু প্রভাবে নাড়ী সমুদায় দ্বারা দেহমধ্যে উর্দ্ধ, অধঃ ও তিৰ্য্যগ্ভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। আসাদেশ হইতে পায়ুপর্যাঙ্ক যে স্রোত বিদ্য-

মান আছে, উহা যোগীদিগের যোগসাধনের পথ। যে মহাত্মারা ঐ পথদ্বারা আত্মাকে মন্তকে সমানীত করিতে পারেন, তাঁহারা ই ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। হে তপোধন ! এই প্রকারে অগ্নি প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বায়ুর সাহায্যে দেহমধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া সঞ্চার করিতেছে।

### ষড়শীত্যাধিকশততম অধ্যায় । ১৮৬ ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন ! জীবগণ যদি বায়ু দ্বারা জীবিত থাকিয়া অঙ্গ সঞ্চালন, নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় এবং জটগানলই যদি লোকের উদ্ভাবন প্রকটন ও ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে, তাহা হইলে জীবগণের জীব নিত্যন্ত নিষ্ফল। প্রাণিগণ যখন কালকবলে নিপতিত হয়, তখন তাহাদিগের কলেবর হইতে প্রাণ নির্গত হইতে দেখা যায় না; ঐ সময় উচ্চাঙ্গিকে কেবল বায়ু ও উদ্ভাবন বিগীন হইতেই দেখা যায়। জীব যদি বায়ুময় বা বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইত, তাহা হইলে, উহা বায়ুচক্রের ন্যায় বোধগম্য করা যাইত। বিশেষতঃ যদি বায়ুর সহিত জীবের সংশ্লেষ থাকিত, তাহা হইলে, যখন লোকের কলেবর হইতে বায়ু নিঃসৃত হইয়া যায়, তখন জীব নিশ্চরই পৃথগ্ভূত ও জেয় হইত। আর যখন কূপমধ্যে প্রদত্ত জল ও অগ্নিতে প্রদত্ত প্রদীপ শিখার ন্যায় উহার স্বরূপ ধ্বংস হইয়া যায়, তখন উহাকে ব্রহ্মাংশ বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। এই পাঞ্চভৌতিক দেহে যদি একমাত্র ভূতের অভাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অন্যান্য ভূতচতুষ্টয় পরস্পর পৃথগ্ভূত হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। অনাহারে জল ও অগ্নি, শ্বাসনিগ্রহে বায়ু, কোষ্ঠ নিরোধে আকাশ এবং ব্যাধি ও ব্রণাদি দ্বারা মেদিনী বিনষ্ট হয়। এই প্রকারে পৃথিব্যাংক একমাত্র পদার্থের নাশনিবন্ধন অন্যান্য পদার্থ চতুষ্টয় পৃথগ্ভূত ও কলেবর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, জীব কাহার অনুসরণ, কি শ্রবণ ও কি প্রকারে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে ! আমি পরলোকে গমন করিলে এই গাভী আমাকে উদ্ধার করিবে; এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি গোদান করে, সেই গাভী কি প্রকারে তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় ? যখন গাভী, গৃহীত ও দাতা এই তিন জনকে ইচ্ছালোকে লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে, তখন তাহাদিগের পুনর্জন্ম সমাগমের সম্ভাবনা কোথায় ? বিহঙ্গম কতৃক দ্বন্দ্বিত, শৈশবশ্র

হইতে নিপতিত ও অনলে দগ্ধ মহুবাগণ কি পুনর্ব্বার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া পুন্যফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় ? তরুর মূল ছেদন করিলে, যখন উহা পুনর্ব্বার প্রেরোহিত হয় না, তখন স্মৃত্যক্তি কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিবে ? বাহা হউক, আমার বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বে একমাত্র বীজ সৃষ্ট হইয়াছিল ; সেই বীজ হইতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য বীজের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে । জন্তুগণ যে সজ্ঞানসম্বত্তি উৎপাদন করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সজ্ঞানসম্বত্তি হইতেই অপর অন্যান্য সম্বত্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহারা একবার পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা আর কখনই জন্ম পরিগ্রহ করে না ।

সপ্তাশীত্যাধিকশততম অধ্যায় । ১৮৭ ।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন । জীবের বিনাশ নাই । দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, জীব তাহা হইতে অন্য দেহে গমন করিয়া থাকে । কেবল কলেবর বিশীর্ণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হয় । সমিধ সমুদায় ভস্মীভূত হইলে হতাশন যে প্রকার অদৃশ্য হইয়া যায়, সেইরূপ শরীরের অবনান হইলে দেহস্থিত জীব অদৃশ্য হইয়া থাকে ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! দাহ্যবস্ত্র বিনষ্ট হইলে হতাশনও ত বিনষ্ট হইয়া থাকে । দাহ্য বস্ত্র না থাকিলেও যে হতাশন বিদ্যমান থাকে, তাহার প্রমাণ কি ?

ভৃগু কহিলেন, হে তপোধন ! দাহ্য বস্ত্র শেষ হইলে হতাশন অদৃশ্য হয় বটে, কিন্তু তাহার এককালে বিনাশ হয় না । উহা আশ্রয় অভাবে আকাশে বিলীন হওয়াতে অদৃশ্য হইতে পাই না । ঐ রূপ জীবাশ্মও কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশে অবস্থান করিয়া থাকে এবং সাতিশর কল্প বলিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না । অনল জ্ঞানময় জীব স্বরূপ । উহা সমীরণের সহিত সমবেত হইয়া দেহমধ্যে অবস্থিতি করে । নিশ্বাস বায়ু অবরুদ্ধ হইলেই উহার বিনাশ হয় এবং উহার বিনাশ হইলেই কলেবর ধরাতলে নিপতিত ও বিলীন হইয়া যায় । স্থাবরজঙ্গমাশ্মক সমস্ত পদার্থের শরীরের বায়ু আকাশের এবং জ্যোতি বায়ুর অঙ্গগমন করিয়া থাকে । আকাশ, অগ্নি ও বায়ু ইহারা যে প্রকার পরস্পর একত্র অবস্থিতি করিতেছে, সেইরূপ সনিল ও স্তব্ধিকাও পরস্পর একত্র প্রতিষ্ঠিত রহি-

রাছে। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ, অগ্নি ও বায়ু অদৃশ্য এবং সলিল ও মৃত্তিকা দৃশ্য পদার্থ।

ভরবাজ করিলেন, ব্রহ্মন্ ! প্রাণিমাাত্রেরই দেহে অনল বায়ু, মৃত্তিকা, সলিল ও আকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আপনি বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিলেন, ; এক্ষণে জীবের লক্ষণ কি, তাহা বর্ণন করুন। পঞ্চজ্ঞান সম-  
বৃত্ত পাক্‌ভৌতিক দেহে জীবাত্মা কি প্রকারে অবস্থান করিতেছে ? এই মেদ, মাংস, শোণিত, স্নায়ু ও অস্থি সমাকীর্ণ দেহ বিদীর্ণ করিলেও ত জীবাত্মা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই পাক্‌ভৌতিক দেহের যদি চৈতন্য না থাকে, তাহা হইলে শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে উহা লোকের অনুভূত হইবার সম্ভাবনা কি ? আপনার মতে জীবাত্মা কর্ণের সাহায্যে শ্রবণ এবং চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করিয়া থাকে ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনই শ্রবণাদি কার্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। যদি মনঃসংযোগ না থাকে, তাহা হইলে কখনই লোকের শ্রবণাদি জ্ঞান জন্মে না। লোকে নিদ্রায় অভিভূত হইলে, তৎকালে কখনই তাহার শ্রবণ, দর্শন, আশ্রাণ, স্পর্শ, আশ্বাদন অথবা হর্ষ, বিষাদ, জোষ, ভয়, ইচ্ছা, ঘেব, চিন্তা ও বাঞ্ছিন্‌পত্তি করিবার ক্ষমতা থাকে না ; অতএব যখন মনই শরীরের সমস্ত ক্রিয়া নির্বাহ করিতে লাগিল, তখন অনর্থক জীবাত্মা স্বীকার করিবার তৎপর্য্য কি ?

ভৃগু কহিলেন, তপোধন ! চিত্ত পঞ্চভূত হইতে বিভিন্ন নহে। সুতরাং উহা দ্বারা শরীরের সমুদায় ক্রিয়া নির্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র অন্তরাত্মা লোকের কলেবরে ব্যাপ্ত হইয়া শরীরের সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতেছে। সেই অন্তরাত্মাই রূপ, গন্ধ, আশ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ ও আশ্বাদন প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকে। উহারই সুবৃত্তি অমৃতব হর। আত্মার সহিত বিরোগ উপস্থিত হইলে, দেহ আর কিছুই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। যখন লোকের দেহস্থিত অনল স্বরূপ আত্মার বিরোগ বশতঃ লোকের রূপ ও স্পর্শাদি জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না, তখনই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই সমস্ত ভগৎ সলিলময়, সলিল প্রাণিগণের মূর্ত্তি স্বরূপ। স্বর্কলোকপিভামহ ব্রহ্মা আত্মারূপে সমস্ত জীবে অবস্থান করিতেছেন। আত্মা সামান্য গুণ সমুদারে সংযুক্ত হইলে, ক্ষেত্রজ এবং ঐ সমুদায় গুণ হইতে বিযুক্ত হইলে পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। আত্মা পদ্মমধ্যে জলবিন্দুর ন্যায় কলেবর মধ্যে অবস্থান করিতেছে। উহা ব্রহ্মদেব জীবের হিতকরী ; যোগাদি দ্বারা উহাকে বশীভূত করা যায়। মত্যা, রজ

তম এই তিন উহার গুণ। দেহ, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত আত্মার স্তম্ভ হইতে  
ভোগের আর স্বরূপ। উহার আত্মার প্রভাবে চেষ্টাসূক্ত হইয়া কার্যো-  
ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। পরমাত্মা নিগুণ; উহার সহিত কোন কার্যেরই  
সংগ্রহ নাই। জীবাত্মার ধ্বংস নাই। বাহ্যার আত্মার বিনাশ নিরূপণ  
করিয়া থাকে, তাহার নিত্যত্ব মৃত। জীবাত্মা কেবল এক দেহ হইতে  
অন্য দেহে গমন করিয়া থাকে; দেহান্তরে গমনই তাহার মৃত্যু।

হে তপোধন! এই প্রকারে আত্মা অজ্ঞানে সমাবৃত হইয়া গূঢ়ভাবে  
সর্বভূতে সঞ্চরণ করিতেছে। তত্ত্বদর্শীরাই কেবল অতি উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মবুদ্ধি  
দ্বারা উহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হন। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সতত যোগ-  
সাধন ও অন্নাহারপ্রভাবে শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার  
লাভ এবং চিত্তপ্রসাদনিবন্ধন শুভাশুভ কার্য্য সকল পরিহার পূর্বক পরমা-  
ত্মায় লীন হইয়া স্বাধীন সুখাস্বাদন করিয়া থাকেন। দেহমগ্নো অনলের  
ন্যায় প্রকাশময় যে মানসিক জ্যোতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকেই  
জীবাত্মা বলিয়া কীৰ্ত্তন করা যায়।

— ০ • ০ —

### অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়। ১৮৮।

হে ভরহাজ! কমলযোনি ব্রহ্মা অগ্রে আপনায় তেজ হইতে সূর্য্য ও  
জ্যোত্বানের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের সৃষ্টি  
করিয়া স্বর্গ প্রাণ্ডির উপায় স্বরূপ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, শাস্ত্র বেদ, আচার  
ও শৌচের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর,  
যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বিধ  
মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয়গণ রজোগুণ,  
বৈশ্যগণ রজ ও তমোগুণ এবং শূদ্রগণ নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ প্রাপ্ত হই-  
লেন।

ভরহাজ কহিলেন, ব্রহ্মন! সমুদায় মনুষ্যোচিত সর্ব্বপ্রকার গুণ বিদ্যা-  
মান রহিয়াছে; অতএব কেবল গুণব্যাধি কখনই মানবগণের বর্ণভেদ  
করিতে পারা যায় না। দেখুন, সকল লোককেই কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ  
শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রমপ্রভাবে ব্যাকুল হইতে হয় এবং সকলের  
শরীর হইতেই স্বেদ, ঘ্রূত, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত নির্গত হইয়া  
থাকে; অতএব গুণব্যাধি কি প্রকারে বর্ণবিভাগ করা যাইতে পারে।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন ! ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইतर বিশেষ নাই, সমস্ত জগতই ব্রহ্মময় । পূর্বে মানবগণ ভগবান্ ব্রহ্মা চাইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণেরা রজোগুণপ্রভাবে কামভোগে প্রিয়, বোষণরবশ, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বদর্শ পরিভ্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব, যাহারা রস ও তমোগুণপ্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাহারা তমোগুণপ্রভাবে হিংসাপরহস্ত, লুপ্ত, সর্বকর্ষোপ-জীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা ই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । ব্রাহ্মণেরা এই প্রকার কার্য্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন ; অতএব সকল বর্ণেরই নিত্য ধর্ম্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে । পূর্বে কমলবোনি ব্রহ্মা যাহাদিগকে নির্মাণ পূর্ব্বক বেদময় বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারাষ্ট লোভনিবন্ধন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । ব্রাহ্মণেরা সতত বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠানে অমুরক্ত থাকেন, এত জনাই তপস্যা বিনষ্ট হয় না । ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহারা পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে অসমর্থ হন, তাঁহারা অতি নিকটই বলিয়া পরিগণিত এবং জ্ঞান বিজ্ঞানবিহীন স্বেচ্ছাচারী পিশাচ, রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি বিবিধ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । পূর্বে আদি দেব মনে মনে প্রজা সৃষ্টি করণা করিয়াছিলেন । তৎপরে প্রাচীন যজুর্বি-গণ তপোবলে ক্রমে ক্রমে বেদোক্ত সংস্কারসম্পন্ন স্বকার্য্য নিশ্চয়জ্ঞ প্রজা-বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন । বস্তুতঃ আমাদিগের মানসিক সৃষ্টি পর ক্রমে ক্রমে প্রাচীন লোক চাইতে নূতন লোকের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে ।

—:—

একোনবত্যাধিক শততম অধ্যায় । ১৮৯ ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের লক্ষণ কি ? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ।

ভৃগু কহিলেন, ভরদ্বাজ ! যাহারা জাতকর্যাদি সংস্কারে সংস্কৃত, পরম পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অমুরক্ত হইয়া প্রতি দিন সন্ধ্যাবন্দন, নান, জপ, হোম, দেবোচ্চনা ও অতিথি সংস্কার এই ষড়্‌বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; যাহারা শৌচাচারপরায়ণ নিত্যব্রতনিষ্ঠ, গুরুপ্রিয় ও সহানুভূত হইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, আর যাহা-

দিগকে সতত দান, অদ্রোহ, অনুশংসতা, ক্রমা, স্থগা ও তপস্যার একান্ত আসক্ত দেখা যায়, তাঁহারা ই ব্রাহ্মণ । যাঁহারা বেদাধ্যয়ন, সমর কার্যের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান ও প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং যাঁহারা পবিত্র হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃষি বাগিছাদি কার্য সম্পাদন করেন, তাঁহারা বৈশ্য । আর যাঁহারা বেদবিহীন ও আচারভ্রষ্ট হইয়া সর্বদা সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান ও সকল দ্রব্য ভক্ষণ করে ; তাঁহারা শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হন । যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ পূর্বক শূদ্রের ন্যায় আচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র ও যদি কোন ব্যক্তি শূদ্র-কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় আচারনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । অতএব ব্রাহ্মণের বিবিধ উপায় দ্বারা ক্রোধ লোভেবু শাসন ও আত্মসংযম করা অবশ্য কর্তব্য । ক্রোধ ও লোভ অমঙ্গলের মূল । অতএব যথোচিত যত্নসহকারে উহাদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করা বিধেয় । বুদ্ধিমান ব্যক্তি সতত ক্রোধ হইতে শ্রী, মাৎ-সর্যা হইতে তপস্যা, মানাপমান হইতে বিদ্যা এবং প্রমাদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবেন । যে ব্যক্তি ফল লাভের বাসনা পরিহার পূর্বক বস্ত্রাদি কার্যের অনুষ্ঠান এবং বিধাতৃসমূহের দান ও হোম করিয়া থাকেন, তাঁহা-কেই বুদ্ধিমান কৰ্ম্মসম্রাসী বলিয়া নির্দেশ করা যায় । জ্ঞানবান ব্যক্তি সকল লোকের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন এবং হিংসা ও অধিকৃত বিভবাদি পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিপ্রভাবে ইন্দ্রিয় জয় করিতে সমর্থ হন । ইহলোক ও পরলোকে ভয়শূন্য হইবার নিমিত্ত আত্মদামনে মনোনিবেশ করা সকলেরই কর্তব্য । তপস্যানিরত, সংযতাত্মা পরলোকজরাভিলাষী মুনিগণের পুত্রদা-রাদি পরিবারবর্গে লিপ্ত থাকা কর্তব্য নহে । সূন্য পদার্থ সমস্তই ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে । সূক্ষ্ম দেহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে । যোগীগণ বোণ বলেই উহা দর্শন করিতে সমর্থ হন । অতএব সূক্ষ্ম শরীর দর্শনাভিলাষী ব্যক্তিগণ অবিধান পরিহার করিয়া চিত্তকে জীবাত্মার সহিত সংলগ্ন ও জীবাত্মাকে ব্রহ্মপদার্থে লীন করিবেন । বৈরাগ্যই নির্বাপন পদ প্রাপ্তির কারণ । ব্রাহ্মণেরা বৈরাগ্যপ্রভাবেই পরম সুখাশ্বাস ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন । জীবগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন এবং শুদ্ধাচার ও সৎব্যবহার অবলম্বন করাই ব্রাহ্মণ জাতির প্রধান লক্ষণ ।



## নবত্যধিকশততম অধ্যায় । ১৯০ ।

হে মহাত্মনু ! সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপস্যা এবং সত্য প্রজা সৃষ্টি ও প্রজা-পালন করিয়া থাকে । লোক সকল সত্য প্রভাবেই দেবলোক গমনে সমর্থ হয় । বিখ্যা অন্ধকারের স্বরূপ । ঐ অন্ধকার প্রভাবে লোকের অধঃপাত হইয়া থাকে । লোকে ঐ অন্ধকারে আবৃত হইলে সত্যরূপ আলোক সন্দর্শন করিতে অসমর্থ হয় । স্বর্গই সত্য ও আলোক এবং নরকই মিথ্যা ও অন্ধকার স্বরূপ । মানবগণ নিজ নিজ কৰ্ম্ম ফলে ঐ উভয়ই লাভ করিয়া থাকে । সত্য ও অনূত ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম, প্রকাশ অপ্ৰকাশ, সুখ ও দুঃখ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । তন্মধ্যে বাহ্য সত্য তাহাই ধৰ্ম্ম, বাহ্য ধৰ্ম্ম তাহাই প্রকাশ এবং বাহ্য প্রকাশ তাহাই সুখ । আর বাহ্য অসত্য তাহাই অধৰ্ম্ম, বাহ্য অধৰ্ম্ম, তাহাই অন্ধকার এবং বাহ্য অন্ধকার তাহাই দুঃখ । বিজ্ঞলোক সকল এই ভূমণ্ডলে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ এবং অনূতের মূলীভূত সুখ জীবলোককে অভিভূত করিয়াছে জানিতে পারিয়া কদাচ বিমোহিত হন না । সৰ্ব্বদা দুঃখ নিবারণার্থ যত্নবান্ হওয়াই কর্তব্য । লোকের ঐহিক সুখ অনিত্য । শশধর রাহগ্রস্ত হইলে তাঁহার জ্যোৎস্না যেকণ প্রকাশিত হইতে পারে না, মনুষ্য সেইরূপ অসত্য রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে, তাহার অন্তরে সুখ থাকিলেও উহা প্রকাশিত হয় না । সুখ বিবিধ ; শারীরিক ও মানসিক । লোকে সুখের জন্যই নানা প্রকার কার্যের অনুষ্ঠান করে । সুখ অপেক্ষা ত্রিবর্গের উৎকৃষ্ট ফল আর কিছুই নাই । এই নিমিত্ত সকলেই সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকে । সুখ আশ্রয় গুণ বিশেষ । ধৰ্ম্মার্থই উহার মূল স্বরূপ । উহার উদ্দেশ্যেই লোকে ধৰ্ম্মার্থের অনুষ্ঠান করে ।

ভরহাজ্জ কহিলেন, মহাত্মনু ! আপনি যে, সুখকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীৰ্ত্তন করিলেন, আমি উহার ভাবপার্থ্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । দেখুন, মহাত্মা বহর্ষিগণ এই আশ্রয় উৎকৃষ্ট গুণ বিশেষ সুখের প্রতি কিছুনাও কৃষ্টিপাত না করিয়া ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন । এই প্রকার কিঞ্চিৎ আছে যে, ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া একাকী ভগ্নোপস্থান করিতেছেন । তিনি কখনই কাম জনিত সুখে মনোনিবেশ করেন না । আর ভগবান্ ভবানীপতি রতিপতিতে সমুদীন দেখিয়া ভ্রম্য-বশেষ করিয়াছিলেন । এই সমুদায় দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতীক্ষমান হইতেছে যে, সুখ মহাত্মাদিগের অভিপ্রেত নহে ; সুতরাং উহা আশ্রয় উৎকৃষ্ট গুণ বলিয়া নির্দিষ্ট আর কিছুই নাই, এই বাক্যে আমার তাদৃশ বিধান হই-

হইতে না । আর পুণ্য হইতে সুখ এবং পাপ হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, ইহা ত কেবল লোক প্রবাদ মাত্র বোধ হইতেছে ।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন ! অনৃত হইতে অন্ধকারের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে । যাহারা সেই অন্ধকার প্রভাবে ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও মিথ্যার জড়িত হইয়া ধর্মকাণ্ডা পরিত্যাগ পূর্বক অধর্ম কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে অচিরে বিবিধ ব্যাধি, জরা, বধ, বন্ধন, পিপাসা, বর্ষা, উত্তাপ, শীত, বহুবিরোগ ও অর্থনাশ জনিত দুঃখ পরস্পরায় অভিভূত হইতে হয় সুতরাং তাহাদিগের সুখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায় ? যে ব্যক্তির ঐ সকল শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নাই, সেই ব্যক্তিই সুখানুভব করিতে পারেন । দেবলোককে এই সকল দুঃখ কখনই অনুভূত হয় না । তথায় অবিরত সুখস্পর্শ সমীর্ণ প্রবাহিত ও উৎকৃষ্ট গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে ; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, জরা ও পাপের লেশমাত্র নাই স্বরলোকে সতত সুখই বিদ্যমান রহিয়াছে ; নরকে কেবল দুঃখই অবস্থিতি করিতেছে এবং এই সংসারে সুখ ও দুঃখ উভয়ই বিদ্যমান আছে ; অতএব সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই । ত্রীলোক সর্বভূত জননী পৃথিবীর স্বরূপ, পুরুষ প্রজাপতি স্বরূপ এবং শুক্র তেজঃ স্বরূপ । ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রীপুরুষের সহযোগে শুক্র প্রভাবে লোক সৃষ্টি হইবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন । মানব-গণ তাহার সেই নিয়মানুসারে কার্য্য নির্বাহ করিয়া নিজ নিজ কন্ধ্যানু-সারে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে ।

### একনবত্যধিকশততম অধ্যায় । ১৯১ ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহর্ষে ! দান, ধর্ম, আচার, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও হোম কার্য্য কি ফল লাভ হয়, তাহা বর্ণন করুন ।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন ! হোমদ্বারা পাপের উপশম, বেদাধ্যয়ন দ্বারা স্মৃতিলাভ, দান দ্বারা ভোগ ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে । দান ত্রিবিধ, ঐহিক ও পারলৌকিক । অলংপাত্রে দান করিলে ঐহিক এবং সংপাত্রে দান করিলে পারলৌকিক সুখ লাভ হয় । যিনি যে প্রকার দান করিয়া থাকেন, তিনি তদনুরূপ ফল লাভ করেন ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, মহাত্মন ! কে কি প্রকার ধর্মের অনুষ্ঠান করিবে ? ধর্মের লক্ষণ কি এবং ধর্ম কয়প্রকার, তাহা কীর্তন করুন ।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন ! যে মহাত্মারা নিজ নিজ ধর্ম প্রতিপালন করেন, তাহারা ই স্বর্গ ফল ভোগ করিতে সমর্থ হন ; আর বাহারা তাহার অন্যথাচরণ করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ় ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন ! পূর্বকালে মহর্ষিগণ আশ্রমচতুষ্টয়ের যে প্রকার ধর্ম নির্ণয় এবং তাহারা স্বয়ং যে প্রকার আচার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত কীর্তন করুন ।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন ! প্রথমতঃ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজা বর্গের হিতসাধন ও ধর্মরক্ষার্থ আশ্রমচতুষ্টয় নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন । ঐ আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্তন করা যায় । আশ্রমবাসিগণ পবিত্রতা, সংস্কার, বিনয়, নিয়ম ও ব্রতপ্রভাবে সংযত হইয়া প্রাতঃ কালে সূর্য্য ও সায়ংকালে অগ্নির আরাধনা এবং নিজা ও আলস্য পরিহার পূর্বক গুরুর আজ্ঞানুবর্তী হইয়া তাহার শুশ্রূষা, অভ্যর্থনা, বেদাভ্যাস, বেদার্থ গ্রহণ, তিনবার স্নান, অগ্নিরক্ষা ও নিত্যভিক্ষা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আশ্রম পবিত্রতা সাধন করেন । শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, যাহারা গুরুর উপাসনা করিয়া বেদজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহাদের নিশ্চয়ই স্বর্গ-ফল প্রাপ্তি ও অভীষ্ট সিদ্ধি হয় ।

গার্হস্থ্য দ্বিতীয় আশ্রম ; এই আশ্রমের আচার ও লক্ষণ সকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । যাহারা ব্রহ্মচর্য্যশ্রম হইতে নির্গত ও সদাচারে মগ্ন হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য ফল লাভে অভিলাষী হন, তাহাদিগের নিমিত্তই গৃহস্থশ্রম বিহিত হইয়াছে । এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ লাভ হইয়া থাকে । গৃহস্থ ব্যক্তি অথবা স্বীয় বেদাধ্যয়নপ্রভাব, যাজ্ঞানাদি ক্রিয়া ও হোমাদি নিয়মজনিত দেবতার প্রসাদ লব্ধ ধন দ্বারা সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবেন । এই আশ্রম সকল আশ্রমের মূল । কি গুরুকুলনিবাসী, কি পরিব্রাজক, কি অন্যান্য ব্রত নিয়ম ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সকলেরই এই আশ্রম হইতে জিজ্ঞাসন ও হোম্যানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন হইয়া থাকে । বানপ্রস্থশ্রমীদিগের বনসকল নিষিদ্ধ । তাহারা প্রায়ই বেদাধ্যয়ন ও তীর্থদর্শন প্রমুখে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকেন । তাহাদিগকে বর্শনমাত্র অনুশাসনাচিতে গাত্রোপবাস, অভিগমন, অভিবাদন ও মিষ্টসভাষণ পূর্বক শক্ত্যনুসারে আসন, শয়ন, আহার প্রদান ও মর্চ্চনা করা গৃহস্থের অকল্যা কৰ্ত্তব্য । শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, যে গৃহস্থ শক্ত্যানুসারে অতিথি সংকার না করে, অভিধি তাহার গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া প্রতিগমন করিবার সময় তাহাকে

বীর সঙ্কিত পাপ প্রদান পূর্বক তাহার পুণ্যরাশি গ্রহণ করিয়া থাকে । গৃহস্থাত্মমে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবলোক, শ্রাদ্ধতর্পণ দ্বারা পিতৃলোক, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিলোক এবং অপত্যোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতির প্রীতিসাধন করা যাইতে পারে । শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সকলের সহিত সুমধুর প্রিয়সম্ভাষণ করা অবশ্য কর্তব্য । নিশা, নিষ্ঠুর বাক্য, প্রয়োগ, অবজ্ঞা, অহঙ্কার বা দাস্তিকতা প্রকাশ করা নিস্তান্ত অমুচিত । অহিংসা, সত্য ও আক্রোধ এই সমস্ত আশ্রমের উৎকৃষ্ট তপস্যা স্বরূপ । গৃহস্থাত্মমে মালাভরণ ধারণ, বস্ত্র পরিধান, তৈলমর্দন, গন্ধদ্রব্য দেবন, নৃত্য দর্শন, গীতবাহ্য্য শ্রবণ, বিহার এবং চর্কা, চষা, লেহা, পেয়াদি বিবিধ দ্রব্যের উপভোগে অসীম সুখ লাভ হয় । যে ব্যক্তি গৃহস্থাত্মমে অবস্থান পূর্বক ত্রিবিধ সাধন এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে পারেন, তিনি সাধুজ্ঞানোচিত গতি লাভ করিতে সমর্থ হন । এই আশ্রমে অবস্থান পূর্বক কাম পরিহার করত উজ্জ্বলিত অনুরাগ করিয়াও স্বধর্ম প্রতিপালন করিলে স্বর্গ লাভ দুলভ হয় না ।

—:~:~:~—

দিনবত্যাধিকশততম অধ্যায় । ১৯২ ।

হে তরুণ ! বানপ্রস্থেরা ধর্ম্মানুসারে মৃগ, মহিষ, বরাহ, শার্ঙ্গুল ও বন্যমাহুগমাকীর্ণ অরণ্যে তপোানুষ্ঠান এবং পবিত্র তীর্থ, নদী ও প্রস্ত-  
বন প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রদেশ দর্শন পূর্বক পর্যটন করিয়া থাকেন । গ্রাম্য বস্ত্র, আহার ও উপভোগে তাঁহাদিগের অভিলাষ থাকে না । তাঁহারা বন্য ফলমূল পত্র ও ওষধি পরিমিতরূপে ভোজন ; ভূমি, পাষণ, বালুকাময় প্রদেশ, চরুর্কর ও ভস্মের উপর শয়ন ; কাশ, কুশ, চর্ম্ম ও বস্ত্র পরিধান, কেশ, শল্ক, নখ ও লোম ধারণ ; নিরমিত সময়ে স্নান এবং ষণান্নিরমে বলি ও হোমের অনুষ্ঠান করেন । উহারা সমিৎ, কুশ ও কুম্ম প্রভৃতি পূজোপহার সংগৃহীত ও সংমার্জিত না করিয়া কখনই বিজ্রামলাভ করেন না । অবিরত শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি ও বায়ু সহ্য করাতে ইহাদিগের শুক্ক সকল ভিন্ন এবং নানাবিধ নিরম ও আহার-সঙ্কোচ দ্বারা মাংস ও শোণিত শুক্ক হইয়া যায় । উহারা কেবল কঙ্কাল-মাত্রাবশিষ্ট কলেবর ধারণ করিয়া থাকেন । ঐ মহাত্মারা অতি সুখীরা । যিনি এই প্রকারে ব্রহ্মধর্ম্মবিহিষ্ট ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পাবেক

ন্যায় কৌশল সকল দক্ষ ও হুজুর লোক সকল আপনায় বশীভূত করিতে সমর্থ হন ।

একদা পরিব্রাজকগণের আচার কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পরিব্রাজকগণ হতাশন, ধন, কলত্র ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তু পরিভ্রাণ পূর্বক স্নেহপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ইতস্ততঃ পর্যটন করিয়া থাকেন । ঐ মহাত্মারা লোভ ও স্তবর্ণ সমান জ্ঞান করেন । ধর্ম্মার্থ কামে তাঁহাদিগের কদাচ অভিকর্ষি হয় না । তাঁহারা কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন সকলেরই প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন এবং কার্যমনোবাক্যে জরাজীর্ণ, অশুভ ও উদ্ভিদগণের কোন অপকার সাধন করেন না । তাঁহাদিগের আবাসস্থান নির্দিষ্ট নাই । তাঁহারা অমবরত পর্বত, পুলিন, তরুশূন্য ও দেবালয়ে পর্যটন করিয়া থাকেন । ঐ মহাত্মারা কখন গ্রামে ও কখন বা নগরে অবস্থান করিবার বাসনার গমন করেন ; কিন্তু নগরে একাদিক্রমে পাঁচ রাত্রি ও গ্রামে এক রাত্রি বাসীত অবস্থান করেন না । তাঁহারা গ্রামে বা নগর-মধ্যে গমন পূর্বক কোন সদাশয় লোকের ভবনে প্রবেশ করিয়া তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন । তাঁহারা ভিক্ষার নিমিত্ত কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না । যদৃচ্ছাশূন্য হ্রবোই পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং কদাচ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহঙ্কারে অভিভূত বা পরনিন্দা ও পরহিংসার প্রবৃত্ত হন না । শান্তে নির্দিষ্ট আছে যে, যিনি প্রাণীদিগকে অস্তর প্রদান পূর্বক পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, তিনি কাহা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না । যিনি আপনায় শরীর অধিনমোহিত করিয়া সেই অগ্নির উদ্দেশে আপনায় মুখে ভিক্ষালব্ধব্য সমূহ রূপ হবিঃপ্রদান করেন, তিনি সাত্ত্বিকগণের লোক প্রাপ্ত হইতে পারেন । যিনি সংকল্পবিহীন বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া বিত্তচরিতে শাস্ত্রানুসারে মোক্ষোন্মম আশ্রয় করেন, তিনি ইক্ষনশূন্য জ্যোতির ন্যায় প্রশান্তভাবে ব্রহ্মলোক লাভ করিতে পারেন ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে মহাত্মন ! আমরা শুনিয়াছি যে, এই ভীষ্ম-বর্ষের পর অন্যলোক বিদ্যমান আছে । কিন্তু উহা ত কেহই দেখিতে পার না, অতএব ঐ লোক কি কি প্রকার তাহা জানিতে আমাদের সাত্ত্বিক অভিলাষ হইতেছে, আপনি উহা বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, তপোধন ! উত্তর দিকে হিমালয়ের পার্বত্যদেশে এক সর্গশূন্য সম্পদ, পঞ্চম পবিত্র প্রদেশে পাপহীন শুভজনক লোক বিদ্যমান

আছে। লোভ মোহ বিবর্তিত পাপশূন্য পবিত্রচিত্ত মনুষ্যাগণ ঐ লোকে নিরাপদে কালযাপন করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে অকাল মৃত্যু বা ব্যাধির নাম গন্ধ ও নাই। এই সমুদায় গুণসম্পন্ন হওয়াতেই ঐ স্থান স্বর্গ তুল্য বলিয়া অভিহিত হয়। তথার সকলেই পরদার গমনে বিরত, নিজ নিজ পত্নীর প্রতি অমুরক্ত, পরস্পর নিপীড়নে পরাভ্রম্ভ ও বিস্ময় বিহীন হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ স্থানে অধর্মের লেশ মাত্র নাই। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে সন্দেহ হয় না এবং ঐ স্থানে কার্য্যানুষ্ঠানের ফল প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেই লোকে কেহ কেহ অপূর্ব অট্টালিকায় বাস ও সুবর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বিবিধ পানীর পান ভক্ষাদ্রব্য ভোজন পূর্বক সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ করিতেছেন। কেহ কেহ ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্বক, পরমশ্রমের দ্বারা নিমগ্ন রহিয়াছেন এবং কেহ কেহ কঠিন পরিশ্রম দ্বারা যোগবল লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ ঐ লোক এই ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইহলোকে কেহ দাম্ভিক, কেহ নিষ্ঠুর, কেহ সূখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনবান্ এবং কেহবা নিধন থাকে। মূর্খ ব্যক্তিগণ অবিরত শ্রম, ভয়, মোহ, ক্রোধ ও দনলোভে নিত্যন্ত মুগ্ধ হয়। ইহলোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়িণী বিবিধ বাক্তা বিদ্যমান রহিয়াছে। যে ব্যক্তি জ্ঞানবলে ঐ উভয় প্রকার বাক্তা অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহাকে কখনই পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি দম্ভ, চৌধ্য, পরিবাদ, অস্থয়া, পরপীড়ন, হিংসা, খলতা ও মিথ্যা বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহার তপস্যা ক্ষর হইয়া থাকে। আর যিনি ঐ সমুদায় কার্য্যে পরাভ্রম্ভ হন, তাঁহার তপস্যা ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়। ইহলোকে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ও কন্ম নানা প্রকার। ইহার নাম কন্মভূমি; লোকে এই স্থানে শুভ ও অশুভ উভয়বিধ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করে। তদ্ব্যতীত যাহারা শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের শুভ ফল এবং যাহারা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে তাহাদিগের অশুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। পূর্বকালে প্রজাপতি দেবতা ও ঋষিগণের সহিত ইহলোকে তপোঅনুষ্ঠান পূর্বক পবিত্র হইয়া ত্রিলোক লাভ করিয়াছেন। এই স্থানে যাহারা যোগে সমাদর ও পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগের পূর্বোক্ত পৃথিবীর উত্তরভাগস্থিত পবিত্র লোক লাভ হয়। আর যাহারা পুণ্য কার্য্যে পরাভ্রম্ভ হয়, তাহারা ক্ষীণায়ু হইয়া তদুত্তম পূর্বক ত্রিযাগযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। লোভ মোহযুক্ত পরস্পর নিপীড়ননিরত পাপাত্মারা ই উত্তর দিকস্থিত উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিতে না পারিয়া বারংবার ইহলোকে

জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে । যাঁহারা সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক  
বিধি অনুসারে গুরুশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই সমুদায় লোকের  
গতির বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হন । হে ভগোদয় ! এই আমি  
তোমার নিকট বেদোক্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম । যে ব্যক্তি  
লোকের কর্তব্যাকর্তব্য বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহাকেই  
বুদ্ধিমান বলিয়া নির্দেশ করা যায় ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! তখন প্রতাপশালী ধর্ম্মপরায়ণ ভরদ্বাজ  
মহাত্মা ভৃগুর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিশ্বাসবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে  
যথোচিত অর্চনা করিলেন । এই আমি তোমার নিকট জগতের সৃষ্টির  
বিষয় বর্ণন করিলাম ; অতঃপর তোমার যাহা শুনিতে বাসনা হয়,  
প্রকাশ কর ।

—\*—

### ত্রিবিদ্যাবৃত্তিক শততম অধ্যায় । ১৯৩ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি সমস্তই অবগত আছেন ।  
এক্ষণে আমি আপনার মুখে আচারের বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভি-  
লাষী হইয়াছি, আপনি উহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! দুর্বাচার, হৃশ্বেষ্ট, দুর্ব্বুদ্ধি ও সাহসপ্রিয়  
ব্যক্তিরা অসাপু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । সাধুগণকেই আচারপুত্র দেখিতে  
পাওয়া যায় । সাধু ব্যক্তিগণ কদাচ রাজপথে, গোষ্ঠে ও ধান্যমণ্ডো  
বিষ্টামৃত্ত পরিভ্রমণ করেন না । যাঁহারা সাধুকনোচিত আচারপরায়ণ  
হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের শোচাদি ক্রিয়া সমাপনের পর আচমন  
করিয়া অবগাহন ও অবগাহনের পর তর্পণ করা অবশ্য কর্তব্য । প্রতি-  
নিরত দিবাকরের আরাধনা করা অবশ্য কর্তব্য । সূর্যোদয় হইলে নিদ্রিত  
থাকা কর্তব্য নহে । প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সাবিত্রীর উপাসনা করা  
কর্তব্য । হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখীন হইয়া মোনাবলম্বন  
পূর্ব্বক ভোজন করা বিধেয় । অন্নাদি ভোজন দ্রব্যের নিন্দা করা নিতান্ত  
অকর্তব্য । পদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ গাত্রোথান ও যামিনীযোগে  
অর্দ্ধপদে শয়ন করা নিতান্ত অনুচিত । দেবর্ষি নারদ এই সকল আচার  
লক্ষণ কীর্তন করিয়া গিয়াছেন । প্রত্যাহংযজ্ঞশালা, বুধ, দেবতা, গোষ্ঠ,  
চতুঃপাণ, ধর্ম্মশীল, ব্রাহ্মণ ও চৈতব্যক প্রদক্ষিণ করা সাধুলোকের অবশ্য

কর্তব্য। কি অতিথি, কি প্রেযাবর্গ, কি আত্মপরিবার সকলকেই আপনার তুল্য ভোজন প্রদান করা বিধেয়। সায়াংকাল ও প্রাতঃকাল এই দুই কালই মানবগণের ভোজনের প্রকৃতসময় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্বিন্ন অন্য সময়ে ভোজন করা কর্তব্য নহে। পূর্বোক্তরূপ নিয়মিত সময়ে ভোজন করিলে উপসময়ের ফললাভ হয়। হোমকালে হোমামুষ্ঠান এবং অন্য জ্ঞীসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া ঋতুকালে আপনার পত্নীতে অভিগমন করিলে, ব্রহ্মচর্য্যামুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মণোচ্চৈকে জননীহৃদয়ের ন্যায় হিতকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যাহারা ঐ উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহারা শান্ত ব্রহ্মপদবী প্রাপ্ত হয়। যাহারা বজ্রবেদী নির্মাণ করিবার নিমিত্ত মৃত্তিকা মর্দন, অগ্নি আহরণ করিবার নিমিত্ত তৃণ হেচন, যজ্ঞাবশিষ্ট মাংস নখদ্বারা হেচন করিয়া ভোজন ও নিত্য কৌমরস পান করে, তাহাদিগকে অধিক কাল সংসার-বস্তুরা ভোগ করিতে হয় না। যিনি মাংস পরিত্যাগ করেন, তিনি কোন মাংস যজুর্বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কৃত হইলেও তাহা ভোজন করিবেন না। বুণমাংস ও পৃষ্ঠমাংস ভোজন করা সকলেরই অকর্তব্য। কি স্বদেশ, কি বিদেশ কুত্ৰাপি অতিথিকে উপবাসী রাখা কর্তব্য নহে। ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অন্নাদি যাতালাভ হয়, তাহা পিত্রাদি গুরুজনকে অর্পণ করা বিধেয়। গুরুজনগণকে আসন দান, অভিষেক ও পূজা করা অবশ্য কর্তব্য; উহা করিলে, আয়ু, ধন ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। উদয়োন্মুখ সূর্য্য ও বিবসনা পরম রমণীকে অবলোকন করা বিধেয় নহে। ঋতুকালীন ভার্য্যাগমন ধর্ম্মানুগত বটে, কিন্তু উহা গোপনে করাই বিধেয়। সমুদায়ের তীর্থ মধ্যে গুরু এবং পবিত্র বস্তু সকলের মধ্যে অগ্নিই শ্রেষ্ঠ। সাধু ব্যক্তিগণ গোপুচ্ছ সংস্পর্শ প্রভৃতি যে সমুদায় কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই প্রশংস। গরম্পর সাক্ষাৎ হইলেই স্ব স্ব কুশলবার্তা জিজ্ঞাসাকরা কর্তব্য সায়াংকাল ও প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণগণকে অভিষেক করা অতি আবশ্যক। দেবালয়, গোষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মামুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও ভোজনস্থলে, দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করা শাস্ত্রসম্মত। সায়াংকাল এবং প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদিগকে অভিষেক করিলে, পুণ্যশীল ব্যক্তিগণের পুণ্য বৃদ্ধি, কৃষিজীবীগণের কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণের ইঞ্জির ভোগ্য দিবা বস্ত্র ও অন্নাদি লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগকে ভোজ্য দ্রব্য প্রদানের সময় ‘সম্পন্নং’ পানীয় প্রদানের সময় ‘তপসং’ এবং পায়স, যবাণ্ড ও তিলোদন প্রদানের সময় ‘সুশৃং’ বলিয়া



জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য । ব্যাধিত ব্যক্তিগণের ক্ষৌর কার্য্য, কৃতপরিভ্যাগ, জ্ঞানা ও ভোজনের পর বন্ধনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করা অতি আবশ্যক । উহা করিলে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ অনায়াসে স্বীয় প্রাণ হইতে পারে । স্ৰীমদ্রামায়ণে মৃত্যু পরিত্যাগ এবং আপনার পুত্রীষ দর্শন করা কর্তব্য নহে । স্ত্রীলোকের সহিত একত্র শয়ন ও একত্র ভোজন এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে তুমি বলিয়া সম্ভাষণ বা নামোচ্চারণ পূর্বক সম্বোধন করা নিতান্ত অবিধেয় । কনিষ্ঠ বা সম বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি তুমি বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা দোষাবহ হয় না । পাপাত্মা ব্যক্তিগণের অঙ্গবিকার অবলোকন করিলেই মনোগত ভাব অবগত হওয়া যায় । মৃত ব্যক্তিগণ জ্ঞান পূর্বক পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা গোপন করিতে যত্নবান্ হয় । কিন্তু পরিশেষে সেই পাপ গোপন নিবন্ধনই তাহারা বিনষ্ট হইয়া থাকে । কারণ, পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা কোন ক্রমে মনুষ্যের অগোচরে রাখা যায়, কিন্তু দেবগণ নিশ্চয়ই উহা পরিজ্ঞাত হন । পাপানুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে, উহা দ্বারা পাপ এবং ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে তদ্বারা ধর্ম্ম পরিবর্জিত হইয়া থাকে । মৃত ব্যক্তিগণ পাপানুষ্ঠান করিয়া আর তাহা চিন্তা করে না, কিন্তু রাত্রে যে প্রকার সমর ক্রমে লক্ষ্যবস্তুর সমীপে উপস্থিত হয়, সেইরূপ পাপও সময় ক্রমে সেই মৃত ব্যক্তিগণের সমীপে সমাগত হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই । আশার অধীন হইয়া ত্রব্য সঞ্চয় করিলে, উহা উপভোগ করা নিতান্ত হুঃসাধ্য । কারণ, মৃত্যু কাহাকেও অপেক্ষা করে না । এই জন্যই পণ্ডিতগণ ঐ প্রকার সঞ্চয়ের নিন্দা করিয়া থাকে । বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে, মনুষ্যগণের মনই ধর্ম্মোপার্জনের মূল ; অতএব মনোমধ্যে সতত পরের মঙ্গল চিন্তা করাই সাধু লোকের সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য । ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান সময়ে অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া একাকীই বিবি অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয় । ধর্ম্মই মানবগণের উৎপত্তির কারণ ও দেবগণের অমৃত স্বরূপ । মনুষ্যগণ ধর্ম্মবলে পরলোকে অশেষ সুখ লাভ করিয়া থাকে ।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৯৪ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, মনুষ্য

অধ্যাত্ম যোগধর্মের অনুষ্ঠান করিবে। ঐ যোগধর্ম কি প্রকার এবং এই স্বাবরজ্জন্মায়ক সমুদায় বিশ্বমৎসার কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে ও প্রলয়কালে কাহাতেই বা লয়প্রাপ্ত হইবে? সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই শ্রেয়স্কর সুখ স্বরূপ ধর্মতত্ত্ব বিস্তার পূর্বক কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আচাৰ্য্যাগণ এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে যে ব্যক্তি উহা অবগত হইতে পারেন, তিনি পরম শ্রীতি ও সর্বভূতহিতজনক উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পঞ্চ মহাভূতের প্রভাবে সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি ও বিনাশ হইতেছে। ঐ সমুদায় মহাভূত অণবতরঙ্গের ন্যায় বারংবার যাহা হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কূর্ম্ণ যেরূপ অঙ্গ সকল বারংবার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ সৃষ্টিকর্তাও বারংবার জগৎ সৃষ্টি ও হরণ করিতেছেন। অগদীশ্বর সমুদয় জীবের দেহে পঞ্চ মহাভূতকে পৃথক পৃথক রূপে অবস্থাপিত করিয়াছেন। আত্মাভিমানবিসর্জিত না হইলে ঐ সমুদায় ভূতের যথার্থ্য নির্ণয় করা যায় না। শব্দ, স্রোত্র ও ছিদ্ৰ সকল আকাশের; স্পর্শ, চেষ্টা ও তৃষ্ণ বায়ুর; চক্ষু ও পরিপাক তেজের; রস, ক্রেশ ও জিহ্বা সলিলের এবং স্নেহবস্তু, স্রাণৈন্দ্রিয় ও দেহ পৃথিবীর গুণ। এই প্রকারে এই পঞ্চ মহাভূত ও মন জীবাত্মার বিষয় বোধের দ্বারস্বরূপ হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ বিষয় গ্রহণ, চিত্ত তদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন, বুদ্ধি বিষয়ের যথার্থ্য নির্ণয় করিয়া থাকে। পরমাত্মা জীব-গণের দেহমধ্যে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করিয়া আপাদমস্তক অবলোকন করিতেছেন। তিনিই এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান পদার্থে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনগুণ ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছে; অতএব মানবগণ ইন্দ্রিয় গ্রাহকের সম্পূর্ণ রূপ পরীক্ষা করিবে। বুদ্ধিবলে জীবগণের উৎপত্তি ও লয়হীন অবগত হইতে পারিলেই জন্মঃ উৎকৃষ্ট শান্তিগুণ লাভ করিতে পারা যায়। তম প্রভৃতি গুণত্রয় বুদ্ধিকে এবং বুদ্ধি পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মনকে বিষয়াসক্ত করে; অতএব বুদ্ধির প্রভাবে গুণত্রয় ও ইন্দ্রিয়াদি কোন কার্য্যই সাধন করিতে সমর্থ হয় না। কি স্বাবর, কি জন্ম, সমুদায় প্রাণী বুদ্ধি সম্পন্ন হইলেই উৎপন্ন ও বুদ্ধি বর্জিত হইলেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই বেদে

প্রাণীদিগকে বুদ্ধিময় বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। বুদ্ধিবলেই লোচন দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা আশ্রয়, রসনা দ্বারা আস্বাদন, ত্বকু দ্বারা স্পর্শজ্ঞান ও মন দ্বারা চিন্তা জন্মিয়া থাকে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল কেবল বুদ্ধির বিষয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। চিদাস্রা ঐ সমুদায় ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত করিতেছে। বুদ্ধি জীবগণের শরীর আশ্রয় করিয়া কখন প্রীতি লাভ, কখন অমুতাপ এবং কখন প্রীতি ও অমুতাপ এই উভয়বিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছে। উদ্ভিন্নমালা-সমাকুল সরিৎপতি যেরূপ বেলাভূমি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, বুদ্ধিও সেইরূপ সুখদুঃখাদি ভাবত্রয় অতিক্রম করিতে পারে না। বুদ্ধি কখন কখন সুখদুঃখাদির ভাব হইতে বিরত হয় বটে, কিন্তু তাহাকে তৎকালে মনোমধ্যে অবস্থান করিতে হয় এবং রাজাগুণ উপস্থিত হইলেই পুনর্বার তাহাকে সেই সুখদুঃখাদির অমুগমন করিতে হয়। বুদ্ধি রজোগুণবিশিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয় জ্ঞান, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইলে যাথার্থ্যজ্ঞান ও তমোগুণবিশিষ্ট হইয়া মোহাদি উৎপাদিত করিয়া থাকে। শম, দম, কাম, ক্রোধ, ভয় ও বিবাদ প্রভৃতি সমস্তই এই তিন গুণে বিদ্যমান আছে। এই আমি তোমার নিকট বুদ্ধির বিষয় বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিলাম।

বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি পরম যত্নসহকারে ইন্দ্রিয়কে পরাজয় করিবে। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ প্রাণীদিগকে সর্বদাই আশ্রয় করিয়া আছে। সমুদায় প্রাণিতেই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকার বুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। সত্ত্বগুণপ্রভাবে সুখ ও রজোগুণ প্রভাবে দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। তমোগুণপ্রভাবে সুখ দুঃখ তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু ঐ গুণ মোহ উৎপাদনের প্রধান কারণ। লোকের দেহে ও মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাব উদয় হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকভাব, যে অপ্রীতি ও দুঃখযুক্ত ভাব জন্মে, তাহাকে রাজসিক ভাব বলা যায় এবং যে মোহযুক্ত ভাব উপস্থিত হইয়া মনুষ্যকে ইতিকর্তব্যাত্যাবিমুঢ় করে, তাহাকে তামসিক কহে। রাজসিক ভাব উপস্থিত হইলে, তাহা নিবারণার্থ যত্নবান হওয়াই কর্তব্য; ভয়প্রযুক্ত দুঃখ চিন্তা করা বিধেয় নহে। ফলতঃ সত্ত্ব গুণ হইতে হর্ষ, আনন্দ ও প্রশান্তচিত্ততা, রজোগুণ হইতে অসন্তোষ, পরিত্যাগ, শোক, লোভ ও ক্রমা এবং তমোগুণ হইতে অপমান, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রা উপস্থিত হয়। যাহার মন দুলভ বস্তুর লোভে আসক্ত, নানাবিধ বিষয়ে ব্যাপৃত, প্রার্থনানভিজ্ঞ ও নিয়মিত; তিনি উভয়-লোকেই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হন।

একণে স্বরূপবুদ্ধি ও আত্মার প্রভেদের বিষয় অনুধাবন কর ।  
 বুদ্ধি ও সৰু সৰু বস্তু কল্পিতেছে । কিন্তু আত্মা ঐ কার্য হইতে নিবৃত্ত  
 আছে । মন ও উদ্ভূত যেরূপ পরস্পর একত্র থাকিয়াও পরস্পর পৃথক্  
 পদার্থ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর মিলিত  
 হইলেও স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দেশ করা যায় । ও সৰু সৰু আত্মাকে  
 পরিষ্কার হইতে পারে না । কিন্তু আত্মা অহঙ্কারাদি গুণের দ্রষ্টা হইয়া  
 তাহাদিগকে আপনা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন । ঘটচ্ছাদিত  
 প্রদীপ যেরূপ ঘটচ্ছিন্ন দ্বারা স্বীয় তেজঃ প্রকাশ পূর্বক বস্তু উদ্ভাবন করিয়া  
 দেয়, সেইরূপ পরমাশ্রয় চেষ্টাবিহীন আত্মজ্ঞানবিরহিত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়  
 দ্বারা সমুদায় প্রকাশিত করিতেছেন । বুদ্ধি সমুদায় গুণের স্রষ্টি এবং আত্মা  
 সেই সমস্ত দর্শন করিয়া থাকে । আত্মা ও বুদ্ধির এই দ্রুপনের সম্বন্ধ  
 নিবন্ধ রহিয়াছে । বুদ্ধি ও আত্মার আর কেহই আশ্রয় নাই । উহার  
 পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত নহে । বুদ্ধি মনকে অভিযুক্ত করে, কিন্তু  
 উহা অহঙ্কারাদি গুণ সমূহে বাস্তব করিতে পারে না । যখন আত্মা বুদ্ধির  
 দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখন ঘটমধ্যস্থিত প্রকলিত দীপ-  
 লিখার ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে । মনুষ্য সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন  
 পূর্বক আত্মনিষ্ঠ ও ধ্যানপরায়ণ হইয়া আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান করিলে নিশ্চ-  
 য়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হয় । জলচর স্পন্দী যেরূপ সলিলে  
 সঞ্চরণ করিলেও উহা দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি  
 সংসারের পরিভ্রমণ করিয়াও সাংসারিক কার্যে লিপ্ত হয় না । যে মহাত্মা  
 এই প্রকারে সংসারে লিপ্ত না হইয়া স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে শোক, হর্ষ ও  
 মাৎসর্য পরিভ্রাণ পূর্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জীবমুক্ত হইতে পারেন তিনি উর্ব-  
 নাভি বেরূপ সূত্রসমূহের স্রষ্টি করে, সেইরূপ অনার্য্যসে গুণ সমূহের স্রষ্টি  
 করিতে সমর্থ হন । কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, জীবমুক্ত ব্যক্তিগণের গুণ  
 সৰু এককালে বিনষ্ট হইয়া যায় না । আর কেহ কেহ বলেন যে, ঐ  
 সমুদায় এককালেই বিনষ্ট হইয়া যায় । বাহ্যিক জীবমুক্তগণের গুণসমূহের  
 নাশ স্বীকার না করেন, তাঁহারা কহেন যে, ক্রটিতে ঐ সমু-  
 দায়ের নাশের কোন প্রমাণ নাই, কেবল স্মৃতিতেই প্রমাণ আছে ।  
 অতএব জীবমুক্ত ব্যক্তিগণের গুণ সমূহের নাশ স্বীকার করা কর্তব্য  
 নহে । সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার বুদ্ধি অনুসারে এই দুইটি  
 মতের বাধ্যত্যা অবধারণ পূর্বক কার্য্যমুত্থান এবং বুদ্ধি ভেদোৎপাদক  
 সূত্র সকলই সকল ছেদন করিয়া সুখে অবস্থান করিবেন, শোকা-

কুল হওয়া তাঁহার নিত্য অকর্তব্য । মলিনহৃদয় মনুষ্যগণ জ্ঞানরূপ স্রোতস্বতীতে অবগাহন করিলে, অনায়াসে বিভক্তি লাভ করিতে পারে । জ্ঞান অপেক্ষা পবিত্র আর কিছুই নাই । অন্যান্য নদীর পরপার দর্শন করিলে ফললাভ হয় না ; নৌকাদি দ্বারা উহা সমুত্তীর্ণ হইতে পারিলেই চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে । কিন্তু জ্ঞাননদী প্রকৃতরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই ফল লাভ হয় । উহার অমুঠানের আর কিছু-  
 মাত্র অপেক্ষা থাকে না । বাহারা নির্বিষয়ক অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাষ্ট যথার্থ উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হন, প্রাণিগণের এই প্রকার উৎপত্তি ও লয় বুদ্ধি দ্বারা বিশেষরূপে পূর্ণাঙ্গোৎপত্তি করিলে অভ্যন্ত সুখলাভ হইয়া থাকে । যিনি ত্রিবর্গকে ক্ষয়শীল বলিয়া অবগত হইয়া উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধ্যানশীল, তত্ত্বদর্শী ও আত্মদর্শনে পরিতুষ্ট হইতে সমর্থ হন । রূপরসাদি বিষয়ে আসক্ত হুর্নিবার ইন্দ্রিয় সকল সংবৃত না হইলে, উহাদের দ্বারা আত্মদর্শন লাভ হওয়া নিত্য কঠিন । আত্মজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর কিছুই নাই । মনসী ব্যক্তি আত্মাকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ-জ্ঞান করিয়া থাকেন । জ্ঞানহীন ব্যক্তির বাহাতে সাতিশয় ভ্রমসংসার হয়, তাহাতে জ্ঞানবান ব্যক্তির কিছুমাত্র ভ্রম উপস্থিত হয় না । মুক্তি সকলে-  
 গুই একরূপ হইয়া থাকে ; কারণ, যাহারা সত্ত্বগুণ তাঁহাদিগেরই গুণের ভারতম্য হয়, কিন্তু যাহারা নিশ্চল তাঁহাদিগের কোন বিষয়েরই ভার-  
 তম্য হইবার সম্ভাবনা নাই । যিনি অভিনবিকি বিহীন হইয়া কার্য্যামু-  
 ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহার পূর্বকৃত কর্মদোষ সকল সংশোধিত হইয়া যায় । কর্ম দ্বারা লোকের মোক্ষ লাভ হইতে পারে না । বিজ্ঞ পরীক্ষক  
 কাম ক্রোধাদি বসনাসক্ত ব্যক্তিকে দ্বিকার প্রদান করেন । সেই গর্হিত  
 কার্য্যামুষ্ঠাতা জীবিতাবস্থায় সকলের নিকট নিন্দনীয় হইয়া কলেবর পরি-  
 ত্যাগ পূর্বক অতি অপকৃষ্ট পদাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ।  
 পাশাঙ্গারা স্ত্রীপুত্রাদি বিরহে শোকাবুল হয় এবং বিবেকী ব্যক্তিগণ  
 পুত্রাদি বিনাশেও শোকাবুল হন না । অভিনিবেশ সহকারে এই সমস্ত  
 বিষয়ের অনুসন্ধান করা সর্বতোভাবে বিধেয় ।

প্রকনবত্যাধিক শততম অধ্যায় । ১৯৫ ।

প্রকনবত্যাধিক । এক্ষণে মহর্বিগণ বাহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া

শান্তি নিক্তি লাভে সমর্থ হন, আমি' সেই চতুর্বিধ ধ্যানের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । জ্ঞানতৃপ্ত মোক্ষার্থী তপোধনেরা যাহাতে নির্বিকল্পে ধ্যান সমাহিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান এবং সংসারদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মাতে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন । তাঁহাদিগকে পুনর্বার আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না । তাহার ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দোষবিহীন, প্রকৃতিস্থ, শীতোত্তাপাদি সহিষ্ণু সত্ত্বগুণাবলম্বী ও প্রতিক্রম-বিবর্জিত হইয়া কলত্রাদি সংসর্গ বিরহিত প্রতিলক্ষণ্য চিত্তপ্রসাদকর স্থানে কাঠের ন্যায় স্থিরভাবে উপবেশন পূর্বক ধোর বস্তুর সহিত চিত্তের ঐক্য করিয়া থাকেন । তৎকালে কণ্ঠ দ্বারা শব্দ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ, নয়ন দ্বারা রূপ, রসনা দ্বারা রস এবং নাসিকা দ্বারা গন্ধ অনুভব করেন না । ফলতঃ তাঁহার ধ্যানপ্রভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়কার্য পরিহার করেন । যাহারা শ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ব্যাকুলিত করে, সেই শব্দাদি বিষয় সমুদায় অনুভব করিতে তাঁহাদিগের আর বাসনা হয় না ।

বিচক্ষণ ব্যক্তি এই প্রকারে শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে মনোমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া তাহাদিগের সহিত উদ্ভাস্ত মনকে স্থিরীকৃত করিবেন । চিত্ত সর্বদাই বিষয়সংসারে ব্যাপ্ত ও অস্থির বিষয়ে নিত্য নিমগ্ন থাকে । পঞ্চ ইন্দ্রিয় উহার পঞ্চ দ্বারস্বরূপ । অতএব সর্বত্রই চিত্তকে ধ্যানমার্গে অতি যত্নসহকারে সমাহিত করিবে । সেই পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবের বহু অল্পভূত মন এই প্রকারে অবরুদ্ধ হইলেও জলধীরমধ্যে বিদ্রোহপ্রকাশের ন্যায় বারংবার বিষয় গ্রহণে ক্ষুরিত হইয়া থাকে । পত্রস্থিত জলবিন্দু যেরূপ পত্রমধ্যে অবস্থান করিয়াও অতিশয় চঞ্চল হয়, জীবের মনও সেই রূপ ধ্যানমার্গে অবস্থান করিয়াও অতিমাত্র চঞ্চলভাবে অবলম্বন করে । চিত্তকে যদিও ধ্যানমার্গে কিছুমাত্র স্থির করিতে পারা যায়, কিন্তু উহা নাড়ীপথে প্রবিষ্ট হইলে পুনর্বার অতিশয় উদ্ভাস্ত হইয়া উঠে । ঐ সময় ধ্যানযোগবিশারদ মহাত্মা অঙ্গল্যা ও নির্বেদ পরিহার পূর্বক মৎসর বিবর্জিত হইয়া ধ্যানপ্রভাবে পুনর্বার মনঃসমাধান করিবেন । যোগী ব্যক্তি যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমতঃ তাহার বিচার, বিতর্ক ও বিবেক নামে সমাধি উপস্থিত হইয়া থাকে । মন নিত্যস্ত কাতর হইলেও একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া আপনার হিতসাধন করা অবশ্য বিধেয় । যোগী ব্যক্তির কোণ বিষয়ে নির্বেদযুক্ত হওয়া কদাচ কর্তব্য নহে । পাণ্ডু, ভস্ম ও শুষ্ক গোময়রাশিতে জলনিক্ষেপ করিবারা উহা কদাপি সম্পূর্ণ রূপ আদ্র হয় না । উহাতে যেরূপ অধিকক্ষণ সলিল সেচয়

করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে উহা আত্ম হইতে থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-গণকে ক্রমে ক্রমে বশবর্তী করা কর্তব্য। এই প্রকারে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে ধ্যানমার্গে অবস্থাপিত করিয়া ক্রমশঃ প্রশস্ত করিতে পারিলে, পরিণামে উহাদিগের ও আত্মার সম্পূর্ণ রূপে শান্তি লাভ হয়। চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-গণের শান্তিলাভ হইলেই যোগী অনায়াসে স্বয়ং শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। যোগিগণ যোগবলে যে প্রকার সুখ লাভ করিয়া থাকেন, অন্যান্য ব্যক্তি দৈব বা পুরুষকার দ্বারা কখনই তদ্রূপ সুখ লাভ কারতে পারেন না। হে ধৰ্ম্মরাজ ! এই প্রকারে মুনিগণ ধ্যানপ্রভাবে সেই অনির্বচনীয় পরমানন্দসত্তোগ করিয়া নিরুপদ্রবে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।

যশস্বত্যাধিক শততম অধ্যায় । ১৯৬ ।

সুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি যে আশ্রমচ্যুতদের ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, নানাপ্রকার ইতিহাস ও ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতধাক্ষা সমুদায় কীর্তন করিলেন, আমি সেই সমস্তই শ্রবণ করিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার এক মহাসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি উহা অপনোদন করুন। আমি অধুনা জ্ঞাপকগণের ফলপ্রাপ্তির বিষয় শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছি। জ্ঞাপকগণ কিরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন এবং পরিণামে কোন্ লোকেই বা অবস্থান করেন ? জপামুষ্ঠানের বিধিই বা কি প্রকার ? জ্ঞাপক ব্যক্তিকে কি সাংখ্যমতাবলম্বী বা যোগকারী অথবা যজ্ঞামুষ্ঠান নিয়ত বলিয়া নির্দেশ করা যায় ? আপনি এই সমুদায় বিশেষরূপে আমার নিকট বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি এই বিষয় উপলক্ষে এক ব্রাহ্মণ, ষম, কাল ও মৃত্যুর যে ইতিহাস কীর্তিত আছে, তাহা কীর্তন করিব। যৌদ্ধধর্ম্মবিশারদ মহর্ষিগণকে, সাংখ্য ও যোগধর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তদ্বোধে সাংখ্যমতে জপ ত্যাগ করাই কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ঐ মতে মনে মনে ব্রহ্মোপাসনা করাই বিধেয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বাহ্য হউক, সাংখ্য ও যোগ এই উভয় মতামুসারেই যদবধি আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার না হয়, তদবধি প্রণব জপ করিলে তদ্বারা উপকার দর্শিতে পারে। কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকার লাভের পর জপ করিবার আর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। যিনি স্বর্গাদি প্রাপ্তির

কামনা করিয়া অপানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহার মনঃসংযম, ইন্দ্রিয় পরাজয়, সত্যাব্যবহার, অগ্নিপরিত্যাগ, বিভক্ত ভোজন, পান, ভগ্নোন্নয়ন, পরিমিত ভোজন, কামাদি পরাজয়, পরিমিত বাক্য প্রয়োগ, অমৎসরতা, ক্রমা ও শান্তিগুণ অবলম্বন করা অবশ্য বিধেয়। আর যাহারা কামনা-বিহীন হইয়া অপানুষ্ঠান করেন, তাহাদিগের সমস্ত কার্য পরিত্যাগ পূর্বক কেবল কুশোপরি উপবেশন, কুশধারণ, কুশদ্বারা শিখাবন্ধন ও গাত্রসমাচ্ছাদন এবং বিষয়বাসনা পরিত্যাগ ও আত্মাতে চিত্ত সমাধান করা কর্তব্য। তাহারা নিম্পৃহ হইয়া গারজাদি জপ করিতে করিতে ব্রহ্মকে ভাবনা করিয়া সমাধি অবলম্বন পূর্বক পরিশেষে জপও পরিত্যাগ করিবেন। সংহিতাপ্রভাবে সমাধি জ্ঞান উপস্থিত হয়। বিভক্তচিত্ত-দাস্ত, কামদ্বेषপরিবর্জিত এবং রাগ, মোহ ও হ্রদ্ব পরিশূন্য মনুষ্যাগণ কোন দ্রব্যে আসক্ত বা অনুতাপিত হন না। তাহাদিগকে কোন কার্যের অনুষ্ঠান বা কর্মজন্য কোন ফল ভোগ করিতে হয় না। তাহারা অহঙ্কার বশতঃ অর্থগ্রহণে অভিলাষ, অন্যের অপমান ও অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। সংহত ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন পূর্বক ক্রমশঃ তাহাও পরিত্যাগ করেন। যাহারা সমুদায় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ঐ অবস্থায় অবস্থান পূর্বক কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহারা এককালে ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন। যদি তাহাদিগের ব্রহ্মে লীন হইতেও বাসনা না হয়, তাহা হইলে তাহারা এককালে ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হন। আর তাহাদিগকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যাহাদিগের আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহারা রজোগুণবিহীন জরামরণশূন্য বিভক্ত আত্মাকে লাভ করিতে সমর্থ হন।

—\*—

সপ্তমবত্যাধিক শততম অধ্যায় । ১৯৭ ।

বৃষিষ্টির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি আপকগণের যে গতি কীৰ্ত্তন করিলেন, ইহা বাতীত তাহাদিগের অন্য কোন গতি আছে কি না, তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে আপকগণ যেরূপে নিরয়ে গমন করেন, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে আপক পূর্বোক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন না করিয়া অপূর্ণাঙ্গ জপপরায়ণ হন, যে আপক ব্রহ্ম



শীল, শ্রীত ও হুই না হইয়া জপ করেন, যে জাপক অহঙ্কার ও পরা-  
মানপরায়ণ হন এবং যে জাপক ফল ভোগাভিলাষী হইয়া বিমোহিতচিত্তে  
জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিরয়ে গমন করেন। যে জাপক  
অপমানাদি ঐশ্বর্য্যে অনুরাগী হন, তিনি সেই ঐশ্বর্য্য লাভরূপ নিরয় হইতে  
কোনক্রমেই নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। যে জাপক বিষয়রাগে বিমো-  
হিত হইয়া জপানুষ্ঠান করেন, তিনি যে যে বিষয়ে অনুরাগী হন, সেই  
সমস্তই লাভ করিতে পারেন। যে জাপক দুর্ভুক্তি, জ্ঞানহীন ও চঞ্চল চিত্ত  
হন, তাঁহাকে চঞ্চল গতি প্রাপ্ত হইতে হয়। যে জাপক বালকস্বভাব,  
প্রজ্ঞাবিহীন ও মোহাক্রান্ত হইয়া জপ করেন, এবং যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ  
হইয়াও সম্পূর্ণরূপে জপ করিতে অসমর্থ হন, তাঁহারা পরলোকে  
নিরয়গামী হইয়া অনুতাপ করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জাপকগণ ত স্বাভাবিক অব্যক্ত ব্রহ্ম-  
ভাব পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, তবে তাঁহাদিগকে কি নিমিত্ত পুনরায়  
ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অপক্ৰিয় অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু যাহারা  
দুর্ভুক্তি বশতঃ উক্তপ্রকার দোষ সমুদায় পরিত্যাগ না করিয়া জপানুষ্ঠান  
করেন, তাঁহাদিগকেই নিরয়গামী হইতে হয়।

—:~:—

### অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৯৮ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জাপকগণ কিরূপ নরকে গমন করেন,  
তাহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশর বাসনা হইতেছে, আপনি তাহা  
কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি ধর্ম্মের 'অংশসমুদ্র' ও ধর্ম্মপরায়ণ;  
অতএব অবহিতচিত্তে আমার ধর্ম্মমূল বাক্য শ্রবণ কর। দিব্য দেহ-  
সম্পন্ন মহীমতি লোকপাল চতুর্ভুজ, শুক্র, বৃহস্পতি, অশ্বিনীকুমারবর এবং  
সমীরণ, বিশ্বদেব, সাধা, রুদ্র, আদিত্য, বসু ও অন্যান্য দেবগণের যে সমুদয়  
দিব্য কামরূপ বিমান, সভা, বিবিধ জৌড়াস্থান ও হিরণ্যর কমলমুশো-  
ভিত সরোবর বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত পরমাত্মার স্থান হইতে অনেক-  
কাংশে নিকৃষ্ট; সুতরাং ঐ সকলকে নিরয় স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা  
যায়। পরমাত্মার স্থান ঐ সমুদায় হইতে পৃথক্ভূত। উহা নান্দভর

পরিবর্জিত স্বভাবজ ক্লেশবিহীন, রাগদ্বेषাদিপরিশূন্য, প্রিয় ও অপ্রিয়  
বিরহিত, পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বাসনা কর্ম বায়ু ও অবিদ্যা পরিবর্জিত  
হেতুবিহীন, জ্ঞেয় জ্ঞান ও জ্ঞাতৃভাব বিহীন, দর্শন শ্রবণ ও বিজ্ঞান এই  
চতুর্বিধ লক্ষণবর্জিত, রূপাদি চতুর্বিধ কারণ শূন্য এবং হর্ষ আনন্দ ও  
রোগশোক বিবর্জিত । পরমাত্মা কালের অধীন নহেন । তিনি কাল ও  
স্বর্গ উভয়েরই অধীশ্বর । যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া সেই পরমা-  
ত্মার পরম স্থানে গমন করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই অমৃত্যুতাপ করিতে  
হয় না । হে 'ধর্মরাজ ! আমি তোমার নিকট নরকস্থ দ্বারের বিষয়  
কীর্তন করিলাম । ঐ সকল জ্ঞান ব্রহ্মপদ অপেক্ষা নিতান্ত অপকৃষ্ট বলিয়াই  
—নরকপদ বাচ্য হইয়া থাকে ।

### নবনবত্যধিক শততম অধ্যায় । ১৯৯ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি যে ইতিপূর্বে কাল, মৃত্যু, যম  
ও ব্রাহ্মণের ইতিহাস কীর্তন করিবেন বলিয়াছেন, তাহা বিস্তার পূর্বক  
কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! ইক্ষ্বাকু, যম, ব্রাহ্মণ, কাল ও মৃত্যু ইহাদি-  
গের যে পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে, তাহা কীর্তন করিতেছি শ্রবণ  
কর । পূর্বকালে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক পরম ধার্মিক মহাযশা ষড়্-  
দর্শনবিশারদ অশ্বখদণ্ডধারী জাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন । বেদে তাঁহার দৃঢ়তর  
ভক্তি জন্মিয়া ছিল । তিনি নিরন্তর গায়ত্রীাদি জপ করিয়া ব্রহ্মোপাসনারূপ  
কঠোর তপোমুষ্ঠান করিতেন । এই প্রকার নিয়মে তাঁহার সহস্র বৎসর  
অতীত হইলে, এক দিন ভগবতী সাবিত্রী দেবী তাঁহার সমীপে আগমন  
পূর্বক কহিলেন, বৎস ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি । তখন  
ব্রাহ্মণ বেদমাতাকে দর্শন ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে কিছু-  
সাত্ত্ব প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া মোনাবলম্বন পূর্বক জপই করিতে লাগি-  
লেন । সাবিত্রী দেবী ব্রাহ্মণের জপে একাগ্রতা অবলোকন পূর্বক সাতিশর  
শ্রীত হইয়া তাঁহার ভ্রূরসী প্রশংসা করিলেন । কিয়ৎকাল পরে ব্রাহ্মণের  
জপ সমাধান হইলে, তিনি অবনত মস্তকে দেবীর চরণকমলে নিপতিত  
হইয়া কহিলেন, দেবি ! আজি আমার সৌভাগ্য বশতঃ আপনি আমাকে  
দর্শন প্রদান করিয়াছেন, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে

আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার মন জপামুষ্ঠানে নিরত থাকে ।

সাবিত্রী কহিলেন, দ্বিজবর ! এক্ষণে তোমার কি ইষ্টনাশন করিতে হইবে ; বল । তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পূর্ণ করিব ।

ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ সাবিত্রীর এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ভগবতি ! আমার জপামুষ্ঠান বাসনা ও সমাধি যেন অহরহ পরিবর্দ্ধিত হয় । তখন সাবিত্রী স্তম্ভুরবাক্যে তথাস্তু বলিয়া দ্বিজবরের হিতার্থ পুনর্বার কহিলেন, তপোধন ! তোমাকে অমায়্যা ব্রাহ্মণের সাতলোকা প্রাপ্ত হইতে হইবে না । তুমি অনার্য্যসে অতি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারিবে । তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে আমি তাহা সম্পাদন করিতে বিশেষ যত্ন করিব । তুমি একাগ্রচিত্তে জপামুষ্ঠান কর । ধর্ম্ম, কাল, মৃত্যু ও বন তোমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তোমার সহিত বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবেক, তুমি তাহাদিগের কণার ভীত হইও না ।

ভগবতী সাবিত্রী এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । মহাত্মা ব্রাহ্মণও সত্য প্রতিজ্ঞ ও রাগ দ্বেষ বিহীন হইয়া জপামুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । ক্রমে দৈব শক্ত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, একদিন ধর্ম্ম পরম প্রীত মনে সেই ব্রাহ্মণের সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি ধর্ম্ম, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি । এক্ষণে তুমি জপামুষ্ঠানের যে ফল লাভ করিয়াছ তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । জপপ্রভাবে তুমি সমস্ত মর্ত্ত্যালোক ও সুরলোক পরাজয় করিয়াছ ; অতএব এক্ষণে তহু ত্যাগ করিয়া আপনার অভিলষিত লোকে গমন কর । তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্ ! আমি কোন লোক গমন করিতে বাসনা করি না ; আপনি পরম সুখে স্বস্থানে প্রস্থান করুন । এই বহুবিধ সুখ দুঃখ ভোগাশ্লাঘ কলেবর পরিত্যাগ করিতে আমার অভিল্যাব নাই ।

ধর্ম্ম কহিলেন, তপোধন ! তোমার দেহ পরিত্যাগ করা রিধেয় ; অতএব তুমি কলেরর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্গ বা অন্য কোন অভিলষিত লোকে গমন কর ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন্ ! আমি দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরলোক গমন করিতে বাসনা করি না । আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন ।

ধর্ম্ম কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! এক্ষণে তোমার দেহধারণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই-

বার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তুমি শরীর পরিত্যাগ করিয়া রজোওপ-  
শূন্য স্বরলোকে গমন পূর্বক পরম সুখ লাভ কর। তথায় গমন করিতে  
তোমাকে আর শোকাধিত হইতে হইবে না।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাত্মন! আমি যগাযুষ্ঠানে পরম পবিত্রতা আছে;  
আমার শাস্ত লোকে গমন করিবার প্রয়োজন নাই; আমি পরিত্যক্ত  
গমন করিতে বাসনা করি না।

ধর্ম্ম কহিলেন, ব্রহ্মণ! তুমি কিছুতেই কলেশ্বর পরিত্যাগ করিতে  
সম্মত হইতেছ না; কিন্তু ঐ দেখ, যম, কাল ও মৃত্যু তোমার পদে  
আগমন করিতেছেন।

মহাত্মা ধর্ম্ম এই কথা কহিবারাত্র যম, কাল ও মৃত্যু ইহারা তিন জনে  
সেই ব্রাহ্মণের পরিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন যম সেই ব্রাহ্মণকে  
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন! আমি যম, আমি তোমাকে বলি-  
তেছি যে, তুমি তপস্যা ও সচ্চরিত্রের মহৎ ফল প্রাপ্ত হইবে। কাল  
কহিলেন, ব্রহ্মণ! আমি কাল; আমি তোমাকে কহিতেছি যে, অবিলম্বে  
স্বরলোকে গমন কর। এই তোমার স্বর্গ গমন করিবার প্রকৃত সময়। মৃত্যু  
কহিলেন, আমি মৃত্যু। আজি আমি কাল বক্তৃতা প্রেরিত হইয়া স্বয়ং  
স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ পূর্বক ইহলোক হইতে তোমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত  
আগমন করিয়াছি।

ব্রাহ্মণ যম, কাল ও মৃত্যুর এই সমুদায় কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের  
সকলকে পৃথক পৃথক স্বাগত প্রদান জিজ্ঞাসা ও সাধ্যানুসারে পাদ্য অর্ঘ্য  
প্রদান পূর্বক কহিলেন, হে মহাশয়গণ! এখানে আমি আপনাদিগের কি  
কাৰ্য্য অনুষ্ঠান করিব, তাহা আদেশ বকন।

এই প্রকারে সেই ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবগণ ব্রাহ্মণের পরিধানে আগমন  
পূর্বক তথায় একত্র হইয়া অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় মহারাজ  
ইন্দ্রাক্ষ জীর্ণ পর্যাটন-প্রসঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে  
সম্বর্জন পূর্বক সাতিশর প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের সকলকেই অভিবাদন ও  
অর্জনা করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ  
রাজার ইন্দ্রাক্ষকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আগমন প্রদান পূর্বক কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা  
করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনিত্ত নির্জিন্মে আগমন করিয়াছেন।  
এখানে বসুন, আমি সীম সাধ্যানুসারে আপনায় কোন অভিলষিত কাৰ্য্য  
সম্পাদন করিব।

ইন্দ্রাক্ষ কহিলেন, তপোদন। আমি ভূপতি, আপন বৎকল্পশালী

ব্রাহ্মণ । অতএব আপনি অহুমতি করুন, আমি আপনাকে কি পরিমাণে অর্থ প্রদান করিব ?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ ! ব্রাহ্মণ দুই প্রকার ; কার্যনিরত ও কার্যবিরত । ধর্ম্মও দুই প্রকার ; প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি । আমি এক্ষণে প্রতিগ্রহ ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি । যে ব্রাহ্মণগণ প্রতিগ্রহ করেন, আপনি তাঁহাদিগকেই ধন প্রদান করুন । আমার প্রতিগ্রহ করিবার বাসনা নাই । এক্ষণে আপনার বাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা করুন, তপোবলে আমি তাহা প্রদান করিব । নরপতি কহিলেন, মহাশয় ! আমি ক্ষত্রিয়, আমার প্রার্থনা করা অভ্যস্ত নহে । আমি প্রার্থনার মধ্যে কেবল আমার সহিত সংগ্রাম কর, এইরূপ প্রার্থনা করি ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ ! আপনি যীর ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া পরম পরিভূষ্ট হইতেছেন । আমি যীর ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া অপূর্ণ আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছি । এক্ষণে আমাদের আর কিছুমাত্র প্রার্থনা নাই, তথাচ আপনার বাহা অভিলষিত হয়, আমার নিকট প্রার্থনা করুন ।

ভূপতি কহিলেন, মহাশয় ! আপনি পূর্বেই কহিয়াছেন যে, আমি আপনার সাধ্যানুসারে দান করিব । এক্ষণে আমি আপনার সেই বাক্যানুসারে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে আপনার জপ-ক্রিয়ার ফল প্রদান করুন ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন ! আমার সংগ্রাম ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা নাই এই বলিয়া আপনি শ্রাব্য প্রকাশ করিতেছিলেন ; কিন্তু এক্ষণে কি নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রার্থনা করিলেন না ? নরপতি কহিলেন, মহাশয় ! ক্ষত্রিয়েরাই ভূজবল প্রদর্শন পূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া থাকেন । ব্রাহ্মণগণ তাহা করেন না । তাঁহারা কেবল বাক্যবাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া থাকেন । সেই জন্যই আমি এক্ষণে আপনার সহিত ঘোরতর বাক্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন ! সে বাহা হউক, এক্ষণে আমি বাহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই অন্যথা হইবার নহে । আমি যীর সাধ্যানুসারে আপনাকে কি প্রদান করিব, তাহা শীঘ্র আদেশ করুন ।

নরপতি কহিলেন, মহাশয় ! আপনি একান্তই যদি আমার মনোরথ পূর্ণ করিতে অভিলষী হইয়া থাকেন, তবে আপনি একান্তক্রমে দৈব শত বৎসর অপায়ুষ্ঠান করিয়া যে ফল সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা আমাকে প্রদান করুন ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্ ! আমি অপামুষ্ঠান করিয়া যে ফল সঞ্চয় করিয়াছি, আপনি অবিচারিতমনে তাহার অর্ধেক ফল গ্রহণ করুন। অথবা আপনার যদি বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি উহা সমস্তই গ্রহণ করুন।

মহীপতি কহিলেন, মহাত্মন ! আপনার জপের সম্পূর্ণ ফল গ্রহণে আমার বাসনা নাই, এক্ষণে আমি যে ফল প্রার্থনা করিয়াছি, সেই ফল কি ? তাহা বর্ণন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্ ! আমি আমার জপের ফলপ্রাপ্তির বিষয় কিছুই অবগত নহি। এই ধর্ম, কাম ও ধম ইহারা উহা বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছেন।

নরপতি কহিলেন, মহাত্মন ! আপনি যদি জপের ফল নির্দেশ করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে ঐ অজ্ঞাত ফলে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। উহা আপনারই অধিকৃত থাকুক, এক্ষণে আমি প্রস্থান করিলাম; আপনি প্রয়োলাভ করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্ ! আমি আর বিরক্তির সহিত বাসনা করি নাই। আপনি জপের ফল প্রার্থনা করিতে আমি আপনাকে তাহা প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আমার ও আপনার বাক্য সপ্রমাণ হউক, আমি পূর্বাবধি এ পর্যন্ত কখনই কোন অভিসন্ধি করিয়া অপামুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, তবে কি প্রকারে তাহার ফলপ্রাপ্তির বিষয় বিদিত হইতে পারিবে ? আপনি আমার নিকট অপামুষ্ঠানের ফল প্রার্থনা করিয়াছেন, আমিও আপনাকে সেই ফল প্রদান করিলাম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি; এক্ষণে কি প্রকারে তাহার অন্যথা হইতে পারে ? অতএব আপনি অবহিত চিত্তে সত্যপ্রতিপালন করুন। এক্ষণে আপনি যদি আমার বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আপনাকে অসত্যপ্রযুক্ত ঘোরতর অধর্মে লিপ্ত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। আপনার ও আমার মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কখনই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। অতএব আপনি যদি সত্যপ্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে ইতিপূর্বে আপনি আমার নিকট আগমন করিয়া প্রার্থনা করিলে, আমি আপনাকে যাহা প্রদান করিয়াছি, আপনি অবিচারিত মনে তাহা গ্রহণ করুন। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হয়, তাহার ইহলোক বা পরলোক কিছুই প্রেরণের হয় না। এবং তাহার পূর্ব পুরুষগণকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতাও থাকে না। সত্য-প্রভাবে ইহলোক ও পরলোক হইতে যেকোন পরিভ্রাণ পাওয়া যায়, যজ্ঞ,

রাজধর্ম্মানুসারে আপনি অবিলম্বে তাহা গ্রহণ করুন। নচেৎ আমি আপনাকে নিশ্চরই ভাষণ প্রদান করিব।

রাজা কহিলেন, মহাত্মন! যে ধর্ম্মানুসারে এই প্রকার কার্য্য নির্ণয় করিতে হয়, সেই রাজধর্ম্মকে দিক্! বাহা হউক; এক্ষণে আমি আপনার তুল্য ফল ভাগী হইব বলিয়াই আপনার জপের ফল গ্রহণ করিব। পূর্বে আমি আর কখনই প্রতিগ্রহ করিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করি নাই; এক্ষণে কেবল আপনার অনুরোধেই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আপনি আমার নিকট যে বিষয়ে ঋণী হইয়াছেন, সম্বরে উহা শ্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন! আমি সংহিতা জপ করিয়া যে কিছু ধর্ম্ম সঞ্চিত করিয়াছি, সেই সমস্তই আপনি গ্রহণ করুন।

তখন ভূপতি কহিলেন, মহাত্মন! আমিও হস্তে জলগণ্ডুষ গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমার প্রতিদান প্রতিগ্রহ করুন; তাহা হইলে আমরা উভয়েই তুল্য ফল ভাগী হইব।

তাঁহার পরস্পর এই প্রকার আদান প্রদান করিতেছেন, ইত্যবসরে বিরূপ কহিল রাজন! আমরা উভয়ে কাম ও ক্রোধ। আমরাই আপনাকে ব্রাহ্মণের জপফল গ্রহণে প্রবর্তিত করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বাক্যানুসারে তোমরা উভয়েই তুল্য লোক প্রাপ্ত হও। বিকৃত বস্তুর আমার নিকট ঋণী নহে; আপনার বোধসাধনের নিমিত্তই আমরা উভয়ে প্রার্থিতভাবে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমরা উভয়ে এবং কাল, ধর্ম্ম ও মৃত্যু আমরা সকলেই আপনাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে স্বীয় কর্ম্মনিজ্জিত লোকে গমন কর।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট জাপকণ্ঠের ফল লাভ বিষয় বর্ণন করিলাম। তাঁহার মুক্তি, ব্রহ্মলোক ও উৎকৃষ্ট স্থান সমুদায় লাভ করিতে পারেন, তাহা তুমি বিশেষরূপে অবগত হইলে। সংহিতাধ্যায়ী মহাত্মারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হইতে অথবা অগ্নি বা সূর্যালোককে লাভ করিতে সমর্থ হন। তিনি যদি ঐ সমুদায় লোকে অনুরাগী হইয়া বিহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিনোদিত হইয়া ঐ সমস্ত লোকেরই গুণ সমুদায় প্রাপ্ত হইতে হয়। অনুরাগ লোকের পার্শ্বব দেহের ন্যায় চন্দ্র, সৌর্য্য ও আকাশাত্মক কেহেতে অবস্থান পূর্ব্বক গুণ সকল প্রকাশ করিয়া থাকে। জাপক ব্যক্তি যদি ঐ সমুদায় লোকে রাগশূন্য হইয়া মোক্ষলাভার্থ নিভাভ যত্নবান্ হন, তাহা হইলে

নিশ্চয়ই তাঁহার বাসনা পরিপূর্ণ হয়। কলতঃ রাগশূন্য জাপক চেষ্ঠা করিলে, অনারাদে ক্রমশঃ পরমেষ্টীভাব হইতে কৈবল্য লাভ করিয়া পরিশেষে জগা হুঃখ বিহীন অক্ষর ব্রহ্মলোক অধিকার পূৰ্ব্বক সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহাদি বিবর্জিত চিন্ময় পুরুষে লীন হইতে পারেন। যে জাপক অহুরাগের বশবর্তী হইয়া চিন্ময় পুরুষে লীন হইতে বাসনা না করেন, তিনি অন্যান্য যে যে লোকে গমন করিবার বাসনা করেন, তাঁহার তাহার তাহাই লাভ হয়। আর যিনি সমস্ত লোকই নিরন্তর বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন এবং যাহার কোন বিষয়ে বাসনা না থাকে, তিনি সর্বতোভাবে মুক্ত ও নিঃশুণ পুরুষে লীন হইয়া আলৌকিক সুখ সম্ভোগ করেন। হে ধর্মরাজ ! এই আমি তোমার নিকট জাপকগণের গতির বিষয় বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিলাম। অতঃপর বাহা তোমার শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, প্রকাশ কর।

—:~:—

### দ্বিশততম অধ্যায় । ২০০ ।

বুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ঐ সময় রাজা ও ব্রাহ্মণ উভয়ে বিক্রপের বাক্যে কি উত্তর প্রদান করিলেন ? তৎকালে বিক্রপের বাক্যে সশ্রুত হইয়া তাঁহারী কি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ; আর ঐ সময় তাহা-দিগের কি প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল ? সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! তৎকালে সেই জাপক ব্রাহ্মণ যম, কাল, মৃত্যু, স্বর্গ এবং সমাগত ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, রাজনু ! আপনি আমার অপের ফল ভাগী হইয়া প্রদানস্থ লাভ করুন। এবং অহুমতি করুন, আমি পুনর্বার অপকার্য্যে প্রযুক্ত হই। ইতি পূর্বে ভগবতী সাবিত্রী দেবীও আমাকে তোমার জগাহুষ্ঠানের উত্তরোত্তর অজ্ঞা বৃদ্ধি হউক এই বর প্রদান করিয়াছেন।

রাজা কহিলেন, মহাত্মনু যখন আপনায় জগাহুষ্ঠানে বিলক্ষণ অজ্ঞা রহিয়াছে, তখন আমাকে অপকল প্রদান করিতে আপনায় কল হানি হয় নাই বরং হানি প্রযুক্ত উহার বৃদ্ধিই হইয়াছে। বাহা হউক, আহুন এক্ষণে আমরা উভয়ে জুলা রূপে যম ভোগ করি।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ ! আপনি এই সমুদার মহাত্মার



সাক্ষাতে আমাকে বারংবার আপনার তুল্য ফল ভাগী হইতে অনুরোধ করিতেছেন; অতএব আমি আপনার বাক্য স্বীকার করিলাম। এক্ষণে আমাদিগের উভয়েরই সমান গতি হউক। ব্রাহ্মণের এই রূপ বাক্যাবসানে, দেবরাজ ইক্ষু তাঁহার ও ভূপতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া সুরগণ ও লোকপালগণের সহিত তথার সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় দেবী সরস্বতী, নারদ, পর্কত, বিশ্বামিত্র, হাহাহুহ, সপরিবার চিত্রসেন, দেবাদিদেব মহাদেব, প্রজাপতি ব্রহ্মা, সহস্র শিরা বিষ্ণু এবং সাধা, বিষ্ণুদেব, মরুৎ, নদী, শৈল, সাগর, তীর্থ, যোগ, বিধি, বেদ, স্তোত্র ও মুনিগণ সেই স্থানে আগমন করিলেন। অন্তরীক্ষে ভেরী তুবী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। এবং অঙ্গরোগণ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন স্বর্গ মূর্তিমান হইয়া ব্রাহ্মণ ও নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাপুরুষগণ! তোমরা উভয়েই সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছ।

অনন্তর সেই আপক ব্রাহ্মণ ও রাজা উভয়ে এক কালে বিষয় হইতে ইক্ষির গ্রামকে নিবৃত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে প্রাণ, অপান, উদান, সমান, ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ুকে রূপে সংস্থাপন পূর্বক একীকৃত প্রাণ ও অপানে মনঃ সমাধান করিলেন এবং পরিশেষে ঐ বায়ু-চয়কে উদরে স্থাপিত করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক অস্পন্দ কলেবরে নির্নিমেবলোচনে মনের সহিত প্রাণ ও অপানকে জামধ্যে নিষ্কিত করিলেন। তাঁহারা এই প্রকারে চিত্ত জয় করিলে তাঁহাদিগের চিত্ত মস্তকে নীত হইল। সেই সময় এক দেবীপায়ান জ্যোতি সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মরন্ধ্রে ভেদ পূর্বক প্রাভূত হইয়া সুরলোকে গমন করিল। তৎকালে চতুর্দিকে মহা কোলাহল শব্দ হইতে লাগিল। তখন তদ্রূপ সকলেই সেই তেজোরশ্মির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই তেজঃক্রমঃ ব্রহ্মার সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, 'লোকপিতামহ ব্রহ্মা' উহাকে স্বাগত সম্বাদন করিলেন। সেই সময় এক প্রাদেশ প্রমাণ পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মধুরবচনে কহিলেন যে, যোগীরা আপকগণের তুল্য ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার সম্বন্ধ নাই। কেবল যোগীগণের যোগের সময় ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়, আর আপকগণের ব্রহ্মে লীন হইবার অব্যবহিত পূর্বেই ব্রহ্মের সহিত আশ্রয় ঐক্য হইয়া থাকে। এই কথা কহিয়া সেই প্রাদেশ প্রমাণ পুরুষ ব্রহ্মের সহিত ব্রাহ্মণের একাত্মতা সম্পাদন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ অবিলম্বে ব্রহ্মের আশ্রয়ে

প্রবেশ করিলেন । তৎকালে ভূপতিও ব্রাহ্মণের ন্যায় লোক পিতামহ জ্ঞান করলেবরে প্রবেশ করিলেন ।

অনন্তর সুরগণ ভগবান স্বরভূকে অভিবাচন পূর্বক কহিলেন, ভগবন ! আপনি জাপকগণের নিমিত্ত অতি উৎকৃষ্ট গতি নির্ধারিত করিয়াছেন । আমরা ঐ জাপক ব্রাহ্মণের সদগতি প্রাপ্তির নিমিত্ত সকলে সমাগত হইয়াছিলাম । এক্ষণে আপনি ঐ ভূপতি ও জাপক ব্রাহ্মণকে তুল্যরূপ কলভাগী করিলেন । আমরা আজি যোগী ও জাপকের মহাফল সন্দর্শন করিলাম । ইহারা সমস্ত লোক অতিক্রম পূর্বক অভিলষিত লোকে গমন করিতে পারেন । তখন ভগবান প্রজাপতি সুরগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে দেবগণ ! যাহারা মহাস্মৃতি অথবা মহাদি স্মৃতি পাঠ করিয়া থাকেন এবং যাহারা যোগে নিত্যাত্ম অনুরক্ত হন, তাঁহারা দেহাবসানে নিশ্চয়ই আমার সালোক্য লাভ করেন । এক্ষণে আমি গ্রহান করিলাম ; তোমরাও নিজ নিজ কার্য সম্পাদনার্থ যথা স্থানে গমন কর ।

ভগবান কমলযোনি সুরগণকে এই প্রকার কহিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন । সুরগণও তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন । অন্যান্য মহাত্মারা ধর্মের অর্চনা করিয়া পরম শ্রীতমনে তাঁহার অনুগামী হইলেন । হে ধর্মরাজ ! আমি জাপকগণের যে প্রকার কললাভ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, অতঃপর আর কি স্তুতিতে তোমার বাসনা হয়, তাহা ব্যক্ত কর ।

### একাধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২০১ ।

বুধির্দ্রষ্ট কহিলেন, পিতামহ ! জ্ঞানযোগ, সমস্ত বেদ, ও নিরমের ফল কি ? এবং জীবাত্মাকেই বা কি প্রকারে অবগত হইতে পারা যায়, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! আমি এই উপলক্ষে প্রজাপতি মনু ও মহর্ষি বৃহস্পতিসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে দেবর্ষিগণাগ্রণ্য মহামতি বৃহস্পতি আপনাব গুরু প্রজাপতি মনুকে অভিবাচন পূর্বক এই কয়েকটি প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, ভগবন ! অগতের কারণ কি ? কি নিমিত্ত কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে ? জ্ঞানের কল কি ? কোন বিষয় বেদবাক্য দ্বারাও অপ্রকাশিত

রহিয়াছে ? ত্রিবার্শাক্ত বিশারদ বেদমন্ত্রজ্ঞ মনুষ্যাগণ গোদান ও নানাবিধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে সুখ লাভ করিয়া থাকেন, তাহা কি প্রকার ? কি প্রকারে উৎপন্ন হয় ও কোন স্থানেই বা অবস্থান করে, কোন মহাত্মা হইতে পৃথিবী, বায়তীর স্থাবর জন্ম, বায়ু, আকাশ, জলচর, জল; স্বর্গ ও দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে ? লোকের যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে সেই বিষয়েই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । আমি পুরাণ পুস্তকের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার কি প্রকারে প্রবৃত্তি হইবে ? আমি ঋক্, সাম, যজু, ছন্দ, নক্ষত্রগতি, নিরুক্ত ও সকল ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু আকাশাদি মহাত্বের কারণ কি, তাহা অবগত হইতে পারি নাই । এক্ষণে আপনি পূর্বোক্ত সমস্ত বিষয় এবং যে প্রকারে জীব এক দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া পুনরায় অন্য দেহ আশ্রয় করে, তাহা আমার নিকট বিস্তার পূর্বক কীর্তন করুন ।

মনু কহিলেন, মহর্ষে ! মনুষ্যের যে বিষয় প্রিয়, তাহাই তাহার সুখ জনক এবং যাহা অপ্রিয় তাহাই দুঃখ জনক । লোকে ইহা দ্বারা আমার ইষ্ট লাভ হইবে, অনিষ্ট হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া কৰ্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয় । যাহার জ্ঞান জন্মে, সে ইষ্ট বা অনিষ্ট কোন বিষয়ই লাভের বাসনা করে না । কৰ্ম্মযোগ কামাক্ষক বলিয়া বেদে নির্দিষ্ট আছে । লোকে জ্ঞানবলে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলে পরমপদ ব্রহ্মাদি প্রাপ্ত হইতে পারে । যাহারা সুখাভিলাষী হইয়া নানাপ্রকার কৰ্ম্মপথে পর্যাটন করিয়া থাকে, তাহাদিগকেই নরকে গমন করিতে হয় ।

বৃহস্পতি কহিলেন, ভগবন্ ! দুঃখ পরিত্যাগ পূর্বক সুখলাভ করাই সকলেরই কর্তব্য । সুখ কৰ্ম্ম দ্বারাই লভ হইয়া থাকে ; সুতরাং কৰ্ম্মই ত লোকের কর্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে ।

মনু কহিলেন, মহর্ষে লোকে প্রথমে যজ্ঞাদি কার্যের অনুষ্ঠান পূর্বক ব্রহ্মজ্ঞানের বাসনা করিয়া পরিশেষে কৰ্ম্ম পরিহার করত পরম পদার্থ প্রাপ্ত হইবে, তন্নিবন্ধনই "কৰ্ম্মের সৃষ্টি" হইয়াছে । যাহারা চিরকাল কামনার বশবর্তী হইয়া কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা স্বর্গাদি ফল লাভ করিয়া থাকে, আর যাহারা মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত কৰ্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহারা অনার্য্যসে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারে । মন ও কৰ্ম্ম প্রজাবর্গের সৃষ্টির কারণ এবং উহাদ্বারা আবার প্রজাগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ বন্ধপ । কৰ্ম্মপ্রভাবে মনুষ্যের মোক্ষ

ও সামান্য ফল উভয়ই লাভ হইয়া থাকে । ফলতঃ মনে মনে কর্মকল পরিভাগ করাই মোক্ষ প্রাপ্তির প্রধান কারণ । নিশাবসনে চক্ষু যে প্রকার তিমির বিনির্মূলক হইয়া আপনায় তেজঃপ্রভাবে কণ্টকাদি সন্দর্শন করিতে পারে, সেইরূপ বুদ্ধি বিবেক গুণযুক্ত হইলেই অশুভ কার্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় । মনুষ্যাগণ ভুজঙ্গ, কুশাগ্র ও কূপ অবগত হইতে পারিলে, অনার্য্যসে সেই সমুদায় হইতে পরিভ্রাণ লাভ করে, কিন্তু ঐ সমুদায় অবগত হইতে না পারিলে অজ্ঞান নিবন্ধন ঐ সমুদায়ে নিপতিত হয় । অতএব অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানের ফল কত উৎকৃষ্ট তাহা বিবেচনা কর । বথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ, বধোক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দক্ষিণা দান, অন্ন প্রদান ও মনের সমাধি এই পঞ্চ প্রকার কর্ম ফলপ্রদ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে । শাস্ত্রানুসারে কার্য্য সম্বাদি ত্রিবিধ গুণাত্মক । তন্নিবন্ধন কার্য্যমূল মন্ত্রও ত্রিবিধ এবং বিধিও তিন প্রকার নির্দিষ্ট আছে । যে মনুষ্য যে প্রকার গুণাত্ম্যায়ী কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয় । উৎকৃষ্ট শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ জ্ঞান রূপ কর্ম ফল সকল কর্মলভ্য, স্বর্গলোকেই অনুভূত হইয়া থাকে ; কিন্তু জ্ঞান ফল জীবদ্দশাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় । দেহিগণ দেহ দ্বারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে পুনর্কীর দেহ ধারণ পূর্ব্বক সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয় । দেহই মনুষ্যের সুখ দুঃখের আশ্রয় । বাক্য ও চিত্ত দ্বারা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কদাচ বাক্য মনের অগোচর পদার্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই । যে মনুষ্য যে গুণ অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাকে তদনুরূপ শুভ বা অশুভ ফলভোগ করিতে হয় । মৎস্য যে প্রকার স্রোতাভিমুখে ধাবমান হইয়া থাকে, সেইরূপ জন্মান্তরীণ কর্ম সকল মনুষ্যের নিকট আগমন করে । সকল মনুষ্যকেই পূর্ব্ব জন্মার্জিত সুকৃতানুরূপ সুখ ও দুঃকৃতানুরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয় । এক্ষণে যিনি সমস্ত জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা এবং মন্ত্র ও শব্দদ্বারা অপ্রকাশিত, তাঁহার বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । সেই পরাংপর নানাবিধ রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ হইতে পৃথক্ভূত হইয়াও প্রজাবর্গের নিমিত্ত ঐ সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন । তিনি অব্যক্ত, বর্ণ বিহীন ও গুণাতীত তাঁহাকে জী, পুরুষ বা নপুংসক অথবা পরমাণু শূন্য বা সারাময় বলিয়া নির্দিষ্ট করিতে পারা যায় না । তাঁহার কোন কালেই বিনাশ নাই । দ্বিতীত জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্ম্যাই সেই অক্ষর, প্রদার্থ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন ।

### দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২০২ ।

হে মহর্ষে ! সেই অবিনাশী পুরুষ হইতেই আকাশ, আকাশ হইতে সমীরণ, সমীরণ হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে সলিল সলিল হইতে জগৎ এবং জগৎ হইতে রূপরস সমস্ত পদার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলস্থ যাবতীর শরীর পার্থিব, কলেবর সকল চরমাবস্থার প্রথমতঃ সলিলে, কল হইতে বেজে; বেজ হইতে বায়ুতে ও বায়ু হইতে অন্তরীক্ষে গমন করিয়া থাকে। তদ্ব্যবধায়াঁহারা অন্তরীক্ষেও অতিক্রম করিয়া পৰমাশ্রিতে গীন হইতে পানেন। তাঁহাদেরই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে; সুতরাং তাঁহারা আর প্রলিন্দ হন না। পরমাত্মা উষ্ণ, শীত, মৃদু বা তীক্ষ্ণ নহেন। তিনি স্নান, ভয়, অধুর ও তিক্তাদি গুণ পরিবৰ্জিত এবং শূন্য, গন্ধ বা রূপ সম্পন্নও নহেন। তিনি পরাংপর ও স্বভাবশূন্য। তৎকিঙ্করা, রস, ভ্রম, গন্ধ, কৰ্ণশব্দ ও চক্ষুরূপ অনুভব করে। অনধ্যাত্মবিৎ মনুষ্যাগণ তৎকিঙ্কর টান্ডার দ্বারা এই সমুদায় গুণের অতিরিক্ত আর কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ হন না। যে মনুষ্য রস হইতে রসনাকে, গন্ধ হইতে নাসিকাকে, শব্দ হইতে কর্ণধরকে, স্পর্শ হইতে ত্বক্কে ও রূপ হইতে চক্ষুকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তিনিই স্বীয় স্বভাবকে বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূৰ্বজাত হইতে সমর্থ হন। মর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, যিনি কষ্টা, কৰ্ম্ম, কৰণ দেশ কাল, অথ চেষ্টা প্রবৃত্তি ও অমুরাগাদি কারণ, তিনিই স্বভাব। সেই স্বভাবই ব্যাপ্যাক্ত জীব ও ব্যাপকাখ্য লেখক। মন্ত্র দ্বারা উহা বিশেষ রূপে সপ্ৰমাণ হইতেছে। সেই স্বভাব একাকীই সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনিই কারণ ও তদতিরিক্ত সমস্তই কার্য। পুণ্য ও পাপ যে প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও মনুষ্যের কলেবরে একত্র অংশমান করে, সেই রূপ জ্ঞান জড় না হইয়াও জড় শরীরে নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রদীপ যে প্রকার প্রলোপ্ত হইয়া অন্যের বিষয় বোধ করিয়া দেয়, সেইরূপ জ্ঞান মনুষ্যের ইন্দ্রিয় গ্রামের বিষয় বোধ সাধন করিতেছে। অমাত্যাগণ যে প্রকার নানাবিধ বিষয় ভূপতির কর্ণগোচর করিয়া দেয়, ইন্দ্রিয়গণ সেইরূপ সকল বিষয় জ্ঞানের গোচর করিয়া থাকে; সুতরাং রাজারন্যায়জ্ঞান সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অনেকাংশ শ্রেষ্ঠ। যেক্রপ অগ্নির শিখা সন্নীরণের বেগ, দিনকরের করতাল ও নদীর জল বারম্বার গমনাগমন করিতেছে, সেইরূপ দেহিগণের কলেবর একবার বিনষ্ট ও পুনরীকৃত সমুদ্র হইতেছে। যেক্রপ কোন মনুষ্য পরন্তু দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন পূৰ্ব্বক তদ্ব্যবধা

বা বহিঃ নিরীক্ষণ করিতে পারে না, সেইরূপ লোকে উদর ও হস্ত পদাদি অবয়ব ছেদন করিয়া তদ্ব্যবস্থা জ্ঞানময় আত্মাকে দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু সেই কঠিকে ভেদ করিয়া উপরি বিশেষ দ্বারা যেরূপ তাহাতে ধূম ও অগ্নি উভয়ই লক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবাশ্মা কৌশল ক্রমে বুদ্ধি ও পরমাত্মাকে এক কালে সন্দর্শন করিতে পারে। মহুষা যেরূপ স্বপ্নযোগে আপনার কলেবরকে আত্মা হইতে পৃথক্ভূত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ এবং পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ স্বীয় শরীরকে আপনা হইতে অভিন্নভাবে দর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ মনোবুদ্ধি সম্পন্ন প্রোক্ত প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু বিশিষ্ট জীবাশ্মা জীবনান্তে কলেবরকে একবার আপনা হইতে পৃথক্ভাবে দর্শন করিয়াও পুনর্বার তাহাকে আত্মিক বিবেচনা পূর্বক দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। পরমাত্মা স্বয়ং চক্ষু-শ্রবণ-স্পর্শ-প্রত্যক্ষ প্রভাবে উৎপত্তি, বুদ্ধি, ক্ষর ও মৃত্যু প্রাপ্ত হন না। তিনি অদৃশ্য দেহ পরিগ্রহ পূর্বক দেহান্তরে গমন করিয়া থাকেন। চক্ষু দ্বারা তাঁহার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না; তাঁহার স্পর্শ ও স্বেদ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না; তিনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করেন না, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু তিনি উহাদিগকে সতত নিরীক্ষণ করিতেছেন। যে রূপ নিকটস্থ অরুণ পিণ্ডাদিতে প্রজ্জ্বলিত হতাশনের সস্তাপজনিত রূপ লক্ষিত হয়। সেইরূপ জড়দেহে পরমাত্মার চৈতন্য স্বরূপ রূপই লক্ষিত হয়। মহুষ্যের আত্মা এক কলেবর পরিভাগ পূর্বক অদৃশ্যভাবে অন্য কলেবরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে সেই শরীরের গুণে গুণবান্ বোধ করে। দেহী দেহ হইলে তাহার দেহ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীতে প্রবেশ এবং প্রোক্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও স্ব স্ব উপাদানকে আশ্রয় করিয়া থাকে। শ্রোত্র আকাশের গুণ শব্দকে দ্রাণ পৃথিবীর গুণ গন্ধকে, চক্ষু তেজের গুণ রূপকে, জিহ্বা জলের গুণ রসকে এবং বাকু বায়ুর গুণ স্পর্শকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্যসম্পাদক শব্দ প্রভৃতি পাঁচ গুণ আকাশাদি পঞ্চ ভূতকে এবং আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূত প্রোক্তাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আবার শব্দ প্রভৃতি পঞ্চ গুণ, আকাশাদি পঞ্চ ভূত ও প্রোক্ত প্রভৃতি পাঁচ ইন্দ্রিয় চিত্তের, চিত্ত বুদ্ধির এবং বুদ্ধি স্বভাবের অন্তর্গত। মহুষ্য স্বকর্মোপার্জিত নূতন কলেবরে পূর্বজন্মকৃত পাপ পুণ্য বহন করিয়া থাকে এবং জলোকা যেরূপ অহুকুল প্রোক্তের অনুসরণ করে, সেইরূপ তাহার চিত্ত বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া থাকে। লোকে লোকায়

আরোহণ পূর্বক গমন করিতে করিতে যে প্রকার তীরস্থিত ভূতগণকে চকল বোধ করে, কিন্তু নৌকা স্থির হইলে, তাহার সে ভ্রম নিরাকৃত হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির যুক্তি স্থির হইলে, তিনি অনার্যাসে জীবনের বাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারেন। যেকোন পুস্তকস্থিত অক্ষর নিতান্ত সূক্ষ্ম হইলেও উহা উপনেত্রপ্রভাবে স্থল বলিয়া বোধ হয় এবং স্বীয় আশ্রয়দেশ আপনার অদৃশ্য হইলেও যেকোন দর্পণপ্রভাবে উহা দর্শন করা যায়, সেইরূপ পরমাত্মা নিতান্ত সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য হইলেও যুক্তিবলে তাঁহাকে মহান্ বলিয়া বোধ ও তাঁহার দর্শন লাভ করা যাইতে পারে।

—:~:—

### ত্ৰ্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২০৭ ।

হে ব্রহ্মন্ ! ইন্দ্রিয় সহকৃত জীবচৈতন্য পূর্বাহ্নভূত বিষয় সকল কালান্তরে স্মরণ করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণ বিলীন হইলে স্বপ্ন-যোগে পরম স্বভাবই বিষয়ভূতব করেন। সেই স্বভাব বহু সময় এককালে ইহজন্ম ও পরজন্মে দৃষ্ট শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিষয় সকল সন্নিহিতের ন্যায় প্রকাশ করিয়া দেন এবং এই একমাত্র সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বভাবই পরম্পর বিভিন্ন অতীত অনাগত প্রভৃতি তিন অবস্থাতে সাক্ষী-রূপে বিচরণ করিয়া থাকেন। আত্মা কেবল পরম্পরবিকল্প সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণজনিত সুখঃখাদি পরিজ্ঞাত হন, তাঁহাকে উহা ভোগ করিতে হয় না। সমীরণ যে প্রকার কাষ্ঠ সমুৎপন্ন হত্যশনে প্রবিষ্ট হয়, সেই-রূপ আত্মা ইন্দ্রিয়গণে প্রবেশ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা চক্ষু বা শ্রোত্রের গম্য নহেন; স্পর্শেন্দ্রিয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি ইন্দ্রিয়ত্রায়ের ইন্দ্রিয়; শ্রোত্রাদি দ্বারা তাঁহার দর্শনাদিলাভ করিতে যত্ববান্ হওয়া নিতান্ত নিফল; বেদ ও আগ্নেয়াক্য বিচার দ্বারা তাঁহার দর্শনলাভ করিতে যত্ববান্ হওয়াই সঙ্গত বলিয়া প্রতি-পন্ন হইতেছে। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় আত্মাকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্বদর্শী পরমাত্মা সৰ্ব্বদাই উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যেকোন হিমালয়ের পার্শ্ব ও পশ্চিমের পৃষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতেও কেহ কখন সন্দর্শন করিতে পারে নাই, সেইরূপ সূক্ষ্ম জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার সত্ত্বা বিদ্যমান থাকিতেও কেহ তাঁহাকে ইন্দ্রিয়

দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না । লোকের যে প্রকার চক্ষে সূক্ষ্ম জগৎ অবলোকন করিয়াও তাহা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইতে পারে না, তদ্রূপ মনুষ্যের আত্মজ্ঞান থাকিলেও সে আত্মাকে সম্যক্ অবগত হইতে সমর্থ হয় না । আত্মজ্ঞান আপনা হইতেই জন্মে ; তজ্জন্য বিষয়ান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই । পণ্ডিতগণ যে প্রকার রূপবান্ তরুর আদ্যন্তে অরূপত্ব বুদ্ধিতে পারিয়া উহাকে অরূপ বলিয়া নির্দেশ করেন এবং সূর্য্যের গতি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান না হইলেও বুদ্ধি-বলে তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ তাঁহারা আত্মা নিত্যস্থূলক্য হইলেও বুদ্ধিরূপ প্রদীপ দ্বারা উহা নিরীক্ষণ করিতে পারেন এবং জ্ঞানস্বরূপ সমীপস্থ হইলেও উহা জ্ঞেয় পরমাত্মাতে বিলীন করিতে বাসনা করেন । উপায় উদ্ভাবন না করিলে কোন অর্থই সুসিদ্ধ হইতে পারে না । দেখ, ধীরগণ সূত্রদ্বারা মৎস্য ধারণ করে ; মৃগ দ্বারা মৃগ, পক্ষী দ্বারা পক্ষী ও হস্তী দ্বারা হস্তী ধৃত করা যায়, সেই প্রকার জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞানদ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে । এই প্রকার জনশ্রুতি আছে যে, সর্প যেরূপ স্বয়ংই তাহার চরণ সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ জ্ঞানই দেহমধ্যে সূক্ষ্ম জ্ঞেয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । যে প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, তদ্রূপ বুদ্ধি দ্বারা পরম বোধ্যকে অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই । শব্দরূপ যেরূপ অমাবস্যাতে বিদ্য-মান থাকিয়াও দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ আত্মা মনুষ্যের দেহে বর্তমান থাকিলেও কেহ উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না । শব্দ যে প্রকার অমাবস্যাতে স্থল দেহ বিমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হন না, তদ্রূপ আত্মা বস্তু-বোয় দেহপরিভ্রষ্ট হইয়া আর প্রকাশিত থাকে না । শব্দ যে প্রকার স্থল দেহে প্র-প্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিরাজিত হন, সেইরূপ আত্মা দেহান্তর লাভ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়া থাকে । শব্দরের জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রত্যক্ষ নিরীক্ষিত হয় ; উহা চক্ষের স্থল দেহেরই গুণ ; ঐ সমুদয় গুণ মনুষ্যের স্থল দেহেই আরোপিত করা যদর, আত্মাতে বদ্ধাচ আরো-পিত করিতে পারা যায় না । শব্দর যে প্রকার অমাবস্যার পর ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইলেও তাহাকে সেই শব্দর বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্য ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইলেও তাহাকে সেই মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান হয় । রাজ্য যে, শব্দরকে কি প্রকারে আক্রমণ ও কি প্রকারে পরিত্যাগ করে, তাহা কেহই অবগত হইতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ আত্মা যে কি প্রকারে মনুষ্যের কলেবরে প্রবেশ ও কি প্রকারে উহা পরিত্যাগ



করে তাহা কেহই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না । রাহু যেরূপ চন্দ্র সূর্যকে আক্রমণ করিয়া থাকিলেই নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ আত্মা দেহকে আশ্রয় করিলেই অনুমিত হইয়া থাকে । রাহু যে প্রকার চন্দ্র সূর্যকে পরিত্যাগ করিলে আর নিরীক্ষিত হয় না, তদ্রূপ আত্মা কলেবরের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে আর অনুমিত হয় না । শশধর যে প্রকার অমাবসাতে অদৃশ্য হইলেও নক্ষত্রগণ তাহাকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ আত্মা দেহে বিনির্মূলক হইলেও কক্ষফল হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না ।

### চতুরধিকদ্বিশতম অধ্যায় । ২০৪ ।

হে মহাত্মন! মনুষ্যের স্বপ্রাবস্থায় যে প্রকার ত্যাগের ফল দেহ শরীরে নিপতিত থাকে ও লিঙ্গশরীর উহা হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র ভোগ করে, সেইরূপ কর্মশীল ব্যক্তি বিনষ্ট হইলে, তাহার ফল দেহ ধরাসাং হয় ও লিঙ্গশরীর পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করে । আর যেরূপ লোকে স্রুশ্টি প্রাপ্ত হইলে তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গশরীর হইতে পৃথগ্ভূত হয়, সেইরূপ কর্মত্যাগী ব্যক্তির বিনাশ হইলে তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকে । নির্মূল সলিলে যে প্রকার প্রতিবিম্ব লক্ষিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ প্রসন্ন হইলে তদ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে ; কিন্তু সলিল কলুষিত হইলে যেরূপ প্রতিমূর্তি সন্দর্শন করিতে পারা যায় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ আকুলিত হইলে তদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই । অজ্ঞান-প্রভাবে অবুদ্ধির উৎপত্তি হইয়া থাকে, অবুদ্ধি প্রভাবে চিত্ত দূষিত হয় এবং চিত্ত দূষিত হইলেই শ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও দূষিত হইয়া উঠে । মোহাদ্ধ ব্যক্তি বিষয়ে নিতান্ত অমুরক্ত হইয়া কোনক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না । জীবগণ কেবল স্বীয় স্বীয় ও ধর্ম ও অধর্ম অনুষ্ঠান-নিবন্ধন বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে । পাপসত্ত্বে কখনই বিষয়পিপাসার উপশম হইতে পারে না । যখন পাপের ধ্বংস হয়, তখনই বিষয়তৃষ্ণা তিরোহিত হইয়া যায় । নিরন্তর বিষয়সংসর্গ করিলে উত্তরোত্তর আশার বুদ্ধিই হইয়া থাকে ; কখনই মোক্ষ লাভ হয় না । পাপের ধ্বংস হইলেই মনুষ্যের জ্ঞান লম্বুৎপন্ন হইয়া থাকে । তখন সুবিমল আদর্শে যেরূপ প্রতিবিম্ব লক্ষিত

করা যায়, সেইরূপ সে স্বীয় বুদ্ধিতে আত্ম দর্শন করিতে সমর্থ হয়। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়াসক্ত হইলেই হুঃখ এবং সংযত হইলেই সুখে কাণযাপন করিতে পারা যায়। অতএব চৈতন্যনিগ্রহ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। ইন্দ্র হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা এবং জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা উৎকৃষ্ট। পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা জীবাত্মা হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে চিত্তের উৎপত্তি হইয়াছে। চিত্ত স্রোতাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইলেই শব্দাদি বিষয়ে বিলিপ্ত হইয়া থাকে। যে মনুষ্য সেই শব্দাদি বিষয় স্থল কারণ সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই তমুত্তর রসাস্বাদন করিতে পারেন। সূর্য্য যে রূপ সমুদিত হইয়া আগুনার করজাল ফিটার পূর্ব্বক পুনর্বার সেই সমস্ত প্রতिसংহার করিয়া অজগমন করেন, সেইরূপ অন্তরীয়া ইন্দ্রিয় সমুদায়ের কার্য্য সংসাদন পূর্ব্বক পুনর্বার উহাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া কলেবর হইতে অন্তরিত হইয়া থাকেন। মনুষ্যাগণ বারম্বার স্বীয় কৰ্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিয়া পুণ্য ও পাপ প্রবৃত্তির অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে। বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিলে বিষয়বাসনা এককালে দূরীভূত হইয়া যায়। আর যখন আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তখন বাসনাস্বক রস পর্য্যন্ত তিরোহিত হয়। বুদ্ধি বিষয়সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তের সহিত মিলিত হইলেই লোকের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ব্রহ্ম জ্ঞান, দর্শন, স্পর্শন, আশ্রুণ, আশ্বাদন ও অহুমানের অগোচর। বুদ্ধি কেবল সেই উৎকৃষ্ট পদার্থে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ঘটাদি স্থল পদার্থ যে রূপ মনঃকল্পিত বলিয়া মনোমধ্যে লীন থাকে, সেইরূপ চিত্ত বুদ্ধিতে, বুদ্ধি জীবাত্মাতে এবং জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হয়। ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও বুদ্ধি ইহারা কেহই স্ব স্ব কারণ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু সূর্য্য-স্বরূপ জ্ঞানময় আত্মা উহাদের সকলকেই অবলোকন করিতেছেন।

### পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২০৫।

হে মহর্ষে। শারীরিক বা মানসিক হুঃখ বিদ্যমান থাকিতে যোগাভ্যাসে যত্ন হয় না, অতএব হুঃখচিন্তা পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। চিন্তা পরিত্যাগই হুঃখনিবারণের মহৌষধি। হুঃখচিন্তা করিলে, কখনই হুঃখের উপশম হয় না, বরং উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয়। প্রজ্ঞা-প্রভাবে মানসিক এবং ঔষধপ্রভাবে শারীরিক হুঃখ দূর করা আবশ্য

কর্তব্য। বালকতা প্রকাশ পূর্বক হুঃখে নিমগ্ন হওয়া নিতান্ত অকর্তব্য। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কখনই রূপ, যৌবন, জীবন, দ্রব্যসম্পত্তি, আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস প্রভৃতি অনিত্য বিষয়ের অভিলাষ করেন না। সাধারণ-  
 হুঃখের নিমিত্ত একাকী হুঃখ প্রকাশ করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে, বরং  
 যদি উহার প্রতীকারের কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে শোক প্রকাশ  
 করিয়া তাহাই করা বিধেয়। জীবিতাবস্থায় সুখ অপেক্ষা হুঃখই অধি-  
 কাংশ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত  
 হইয়া কাঞ্চানুষ্ঠান করে, তাহাকে নিশ্চয়ই কৃতান্তের শাসনবর্তী হইতে  
 হয়। আর যিনি এককালে সুখ হুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে পারেন,  
 তিনি অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হন। বিদ্বান ব্যক্তিগণ কখনই তাঁহার নিমিত্ত  
 শোক প্রকাশ করেন না। অর্থ নিতান্ত অনর্থকর। অর্থের রক্ষণাবেক্ষণে  
 অতিশয় ক্লেশ হইয়া থাকে, আবার উহা উপার্জন করিবার কালে অগ্নি-  
 মিত হুঃখ ভোগ করিতে হয়, অভাব অর্থনাশের বিষয় চিন্তা করা নিতান্ত  
 অকর্তব্য। জ্ঞান আত্মা হইতে সমুৎপন্ন হয়। জ্ঞান মনের ধর্ম। মন  
 জ্ঞানেন্দ্রিয়ার সহিত সমবেত হইলেই বিষয়বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়া থাকে।  
 ঐ বুদ্ধি সংস্কারসংযুক্ত হইয়া চিন্তামধ্যে বিরাজিত হইলেই, যোগ সমাধি  
 সহকারে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। মলিন, যেরূপ শৈলশৃঙ্গ হইতে বিনির্গত  
 হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধি অজ্ঞানাস-  
 কার হইতে নির্গত হইয়া রূপাদি গুণসমূহে প্রবাহিত হয়। বখন সেই  
 বুদ্ধিতে নিগুণ প্লেয় বস্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সময় নিবন্ধগুহিত  
 সুবর্ণরেখার ন্যায় অসন্দ্বিগ্নরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। চিত্ত কেবল  
 ইন্দ্রিয়গোচর রূপরসাদির প্রবোধক, উহা দ্বারা রূপাদি গুণবিহীন ব্রহ্ম-  
 লাভ করা সম্ভাবিত নহে। সমুদায় ইন্দ্রিয় রোধ করিয়া উহাদিগকে  
 কল্পনাত্মক মনে ও মনকে বুদ্ধিতে অবস্থাপন পূর্বক একাগ্রতা অবলম্বন  
 করিলেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। যেমন শব্দাদি গুণ সকল বিলুপ্ত হইলে,  
 পঙ্কীকৃত মহাত্ত সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধি অহঙ্কার-  
 তকে বিলীন হইলে ইন্দ্রিয়গণও বিলীন হইয়া যায়। বখন নিশ্চরাস্তক  
 বুদ্ধি অহঙ্কারে অবস্থান করে, তখন চিত্তের সহিত উহার কিছুই বিভিন্ন-  
 রূপা থাকে না। অহঙ্কার ধ্যানপ্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া রূপাদি  
 বিষয়ের সহিত গতাঙ্গীকৃত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেই গুণাত্মক জ্ঞান সমুদায়  
 পরিত্যাগ পূর্বক নিগুণ বস্ত্র প্রাপ্ত হইতে পারে। অব্যক্তের স্বরূপ  
 কীর্তন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। তপস্যা, অনুমান, শব্দাদি গুণ, বৈদ্যাক্ত

প্রথম ও দ্বিতীয় মনোভুক্তি দ্বারা পরম ব্রহ্মকে অবগত হইতে বাসনা করা সকলেরই কর্তব্য । তদনুসারে ব্যক্তিগণ সেই অভ্যর্থনীয় আনন্দরূপ পরম ব্রহ্মকে কি বাহ্য কি অন্তরে সন্নিবিষ্ট অনুসন্ধান করেন । অগ্নি বৈরাগ্য অপ্রতিবর্তবেগে কাঠে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধিও লক্ষ্যাদি বিষয়ের উপর পর্যটন করে । যখন সেই বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়বাসনা-বিহীন হয়, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ; আর যখন বিষয়-বাসনার আসক্ত হয়, তখন ঐ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায় । সুবুদ্ধিকালে ইঞ্জিরগণ বৈরাগ্য স্বীয় স্বীয় কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করে, সেই-রূপ আশ্রয় স্বরূপ পরম ব্রহ্ম সন্নিবিষ্ট সমুদায় কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন । সমুদায়গণ অজ্ঞানবশতঃ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে । উহাদিগের মধ্যে বাহ্যারা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহারা যৌক লাভ করিয়া থাকে ; আর বাহ্যারা উহাতে লিপ্ত থাকে, তাহারা সুরলোক-গমনে সক্ষম হয় । জীৱ, প্রকৃতি, বুদ্ধি রূপরসাদি, ইঞ্জির, অহঙ্কার ও অভিমান এই সমস্তই বিনশ্বর পদার্থ । জীৱ হইতে ঐ সমুদায় পদার্থের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে । তৎপরে ঐ সমুদায় সৃষ্ট পদার্থ হইতেই আবার সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে । ঐ রূপ পদার্থ সমুদায়ের ধর্ম্মপ্রভাবে জ্যেষ্ঠ ও অধঃপ্রভাবে অবতল লাভ হয় । বিব্রাসক্ত ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর পুন-র্বার জন্ম পাইবে করিয়া থাকে এবং বীজম্পৃহ ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞান প্রভাবে একবারে মুক্তিলাভ করেন ।

### বড়দিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২০৬ ।

হে মহর্ষে ! শব্দপ্রভৃতি পঞ্চগুণের সহিত পঞ্চ ইঞ্জির, চিত্ত ও বুদ্ধিকে সংকত করিতে পারিলেই আত্মাকে মণিবদ্যে নির্মিত সূত্রের মাত্র সন্দর্শন করিতে পারা যায় । জীৱ সূত্র যে প্রকার ধর্ম্ম, বুদ্ধি, আশ্রয়, রক্ত ও মুদ্রার বর্ত্তে নির্মিত থাকে, সেইরূপ আত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে গো, অশ্ব, মহাবী, হস্তী, মূষ, কীট ও পতঙ্গপ্রভৃতি যোমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে । হে জীৱ যে সেই প্রান্তর নির্মিত যে কাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, সে সেই সেই লীল্য করিয়া সেই কাণ্ডের কল হস্তি করিয়া থাকে । বুদ্ধি অভ্যর্থন্য কর্ত্তব্যপরিচালিত হইয়াও আশ্রয় প্রস্তুত কাণ্ডের অনুষ্ঠান করে । জ্ঞান হইতে অভ্যর্থন্য, অভ্যর্থন্য হইতে কাণ্ড ও কাণ্ড হইতে কল

সমুৎপন্ন হয়। এই জনা কল কৰ্ম্মগত, কৰ্ম্ম বুদ্ধিগত, বুদ্ধি জ্ঞানগত ও জ্ঞান আত্মগত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কলেবর ও বাহ্যিক ভেদজ্ঞান, কল, বুদ্ধি ও কৰ্ম্মের ক্ষয় হইলে, যে দ্বিত্ব জ্ঞান জন্মে, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। যোগিগণ মুক্তিলাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ পরম পদার্থকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। বিষয়াসক্ত নির্কোষগণ তাঁহাকে কখনই দর্শন করিতে পারে না। পৃথিবী হইলে সলিল, সলিল হইতে তেজ, তেজ হইতে সমী-  
 রণ, সমীরণ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি চতুতে কাল ও কাল হইতে জগৎকর্তা ব্রহ্মরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর সমধিক মহৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ ব্রহ্মরূপী ভগবান্ অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত বলিয়া অব্যবনায়ে অভিহিত হইয়া থাকেন। দুঃখ বিনশ্বর পদার্থ; সূত্রাত উহা কদাচ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনিই পরম ব্রহ্ম ও পরম পদ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সুসুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পরিজ্ঞাত ও বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরম পদ মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন। নিবৃত্তিই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঐ ধর্ম্ম অবগত হইতে পারে, সে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। ঋক্, যজু ও সামবেদ লোকের লিপনরীর আশ্রয় করিয়া জিহ্বাপ্রাে অবস্থান করে। ঐ সমুদায় যজ্ঞসাধ্য ও বিনশ্বর; কিন্তু ব্রহ্মপদার্থ লোকের জ্ঞান দ্বেষ্ট আবির্ভূত হয়। উহার আদি মধ্য বা অন্ত নাই; সূত্রাত উহা যজ্ঞসাধ্য নহে। ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের আদি ও অন্ত নির্দিষ্ট রহিয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মের আদি ও অন্ত নাই। সেই পরম পদার্থ অনাদিতত্ত্ব অনন্তত্ব প্রকৃত সর্ববাপী ও শূন্যময় হইরাছেন। শূন্যময়ত্বপ্রযুক্ত তাঁহাকে দুঃখবিহীন ও মানাপমানাদিশূন্য বলিয়া নির্দেশ করা যায়। মানবগণ অমৃষ্ট ও বিষয়বাসনা প্রভাবে ব্রহ্মপদার্থ লাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না। সিদ্ধ পুরুষগণ সমাধিবলে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির উপযুক্ত হইয়াও যদি মনে মনে অগ্নিমানি যোগৈর্ধর্ম্ম লাভের প্রত্যাশা করেন, তাহা হইলে, তাহারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত হন। বিষয়লাভার্থী ব্যক্তিগণের বিষয় দর্শন নিবন্ধন বিষয়ভোগলালসা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; সূত্রাত তাহারা কোন প্রকারেই বিষয়াতীত পরম ব্রহ্ম লাভ করিতে অসমর্থ হয়ে না। নিকট বাহ্য গুণাসক্ত নর ব্যক্তিগণ কি কখন যোগিগণের জ্ঞানব্য পরম গুণ অবগত হইতে পারে? ব্রহ্মের স্বরূপ-  
 ত্ব উৎকৃষ্ট আন্তরিক গুণ সমূহ দ্বারা পরম ব্রহ্ম লাভ করা যায়। আমরা যত্ন মন দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারি। বাক্য দ্বারা কখনই উহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হই না। মন দ্বারা মনকে ও দর্শন দ্বারা দর্শনকে নিগ্ধ-

দীত এবং জ্ঞানদ্বারা বুদ্ধিকে সংশয়বিহীন, বুদ্ধি দ্বারা মনকে বিস্তৃত ও মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে স্থির করিতে পারিলেই ব্রহ্মপদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় । ধ্যানের পরিপাকনিবন্ধন যাহার বিষয়বাসনা তিরোহিত ও মন সমুদ্রত হয়, তিনি প্রার্থনামুখ্য নিষ্ঠার আত্মাকে লাভ করিতে পারেন । সমীপে যেকোন কোঠের অন্তর্গত হতাশনকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ পরমাত্মার দর্শন পরিত্যাগ করিয়া থাকে । ধ্যান-প্রভাবে বিষয় সকল আত্মাতে লীন করিতে পারিলে বুদ্ধির অতীত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । ধ্যানমগ্নে বিষয় সকল আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হইলে বুদ্ধিক্রান্ত ঐশ্বর্য লাভ হইরা থাকে । যে ব্যক্তি এই প্রকার বিবেচনা পূর্বক বিষয় সকল আত্মাতে বিলীন করিতে পারে, সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় । আত্মা অব্যক্তরূপ ও অব্যক্তকর্ম্য । মনুষ্যের মৃত্যুকালে উহা অব্যক্তভাবেই তাহার দেহ হইতে বহির্গত হইরা থাকে । আমরা কেবল ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য ও সুখ দুঃখ অবগত হইরা ঐ কার্য্য ও সুখ দুঃখ আশ্রয় বলিয়া বিবেচনা করি । কিন্তু ফলতঃ আত্মা কোন কার্য্যে লিপ্ত বা সুখদুঃখভাজন নহে । আত্মা মনুষ্যের শরীরে অবস্থান পূর্বক ইন্দ্রিয়গণের প্রভাবেই কার্য্যে আবৃত হইরা থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকিলে সে আর কোন কার্য্য করিতেই সমর্থ হয় না । মনুষ্য যেকোন পৃথিবীর অন্ত দেখিতে পার না, কিন্তু কোন সময়ে অবশ্যই অন্ত হয়, সেই প্রকার অসীমতঃ সুখদুঃখাদির অন্ত প্রতীক্ষমান হয় না বটে, কিন্তু সুখ দুঃখাদি যখন জন্য পদার্থ, তখন নিশ্চয়ই উহার অন্ত নির্দিষ্ট আছে । অনিল যে প্রকার সাগরস্থ তৃণাদিকে প্রবাহ দ্বারা পর পায়ে লইয়া যায়, সেইরূপ কর্ম্ম সংসারাসক্ত জীবকে পরব্রহ্ম লীন করিয়া থাকে । দিনকর যেকোনকরণাল বিস্তার পূর্বক ক্রমে ক্রমে তাহা সঙ্কুচিত করেন, সেইরূপ মনুষ্য বিষয় ভোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিষয়বাসনা সঙ্কুচিত করিয়া থাকে এবং পরিণেবে নিরহঙ্কার হইরা গুণাতীত পরম ব্রহ্মে লীন হয় । ফলতঃ বাহ্যর জন্ম নাই, ধামও নাই ; যিনি পুণ্যশীলবর্গের পরম গতি, কার্য্য সকল বাহ্যতে লীন হইরা থাকে, মোক্ষ-রূপ অবিনশ্বর এবং আদি, মধ্য ও অন্ত বিহীন, সেই পরম ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারিলেই মোক্ষ লাভ করা বাইতে পারে ।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২০৭ ।

ধর্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! যিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা ; যাঁহার সৃষ্টিকর্তা কেহই নাই এবং যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত, বিষ্ণু, জ্যোতিষ্মৎ, গোবিন্দ ও কেশব প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হইরাছেন, সেই ভূতভাবন ভগবান্ নারায়ণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার সান্ত্বিত্য লাভ হইয়াছে ; অতএব আপনি তাঁহার বৃত্তান্ত সবিস্তারে কীৰ্ত্তন করুন ।

তীয় কহিলেন, ধর্মরাজ ! আমি জন্মধ্বংসন পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণ বৈষ্ণবদের নিকট ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি । মহাত্মা জনিতদেবল, মহর্ষি বাসীকি ও মহামুনি মার্কণ্ডেয় ইহারা নারায়ণের বিবরণ অল্পতরুণে কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । আমি অনেক মহাত্মার নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, ভগবান্ নারায়ণ পুরুষপ্রবর স্বর্ষক ও সর্বব্যাপী । যাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং পুরাণজ সাধুগণ ঐ মহাত্মার যে সমুদায় গুণ কীৰ্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আমি ওৎসমত কীৰ্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ।

ভগবান্ পুরুষোত্তম আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, তেজ ও জল এই পাঁচ মহাভূতের সৃষ্টি করিয়া পরে স্বয়ং সলিলোপরি শয়ন করিলেন । অনন্তর তিনি প্রথমে মনের সহিত অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন । সেই অহঙ্কার-বলে জীবগণের সংসারকাৰ্য্য নির্বাহ হইতেছে । অহঙ্কারের সৃষ্টির পর সলিলশায়ী ভগবান্ নারায়ণের নাভিদেশে স্বর্ধ্যাস্নিভ এক দিব্য পদ্ম সম্ভূত হইল । ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণের সেই নাভিপত্র হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন । পদ্মযোনি প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র তাঁহার প্রজাপ্রভাবে বিশ্বতল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল । ভগবান্ ব্রহ্মার উৎপত্তির পর ত্রয়োমুখমণ্ডল যমু নামে এক মহাস্রব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার উপর ক্ষত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল । তখন পুরুষোত্তম নারায়ণ ভগবান্ ব্রহ্মার উপর কার্য্য ঐ বিকটবেশধারী, ক্রুদ্ধকণ্ঠ্য মহাস্রবকে নিপাতিত করিলেন । মহাত্মা জ্যোতিষ্মৎ তৎকালে সেই মহাস্রবকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া দেব, দানব ও মানব প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে সমুদ্রধন নামে নির্দেশ করিয়া থাকে ।

মহাস্রব যমু নিহত হইলে পর, মরীচি, অত্রি, অজিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু নামে ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের উৎপত্তি হইল । তদন্থে মরীচি হইতে কশ্যপ, বেদবিদ্যাবিশারদ মরীচি যুনির জন্ম পরিগ্রহের পূর্বে

ব্রহ্মার অলুপ্ত চাইতে আর একটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । তাঁহার নাম দক্ষ প্রজাপতি । দক্ষ হইতে প্রথমে ত্রয়োদশ কন্যার উৎপত্তি হইল । এই কন্যাগণের মতস্য দিগ্বি মৰ্জ্জিতো । সৰ্ব্বধৰ্ম্মবৈজ্ঞান মহাযজ্ঞা বসীতিপুত্র কথ্যং এই কন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ আর দশটী কন্যা উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মকে সম্বর্ধন করিলেন । ধর্ম্মের ঔরসে তাঁহাদের গর্ভে বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মাধ্য ও বায়ু প্রভৃতি পুত্র সকল সমুৎপন্ন হইল । এই দক্ষ কন্যার সমগ্রগ্রহণের পর দক্ষের আর সপ্তবংশতি কন্যার উৎপত্তি হইল । তৎপরে চতুর্মা তাঁহা দ্বিতীয় পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । কশ্যপের পত্নীগণের মতস্য স্রষ্টা দিগ্বি চাইতে বল বিক্রমসম্পন্ন দেবশ্রেষ্ঠ আদিত্যপুত্র উৎপন্ন হইলেন । এই আদিত্যপুত্রের মতস্য স্বামনকুম্ভধারী বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । সেই বাসনকুম্ভের বিক্রমপ্রভাবে দেবগণের স্রষ্টা এবং মানব ও অসুরগণের আনতি হইতে লাগিল । দক্ষ বিপ্রতিষ্ঠি প্রসূতি মানবগণকে ও দ্বিতীয় মহাবলশালী অসুরগণকে এবং কশ্যপের অন্যান্য পত্নীগণ যক্ষ, তুর্য, পক্ষী, গো, কাম্পুরুষ, মৎস্য ও উদ্ভিজ্জ সমুদায় উৎপাদন করিলেন ।

অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন বিবেচনা করিয়া ত্রিবা, রাত্রি, কাল, ঋতু, পূর্নাহ্ন, অপরাহ্ন, মেঘ ও পৃথিবীস্থ যাবতীর স্থাবর জঙ্গমের সৃষ্টি করিলেন । অনন্তর তাঁহার মুখ হইতে এক শত ব্রাহ্মণ, বাহ হইতে এক শত ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে এক শত বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে এক শত শূদ্র সমুৎপন্ন হইল । হে রাজন ! এতরূপে ভগবান্ নারায়ণ স্রষ্টা হইতে স্রষ্টা করিয়া পরিশেষে বৈশ্ববিধাতা ব্রহ্মাকে সর্বভূতের অধ্যক্ষ, মহাত্মা বিষ্ণুপাককে তৃত্য মাতৃগণের অধ্যক্ষ, যমরাজকে পাপিষ্ঠগণের অধ্যক্ষ, কুবেরকে ধনরক্ষিতা, জম্ববন্ত বরুণকে জলজগৎগণের অধ্যক্ষ এবং ত্রিদশৈশ্বর্য ইত্যাদি সমস্ত দেবগণের অধীশ্বর করিলেন । তৎকালে মহাবীর যত দিন ঐশ ধারণ করিবরি ইচ্ছা হইল, সে তক্ষ দিন ঐশ ধারণ করিতে পারিত । কাহাকেও সমরাত্মের ভয়ে ভীত হইতে হইত না । জীসহস্রাবের আশঙ্কতা ছিল না । ইচ্ছা করিলেই লোকে পুত্রোৎপাদন করিতে সমর্থ হইত । এই সময়ের নাম মজ্জাগ্ন । সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগে জীসহস্রাব প্রথা প্রচলিত ছিল না । তখন লোকের রক্ষণীগণকে স্রষ্টা করিলেই তাহাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিত । ঐ সময় যুগ হইতেই মৈথুনধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে ।

হে মহারাজ ! আমি তোমার সমীপে ভগবান্ জগৎপতি নারায়ণের



বৃত্তান্ত বীৰ্তন করিলাম, এক্ষণে উচ্ছ্রাস পাণিষ্ঠগণের বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। দক্ষিণাপথসমুত্ত নরবর, অক্ষক, শুহ, পুলিন্দ, শবর, চুতুক ও ময়রক এবং উত্তরাপথসমুত্ত যৌন, কান্বোজ, গাক্কার, কিরাত ও বর্করগণ নিরন্তর পাণাচরণ করত ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করে। উহাদের ব্যবহার চাণ্ডাল, কাক ও গৃধ্রগণের ন্যায় নিতান্ত কদর্যা। সত্যযুগে উহাদের নাম গন্ধও ছিল না। ত্রৈতায়ুগ হইতে ক্রমে ক্রমে উহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল। এক্ষণে উহাদের সংখ্যার নিতান্ত আধিক্যানিবন্ধন পৃথিবী একান্ত নিপীড়িত হস্তগাতে ভগবান ভূতভাবনের ইচ্ছামুসারে উহারা সমরাস্রমে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিয়াছে।

হে বৎস ! এইরূপে ভগবান বাসুদেব হৃষ্ট হইয়া সমুদার সমুত্ত হইয়াছে। সৰ্বলোকদর্শী দেবর্ষি নারদও বাসুদেবকে দেবদেব বলিয়া কীৰ্ত্তন এবং তাঁহার নিতান্ত স্বীকার করিয়া থাকেন। কলতঃ সত্যপরাক্রম মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সামান্য মনুষ্য নহেন। উহার মাহাত্ম্য অনির্কচনীয়।

### অষ্টাদিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২০৮ ।

ধর্ম্মরাজ, কহিলেন, পিতামহ ! পূর্বে যে যে মহাত্মা প্রজাপতি ও যে যে দিকে যে যে মহর্ষি ছিলেন, তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বতন প্রজাপতি ও মহর্ষিগণের, বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পথ্যমতঃ কেবল সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা বিদ্যমান ছিলেন। অনন্তর তাঁহার মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাস পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত আত্মতুল্য মহাত্মা পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। পুরাণে এই সাত মহর্ষি সপ্ত ব্রহ্মা বলিয়া নির্দিষ্ট আছেন।

অনন্তর প্রজাপতিগণের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা অত্রির বংশে ব্রহ্মযোনি ভগবান্ প্রাচীনবহির উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রাচীনবহি হইতে দশ প্রচৈতা উৎপন্ন হন। সেই দশ জন প্রচৈতার একমাত্র পুত্র অঙ্গিরাস ছিল। ঐ পুত্রের নাম দক্ষ। দক্ষ লোকসমাজে ক নামেও প্রথিত হন। মরীচিপুত্র কশ্যপও অগ্নিষ্টেনমি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অঙ্গির উরসপুত্র বীর্ঘবান্ সোমরাজ দ্বিয সহস্র যুগ জীবিত ছিলেন। ভগবান্ অর্য্যমা ও তাঁহার পুত্রগণ সমস্ত জগতের

উৎকর্ষসাধন করিয়া নিরম সকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন । রাজা শশ-  
বিন্দুর দশ সহস্র পত্নী ছিল । তাহাদের প্রত্যেকের গর্ভে সহস্রসংখ্যক  
পুত্রের উৎপত্তি হয় । এইরূপে মহাত্মা শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্র জন্মিয়া-  
ছিল । তাহাদের হইতেই অন্যান্য প্রজাগণের সৃষ্টি হয় । পূর্বতন  
ব্রাহ্মণগণ শশবিন্দুর সেই পুত্রদিগকে প্রজাপতি বলিয়া নির্দেশ করিয়া-  
গিয়াছেন । এই আমি তোমার সমীপে মহাযশা প্রজাপতিগণের বিবরণ  
কীৰ্ত্তন করিলাম । অনন্তর ত্রিলোকাধিপতি দেবতাদিগের বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন  
করিতেছি, শ্রবণ কর ।

ভগ, অংশ, অর্ঘ্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান্, তৃষ্টা, পৃষা,  
ইজ ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য মহাত্মা কশ্যপের পুত্র । নাস্য ও দ্বজ  
নামে অধিনীর দুই পুত্র মহাত্মা অষ্টম মর্ত্তও হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ।  
পূর্বে ইহারাই দেব ও পিতৃগণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন ।  
বিষকৃপ যশস্বী অজৈকপাৎ অহি, ব্রধ, বিরূপাক্ষ ও রৈবত তৃষ্টার পুত্র ।  
হর, বহুরুপ; জাম্বক সুরেশ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত ইহা-  
রাই অষ্টবহু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন । প্রজাপতি মনুর অধিকারকালে  
ইহারাই দেবতা ছিলেন । পূর্বে ইহাদিগকেই দেবগণ ও বিবিধ পিতৃগণ  
বলিয়া নির্দেশ করা হইত । ঋতু ও মরুদগণ আদিদেবতা । এই সমুদায়  
দেবতা ও অধিনীকুমারদ্বয়ের বৃত্তান্ত কহিলাম । উহাদিগের মধ্যে আদি-  
ভাগ্যগ ঋত্বির, মরুদগণ বৈশ্য, তপঃপরায়ণ অধিনীকুমারদ্বয় শূত্র ও অগ্নি-  
রার বংশজাত দেবগণ ব্রাহ্মণ । এইরূপে দেবগণও বর্ণচতুষ্টয়ের বিভক্ত  
হইয়াছেন । যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোখান পূর্বক এই সকল দেব  
গণের নাম কীৰ্ত্তন করেন, তিনি কি স্বজাত কি অন্যাসংসর্গজ সমুদায় পাপ  
হইতে বিমুক্ত হন ।

অঙ্গীরার পুত্র ববক্রীত, রৈভা, অর্কীবহু, পরাবহু, ঐষিজ, কাকীবান্  
ও বল, ত্রিভুবনপাবন সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং মর্ত্তর্ষি মেধাতিথির পুত্র বণ ও  
বহির্ষদ ইহার পূর্বদিকে ; উম্মুচ, বিমুচ, সন্ধ্যাত্রেয়, প্রমুচ চন্দ্রবাহ ও  
মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য এই সমুদায় ব্রহ্মর্ষি দক্ষিণ দিকে ; উবহু, কবহ,  
ধোম্য, পরিবাহ, একত, দ্বিত, ত্রিত ও অত্রিপুত্র ভগবান্ সারস্বত এই  
সকল বহাত্মা পশ্চিম দিকে এবং ভগবান্ আত্রেয়, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গোতম,  
ভরদ্বাজ কুশিকনন্দন বিখ্যামিত্র ও ঋচিকপুত্র জমদগ্নি এই সাত জন  
মহর্ষি উত্তর দিগে অবস্থান করিতেছেন । এই আমি যে যে দিকে যে যে  
ঐশ্বর্যভাজ্য মহর্ষি অবস্থিত রহিয়াছেন, তাহা কহিলাম । এই ভুবনভাবন

মহাত্মারাই তুর্কদের সাক্ষীভূত ; ইহাদিগের নাম কীর্তন করিলে, সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায় । যে ব্যক্তি এই মহাবিগণের অধিষ্ঠিত দিক্‌সমুদায়ের গমন করিয়া তাঁহাদের শরণাগত হয়, সে সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, নিরীপদে খীর আবেশে প্রস্থান করিতে সমর্থ হয় ।

—:~:~:~—

### নবাবিকদ্বিগততম অধ্যায় । ২০২ ।

ধর্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! অধিনাশী সর্কেবর বাহুদেবের অগৌ-  
রবিক তেজ, পূর্বাচরিত কাঁধা এবং তিনি কিংকরগণই বা বিদ্যাক্ষোভিতে  
জম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত শ্রবণ করিতে আমার নিত্যন্ত বাসনা  
হইরাছে ; অতএব আপনি ঐ সমস্ত আদ্যোপাত্ত বর্ণন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! আমি পূর্বে এক দিন স্বপ্নদর্শন পরিভ্রমণ  
করিতে করিতে মহাবল্লভি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমে উপনীত হইলাম এবং দেখি-  
লাম যে, তথায় অসংখ্য মুনিগণ নিবসন রহিয়াছেন । আমি তাঁহাদের নিকট  
উপনীত হইলামাত্র তাঁহারা মধুশর্ক দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করিলেন ।  
আমিও তাঁহাদের প্রদত্ত পূজা গ্রহণ পূর্বক তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করি-  
লাম । সেই সময় মহাবল্লভি আমার নিকট যে মনোহর কথা কীর্তন  
করিয়াছিলেন, আমি তাহা কহিতেছি, জনন্যমলা হইরা শ্রবণ কর ।

পূর্বে ত্রেণধোদ্ধত লোভপরবশ বলদমন্ত দরক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ  
দেবতাদিগের অধমবুদ্ধি সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের উপর উপ-  
শ্রব করিতে আরম্ভ করিল । দেব ও দেবর্ষিগণ তাহাদের উপদ্রবে  
যৎপরোনাস্তি বিগীড়িত হইরা অসুস্থমনে ইত্যন্তঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত  
হইলেন এবং দেখিলেন যে, যতদূর মহাবল্লভি পরাক্রমশালী অসুরগণের  
প্রত্যর্থে তারাজাস্তা হইয়া দুঃখিতচিত্তে রাসাতলে গমন করিতেছেন ।  
ধর্মরাজ দর্শনা দর্শনে তাঁহার দুঃখে নিত্যন্ত অভিভূত হইলেন এবং তর-  
কাবুলিত চিত্তে প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ !  
অসুরগণ আমাদের উপর যৎপরোনাস্তি উপদ্রব করিতেছে ; আমরা কি  
রূপে তাহাদের দোহাঙ্গ্য সহ্য করিব ।

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবগণ ! আমি এই বিপদ নিবারণের উপায় স্থির  
করিয়াছি ; দানবগণ একপে দলবদ্ধ হইয়া পৃথালতলে বাস করিতেছে ।

উহার দেবদত্ত বর এবং পরাক্রম ও অহংকার প্রভাবে সাতিশর বিমোহিত হইয়া অব্যক্তদর্শন দেবগণের অধুষা মহাশয় বিষ্ণু যে বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অবধারণ করিতে পারিতেছে না । অতঃপর সেই বরাহই প্রবলবেগে পাতালতলে গমন পূর্বক ঐ দুর্মতিগণকে নিপাত্তিত করিবেন । পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, দেবতারা হৃৎখের শান্তি হইল বিবেচনা করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন ।

অনন্তর ভগবান বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া পাতালতলে প্রবেশ পূর্বক অসুরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন । অসুরগণ সেই বরাহের অলৌকিক বলবীৰ্য্য দর্শন করিয়া মহাবেগে তাঁহাকে গ্রহণ পূর্বক নোষ-ভরে চারিদিক্ হইতে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল ; কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার কোন অপকার সাধন করিতে পারিল না । তখন তাহার সাতিশর ভীত ও বিস্মিত হইয়া আপনাদের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিতে লাগিল ।

তখন দেবাদিদেব ভগবান্ বরাহ যোগপ্রভাবে দৈত্যদামবগণকে ক্ষুভিত করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহার ঘোরতর নিনাদে লোকত্রয় ও দিম্বগুল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । ইন্দ্রাদি দেবগণ ভয়ে নিতান্ত অতিভূত হইয়া উঠিলেন । পৃথিবীস্থ স্বাবর জন্ম সমুদায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিল । অসুরগণ সেই ধ্বনিপ্ৰভাবে একান্ত ভীত ও বিস্মতেজে বিমোহিত হইয়া ধরাতলে পতিত ও মৃত হইতে লাগিল । ভূতনাথ মহাযোগী ভগবান্ বরাহ খুর দ্বারা উহাদের মাংস, মেদ ও অস্থি সকল বিদলিত করিতে লাগিলেন । ভগবান্ নারায়ণ ঐ রূপে বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঘোরতর নাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, উহার নাম সনাতন হইয়াছে । অনন্তর দেবগণ সেই বরাহের নিনাদ শ্রবণে ভীত হইয়া জগৎপতি ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! ও কি শব্দ হইতেছে ? কোন্ ব্যক্তিই বা ঐ শব্দ করিতেছে ? আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । ঐ ভীষণ ধ্বনি দ্বারা নিখিল জগৎ ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল ও স্তরাস্তরগণ মোহে একান্ত অতিভূত হইয়াছে ।

দেবতারা ব্রহ্মার নিকট এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে বরাহ-রূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু অসুরসংহার সমাপ্ত করিয়া পাতালতল হইতে উখিত হইলেন । মহর্ষিগণ তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র ভক্তিতাবে স্তব করিতে লাগিলেন । তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই বরাহকে দৃষ্টি হইতে অব-

লোকন পূর্বক দেবগণকে কহিলেন, ঐ দেখ, মণিকার মহাবল সর্ব-  
বিশ্ববিনাশন ভূতভাবন ভগবান্ কৃষ্ণ অমরসংহারকণ অতি হুঃ! কার্য্য  
সম্পাদন পূর্বক আগমন করিতেছেন। তোমায়ে আর কোন শঙ্কা  
নাই। তোমরা দৈর্ঘ্যাবলম্বন কর। শোক, সন্তাপ ও ভয় করিবার আর  
কোরোজন নাই। ঐ বরাহরূপধারী কৃষ্ণই বিধি, প্রভাব ও করকারক কাল।  
উনি সর্বলোকের রক্ষাবিধানার্থ ভীষণ শক করিয়াছিলেন। সর্বলোকই  
উহাকে নমস্কার করিয়া থাকে। উনি সকলের আদি ও সকলের  
ঈশ্বর।

### দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২১০ ।

মহাব্রাহ্ম কহিলেন, শিষ্যমহ! এক্ষণে আপনি মোক্ষলাভের সুদীর্ঘ  
যোগের বিষয় কীৰ্ত্তন করুন। আমি উহা শ্রবণ করিতে নিঃশঙ্ক অন্তিলাসী  
হইয়াছি।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এই বিষয়ে গুরুশিষ্যসংবাদ নামক মুক্তি-  
বিষয়ক এক পুরাণন ঐতিবৃত্ত কীৰ্ত্তিত আছে শ্রবণ কর। একদা  
এক মেধাবী শিষ্য মঙ্গললাভের বাসনার ভেদে পুঞ্জকলেবর সমাস্ক  
জিতেন্দ্রিয় আচার্য্যের চরণ বন্দন পূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন  
ওরো! যদি আপনি আমার শুশ্রূষার প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন,  
তাহা হইলে আমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভঞ্জন করুন।  
আমার ও আপনার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? সমুদায় লোকের দেহ নিম্নাণোপ-  
যোগী উপাদান সকল এক প্রকার হইলেও কি নিমিত্ত এক জনের  
উন্নতি ও অন্যের অবনতি হয়। আপনি এই দুই বিষয় এবং বেদমধ্যে  
লৌকিক ও বর্ণাশ্রমসাধারণ যে বাক্য বিন্যস্ত আছে, তাহার বিষয় বর্ণন  
করুন।

আচার্য্য কহিলেন, বৎস! যাহা বেদচতুষ্টয়ের ও গুহ্য এবং সর্ব-  
বিদ্যা ও সর্বশাস্ত্রের সার, সেই অধ্যায়যোগ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ  
কর। বাহ্যদেব বিশ্বসংহার ও বেদের আদি। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া  
থাকেন যে, ঐ বিশ্বব্যাপী সনাতন পুরুষ সত্য, জ্ঞান, তত্ত্বিকা, স্বয়ং ও  
স্বভূতাবলম্বন। তাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি প্রকটিত হইয়া থাকে।  
তিনিই অব্যক্ত গাণ্ডত ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্য

বৈশ্যাদেও শূদ্র শূদ্রকে বাহুদেবের মাহাত্ম্য অৰণ করাইবেন ; সুতরাং তুমি আমার নিকট ঐ মাহাত্ম্য অৰণ করিবার উপযুক্ত পাত্র । এক্ষণে আমি বশ কীৰ্ত্তন করিবেছি, তাহা অবহিত হইয়া অৰণ কর । বাহুদেব সাক্ষাৎ কালচক্র, অনাদি ও অনন্ত । এই ত্রিভুবন তাঁহাতেই চক্রের মাস্তুর পরিবর্তিত হইতেছে । লোকে তাঁহাতেই অবিনাশী, অব্যক্ত ও নিত্য বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে । সেই মহাত্মা হইতেই পিতৃ, দেব, ঋষি যক্ষ, গন্ধৰ্ব, নাগ, অসুর ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি হইতেছে । উনিই যুগপ্রান্তে বেদশাস্ত্র শাস্ত্র, লোকশাস্ত্র ও প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়া থাকেন । যেমন বসন্তানি স্নাত্ত্বকালে তরুসকল পর্যায়ক্রমে কুসুমিত হয়, তদ্রূপ প্রতিকরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টি হইতে প্রথমে কর্তৃত্বে আবির্ভূত হইয়া থাকেন । যুগপ্রান্তে কালযোগে যেমনকল বস্তু প্রাজ্জ্বলিত হয়, তৎসমুদায় বস্তুতেই লোকষাড়া বিদ্যমানজ্ঞ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

মহর্ষিরা ভগবান্ একার আজ্ঞানুসারে যুগান্তকালে অস্থিহিত বেদ ও ইন্দ্রিয়াদি সকল পদ্যপ্রত্যয়ে লাভ করিয়াছিলেন । ভগবান্ স্বরমু বেদ, ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত, তত্ত্বচিন্মা কর্ত্ত্বিকত্ব নীতিশাস্ত্র, দেবর্ষি নারদ সঙ্গীত-শাস্ত্র, ভরদ্বাজ ধর্ম্মসংহিতা, ব্যাস দেবর্ষিগণের সত্য, কৃষ্ণার্জুনের চিবিংসা-শাস্ত্র এবং অন্যান্য মহর্ষি নার ও তদ্রূপ পারম্পরিক হইয়াছিলেন । এত সকল মহর্ষিরা বুদ্ধি, বেদ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা যে ব্রহ্ম নিরূপিত করিয়া-ছেন, তাঁহাইই আরাধনা কর । দেবতা ও ঋষিগণ সেই অনাদি সূক্ষ্ম-স্বরূপ ব্রহ্মকে নিরূপণ করিতে পারেন নাই । একমাত্র লোকবিধাতা ভগবান্ নারায়ণই তাঁহাকে অবগত ছিলেন । পরে নারায়ণ হইতে মহর্ষি ও দেবদানবগণ এবং পূর্ব্বকাল রাজর্ষি সকল সেই হৃৎসনাত্মের ঔষধস্বরূপ ব্রহ্মকে বিদিত হইয়াছিলেন । প্রকৃতি পুরুষ কর্ত্ত্বক আলোচিত ভাব সমুদায় প্রকাশ করিয়া থাকে । প্রকৃতি হইতেই ধর্ম্মাধর্ম্মযুক্ত সমু-দায় জগৎ প্রসূত হইয়াছে । যেমন একটি দীপ হইতে অসংখ্য দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র প্রকৃতি হইতে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হইতেছে । অনন্তস্বপ্নযুক্ত প্রকৃতির নাশ হইতেছে না । সূক্ষ্মস্বরূপ ঈশ্বর হইতে কক্ষজ বুদ্ধি, ঐ বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে । এই অহঙ্কার প্রভৃতি আটটি পদার্থ সকলের মূল প্রকৃতি, জগৎ এই সমস্ত পদার্থেই অবস্থিত রহিয়াছে । ঐ আট প্রকৃতি হইতে পাঁচ জ্ঞানেজিয়, পাঁচ কর্ম্মেজিয়, পাঁচ বিষয় ও মন উৎপন্ন হই

রাছে। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ভ্রাণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। শব্দ, গায়, উপজ, হস্ত ও বাক্য এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি বিষয়। এই সকল ইন্দ্রিয় ও বিষয়ে মন পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। মনই জিহ্বা দ্বারা রস আন্বাদন ও বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়যুক্ত মনই বুদ্ধাদি আন্তরিক, আকাশাদি বাহ্য ও মহাদি বাক্ত পদার্থমধ্যে পরিগণিত হয়। এই বোড়শ ইন্দ্রিয় দেবতা-স্বাক। ইহার দেহমধ্যে দেহের সৃষ্টিকর্তা জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার আরাধনা করিতেছে। রস জলের, গন্ধ পৃথিবীর, শ্রোত্র আকাশের, চক্ষু তেজের, স্পর্শ বায়ুর, মন সত্ত্বের ও সত্ত্ব প্রধানের গুণ বলিয়া অভিহিত হয়। সত্ত্ব সর্বভূতের আশ্রয়ভূত ঈশ্বরে অবস্থান করিতেছে। এ সত্ত্বাভি-ভাব সকল প্রকৃতির পরবর্তী প্রবৃত্তিশূন্য ইশ্বরকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীন জ্ঞানস্বাক্ত জগতের কার্য নিরীহ করিতেছে।

মহান আত্মা নববারসম্পন্ন সত্ত্বাদি ভাবপরিপূর্ণ অতি বিস্তৃত শরীররূপ পুর আশ্রয় করিয়া শয়ন রহিয়াছেন; এই জন্য উহাকে পুরুষ বলা যায়। উনি অজর ও অমর; উনি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। উনি সর্বব্যাপী গুণসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম এবং উনিই সর্বপ্রাণীর গুণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। প্রদীপ যেমন হুস বা দীর্ঘই হউক সকল পদার্থ প্রকাশ করে, তদ্রূপ পুরুষ উপাধিভেদে মহৎই হউন আর বীনই হউন সর্বপ্রাণীতেই জ্ঞানরূপে অবস্থান করিয়া পদার্থ সকল উদ্ভাবন করিতেছেন। উনি শ্রোত্র ও নেত্রকে আগনার জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রবর্তিত করিয়া স্বয়ংই প্রবণ ও দর্শন করিতেছেন। এই শরীরই উহার শব্দাদি বিষয়লাভের হেতু; কিন্তু উনি সর্বকার্যের কর্তা। কাষ্ঠ ভেদ করিলে, সেই কাষ্ঠগত বহি যেমন পরিদৃশ্যমান হয় না, তদ্রূপ শরীর ছেদন করিলে, উহাতে আত্মদর্শন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। আর কোশলক্রমে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে, তদ্ব্যবস্থিত অগ্নি নিষ্কাশিত ও নিরীক্ষিত হয়, তদ্রূপ যোগ-বল আশ্রয় করিলেই শরীরমধ্যগত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। শরীরের অনন্তত্বপ্রযুক্ত আত্মার শরীরসম্বন্ধ সত্যত নিবন্ধই রহিয়াছে। যোগব্যতীত উহার শরীরসম্বন্ধছেদনের উপায়ান্তর নাই। লোকের স্বপ্নযোগে যেমন তাহার আত্মা শরীর পরিহার পূর্বক ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া স্থানান্তরে গমন করে, তদ্রূপ তাহার মরণান্তেও তাহার শরীর পরিহার পূর্বক শরীরান্তরকে আশ্রয় করে। আত্মা স্বকৃত কর্মবলেই পূর্ব শরীর পরিত্যাগ করিতে পারে না; আবার স্বকর্মপ্রভাবেই শরীরান্তরে আবিস্তৃত হইয়া থাকে।

সেই আত্মা যে প্রকারে এক শরীর পরিত্যাগ করিয়া শরীরান্তরে গমন করে, তাহা পশ্চাৎ কহিতেছি ।

## একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২১১ ।

হে মহারাজ ! এই জগতে স্বাবরজ্জন্মাত্মক চতুর্বিধ প্রাণী বিদ্যমান রহিয়াছে । ইচ্ছাদিগের জন্ম ও মৃত্যু স্পষ্ট প্রতীক্ৰিয়মান হয় না । মন অব্যক্ত, আত্মার স্বরূপ, সূত্ররূপে উহাও অব্যক্ত । যেমন কণামাত্র বীজ হইতে বৃহৎ অশ্বখ বৃক্ষের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ অব্যক্ত হইতে সমুদায় সজ্জুত হইয়া থাকে । অচেতন অস্বকান্ত মণি যেমন লোহপিণ্ডের এবং প্রাক্তন কর্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্ম যেমন শরীরীর অভিমুখে ধাবমান হয়, সেই রূপ অবিদ্যাজনিত কামাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও চিত্তানন্দ প্রভৃতি ভাব সকল একত্র হইয়া দেহান্তরে শরীরীকে আশ্রয় করে । পূর্বে ভূমি, আকাশ, স্বর্গ, মহাত্মক, প্রাণ এবং শান্তি ও কামাদি গুণ সকল কিছুই বিদ্যমান ছিল না । একমাত্র জীবেরই সত্ত্বা ছিল । প্রত্যুতঃ জীবের সহিত পৃথিব্যাদির যে সম্বন্ধ বোধগম্য হয়, মারাই তাহার ভেদ । জীব সর্বব্যাপী, অনির্কচনীয় ও নিত্য । উহা পূর্বতন বাসনা প্রভাবেরই আপনাকে মনুষ্য, পশু বা অন্য কোন জন্তু বলিয়া বিবেচনা করে । ঐ বাসনাবশতই জীব কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্মবশতই তাহার বাসনা উৎপন্ন হয় । ঐরূপে জীবের কর্ম ও বাসনা চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে । উহার জন্ম মরণ প্রবাহরূপ চক্র সতত পরিবর্তিত হইতেছে । বুদ্ধি ও বাসনা ঐ চক্রের নাভি, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি উহার অর, জ্ঞানক্রিয়াদি উহার নেত্রি, রজোগুণ উহার অক্ষ এবং আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা । তৈলিকগণ যেমন তিল নিপীড়িত করে, তদ্রূপে অজ্ঞানসম্ভূত অধঃখণ্ডোগ ঐ চক্রে এই জগৎ নিপীড়িত করিতেছে । সকলেই ফললাভবাসনার অহঙ্কারে আক্রান্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে । বাসনাই কার্য্যকারণ-সংযোগের হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । কার্য্য ও কারণ অভিন্ন পদার্থ; কার্য্য কারণকে বা কারণ কার্য্যকে কদাচ অতিক্রম করে না । কাল কার্য্যসাধনের প্রধান হেতু । প্রকৃতি ও বিকৃতি ইহার প্রকৃষ্টকে আশ্রয় পূর্বক কর্ম্মসংস্কৃত হইয়া পরস্পর মিলিত থাকে । রজোরূপি যেমন বায়ুকর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া উহার অনুগমন করে, সেইরূপ জীবাত্মা দেহপরিভ্রষ্ট হইবামাত্র



রাজসিক ও ভাসমিক ভাব এবং পূর্বকৃত কর্ম ও বিদ্যাবল সংযুক্ত হইয়া পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হয়। আর সমীরণ যেমন রজোরশ্মি সঞ্চালন করিয়াও উহার সহিত মিলিষ্ট থাকে, তদ্রূপ আত্মা রাজসিকাদি ভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না। এতরূপে পণ্ডিতেরা সমীরণের সহিত রজোরশ্মির ন্যায় সঙ্ঘটি ওণের সহিত জীবাত্মার পৃথগ্ভাব অবগত হইতেন। হে ধর্ম্মবাজ ! শিবোর সন্দেহ উপশান্ত হইলে, ভগবানু ঐযি এইরূপে উহা ভঞ্জন করিয়াছিলেন। সুখদুঃখ পরিহারের উপায় পূর্বাশোচনা করা আবশ্য কর্তব্য। বীজ সকল যেমন, অগ্নিবদ্ধ হইলে আর পুসার অকু-  
 রিত হয় না, তদ্রূপ কেশপরম্পরা জ্ঞানানলে দগ্ধ হইলে আর জীবা-  
 ত্মাতে আবির্ভূত হইতে পারে না।

### দ্বাদশাধিকাবিশততম অধ্যায়। ২:২।

হে ধর্ম্মবাজ ! কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির বৈরূপ কর্ম্মফলানষ্ট প্রধান বলিয়া উহা আশ্রয় করেন, সেইরূপ বিজ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মারা বিজ্ঞানতত্ত্বই অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুতেই তাঁহাদের প্রবৃত্তি থাকে না। বেদোক্ত কার্যো অনুসৃত বেদজ হুণ্ড পুরুষেবাই স্বীয় মহাত্ম্যাব-  
 ত্তানিবন্ধন মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিতে অভিলাষ করেন। কর্ম্মভোগ সাধু-  
 গণের আচরিত বলিয়াই লোকসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছে। নিবৃত্ত্যা-  
 শ্লিকা বুদ্ধি দ্বারা ই মোক্ষ লাভে সমর্থ হওয়া যায়। দেহাভিমানসম্পন্ন  
 ক্রোধলোভপরতন্ত্র হুঁদেরা রাজস ও তামস গুণে সমাক্রান্ত হইয়া সংসারে  
 অনুব্রজ হয় ; অতএব মোক্ষলাভার্থী ব্যক্তি কাণ্যধারা আশ্রয়ানের দ্বার  
 প্রস্তুত করিবেন ; কিন্তু কখনই কর্ম্মকলঙ্ক বর্ণাঙ্গিনীভেদ ইচ্ছা করিবেন  
 না। লৌহমিশ্রিত সুবর্ণের ন্যায় রাগাদি দোষ দূষিত বিজ্ঞান ভক্তসমাজে  
 হেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও মোহের  
 অনুগামী হইয়া ধর্ম্মপথ অতিক্রম পূর্বক অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে  
 নিঃসন্ধেহ বিপদগ্রস্ত ও বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয় ; অতএব রাগাধিক্যবশতঃ  
 পত্নাদি বিষয়ের অনুসরণ করা কখনই উচিত নহে। যে ব্যক্তি উহার  
 অনুবর্তী হয়, তাহাকে ক্রোধ, হর্ষ ও বিবাদে আক্রান্ত হইতে হয়। যখন  
 সকল লোকের দেহই পঞ্চভূতাত্মক এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণবিশিষ্ট,

তখন অন্যকে স্তুতি বা নিন্দা করা নিতান্ত নিরর্থক। মৃত ব্যক্তিরাই অজ্ঞানবশতঃ স্পর্শ, রূপ ও রসাদি বিষয়ে অস্বরক্ত হয়। উহারা আগনাদের দেহকে পার্থিব বলিয়া অবগত হইতে পারে না। মুখের গৃহ যেরূপ স্তম্ভিকা দ্বারা লেপিত হয়, তজ্জপ সেট মুখের দেহও স্তম্ভিকার অনুরূপ দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে। মধু, তৈল, তুষ্ণ, ঘৃত, মাংস, লবণ, গুড়, খান্য ও কলমলাদি সমুদায় দ্রব্য জল ও স্তম্ভিকা হইতে উৎপন্ন হয়। বনবাসী সন্ন্যাসীগণ যেরূপ মিষ্টান্নাদি ভোজনের ঔৎসুক্য পরিহার পূর্বক দেহরক্ষার্থ অতি সামান্য অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, সেইরূপ গৃহিণীগণও প্রাণরক্ষার্থ পীড়িত ব্যক্তির ঔষধসেবনের ন্যায় যৎসামান্য আহার করা কর্তব্য।

উদারচিত্ত ব্যক্তির সত্যবাদিতা, বাহ্য ও আন্তরিক শৌচ, সরলতা, বৈরাগ্য, অধ্যয়নাদিজনিত জেষ্ঠ্য, বিক্রম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বুদ্ধি মন ও তপস্যা প্রভাবে বিষয়াত্মক ভাব সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ পূর্বক শান্তি লাভের বাসনা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করিবেন। প্রাণিগণ য য অনভিজ্ঞতা-দোষেই সন্ত, রাজ ও ভ্রমোক্ত মোহিত হইয়া ইহলোকে চক্রেয় ন্যায় বারংবার পরিভ্রমণ করে। অতএব অজ্ঞানগত দোষ সকল বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া অজ্ঞানজনিত অহংকার পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। মহাভূত, ইন্দ্রিয়, সত্ত্বাদিগুণকর এবং দৈবরসমবিত্ত জিলোক ও কৰ্ম্ম সমুদায়ই অহংকারকল্পিত। কাল বেদন বক্রশীল হইয়া ইহলোকে ঋতু সমুদায়ের গুণ প্রদর্শন করে, তজ্জপ অহংকার প্রাণিগণের কৰ্ম্ম উৎপন্ন করিয়া দেয়। অহংকারপূর্ণ মোহাত্মক তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতে যে সকল গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, অবগণ কর। প্রীতি, অসন্দেহ, ধৃতি ও স্মৃতি সহগুণ হইতে, কাম, ক্রোধ, প্রমাদ, লোভ, মোহ, ভয় ও আশা রজোগুণ হইতে এবং বিষাদ, শোক, মান, দুর্গ ও অনার্য্যতা তমোগুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্য নিরন্তর এই সমস্ত আশ্রয়িত দোষের প্রত্যেকের গোরব ও লাগব পরীক্ষা করিবে।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ! মোক্ষলাভার্থী মনুষ্যেরা কি কি দোষ পরিত্যাগ ও কি কি দোষ লিখিল করেন? কোন্ কোন্ দোষ অপরিভাষ্য, কোন্ কোন্ দেহকে মোহপ্রযুক্ত দুর্বল বলিয়া বোধ হয় এবং পতিভেরা বুদ্ধি ও হেতু দ্বারা কোন্ কোন্ দোষের বলাবল বিবেচনা করেন? এই সকল বিষয়ে আমার নিতান্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি তৎসমুদায় আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির ! পবিত্রচিত্ত ব্যক্তি দোষ সমুদায়ের মূলচ্ছেদন দান করিয়া মুক্তি লাভ করেন । লৌহময় কুঠার যে রূপ লৌহ হইতে উৎপন্ন নিগড়কে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং ভগ্ন হয়, সেইরূপ ধ্যানসংস্কৃতবুদ্ধি মহাত্মারা রজোগুণলভ্য স্বাভাবিক দোষ সমুদায়ের বিনাশ সাধন পূর্বক শান্তিলাভ করিয়া থাকেন । গুণত্রয় দেহপ্রাপ্তির বীজস্বরূপ ; কিন্তু জিতচিত্ত ব্যক্তির সত্ত্বগুণই ব্রহ্মলাভের একমাত্র উপায় । আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ করা কর্তব্য । মনুষ্যের রজ ও তমোগুণ অন্তর্হিত হইলে, সত্ত্বগুণ অধিকতর নিখিল হইয়া উঠে । কেহ কেহ চিত্তশুদ্ধির নিদানভূত মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যকে দৃষ্টত বলিয়া কীর্ত্তন করেন ; কিন্তু ফলতঃ যজ্ঞাদি কার্য্য বৈরাগ্য উৎপাদন ও শমশুণাদি রক্ষার নিদান । রজোগুণ প্রভাবে অধর্ম্ম, অর্থ ও কামাশ্রয় কার্য্যসমূহের ফললাভ হয় । হিংসাবিহারপরতন্ত্র, আলস্য ও নিম্নোপরাগণ অনভিজ্ঞ লোকেরাই তমোগুণ প্রভাবে লোভ ও ক্রোধযুক্ত কার্য্যের ফলভোগ করে । ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা নিম্নোপ মনুষ্যেরা সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্বক বিত্তাদি সামগ্রিক তাব অশুভব করিতে পারেন ।

### ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২১৩ ।

হে ধর্ম্মরাজ ! রজোগুণ প্রভাবে মোহ এবং তমোগুণ প্রভাবেই ক্রোধ, লোভ, ভয় ও দর্প উপস্থিত হইয়া থাকে । যিনি ঐ সমুদায় ধ্বংস করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ শুচি । শুচি ব্যক্তিরাই সেই অবিনাশী, দ্রাসবিহীন সর্বব্যাপী, সূক্ষ্মস্বরূপ পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন । লোকে তাঁহাদেরই মায়্যাপ্রভাবে রূপাদি বাহ্য পদার্থে অভিভূত, জ্ঞানচ্যুত ও বিচৈতন্য হইয়া ক্রোধের বশীভূত হইয়া থাকে এবং ক্রোধপ্রভাবে কাম, লোভ ও মোহ প্রাপ্ত হয় । তৎপরে তাঁহাদের অভিমান, দর্প ও অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে । অহঙ্কার হইতে কাৰ্য্য, কাৰ্য্য হইতে স্নেহ ও স্নেহ হইতে শোক উপস্থিত হয় । লোকে সুখঃখমূলক কার্য্যের অল্পজ্ঞাননিবন্ধন বাস-স্বার ভয় ও মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে । উহারা কেবল তৃষ্ণার অভিভূত হইয়া উহা চরিতার্থ করিবার জন্য শুক্রশোণিতসত্ত্ব পুরীষমুক্তির গর্ভে বাস করিতেও সক্ষম হয় । স্ত্রীলোকেরাই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত করে । প্রকৃতি যেমন পুরুষকে, তদ্রূপ অপটোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত স্ত্রীজাতিও জীবকে

বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে । অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তির সর্বতোভাবে উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন । ঐ ঘোররূপ জীলোকেরা প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে । উহাদের মূর্তি রজোগুণে স্ফূৰ্ত্তরূপে স্থিতি করিতেছে ; উহারা সামান্য ইন্দ্রিয়দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে ; উহাদের প্রতি লোকের অমুরাগ থাকাতাই জীব সকল উৎপন্ন হইতেছে । লোকে যেরূপ স্বশরীরজ ক্রমিগণকে অনাস্মীয়বোধে শরীর হইতে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আত্মশরীরসঙ্গত পুত্রগণকেও অনাস্মীয়বোধে পরিত্যাগ করবে । শরীরের রেতোরূপ স্নেহাংশ দ্বারা পুত্র ও শরীরের স্বেদরূপ স্নেহাংশ দ্বারা ক্রমিকীটাদি স্বভাব বা কর্মযোগপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি ক্রমিকীটাদির ন্যায় পুত্রদিগকেও সর্বদা উপেক্ষা করিবেন । সত্ত্বগুণরজোগুণে ও রজোগুণ তমোগুণে অবস্থান করিতেছে । সেই অব্যক্ত তমোগুণ অবিষ্ঠানভূত জ্ঞানে অধিষ্ঠিত থাকিলে, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের জাপক হয় । উহা শরীরগণের উৎপত্তির বীজ এবং উহাই জীব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । উহা কালযুক্ত কর্মপ্রভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছে । জীব স্বপ্রয়োগে যেমন মনোবৃত্তি লইয়া দেহীর ন্যায় ক্রীড়া করে, তদ্রূপ সে কর্মসম্বৃত্ত অহঙ্কারাদি গুণের সহিত মাতৃগর্ভে বাস করিয়া থাকে । তথায় বীজভূত কর্মপ্রভাবে উহার যে যে ইন্দ্রিয় উভেজিত হয়, অমুরাগসহকৃত মনোবৃত্তি দ্বারা অহঙ্কার হইতে তৎসমস্ত প্রাঙ্কৃত হইয়া থাকে । বাসনাসম্পন্ন ব্যক্তির শকানু-রাগনিবন্ধন শ্রোত্র, রূপানুরাগনিবন্ধন চক্ষু, গন্ধানুরাগনিবন্ধন স্রাণ এবং স্পর্শানুরাগনিবন্ধন ত্বক্ উৎপন্ন হয় । আর শ্রোণাদি পাচ বায়ু উহার দেহ-যাত্রা নির্বাহ করে । এইরূপে মনুষ্য কর্মজনিত ইন্দ্রিয়ের সহিত দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে । তাহারে আদি, মধ্য ও অন্তে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে হয় । ঐ দুঃখ মনুষ্যের মাতৃগর্ভে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অঙ্গীকারনিবন্ধন উৎপন্ন এবং অতিমানপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হয় । লোকের মৃত্যু হইলেও উহার কিছুই কাল হয় না ; অতএব দুঃখ নিবারণ করাই বিধেয় । যিনি দুঃখ রোধ করিতে পারেন, তাহারই মুক্তি লাভ হয় । রজোগুণই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ও নাশের নিদান । অতএব সেই রজোগুণকে বদ্ধ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়গণ বদ্ধ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ বদ্ধ হইলেই দুঃখ তিরোহিত হইয়া যায় । তৃষ্ণাহীন ব্যক্তির জ্ঞানেশ্রিয় সমুদায় ইন্দ্রিয়ার্থ লাভ করিলেও তাহারে অতিভূত করিতে পারেন, তাহারই মুক্তিলাভ হয় । রজোগুণই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি

ও নাশের নিদান। অতএব সেই রজোগুণকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হইলেই হৃৎখণ্ড ভিরোহিত হইয়া যায়। তৃষ্ণাহীন ব্যক্তির জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদায় ইন্দ্রিয়ার্থ লাভ করিলেও তাহারে অভিভূত করিতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল নিতান্ত অকিঞ্চিংকর, তাহারে আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

### চতুর্দশাধিকাবিশততম অধ্যায় । ২১৪ ।

হে ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা যে রূপ ইন্দ্রিয়জন্মের উপায় দৃষ্ট হইতেছে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ উপায় অবগত হইয়া জ্ঞানসহকারে শমাদি গুণ আশ্রয় করিতে পারিলেই পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। বাবতীর জন্তর মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণমধ্যে মন্ত্রাজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ। সর্বভূতের আশ্রয়ভূত বেদশাস্ত্রবিশারদ সর্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সত্যতত্ত্ব পরমার্থ অবগত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি অন্ধ পথিকের ন্যায় সত্যতত্ত্ব ক্রেশ ভোগ করে; এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষেরা যথাসাধ্য যজ্ঞাদি ধর্ম্মের উপাসনা করেন; কিন্তু তদ্বারা তাঁহাদের মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। ধার্ম্মিকেরা বাক্য, বেদ ও মনের পবিত্রতা, ক্ষমা, সত্য, ধৃতি ও স্মৃতি এই সমুদায় গুণগুণকে সর্বধর্ম্মের নিদান বলিয়া থাকেন। যজ্ঞাহুষ্ঠানাদি দ্বারা কেবল ঐ সমুদায় গুণগুণ লাভ হইয়া থাকে। যোগধর্ম্ম ব্রহ্মস্বরূপ ও সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়ের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের সংযোগ নাই। উহা শব্দাদিবিহীন এবং রূপাদির অমুভাবাস্বক। মনুষ্য অধ্যবসায়সহকারে সেই নিম্পাণ ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য পরিজ্ঞাত হইবে। যিনি সম্যকরূপে উহার অমুষ্ঠান করেন, তাহার ব্রহ্মলোক ও যিনি মধ্যমরূপে উহার অমুষ্ঠান করেন, তাঁহার সত্যলোক লাভ হয়। আর যিনি অধমরূপে উহার অমুষ্ঠান করেন, তিনি বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন।

ব্রহ্মচর্য্য অতি দুষ্কর; এক্ষণে উহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ রজোগুণ উৎপন্ন বা পরিবর্জিত হইবামাত্র উহা পরিভোগ করিবেন। জীলোকের বাক্য শ্রবণ বা বিবজ্ঞা জীকে দর্শন করা ব্রহ্মচর্য্য

কৃতধারীদিগের কদাপি কর্তব্য নহে। যদি কখন ঐ রূপ রমণীদর্শনে  
 তাঁহাদিগের চিত্তেও অমুরাগ সঞ্চার হয়, তাহা হইলে, তাঁহারা তিন  
 দিবস কৃচ্ছ্রভ্রত অবলম্বন ও সলিলপ্রবেশ করিবেন। আর যদি স্বপ্নযোগে  
 রক্তপাত হয়, তাহা হইলে, জলমগ্ন হইয়া তিন বার অবমর্ষণ মন্ত্র জপ  
 করিবেন। বিচক্ষণ ব্যক্তির জ্ঞানযুক্ত মনদ্বারা অন্তর্গত রক্তোন্নয়ন পাপকে  
 সতত দক্ষ করিয়া থাকেন। মলনাড়ীর ন্যায় দেহ আশ্রয় দৃঢ় বন্ধন-  
 স্বরূপ; রস সমুদায় শিবারাজ্য দ্বারা মানবগণের বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত,  
 ত্বক্, মাংস, হাড়, অস্থি, মজ্জা ও মেদকে বর্দ্ধিত করে। মনুষ্যগণের দেহে  
 বাতাদিবাহিনী দশটি নাড়ী আছে। উহারা পাচ ইন্ড্রিয়ের গুণ দ্বারা  
 পরিচালিত হয়; অন্যান্য সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী ঐ দশটি নাড়ীকে  
 আশ্রয় করিয়া দেহমধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। নদী সকল যেরূপ যথাসময়ে  
 সাগরকে পরিবর্দ্ধিত করে, তদ্রূপ ঐ সমুদায় শিরা শরীরের বুদ্ধিসাধন  
 করিয়া থাকে। মনুষ্যদিগের হৃদয়মধ্যে মনোবহা নামে যে শিরা আছে,  
 ঐ শিরা তাহাদিগের সর্ব গাত্ৰ হইতে সঙ্কলজ শুক্র গ্রহণ পূর্বক উপস্থের  
 উন্মুখ করিয়া দেয়। সর্বদেহব্যাপিনী অন্যান্য শিরা সমূহ ঐ শিরা হইতে  
 বিনির্গত হইয়া তৈজস গুণ বহন পূর্বক চক্ষুর দর্শনক্রিয়া সম্পাদন করে।  
 মহানদী দ্বারা যেরূপ হৃদ্যান্তর্গত ঘৃত মথিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কলজ ক্রীদর্শনাদি  
 দ্বারা শুক্র উত্তেজিত হইয়া থাকে। স্বপ্নযোগে ক্রীসঙ্গের অসংখ্য মন  
 যেমম সঙ্কলজ অমুরাগ প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ ঐ অবস্থার মনোবহা নাড়ী  
 দেহ হইতে সঙ্কলজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়। মহর্ষি অত্রি শুক্রবিব-  
 র্জিনী বিদ্যা বিশেষ অবগত আছেন। অন্নরস, মনোবহা নাড়ী ও  
 সংকল এই তিনটি শুক্রের বীজভূত। ইহা শুক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা;  
 এই জন্য উহার নাম ইন্ড্রিয়। বাহারা শুক্রের উদ্ভেদই প্রাণিগণের  
 বর্জনকরের কারণ বলিয়া বিচার করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা ই বিরাগী ও  
 বাসনাবিহীন হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। বাহ্যপ্রবৃত্তিশূন্য মহা-  
 আরা যোগবলে ক্রমে ক্রমে গুণের সাম্য লাভ করিয়া অন্তকালে সত্য-  
 লোক প্রদ স্বপ্ননাড়ীমার্গের প্রতি প্রাণ প্রেরণ পূর্বক মোক্ষলাভ করিয়া  
 থাকেন। মনুষ্যের মন বিশ্বাসাত্মক হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন  
 সমুদায় বিষয় স্বপ্নের ন্যায় প্রভিভাত হইয়া থাকে এবং মনও প্রকাশ-  
 শালী, বাসনাবিহীন, মন্ত্রসিদ্ধ ও সর্বশক্তিসম্পন্ন হয়। অতএব মনুষ্য  
 মনকে নিগৃহীত করিবার নিমিত্ত রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ পূর্বক নিবৃত্তি  
 রূপ কেশের অনুষ্ঠান করিয়া পরম গতি লাভ করিবে। মনুষ্যের যৌবনাব-

হ্মার উপার্জিত জ্ঞান বুদ্ধিবাহার জরাগ্রভাবে হ্রাস হইয়া যায় । কিন্তু বিপকবুদ্ধি ব্যক্তির পূর্বভাগাগ্রভাবে সঙ্কল্পকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি দুর্গম পথের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিরূপ বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া দোষ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মোক্ষামুখপানে সমর্থ হন ।

### পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২১৫ ।

হে মহারাজ ! মনুষ্যাগণ হ্রনির্বাব ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত হইয়াই একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে । যে মহাত্মারা সেই সুখে আসক্ত না হন, তাঁহাদিগেরই পরম গতি লাভ হইয়া থাকে । বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাজ্ঞ্য, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্রেশে সমুদায় জগৎ সমাচ্ছন্ন অবলোকন করিয়া মোক্ষপদ লাভে যত্নবান্ হইবেন এবং কার্যমনোবাক্যে পবিত্র, নিরহঙ্কার ও সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক সুখে বিহার করিবেন । প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে, তাহাদের উপর অমুরাগ জন্মিতে পারে ; অতএব লোকামুকম্পার উপেক্ষা করাও জ্ঞানবান্দিগের উচিত । শুভ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া যদি দুঃখভোগও করিতে হয়, তথাপি কার্যমনোবাক্যে তাহারই অনুষ্ঠান করা বিধেয় । যিনি অহিংসা, সত্য বাক্য, ভূতানুকম্পা, ক্রমা ও সাবধানতা অবলম্বন করেন, তিনিই সর্বজ্ঞ ও স্বার্থ সুখী হইতে পারেন । অতএব অবহিতচিত্তে সমস্ত জীবের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । পরের অনিষ্টচিন্তা, অসন্তুষ্টতা এবং ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কাহারও উচিত নহে । দৃঢ়তর যত্নসহকারে জ্ঞানসাধনে মনোযোগ করা অবশ্য কর্তব্য । অমোঘ বেদবাক্য অনুশীলন প্রভাবে জ্ঞান প্রবর্তিত হইয়া থাকে । যাহারা স্তম্ভ ধর্ম্য দর্শন ও সদ্ভাষা প্রয়োগ করিতে অভিলাষ করেন, অবিচলিত চিত্তে হিংসা, অপবাদ, শঠতা, পরুষতা ও ক্রুরতা পরিশুনা পরিমিত সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই তাঁহাদের কর্তব্য । ঐহিক কার্য সমুদায় বাক্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে । অতএব সাধু বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য । যাহারা সংসারে বিরাগ জন্মিবে, তিনি স্বীয় মুখে আপনার হিংসাদি তামসিক কার্য সমুদায় প্রকাশ করিবেন । যিনি রজোগুণপ্রভাবে কার্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি দুঃখভোগ করিয়া নরকগামী হইতে হয় । মনুষ্যাগণ যেমন অপহৃত দ্রব্য সমুদায় বহন করে, মুঢ় ব্যক্তিরাজ্ঞ্য

সংসারভার বহন করিয়া থাকে । আর তৎকরেণ যেমন রাজপুরুষের ভয়ে  
অশঙ্কত সামগ্রীসম্ভার পরিত্যাগ করিয়া বিদ্বশ্চর্য্য পথে গমন পূর্ব্বক প্রাণ  
রক্ষা করে, তদ্রূপ যুগ্মবাগণ সংসার ভয়ে ভীত হইয়া সাংস্কৃতিক ও  
রাজসিক কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত  
হয় । যিনি বীতস্পৃহ, পরিগ্রহপরিশূন্য, নির্জ্ঞানবিহারী অন্নাহারনিরন্ত  
ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি জ্ঞানপ্রভাবে সমুদায় ক্রেশ নিবারণ ও  
যোগাদি অনুষ্ঠানে একান্ত অমুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিঃসন্দেহ  
দ্বীয় বশীকৃত চিত্তপ্রভাবে পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হয় । পৈথ্যাশালী  
বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অগ্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই দ্বীপ-  
জিতপ্রভাবে মনকে এবং মনঃপ্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয় সমুদায়কে নিগৃ-  
হিত করেন । নিরন্তেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তকে বশীভূত করিলে, ইন্দ্রিয় সমুদায়  
প্রসন্ন হইয়া পরমাত্মাদে ঐশ্বরে লীন হয় । ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের একতা  
সম্পাদিত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি  
হয় । ব্রহ্মজ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তির জনসমাজে দ্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক  
গৌরবলাভ করা বিধেয় নহে । যোগতন্ত্র প্রভাবে ইন্দ্রিয়াদি বোধ করিতে  
বদ্ধ করাই তাঁহার অবশ্য কর্তব্য । বিশুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পর্যায়-  
ক্রমে তণ্ডুলকণা, সুপক মাংস, শাক, উষ্ণজল, পক যবচূর্ণ, শক্তু ও ফল  
মূল প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সকল ভোজন করা কর্তব্য । দেশকালের গতি  
বিবেচনা পূর্ব্বক আহার নিয়মের অনুবর্তী হওয়া উচিত । যোগকাণ্ডে  
আরম্ভ হইলে, তাহার ব্যাঘাত করা কর্তব্য নহে । অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ  
তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয় ; তাহা হইলে, সূর্য্যের ন্যায় ক্রমে ক্রমে  
ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে । জ্ঞানামুগত অজ্ঞান জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও  
সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লোককে অভিভূত করে ; আর বুদ্ধিবৃত্তির  
অমুগত জ্ঞান ও অজ্ঞান দ্বারা উপহৃত হইয়া থাকে । লোকে যতকাল  
অবস্থাত্রয়াগীত পরমাত্মাকে এই তিন অবস্থাবুক্ত বলিয়া বোধ করে, তত-  
কাল তাঁহার কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না ; আর যখন তাঁহার  
পৃথকত্ব ও অপৃথকত্ব বিষয় বিশেষরূপে বিদিত হইতে সমর্থ হয়, তখন  
তাহার স্পৃহা একবারে দূরীভূত হইয়া যায় এবং সে কাল, জরা ও মৃত্যুকে  
পরাজয় করিয়া শান্ত পরম ব্রহ্ম লাভে অধিকারী হয় ।



## ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২১৬ ।

ভাষ্য করিলেন, মহারাজ ! যিনি সত্য নিষ্পাপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করেন, স্বপ্নজনিত সুখঃখানুভব পরিহারার্থ সর্ব্বতোভাবে নিজা প্রতিভাগ করা তাহার কর্তব্য । মনুষ্য স্বপ্নাবস্থায় রজ ও তমোগুণে অভিভূত হয় এবং সে নিষ্পৃহ হইলেও যেন দেশ দেশান্তরে সঞ্চরণ করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে । জ্ঞানের অভ্যাস ও জ্ঞানের অনুসন্ধাননিবন্ধন লোকের জাগরণ অভ্যাস হইয়া থাকে এবং বিজ্ঞানে অভিনিবেশ হইলেই লোকে সত্য জাগ্রিত থাকিতে পারে । বাহ্য হউক, মনুষ্য স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অপরিষ্কৃতানিবন্ধন আপনাকে বিষয়বাস্তবের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকে ; অতএব জিজ্ঞাস্য, স্বপ্ন সত্য কি অসত্য ? যোগীশ্বর হরি এই বিষয়ে কহিয়াছেন যে, স্বপ্নতাব সংকল্পমাত্র । মহর্ষি-গণও এই বাক্যের স বিশেষ পোষকতা করেন । ইন্দ্রিয় সমুদায় একান্ত ক্লান্ত হইলেও সঙ্কল্পস্বতাব মনের বিশ্রাম হয় না ; তন্নিবন্ধন লোকের স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত । স্বপ্নতাব কার্য্যব্যাসক্ত ব্যক্তির মনোরথের নগ্ন সংকল্পমূলক ; জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়ের পরিষ্কৃতানিবন্ধন মনোরথ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয় না ; কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অপরিষ্কৃতাবশতঃ স্বপ্নতাব সত্যের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে । বিষয়-সক্তচেতা মনুষ্য পূর্ব্বতন জন্মের সংস্কারনিবন্ধন স্বপ্নাদির ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে । পরমাত্মাই মনোমধ্যে লীন সেই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া দেন । পূর্ব্বতন কর্ম্মপ্রভাবে লোকের সত্য, রজ ও তমোগুণ উপস্থিত হইয়া মনকে যে যে বিষয়ে প্রবণ করে, স্বপ্নাবস্থায় সুস্থিত সমুদায় সেই সেই বিষয়ের আকার প্রকাশ করিয়া থাকে । সেই আকার দর্শনের পর লোকের সত্য, রজ ও তমোগুণ তাহারে সুখঃখাদি ভোগ করাইবার নিমিত্ত তাহার দেহে আবিস্কৃত হয় । মনুষ্য অজ্ঞানতানিবন্ধন রাজসিক ও তামসিক ভাবপ্রভাবে যে বায়ু, পিত্ত ও কফপ্রধান দেহ সমুদায় নিরীক্ষণ করে, পূর্ব্ব রাসনার প্রাবল্যনিবন্ধন ঐ দর্শন নিরাকরণ করা নিভান্ত সুকঠিন । জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের সুপ্রসন্নতানিবন্ধন মনোমধ্যে যেসকল সংকল্প উপস্থিত হয়, স্বপ্নাবস্থায় তাহাদের অগ্রসরতা-বশতঃ মন তৎসমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকে । মন আত্মার প্রভাবে অগ্র-তিহতভাবে সর্ব্বদুঃখে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ; অতএব আত্মাকে জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্তব্য । আত্মজ্ঞতা জন্মিলেই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে । সু-

স্থির সময় মন স্বপ্নদর্শনের দ্বায়ভূত হুল দেহ অবলম্বন পূর্বক আত্মাতে  
গমন করে এবং অহঙ্কারাদির উহাতে লীন হয়। যোগিগণ আত্মার  
সুপ্রসন্নতানিবন্ধন জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি ঐনিকগুণ লাভ করিয়া থাকেন।  
যে যোগীর মন বিবরালোচনে পরাঙ্মুখ হয় নাই, তাহারই ঐরূপ ঐশ্বর্য  
লাভ হয়। বাহার মন অজ্ঞান অতিক্রম করে, তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রকা-  
শাত্মা হইয়া পরম পবিত্র ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হন। দেবগণ  
অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করেন এবং অমুরগণ ঐ সমুদায়ের প্রতিবন্ধকীভূত  
দত্ত দর্পাদি অবলম্বন করিয়া থাকে; স্তবরাং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তাহাদি-  
গের একান্ত দুঃখাপ্য, সন্দেহ নাই। দেবতারা সন্তুগুণ অবলম্বন করেন  
এবং অমুরগণ রজ ও তমোগুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্ম  
সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানস্বরূপ, বাহার তাহারে  
অবগত হইতে পারেন, তাহার সর্বোৎকৃষ্ট গতিলাভে সমর্থ হন। তিনি  
অমৃত, স্বপ্রকাশ ও অবিনাশী। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি হেতুবাদদ্বারা তাহাকে  
সত্ত্ব ও নিষ্ঠুর বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন এবং বিবর হইতে ইন্দ্রিয়-  
গণকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সেই অব্যক্ত স্বরূপকে জ্ঞাত হইতে পারেন।

•••—

### সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়\*। ২১৭।

হে ধর্ম্মরাজ। যে ব্যক্তি স্বপ্ন, স্মৃতি সত্ত্ব ও নিষ্ঠুর ব্রহ্মভাব এবং  
নারায়ণপ্রোক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ জ্ঞাত হইতে না পারেন, তিনি  
ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারেন না। বেদে নির্দিষ্ট আছে যে, আত্মার  
ব্যক্তভাব মৃত্যুর মুখ এবং অব্যক্ত ভাব অমৃতপদ। বিবরপ্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মে  
অব্যক্তস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল নিবদ্ধ আছে। ভগবান্ প্রজা-  
পতি কহিয়াছেন, প্রবৃত্তিই ধর্ম্মের মূল; কিন্তু প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া  
চিরকাল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়; আর  
নিকাম হইয়া ধর্ম্ম সংলাভন করিলে, মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। শুভাশুভ-  
দর্শী আত্মতত্ত্বপরায়ণ নিকাম ধর্ম্মের উপাসক মূনিই সেই পরম গতি লাভ-  
করিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বাঙ্গে প্রকৃতি ও পুরুষকে জ্ঞাত হওয়ার  
অবশ্য কর্তব্য। আর যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে মহৎ, বিচক্ষণ ব্যক্তি  
দেই ক্রোধানিশূন্য পরমাত্মার, সাক্ষ্যকার লাভ করিবেন। প্রকৃতি ও  
পুরুষ উভয়েই অনাদি, অনন্ত, অশরীরী, নিত্য, নিশ্চল এবং মহৎ হই-

তেও মহত্তর । উহাদের উভয়ের গুণের ইতর বিশেষ এই যে, প্রকৃতি গুণত্রয় অবলম্বন পূর্বক সৃষ্টি করিতেছেন ; কিন্তু পুরুষ উহাতে বিরত রহিয়াছেন ; তিনি প্রবৃত্তি ও মহাদা দীপনার্থের দ্রষ্টা এবং ত্রিগুণ বিরহিত জৈবরাজ জীবচক্ষুর অগ্রাহ্য, গুণাদিরহিত এবং পরস্পর পৃথগ্ভূত । উহাদের এই ভেদ ঔপাধিকমাত্র । প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে জীবের আবির্ভাব হয় । জীব কর্তা । উনি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে যে কার্যের অনুষ্ঠান করেন, উহারে সেই সেই কার্যের অনুষ্ঠানতা বলিয়া স্বীকার করা যায় । জীব আত্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্বে আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হওয়াতে ব্রহ্ম কি পদার্থ তাহার অনুসন্ধান করেন, কিন্তু আত্মজ্ঞান জন্মিলে, আপনাকে ই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করেন । যেমন উক্ষীষধারী ব্যক্তি উক্ষীষ হইতে পৃথক্, সেইরূপ মনুষ্যসত্ত্ব, রজ ও তমোগুণযুক্ত হইলেও তৎসমুদায় হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দিষ্ট হয় । এই আমি প্রকৃতি এবং জৈবরাজ জীবের সাধারণ্য ও বৈধৰ্ম্য সম্পূর্ণরূপে কীর্তন করিলাম । উগা যথার্থরূপে অবগত হইতে পারিলে, সিদ্ধান্তকালে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না । যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনা করিবেন, কারমনোবাক্যে কঠোর নিয়মানুষ্ঠান পূর্বক, নিকাম যোগের অনুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্তব্য । চৈতন্যপ্রকাশী আত্মিক তপস্যাদ্বারা ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে । সূর্য ও চন্দ্র তপঃপ্রভাবে নভোমণ্ডলে করজাল বিস্তার করিতেছেন । যোগের ফল জ্ঞান । রজ ও তমগুণনাশক কর্মের অনুষ্ঠানই যোগ । ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপস্যা এবং বাক্য ও মনের সংযম করাই মানসিক তপস্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । বিধিজ্ঞ বিজাতি হইতে যে অন্ন গ্রহণ করা যায়, তাহাই প্রশস্ত । সেই অন্ন নিয়মিতরূপে আহার করিলে রাজসিক পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ভোগস্পৃহা শিথিল হইয়া পড়ে । অতএব রাজসিক পাপ অপনোদনের নিমিত্ত ধনাদিগ্রহণে পরায়ুখ হইয়া কেবল দেহরক্ষণোপযোগী অন্ন গ্রহণ করাই যোগিগণের কর্তব্য । যোগযুক্ত মন দ্বারা ক্রমে ক্রমে যে জ্ঞান লাভ হয়, অন্তকালে অনাত্ম হইয়া কাশীবাস করিলে, সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে মনুষ্য বাহ্যেন্দ্রিয় প্রবৃত্তিশূন্য হইয়া সমাধিবলে স্থল শরীরবিযুক্ত হইলে, সূক্ষ্ম শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং স্থল ও সূক্ষ্ম শরীর ভোগে নিম্পূহ হইলে প্রকৃতিতে লীন হয় । আর যে ব্যক্তি স্থল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন দেহ যুক্ত হইতে পারে, তাহার সদোন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । অবিদ্যাপ্রভাবেই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু হয় । বিদ্বৎ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত

আর সম্পর্ক থাকে না। আর যাহারা প্রকৃতি প্রভৃতিকে আত্মবোধ করিয়া থাকে, তাহাদের বুদ্ধি মতাদি পদার্থের ক্ষয় ও উদয়ের পর্যালোচনার আবৃত্ত হয়। তাহাদিগের মুক্তিলাভ অদূরপর্যন্ত হইয়া থাকে। যে সকল যোগীরা কেবল ধৈর্য্যপ্রভাবে দেহ ধারণ করিতে পারেন, যাহারা বুদ্ধিবলে চিত্তবৃত্তিকে কেবল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন এবং যাহাদিগের চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়সমুদায় নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারা ইন্দ্রিয়াদিকে দেহ হইতে স্ফুল্ভ বলিয়া বিবেচনা করিয়া উহাদেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। উহাদিগের মধ্যে অনেকে আগমনানুসারে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াদির উপাসনা অতিক্রম করিয়া পরিশেষে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে পরম স্থানে গমন পূর্বক উহা অবগত হইতে পারেন। কেহ কেহ আচার্য্যের উপদেশ প্রভাবে যোগ দ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া অব্যক্ত হইতে ও শ্রেষ্ঠ নিরাশ্রয় পরম পুরুষকে লাভ করেন। কেহ কেহ সেবকভাবাপন্ন হইয়া সগুণ ব্রহ্মের ও কেহ কেহ নিগূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ অন্তকালে তপঃপ্রভাবে নিম্মাপ হইয়া ব্রহ্মলাভ করেন। ইহাদের সকলেরই মোক্ষলাভ হয়। শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের স্ফুল্ভ বিশেষণ সমুদায় বিদিত হইবে। তিনি প্রকৃতির লয়ের অধিষ্ঠান। স্ফুল্ভদেহাভিমানশূন্য পরিগ্রহবিহীন যোগী ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। লোকে বিদ্যা-প্রভাবে প্রথমতঃ নর্ত্তা দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে; তৎপরে ক্রমে ক্রমে রক্ষোণ্ডবিহীন ও ব্রহ্মভূত হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হয়।

বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা এইরূপ ব্রহ্মলাভজনক ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাহারা জ্ঞানানুসারে ঐ ধর্ম্মের উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহারা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। শাস্ত্রীয় জ্ঞানপ্রভাবে যাহাদের রাগাদি তিরোহিত হয়, তাঁহাদিগেরও উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। যিনি জ্ঞানতৃপ্ত ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া বিশুদ্ধভাবে অব্যক্ত জগৎ-মুহুরিবিরহিত ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করেন এবং তাঁহা'র আশ্রয় বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন, তিনি চরমে অক্ষয় পরম স্থান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ভাস্কর ব্যক্তির জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান করে; কিন্তু অভাস্কর ব্যক্তিরা উহা মিথ্যা জ্ঞান করিয়া থাকেন। সমুদায় জগৎ তৃষ্ণার বন্ধ হইয়া চক্রের ন্যায় পরিবর্তিত হইতেছে। মৃণালযুগ যেমন মৃণালের মধ্যে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ তৃষ্ণা মহুঘোর দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। যুগ যেমন তত্ত্বাবতারের সূচিয়ার বস্ত্রে নিবদ্ধ হয়, তদ্রূপ সংসার তৃষ্ণাদ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে। বিকার, প্রকৃতি ও সনাতন

পুরুষকে অবগত হইতে পারিলেই তৃষ্ণা পরিহার ও মুক্তি লাভ করা যায় । ভগবান্ বিষ্ণু ক্রীষ্ণের প্রতি অমুকম্পা প্রদর্শনার্থ স্পষ্টাভিধানে এই মোক্ষের উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন ।

### অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২১৮ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ মিথিলাধিপতি জনক-বংশোদ্ভব জনদেব কি উপায় অবলম্বন করিয়া মানুষিক ভোগাদি বাসনা সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন ?

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির ! মিথিলাধিপতি জনদেব যে উপায়ে মোক্ষ-লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই বৃত্তান্তসংবলিত এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । মিথিলাধিপতি রাজা জনদেব সতত ব্রহ্মপদলাভের উপায় চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন । এক শত আচার্য্য তাঁহার গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহারে বিবিধ আশ্রমবাসীদিগের নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন ; কিন্তু তিনি বেদপাঠে আসক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের দেহনাশ ও জন্মান্তরপ্রাপ্তির উপদেশ বিষয়ে অধিক সন্তুষ্ট হইতেন না ।

একদা কপিলাপুত্র পঞ্চশিখ নামে এক মহর্ষি পৃথিবী পর্য্যটন করিতে মিথিলা নগরীতে উপনীত হইলেন । তিনি সমুদায় সন্ন্যাসধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে সমর্থ, নিদ্বন্দ্ব, অসন্ধিদ্ধচিত্ত, ঋষিগণের মধ্যে অধিতীয়, কামনাপরিশূন্য এবং মনুষ্যাগণ মধ্যে শাখত স্তম্ভ সংস্থাপনে অভিলাষী ছিলেন । তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাহাকে কপিল মহর্ষি বলিয়া নির্দেশ করেন, তিনিই ঐসং পঞ্চশিখ নাম ধারণ করিয়া সর্ব্বলোকের বিম্বয়োৎপাদন করিতেছেন । ঐ মহাত্মা আত্মরির প্রধান শিষ্য ও চিরজীবী ছিলেন এবং সহস্র বৎসর মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ।

ভগবান্ মার্কণ্ডেয় আমার নিকট পঞ্চশিখ মহর্ষির কপিলাপুত্রত্বলাভের বৃত্তান্ত বেরূপ কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । একদা কপিলমতাবলম্বী অসংখ্য মহর্ষি একত্র উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সেই অসন্ধিদ্ধচিত্ত বিষ্ণুপদপ্রাপক যজ্ঞপরায়ণ, অন্নময়াদি পৃথকোপাভিজ্ঞ, ব্রহ্মোপাসনাপরায়ণ; শমাদিপঞ্চগুণাবিত পঞ্চশিখ মহর্ষি তথায় উপনীত

হইয়া অনাদি অনন্ত পরমার্থ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । ঐ স্থানে মহর্ষি আত্মরি সমাসীন ছিলেন । তিনিই তৎকালে পঞ্চশিখকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন । মহাত্মা আত্মরি আত্মজ্ঞানার্থ কপিলের শিষ্য হইয়া দেহ ও দেহীর বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন । কপিলা নামে এক ব্রাহ্মণী উহার সহধর্মিণী ছিলেন । প্রিয়শিষ্য পঞ্চশিখ পুত্রভাবে ঐ কপিলার স্তন্য পান করিতেন ; তন্নিবন্ধন তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধি ও কপিলার পুত্রত্ব লাভ হইয়াছিল ।

এই আমি তোমার নিকট পঞ্চশিখের কপিলাপুত্রত্ব লাভের বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম । অনন্তর ধর্মবিদগ্ৰগণ্য কপিলের মিথিলাধিপতিকে সমুদায় আচার্য্যের প্রতি সমান অত্মরক্ত বিবেচনা করিয়া স্বীয় জ্ঞান-প্রভাবে উৎকৃষ্ট হেতু প্রদর্শন পূর্বক আচার্য্যগণকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন । রাজা জুনদেব তদর্শনে তাঁহার প্রতি একান্ত অত্মরক্ত হইয়া আচার্য্যগণকে পরিভাগ পূর্বক তাহার অনুগামী হইলেন । তখন কপিলের ধর্মাত্মসারে সেই প্রণত ও ধারণসমর্থ মিথিলাধিপতিকে সাংখ্য-মতাত্মসারে মোক্ষধর্মের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন । তিনি প্রথমতঃ জন্মদুঃখ, পরে কর্মদুঃখ ও তৎপরে ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত সমুদায়ের দুঃখ কীর্তন করিয়া পরিশেষে যাহার প্রভাবে মনুষ্যাগণ ধর্মসংসর্গ ও কার্য্যের ফলোদয় বাসনা করে, সেই অবিশ্বসনীর অবশ্যবিনাশী ক্ষণভঙ্গুর মোহের বিষয় তাহার নিকট কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

হে মহারাজ ! নাস্তিকেরা কহে যে, এই লোকবিক্রমিত আত্মবিনাশ প্রত্যক্ষ হইলেও যিনি বেনপ্রমাণনিবন্ধন দেহনাশের পর আত্মত্ব স্বীকার করেন, তাঁহার মত নিতান্ত দুষ্ট । আর যাহারা মোহবশতঃ মৃত্যুকে আত্মার স্বরূপাভাব এবং দুঃখ, জরা ও রোগাদিপ্রভাববশতঃ ইন্দ্রিয়-নাশকে আত্মার আংশিক বিনাশ বলিয়া স্থির করে, তাহাদিগের মতও নিতান্ত নিন্দনীয় । আর যদিও এইরূপ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ প্রতি লোকসমাজে ব্যবহৃত হয়, তাহা রাজার অজরতা ও অমরতা আশীর্ব্বাদের ন্যায় উপ-চারমাত্র । ইহা সত্য কি মিথ্যা এইরূপ একটি সন্দেহ উপস্থিত হইলে, যদি কোন হেতু নির্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে, উহা স্থির করা নিতান্ত অসম্ভব । প্রত্যক্ষ যেমন অনুমান ও আগমের মূল কারণ, তদ্রূপ আবার উহাদিগের বাধক । প্রত্যক্ষপ্রমাণ সত্ত্বে কখন আগমের আবশ্যক থাকে না । এবং প্রত্যক্ষের অভাব হইলে, অনুমান বা আগম দ্বারা কিছুই সপ্রমাণ হয় না । যে কোন স্থানে হউক না, কেবল অনুমান অবলম্বন

করিয়া বৃথা চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। ফলতঃ দেহ হইতে 'জীবাত্মা' পৃথক্ নহে, ইহাই নাস্তিকদিগের যথার্থ মত। যেমন একমাত্র বীজমধ্যেই পত্র, পুষ্প ফল, মূল, ত্বক্ ও রূপ-রসাদির উৎপাদিকা শক্তি অন্তর্হিত রহিয়াছে, গাভীভুক্ত তৃণ ও উদক হইতেই যেমন পৃথক্ স্বভাবসম্পন্ন দুগ্ধ ও ঘূতের আবির্ভাব হইতেছে, দ্রব্যানিচয় হই তিন রাত্রি সলিলমধ্যে নিহিত থাকলেই যেমন তাহা হইতে মাদকতাশক্তি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ একমাত্র ওত্র হইতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শরীর ও গুণাদি সমুদায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষে অগ্নির উৎপত্তি হয় এবং সূর্য্যকান্ত মণি যেমন সূর্য্যরশ্মির সংযোগে অগ্নি উৎপাদন ও হতাশন-সমস্ত দ্রব্য যেমন সলিল শোষণ করে, তদ্রূপ জড় পদার্থ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলেই স্মরণজ্ঞান জন্মে তখন 'অয়কান্ত মণি' যেমন লৌহকে পরিচালিত করে, সেইরূপ ঐ জ্ঞানপ্রভাবে ইন্দ্রিয় সকল পরিচালিত হইতে থাকে। অতএব আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে।

এই মতও দৃষ্ট : কারণ, দেহনাশ হইলে, চৈতন্যের অপগম হওয়া দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে প্রশ্নই তুলে। যদি চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে দেহনাশের পরেও চৈতন্য থাকিত। আর লোকায়তিকেরা পরলোকগমনক্ষম স্মৃষ্ণ শরীরের স্বীকার করে না। কিন্তু তাহারা শীতজলনিবৃত্তির, নিমিত্ত যে দেবতাদি প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই দেবতাদিকে অবশ্যই তাহাদিগকে স্মৃষ্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি ঐ দেবতাদি পঞ্চভূত-নির্ম্মিত মূল হইতেন, তাহা হইলে, অনান্যাসে তাহারা ঘটাদির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেন। তৃতীয়তঃ যদি আত্মা শরীর হইতে অতিরিক্ত পদার্থ না হয়, তাহা হইলে দেহনাশ হইলেই যাবতীয় শুভাশুভ কার্য্যের ক্ষয় হইত। ইতিপূর্বে দেহাত্মবাদীদিগের মতে, যে সমুদায় জড় পদার্থ হেতু বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সমুদায়কে জড় পদার্থ ভিন্ন কখন সজীব পদার্থের হেতু বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। কারণ, যদি আকারবিশিষ্ট পদার্থ হইতে নিরাকার পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে, পৃথিব্যাदि ভূতচতুষ্টয় হইতে আকাশ উৎপন্ন হইতে পারিত। অতএব আকারবিশিষ্ট পদার্থ কখন নিরাকার পদার্থের সমান হইতে পারে না।

কণিক বিজ্ঞানবাদী সৌগতেরা কহেন যে, অবিদ্যা, কার্য্যালালসা, লোভ, মোহ এবং অন্যান্য দোষই পুনর্জন্মের কারণ। অবিদ্যাক্ষেত্রে পৃথক্ তত্ত্ববীজ নির্দিষ্ট হইয়া তৎকারূপ সলিলদ্বারা নিবৃত্ত হইলেই

লোকের পুনরায় জন্মপরিগ্রহ হয় । পূর্বোন্নিবিত্ত অবিদ্যা দি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিলে, এই বিনশ্বর দেহের নাশ হইলেই পুনরায় ঐ সমুদায় হইতে অন্য দেহের উৎপত্তি হয়, আর যদি জ্ঞানপ্রভাবে ঐ সমুদায় অবিদ্যা দি একবারে ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে, দেহনাশের পর আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না । উহার নামটো মোক্ষ ।

কণিক বিজ্ঞানবাদীদিগের মতও বিভ্রান্ত নহে । তাঁহারা কণিক বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন । সুতরাং তাঁহাদের মতে মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই । দেখ, বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন প্রকার । লোকে যুগ্ম হইলে, তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকে, আর মোক্ষের সময় আলয়বিজ্ঞান হয় । অতএব যদি বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, বাহ্যজ্ঞানের যুগ্মানিবন্ধন আলয়বিজ্ঞানের মুক্তি হয়, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে । কিন্তু উহা নিতান্ত অসঙ্গত । এক ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, অন্যব্যক্তি তাহার ফলভোগ করিবে, ইহা নিতান্ত যুক্তিবিহীন । এক জন দান, বিদ্যোপার্জন বা তপোানুষ্ঠান করিলে, যদি অন্যে তাহার ফলভোগ করে, তাহা হইলে তাহা সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠান করা নিতান্ত নিষ্ফল । আর যদি তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, লোকের এক জ্ঞান বিনাশের পর আর একটি জ্ঞানের উদয় হয় এইরূপে ধারাবাহিকরূপে লোকের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । তাহা হইলে তাহাদিগকে এই জিজ্ঞাস্য যে, জ্ঞাননাশের পর অন্য জ্ঞান জন্মাইবার কারণ কে ? জ্ঞান কণিক ; সুতরাং পূর্বলক্ষণজাত জ্ঞান উহার কারণ হইতে পারে না । যদি তাঁহারা বলেন যে, পূর্বজ্ঞানের নাশই ঐ জ্ঞানের কারণ, তাহা যুক্তিবিহীন । কারণ, তাহা হইলে মূলদ্বারা কোন দেহ বিনষ্ট করিলে, তাহা হইতে অন্য দেহ উৎপন্ন হইত । বিশেষতঃ জ্ঞানধারার আনন্ডানিবন্ধন ঋতু, বৎসর, যুগ, শীত, গ্রীষ্ম, প্রিয় ও অপ্রিয় যেমন পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হইতে দেখা বাইতেছে, তদ্রূপ মোক্ষলাভও বারম্বার আগত ও নিবৃত্ত হইত । কেহ কেহ বিজ্ঞান সমুদায়কে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহাও অসঙ্গত । কারণ, তাহা হইলে গৃহের উপাদান সমুদায় যেমন ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াতে পরিশেষে গৃহেরও নাশ হয় এবং ঈশ্বর, মন, বায়ুশোণিত, মাংস ও অস্থি এ সমুদায়ই যেমন আত্মপূর্ব্বিক বিনষ্ট হইয়া স্বভাবে লীন হয়, তদ্রূপ আত্মাও বিজ্ঞাননাশনিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া যাইত । আত্মাকে ব্রহ্মাদির আশ্রয় ও নিলিপ্ত বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না কেন না, যদি আত্মা কণ্ডা ও ভোক্তা না



হইত, তাহা হইলে, দানাদিক্রিয়ার কোন আবশ্যক থাকিত না এবং আত্মস্বার্থকর বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়াকলাপের লোপ হইয়া যাইত ।

হে মহারাজ ! নানালোকের মনোমধ্যে এইরূপ বিবিধ তর্কের উদয় হইয়া থাকে ; এই মতই মর্দ্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা কোনক্রমেই নির্ণয় করা যাইতে পারে না । কোন কোন ব্যক্তি ঐক্য বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কোন বিষয়ে বুদ্ধি অভিনিবিষ্ট করেন । তাঁহাদের বুদ্ধি তাহাতেই নিবিষ্ট থাকিয়া ক্রমেক্রমে বিলীন হয় । লোকমাত্রেই এইরূপ অর্থ ও অনর্থের বশীভূত হইয়া রহিয়াছে ; কিন্তু মহামাত্র যেরূপ মাতঙ্গগণকে পরিচালিত করে, সেইরূপ একমাত্র বেদই মানবগণকে পরিচালিত করিতেছে । মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা আপাততঃ সুখাবহ অর্থের কামনা করে, তাহাদিগকে পরিণামে অতিশয় ক্লেশ সেই আমিষ পরিত্যাগ করিয়া শমনের শাসনবশী হইতে হয় । আর যাহারা দেহ অনিত্য এবং বহু বাস্কব ও দারপরিগ্রহে প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া সমুদার পরিহার পূর্বক কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে আর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না । এই দেহ বিনষ্ট এবং ইহাতে কিছুমাত্র উপকার নাই । য ব্যক্তি এই দেহকে ভূমি, আকাশ, জল, অনল ও বায়ু দ্বারা প্রতিপালিত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে, তাহার কি কখন উহার রক্ষাধানে যত্ন হইয়া থাকে ?

একোনিবংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২১৯ ।

হে ধর্ম্মরাজ ! নরপতি জনদেব মহাতপা পঞ্চশিখের মুখে এই প্রকার ভ্রমপ্রমাদপরিশূনা, অকপট, নির্দ্বন্দ্ব, ব্রহ্মনিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাঁহাকে পুনর্বার জীবের মরণান্তর সংসার ও মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে সমুদ্যত হইয়া কহিলেন, ভট্টপোদন ! যদি মোক্ষদশাতে বিশেষ জ্ঞান না থাকে, তবে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিশেষ ফল কি ? যখন আত্মনাশনিবন্ধন যমনিয়মাদি সমস্তই বিনষ্ট হয়, তখন লোকের প্রমত্ততা ও অপ্রমত্ততার লাভালাভ কি ? আর যদি মোক্ষদশাতে বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে কিম্বা থাকিলেও উহা চিরস্থায়ী না হয়, তবে কোন কলের নিমিত্ত লোকে মোক্ষবিষয়ে অভিলাষ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয় ?

মহামতি পঞ্চশিখ জনদেব জনক কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে

অজ্ঞানাবৃত্ত ও আত্মের ন্যায় ভাস্ত দেখিয়া সান্ত্বনা পূর্বক কহিলেন, রাজন ! দেহ, ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও বুদ্ধি প্রভৃতির ধ্বংসনিবন্ধন যে মোক্ষ হয়, এরূপ নহে এবং ঐ সকল থাকিলেও মোক্ষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই । কিন্তু জ্ঞানপ্রভাবে বুদ্ধি চিত্ত প্রভৃতি বশীভূত হইলে, অবিদ্যানাশজনিত স্বরূপানন্দ লাভ হইয়া থাকে । কলেবর, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত ইহারা পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য নির্বাহ করিতেছে । উহাদিগের মধ্যে একের ধ্বংস হইলেই সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায় । সলিল, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি ও পৃথিবী এই পঞ্চদাতৃ স্বভাবতঃ মনুষ্যের কলেবরে অবস্থান ও উহা পরি-  
ত্যাগ করিয়া থাকে । ফলতঃ মনুষ্যের কলেবর আকাশ, সমীরণ, তেঁজ, সলিল ও পৃথিবীর সমাহারমাত্র । মনুবাদেহে, জ্ঞান, জঠরাগ্নি ও প্রাণ এই তিনটিকে কৰ্ম্মসংগ্রাহক বলিয়া নির্দেশ করা যায় । ঐ তিনটি হই-  
তেই ইন্দ্রিয়, শব্দাদিবিষয়, অর্থপ্রকাশকতা শক্তি, চেতনা, চিত্ত, প্রাণ, অপান ও অন্নাদি পরিপাক উৎপন্ন হইয়া থাকে । চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকৃ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় চিত্ত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । চিংপ্রতিবিম্বসংযুক্ত চেতনারূপিত তিন প্রকার । সুখযুক্ত, দুঃখযুক্ত, ও সুখদুঃখবিরহিত । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও মূর্ত্তি এই ষড়্‌গুণদ্বারা মনুষ্যের যাবজ্জীবন জ্ঞানসিদ্ধি হইয়া থাকে । শ্রোত্রাদিই স্বর্গসাধন কৰ্ম্ম, ব্রহ্মলোকপ্রদ সংন্যাস ও তত্ত্বার্থ বিনিশ্চয়ের নিদান । পণ্ডিতগণ তত্ত্বনিশ্চ-  
য়কে মোক্ষপ্রাপ্তির বীজস্বরূপ এবং বুদ্ধিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । যে মনুষ্য এই সমস্ত গুণকে আত্মভাবে সন্দর্শন করিয়া থাকেন, তাহাকে অসম্যক্‌দর্শননিবন্ধন অনন্ত দুঃখভোগ করিতে হয় । আর যাহারা দৃশ্য পদার্থ কখন আত্মা হইতে পারে না বিবেচনা করিয়া অহংকার ও মমতা পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের সাংসারিক দুঃখ নিরাত্ম্য হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ।

হে রাজন ! উৎকৃষ্ট ত্যাগশাস্ত্র প্রভাবেই চিত্তের সংশয় নিরাকৃত হয় । আমি তোমার নিকট সেই শাস্ত্রের মত কহিতেছি, শ্রবণ কর ; উহা তোমার মোক্ষপ্রাপ্তির উপযোগী হইবে । মোক্ষাভিলাষী মহাত্মাদিগের কৰ্ম্মত্যাগ করাই বিধেয় । যাহারা সুশিক্ষিত হইয়াও ত্যাগবিমুখ হন, তাহাদিগকে সত্তত ক্রোধ ভোগ করিতে হয় । পণ্ডিতগণ ত্র্যব্যত্যাগার্থ যজ্ঞাদি কার্য্য, ভোগত্যাগার্থ ব্রত, সুখত্যাগার্থ তপস্যা ও সৰ্ব্বত্যাগার্থ যোগ-  
সাধন কুরিতে উপদেশ প্রদান করেন । সৰ্ব্বত্যাগই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা । মহাত্মারা দুঃখনিবারণার্থ সৰ্ব্বত্যাগের মার্গস্বরূপ যোগবিষয় নির্দিষ্ট

করিয়াছেন। বাহারা এই সন্ন্যাসবর্ণ্য অবলম্বন না করেন, তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত চূর্ণভোগ করিতে হয়। মন ও কৰ্ণেন্দ্রিয়াদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বুদ্ধিতে অবস্থিত রহিয়াছে। আর প্রাণ এবং আকৃষ্ণাদিসম্পাদক কর, গতিসম্পাদক চরণ, অণুভোগ্যপাদক আনন্দজনক উপস্থ, মলভাগসম্পাদক পায়ু ও শব্দসম্পাদক বাক্য এই সমস্ত কৰ্ম্মেন্দ্রিয় চিত্তে অবস্থিত করিতেছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা বিবেচনা পূৰ্ব্বক বুদ্ধির সহিত চিত্তকে আঁচরাৎ পরিত্যাগ করিবে। যেরূপ অণুজ্ঞানের কর্ণ, শব্দ ও চিত্ত এই তিনটি কারণ, সেইরূপ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধজ্ঞানেরও তিনটি তিনটি কারণ বিদ্যমান আছে। ঐ পঞ্চদশ গুণদ্বারাই শব্দপ্রভৃতি জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চদশ গুণ আবার সত্ত্ব, রজ ও তমোভেদে তিন তিন প্রকার হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণপ্রভাবে মনুষ্যের চিত্তে সহসা বা কোন কারণবশতঃ আনন্দ, সুখ ও শান্তিপ্রভৃতি আবির্ভূত হন। রজোগুণপ্রভাবে অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ ও অক্ষমার উদয় হইয়া থাকে এবং তমোগুণপ্রভাবে অবিবেক, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রা সমুৎপন্ন হয়। যে ভাব মনুষ্যের কলেবর ও চিত্তের প্রীতিকর হয়, তাহাকে সাত্বিক ভাব, যে ভাব শরীর চিত্তের অসন্তোষজনক হয়, তাহাকে রাজসিক ভাব, আর যে ভাবদ্বারা লোকের মোহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে তামসিক ভাব বলা যায়। এই তিন ভাবের মধ্যে সাত্বিক ভাব উপাদের ও অন্য দুই ভাব হেয়। শ্রোত্র আকাশাধা ভূত স্বরূপ, শব্দ ঐ আকাশের আশ্রয়। সূত্রাং আকাশ ও শ্রোত্র শব্দের আধার। শব্দবিজ্ঞান আকাশ ও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ নহে। কিন্তু যদি আধারাদেয়ের ঐক্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শব্দবিজ্ঞানকে আকাশ ও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই ৩ পকার ত্বক্ বায়ু নামক, চক্ষু তেজো নামক, জিহ্বা সলিল নামক ও নাসিকা পৃথিবী নামক ভূতস্বরূপ। ত্বক্ ও বায়ু স্পর্শের, চক্ষু ও তেজ রূপের, জিহ্বা ও সলিল রসের এবং নাসিকা ও পৃথিবী গন্ধের আশ্রয়। স্পর্শাদি জ্ঞান ত্বক্ ও বায়ুপ্রভৃতি জ্ঞানের কারণ নহে; কিন্তু আধারাদেয়ের ঐক্য স্বীকার করিলে, স্পর্শাদি জ্ঞানকে ত্বক্ ও শব্দাদি জ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচ বিষয়; এই দশ পদার্থে মন অবস্থিত করিতেছে। কারণ বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগ হইলেই উহা চিত্তে প্রকাশিত হয়। অযুগ্ম কালে জাগ্রদবস্থায় ন্যায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, চিত্ত বুদ্ধি ইহারা এক স্থান অবস্থান করেন না। কিন্তু তদ্বিক্রমে যে আত্মার ধর্ম্ম সে হইয়া থাকে, ইহা

বিবেচনা করা কদাচিৎ কর্তব্য নহে । কারণ, অমুখি তমোগুণের কার্য । উহাতে ইন্দ্রিয়গণ কেবল কার্যাক্ষম হয় । যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে অমুখিনিবৃত্তির পর পূর্বের ন্যায় পুনর্বার ইন্দ্রিয়, বিষয়, চিত্ত ও বুদ্ধি এক স্থানে অবস্থান করিত না । স্বপ্নাবস্থায় লোকের পূর্বকৃত দর্শন ও শ্রবণাদিজ্ঞান সংস্কারপ্রভাবে ইন্দ্রিয়গ্রামের বিষয়সম্বন্ধ চিন্তা-নিবন্ধন দর্শনাদিজ্ঞান জন্মিয়া থাকে । অতএব স্বপ্নাবস্থায়ও জাগ্রদবস্থায় ন্যায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি এক স্থানে অবস্থিতি করে । যৎকালে তমোগুণাচ্ছন্ন চিত্ত আত্মার প্রবৃত্তিপ্রকাশ সংহার পূর্বক ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বিষয় হইতে উপরত করে, তৎকালই অমুখির কাল বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । অমুখি তমোগুণের কার্য । লোকে তমোগুণপ্রভাবেই বিমোহিত হইয়া বৈকল্যিত কার্যের পরিণামহুঃখ বিবেচনা না করিয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয় ।

এই আমি তোমাব নিকট গুণ সকল কীর্তন করিলাম । লোকে ঐ সকল গুণের বশবর্তী হইয়া নানাবিধ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । কেত কেহ ঐ গুণসমুদারে সম্যাক্রূপে আক্রান্ত হয় এবং কেহ কেহ বা উহা পরিত্যাগ করে । অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতগণ ঐ পূর্বোক্ত মন ও ইন্দ্রিয়াদির একত্র সংযোগকৃত ক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । আর ঐ ক্ষেত্রের মূলভূত চিত্তমধ্যে যে আত্মা অবস্থিতি করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ বলিয়া কথিত হন । অতএব যখন সর্বভূতে অবস্থিত আত্মা শরীরাদি হইতে ভিন্ন হইলেন, তখন শরীরাদির ধ্বংসনিবন্ধন তাঁহার ধ্বংস কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে । ক্ষুদ্র নদী যেরূপ মহানদীতে এবং মহানদী যেরূপ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় নাম রূপ পরিত্যাগ পূর্বক উহাতে বিলীন হয়, সেইরূপ জীবের স্থূল উপাধি সমুদায় সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম উপাধি সকল বিষুদ্ধ আত্মাতে লীন হইয়া থাকে । জীব যখন উপাদিবিশিষ্ট থাকে, তখনই তাহাকে স্থূল কৃশ প্রভৃতি বলিয়া নির্দেশ করা যায় ; কিন্তু যখন তাহার উপাধি সৎল শুদ্ধ আত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে, তখন তাহাকে কি প্রকারে পূর্বের ন্যায় স্থূল কৃশাদি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে ? যে ব্যক্তি এই মোক্ষবিষয়িনী বুদ্ধি অবগত ও অগ্রমত হইয়া আত্মাকে ত হইতে বাসনা করেন, সলিলসিক্ত পদ্মপত্র যেকপ সলিলে লিপ্ত হয়, সেইরূপ তাঁহারে অনিষ্টকর কর্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না । যে ব্যক্তি স্বভাবমুখি হইয়া ও পুত্রাদির স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্ববহুঃখ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই সৎসার হইতে বিমুক্ত ও লিপ্সুশরীরবিহীন হইয়া

পরম গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন। আগমোক্ত প্রয়োজ্য শব্দসাদি দ্বারা লোকের পাপপুণ্য কর্ত্ত্ব তজ্জনিত ফল সকল বিনষ্ট হইলে, সে অরা মৃত্যু হইতে ভীত না হইয়া সুস্থচিত্তে কালাতিপাত এবং আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত অশরীরী পরম ব্রহ্মকে বুদ্ধিতত্ত্বে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। উর্গ-নাভ যেরূপ তত্ত্বময় গৃহে অবস্থান করিয়া থাকে, অবিদ্যাবশীভূত জীব সেই-রূপ কর্ম্মময় গৃহে অবস্থিতি করে। আর উর্গনাভ যেরূপ তত্ত্বময় গৃহ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বিমুক্তপুরুষ সেইরূপ কর্ম্মময় গৃহ পরিত্যাগ করেন। কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিলেই মনুষ্যের হৃৎসমস্তি পায়ণসংঘটিত পাণ্ডুপিণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। মুগগণ যেরূপ শূন্য ও ভূজ-গণ যে রূপ নির্মোক্ত পরিত্যাগ করে, মুক্ত ব্যক্তিগণ সেইরূপ অনারাসে হৃৎ পরিত্যাগ করিতে পারেন। বিহঙ্গম যে প্রকার সলিলপতনোন্মুখ তরু পরিত্যাগ পূর্ব্বক উড্ডীন হইয়া থাকে, মুক্ত ব্যক্তি সেইরূপ সুখ হৃৎ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করেন। মিথিলানগরী দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে, তোমার পূর্ব্ব পুরুষ রাজর্ষি জনক কহিয়াছিলেন যে, এক্ষণে আমার কিছুই দগ্ধ হইতেছে না।

হে ধর্ম্মরাজ ! বিদেহাধীশ্বর মহারাজ জনদেব ভগবান্ পঞ্চশিখের মুখে এই প্রকার অমৃতময় বাক্য সকল শ্রবণ ও তাহার মর্ম্মাবধারণ পূর্ব্বক তত্ত্-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া শোকশূন্যচিত্তে পরম সুখে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। যে ব্যক্তি এই মোক্ষজ্ঞানাত্মক বিষয় পাঠ বা সর্ব্বদা ইহার পর্যা-লোচনা করেন, তিনি হৃৎবিহীন ও নিরুপদ্রব হইয়া পঞ্চশিখকর্ত্ত্বক অমৃ-গৃহীত জনদেবের ন্যায় মোক্ষ লাভ করিতে পারেন।

### বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২২০ ।

বুধিষ্টির কহিলেন, শিতার্মহ ! লোকে কি কার্য্য করিলে সুখ ও কি কার্য্য করিলে হৃৎ প্রাপ্ত হয় এবং কি কার্য্য করিলেই বা সিদ্ধিলাভ করিয়া নির্ভয়ে কালযাপন করিতে পারে, সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! ক্রতিপরায়ণ বুদ্ধগণ দমন্ত্রণেরই প্রথমা করেন। দমন্ত্রণাবলম্বী হওয়া সর্ব্ববর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের অনুরা-  
জিৎসব : মোক্ষের সমস্তপ্রসঙ্গ না তটলে বর্থাবিধি ক্রিয়ানিদ্ধি করিতে

পারে না । ক্রিয়া, তপস্যা ও সত্য সমুদায়ই দমগুণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । দমগুণদ্বারা লোকের তেজ পরিবৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে । পণ্ডিতগণ ঐ গুণকে পরম পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করেন । দমগুণপরায়ণ ব্যক্তি পাপবিহীন, নির্ভয় ও উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হন । দান্ত ব্যক্তি নিদ্রিত হউন বা জাগরিত থাকুন, সকল সময়েই সুখানুভব করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার চিত্ত সত্তত প্রশস্ত থাকে । দান্ত ব্যক্তি দমগুণপ্রভাবে আপনার তেজের বেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হন ; কিন্তু অদান্ত ব্যক্তি তাহাতে সমর্থ না হইয়া কামাদি রিপুগণের বশীভূত হইয়া থাকে । প্রাণিগণ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সমুদায়ের ন্যায় অদান্ত ব্যক্তি হইতে সর্বদা ভীত হয় । এই নিমিত্তই বিধাতা সেই হৃদ্যন্ত ব্যক্তিগণের দমন করিবার জন্য রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন । সমস্ত আশ্রমবাণীর পক্ষেই দমগুণ প্রেরকর । অন্যান্য সমস্ত আশ্রমধর্ম দ্বারা যে ফললাভ করা যায়, দমগুণপ্রভাবে তদপেক্ষায় সমধিক ফল লাভ হইয়া থাকে । অদীনতা, বিষয়ে অনভিনিবেশ, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অক্ৰোধ, সরলতা, অতিবাদ পরিত্যাগ, অনভিমানিতা, গুরুপূজা, অননুয়া, জীবগণের প্রতি দয়া, অকপটতা এবং রাজাদির নৃত্যস্ত কীর্ত্তন, স্তুতি, নিন্দা ও মিথ্যাবাক্য পরিত্যাগ এই সমুদায় গুণ দমগুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । দান্ত ব্যক্তিগণ যোকলাভার্থী হইয়া পূর্বতন অদৃষ্টজনিত উপস্থিত সুখ ভোগ করিবেন ; ভাবি সুখদুঃখ চিন্তা করিয়া ক্ষুণ্ণ বা হুঃখিত হওয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে । বৈরাগ্যবিশীন, লস্কৃত-বিবৰ্দ্ধিত, সচ্চরিত্র, বিশুদ্ধচিত্ত, স্তুতিমান্, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই ইহলোকে সংকার লাভ ও পরলোকে স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন । যাহারা হুঃখের সময় জীবদিগকে অন্নাদি প্রদান করেন, তাঁহারা পরম সুখে কাণযাপন করিতে পারেন । যে মনুষ্য জীবগণের হিতাহুষ্ঠানে আগন্তু ও দৈবতাব পরিত্যাগে সমর্থ হন, সেই ব্যক্তি অবিচলিত মহাহৃদয়ের ন্যায় প্রশস্তভাবে অবস্থিতি করিতে পারেন । বাহ্য হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেই তাহার কোন ভয় থাকে না ; এই জ্ঞান সর্বভূত পূজনীয় দান্ত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে । যে মনুষ্য বিপুল অর্থ লাভ করিয়াও পরিতুষ্ট এবং অতিশয় বিদগ্ধ হয় হইয়াও অহুতাপিত না হন, তিনিই পরিমিত প্রজ্ঞ দান্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারেন । বিদ্যাসম্পন্ন দমগুণযুক্ত ব্যক্তি সাধুপন্যাসিত শুভ কার্যের অহুতানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার সৎ ফল ভোগ করিয়া থাকেন । দুরাচার্য্যের অননুয়া, ক্রমা, শাস্তি, সন্তোষ, প্রীতি-বাদিতা, সত্য, দান ও অনার্য্যস এই সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক কাম, ক্রোধ,

লোক, ঈর্ষা ও গর্ভ আশ্রয় করে । ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রত-পরায়ণ হইয়া কাম ক্রোধ পরিত্যাগ ও কঠোর তপোভুটান পূর্বক দেহা-ভিমানপরিবর্জিত হইয়াও কাল প্রতীক্ষায় দেহাভিমানীর ন্যায় সমুদায় লোকে বিচরণ করিয়া থাকেন ।

### একবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২২১ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ত্বনিন্ঠ দ্বিজাধিপণ স্বর্গ ও পুত্রাদি লাভবাসনার বজ্রাবশিষ্ট মাংসাদি ভোজন করিয়া থাকেন ; উহা যুক্তি-সম্মত কি না ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! যাহারা বেদবিহিত ব্রতপরায়ণ না হইয়া সুখলাভার্থ অভোজ্য মাংসাদি ভোজন করেন, তাহারা শ্বেচ্ছাচারী । ইহলোকে তাহারা পতিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন । আর তাহারা বেদবিহিত বিধি অনুসারে উহা ভোজন করেন; তাহারা ব্রতাহ-রণী । তাহাদিগকে স্বর্গভোগের পর পুনর্বার পতিত হইতে হয় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! অনেকেই উপবাসকে তপস্যা বলিয়া নির্দেশ করেন ; অতএব ফলতঃ উহা তপস্যা কি না, তাহা বলুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! অস্ত্র ব্যক্তিগণ এক মাস বা এক পক্ষ উপবাসকে যে তপস্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সাধুগণের মতে তাহা তপস্যা নহে । তাহাতে আত্মজ্ঞানের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে । ত্যাগ ও নম্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্যা । ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্মণ পুত্রকলত্রাদিসমাবৃত হইয়াও সতত উপবাসী, ব্রহ্মচারী, মুনি, দেবতানিষ্ঠ, নিদ্রাত্যাগী ও বিষ শাসী হইবেন এবং মাংসভোজন পরিত্যাগ পূর্বক সর্বদা পবিত্রভাবে ধারণ, দেবতার ন্যায় দ্বিজগণের অর্চনা, অতিথিগণের যথাবিহিত সং-কার ও অমৃত ভোজন করিবেন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ব্রাহ্মণ কি প্রকার অহুটান করিলে, উপবাসী, ব্রহ্মচারী, বিষশাসী ও অতিথিসেবাপরায়ণ হইতে পারেন ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! যে ব্রাহ্মণ দিবসে একবার ও রাত্রি কালে একবার এই দুই বারমাত্র ভোজন করিয়া থাকেন, তন্নিম্ন দ্বিবারাত্রিমধ্যে আর ভোজন করেন না, তাহাকে সর্বদা উপবাসী বলিয়া নির্দেশ করা যায় । যিনি সত্যপরায়ণ ও জ্ঞানসম্পন্ন হন এবং কেবল ঋতুকালে ভাষ্যা-

সন্তোষ করিয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মচারী। যিনি বৃথায়াংস পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকেই অমাংসাশী বলা যাইতে পারে। প্রতিদিন ত দান-পরায়ণ ও পবিত্রভাবসম্পন্ন হন এবং কোনক্রমে দিবসে নিদ্রাগত না হন, তাঁহাকে নিদ্রাত্যাগী বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যিনি ভৃত্য ও অতিথি-গণের ভোজনাবসানে ভোজন করিয়া থাকেন, তিনি অমৃত্যাশী। যে ব্রাহ্মণ অতিথিবর্গ আহার না করিলে জীবনান্তেও স্বয়ং ভোজন করেন না, তিনি সুরলোক অধিকার করিতে পারেন। যিনি দেবতা, পিতৃলোক, অতিথি ও ভৃত্যবর্গের আহারান্তে ভোজন করিয়া থাকেন, তিনি বিদ্য-সাশী। এই সকল ব্রাহ্মণের অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। সুরগণ অম্বরগণের সহিত তাঁহার ভবনে গমন পূর্বক তাঁহার সৎকার করেন। যিনি দেবতা ও পিতৃগণের সহিত ভোজন পূর্বক পুত্রপৌত্রের সহিত স্নেহে কালযাপন করেন, তিনি নিঃসন্দেহ অতি উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিতে পারেন।

### দাবিংগত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২২২ ।

বৃধীতীর কহিলেন, পিতামহ ! ইহলোকে যে শুভ ও অশুভ কর্ম সকল পুরুষকে ফল প্রদান করে, পুরুষ সেই কর্ম সমুদায়ের কর্ত্তা কি না ? আপনি তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এই উপলক্ষে ইন্দ্র প্রহ্লাদ সংবাদ নামক এক পুর্নকথন ইতিহাস বর্ণিত আছে, শ্রবণ কর। এক দিবস দেবদ্বিপতি ইন্দ্র মহাকুলসমুদ্ভব বহুশাস্ত্রবেত্তা শূন্যাগারে সমুপবিষ্ট প্রহ্লাদের সন্নি-  
ধানে গমন পূর্বক তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি জানিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, দানবরাজ ! লোকের যে সমুদায় গুণ অতীষ্ট, সেই সমস্তই তোমাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমার বুদ্ধি বলকের ন্যায় রাগদেবাদিবিবর্তিত বলিয়া অসুস্থ হইতেছে। এই জীবলোকে তুমি কোন্ বস্তুকে আত্ম-জ্ঞানলাভের প্রেরকরপাথন বিবেচনা কর। তুমি বিপদের হস্তগত, পাশ-বদ্ধ, রাজ্যচ্যুত ও স্রীবিহীন হইয়াও কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করিতেছ না। তুমি আপনার এই প্রকার অনিষ্টাপাত সন্দর্শন করিয়াও যে প্রকৃতিস্থ আছ, ইহা কি তোমার প্রজ্ঞার ফল বা ধৈর্য্যই ইহার কারণ ?

দানবদ্বিপতি প্রহ্লাদ কাব্যকর্ণবায়নাবিবাজিত, আলস্য ও অহংকার-



বিহীন, সন্তুণ্ণাবলম্বী, শয়নমাদিনিরত, চরাচর ভ্রমগণের বহিঃসংসার বেতা, আত্মজ্ঞানে স্থিরনিশ্চয়, সর্বজ্ঞ ও সর্বভূতে সমদৃষ্টি ছিলেন এবং কি স্তুতি, কি নিন্দা, কি প্রশংসা, কি অপিশংসা, কি কাঞ্চন, কি লোভই সমস্তই সমান জ্ঞান করিতেন। তিনি ত্রিদশাধিপতি পুরস্কার কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া আপনার ধর্মবুদ্ধি অনুসারে সুমধুর বচনে করিতেন, দেব-রাজ! যে ব্যক্তি জীবগণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের বিষয় অনুধাবন করিতে অসমর্থ হয়, সে অজ্ঞাননিবন্ধন বিষম্বদ হইয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে, সে আর বিমোহিত হয় না। স্মৃতি ও স্মৃতি সমস্ত পদার্থই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে; সুতরাং পুরুষ স্বয়ং কোন কার্যেরই কর্ত্তা নহেন। কিন্তু পুরুষ ভিন্ন কোন কার্যেরই অনুষ্ঠান হয় না। প্রকৃতি জড়ময়ী। 'লোক' যেরূপ অরক্ষিত মণির সান্নিধ্যে সচেত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধানিবন্ধন সচেত হইয়া সমস্ত পদার্থকে পরিচালিত করিতেছে। পুরুষ যদিও কোন কার্যেরই ব্যাপৃত নাহন, তথাপি অবিদ্যাপ্রভাবে সমস্ত কার্যেরই তাহার অভিমান থাকে। যাহা হটক, যিনি আশ্রয় কর্ত্ত্ব স্বীকার না করেন, তাঁহার বুদ্ধি নিতান্ত দূষিত, তখনই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন নহে। যদি জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ কর্ত্তা হইতেন, তাহা হইলে তিনি কার্য আরম্ভ করিলেই তাহা সফল হইত, কদাচ বিফল হইত না। যখন জীবগণের মধ্যে কেহ কেহ যত্নশীল হইয়াও অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিরোগজনিত ক্লেশভোগ করিতেছে এবং কেহ কেহ বিনাযত্নেও ইষ্টসন্তোষ ও অনিষ্টনিবারণে সমর্থ হইতেছে এবং যখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণকে আত্ম সামান্য অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ধনপ্রত্যাশা করিতে দেখা যাইতেছে, তখন আমরা মতে কি মোক্ষলাভ, কি আত্মজ্ঞান সমস্তই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। আর সমস্ত বিষয়ই যদি প্রকৃতি হইতে সজ্জ হইল, তবে লোকের কোন বিষয়ে অভিমান করা নির্ভাঙ নিফল।

ইহলোকে কর্ম্মপ্রভাবে লোকের শুভাশুভ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি আপনার নিকট কর্ম্মবিষয় সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বারম্বার যে প্রকার অন্ন ভোজন করিবার সময়ে স্বজাতীয়গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক তত্রতা অন্নের বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয় সেইরূপ কার্য সকল প্রকৃতিকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃতিকে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া কেবল প্রকৃতির কার্য সকল বিদিত হয়, সে অজ্ঞান-প্রযুক্ত নিতান্ত বিষম্বদ হইয়া থাকে। আর যিনি প্রকৃতিকে উত্তমরূপে

পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি আর কখনই বিমোহিত হন না । যিনি এই অবনীতলহিত সমুদ্র পদার্থ প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তাঁহার দর্প বা অভিমান কিছুই থাকে না ।

আমি যখন ধর্ম্মকার্য্য প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন এবং সমস্ত পদার্থ বিনষ্টর বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছি ; আর যখন মমতা, অহঙ্কার, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও বন্ধনপরিবর্জিত হইয়া পরম সূখে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় সন্দর্শন করিতেছি, তখন আর কি নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিব ? যে ব্যক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, দয়ণীয়, নিস্পৃহ ও অবিনষ্টর আত্মার সন্দর্শনে সমর্থ হন, তাঁহাকে কখন কোন ক্লেশভোগ করিতে হয় না । কি প্রকৃতি, কি বিকৃতি কিছুতেই আমার অনুরাগ বা বিদ্বেষ নাই । আমি এক্ষণে কাহাকেও শত্রু বা মিত্র বলিয়া জ্ঞান এবং স্বর্গ মর্ত্ত বা পাताल কিছুই বাসনা করি না । শাস্ত্রীয় জ্ঞান, অনুভব বা জ্ঞানের বিষয়ে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ।

ইন্দ্র কহিলেন, প্রহ্লাদ ! যে উপায় অবলম্বন করিলে এতাদৃশ জ্ঞান ও শাস্তি লাভ করিতে পারা যায়, তুমি তাহা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন কর ।

প্রহ্লাদ কহিলেন, দেবরাজ ! সরলতা, অপ্রমাদ, চিন্তাশুদ্ধি, জিতে-দ্রিয়তা ও জ্ঞানবুদ্ধগণের সেবা অবলম্বন করিলে, মোক্ষলাভ করিতে পারা যায় । সমুদ্রপানী প্রকৃতি হইতে মারিক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ।

হে ধর্ম্মরাজ ! দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যাধিপতি প্রহ্লাদের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিশ্বমুখি হইয়া প্রীতিপ্রসূরচিত্তে তাঁহার বাক্যের অভিনন্দন করত তাঁহাকে অচ্চনা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।

### ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২২৩ ।

বৃষ্টিধির কহিলেন, পিতামহ ! ভূপতিগণ রাজ্যচ্যুত ও বিষম বিপদাপন্ন হইয়াও যে বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া সুস্থচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করেন, আপনি তাহার বিষয় কীর্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এই স্থলে বলিবাচসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্ব্বকালে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দানবুদিগকে পরাজয় করিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার সম্মিথানে আগমন পূর্ব্বক কৃতাজ্ঞাপুটে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ !

নিরন্তর দান করিলে যাহার ধনক্ষয় হয় না ; যে সর্বাঙ্গ, বস্তু, স্থা, চন্দ্র, অগ্নি ও সলিলস্বরূপ ; যাহার প্রভাবে দিক্ সমুদায় অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং উদ্ভাসিত হইত, যে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া যথাসময়ে বারির্বার্ণ করিত এক্ষণে সেই বলিরাজা কোথায় অবস্থান করিতেছে, তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

ব্রহ্মা কহিলেন, সুশেখর ! বলিরাজার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা তোমার কর্তব্য হয় নাই । কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকে মিথ্যা উত্তর প্রদান করা নিতান্ত অকর্তব্য ; তন্নিবন্ধন আমি তোমার নিকট বলির বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ কর । বলিরাজা উষ্ট্র, রূষভ, গর্দভ, বা অন্য হইয়া শূন্যাবাসে অবস্থান করিতেছে ।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্ ! আমি যদি কোন স্থানে শূন্যগৃহে বলিকে সন্দর্শন করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাকে সংহার করিব না ? তদ্বিষয়ে আপনি অনুমতি প্রদান করুন ।

ব্রহ্মা কহিলেন, সুশেখর ! তুমি বলিকে সংহার করিও না । সে বধা নহে । তুমি তাহার নিকট গমন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ন্যায়ানুগত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে ।

সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্যাবসানে, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দিবা ভূষণ ধারণ করিয়া ঐরাবতে আরোহণ পূর্বক পৃথিবী পর্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ পদাটন করিয়া পরিশেষে দেখিলেন যে বলিরাজা খরবেশ ধারণ পূর্বক এক শূন্যগৃহে অবস্থিতি করিতেছেন । তখন তিনি তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দানবরাজ ! এক্ষণে এই প্রকার ভূষভক্ষক অধম খরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ। পূর্বে তুমি জ্ঞাতি-বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দিবা দিবা যানে আরোহণ পূর্বক আমাদিগকে অবজ্ঞা করত সমস্ত লোক প্রতাপিত করিয়া বিচরণ কতে । তোমার ঐশ্বর্য্য প্রভাবে অন্যান্য দানবগণ তোমার আজ্ঞানুবর্তী এবং পৃথিবী অকুণ্ঠপাচ্য ছিল ; কিন্তু আজি তুমি বিপদের বশীহৃত, শ্রীভট্ট, বজ্রবাহুবিশীন, পরাক্রমপরিবর্জিত ও দাক্ষিণ্যদ্রুশাগ্রস্ত হইয়াছ । অতএব এক্ষণে বণ দেখি, ইচ্ছাতে তুমি অনুতাপিত হইতেছ কি না ?

যখন তুমি সাগরের পূর্বকূলে অবস্থান পূর্বক জ্ঞাতিবর্গকে ধন বিভাগ করিয়া দিতে যখন বিচ্ছত্রিংখং সহস্র গন্ধর্ব্ব ও দিব্যমালাধারিনী সহস্র সহস্র দেবাকনা তোমার বিহার সময়ে নৃত্য করিত, যখন তোমার শিবিধি রত্নালকত চিরগুণ ছত্র ছিল, যখন তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া কাঞ্চনময় বৃন্দাকার

যজ্ঞরূপ নিখাত করিয়া সহস্র সহস্র গো দান এবং সামাগ্যক্ষেপ বিধি অল্প-  
সারে সমুদায় পৃথিবী দান করিয়াছিলে, বল দেখি, তখন তোমার চিত্ত-  
বৃত্তি কি প্রকার ছিল, আর এখনই বা কি প্রকার হইতেছে ? হে দানব-  
রাজ ! এখন তোমার মে ভ্রমার, ষেতচ্ছত্র, চামরদ্বয় ও ব্রহ্মদত্ত মালা  
কোথায় আছে ?

তখন বলিরাজা কহিলেন, দেবরাজ ! এক্ষণে তুমি আমার ভ্রমার,  
ছত্র, চামরদ্বয় ও ব্রহ্মদত্ত মালা সন্দর্শন করিতে পারিতেছ না । আমার  
মে সকল এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু যখন আমার মোভাগ্য সমুদিত  
হইবে, তখন তুমি আবার তৎসমুদায় সন্দর্শন করিতে পারিবে । বাহা  
হউক, এক্ষণে আপনাকে মোভাগ্যশালী বিবেচনা করিয়া আমাকে এরূপ  
নিদান্দ্রকরা তোমার কীর্ত্তি বা কুলের অরূপ কার্য্য হইতেছেন না । জ্ঞানহীন  
ক্ষমণীল মনোবিগণ কখন হুংথে অহুতাপ বা স্তখে আনন্দ প্রকাশ করেন  
না । এক্ষণে তুমি সামান্য বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক আমাকে নিদান করিতেছ;  
কিন্তু যখন স্বয়ং আমার মত হইবে, তখন আর এরূপ বলিতে পারিবে না ।

### চতুর্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২২৪ ।

হে ধর্ম্মরাজ ! দানবাধিপতি বলি এই কথা বলিয়া মত্ত মাতঙ্গের  
ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন ত্রিংশাদি-  
পতি ইন্দ্র পুনর্বার তাঁহাকে উপহাস করত কহিলেন, দানবরাজ ! পূর্ব্বে  
তুমি জ্ঞাতিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, বিবিধ যানে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদায়  
লোকের উপর আধিপত্য প্রকাশ ও আমাদিগকে উপহাস করিয়া বিচরণ  
করিতে । পূর্ব্বে সমস্ত লোক তোমার বশবর্তী ছিল বলিয়া তুমি মহা-  
নন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে ; কিন্তু এক্ষণে জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবগণও তোমার  
হীনাবস্থা দেখিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে ; অতএব বল দেখি,  
এইরূপ পরাভব প্রযুক্ত তুমি অহুতাপ করিতেছ কি না ?

তখন দানবাধিপতি কহিলেন, পাকশাসন ! কোন বস্তুই চিরস্থায়ী  
নহে, কালসহকারে সকলেরই ধ্বংস হয় । এতদ্রিবেক্ষন আমি কিছুতেই  
শোক প্রকাশ করি না । কালপ্রভাবে সমুদায় কার্ঘ্যের সংঘটন হইয়া  
থাকে ; সুতরাং আমার এই ধরতপ্রাপ্তি আমার অপরাধ মূলক নহে ।  
জীবগণের কলেবরও বিনশ্বরণ উহাদিগের জীবন ও কলেবর স্বভাবতঃ

একত্র সমুদ্র, একত্র পরিবারিত ও একত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আমি যখন এই প্রকার খড়গোনি প্রাপ্ত হইয়াও কাহারও বশীভূত হই নাই বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতেছি, তখন আর আমার অনুভূতাপের বিষয় কি ? সমুদায় শ্রোত যেরূপ সাগরে নিপতিত হয়, সেইরূপ সমস্ত প্রাণীই কালকবলে নিপতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা সম্যক্ রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহাকে কদাপি মুক্ত হইতে হয় না। নির্দোষ মহাশয় ব্যক্তিরাই ইহা জানিতে না পারিয়া দুঃখে নিপতিত ও অবসন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যাগণ জ্ঞানপ্রভাবে সমস্ত পাপকে নিরাকৃত করিতে সমর্থ হয় ; পাপ দূরীভূত হইলেই সত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে এবং সত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই আর মোহজনিত কলুষতার বশবর্তী হইতে হয় না। যাহারা সত্ত্বগুণ হইতে বিমূখ হইয়া রজ বা তমোগুণ অবলম্বন করে, তাহাদিগকেই বারংবার জন্মপরিগ্রহ ও কামাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধীন হইয়া বারংবার অনুভূতাপ করিতে হয়। আমি কখনই অর্থ, অনর্থ, জীবন, মৃত্যু ও সুখদুঃখে দেব বা অনুভূতাপ প্রকাশ করি না। লোকে কাগকর্তৃক নিহত ব্যক্তিকেই সংহার করিয়া থাকে ; আর যে অপরকে নিহত করে, সেও কালকর্তৃক নিহত ; সুতরাং যে ব্যক্তি আমি অন্যকে সংহার করিতেছি বলিয়া বিবেচনা করে এবং যে আমি অন্যকর্তৃক নিহত হইতেছি মনে করিয়া বিষয় হয়, তাহারাই দুই জনই অজ্ঞ। অতএব যে ব্যক্তি অন্যকে সংহার বা পরাজয় করিয়া আমি ইহা করিলাম, বলিয়া অভিমান করে, তাহার এই বিবেচনা করা কর্তব্য যে, সে বস্তুতঃ তাহার কর্তা নহে। তাহার কর্তা স্বতন্ত্র। ইহলোকে কেহ কি কাহারও সংহার বা উৎপত্তির কারণ হইতে পারে ? লোকে ঈশ্বরকৃত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও আপনাকে কর্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে। আমি যখন পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পঞ্চ মহাভূতকে সমস্ত জীবের উৎপত্তিকারণ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছি এবং যখন কাল কি কৃতবিদ্যা, কি অজ্ঞ বিদ্যা, কি বলবান্, কি দুর্বল, কি রূপবান্, কি কুৎসিত, কি সৌভাগ্যশালী, কি সৌভাগ্যবিহীন সকলকেই সমভাবে গ্রহণ করিতেছে বলিয়া আমার স্পষ্টপ্রতীতি হইতেছে, তখন আর আমার বেদনার বিষয় কি ? কাল যে যে বস্তুর দাহ, বাতীর বাতীর বিনাশ, লোকের যাহা বাহা লাভ হইবে বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিয়াছে, সেই সেই পদার্থই দগ্ধ, সেই সেই ব্যক্তিই নিহত এবং সেই সেই জুবাই লোকের লজ্জ হইয়া থাকে। আমি ঐ কাগরুণী মহাপ্রাণের বিষয় চিন্তা

করিয়া উহার মধ্যে ধীপ বা উহার পরণার অবগত হইতে পারি নাই।  
বস্তুতঃ কাল যে সমস্ত জীবকে সংহার করিতেছে, ইহা যদি আমি অবগত  
হইতে না পারিতাম, তাহা হইলে আমার চিত্ত হর্ষ, দর্প বা ক্রোধে  
অভিভূত হইত।

যাহা হউক, এক্ষণে আমি ধরদেহ ধারণ পূর্বক নির্জন গৃহে অবস্থিতি  
করিতেছি দেখিয়া তুমি আমাকে নিন্দা করিতেছ; কিন্তু আমি ইচ্ছা  
করিলে এই স্বহৃদেই অনারামে এমন বিবিধ ভীষণ মূর্তি ধারণ করিতে  
পারি যে তৎসমস্ত দর্শন করিলেই তোমাকে ভয়ে প্রস্থান করিতে হয়।  
কাল সমস্ত পদার্থই প্রদান ও পুনর্দার গ্রহণ করিয়া থাকে। কাল প্রভা-  
বেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। অতএব তোমার আর বৃথাপৌকন  
প্রকাশ করা কর্তব্য নহে। আমি পূর্বে ক্রুদ্ধ হইলে সমুদায় জগৎ ব্যাধিত  
হইত। লোকের ক্লেশন হ্রাস, কখন বুদ্ধি হইয়া থাকে; ইহাই জগৎ  
চিত্র প্রচলিত প্রথা। সম্পত্তিলাভ হওয়া আর না হওয়া কখনই আপনায়  
আরত নহে। তুমি এইটী বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমুদায় পরিত্যাগ  
কর। বালকের ন্যায় তোমার চিত্তবৃত্তি অদ্যাপি স্ফুটানে সমাচ্ছন্ন  
রহিয়াছে। অতএব স্থির ভাব অবলম্বন কর। তুমি তা ইহা বিশেষ-  
রূপে জ্ঞাত আছ যে, দেবতা, মনুষ্য, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাজস-  
গণ ইহারা সকলেই আমার বশতাপন্ন ছিলেন এবং আমি যে দিকে  
অবস্থান করিতাম, তাঁহারা সে দিকে নমস্কার করিতেন। কিন্তু এক্ষণে  
আমি সেই পূর্বতন উন্নতি ও অধুনাতন অবনতির বিষয় স্মরণ করিয়া  
অহুমান্ত অহুতাপিত হই না; অতঃপর অনবরত কেবল ঈশ্বরের অধীনে  
অবস্থান করিব বলিয়া ক্রতনিশ্চয় হইয়াছি। যখন সর্ব্বশক্ত প্রবল-  
প্রতাপ নরপতিকে অমাত্যবর্ণের সহিত দুঃখে নিপতিত এবং দুঃস্থলসঙ্ক  
মুঢ় ব্যক্তিকেও অমাত্যগণের সহিত স্নেহে অবস্থিত দেখা যাইতেছে;  
যখন মূলক্ষণসম্পন্ন পরমরূপবতী কামিনী দুর্দশাগ্রস্ত ও অলক্ষণসম্পন্ন  
কুৎসিতা কামিনীও সৌভাগ্যশালিনী হইতেছে, তখন ভবিতবাই সমুদায়  
কার্য্যের বলবান কারণ। আমার অপরাধে তোমার ইন্দ্র লাভ বা  
তোমার প্রতাপে আমার একপ হ্রবহা প্রাপ্তি হয় নাই। সম্পদ ও  
বিপদের সংঘটন কালপ্রভাবেই হইয়া থাকে। আজি আমি তোমাকে  
আমার সমক্ষে মহানন্দে ওর্জ্জন গর্জ্জন করিতে দেখিতেছি যদি কাল  
আমাকে একপ আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে তুমি বজ্রধারী হইলেও  
আমি এই দণ্ডে তোমাকে মুঠাঘাতে নিপাত্ত করিতাম। কিন্তু কি

করি, এক্ষণে বিক্রমপ্রকাশের উপযুক্ত সময় নহে; এখন শান্তির সময়ই সমাগত হইয়াছে। কাল সকলকেই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠাপিত আবার সকলকেই নিপাতিত করিয়া থাকে। আমি সমস্ত দানবের অধীশ্বর, মহাবল পরাক্রান্ত ও মহা গর্বিত ছিলাম। অতএব কাল যখন আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, তখন সকলকেই আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই। আমি একাকী দ্বাদশ আদিভোর তেজোরামি ধারণ করিয়াছিলাম। আমি জল বহন করিয়া উহা বর্ষণ এবং ত্রিভুবনে তাপ প্রদান করিয়া উহার উদ্ভাসন করিতাম। আমার ইচ্ছা হইলেই আমি লোকদিগকে রক্ষা ও সংহার; দান ও গ্রহণ এবং বন্ধন ও মোচন করিতে পারিতাম। ফলতঃ; আমি ত্রিলোকমধ্যে একাদিপতা সংস্থাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু কালপ্রভাবে এক্ষণে আর আমার সেরূপ প্রভুত্ব নাই। তুমি, আমি বা অন্য কেহ পালন বা সংহারের কর্তা নহে। কালই পর্যায়ক্রমে লোকদিগকে পালন ও সংহার করিয়া থাকে। বেদবেত্তা ব্যক্তিগণ কালকে পরমেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মাস ও পক্ষ সেই কালরূপী ঈশ্বরের কলেবর; ঐ কলেবর দিবারাত্রি দ্বারা সমাহৃত; গ্রীষ্মাদি ঋতু সকল উহার উল্লিখ এবং বৎসর উহার মুখ। কোন কোন মহাত্মা আপনার বুদ্ধিবলে এই দৃশ্য পদার্থ সমস্তকেই ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিতে উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু বেদে অন্নময়াদি পঞ্চকোশকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিতে হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ব্রহ্ম মহাসাগরের ন্যায় অগম্য ও হ্রস্বগাহ। তিনি জড় ও চৈতন্যস্বরূপ; তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। তিনি লিঙ্গশরীরবিহীন হইয়াও জীবগণের লিঙ্গ, শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে নিত্য বলিয়া পরি-জ্ঞাত আছেন। তিনি অবিদ্যাপ্রভাবে চৈতন্যস্বরূপ জীবের জড়ত্ব সম্পাদন করেন; কিন্তু বস্তুতঃ সেই জড়ত্ব জীবের স্বরূপ নহে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের পর আর উহার উদ্ভব হয় না। অতএব তুমি সেই জীবের একমাত্র গতি কালরূপী ব্রহ্মকে অতিক্রম পূর্বক কোন স্থানে গুলায়ন করিবে। পুরুষ মহাবেগে ধাবমান বা দণ্ডায়মান হইলেও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ নহে। তাঁহাকে কেহ কেহ হতাশন, কেহ কেহ প্রজাপতি, কেহ কেহ ঋতু, কেহ কেহ মাস, কেহ কেহ পক্ষ, কেহ কেহ দিন, কেহ কেহ ক্ষণ, কেহ কেহ পূর্ণাহ্ন, কেহ কেহ মধ্যাহ্ন, কেহ কেহ অক্ষরাত্র এবং কেহ কেহ মুহূর্ত্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। লোকে সেই এক-

মাত্র ব্রহ্মকে বিবিধরূপে নির্দেশ করে ; কিন্তু তিনি কালস্বরূপ। তাঁহার অধীনে সমস্তই অবস্থিতি করিতেছে। সেই কালের প্রভাবে তোমার ন্যায় বলবীৰ্য্যশালী কতশত ইন্দ্র অতীত হইয়া গিয়াছে। তোমাকেও উহার প্রভাবে অতীত হইতে হইবে। কালপ্রভাবে সমস্ত পদার্থই বিনষ্ট হইতেছে ; অতএব তুমি সমুদায় পদ্বিহার পূৰ্ব্বক স্তুতির হও। কি তুমি, কি আমি, কি পূৰ্ব্বতন লোক সকল, কেহই কালকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। তুমি যে রাজশ্রীকে সর্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অচিরস্থায়ী। লক্ষ্মী এক স্থানে কখনই অবস্থান করেন না। উনি তোমার ন্যায় সহস্র সহস্র ইন্দ্রে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে আশ্রয় করিলেন। আবার অবিলম্বেই তোমাকে পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক অন্য স্থানে গমন করিবেন। অতএব তুমি বৃথা গৰ্ব্ব প্রকাশ করিয়া আর আমার নিন্দা করিও না। অতঃপর শান্তভাবে অবলম্বন করা তোমার কৰ্ত্তব্য।

—\*—

### পঞ্চবিংশত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২২৫।

হে ধৰ্ম্মরাজ! দানবাধিপতি বলি এই কথা বলিলামাত্র রাভলক্ষ্মী আপনার উজ্জলকপ ধারণ পূৰ্ব্বক তাঁহার দেহ হইতে বিনর্গত হইলেন। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া বিশ্বরোৎফুল্ললোচনে দানব-রাজকে সম্বোধন পূৰ্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, দানবেশ্বর! এই যে চূড়া-কেয়ুরধারিণী রমণী তোমার কলেবর হইতে নিঃসৃত হইয়া স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে দেদীপ্যমান হইতেছেন, ইনি কে? দানবরাজ কহিলেন, দেব-রাজ! ইনি দেবী; আত্মরী বা মাতৃরী নহেন। তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, ইহাকে জিজ্ঞাসা কর।

তখন ভগবান্ পাকশাসন লক্ষ্মীকে সম্বোধন পূৰ্ব্বক কহিলেন, আৰ্য্যো! আপনি কে? আর কি জনাই বা দানবাধিপতিকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে আশ্রয় করিতেছেন? আমি ইহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি অহুগ্রহ পূৰ্ব্বক উহার বিশেষ বৃত্তান্ত কীর্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! পূৰ্ব্বতন মহারাজ বিদুরাচন এবং এই



বিরোচনপুত্র যদি আমাকে অবগত হইতে পারে নাই। পণ্ডিতগণ আমাকে হিংসহা, বিধিৎসা, ভূতি, লক্ষ্মী ও শ্রী বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি ও অন্যান্য দেবগণ, তোমরা কেহই আমাকে জ্ঞাত হইতে পার না।

তখন দেবরাজ কহিলেন, আৰ্ঘ্যো! আপনি বহুকাল দানবরাজের দেহে অবস্থান করিয়াছিলেন, এক্ষণে উহার কি দোষ এবং আমার কি গুণ অবলোকন করিয়া উহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, তাহা যথার্থ স্বরূপ কীৰ্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, সুরেশ্বর! ধাতা বা বিধাতা আমাকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত করিতে সমর্থ হন না; আমি কালপ্রভা-বেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়া থাকি; অতএব তুমি বলিকে অবজ্ঞা করিও না।

পুরুষর কহিলেন, আৰ্ঘ্যো! আপনি কি জন্য দানবাদিপন্থিকে পরিত্যাগ করিলেন এবং কি জন্যই বা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন না, তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

লক্ষ্মী কহিলেন, মহারাজ! যেখানে সত্য, দান, ব্রত, তপস্যা, পরাক্রম ও ধর্ম, আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে দানবরাজ এই সকলে পরাভূত হইয়াছেন। ইনি সত্যপারায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রাহ্মণের হিতকারী ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন ও স্বয়ং উচ্ছিষ্ট হস্তে হৃত স্পর্শ করিয়াছেন। উনি কালকর্তৃক বঞ্চিত হইয়া আমিই সতত লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া থাকি এই বাত্যা লোকসমাজে কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি এই সমুদায় কারণবশতঃ ইহাকে পরিত্যাগ পূর্বক তোমার নিকট অবস্থান করিতে অভিলষী হইয়াছি। তুমি অগ্রমতচিত্তে তপস্যা ও বিক্রমপ্রভাবে আমাকে রক্ষা করিও।

ইন্দ্র কহিলেন, কমলালয়ে! দেবতা, মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণের মধ্যে একরূপ কেহই নাই যে, একাকী চিরকাল তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

লক্ষ্মী কহিলেন, সুরেশ্বর! তুমি যথার্থ কহিয়াছ। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি অশুর, কি দ্রাক্ষস কেহই একাকী চিরকাল আমাকে ধারণ করিতে পারে না।

দেবরাজ কহিলেন, দেবি! তবে আমি কি কার্য্য করিলে চিরকাল

আপনি আমার নিকট অবস্থান করিবেন, তাহা যথার্থরূপে ব্যক্ত করুন ।

লক্ষী কহিলেন, দেবরাজ ! তুমি যে উপার অবলম্বন করিলে, আমি তোমার বিকট নিত্য অবস্থান করিব, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি বেদবৃষ্ট বিধি অনুসারে আমাকে চারি অংশে বিভাগ করিও। চারি স্থানে রাখ, তাহা হইলেই আমি তোমার নিকট চিরকাল অবস্থান করিব ।

দেবরাজ কহিলেন, দেবি ! আমি স্বীয় সাধ্যানুসারে আপনাকে রক্ষা করিব এবং আপনি আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না । আমি বোধ করি, এই ভূতভাবিনী ধরিত্রী আপনার প্রথমাংশ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন । লক্ষী কহিলেন, দেবরাজ ! এই আমি আমার প্রথমাংশ বসুন্ধরাতে সংস্থাপিত করিলাম । এক্ষণে বল, দ্বিতীয় অংশ কোন্ স্থানে সংস্থাপিত করিব ? ইন্দ্র কহিলেন, দেবি ! মনুষ্যের উপকার-পরায়ণ সলিল আপনার দ্বিতীয়াংশ ধারণ করিতে পারিবে । লক্ষী কহিলেন, এই আমার দ্বিতীয়াংশ সুলিলে নিহিত হইল । এক্ষণে বল, তৃতীয়াংশ কোন্ স্থানে সংস্থাপন করিব ? দেবরাজ কহিলেন দেবি ! বেদ, যজ্ঞ ও দেবগণ হতাশনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অতএব হতাশন আপনার তৃতীয়াংশ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন । লক্ষী কহিলেন, এই আমি আমার তৃতীয়াংশ পাবকে সংস্থাপিত করিলাম । এক্ষণে চতুর্থাংশ কোন স্থানে সন্নিবেশিত করিব ? পুরন্দর কহিলেন, ইহলোকে যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ও হিতকারী সত্যপরায়ণ সাধু ব্যক্তি অবস্থান করিতেছেন, তাহারাই আপনার চতুর্থাংশ ধারণ করিতে পারিবেন । লক্ষী কহিলেন, পাকশাসন ! এই আমার চতুর্থাংশ সাধু পুরুষে সংস্থাপিত হইল । আমি এই প্রকার চারি অংশে বিভক্ত হইয়া জীবগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলাম । এক্ষণে তুমি আমাকে সাধবানে রক্ষা কর । পুরন্দর কহিলেন, দেবি ! আমি আপনাকে এই প্রকারে ভূতগণমধ্যে সন্নিবেশিত করিলাম । অতঃপর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি আঘাত করিবে, আমি অবশ্যই তাহাকে প্রতিকূল প্রদান করিব ।

এই প্রকারে লক্ষী বলিকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের নিকট গমন করিলে, দানব্যাধিপতি দেবরাজকে কহিলেন, পাকশাসন ! সূর্য্যোদয় কালসহকারে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম দিকে তাপ প্রদান করিয়া থাকেন । তাহার দর্শন ও অদর্শনপ্রযুক্ত কেহ সুখ ও কেহ দুঃখ অনুভব করে । যেকণ লোকে ভাস্করের অদর্শন ও দর্শননিবন্ধন

কখন দুঃখ ও কখন সুখ অনুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ আমি এক্ষণে তোমার নিকট পরাজিত হইয়া দুঃখ অনুভব করিতেছি; আবার সময়ক্রমে তোমাকে পরাজয় করিয়া সুখানুভব করিব। যখন দিবাকর অনবরত গগনের মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্বক ত্রিলোক ভাপিত করিবেন, যখন এই বৈবস্বত মনস্তরের অবগান হইবে, তখন তোমাকে আমার নিকট পরাজয়প্রাপ্ত হইতে হইবে।

দানবাধিপতি এই কথা কহিলে, দেবরাজ আপনার ভাবী পরাভবশ্রবণে সাতিশর রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, দৈত্যনাথ! সৰ্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তোমাকে সংহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন; এই জন্য আমি তোমার মস্তকে বজ্রাঘাত করিলাম না। তুমি এক্ষণে নির্বিঘ্নে যথাইচ্ছা হয়, গমন কর। দিবাকর কখনই গগনের মধ্যস্থলে নিরন্তর অবস্থান পূর্বক জগতের উচ্ছেদ করিবেন না। লোকপিতামহ ব্রহ্মা পূর্বে ইহার নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। উনি ন্যায়ানুসারে নিরন্তর লোক সকলকে তাপ প্রদান করিয়া পর্য্যটন করিতেছেন। মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস উহার উত্তরাংশ ও শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস উহার দক্ষিণাংশ হইয়া থাকে। দিবাকরের ঐ অয়নদ্বয়প্রভাবেই সমস্ত লোকের শীত, গ্রীষ্ম অনুভূত হয়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দানবরাজ বলি ইন্দ্রকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

### মড়বিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২২৬ ।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে অহঙ্কারপরিহারের উপলক্ষে ইন্দ্রনমুচি-সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যখন ভূতগণের উৎপত্তিপ্রলয়জ নমুচিরাজা প্রীভূট হইয়াও অজ্ঞাত্য সাগরের ন্যায় অবিচলিতচিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন, সেই সময় ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, দৈত্যেশ্বর! তুমি রাজ্যচ্যুত, অরাতির বশীভূত ও পাশবদ্ধ হইয়াও কি প্রকারে শোকশূন্য চিত্তে অবস্থান করিতেছে?

তখন নমুচি কহিলেন, সুররাজ! অনিবার্য্য শোকে আক্রান্ত হইলে,

কেবল কলেবরকে সম্ভাপিত ও অরাতিদিগকে পরিতুষ্ট করা হয় । কেহই অন্যের শোকে শোকাকুল হইরা তাহার দুঃখনাশ করিতে পারে না । তন্নিবন্ধন আমি শোকভাগ করিয়াছি । জগতে বাহ্য কিছু লক্ষিত হইতেছে, সকলই নশ্বর । সম্ভাপপ্রভাবে রূপ, শ্রী, আয়ু ও ধর্ম সমস্তই বিনষ্ট হয় । অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত সম্ভাপ পরিহার পূর্বক মনে মনে হৃদয় কল্যাণময় পরমাত্মাকে চিন্তা করিবে । মনুষ্য পরমাত্মাতে মনোভিনিবেশ করিতে পারিলেই নিশ্চয়ই তাহার সকল অভীষ্টসিদ্ধি হয় । পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই নিরস্তা নাই । তিনি গর্ভস্থ বালককে ও কার্গ্য প্রবর্তিত করেন । নিরপ্রদেশপ্রবণ সলিলের ন্যায় আমি তাঁহারই নিয়মের বশীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছি । আমি বদ্ধ ও মোক্ষ উভয়ই পরিজ্ঞাত আছি ; তথাপি ঐ উভয়ের মধ্যে হিতকর মোক্ষলাভের উপায় আশ্রয় করিতে পারিতেছি না । পরমাত্মার নিয়োগানুসারে আমাকে কখন ধর্মের ও কখন বা অধর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইতেছে । তাহার বাহ্য প্রাপ্তবা, তাহার তাহাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ভবিত্যকে কেহ কখন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না । বিধাতা জীবদিগকে বারংবার যে যে গর্ত্বাসে নিয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে সেই সেই গর্ত্বেই অবস্থান করিতে হয় । কোন জীবই আপনার ইচ্ছানুরূপ গর্ত্ব আশ্রয় করিতে পারে না । যে ব্যক্তি সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে, ভবিত্যকেই তাহার কারণ বলিয়া বোধ করে, তাহাকে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না । জীবগণ কালপ্রভাবেই পর্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । এক ব্যক্তি কখন অন্য ব্যক্তিকে সুখ দুঃখ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না । অতএব দুঃখের প্রতি ঘেব প্রকাশ ও আপনাকে কর্তা বলিয়া জ্ঞান করাই মূর্ত্ততার কার্য্য । ঈশ ওপরী, কি দেবতা, কি মহানুগ্রহ, কি ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কি বনবাসী, ঈশদ সকলকেই আক্রমণ করিয়া থাকে ; কিন্তু সদসরিচারজ মহাত্মার সেই আপদ দর্শনে কদাপি ভয়প্রাপ্ত হন না । হিমালয়ের ন্যায় স্থির-প্রকৃতি পণ্ডিতগণকে কদাপি ক্রোধাবিষ্ট, বিষয়াগস্ত, অবসন্ন বা হুট্ট হইতে দেখা যায় না । তাঁহার দুর্নিবার দুঃখের সময়ে ও শোক প্রকাশ করেন না । মহতী অর্থসিদ্ধি যাহাকে আনন্দিত করিতে সমর্থ হয় না, যিনি বিষম বাসনেও মুগ্ধ হন না এবং যিনি অবিচলিত চিত্তে সুখজনক, দুঃখজনক ও সুখদুঃখবিশ্রিত অবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন, তিনিই ধুরন্ধর বলিয়া নির্দিষ্ট হন । মনুষ্য ষখন যে অবস্থার অবস্থিত হউক না কেন, দুঃখজনক মানসিক সম্ভাপ পরিহার পূর্বক সম্ভাব্য অবলম্বন করা তাহার অবশ্য কর্তব্য । অধা-

খ্রিক ব্যক্তি যে সভার গমন পূর্বক ধর্মবিপ্লবনিবন্ধন ভীত না হয়, তাহাকে সভা ও তত্ত্ব্য ব্যক্তিগণকে সভ্য বলিয়া নির্দেশ করা যায় না । যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধর্মতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া তদনুযায়ী কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রকৃত সভ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেন । প্রাজ ব্যক্তির কার্য জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত হুঃসাধ্য । তাঁহার মোহকালে ও মুগ্ধ হন না । মহাতপা গৌতম গাওঁ হ্রাদ্রবনাশনিবন্ধন ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইরাও বিমোহিত হন নাই । যখন মনুষ্য মত্ত, বল, বীর্ষ্য, প্রজ্ঞা, পৌরুষ, চরিত্র, ব্যবহার বা অর্থ সম্পত্তিপ্রভাবেও অপ্রাণ্য বস্ত্র প্রাপ্ত হইতে পারে না, তখন কোন বস্ত্র প্রাপ্তি হইল না বলিয়া পরিচাপ করা নিতান্ত নিষ্ফল । বিধাতা পূর্বে আমার যে যে কার্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আমি সেই সেই কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি ; সুতরাং আমি মুগ্ধ হইতে কিছুমাত্র ভীত হই না । মনুষ্য লক্ষ্য ত্র্যয়ই লাভ করিয়া থাকে, প্রাপ্তব্য অর্থহঃখই প্রাপ্ত হয় এবং গন্তব্য স্থানে গমন করে । যে মহাত্মা এই বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হইরা মুগ্ধ না হন, তিনিই হুঃখের সময়ে ও নিরুদ্বেগে কাঁলষাপন করিতে পারেন এবং তিনিই সমস্ত ধর্মের অধীশ্বর বলিয়া নির্দিষ্ট হন ।

—•••—

### সপ্তবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২২৭

বুড়িটির কহিলেন, শিতামহ ! আপনি আমাদিগের সর্ববিষয়ের উপদেষ্টা ; অতএব ভূপতি বহুবিরোগ বা রাজান্নাশ নিবন্ধন বিষয় বিপদে নিপতিত হইলে, তাঁহার কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করা কর্তব্য, তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! দারাপত্যবিরোগ বা অর্থনাশনিবন্ধন ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইলে লোকের ঐর্ষ্যাবলম্বন করাই বিধেয় । ঐর্ষ্যাবলম্বন করিলে কলেবর বিনীর্ণ হয় না । শোকশূন্য মনুষ্যের নর্য্যবাই সুখ ও আরোগ্য লাভ হইরা থাকে । আরোগ্য লাভ হইলেই বেহের কাতিপুটি হয় । যে বিজ্ঞ ব্যক্তি শান্তিবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন, তিনিই ঐর্ষ্য, ঐর্ষ্য ও সংকার্য উৎসাহ লাভ করিতে সমর্থ হন । এই স্থলে বলিবাসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাসটি পুনরায় কীৰ্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর । পূর্বকালে দেবায়ুদের ঘোরতর মুগ্ধ হইরাছিল । ঐ মুগ্ধে অশংখ্য দেবদান

হের জীবন নাশ হয় । পরিশেষে সেই ঘোরতর সমরানল নির্বাণ হইলে দানবাধিপতি বলি ত্রিলোকের অধীশ্বর হইরাছিলেন । কিয়দিন পরে ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ পূৰ্ণক বলিকে বধনা করিয়া ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্যের অধিপত্য প্রদান করিলেন । দেবরাজ ত্রিলোকের অধিপত্য প্রাপ্ত হইলে, দেবগণ মহাগমারোহে বজ্র আরম্ভ করিলেন, বর্ণচতুষ্টয়ের নিরম সংস্থাপিত হইল ; ত্রিলোক সমুদ্ভিশালী হইয়া উঠিল এবং ভগবান্ স্বরম্ভ সাতিশ্বর আনন্দিত হইলেন । ঐ সময় সুরেশ্বর পুরন্দর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ক্রতু, বহু, আৰিষা, ঋষি, পক্ষর, ভূজগেন্দ্র, সিদ্ধ ও অন্যান্য দেবগণে সমাযুত হইয়া ঐরাবতনামক চতুর্দন্ত বারণে আরোহণ পূৰ্ণক ত্রিলোকমধ্যে পর্যটন করিতে করিতে সাগরতীরে এক গিরিগচ্ছরে দানবাধিপতি বলিকে বৃত্তিগোচর করিয়া তাঁহার সম্মুখানে উপস্থিত হইলেন । দৈত্যেশ্বর পুরন্দরকে সুরগণের সহিত ঐরাবতপৃষ্ঠে অবস্থিত সন্দর্শন করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা অশুচণ্ড হইলেন না । পুরন্দর তাঁহাকে অবিকৃত ও নিভীক অবলোকন করিয়া ঐরাবতপৃষ্ঠ হইতে কহিলেন, দানবরাজ ! তোমাকে যে কিছুমাত্র ব্যথিত দেখিতেছি না, ইহার কারণ কি ? তুমি কি শৌর্য্য, বুদ্ধ-সেবা, ভগ্নোচ্ছৃঙ্খল বা দৈর্ঘ্যপ্রভাবে এই প্রকার শান্তিলাভ করিয়াছ ? মহা নির্মিকার হওয়া নিতান্ত অকঠিন । তুমি ইতিপূর্বে পিতৃপিতামহোপভুক্ত সিংহাসনে অধিরোহণ পূৰ্ণক স্বজাতিমধ্যে প্রদানত্ব প্রাপ্ত হইয়া অত্যাংকুষ্ট বিষয়ভোগ করিয়াছিলে ; কিন্তু এক্ষণে অরাজিগণ তোমাকে সিংহাসনচ্যুত ও রাজ্য ভ্রষ্ট করিয়া তোমার সহধর্ম্মিণীকে অপহরণ করিয়াছে । তুমি বন্ধুগণের পাশে বদ্ধ ও আমার বজ্রান্ত্রে সমাহত হইয়া আমাদিগের অধীন হইয়াছ । এক্ষণে আর তোমার সে শ্রী ও সে রূপ বিস্তব নাই ; তথাপি যে তুমি শোকাকুল হইতেছ না, ইহার কারণ কি ? এরূপ অবস্থায় অবিকৃতচিত্তে অবস্থান করা নিতান্ত অকঠিন । তোমারকি আশ্রয় বৈর্য্য ! ত্রিলোকের অধিপত্য বিনষ্ট হইলে, তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না ।

পুরন্দর গর্জিতভাবে এই প্রকার পরমবাণী প্রয়োগ করিলে, দানবরাজ বলি অসম্মতচিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুরেশ্বর ! তুমি আমাকে বিস্তর ভিন্নকার করিলে ; কিন্তু আমি এক্ষণে সাতিশ্বর নিগৃহীত হইরাছি ; অতএব এ সময় আমাকে ভিন্নকার করাতে তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ প্রকাশ করা হইতেছে না । আজি আমি তোমাকে বজ্র উন্মোলন পূৰ্ণক আমার সম্মুখে অবস্থিত করিতে দেখিলাম । এক্ষণে, আনিলাম, তুমি

পূর্বে নিভান্ত অসক্ত ছিলে ; এক্ষণে কিঞ্চিৎ সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি ভিন্ন আর কোনব্যক্তিই আমার প্রতি এই প্রকার নিষ্ঠুর বাত্যা প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় না। শত্রু বশবর্তী হইলে, যে ব্যক্তি নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকেই পুরুষ বলিয়া গণনা করা যায়। হই ব্যক্তি পরস্পর বিবাদ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কে জয়লাভ করিবে, তাহার নিশ্চয় থাকে না। সংগ্রামে এক ব্যক্তির পরাজয় ও এক ব্যক্তির জয়লাভ হইয়া থাকে। অতএব তুমি বিক্রমপ্রভাবে সর্বভূতের অধীশ্বরকে পরাজিত করিয়াছ মনে করিয়া গর্জিত হইও না। তুমি ও আমি আমরা উভয়ে আমাদেরই ইন্দ্রানীত্বন উন্নতি ও অবনতির কারণ নহি। পূর্বে আমার যে প্রকার আধিপত্য ছিল, এক্ষণে তুমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছ ; কিন্তু কালক্রমে তুমিও আমার ন্যায় হরবশ্বতা, প্রাপ্ত হইবে। অতএব তুমি আমাকে পরাজয় করিয়া দ্রুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ বিবেচনা করত আমারে অবজ্ঞা করিও না। লোকে পর্যায়ক্রমে স্ববৃদ্ধি ভোগ করিতেছে। তুমিও পর্যায়ক্রমেই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ ; ফলতঃ তুমি কার্য্যদ্বারা ত্রিলোক পরাজিত কর নাট। আমরা উভয়েই কালের বশবর্তী হইয়া রহিয়াছি ; এত জন্য আমি তোমার ন্যায় আধিপত্য প্রাপ্ত হইতে পারিতেছি না এবং তুমিও আমার ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত হইতেছ না। কাল মনুষ্যকে হঃখ প্রদান করিতে অভিশাপী হইলে, মনুষ্য কখনই পিতা মাতার শুশ্রূষা বা দেবপূজাপ্রভাবে সুখলাভ করিতে পারে না। কি বিদ্যা, কি উপাস্যা, কি দান কি নিকৃৎকৃত্য কেহই কালনিপীড়িত ব্যক্তিকে পরিদ্রাব করিতে সমর্থ নহে। মনুষ্যগণ কালসহকারে সমুৎপন্ন বুদ্ধিবলবাহিত শত শত উপায় ধারাও আগামী অনর্থের প্রতিবিধান করিতে পারে না ; কালক্রমগত হঃখ ধারা নিপীড়িত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করা তাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব যখন সমুদায় কার্য্যই কালপ্রভাবে সম্পন্ন হইতেছে, তখন তুমি যে আপনাকে কর্তা বলিয়া বিবেচনা কর, ইহা নিভান্ত হঃখের বিষয়। লোকে হৃদি কার্য্যের কর্তা হইত, তাহা হইল কেহই তাহার উৎপাদক থাকিত না। অতএব লোক অন্য হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহাকে কি প্রকারে কর্তা বলিয়া নির্দেশ করা যায়। আমি কালক্রমে তোমাকে জয় করিবছি। ছিলাম এবং তুমিও কালক্রমে আমাকে জয় করিবছ। লোকে কালের বশবর্তী হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য সাধনার্থ ধাবমান হইয়া থাকে। সমুদায় লোকই কালের বশীভূত হইয়া অবস্থান পরিতেছে। একবার নিশ্চয়ই

যে প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, তাহা তুমি প্রাকৃতবুদ্ধি দ্বারা অবগত হইতে পারিতেছ না। তুমি আপনার বিক্রমপ্রভাবে ইন্দ্র প্রাপ্ত হইয়াছ বোধ করিয়া কেহ কেহ তোমাকে প্রশংসা করে বটে; কিন্তু আমি তাহাতে কিছুমাত্র অনুতাপ করি না। লোকপ্রবৃত্তিজ্ঞ মাদৃশ ব্যক্তিগণ হঃখাবস্থার আপনাদিগকে কালপীড়িত জানিতে পারিয়া কি কখন শোক ও মোহের বশীভূত হইয়া থাকে? আমার বা মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধি কি কখন কালক্রমগত বাসনসময়ে ভগ্ন অর্ণবপোতের ন্যায় অবগত হয়? কি আমি, কি তুমি, কি অন্যান্য ভাবী সুরপতিগণ সকলকেই পূর্বতন ইন্দ্র-দিগের গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে। তোমাকে এক্ষণে অপূর্ণ শোভাসম্পন্ন ও নিতান্ত দুর্দর্শ অবলোকন করিতেছি; কিন্তু উপযুক্ত কাল সমাগত হইলে, তোমাকেও আমার ন্যায় অবস্থাপন্ন হইতে হইবে। কাল প্রভাবে বহু-সহস্র ইন্দ্রের পতন হইয়া গিয়াছে; অতএব কেহই কালকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। তুমি জিলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া সর্বভূত ভাবন সনাতন ব্রহ্মের ন্যায় আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিতেছ। কাহারই ঐশ্বর্য অচল ও চিরস্থায়ী নহে। তুমি কেবল আপনার মুখতা-নিবন্ধন দ্বীর ঐশ্বর্য অনন্ত জ্ঞান করিতেছ। লোকে কাল কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াই অবিবর্ত্ত বিষয়ে বিশ্বাস ও অনিশ্চয় বিষয়কে নিশ্চয় বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। তুমি মোহনিবন্ধনই রাজ্যজ্ঞীকে আপনার বলিয়া বোধ করিতেছ; কিন্তু কি তুমি, কি আমি, কি অন্য কোন ব্যক্তি কেহই ইহাকে চিরকাল অরত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না। ইনি পূর্বে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য ব্যক্তিকে আশ্রয় ও পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার নিকট অবস্থান করিতেছেন বটে; কিন্তু কিরংকাল পরে গাভী যে প্রকার এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গমন করে, সেইরূপ নিশ্চয়ই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবেন। তোমার পূর্বে অসংখ্য ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং তোমার পরেও অনেকে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন। পূর্বে যাহারী এই বৃকোবধিপরিপূর্ণ নানারত্নসম্পন্ন সঙ্গাগরা পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারী সকলেই নেত্রপথের বহির্ভূত হইয়াছেন। পৃথু, ঐল, যর, ভীম, নরক, শম্বর, অশ-গ্রীব, পুলোমা, রাহু, অমিতধ্বজ, প্রহ্লাদ, মনুচি, দক্ষ, বিশ্বেশ্বরি, বিরোচন, হীনিষেব, অহোত্র, ভূরিহা, পুষ্পবান, বুধ, সত্যোপ, ঋষভ, বাহু, কপিলাস্থ, বিরূপাক্ষ, বাগ, বার্তব্যর, বহ্নি, বিশ্বকংষ্ট্র, নৈঋতি, সঙ্কোচ, বরীতাক, ববাহ, অশ্ব, কচিপ্রভ, বিশ্বজিৎ, অতিক্রম বৃষাণ্ড, বিক্রম, মধু,



হিরণ্যকশিপু ও কৈটভপ্রভৃতি মহাবলশালী অসংখ্য দৈত্যদানবগণ ও বহুসংখ্যক রাজসগণ রাজ্যাধিপত্য প্রাপ্ত হইরাছিলেন। তাঁহারা সকলেই কালক্রমে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। অতএব কালই সর্ব্বাশেষা বলবান্। হে অররাজ! তুমিই একাকী যে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ, এমন নহে। ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রগণ সকলেই শতক্রতুর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সকলেই ধর্ম্মশীল, যজ্ঞ দীক্ষিত, বিমানচাৰী, সমুদ্র সংগ্রামে অপরাজুখ, অস্ত্রবলসম্পন্ন, মারাদিগণ ও কামরূপী ছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই বাহু পরিবেশ ন্যায় আয়ত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইরা পরাজুখ হন নাই। তাঁহারা সকলেই দাক্ষারণীগর্ভসমুত, মহাবল পরাক্রান্ত, তেজঃপূজকলেবর, মহাপ্রতাপশালী, সত্যব্রত ও বেদব্রতপরায়ণ, সমুদ্রার শান্ত্রে পারদর্শী এবং যথেষ্ট ঐশ্বৰ্য্যের অধিপতি ছিলেন, আর সকলেই উপহুক্ত পাণ্ড্রে ধনধান করিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কখন ধনবর্ষণ বা দানস্বৰ্ঘ্য দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যাহা হউক, কালের নিকট কেহই অস্বা-  
হতি পাইতে পারে না। তাঁহাদিগকেও করাল কাল কবলে নিপতিত হইতে হইরাছে। হে পাকশাসন! এই বলুমতীর উপভোগ সমাপ্ত হইলে যখন তোমাকে ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, তখন তুমিও স্বীয় শোকাবেগ সত্ত্বয় করিতে পারিবে না। অতএব ভোগবাসনা ও ঐশ্বৰ্য্য-  
গর্ভ পরিত্যাগ করাই তোমার কর্তব্য। আমার ন্যায় রাজ্যচ্যুত হইলে তোমাকেও শোকহুঃখ সহ্য করিতে হইবে; অতএব তুমি শোকেয় সময় শোক ও আনন্দের সময় আনন্দে অভিভূত হইও না। অতীত ও অনাগত বিষয়ের চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক বর্ত্তমান অবস্থার সন্তুষ্টি থাকা সকলেরই কর্তব্য। আমি আশ্রয় পরিহার করিয়া সর্ব্বদা স্বীয় কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকিতাম; অতএব কাল যখন আমাকেও আক্রমণ করিয়াছে, তখন অবিলম্বে তোমাকেও আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই; অতএব কাত হও। তুমি আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া আমার ত্রাসোৎপাদন করিতে বস্তুবান হইতেছ এবং আমি নিপীড়িত হইরাছি বলিয়াই আত্মাভিমান প্রকাশ করিতেছ। আমি পূর্ব্ব কালকর্ষক সমাক্রান্ত হইরাছি বলিয়াই তুমি আমার নিকট মহা তর্জন গর্জন করিতেছ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে, সেই কাল তোমারও পশ্চাৎ থাকিবে হইতেছে। পূর্ব্ব আমি ক্রুদ্ধ হইরা সংগ্রামমাগরে অবতীর্ণ হইলে, আমার সমুখে কে অবস্থান করিত পারিত? এক্ষণে তোমার সোভাগ্য সবিনয় হইরাছে

বলিরাই তুমি আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছ। এক্ষণে তুমি হ্রস্বলোক ইন্দ্র করিতেছ, কিন্তু তোমারও সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইবে। তখন আমি যে প্রকার ইন্দ্রপদবী কইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অনুপে কালযাপন করিতেছি, তোমাকেও এইরূপ কালযাপন করিতে হইবে। তুমি কোন সংস্কারের অনুষ্ঠান পূর্বক এই বিচিত্র জীবলোকের ইন্দ্র প্রাপ্ত হও নাই এবং আমিও কোন অসংস্কারের অনুষ্ঠান করিয়া উহা হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। কালের প্রভাবেই তোমার উন্নতি এবং আমার অবনতি হইয়াছে। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কি ঐশ্বর্য্য, কি অনৈশ্বর্য্য, কি সুখ, কি দুঃখ, কি জন্ম, কি মৃত্যু কিছুতেই সমরিক শ্রীত বা ব্যথিত হন না। আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছি; তবে তুমি কি নিমিত্ত লজ্জাবিহীন হইয়া আমাকে ভিরঙ্কার করিতেছ। ইতিপূর্বেই তুমি আমার পরাক্রমের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার রণস্থলে পরাক্রমপ্রকাশই তাহার দৃষ্টান্ত-রূপ রহিয়াছে। পূর্বে আমি অদিতা, ক্রতু, সাধা, বসু ও মরুতগণকে পরাজয় করিয়াছিলাম। দেবাসুরের সংগ্রাম কালে সুরগণ যে আমার নিকটে পরাজয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তোমার অবদিত নাই। আমি বারংবার তোমার মস্তকে হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ বহুকাননসম্পন্ন পক্ষত সকল চূর্ণ করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে কি করি, কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। যদি কাল আমাকে অক্রমণ না করিত, তাহা হইলে আমি এক মুষ্টিপ্রহারে তোমাকে তোমার বজ্রের সহিত নিপাতিত করিতে পারিতাম। বাহা হউক, এক্ষণে আমার বিক্রমপ্রকাশের সময় নহে, ক্ষমা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; এই জন্যই তোমার ভিরঙ্কারবাক্য সমুদার সহ্য করিলাম। আমি কালাগ্নিপরিবেষ্টিত ও কালপাশে বদ্ধ হইয়াছি বলিরাই তুমি আমাকে ভৎসনা করিতেছ। হ্রস্বভিক্রমণীর কালরূপী ভীষণ পুরুষ পশুর ন্যায় আমাকে বন্ধন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। লাভালাভ, সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু ও বন্ধনমোক সমস্তই কালক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে। তুমি বা আমি আমরা কেহই কোন বিষয়ের কর্তা নহি। কালই সমস্ত বিষয়ের কর্তা। সেই কাল আমাকে তরুস্থিত ফলের পরিপক্যবস্থার সমাধীত করিয়াছে। পুরুষ এক সময় যে সমুদায় কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া সুখ লাভ করে, কালক্রমে সেই সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব যে ব্যক্তি কালের মহিমা পরিজ্ঞাত থাকে,

কাল তাহাকে আক্রমণ করিলে, তাহার শোকপ্রকাশ করা কখনই উচিত নহে। বিশেষতঃ শোকপ্রকাশ করিলে, কদাপি দুঃখের উপশম হয় না, প্রত্যুত সামর্থ্যেরই হ্রাস হইয়া থাকে; এই জন্যই আমি শোক পরিত্যাগ করিয়াছি।

ভগবান্ ইন্দ্র দানবাধিপতি বলির এইরূপ বাক্য শ্রবণে ক্রোধ সঞ্জন করিয়া তাহাকে কহিলেন, দৈত্যেশ্বর! বরুণের পাশে আমার বজ্রসমবেত বাহু সমুদ্রাত দেখিয়া অনেকের কথা কি বলিব, জিঘাংসাপরতন্ত্র মুহূর্ত্তেক বাধিত হইতে হয়। কিন্তু তুমি আপনার তত্ত্বদর্শিতাপ্রভাবে এক্ষণে কিছুমাত্র বাধিত হইতেছ না, অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তুমি ঐশ্বর্য্যপ্রভাবেই বাধা নিবারণ করিয়াছ। কোন ব্যক্তি এই জগৎকে বিনশ্বর অবগত হইয়া অর্থ ও কলেবরের প্রতি বিশ্বাস করিয়া থাকে? আমিও তোমার ন্যায় সমস্ত লোককে অনিত্য শুণ্ড কালান্তিতে নিক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যক্ত আছি। ইহলোকে কি প্রদান, কি অপ্রদান সকলকেই কালপ্রাসে নিপতিত হইতে হয়। কেহই কালের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। কেহই কালের জেয় নাই। কাল অপ্রমত্তভাবে সতত জীবগণকে শাসন করিতেছে। কাল সাবধান হইয়া প্রেমত ব্যক্তির নিকট জাগরিত রহিয়াছেন কাল সৃষ্টির আরম্ভ অবধি সকলের প্রতি সমভাবে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। কি পূর্বতন, কি অধুনাতন কোন ব্যক্তিই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। বণিকেরা হেরূপ আপনাদিগের লভ্য দ্রব্য সবল একত্রিত করিয়া থাকে, সেইরূপ কাল কাঠা, কলা, ক্ষণ, প্রহর, দিব্যরাত্রি ও মাসপ্রভৃতি স্বীয় স্ফাংফ সকল একত্রিত করিয়া স্থূল করিতেছে। কালের কখনই কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। অনেকে আলি আমি এই কার্য্য ও কলা এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কালপ্রভাবে আপনাদিগের অতীত কার্য্য সম্পাদন করিবার পূর্বেই কালকণ্ঠে নিপতিত হইয়া থাকে। কালসমাক্রান্ত প্রাণীদিগের মুখে “আমি ইতিপূর্বেই তাহাকে দর্শন” করিয়াছি, আহা! কি প্রকারে ইহার মুখা হইল” এইরূপ বিলাপবাক্য সর্কদাঁ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাণীদিগের অর্থ, ভোগ, স্থান, ঐশ্বর্য্য ও জীবন কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কাল সমুদায়ই হরণ করিয়া থাকে। বস্তুর নিপাত ও বিদ্যমান বস্তুর ধ্বংস নিশ্চই হইবে। বস্তুতঃ সকল পদার্থই অনিত্য, এই প্রকার অবধারণ করা নিকান্ত সুকঠিন।

বাহা হউক, সমস্ত জগৎকে কালের বশীভূত ও অনিত্য বলিয়া নির্ণয়

করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। তোমার বুদ্ধি নিতান্ত অচল ও তত্ত্ব-দর্শনপরায়ণ; এই জন্যই তোমাকে ব্যথিত হইতে হয় না। পূর্বে তুমি যে, ত্রিলোকের অধীশ্বর ছিলে, এক্ষণে উহা একবার মনেও করিতেছ না। কাল কি জোষ্ঠ, কি কনিষ্ঠ সকলকেই আক্রমণ পূর্বক সংহার করিয়া থাকে। মানবগণ প্রতিনিয়ত কালকর্তৃক পরিচালিত হইয়াও ইহার প্রভাব জানিতে না পারিয়া ঈর্ষা, অভিমান, লোভ, কাম, ক্রোধ, ভয়, স্পৃহা ও মোহে আসক্ত হয়। কিন্তু তুমি আপনার তপোমুঠান, তত্ত্বজ্ঞান ও বিদ্যাবলে করস্থিত আমলকের ন্যায় কালকে উত্তমরূপে দর্শন করিতেছ। তোমাকেই কালনিরমল, সর্বশাস্ত্রবিদ্যার, কৃত্যাত্মা ও পণ্ডিতদিগের পূজনীয় বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। বোধ হয়, তুমি বুদ্ধিবলে সমুদায় লোক অবগত হইয়া ও সর্বত্র বিহার করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছ। বিয়রানুরাগ মোহ ও কখনই তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। তোমার আত্মা শ্রীতি ও সন্তাপ-পরিবর্জিত। আমি তোমাকে সর্বভূতের সুহৃৎ, বৈরতাবশূন্য ও শাস্তাস্তঃকরণ দেখিয়া তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি। ভবাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বন্ধনদশার সংহার করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। এক্ষণে তোমার প্রতি আমার দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। আমি তোমার প্রতি আর নৃশংস ব্যবহার করিব না; তোমার শ্রেয়োলাভ হউক। কালক্রমে প্রজাবর্গ অধার্মিক হইলে তুমি এই সমুদায় বাক্য পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। যখন পুত্রবধু স্বামীকে এবং পুত্র মোহনিবন্ধন পিতাকে কার্যে নিযুক্ত করিবে; শূদ্রগণ নির্ভয়চিত্তে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পাদধাবন ও ব্রাহ্মণীতে গমন করিবে; পুরুষগণ অযোনিতে বীৰ্য্য নিক্ষেপ করিবে; কাংসা-পাত্রদ্বারা সংমার্জ্জনীসংমার্জিত ধূলি নিক্ষিপ্ত ও অপবিত্র পাত্রদ্বারা পূজোপ-করণ সমানিত হইবে এবং যখন বর্ণচতুষ্টয় নিয়মশূন্য হইয়া উঠিবে, তখন তুমি এক একটি করিয়া সমস্ত পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। অতঃপর আমি হইতে তোমার আর কোন শঙ্কা নাই। তুমি সুস্থচিত্ত ও নিরাময় হইয়া সুখে সময় প্রতীক্ষা কর। ঐরাবতসমাকৃষ্ট দেবরাজ ইন্দ্র দানবাধিপতি বলিকে এই কথা বলিয়া অন্যান্য অসুরদিগকে পরাজয় পূর্বক ত্রৈলোক্যের একাধিপত্য লাভ করিয়া সান্তিশয় আনন্দিত হইলেন। সেই সময় মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিয়া হৃতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণ দেবরাজের নিকট সমুত সম-

পূর্ণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মহাতেজস্বী বাসব এই প্রকারে দানব-  
দিগকে সংহার পূর্বক ইন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে স্বরলোকে গমন  
করিলেন।

### অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশতম অধ্যায় । ২২৮ ।

বুদ্ধিষ্টির কহিলেন, পিতামহ ! লোকের ভাবী সম্পদ ও বিপদের পূর্ব-  
লক্ষণ কি ? তাহা ব্যক্ত করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! চিত্তই মনুষ্যাগণের ভাবী সম্পদ ও বিপদের  
লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দেয়। এই স্থলে লক্ষীবাসবসংবাদনামক এক  
প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মার  
ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর পাপশূন্য মহাতপা নারদ আপনার অসাধারণ  
তপোহুষ্ঠানের ফলে ব্রহ্মলোকনিবাসী ঋষিগণের তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়া  
সমস্ত লোক সন্দর্শন পূর্বক স্বেচ্ছামুসারে ত্রিলোকমধ্যে পরিভ্রমণ করি-  
তেন। এক দিন তিনি প্রাতঃকালে গাজ্রোথান পূর্বক অবগাহন করিবার  
নিমিত্ত ক্রবলোকে গঙ্গাপুলিনে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় শম্বর-  
নিহতা কুলিশপাণি দেবরাজ ইন্দ্র ও সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন  
তঁাহারা উভয়ে একত্র স্বান আত্মিক সমাপন করিয়া অতি সুস্থ সুবর্ণময়  
বালুকায় পরিপূর্ণ তীরভূমিতে উপবেশন পূর্বক দেবর্ষিগণকথিত পূর্ববৃত্তান্ত  
সকল কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ মরীচি-  
মালীর পূর্ণ মণ্ডল সমুদিত হইল। তখন তঁাহারা গাজ্রোথান পূর্বক ভক্তি-  
ভাবে তঁাহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং ভাস্করের অভিগুণে অপর  
ভাস্করের ন্যায় আর একটি জ্যোতির্ম্মণ্ডল দেখিতে পাইলেন। সেই  
জ্যোতির্ম্মণ্ডলের প্রভায় ত্রিলোক উদ্ভাসিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবর্ষি  
নারদ অনিমেষলোচনে উহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই  
জ্যোতির্ম্মণ্ডল ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলে, তঁাহারা নক্ষত্রসমুদয় অলঙ্কারে  
সমলঙ্কৃত মুক্তামালাধারিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে মনোহরবেশা অঙ্গরোগণের  
অগ্রে অগ্রে অনলক্ষিত্য ন্যায় আগমন করিতে দেখিলেন। কিয়ৎক্ষণ  
পরে কমলবাসিনী কমলা বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিলোকে প্রৱ  
ও দেবর্ষি নারদের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। লক্ষী সমাগত হইলেই  
দেবরাজ ইন্দ্র নারদের সহিত তঁাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কুর্টীকৃণি

পুটে বিনীতভাবে তাঁহাকে অর্চনা করিয়া কহিলেন, চাক্ৰহাসিনি ! আপনি কে ? কোন্ স্থান হইতে কি নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিলেন এবং কোন্ স্থানেই বা আপনাকে গমন করিতে হইবে ? তাহা ব্যক্ত করুন ।

লক্ষী কহিলেন, দেবরাজ ! এই বিশ্বসংসারমধ্যে কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলেই আমাদের প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যত্ববান হইয়া থাকে । আমি সমুদায় লোকের ভূতির নিমিত্ত দিনকরকিরণবিকসিত কমল হইতে সমুৎপন্ন হইরাছি । আমি পদ্মা, লক্ষী, ভূতি, শ্রী, শ্রদ্ধা, মেধা, সন্নতি, বিজিতি, স্থিতি, ধৃতি, সিকি, স্বাহা, স্বধা, নিয়তি ও স্মৃতি এবং আমি তোমার সম্পত্তিস্বরূপ । আমি জয়শীল ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণের সেনামুখ, ধ্বজ, রাজ্য ও অন্তঃপুরে এবং সংগ্রামে পলায়নপরাদ্রুখ, জয়শালী, সত্যবাদী, ধর্ম্মশীল, সুবুদ্ধি, ব্রহ্মনিষ্ঠ, দানশীল বীরগণের নিকট অবস্থান করিয়া থাকি । আমি পূর্বে সত্যধর্ম্মপ্রভাবে সংযত হইয়া দানবদিগের নিকট অবস্থান করিয়াছিলাম ; এক্ষণে তাহাদিগের বুদ্ধি বিপর্যায় অবলোকন করিয়া সম্প্রতি তোমার নিকট অবস্থান করিতে বাসনা করিয়াছি ।

পুরন্দর কহিলেন, দেবি ! আপনি কি নিমিত্ত দানবদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং কি অপরাধেই বা এক্ষণে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আগমন করিলেন ?

লক্ষী কহিলেন, দেবরাজ ! যাহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ, দৈর্ঘ্যশীল ও বর্গলাভে অনুরক্ত, আমি সেই সমুদায় পুরুষের প্রতি অনুরক্ত থাকি । পূর্বে দৈত্যগণ দান, অধ্যয়ন, সত্য, যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা এবং গুরু ও অতিথিগণের সৎকারবিষয়ে বিশেষরূপ, আগন্তু ছিল । তাহারা গৃহমার্জনতৎপর, জিতেন্দ্রিয়, হোমপরায়ণ, গুরু শুভ্রবানিরত, দান্ত, ব্রাহ্মণের হিতকারী, শ্রদ্ধাযিত, জিতক্রোধ ও অনুরাধিহীন হইয়া যত পূরক, পুত্রকলত্র ও অমাত্যগণের প্রতিপালন করিত । তাহারা কখনই পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিত না । কেহই পরস্পরদর্শনে কাতর হইত না । সকলেই দাতা, গৃহীতা, মান্য, বিনয়জ্ঞ, প্রসাদগুণসম্পন্ন, সরল, দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ, ভৃত্য ও অমাত্যবর্গের পরিতোষক, কৃতজ্ঞ, প্রিয়বাদী, লজ্জাশীল, যতব্রত, সুস্নাত, সুগন্ধচর্চিত, বিদ্যালঙ্কারবিভূষিত, উপবাসনিরত, তপঃপরায়ণ, বিশ্বাস, ব্রহ্মবাদী এবং সমুচিত মান ও অর্থ সংগ্রহে যত্ববান ছিল । তাহারা সকলেই স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে গাত্রোপধান করিত । কেহই প্রাতঃকালে শয়ন, দিবসে নিদ্রাসেবন এবং শামিনীযোগে

দধি ও শাকু ভোজন করিত না । তাহারা প্রায়তঃ একবাদী হইয়া প্রাতঃ কালে ব্রত ও মাসলা বস্ত্র দর্শন, ব্রাহ্মণগণের পূজা, নিশীথসময়ে শয়ন, দীন, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্বল, পীড়িত ও যোষিদিগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ও তাহাদিগকে অর্থদান এবং ভীত, বিষয়, উদ্ভিগ্ন, ব্যাধিযুক্ত, ক্লেশ, হৃতসর্বস্ব ও দুঃখার্ভ ব্যক্তিদিগকে সর্বদা আশ্বাস প্রদান করিত । পরস্পর হিংসাপর-বশ হইয়া ধর্মের অতিক্রম করিত না । সর্বদা তপস্যায় আসক্ত এবং গুরু ও বৃদ্ধগণের সেবার নিরত থাকিত । দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিদিগের যথাবিধি সংকার ও তাহাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট জব্য ভোজন করিত । উৎকৃষ্ট জব্য ভোজন ও পরস্পরগমনে পরাঅুখ ছিল । সর্বজীবের প্রতি আপ-নার ন্যায় দয়া প্রকাশ করিত । শূন্য স্থানে, শস্যযোনিতে বা অযোনিতে অথবা পূর্বকালে বীৰ্য্য পরিত্যাগ করিত না । সকলেই দান, দৈকতা, সরলতা, উৎসাহ, অনহঙ্কার, মোহাদী, তপস্যা, শৌচ, কঠুণা, শ্রীতিকর বাক্য ও মিত্রগণের প্রতি অদ্রোহপ্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণসকলে বিভূষিত ছিল । নিদ্রা, অসম্প্রীতি, অহুয়া, অনবধানতা, বিবাদ ও অন্যান্য স্পৃহা তাহাদি-গকে স্পর্শ করিতে পারিত না ।

পূর্বের দানবগণ এই প্রকার গুণশালী হওয়াতে আমি সৃষ্টির আরম্ভ অবধি অনেক যুগপর্যন্ত তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলাম । কালক্রমে এক্ষণে তাহারা ঐ সকল গুণ পরিহার পূর্বক কাম ক্রোধের বশবর্তী হইরাছে । ধর্ম তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন । ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ সভাসদগণ ধর্মকথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলে, যুবকগণ তাহাদিগের প্রতি উল্লেখ ও ঈর্ষা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে । ধর্মশীল বৃদ্ধগণ উপবিষ্ট যুবকগণের সমীপে সমাগত হইলে, তাহারা আর পূর্বের ন্যায় অভ্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা তাহাদিগের সম্মান করে না । পিতা বিদ্যামান থাকিতে পুত্র প্রভু প্রদর্শন করিতেছে । অনেকে বেতনবাসীত দাসত্ব স্বীকার করিয়া লজ্জাবিহীন হইয়া আপনাদিগের নাম প্রথাপিত করিতেছে এবং ধর্মরহিত গর্হিত কার্য দ্বারা বিপুল ধনোপার্জন করিতে অভিলাষী হইরাছে । বামিনোযোগে, তাহাদিগের চৌক্যধ্বনি শ্রুত এবং পাবকের প্রভা মন্দীভূত হইয়া থাকে । পুত্র পিতার ও স্ত্রী পতির আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে না । সকলেই অপত্যপালনে পরাঙ্গুথ হইরাছে । মাতা, পিতা, গুরু, বৃদ্ধ, আচার্য্য ও অতিথিগণকে শ্রদ্ধা করিতেছে না । ভিক্ষা প্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও গুরুদিগের সংকার না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইরাছে । তাহাদিগের পাচকগণ সর্বদা অশুচি হইয়া

পাককার্য্য নির্বাহ করিয়া এবং তাহারা গুরুদিগের নিষেধবাধ্য শ্রবণ না করিয়া শাস্ত্রনিবদ্ধ ও অনাচ্ছাদিত অন্ন ভোজন করিতেছে। তাহাদিগের ধান্য সমুদায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ এবং মুগ্ধ অনারত হইয়া কাক ও শূবিকের উচ্ছিষ্ট হইতেছে। তাহারাও উচ্ছিষ্ট হস্তে ঘৃত স্পর্শ করিয়া থাকে। তাহাদিগের গৃহিণীগণ কুদাল, দ্বাত্র, পেটক, কাংস্য পাত্র ও অন্যান্য গৃহোপকরণ সকল চতুর্দিকে বিকীর্ণ থাকিলেও তৎসমুদারে উপেক্ষা প্রদর্শন করে। প্রাচীর বা গৃহ ভগ্ন হইলে কেহই আর তাহার সংস্কার করে না। সকলেই পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে তৃণজল প্রদান করিতে পরা-  
 আখ্য হয় এবং ভূতাগণ ও সমুদায়িত বালকদিগকে বঞ্চিত করিয়া ভোজ্য বস্তু ভোজন করে। তাহারা বুধায়াংস ভোজন নিরত এবং কেবল আপনা-  
 দিগের আহারার্থ পায়স, তিলায় ও শঙ্কুলি প্রভৃতি পিষ্টক সকল পাক করাইয়া থাকে। সুর্য্যোদয় হইলেও কেহই শয্যা হইতে গাত্রোথান করে না। তাহাদিগের প্রতিগৃহে দিব্যরাজি কলহ হইয়া থাকে। উপ-  
 বিষ্ট মান্য ব্যক্তিকে কেহই আর সম্মান করে না। সকলেই ধর্ম্মচ্যুত হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রতি ঘেঁষাঘাট প্রকাশ করিতেছে। শৌচনাম্ন-  
 ঠানে কাহারও আস্থা নাই। তাহাদিগের মধ্যে জাতিসঙ্করের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহার আর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের বিশেষ সম্মান ও বেদবিহীন ব্রাহ্মণদিগের শাসন করে না। দাসীগণ চূর্ণনাচরিত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া হার বলয়াদি নানাবিধ অলঙ্কার ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বোম্বিদগণ পুরুষবেশ এবং পুরুষগণ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া ক্রীড়া বিহারান্তিতে মহানন্দ প্রকাশ করিতেছে। পূর্বপুরুষগণ উপযুক্ত পাত্রে ধন প্রদান করিলে, পুত্রপৌত্রাদিগণ তাহার ফল ভোগ করে; কিন্তু নাস্তিকতানিবন্ধন তাহাদিগের মধ্যে কেহই আর সে ফল-  
 ভোগে অধিকারী হইতেছে না। কাহার কোন জব্য অপহৃত হইলে, সে অতি বিশ্বাসের পাত্র মিত্রের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহাকে সেই জব্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। অনেকে অতি অল্পমাত্র ধনদ্বারা সমুদয় সমুখানে প্রবৃত্ত হইয়া মিত্রগণের অপরিমিত ধন অপহরণ করিতেছে। সংকুলসমুত্ত ব্যক্তিগণও পরধন অপহরণ করিবার নিমিত্ত ক্রয় বিক্রয়কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শূদ্রগণ তপোভূতানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অনেকেই বিনানিরম্ম এবং কেহ কেহ বা বুধানিরম্ম ধারণ পূর্বক অধ্যয়ন করিতেছে। শিষ্যগণ গুরুসেবায় পরাআখ্য হইয়াছে। গুরুগণ শিষ্যের সহিত সখ্যাব্যবহার করিতেছেন। বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্র উপর প্রভুত



প্রদর্শনে অসমর্থ হইরা তাহাদিগের নিকট দীনভাবে ভোজনদ্রব্য প্রার্থনা করিতেছেন। সাগরসদৃশ গাভীর্ঘাশানী বেদবিদগ্ৰণ্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কৃষাদি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যুধেীর আত্মহত্যাভাজনে প্রবৃত্ত হইরাছে। আচার্য্যগণ শিবোর মতামুসারে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহাদিগকে কুশলপ্রদ জিজ্ঞাসা ও তাহাদিগের বাক্যামুসারে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছেন। কুলবধূগণ স্বামী ও স্বগুরের সমক্ষেই ভ্রাতাবর্গের শাসন ও স্বামীকে আত্মান পূরক গর্ভিতভাবে তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া থাকে। পিতা অতি যত্নপূরক পুত্রের মনোরঞ্জে প্রবৃত্ত হইরাছেন। অনেকে রোষভরে ধন বিভাগ করিয়া পুত্রগণকে প্রদান পূরক স্বয়ং অতি কষ্টে কালবাণন করিতেছেন। কোন ব্যক্তির ধন রাজা বা তত্ত্বর কর্তৃক অপহৃত অথবা অগ্নিদাহে দগ্ধ হইলে তাহার বন্ধুগণও বিদ্রোহপ্রভাবে তাহার প্রতি উপহাস করে। ফলতঃ দানবকূলে সকলেই কৃতঘ্ন, নাস্তিক, পাণ্ডিত্য, গুরুদারাপহারী, অভক্ষ্য ভক্ষণে অস্বস্ত, নিরমবিহীন ও শ্রীভট্ট হইরাছে।

হে দেবরাজ ! দানবগণ এক্ষণে এই প্রকার অনাচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে আর আমি তাহাদিগের নিকট অবস্থান করিব না স্থির করিয়া স্বয়ং তোমার নিকট উপস্থিত হইরাছি। এক্ষণে তুমি আমার সংবর্দ্ধনা কর, তাহা হইলে সকল দেবতাই আমার সম্মান করিবেন। আমি যে স্থানে অবস্থান করিয়া থাকি, আমার প্রিয়সহচরী জয়া, আশা, প্রজ্ঞা, ধৃতি, ক্রান্তি, বিজিতি, সন্নতি ও ক্ষমা এই অষ্ট দেবীও সেই স্থানে অবস্থিতি করেন। উহাদিগের মধ্যে জয়াই সর্বাগ্রগণ্য। সম্প্রতি আমি উহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া অসুরগণকে পরিচ্যাগ পূরক তোমার নিকট উপস্থিত হইরাছি। আমি অতঃপর ধর্ম্মপরায়ণ দেবগণের মধ্যে অবস্থান করিতে অভিলাষ করি।

দেবী লক্ষ্মী এই কথা কহিলে, দেবর্ষি নারদ ও বৃত্রাসুরনিহন্তা পুরন্দর উভয়ে তাহার আনন্দ বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অগ্নিসংখ্য সমীরণ সুগন্ধী ও সুখস্পর্শ হইরা দেবগণের প্রতিগৃহে মন্দ মন্দভাবে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলেন। প্রায় সহস্রাব্দ দেবতাই লক্ষ্মীর সহিত সমাগীন পুরন্দরকে সন্দর্শন করিবার অভিলাষে অতি পবিত্র স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিশশাধিপতি ইন্দ্র লক্ষ্মী ও স্বীয় সুহৃদ দেবর্ষি নারদ সমভিব্যাহারে হরিদশৃঙ্গযুক্ত রথে সমারূঢ় ৭৭ অসুরগণ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া সন্ধ্যামধ্যে গমন করিলেন।

ঐ সময় দেবর্ষি নারদ বাসবের মনোগত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া লক্ষ্মীর সন্মানবর্দ্ধনার্থ মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে স্বাগত প্রদান করিলেন । তখন স্বর্গ হইতে অমৃতবৃষ্টি হইতে লাগিল । হুঙ্কার সকল স্বয়ং ধ্বনিত হইয়া উঠিল । দিক্ সমুদায় এসন্ন হইয়া অপূর্ণ শোভা প্রাপ্ত হইল । জলধর যথাসময়ে শস্যার্থ জল বর্ষণ করিতে লাগিল । কেহই আর ধর্ম পথ হইতে বিচলিত হইল না । মর্ত্য লোকের মঙ্গলবিধানার্থ বসুন্ধর্য বিবিধ বৈষ্ণব আকর ও বেদধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । মানবমাত্রেই সংকার্ষ্যে আসক্ত, মনস্বী ও পুণ্যকার্য্যপরায়ণ হইল । দেবতা, কিন্নর, বক, রাক্ষস ও মনুষ্যাগণ মহাসমুদ্ভিশালী উদারস্বভাব হইয়া উঠিলেন । পাদপগণ পবনপ্রভাবে পরিচালিত হইলে ও তৎসমস্ত হইতে অকালে ফলের তথা কি বলিব, কুসুমপর্ষাও নিপতিত হইল না । ধেনু সমুদায় হুঙ্করতী ও কামদুগা হইয়া উঠিল । নিষ্ঠুরবাক্য একবারে তিরোহিত হইল ।

হে ধর্মরাজ ! এই প্রকারে ইন্দ্র প্রকৃতি দেবগণ লক্ষ্মীর সন্মান বর্দ্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । যাহারা ব্রাহ্মণসভার সমবেত হইয়া ইহা পাঠ করেন, তাহারা পূর্ণমনোরথ হইয়া লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইতে পারেন । তুমি যে সম্পত্তি ও বিপত্তির পূর্ব রূপের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহার উদাহরণরূপ উৎকৃষ্ট ইতিহাস বর্ণন করিলাম ; তুমি স্থিরচিত্তে ইহার যথার্থ তত্ত্ব অবধারণ কর ।

### একোনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২২৯ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, লিভামহ ! লোকে কি প্রকার চরিত্র, আচার, আর বিদ্যা ও পরাক্রমসম্পন্ন হইলে, ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারে ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! মোক্ষধর্মপরায়ণ অন্নাহারনিবৃত্ত জিতে স্ত্রির ব্যক্তিগণই মায়ীপ্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মপদ লাভ করেন । আমি এই উপ লক্ষে মহাত্মা জৈগীষবাদেবলসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

এক দিন মহাতপা অসিতদেবল সর্বধর্মবেতা হর্ষক্রোধপরিবর্জিত ভগবান্ জৈগীষবাকে কহিলেন, মহাত্মন ! আপনি স্তুতিবাদদ্বারা পরি ভূষ্ট ও নিন্দাবাক্যদ্বারা ক্রুদ্ধ হন না । অতএব জিজ্ঞাসা করি, আপনার

প্রজ্ঞা কি প্রকার ? আর কোথা হইতে উহা লাভ করিলেন এবং উহার ফলই বা কি ?

মহামতি দেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মহাতপা জৈগীষ্য মহার্ষিঃযুক্ত অসন্দ্বিগ্ন পবিত্র বাক্যে, তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, তপো-ধন ! বিশ্বকর্মা ব্যক্তিগণ যে প্রজ্ঞাপ্রভাবে উৎকৃষ্ট গতি ও শান্তি লাভ করেন, আমি তোমার নিকট সেই প্রজ্ঞার বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । যাহারা স্তুতি ও নিন্দা এই উভয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্যাকৃত স্তুতিনিন্দা কাহারও নিকট বাক্য করেন না । জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই বিপক্ষকর্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহার নিন্দায় প্রযুক্ত হন না এবং বিনাশোদ্ধাত ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে বাসনা করেন না । অনাগত ও অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক না করিয়া উপস্থিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন । কোনক্রমেই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হন না । পূজাকাল সমাগত হইলে, ব্রতনিরত হইয়া সাধ্যানুসারে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন । সৰ্ব্বদা জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করেন । কার্য্যমনোবাক্যে কখন কাহার অপকার বা সমকক্ষের প্রতি ঈর্ষা করেন না এবং অন্যের সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া কখনই অনুতাপিত হন না । যাহারা অন্যের নিন্দা ও প্রশংসা না করেন, তাঁহাদিগকে কখনই অন্যাকৃত নিন্দা ও প্রশংসা শ্রবণ করিতে হয় না । সৰ্ব্বশ্রাণীর হিতকারী প্রশান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরাই হর্ষ, ক্রোধ ও পরাপকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবকে দেহ হইতে পৃথক্ বিবেচনা করত পরম সূখে বিচরণ করিতে পারেন । যাহাদিগের এক জনও বান্ধব বা বিপক্ষ নাই এবং যাহারা কাহারও বন্ধু বা বিপক্ষ নহেন, তাঁহারা সতত পরম সূখে কালযাপন করিতে পারেন । যাহারা সৰ্ব্বজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন করেন, তাঁহারা সৰ্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন ; আর যাহারা ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করে, তাহারা সৰ্ব্বদাই বিষাদ প্রাপ্ত হয় । আমি এক্ষণে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছি ; অতএব কি জন্য নিন্দিত হইয়া নিম্নক ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত ও প্রশংসিত হইয়া প্রশংসাকারীর প্রতি পরিতুষ্ট হইব । যে ব্যক্তি যাহা হইতে যে দ্রব্যের বাসনা করে, সেই ব্যক্তি তাহা হইতে তাহাই প্রাপ্ত হউক ; তাহাতে আমার কিছুমাত্র লাভালাভ হইবে না । তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অবমানিত হইলে অবমানকে অমৃতের ন্যায় বোধ করিয়া পরিতুষ্ট ও সম্মানিত হইলে সম্মানকে বিষতুল্য বিবেচনা করিয়া উদ্বিজিত হন । সৰ্ব্বদোষবিমুক্ত মহাত্মা অন্যাকর্তৃক অবমানিত হইয়া সূখে নিদ্রামুখ অমুভব করেন ; কিন্তু

যে ব্যক্তি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, সে ব্যক্তি নিজিত হইতে পারে না । যে মহাত্মারা উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হন, এই প্রকার নিয়মাবলম্বী তাঁহাদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ হয় । জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ নিজাম হইয়া শাস্ত্রানুসারে সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে মায়াপ্রপকাতীত পরম পদ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কেহই তাহার পদ গ্রহণ করিতে পারে না ।

### ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৩০ ।

সুধিষ্টির কহিলেন, পিতামহ ! কোন্ ব্যক্তি এই পৃথিবীমণ্ডলে সর্বলোকের প্রিয়, সর্বগুণসম্পন্ন ও সর্বতত্ত্বজ্ঞ, তাহা ব্যক্ত করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মহামতি বামুদেব উগ্রসেনের নিকট নারদের বিষয় যাহা কহিয়াছিলেন, আমি এই স্থানে তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । একদিন উগ্রসেন কেশবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বামুদেব ! সমুদায় লোকই দেবর্ষি নারদের গুণগাথা কীর্তন করিয়া থাকে । অতএব তাঁহাকে অবশ্যই সর্বগুণসম্পন্ন বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই । অতএব তুমি তাঁহার গুণ সকল কীর্তন কর । তখন কেশব কহিলেন, মহাত্মন ! আমি দেবর্ষি নারদের যে সমুদয় সদগুণ পরিজ্ঞাত আছি, তাহা সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । তিনি যে প্রকার সচ্চরিত্র, তত্ত্বমুরূপ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন । তথাপি তিনি স্বীয় সচ্চরিত্রের অগুমাত্র অহঙ্কার প্রকাশ করেন না । ক্রোধ, চপলতা, ভয় ও দীর্ঘস্থিতি তাঁহার দেহ হইতে একবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে । তিনি সকলেরই উপাস্য । কাম বা লোভবশতঃ তিনি কদাপি বাক্যের অন্যথা করেন না । তিনি অধ্যাত্ম-বেত্তা, শক্তিমান, ক্রমাসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, সরল, সত্যবাদী, তেজস্বী, যশস্বী, বুদ্ধিমান, বিনয়ী, জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, হুশীল, লজ্জাশীল, বাখ্যী, মুহূর্ত্তাবধি, সম্রাটবিদ্যাভিষারদ, সুন্দরবেশধারী, পবিত্রানভোজননিরত, পবিত্র, সদালাপী ও দৈর্ঘ্যপরিবর্জিত । তিনি সতত সকলের প্রেরণাবিধান করিয়া থাকেন । তাঁহার কলেবরে পাণের লেশমাত্র নাই । তিনি অন্যের অনর্থে সন্তুষ্ট হন না । বেদশ্রবণ ও বেদোচ্চারণ দ্বারা বিষয়কামনা জন্ম করিতে বাসনা করেন । তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই । তিনি সকলকেই সমান জ্ঞান ও সকলের অভিলাষামুরূপ বাক্যবিন্দীপ করিয়া

থাকেন। তিনি বহুশাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, বিচিত্রভাবী এবং কামনা, শঠতা, দীনতা, ক্রোধ ও লোভবিহীন। তিনি ভ্রমাবধি অর্থ বা কামের নিমিত্ত কাহারও সহিত কখন বিবাদ করেন নাই। তাঁহার দোষ সকল দূরীভূত হইরাছে। তিনি দূরতত্ত্বিসম্পন্ন ও ভ্রমপ্রমাদপরিবর্জিত; অর্থ বা কামে তাঁহার কিছুই যত্ন নাই। তিনি সংসর্গশূন্য হইরাও সংসর্গীর ন্যায় লক্ষিত হইরা থাকেন। তিনি সমুদায়ের ভিন্ন ভিন্ন চিত্তবৃত্তি সন্দর্শন করেন; কিন্তু কখন কাহারও নিন্দা বা আত্মশ্লাঘা করিতে প্রবৃত্ত হন না। কদাচ কোন শাস্ত্রে অশ্রুয়া প্রদর্শন ও বৃথা কালহরণ করেন না, এবং আপনার নীতি অবলম্বন করিয়াই কালযাপন করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা বহু পরিশ্রম করিয়া যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইরাছেন; তথাপি সমাধি হইতে নিবৃত্ত হন নাই। তিনি সততই কার্যো ব্যাপৃত থাকেন; কিন্তু কখনই তাঁহার অনবধানতা দৃষ্ট হয় না। লোকে তাঁহাকে মঙ্গলকার্যোই নিযুক্ত করে। তিনি কখন কাহারও গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করেন না, এবং অর্থপ্রাপ্তি হইলে লুপ্ত বা অর্থপ্রাপ্তি না হইলে দুঃখিত হন না। এই জন্যই সর্বলোকে সর্বস্থানে তাঁহার সম্মান করিয়া থাকে। এই প্রকার সর্বশুণ্যসম্পন্ন ব্যক্তিই সকলের প্রিয়পাত্র হয়।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৩১ ।

বুধিষ্ঠির কহিলেন, শিতামহ! সর্বজীবের আদি, অন্ত, দ্ব্যন, কার্য, কাল ও যুগভেদে আবুন্ন তারতম্য কি প্রকার এবং কি হইতেই বা তাহা-  
দিগের সদগতি, অসদগতি, উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে। এই সকল জ্ঞাত হইতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে। অতএব যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কীর্ত্তন করুন। মহাত্মা ভরদ্বাজের মুখে শুণ্ডকবিত নীতিগত উৎকৃষ্ট বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া অবধি আমার বুদ্ধি অলৌকিকনিষ্ঠাসম্পন্ন ও বোগবর্জের অশ্রুগত হইরাছে; তদ্বিবক্ষ্য আপনার মুখে ঐ সকল বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে এক্ষণ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি।

ভীর কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে ভগবান্ বেদব্যাসে শুকবিজ্ঞান-  
বীর পুত্র শুকদেবকে বাহা কহিরাহিলেন, এক্ষণে সেই প্রাচীন ইতি-  
হাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মহামতি শুকদেব বেদবেদাদ,

সাক্ষ, উপনিষৎ সমুদায় অধ্যয়ন পূর্বক কৰ্মে নৈপুণ্য লাভ করিয়া স্বা-  
জীবন ব্রহ্মচর্য্যামুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইয়া ধৰ্ম্মার্থসংগ্রহের ছেদন-  
কর্তা স্বীয় পিতা বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! প্রাণিগণের  
কর্তা কে? কাল পরিমাণ দ্বারা কি নির্ণয় করা যায়? এবং ব্রাহ্মণের  
কর্তব্য কি? তাহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন।

তখন সৰ্ব্বধৰ্ম্মবিশারদ ব্রহ্মজ্ঞ ভূতভবিষ্যৎবেতা তগবান্ বেদব্যাস স্বীয়  
পুত্রকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, বৎস! আত্মজ্ঞান, জ্ঞানবিহীন, জ্যোতিঃ-  
স্বরূপ, অজর, নিত্য, অব্যয়, তর্কের অগোচর ও জ্ঞানাতীত পরব্রহ্ম সমুদায়  
লোকের অগ্রে অবস্থান করিতেছেন। মহর্ষিগণ পঞ্চদশ নিমেষপরিমিত  
কালকে কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠাপরিমিত কালকে কলা, সাক্ষাবিশংতি পলা-  
ধিক ত্রিংশৎকলাপরিমিত কালকে মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তপরিমিত কালকে  
দিবারাত্রি, ত্রিংশৎ দিবারাত্রিপরিমিত কালকে মাস ও দ্বাদশমাসপরিমিত  
কালকে সংবৎসর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সংখ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ সং-  
বৎসরকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দ্বারা বিভাগ করেন। দিবারাত্র স্বীয়  
গতিদ্বারা মনুষ্যাদিগের এই দিবারাত্রি সম্পাদন করিতেছেন। প্রাণিগণ  
দিবাভাগে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, এবং যামিনীযোগে নিদ্রাসেবন  
করে। মানবদিগের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিবা ও এক রাত্রি হয়।  
তন্মধ্যে শুক্লপক্ষ তাঁহাদিগের দিবা ও কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি। মনুষ্যদিগের এক  
সংবৎসরে দেবলোকের এক দিন ও এক রাত্রি হয়, তন্মধ্যে উত্তরায়ণ  
তাঁহাদিগের দিন ও দক্ষিণায়ন রাত্রি। পূর্বে এই মামুখলৌকিক যে যে  
দিবারাত্রি কথিত হইয়াছে, আমি সেই দিবারাত্রি গণনা করিয়া ব্রহ্মার  
দিবারাত্রি ও সংবৎসর আনুপূর্ব্বিক কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবগ-  
ণের চারি সহস্র আট শত বৎসরে সত্য, তিন সহস্র ছয় শত বৎসরে ত্রেতা,  
দুই সহস্র চারি শত বৎসরে দ্বাপর, এবং এক সহস্র দুই শত বৎসরে কলি-  
যুগ হয়। এই যুগচতুষ্টয়রূপ কাল সত্য লোকসকলকে ধারণ করিতেছে।  
এই কাগই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পরিজ্ঞাত পরব্রহ্মরূপ। সত্যযুগে চারিপাদ ধৰ্ম্ম  
ও সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। তৎকালে কোন ব্যক্তিই কোন প্রকার অধৰ্ম্মে  
লিপ্ত হয় না। অন্যান্য যুগে ক্রমে ক্রমে বেদবিহিত ধর্ম্মের এক এক অংশ  
ক্ষয় হইয়া যায়; সুতরাং তৎকালে ক্রমশঃ চৌর্য্য, মিথ্যা ও হিংসাদি দ্বারা  
অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে। সত্যযুগে মানবগণ রোগবিহীন ও সিন্ধুকাম  
হইয়া চারি শত বৎসর জীবন ধারণ করে। ত্রেতাযুগে তিন শত, দ্বাপর-  
যুগে দুই শত, ও কলিযুগে এক শত বৎসর মনুষ্যাদিগের পৰ্যায় হয়; এবং

ঐ সকল যুগে তাকাংদিগের বৈশ্ববিহিত ধর্ম, ক্রিয়াকল ও বেদের ফল ক্ষয় হইয়া যায়। ক্রমশঃ যুগহাসনিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগে লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায়ুগে জ্ঞানোপার্জন, দ্বাপরযুগে বজ্র, ও কলিযুগে দানই পরম ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকারে চারি যুগে দেবমানের দ্বাদশ সহস্র বৎসর হয়। এই প্রকার সহস্র যুগ অতীত হইলে, ব্রহ্মার এক দিন ও আর সহস্র যুগ অতীত হইলে তাঁহার এক রাত্রি হইয়া থাকে। ব্রহ্মার দিবসে কৃত্ত প্রভৃতির সৃষ্টি ও রাত্রিতে প্রলয় হয়। প্রলয়ের প্রারম্ভে ঈশ্বর এই বিশ্বসংসার আপনাতে লীন করত যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকেন, এবং প্রলয়ের অবসানেই জাগরিত হন। এই প্রকারে দিব্যরাত্রি-বেত্তা পণ্ডিতগণ দেবগণের সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন ও অপর সহস্র যুগে তাঁহার এক রাত্রি অবধারিত করিয়াছেন। নিদ্রাস্থানে সেই অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর জাগরিত হইয়া অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর জাগরিত হইয়া অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই অহঙ্কারপ্রভাবে পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হয়।

### দ্বাত্রিংশাদ্বিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৩২ ।

তেজোময় ব্রহ্মই সকলের বীজস্বরূপ। তাঁহা হইতে এই সকল বিশ্বসংসার সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সহায়শূন্য হইয়াও প্রথমতঃ জড়স্বরূপা মায়া ও চেতনস্বরূপ পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ঐ পুরুষ স্বয়ং উদ্ভেদগামী হইয়া মায়াধারা এই জগৎ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রথমে মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হইল। দূরগমনশীল বহুধা-গামী এবং প্রার্থনা ও সংশয়াত্মক মন সৃষ্টি বিধানবাসনার ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বিবিধ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ ঐ মন হইতে শব্দগুণ আকাশের উৎপত্তি হয়। তৎপরে আকাশ হইতে অতি পবিত্র বলবান্ স্পর্শগুণ বায়ুর, বায়ু হইতে দ্রুতিমান্ কপগুণ অগ্নির, ঐ অগ্নি হইতে রসগুণ সলিলের এবং সলিল হইতে গন্ধগুণ পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। এই পঞ্চ মহাভূতমধ্যে যে ভূত বাহ্য হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সে তাহার গুণ লাভ করিয়াছে। আকাশ কোন মহাভূত হইতে সমুৎপন্ন হয় নাই;

সুতরাং উহা আপনার গুণভিন্ন অন্য কাহারও গুণলাভে অধিকারী নহে । একমাত্র শব্দই উহার গুণ । বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ ; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; সলিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে । কোন কোন ব্যক্তি আপনার মূঢ়তানিবন্ধন সলিল ও সমীরণে গন্ধের উপলব্ধি করিয়া ঐ গন্ধকে ঐ উভয়েরও গুণ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে । কিন্তু উহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ । কারণ, গন্ধ কেবল পৃথিবীরই গুণ ; উহা সলিল ও সমীরণে মিলিত থাকে বলিয়া হুই পদার্থ গন্ধযুক্ত হয় ; ফলতঃ গন্ধ উহাদিগের গুণ নহে ।

বাহা হউক, ঐ মহত্ত্বাদি সপ্ত পদার্থ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না । পরিশেষে তাহারা পরস্পর সমবেত হইয়া হস্তপদাদিবিশিষ্ট স্থল শরীরে পরিণত হইল । ঐ স্থল শরীরকে পুর বলিয়া নির্দেশ করা যায় ; সুতরাং উহাতে যিনি অবস্থান করিলেন, তাঁহার নাম পুরুষ । তৎপরে পঞ্চ কর্ষেঞ্জির, পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জির, শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও মন, এই ষোড়শ পদার্থে বিরচিত লিঙ্গশরীর স্বীয় অদৃষ্টের সহিত স্থল শরীরে প্রবেশ করিল । পরে সর্বভূতের আদিকর্তা তপোমূর্তিনাথ মারাপ্রভৃতিকে লইয়া সেই লিঙ্গশরীরে প্রবিষ্ট হইলেন । লোকে উহাকে প্রজাপতি বলিয়া নির্দেশ করে । উনি প্রথমে স্বাবরজঙ্গমের সৃষ্টি করিয়া পরে দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, নদী, সমুদ্র, দিক্, পার্বত্য, বৃক্ষ, নর, কিম্বর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ ও সর্প এবং নিত্য অনিত্য সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি করিলেন । প্রথম সৃষ্টির সময়ে যে যে পদার্থ যে যে গুণ অধিকার করিল, সেই সেই পদার্থ পুনরায় উৎপন্ন হইবার সময়েও সেই সেই গুণে অধিকারী হইল । লোকে অদৃষ্টোত্তরারে হিংসা, অহিংসা, মূঢ়তা, ক্রূরতা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যাপ্রভৃতি বাহা চিন্তা করিয়া থাকে, সে পরজন্মে তাহা প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয়ে ব্লত হয় । জগদীশ্বরই আকাশাদি ভূত, রূপাদি ইঞ্জিয়ার্থ এবং দ্রব্য সমূহের আকৃতি সকল বিবিধরূপে সৃষ্টি করিয়া প্রাণীদিগের সহিত তাহাদের ভোক্তৃভোগ্যভাব নানাপ্রকারে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । কেহ কেহ পুরুষকারকে, কেহ কেহ দৈবকে, ও কেহ কেহ বা স্বভাবকেই কার্যের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন ; এবং কেহ কেহ ঐ তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া, উহারা একত্র হইয়াই সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছে বলিয়া থাকেন । কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই এই প্রকারে হক পুরুষকারই কারণ ; কেহ পুরুষকার কারণ নহে ; কেহ কেহ দেব ও



পুরুষকার উভয়েই কারণ; এবং কেহ বা এ উভয়ই কারণ নহে বলিয়া নানাপ্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু তৎকালীণ পরম ব্রাহ্মকেই সমুদায় কার্যের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন।

মানবগণ তপঃপ্রভাবেই মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হন। মন ও বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহই তপস্যার মূল। মহুবা বিশ্বকস্ব হইয়া তপস্যা-দ্বারাই সমুদায় বাসনা পরিপূর্ণ করিতে পারে। তপঃপ্রভাবেই অগ্নি-জ্ঞান জগদীশ্বরকে লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি তপোবলে সেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তিনিই সকলের প্রভু হইয়া থাকেন। মহর্ষিরা তপঃপ্রভাবেই দিব্যবাক্তি বৈদ্যাদি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। সৃষ্টির প্রথমে জগদীশ্বর আদ্যাত্মশূন্য বৈদ্যরূপা বায়ুরী বিদ্যার সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে ঋষিগণের নাম, দেবগণের সৃষ্টি, প্রাণিগণের নানাপ্রকার কার্যসমুদায় মন্ত্র সমুদায়ের নাম কল্পনা করিয়াছেন। লোক সকল সেই বৈদ্যব্রহ্ম অবলম্বন করিয়াই কার্ণাধঃপ্রবৃত্ত হইতেছে। বৈদ্যব্রহ্ম বৈদ্যাদান, গাহ'দ্বা, তপস্যা, নিত্যধর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, যজ্ঞ, পুণ্ড্রীণীপ্রতিষ্ঠাদি, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, এই দশবিধ জীবের মুক্তিলাভের উপায় যথাক্রমে অভিহিত হইয়াছে। বৈদ্য ও বৈদ্যব্রহ্ম বৈদ্যব্রহ্ম পণ্ডিতগণ হাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, তিনি উক্ত দশবিধ উপায় দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শরীরাত্মিক প্রাণিগণ কার্যদ্বারা সৃষ্টিঃখমুক্ত ভৈবুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু তৎকালীণ পুরুষ বলপূর্বক উহা পরি-ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হন। বৈদ্য ও বৈদ্যপ্রতিবাদ্য পরব্রহ্ম, এই উভয়ই অবগত হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি বৈদ্যব্রহ্ম বিশেষরূপে পরি-জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি অন্যরাসেই পরব্রহ্মলাভে সমর্থ হন। ব্রাহ্ম-ণের ব্রহ্মোপাসনা, অজিতের দেবগণের তৃপ্তিলাভ করিবার নিমিত্ত পশু হিংসা, বৈশ্যের দেবদ্বিজের তৃপ্তিসম্পাদনার্থ শস্যোৎপাদন, ও শূত্রের তিন বর্ণের উপাসনাই যজ্ঞ বলিয়া নিরূপিত আছে। সত্যযুগে যজ্ঞা-ষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল না। ত্রেতাযুগেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা বিধেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দ্বাপরে যজ্ঞের নাশ হইতে আরম্ভ হই-য়াছে। কলিতে আর যজ্ঞের সম্পর্কও থাকিবে না। সত্যযুগে মানবগণ অশেষনিষ্ঠ হইয়া ঋক্ সাম যজুর্বেদোক্ত কামাযজ্ঞ সমুদায় পরিহার পূর্বক কেবল যোগবল অবলম্বন করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে যে সমুদায় মহাবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি অশ্রুপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহরাই স্থাবরজঙ্গম সমুদায় জীবের পুষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে সমস্ত লোকই

বেদাধ্যায়ন, বজ্রাস্ত্রাণী ও ধর্মশাস্ত্রের আলোচনার আসক্ত ছিল। যাপন যুগে লোক সমুদায়ের আয়ুর অন্নভানিবন্ধন বেদাধ্যায়নাদি হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিযুগে বেদ সকল কখন লক্ষিত ও কখন অলক্ষিত হইবে। মনুস্মরণ কেবল অধর্মকর্তৃক নিশীড়িত হইয়া যজ্ঞের সহিত উৎসন্ন হইয়া যায়। সত্যযুগে যে প্রকার চতুশ্রাদ্ধ ধর্ম বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে কোন কোন জিতচিত্ত তপোমুর্তীননিরত বেদান্তপ্রবণশীল ব্রাহ্মণে সেই ধর্ম লক্ষিত হইয়া থাকে। বেদবিদ্যায় ব্যক্তি স্বধর্মচারী হইয়া ও যুগধর্মনিবন্ধন কামনাপূর্বক যথাশাস্ত্র যজ্ঞব্রত ও তীর্থস্থানাদির অনুষ্ঠান করেন। যেক্রপ বর্ষাকালে বারিবর্ষণ দ্বারা নূতন নূতন নানাবিধ স্থাবর-জঙ্গমের সৃষ্টি হয়, সেইক্রপ প্রতিযুগেই নূতন নূতন ধর্মের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেক্রপ শীতাদি ঋতু একবার ঘিগত হইয়া পুনর্বার সমাগত হইলে, তৎসমুদায়ের ভাহাদেয় বিশেষ বিশেষ চিহ্ন সমুদায় আবির্ভূত হয়, সেইক্রপ প্রলয়বসানে ব্রহ্মাদিভেদ পূর্বের ন্যায় আধিপত্য উপস্থিত হইয়া থাকে। আমি পূর্বে তোমার নিকট যে, প্রজাবর্গের সৃষ্টিসংহার-কারক, অন্ননাশশূনা, বিবিধক্রপী কালের বিষয় কীর্তন করিয়াছি, প্রজাবর্গ সেই কালের প্রভাবেই উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে। যে সমুদায় প্রাণী সুখদুঃখনিরত হইয়া সত্যকৃত্যভাবানুসারে অবস্থান করে, কালই তাহাদিগের আশ্রয় ও পোষণকর্তা। আমি তোমার নিকট সৃষ্টি, কাল, যজ্ঞাদি বেদ, কর্তা, কার্য ও ক্রিয়াকর্মের বিষয় এই বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিলাম।

### ত্রয়োদশদিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৩৩।

অনন্তর ভগবান্ বিব্রোহিণী সৃষ্টির অবসানে যেক্রপ এই বিশ্বসংসার ক্রমশঃ স্তম্ভ করিয়া বীর আশ্রয় প্রণীত করেন, এক্ষণে সেই প্রলয়বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রলয়কালে মারুত ও হতাশনের সঞ্চারিতা সমুদিত হইয়া থাকে ; এবং উহাদের সমুজ্জ্বল ভেজঃপ্রভাবে সমস্ত জগৎ প্রজ্জ্বলিত হয়। সেই সময় পৃথিবী সমস্ত স্থাবরজঙ্গমান্নক পদার্থ উহাতে লীন হইলে, ভূমণ্ডল পালপ ও তৃণপরিবর্জিত হইয়া কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। তৎপরে সলিল পৃথিবীর ওণগ্রহণ করে। সলিল পৃথিবীর ওণ গ্রহণ

করিলেই উহার প্রলয়দশা উপস্থিত হয়। সেই সময় জলরাশি চতুর্দিক্ আপ্লাবিত করিয়া তরঙ্গজাল বিস্তার পূর্বক গভীর শব্দসহকারে প্রবলবেগে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। তৎপরে জ্যোতিঃ জলের গুণ গ্রহণ করিলে, জলও হতাশনে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ সময় অনলের শিখাজাল মধ্যস্থ সূর্য্যমণ্ডলকে তিরোহিত করে, এবং গগনমণ্ডল জ্বালাপটলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে। তৎপরে বায়ু জ্যোতির গুণ রূপকে গ্রহণ করে। বায়ু জ্যোতিগুণ গ্রহণ করিলে, জ্যোতিঃ প্রশান্তভাবে অবলম্বন করিয়া থাকে, এবং সমীরণ আগনার উৎপত্তিস্থান আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবলবেগে চতুর্দিকে ধাবমান হয়। তৎপরে আকাশ সমীরণের গুণ স্পর্শকে গ্রাস করিলে সমীরণ শান্তভাবে অবলম্বন করে, এবং আকাশ রূপ, স্পর্শ, গন্ধবিবর্জিত ও আকারপরিশূন্য হইয়া অব্যক্ত শব্দের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকে। আকাশ অব্যক্ত শব্দের ন্যায় অবস্থান করিলে, প্রকাশাত্মক সূক্ষ্মস্বরূপ মন আত্মপ্রকাশিত আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করে। ইহারই নাম দুল ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়।

তৎপরে চন্দ্রমা মনকে গ্রাস করে। মন প্রস্তুত হইলে, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি উহার গুণসমূহ তৎকালে চন্দ্রেই অবস্থান করিয়া থাকে। সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মন বহুকালের পর বৈষয়িক সংকল্পকে আয়ত্ত করে। তৎপরে ব্রহ্মে অভেদজ্ঞানরূপ সংকল্প সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মনকে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সেই সংকল্পকে, কাল সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও বলরূপ স্বীয় শক্তিকে, এবং বিদ্যা সেই কালকে গ্রাস করিয়া থাকে। তৎপরে সেই বিদ্যা অব্যক্ত শব্দে, এবং সেই অব্যক্ত শব্দ আত্মায় প্রবিষ্ট হয়। আত্মাই নিত্য, অব্যক্ত, পরম ব্রহ্ম। এই প্রকারে ভূত সকল পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। হে বৎস। তুমি পরম সুপণ্ডিত, এই জন্য আমি তোমার নিকট যোগিগণের জ্ঞেয় ব্রহ্ম ও প্রকৃতি, এবং ব্রহ্মার যুগসংস্রবদ্বয়কে অহোরাত্রির বিষয় নিঃশংসরে আত্মপূর্ব্বিক কীৰ্ত্তন করিলাম।

### চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৩৪ ।

যে প্রকারে জগদীশ্বর মহাভূত সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কীৰ্ত্তন করিলাম; এক্ষণে ব্রাহ্মণের বর্ত্তব্য কৰ্ম্ম সকল কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মণের পিতা তাঁহার জাতকর্ষ অবধি সমাবর্ত্তন পৰ্য্যন্ত

জিহ্বাকলাপ সম্পাদন করিবেন । সমাবর্তন হুস্পন্ন হইলে, ব্রাহ্মণ বেদ বেত্তা আচার্য্যাসম্মিধানে নিখিল বেদাধ্যয়ন সমাপন পূর্বক গুরুশ্রদ্ধার আসক্ত হইয়া গুরুঞ্চন হইতে বিমুক্ত হইবেন । তৎপরে তিনি গুরুর অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, দেহের মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত গৃহস্থাপ্রমে অবস্থিতি করত দ্বারপরিগ্রহ করিয়া অপত্যোৎপাদন, ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন, বাণপ্রস্থদ্বর্ষ্য গ্রহণ অথবা যতিধর্ম্মমুঠান পূর্বক কালবাপন করিলেন । গৃহস্থ ব্যক্তি এই সকল ধর্ম্মেরই প্রদান কারণ । গৃহী ব্যক্তি দমগুণসম্পন্ন, কামকোষাদিপরিশূন্য হইলেই অনার্য্যটম সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন । ব্রাহ্মণ পুত্রবান্, বেদজ্ঞ ও যজ্ঞপরায়ণ হইয়া পিতৃ, ঋষি ও দেবগণের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ পূর্বক অন্যান্য আশ্রমে গমন করিবেন । এই পৃথিবীমধ্যে যে যে স্থান তাঁহার পবিত্র বলিয়া বোধ হইবে, সেই সেই স্থানে অবস্থান করা এবং কীর্ত্তিবিষয়ে আদর্শস্বরূপ হইতে যজ্ঞবান্ হওয়া তাঁহার মঙ্গলভাৱে বিধেয় । কঠোর তপোমুঠান, বিদ্যার পারদর্শিতা এবং যজ্ঞ ও দান দ্বারা ব্রহ্মগণের যশোবৃদ্ধি হইয়া থাকে । যে ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি যতকাল অবনীমণ্ডলে বিদ্যমান থাকে, তিনি ততদিন পুণ্যারান্ ব্যক্তিদ্বিগের সহিত দেবলোকে অবস্থান করিতে পারেন । যজ্ঞন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য । সুখা দান ও বৃথা প্রতিগ্রহ করা উচিত নহে । যজ্ঞমান হইতে ধনাগম হইলে, তদ্বারা যজ্ঞামুঠান, শিষ্য হইতে ধর্ম্মাগম হইলে তাহা দান, এবং অনার্য্য শত্রুরাদির নিকট হইতে ধনাগম হইলে তাহা বিতরণ করা নিত্যন্ত কর্ত্তব্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের দেবতা, পিতৃলোক, ঋষি ও গুরুজনগণের অর্চ্চনা করা বিধেয় । স্তত্রাং তাঁহার প্রতিগ্রহব্যতিরেকে ঐ সমুদায় কাশ্যাসম্পাদনের উপায়ান্তর নাই । অতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়াও বৃদ্ধ, আতুর, বুড়ুক্ষু ও শত্রুসমস্ত ব্যক্তিগণকে আহাৰ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য । স্বার্থ বোধ্যপাত্রে কিছুমাত্র অদেয় নাই । সাধু ব্যক্তি যদি উচ্চৈঃশ্রব্য অথ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন, যে কোন প্রকারে হউক, তাঁহাকে তাহাও প্রদান করিতে যজ্ঞবান্ হওয়া বিধেয় । মহাত্মতাবলম্বী রাজা সত্যসন্ধ অতি বিনীতভাবে আপনার জীবনদ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিভ্রাণ, সংকৃতি-নন্দন রন্তিঃস্ব মহামতি বশিষ্ঠদেবকে শীতোষ্ণ গলিল প্রদান, অসাধারণ শৌশলিসম্পন্ন আত্রেয় ইন্দ্রদমন উপযুক্তপাত্রে বিবিধ ধন দান, উশীনের নন্দন শিবি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত আপনার অঙ্গ ও পুত্র সমর্পণ, কাশীপতি প্রতর্দন ব্রাহ্মণকে আপনার চক্ষুর প্রদান, দেবারুধ অত্যন্তম স্বর্ণশলাকাংসুক ছত্র দান, আত্রেয় সংকৃতি স্বীয় শিষ্যদিগকে নিগুণ ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান,

এবং সাহিত্যিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ কার্যে অনুরক্ত হয় ; অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির ঐ সকল মনোহ ও ঐ সকল কার্য পরিচালনা করিয়া জ্ঞানপ্রভাবে কালনদী উদ্ভীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়া কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম । সংস্কারাপন্ন দমণ্ডবিশিষ্ট সংযতাত্মা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উভয়লোকেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন । গৃহস্থ ব্যক্তির ক্রোধ ও অসুখাশুনা হইয়া শমদমাদি গুণ অনুসরণ পূৰ্ব্বক সতত পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সকলের ভোজনানুষ্ঠানে ভোজন করিবেন । হিংসা পরিহার পূৰ্ব্বক সাধুগণের ধৰ্ম্মানুষ্ঠান, শিষ্টাচার আশ্রয় ও অন্যকে নিপীড়িত না করিয়া আপনার বৃত্তি বিধান তাঁহাদের অবশ্য কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম । শ্রুতবিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞ, শিষ্টাচারপরায়ণ, স্বধৰ্ম্মনিরত, ধৰ্ম্মসম্বরণপরিবৰ্জিত, ক্রিয়াবান, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, দাতা, অসুখাবিহীন, ধৰ্ম্মাদর্শের বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ সমস্ত দুষ্কর বিষয় হইতে অনায়াসেই সমুদীর্ণ হইতে পারেন । পৈর্য্যশীল, অপ্রমত্ত, জিতে-ক্রিয়, ধৰ্ম্মপরায়ণ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও তর্কক্ৰোধবিহীন ব্রাহ্মণকে কখনই অব-মন্ন হইতে হয় না । পৈর্য্য, অপ্রমত্ত, জিতেক্রিয়তা ও চিবন্তন সম্ভাবনাব আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কৰ্ত্তব্য । যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন । মূঢ় ব্যক্তিগণ ধৰ্ম্মাভিলাষী হইয়া অধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধৰ্ম্মকে অধৰ্ম্ম বলিয়া বোধ করে । যে ব্যক্তি ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি মনে করিয়া অধৰ্ম্মসম্বরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় ও অধৰ্ম্ম করিতে অভিলাষী হইয়া ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি বালকের ন্যায় ঐ উভয় কার্যই অবগত হইতে সমর্থ হয় না ; সুতরাং তাহাকে জন্মমৃত্যুনিবন্ধন বারংবার ক্লেশভোগ করিতে হয় ।

ষট্ ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৩৬ ।

মুক্তি যদি প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে জ্ঞান আশ্রয় করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য । সাগরের উত্তীর্ণ হইতে উন্মত্ত ও নিমগ্ন ব্যক্তি যে প্রকার ভেলা অশলস্বন করিয়া পার হইয়া থাকে, সেই প্রকার মনুষ্য জ্ঞান আশ্রয় করিলে, অনায়াসে এই সংসারসাগর হইতে সমুদীর্ণ হইতে সমর্থ হয় । যাহারা জ্ঞানসম্পন্ন, তাহারা জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞদিগকে মোক্ষলাভে অধিকারী করিতে পারেন ; কিন্তু যাহারা কিছুমাত্র জ্ঞানোপার্জন করে নাই, তাহারা আপনাকে বা অন্যকে কখনই বিমুক্ত করিতে সমর্থ হয়

না । যিনি ধ্যানে মনোভিনিবেশ করিবেন, তাঁহার পরিচ্ছন্ন প্রদেশে অবস্থান, যোগসাধক কর্মের অনুষ্ঠান, যোগে অনুরাগ প্রদর্শন, দেহযাত্রা নির্বাহ, ফলমূল ভোজন, আসনাদিযোগ, বৈরাগ্য অবলম্বন, বেদবাক্যে সিদ্ধান্তবুদ্ধি, হৈন্দ্রিয়সংযম, আহারের নিয়ম, স্বাভাবিক বিষয়প্রবৃত্তি-সংকোচ, মনঃসংযম ও হৃৎখন্দোষাদি দর্শন করা অবশ্য কর্তব্য । যিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহার বুদ্ধিবল অবলম্বন করিয়া বাহ্য ও মনঃসংযম করা আবশ্যিক । আর যিনি শান্তিলাভ করিতে অভিলাষী হন, তাঁহার জ্ঞানবলে আত্মসংযম করা শ্রেয়স্কর । ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ বা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও বেদানভিজ্ঞ, পাপস্বভাব বা ধাত্মিক ও যাজ্ঞিক অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ বা নিরস্তর ক্রোশে নিপতিত যে কোন প্রকার হউন না কেন, বঁদি তিনি বাগাদিসংযম করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জরায়ুত্বরূপ দুঃখেদ্য হুর্গ অনারামে অতিক্রম করিতে পারেন । যোগযুক্ত হইয়া একমাত্র পরব্রহ্মকে অবগত হওয়া হুঁরে থাক, অবগত হইতে বাসনা করিলেও স্বকর্মজ্যাগজনিত দোষে আর লিপ্ত হইতে হয় না ।

হে বৎস ! অতঃপর ব্রহ্মলান্ডের উপায় নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর । মনুষ্যের শরীর রথস্বরূপ । যজ্ঞাদিধর্ম উহার সারথির উপবেশনস্থান ; অকায্যানিবৃত্তি উহার বক্রথ ; বৈরাগ্য ও আশনাদিযোগ উহার কুবরদ্বয় ; অপান উহার অক্ষ ; জীবন উহার যুগকাষ্ঠ ; প্রজ্ঞা উহার সার ; জীব উহার বন্ধন ; সাবধানতা উহার ফলকল্পকের সংশ্লেষ ; চরিত্র উহার নেমি ; দর্শন, স্পর্শন, স্রাণ ও শ্রবণ উহার চারি অশ্ব ; প্রজ্ঞা উহার রথীর উপবেশনস্থান ; সমুদায় সিদ্ধান্তশাস্ত্র উহার প্রতোদ ; জ্ঞান উহার সারথি ; আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা ; শ্রদ্ধা ও হৈন্দ্রিয়নিগ্রহ উহার পুরঃসর ; ত্যাগ উহার পরম উপকারী চেট, এবং ধ্যান উহার প্রাপ্য অর্থ । ঐ রথ মুগ্ধু বান্ধি কর্তৃক সংযোজিত হইলে, বিত্তুক পথ অবলম্বন পূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া বিরাজমান হয় ।

এক্ষণে যিনি অতি সম্বরে অক্ষর ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভিলাষ করিয়া এ রথ যোজন করিতে বাসনা করেন, তাঁহার নিমিত্ত এক সহজ উপায় নির্দেশ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর । এক বিষয়ে চিন্তাগ্নিবিশেষকে ধারণা বলিয়া নির্দেশ করা যায় । ধারণার বিষয় সাতটি । পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, তেজ, অহংকার ও বুদ্ধি । সংযমী ব্যক্তি ক্রমশঃ এই সপ্তবিধ ধারণা করিয়া উহাদের ফল ক্রমশঃ লাভ করিবেন । এই সাত প্রকার ধারণা ব্যতিরেকে দ্রব্য চন্দ্র, সূর্য্য এবং সন্নিবৃত্ত নাশাগ্র অভূতি পদার্থে

বিবিধ ধারণার বিষয় শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। তত্ত্ব নিয়ম অবলম্বন করিয়া অব্যক্ত ধারণার ফল লাভ করাও সংযমীদিগের অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে যোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বীয় আত্মাতে যে প্রকারে যোগসিদ্ধি অনুভব করেন, আমি তাহাও বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্থূল দেহের সহিত আত্মার অভেদবুদ্ধিবিমুক্ত যোগী সৰ্ব্বাঙ্গে হৃদয়াকাশে আকাশসমাশ্রিত সূক্ষ্ম নীহারের ন্যায় পদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই ধূমরূপ তিরোহিত হইলে, তাঁহার হৃদয়াকাশে সলিলরূপ দর্শন হয়। সলিলাকার অন্তর্হিত হইলে, বহিরূপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বহিরূপ তিরোহিত হইলে, সর্বসংহারক বায়ুরূপ প্রকাশিত হয়, এবং সেই বায়ু সূক্ষ্ম হইলে, উহার রূপ উর্গাত্তর ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। অনন্তর উহা শুদ্ধ গতি প্রাপ্ত হইয়া বিকল্প আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যোগিগণের এই সমুদায় রূপ অনুভূত হইলে যেরূপ কল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাও শ্রবণ কর। যে যোগী পার্থিব ঐশ্বর্য্যে মিলিলাভ করিয়াছেন, তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় অন্ধরূ হইয়া আপনার শরীর হইতে প্রজাসৃষ্টি করিতে পারেন। বাহার বারুণিক হইয়াছে, তিনি কর চরণ বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবীকে বিকল্পিত করিতে সমর্থ হন। আকাশসিন্ধু ব্যক্তি আকাশের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আকাশে প্রকাশিত হন, এবং স্বীয় শরীরকে অন্তর্হিত করিতে পারেন। সলিলসিন্ধু ব্যক্তি আপনার ইচ্ছানুরারে কূপতড়াগাদি পান করিতে সমর্থ হন। অগ্নিসিন্ধু ব্যক্তির রূপ তেজঃপ্রভাবে নির্দীক্ষিত হয় না; কিন্তু তিনি অগ্নির শমতাবিধান করিলেই তাঁহার আকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যোগী অহঙ্কারকে পরাজয় করিতে পারিলেই পঞ্চভূত অনায়াসে তাঁহার বশীভূত হয়। পঞ্চভূত ও অহঙ্কারের স্বরূপ বুদ্ধি পরাজিত হইলে, সংশয়বিপর্যায়শূন্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া এবং বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যক্ত অব্যক্ত ব্রহ্মভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া উহাদিগকে ব্যক্ত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এক্ষণে অব্যক্ত বিষয় অবগত হইবার পূর্বে সাধ্য। যে প্রকার ব্যক্ত বিষয়ের নির্ণয় করিয়া গিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পরিশেষে অব্যক্ত বিষয়ও সবিস্তরে বর্ণন করিব। সাধ্য ও যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সমানরূপে নির্ণীত আছে, এক্ষণে উহা বিশেষরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যু এই লক্ষণচতুষ্টয়মগ্গম মহত্ত্বাদিজ-নিত দেহের নাম ব্যক্ত। আর জন্মাদি লক্ষণচতুষ্টয়বিরজ্জিত প্রকৃতিতে অব্যক্ত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। বেদ ও অন্যান্য সিদ্ধান্তশাস্ত্রে জীবাত্মা

৩ পরমাত্মা এই বিবিধ আত্মা নিরূপিত হইয়াছে । তদ্ব্যতীত জীবাত্মা মহাদা দি ভক্তরূপ উপাধিসূক্ত, চতুর্দিক্‌ফলাকাঙ্ক্ষী ও পরমাত্মা হইতে সমৃদ্ধ ; শাস্ত্রে ইহাকেও ব্যক্ত বলিয়া নির্দেশ করে । জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই চেতনস্বরূপ হইয়াও জড় দেহাদির সহিত অভিন্ন ভাবে বর্তমান থাকেন । এই আমি তোমার নিকট জড় ও চৈতন্যের বিষয় বর্ণন করিলাম । বেদে উভয়বিধ আত্মার বিষয় বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিগণের নিমিত্তই নির্দিষ্ট হইয়াছে । তত্ত্বজ্ঞানপ্রয়াণ ব্যক্তির একমাত্র পরমাত্মাকেই দর্শন করেন ।

উপনিষৎভাষ্যানী ব্যক্তির বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । যিনি মমতা ও অহঙ্কার পরিবর্জিত, সুখদুঃখাদিপরিশূন্য ও সংশয়বিহীন ; যাহার শরীরে ক্রোধ বা হেঁসেব লেশমাত্র নাষ্ট ; যিনি কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন না ; তিরস্কৃত বা প্রহৃত হইয়াও যিনি মিত্রভাব প্রদর্শন করেন ; যিনি কদাচ অন্যের অশুভ চিন্তা করেন না, যিনি কায়মনোবাক্যে পরপীড়াপ্রদানে পরায়ুষ্ট থাকেন এবং যিনি সর্বভূতের প্রতি সমদর্শী, তিনিই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন । যিনি বিষয়লাভার্থী না হইয়া অবতুল্লভ বস্তু প্রতিগ্রহ পূর্বক জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন ; যিনি লোভবিহীন, দুঃখবিবর্জিত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, ও যজ্ঞাদিকার্য্যবিহীন ; যিনি কদাচ অন্যকে অবজ্ঞা বা দ্রষ্টব্য করেন না ; যিনি সত্যাসক্ত ; যিনি সকলের প্রতি সমভাবে মিত্রভাব সংস্থাপন করেন ; লোভ ও সুবর্ণে যাহাঁর সমানজ্ঞান ; প্রিয় বা অপ্রিয় উপস্থিত হইলে যিনি হৃষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন না ; যিনি নিন্দা ও স্তুতিবাদকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন, এবং যিনি নিস্পৃহ, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ও হিংসাবিহীন, সেই যোগী মুক্তিলাভ করিতে পারেন । এক্ষণে যেক্ষণে যোগ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর । যিনি অনিমা দি যোগৈশ্বর্য্যকে তুচ্ছজ্ঞান করেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হন । এই আমি তোমার নিকট তত্ত্ববোধিনী বুদ্ধি কীর্জন করিলাম । যিনি এই প্রকারে কায়মনোবাক্যে যোগানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া সুখদুঃখাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন ।

• সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৩৭ ।

হে বৎস ! বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এই সংসারমাগরে বারংবার উন্মগ্ন



ও নিমগ্ন হইয়া পরিশেষে আপনায় মুক্তিপ্রাপ্তির হেতুভূত জ্ঞানরূপ ভেলাকে অবলম্বন করিয়া থাকেন ।

শুকদেব कहিলেন, পিতঃ ! যে জ্ঞানদ্বারা জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, তাহা কি মোক্ষসাধিকা বুদ্ধি, না প্রযুক্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, অথবা বিষয়-ব্যাবৃতি ?

বেদব্যাস कहিলেন, বৎস ! যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল স্বভাবকে কারণ বলিয়া, নির্দেশ পূর্বক আপনায় জ্ঞানদ্বারা মুমুক্শু শিষ্যদিগকে উপদেশ প্রদান করে তাহারা মূঢ় । স্বভাব কারণ বলিয়া বাহাদিগের দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহারা শ্বশিগণের উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না । আর যাহারা, স্বভাবই কারণ, এই মত অবলম্বন করিয়া নিশ্চিত থাকে, তাহারাও কখন আপনায় হিতানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়া না । অতএব মূঢ় ব্যক্তিগণের মনোমধ্যে, স্বভাবই সকলের কারণ, বলিয়া যে বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তাহা কেবল তাহাদিগের বিনাশের নিমিত্তই হইয়া থাকে । এক্ষণে স্বভাব যে জগতের কারণ নহে, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । যদি স্বভাবই সমুদায় পদার্থের কারণ হইত, তাহা হইলে কৃষাদি কার্যের নিমিত্ত লোকের আর যত্ন করিবার প্রয়োজন থাকিত না ; সমুদায় বস্তুই স্বয়ংসমুৎপন্ন হইতে পারিত । কিন্তু দেখ, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কৃষাদি কার্যসমুৎপন্ন শস্য সংগ্রহ এবং যান, আসন, আবাসগৃহ, ও রোগের ঔষধ সকল প্রস্তুত করিতেছেন । প্রজ্ঞাপ্রভাবে অর্থসিদ্ধি ও শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে । নরপাতিগণ প্রজ্ঞাবলেই রাজ্য ভোগ করেন । জ্ঞানপ্রভাবে ভূতসমুদায়ের স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ অবগত হওয়া যায় । বিদ্যাশক্তিপ্রভাবে সমস্ত পদার্থের স্বষ্টি হইয়াছে । আবার বিদ্যাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে । জীব সকল চারি প্রকার ; জরাবৃজ, অণুজ, উদ্ভিজ্জ ও শ্বেদজ । জঙ্গম পদার্থ সমুদায়ের চেষ্টা আছে বলিয়া উহার স্থাবর পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ । জঙ্গমের মধ্যে দ্বিপাদ ও বহুপাদসম্পন্ন অনেক জীব বিদ্যমান আছে । তন্মধ্যে দ্বিপাদ প্রাণিগণ বহুপাদ জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । দ্বিপাদ আবার দুই প্রকার, মনুষ্য ও পিশাচাদি ; তন্মধ্যে পার্শ্বব মনুষ্যেরা অন্যাদি ভোগস্থখে নিরত থাকে, বলিয়া উহার পিশাচাদি অপেক্ষা প্রদান । পার্শ্বব মনুষ্যগণ আবার দুই প্রকার, উত্তম ও মধ্যম । উত্তমেরা বিপুলজ্ঞানলাভনিবন্ধন মধ্যমগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । মধ্যমেরা আবার জাহ্নবীধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে বলিয়া নিকট

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । মধ্যম দুই প্রকার ; ধর্মজ্ঞ ও অধর্মজ্ঞ । ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি-  
গণ কার্য্য ও অকার্য্য অবধারণ করিতে পারে বলিয়া উহার অধর্মজ্ঞ  
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির আবার বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই  
শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে বেদের প্রতিষ্ঠানিবন্ধন বেদজ্ঞ ব্যক্তি-  
গণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন । বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যেও  
বেদবক্তা ও বেদমুক্ত্যবিহীন এই দুই শ্রেণী নির্দিষ্ট হইয়াছে । তন্মধ্যে  
বেদবাদী ব্যক্তিগণ বেদ এবং বেদবিহিত ধর্ম, ক্রিয়াকলাপ ও যজ্ঞবিধি সমু-  
দায় বিশেষরূপে অবগত হইয়া ঐ সকল প্রচারিত করিয়া দেন বলিয়া অপেক্ষা  
কৃত প্রধানরূপে কীর্তিত হইয়া থাকেন । বেদবক্তাও আবার আয়তত্ত্বজ্ঞ  
ও আয়ত্বানবিহীন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । তন্মধ্যে আয়তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ  
জন্মমূহুর কারণ অবধারণ করিতে সমর্থ বলিয়া আয়ত্বানবিহীন অপেক্ষা  
প্রধান বলিয়া নির্দিষ্ট হন । যিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্মদ্বয়কে অবগত  
হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্মজ্ঞ, সর্ববেত্তা, সর্বজ্ঞানী, সত্যপরায়ণ,  
পবিত্র ও প্রভু । দেবগণ বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিগণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া  
কীর্তন করিয়া থাকেন । যে ব্রাহ্মণগণ বাহ্য ও অন্তঃস্থিত আত্মাকে অবলো-  
কন করিতে পারেন, তাঁহারাই দেবতা । ঐ সমুদায় ব্যক্তিতেই এই বিশ্ব-  
সংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । উহাদিগের মাহাত্ম্যের সদৃশ উৎকৃষ্ট আর  
কিছুই নাই । উহার জন্ম মৃত্যু ও কর্ম সকল স্মৃতিক্রম পূর্বক চতুর্বিধ  
ঐবের দৈশ্বর হইয়া অবস্থিতি করেন ।

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৩৮ ।

ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণদিগের যে সকল অন্তঃস্থ কার্য্য নির্দিষ্ট হইল, ঐ সকল  
অবলম্বন করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য । জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি কর্ম  
নিত্য, কি জ্ঞানজনকত্ব নিবন্ধন কাম্য, এই সংশয়, পরিত্যাগ পূর্বক যজ্ঞা-  
দির অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন ।  
জ্ঞানজনকত্বনিবন্ধন কর্মকে কাম্য বলিয়া নির্দেশ করা কর্তব্য নহে । কারণ  
কর্ম যদি ব্রহ্মলাভজনক জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা হইলে উহাকে অব-  
শ্যই নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । এক্ষণে আমি যুক্তি ও অনুভব  
প্রদর্শনপূর্বক কর্মের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । কোন কোন  
ব্যক্তি পুরুষকারকে, কোন কোন ব্যক্তি দৈবকে ও কোন, কোন ব্যক্তি বা

স্বভাবকে কার্যের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন এবং কোন কোন ব্যক্তি ঐ তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া উহার একত্র সমবেত হইয়াই সমুদায় কার্য নির্বাহ করিতেছে বলিয়া থাকেন। কৰ্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই এই প্রকারে কেহ পুরুষকারই কারণ, কেহ পুরুষকার কারণ নহে, কেহ দৈব ও পুরুষকার উভয়ই কারণ এবং কেহ বা ঐ উভয়ই কারণ নহে বলিয়া নানা প্রকার বিবাদ করেন। কিন্তু যোগশাস্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মই সমুদায় কার্যের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

সত্যযুগে সমস্ত মনুষ্য তপোানুষ্ঠাননিরত, সংশয়শূন্য ও সন্তুণ্ডগাবলম্বী ছিলেন। ত্রেতাযুগ হইতে সকলেই সংশয়াপন্ন হইয়া আসিতেছে। সত্যযুগে মনুষ্যাগণ ঋক্, সাম ও যজুর্বেদে অভেদবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কামদেহ পরিহার পূর্বক কেবল তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেন। তপোানুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মশীল সংঘত ব্যক্তিগণ তপঃপ্রভাবে অনায়াসে পীঠমেনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন। তপস্যার জগৎপ্রভা জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তপঃপ্রভাবে সেই পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন, তাঁহাকেই সমুদায় লোকের প্রভু বলিয়া নির্দেশ করা যায়। কৰ্ম্মকাণ্ডবেদে ব্রহ্মইন্দ্রাদিদেবতাক্রমে নিরূপিত হইয়াছেন বলিয়া, কৰ্ম্মকাণ্ড বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অরণ্য হইতে সমর্থ হন না। জ্ঞানকাণ্ডবেদে তিনি ব্যক্তক্ৰমে কথিত হইয়াছেন; এই জন্য জ্ঞানকাণ্ডবেদবেত্তা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। ব্রাহ্মণের জপ, ক্ষত্রিয়ের দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ পশু হিংসা, বৈশ্যের দেবদ্বিজের তৃপ্তিসংসাধনার্থ শস্যোৎপাদন ও শূত্রের তিন বর্ণের সেবাই যজ্ঞ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়পরতন্ত্র, স্বকর্ম্মনিরত ও সকলের সহিত মিত্রভাবাপন্ন হইলে তিনি অন্য কোন কার্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন তাঁহাকে যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। ত্রেতাযুগের প্রথমে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বর্ণ ও আশ্রমের নিয়ম বিশেষরূপে বিহিত ছিল। দ্বাপরযুগে মানবগণের আয়ুর অল্পতাল্লিবন্ধন ঐ সকলের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিযুগের শেষে ঐ সমস্ত একবারে বিলুপ্ত হইবে। কলিযুগে বেদাদি কখন বা দ্বিষৎপ্রকাশিত ও কখন বা একবারে অপ্রকাশিত হইবে। কলিযুগে মনুষ্যাগণ স্বকাৰ্য্যচ্যুত ও অধর্ম্মনিপীড়িত এবং গো, ভূমি ও ঐশ্বর্য্য সকল হীমরস হইবে। মলিলের মধুধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম সকল তিরোহিত হইয়া যাইবে ও অধর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণ ক্লেণভোগ করিবে এবং স্বাবরজস্রমায়াক সমস্ত লোকার্থই বিকারয়ক্ত হইবে। পার্থিব উক্তিজন্য যে প্রকার বারিবর্ষণদ্বারা পরিবর্জিত

হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রতিযুগে বেদদ্বারা যোগাঙ্গ সকল পুষ্ট হয়। পূর্বে আমি যে আদ্যন্তশূন্য বিবিধরূপধারী কালের বিষয় বর্ণন করিয়াছি, সেই কাল হইতেই সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে। কালই প্রাণিগণের নিরস্তা এবং উৎপত্তিনাশের কারণ। প্রাণিগণ এই কালকেই আশ্রয় করিয়া স্বভাবে অবস্থান করিতেছে। এই আমি তোমার নিবট জিজ্ঞাসামুসারে সৃষ্টি, কাল, ধৈর্য্য, বেদ, কর্ত্তা, কার্য্য ও ক্রিয়াফলের বিষয় আত্মপূর্ব্বিক বর্ণন করিলাম।

### •উনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৩৯।

মহামতি শুকদেব, মহাতপা! বেদব্যাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া যোক্ষবর্ষামুগত প্রযজিজ্ঞাসায় সমুৎসুক হইয়া কহিলেন, পিতঃ! প্রজ্ঞাসম্পন্ন, যজ্ঞপরায়ণ, অহরশূন্য, শ্রোত্রিয় প্রতাক্ষ, অনুমান ও উপদেশের অবিস্মৃভূত ব্রহ্মকে কি প্রকারে লাভ করিয়া থাকেন? তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ষত্যাগ, মেধা, আত্মানুবিচার ও অষ্টাঙ্গ যোগ, ইহার কোন উপায় দ্বারা তিনি উপলব্ধ হইয়া থাকেন? কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে, মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা স্থাপন করা যায়? আপনি এই সকল কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! বিদ্যালাভ, তপোবৃষ্ঠান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সর্ষত্যাগ বাতিরেকে কোনক্রমেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না। জগদীশ্বর পৃথিবাদি মহাভূত সকলের সৃষ্টি করিয়া তৎসমুদায় প্রাণিগণের কলেবরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রাণিগণ সেই মহাভূত সমুদায়কে আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রাণিগণের ভূমি হইতে কলেবর, মলিল হইতে দেহ ও জ্যোতি হইতে চক্ষু লাভ হইয়াছে; বায়ু প্রাণ ও আপনাকে অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে এবং আকাশ শ্রোত্রাদিতে অবস্থিত রহিয়াছে। জীবদিগের চরণে বিষ্ণু, হস্তে ইন্দ্র, উদরে হত্যাশন, কর্ণে দিক্ ও জিহ্বায় বাসবী ভোগাভিলাষে অবস্থান করিতেছেন। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও বাসবী ইহারা জ্ঞানের স্রিয় ও শব্দাদি জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। শব্দ, রস, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা ইন্দ্রিয়প্রাপ্য বস্তু, ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথকরূপে সুবগত হইতে হইবে। সারণি যে প্রকার বশীভূত অশ্বদিগকে প্রোক্ষ করিয়া থাকে,

সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিতেছে । জীব আবার হৃদয়ে অবস্থান পূর্বক সেই মনকে সর্বদা নিযুক্ত করে । মন ইন্দ্রিয়গণের এবং জীব মনের সৃষ্টিসংহারের কারণরূপে অভিহিত হইয়া থাকে । ইন্দ্রিয়, রূপরসাদির ইন্দ্রিয়ার্থ, লীতোফাদি ধর্ম, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও জীব নিরন্তর মহাশ্যের শরীর মধ্যে অবস্থান করিতেছে । সত্ত্বাদি গুণসমুদায় ও বুদ্ধাদি জীবের আশ্রয় নহে ; পরমাত্মাই জীবের একমাত্র আশ্রয় । পরমাত্মা জীবের স্রষ্টা ; গুণ সকল কখনই জীবের সৃষ্টিবিধান করিতে পারে না । মনীষী ব্রাহ্মণ শব্দাদি গুরু বিষয়, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, এই যোড়শ গুণসমাবৃত জীবাত্মাকে মন দ্বারা বুদ্ধিমধ্যে সন্দর্শন করিয়া থাকেন । পরমাত্মা চক্ষুর্গাদি ইন্দ্রিয়ার গ্রাহ্য নহেন ; কেবল দীপস্বরূপ বিশুদ্ধ মন দ্বারাই তিনি প্রকাশিত হন । পরমাত্মা অব্যয়, অশরীরী, ইন্দ্রিয়বিরহিত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধশূন্য । যোগিগণ তাঁহাকে দেহমধ্যে নিরীক্ষণ করিবেন । ভড় দেহে অব্যক্ত-ভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন, তিনি দেহাব-  
 যানে ব্রহ্মভাবে লাভ করিতে পারেন । পণ্ডিতগণ বিদ্বান্ সংকুলসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হলী, কুকুর ও চাণালকে সমভাবে দর্শন করেন । সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা স্থাবরজঙ্গমাঙ্গক সমুদায় ভূতে ও তপ্রোক্তভাবে অবস্থান করিতেছেন । যখন জীব আপনাতে সমুদায় ভূত ও ভূতসমুদয়ে আপ-  
 নাকে অভিন্নভাবে দর্শন করেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । যিনি জাত্মাকে আত্মদেহে ও পরদেহে সমানরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন । যিনি ব্রহ্মভাবে লাভ করিবার বাস-  
 নায় সমুদায় ভূতকেই আত্মভূত বিবেচনা করেন এবং যিনি সমুদায় ভূতের হিতাভিলাষী হন, দেবগণও সেই অলৌকিকপথগামী মহাত্মার গমনপথ অবধারণ করিতে সমর্থ না হইয়া বিমুগ্ধ হন । যেরূপ আকাশে বিহঙ্গমের ও জলমধ্যে মীনের গমনচিহ্ন কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ হয় না, সেই রূপ জ্ঞানিগণের গতি অন্যের অনুভূত হইবার নহে । কাল সমুদায় ভূত-  
 কেই বিনষ্ট করিতেছে, কিন্তু বাহার প্রভাবে সেই কাল বিনষ্ট হয়, তাঁহাকে কেহই অবগত হইতে পারে না । সেই পরমস্বরূপ পরমাত্মা উর্জ, অধ, মধ্য বা তির্থ কু স্থানে নিরীক্ষিত হন না, এই সমুদায় লোকই তাঁহার অন্তঃরস্থ, তাঁহার বহির্ভাগে কিছুই নাই । যদি কেহ মনের ও পরামনবিনির্মুক্ত শরীরের ন্যায় অপ্রতিহতবেগে গমন করে, তাহা নহিলেও সেই সকলের কারণ ভূতঈশ্বরের অন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে না । তিনি সৃষ্টি

হইতেও সূক্ষ্ম অণু ছল হইতেও ছল, তাহার ইয়ত্তা করা কাহারই  
আয়ত্ত নহে । সৰ্ব্বত্রই তাহার হস্তপাদ, সৰ্ব্বত্রই তাহার মুখ, চক্ষু ও  
মস্তক, এবং সৰ্ব্বত্রই তাহার কর্ণ বিকীর্ণ রহিয়াছে । তিনি সমুদায় লোক  
সম্ভাবরণ করত অবস্থান করিতেছেন, তিনি সৰ্ব্বস্ত ভূতের অন্তরে স্থি-  
তাবে অবস্থান করিলেও কেহ তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারে না ।  
পরমাত্মা অক্ষর ও ক্ষর এই দুই প্রকারে নির্দিষ্ট হন । তদ্ব্যতীত অবিনাশী  
চৈতন্য অক্ষর এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক জড় দেহে ক্ষর বলিয়া অভিহিত  
হয় । স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থের অধিপতি, নিশ্চল, নিরূপাধিক,  
পরমাত্মা নবদ্বারযুক্ত পুরমণ্ডো প্রবিষ্ট হইয়া হংসরূপে নির্দিষ্ট হন । আর  
পণ্ডিতগণ মহাদাদি চতুর্বিংশতি পদার্থসংকিত, এবং ক্ষর, স্থবত্থঃখবিপর্যায় ও  
বিবিধ কলনাসম্পন্ন দেহমধ্যে জন্মবিহীন জীবাত্মাকেও হংস বলিয়া  
নির্দেশ করেন । জ্ঞানী ব্যক্তিগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন জ্ঞান  
করিয়া থাকেন । যিনি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তিনি  
উপাধি ও জন্ম পরিত্যাগ করেন ।

### চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৪০ ।

হে বৎস ! এই আমি তোমার নিকট আত্মবিচারের বিবরণ বিস্তার  
পূর্বক কীর্তন করিলাম । এক্ষণে যোগকার্য বিশেষ রূপে কীর্তন  
করিতেছি, শ্রবণ কর । পণ্ডিতেরা বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বাহ্য-  
বুদ্ধি হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৰ্বব্যাপী পরমাত্মাতে লীন করাকে উৎকৃষ্ট  
জ্ঞান বলিয়া নির্দেশ করেন ; অতএব বোগী ব্যক্তি শাস্তপ্রকৃতি, জিতে-  
ন্দ্রিয়, ধ্যানপরায়ণ, ঈশ্বরে অনুরক্ত, শাস্ততত্ত্বজ্ঞ ও পবিত্র হইয়া কাম,  
ক্রোধ, লোভ, ভয় ও মদ্র, এই পাচ প্রকার বোগদোষ পরিহার পূর্বক  
আচার্য্য হইতে এই প্রকার জ্ঞান অবগত হইবেন । শাস্তপ্রকৃতি হইলেই  
ক্রোধ, মৎকল্লত্যাগী হইলেই কাম ও মন্ত্ৰগুণাবলম্বী হইলেই নিজাকে  
জয় করিতে পারা যায় । দৈর্ঘ্যগুণ দ্বারা কাম ও বুদ্ধি, লোচনদ্বারা  
হস্ত ও পদ, মনোদ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র এবং সংস্কার্য দ্বারা মন ও বাক্য  
রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য । সৰ্বদা অপ্রমত্ত হইয়া ভয়, এবং জ্ঞানসম্পন্ন  
ব্যক্তিগণের শুদ্ধাধাপরতন্ত্র হইয়া দন্তগুণ পরিহৃত্য করা বিধেয় । বোগী  
ব্যক্তি এই প্রকারে অতশ্রিত হইয়া যোগদোষ সকল পরিত্যাগ করিবেন ।

মনোভঙ্গকর হিংসায়ুক্ত বাক্য পরিত্যাগ, অগ্নি ও ব্রাহ্মণের অর্চনা, এবং দেবতাদিগকে প্রণাম করা তাঁহার নিত্য কৰ্ত্তব্য। তেজোময় ব্রহ্মস্বাবরজ্জন্মায়ুক্ত সমুদায় লোকের বীজ ও রসস্বরূপ। সকল প্রাণী তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। ধ্যান, বেদাধ্যয়ন, দান, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা তেজোবৃদ্ধি, পাপনাশ, অভীষ্টমিদ্ধি ও বিজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। সৰ্ব্বভূতে সমদর্শী, বদৃচ্ছালাভসম্ভট, পাপবিহীন, তেজস্বী, অন্নাহারনিরক্ত, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি গণ কাম ক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির অভিলାষ করিবেন। যোগজিবাংস্ব ব্যক্তিগণ নিবিষ্টচিত্তে মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাজির পূর্বভাগ ও শেষভাগে বুদ্ধির সহিত মনকে সংযোজিত করিবেন। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত থাকিলেই মনুষ্যের শাস্ত্রীর বুদ্ধি সেই ইন্দ্রিয়রূপ একমাত্র দ্বার অবলম্বন পূর্বক সচ্ছিত্র চর্যময় সলিলাধারস্থিত সলিলের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া যায়; অতএব ধীর যে প্রকার প্রথমে জালদংশক্ষম মৎস্যগণকে ব্রহ্ম করিয়া অন্যান্য মৎসদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, সেই প্রকার যোগপরায়ণ ব্যক্তি প্রথমে মনকে ব্রহ্ম করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযমিত করিবেন। যোগবেত্তা ব্যক্তি চক্ষু, কণ, নাসিকা ও জিহ্বা, এই চারি ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্বক মনে ও মনকে সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া বুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিবেন। মন ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সমবেত হইয়া বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্বক প্রসন্ন হইলেই যোগী ব্যক্তি ধূমশূন্য প্রজ্জলিত অগ্নিশিখার ন্যায় সেই তেজঃস্বরূপ সৰ্বব্যাপী পরব্রহ্মকে দীপ্তিমান মার্ভত্তের ন্যায় ও গগনমণ্ডলস্থ বিদ্যাদগ্নির ন্যায় হৃদয়মধ্যে সন্দর্শন করেন। সৰ্ব্বভূতহিতৈষী ব্রহ্মমানুজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ব্রাহ্মগণই যোগপ্রভাবে তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারেন। যে ব্যক্তি নির্জ্ঞানপ্রদেশে একাকী উপবেশন পূর্বক সংযতচিত্তে ছয় মাস পূর্বোক্তরূপে যোগসাধন করিতে সমর্থ হন, তিনিই ব্রহ্মভাব লাভ করেন।

তত্ত্ববিদ্য ব্যক্তিগণ চিত্তের মোহ ও চাক্ষু্য এবং উপস্থিত ক্রোধাদি পরিহার করিবেন। যোগবলে দিব্য গন্ধ, শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ, স্মৃতি, জ্ঞান, তাপ অন্তর্ধান, আকাশগতি, সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞান ও দিব্যজ্ঞানাসম্পাদি উপস্থিত হইলেও তৎসমুদায়ে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক তৎসমুদায় হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাঁহাদিগের অবশ্য কৰ্ত্তব্য।

এই প্রকারে প্রাতঃকাল, পূর্বরাত্রি ও অপর রাত্রিতে সংযত হইয়া

শৈলশৃঙ্গে, চৈতাবৃক্ষের তলে, অথবা অন্য কোন তরুর সম্মুখে যোগসাধন করা যোগিগণের উচিত । যোগবিদ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয় সকল সংযমিত করিয়া অর্থচিন্তাপরায়ণ পুরুষের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই অক্ষয়ধন পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবেন । কদাচ যোগীমুষ্ঠানে অমনোযোগ করিবেন না । যে উপায় দ্বারা চকল চিত্তকে স্বদৃশে আনয়ন করিতে পারা যায়, অধাবসায়সহকারে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকাই তাঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য । যোগপরায়ণ ব্যক্তি অনন্যমনে অবস্থান করিবার নিমিত্ত শূন্য গিরিশুভা, দেবস্থান অথবা নির্জন গৃহ আশ্রয় করিবেন এবং কাম-মনোবাক্যে অনাসংসর্গ পরিহার করিয়া উপেক্ষানিরত, নিরমিতাহারী ও লাভালাভে সমজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন । কোন ব্যক্তির মুখে আপনার নিন্দাবাদ বা প্রশংসাবাক্য শ্রবণ পূর্বক তন্নিবন্ধন তাঁহার শুভ বা অশুভ চিন্তা করিবেন না । লাভালাভে হর্ষবিবাদশূন্য, সর্বভূতে সমদর্শী ও সর্বসম্পর্শী সমীরণের ন্যায় পবিত্র হওয়া তাঁহাদিগের নিত্যন্ত উচিত । যে মহাত্মা এই প্রকার বিশুদ্ধচিত্ত ও সর্বত্র সমদর্শী হইয়া ক্রমাগত ছয় মাস যোগীমুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনি বেদোক্ত কার্য্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হন । লোষ্ট্র ও সূর্য্যে সমজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অন্যান্য ব্যক্তিকে অর্থলাভের নিমিত্ত সাতিশর কীত্তর দেখিয়া কদাচ উপার্জনমার্গে প্রবৃত্ত বা বিমোহিত হইবেন না । শূদ্র বা ধর্ম্মাকাজিক্রমী কামিনীগণও যদি এই প্রকার পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহারাজ পরম গতি প্রাপ্ত হইতে পারে । বিতচিত্ত যোগী ব্যক্তি নিশ্চল ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই জন্মশূন্য, নির্বিকার, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, মহৎ হইতেও মহৎ, অনন্ত পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন । যাহারা মহাত্মা মহর্ষির এই সকল বাক্য যুক্তি দ্বারা পর্যালোচনা করেন, তাঁহারা ই ব্রহ্মার তুল্য হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন ।

### একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৪১ ।

শুকদেব কহিলেন, মহাজ্ঞান ! বেদে জ্ঞানীর প্রতি কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মের প্রতি ধর্ম্মীমুষ্ঠান, এই উভয়েরই বিধি আছে ; কর্ম্ম ও জ্ঞান, ইহারা পরস্পর প্রতিকূলভাবে অবস্থান করিতেছে । অতএব কর্ম্মপ্রভাবে লোকের কোন্ গতি লাভ হয় এবং জ্ঞানপ্রভাবেই বা কিরূপ গতি লাভ হইয়া থাকে, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিত্যন্ত বাদনা হইতেছে ।



মহাত্মা বেদব্যাস গুরুদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সন্তোষিত পূৰ্ব্বক কহিলেন বৎস । নখর কৰ্ম ও অবিদ্যার জ্ঞানের বিষয় তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিতেছি । কৰ্ম্মদ্বারা যে গতি লাভ করিতে পারা যায় এবং জ্ঞানদ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাহা তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । এই দুই বিষয় নিতান্ত দুষ্কর । যে ব্যক্তি ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহার নিকট ধর্ম্মের নাস্তিত্ব প্রতিপাদন করিলে, সে যে প্রকার ক্ষুব্ধ হয়, সেইরূপ তোমার মুখে জ্ঞান ও কৰ্ম্ম উভয়ের প্রাধান্য শ্রবণ করিয়া আমিও ক্ষুব্ধ হইলাম । বাতাই হউক, এক্ষণে তুমি যে প্রকার প্রশ্ন করিলে, তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর । বেদে প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ এই দুই প্রকার ধর্ম্ম নির্দিষ্ট আছে । জীব কৰ্ম্মদ্বারা সংসারপাশে বদ্ধ এবং জ্ঞানদ্বারা মুক্ত হইয়া থাকে । এই জ্ঞান পারদর্শী যতিগণ কদাচ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না । জীব কৰ্ম্ম-প্রভাবে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করে, কিন্তু জ্ঞানবলে তাহার নিত্য অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে । অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যাগণ কৰ্ম্মেরই বিশেষরূপ প্রশংসা করে । এই জ্ঞান্য তাঁহাদিগকে বারংবার দেহ পরিগ্রহ করিতে হয় । বাহারা হুতাকরূপে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন, এবং বাহারা সর্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা, নদীজলপায়ী যেরূপ কূপোদকের সমাদর করেন না, সেইরূপ কদাচ কৰ্ম্মের প্রশংসা করেন না । কৰ্ম্মদ্বারা সুখতঃ ও জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হয়, কিন্তু যথায় জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই । এবং যে স্থানে গমন করিলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, জাম বাতীত সেই স্থান প্রাপ্ত হইবার উপায়ান্তর নাই । লৌকের জ্ঞান-লাভ হইলেই তাহার অন্তরে অব্যক্ত, স্থির, প্রপঞ্চাতীত, নিশ্চেষ্ট, অমৃত ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম প্রকাশিত হন । তখন জীবকে আর সুখতঃ অধুভব করিতে হয় না এবং তাহার সংকল্প স্বকীয়, মোহজাল বিস্তার করিতে পারে না । সেই অবস্থায় জীব সর্বভূতের হিতানুষ্ঠানে নিতান্ত আসক্ত হয় এবং সকলের প্রতি সমানরূপ মিত্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে । কৰ্ম্মময় পুরুষ ও জ্ঞানময় পুরুষ, ইহারা পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন । অমাবস্যার স্ফলকাসম্পন্ন চন্দ্রমা যেরূপ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করেন, বস্তুতঃ বিনষ্ট হন না, সেইরূপ জ্ঞানময় পুরুষ নিত্যকাল অবিদ্যাই থাকেন । আর গগনমণ্ডলে বক্রাকার অভিনব শশধর যেরূপ হ্রাসবৃদ্ধিসম্পন্ন হন, সেইরূপ কৰ্ম্মময় পুরুষ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । মহর্ষিরা জ্ঞান ও কৰ্ম্মের এই প্রকারই ফল নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । মন ও বোধশক্তিসংযুক্ত

এই কৰ্ম্মবাহাই লক্ষ হইয়া থাকে । সেই লিঙ্গশরীরে কমলপত্রস্থ সৌলবিন্দুর ন্যায় যে দেবতা অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ক্ষেত্রজ । লোকে যোগপ্রভাবে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে । সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনটি বুদ্ধির গুণ এবং জীবাশ্মা পরমাত্মার গুণ । আশ্রিত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে, দেহ স্বভাবতঃ জড় ; উহা চৈতন্য-স্বরূপ জীবের সহিত যুক্ত হইলেই সচেতন হইয়া থাকে । জীবই দেহকে সচেতন ও জীবিত করে । ঐ জীব হইতে উৎকৃষ্ট আর এক পদম বস্তু আছেন ; তিনিই সপ্ত ভবন করনা করিয়াছেন ।

দ্বিচত্রিংশদশিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৪২ ।

কদেব কহিলেন, পিতঃ ! আপনি মহতজ্ঞ, অহঙ্কার ও শঙ্কাদি বিষয়-সংযুক্ত ইন্দ্রিয় সকল জঁথরের স্রষ্টা এবং অন্যান্য সমস্ত পদার্থ বুদ্ধিপ্রভাবে কল্পিত বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন । এক্ষণে ইহলোকে সাধু ব্যক্তিগণ যুগে যুগে যে প্রকার সদ্ব্যবহার অনুসারে অবস্থিত করেন, তাহা প্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে । আর বেদবাক্যে কস্মাতুষ্ঠান ও কস্ম-পরিত্যাগ উভয়েরই বিধান রহিয়াছে ; অতএব ঐ উভয়ের মধ্যে কি কর্তব্য ও কি অকর্তব্য, তাহা কি প্রকারে নির্ণয় করা যাইবে ? এক্ষণে আপনি বিস্তার পুষক ঐ সমস্ত কীর্ত্তন করুন । আমি আপনার উপদেশ-লাভে পবিত্র ও লোকাচার সমুদায় সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া স্বীয় বুদ্ধি সংস্কার করিয়া দেহাভিমান পরিহার পূর্বক জীবাশ্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিব ।

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস ! পুঙ্কে ভগবান্ ব্রহ্মা যে প্রকার বৃত্তিবিধান করিয়া দিয়াছেন, পূর্বতন ঋষিগণ সেই প্রকার আচার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন । মহর্ষিরা মনে মনে আপনাদিগের শ্রেয়োলাভার্থ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া লোক সমুদায় পরাজয় করেন । বিনি ফলমূলাহারী, অতিকঠোরতপোজুষ্ঠাননিরত, পুণ্যস্থানসংকারী ও অহিংসাপরায়ণ হন এবং বানপ্রস্থগণের কুটীর মৃগলক্ষণপরিশূন্য ধূমবিরহিত হইলে, তথায় ভিক্ষার নিমিত্ত গমন করিয়া থাকেন, তিনিই ব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ হন ; অতএব তুমি অনেকের স্তুতি ও নমস্কার এবং শুভাশুভ প্রভৃতি সমুদায় বিষয় পরিহার পূর্বক একাকী অরণ্যমধ্যে গমন করিয়া কথাক্রমে জীবিকা নিব্বাহ করত স্বেচ্ছানুসারে পণ্যাটন কর ।

শুকদেব কহিলেন, পিতঃ ! “কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্তব্য ও কর্ম্মত্যাগ করা কর্তব্য” এই দুই বেদবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ ; অতএব ঐ বাক্যদ্বয়ের শাস্ত্র-ত্বসিদ্ধি কি প্রকারে হইবে ? এক্ষণে আপনি ঐ দুই বাক্যের সম্মানভা প্রদর্শন এবং যে প্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠানের অবিরোধে মোক্ষলাভ করা যায়, তাহা কীর্তন করুন ।

মহাত্মা শুকদেব এই কথা কহিলে, ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার বাক্যের বিস্তর প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন, বৎস ! কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি ভিক্ষু ইহাদিগের মধ্যে যিনি কামদেহবিবর্জিত হইয়া শাস্ত্রানুরূপ ব্যবহার করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন । আশ্রমচতুষ্টয়ের সোপান ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত আছে । সেই সোপানে আরোহণ করিতে পারিলেই ব্রহ্মলোকে গমন করা যায় । ধর্ম্মার্থবেত্তা ব্রহ্মচারী দীর্ঘা-বিহীন হইয়া গুরু বা গুরুপুত্রের নিকট জীবনের চতুর্থ ভাগ অতিবাহিত করিবেন । তাঁহার গুরুগৃহে অবস্থানকালে গুরুর শয়নের পর শয়ন ও তাঁহার গাত্রোপথানের পূর্বে গাত্রোপথান করিয়া শিষ্য বা দাসজুনোচিত কার্য্য সমুদায় সম্পাদন ও তাঁহার পাশে অবস্থান করা কর্তব্য । কার্য্য সমুদায় সুসম্পন্ন হইলে, গুরুর নিকট অবস্থান পূর্ব্বক অধ্যয়ন করা উচিত । তিনি সর্ব্বদা মরলম্ভাব ও অপবাদশূন্য হইয়া থাকিবেন এবং আচাৰ্য্য আস্থান করিলেই তথায় গমন করিবেন । কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান পূর্ব্বক অনাকুলিতলোচনে গুরুকে সন্দর্শন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করা জিতেন্দ্রিয় গুণবান্ শিষ্যের বিধেয় । আচাৰ্য্য ভোজন না করিলে ভোজন, পান না করিলে পান, উপবেশন না করিলে উপবেশন, এবং শয়ন না করিলে শয়ন করা কর্তব্য নহে । উত্তানপাণি হইয়া মৃদুভাবে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ চরণ এবং বাম হস্ত দ্বারা তাঁহার বাম চরণ স্পর্শ করা কর্তব্য । ব্রহ্মচারী আচাৰ্য্যকে অভিবাদন করিয়া কৃতাজলিপুটে কহিবেন, ভগবন্ ! আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন ; আমি এই এই কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং এই এই কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিব ; আর আপনি যাহা অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা করিবেন, এক্ষণে তাহাও সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি । গুরুতত্ত্বপরায়ণ ব্রহ্মচারী এই প্রকারে গুরুকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সমুদায় কার্য্য শেষ হইলে পুনর্বার তাঁহাকে তবিসয় বিজ্ঞাপিত করিবেন । ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্যাগম্যে যে সকল রস ও গন্ধ সেবন পরিত্যাগ করেন, সমাবর্তনের পর তাঁহার সেই সমুদায় ব্যবহার করা ধর্ম্মানুগত । শাস্ত্রে ব্রহ্মচারীর যে সমুদায় ব্যবহার করা ধর্ম্মানুগত । শাস্ত্রে

ব্রহ্মচারীর যে সমুদায় নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার নিয়ম সেই সমুদায়ের আচরণ করা এবং আচার্য্যের বশীভূত হওয়া নিত্য উচিত । তিনি এই রূপে সাধাশুদার গুরুর প্রীতিসাধন করিয়া আশ্রমান্তরে গমন করিবেন । বেদাধ্যয়ন ও উপবাসাদি দ্বারা গুরুগৃহে জীবনের চতুর্থ ভাগ গত হইলে, আচার্য্যকে দক্ষিণা দান করিয়া যথাবিধানে গুরুগৃহ হইতে সমাবৃত্ত হইবেন । এবং তৎপরে গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মপত্নী সমভিব্যাহারে বহিঃ সংস্থাপন করিয়া ব্রতচর্যা দ্বারা জীবনের দ্বিতীয় ভাগ অতিবাহিত করিবেন ।

### ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৪৩ ।

পণ্ডিতগণ গৃহস্থদিগের চারি প্রকার জীবনোপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন । তাঁহারা তদনুসারে কেহ কেহ ত্রৈবার্ষিক ধান্য ও কেহ কেহ একবার্ষিক ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন ; কেহ কেহ প্রতিদিন ভক্ষ্য বস্তু আহরণ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ বা উজ্জ্বলিত অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্দ্ধার প্রকৃত হন । এই চারি প্রকার গৃহস্থের মধ্যে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়, দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয়, ও তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ শ্রেণী শ্রেষ্ঠ । উহাদিগের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যজ্ঞাদি ঘটকার্য্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন, দান ও প্রতিগ্রহ, তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন ও দান এবং চতুর্থ শ্রেণীর অধ্যয়নমাত্র কর্তব্য । গৃহস্থদিগের ব্রত সকল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে । আত্মোদরপূরণার্থ অন্ন পাক ও পণ্ডিত্য করিতে অনুজ্ঞা করা গৃহস্থের কোনক্রমেই কর্তব্য নহে । তাঁহারা যজ্ঞাস্থান করিবার নিমিত্ত যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ছাগাদি পশু ও অশ্বাদি বৃক ছেদন করিবেন । দ্বিবার্ত্তাগে এবং প্রথমরাতি ও শেষরাত্রিতে নিদ্রা-স্থ অশুভব করা, দ্বিবারত্রির মধ্যে দুই বারের অধিক ভোজন করা ও ঋতুকালব্যতীত স্ত্রীসম্ভোগ করা গৃহস্থের নিত্য অকর্তব্য । গৃহী ব্যক্তিগণ গৃহাগত ব্রাহ্মণের অচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইবেন এবং বেদ-বিদ্যাশিষ্যদ, স্বধর্ম্মোপজীবী, জিতেন্দ্রিয়, ক্রিয়াবান, তপস্বী, শ্রোত্রিয়গণ অতিথি হইলে, তাঁহাদিগকে যথোচিত সংকার করিয়া হব্য কব্যা দ্বারা পরিতুষ্ট করিবেন । কি স্বধর্ম্মজ্ঞাপনার্থ যথা নখলোমধাতী, অগ্নিহোত্র পরিচাণী, গুরু অগ্নিকারী ব্যক্তি, কি চাণাণ, বে কটক না কেন, গৃহে

উপস্থিত হইলেই তাহাকে ভোজন প্রদান করা গৃহস্থের নিত্য কৰ্ত্তব্য । গৃহস্থ ব্যক্তিগণ প্রতিদিন ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগকে এবং অন্যান্য শ্রমী-  
দিগকে ভক্ষ্য বস্ত্র প্রদান করিবেন । প্রতিদিন বৎস ও অমৃত ভোজন  
করা তাঁহাদিগের অবশ্য কৰ্ত্তব্য । ঘৃতসংযুক্ত যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষ্য বস্ত্রই  
অমৃত স্বরূপ । যে গৃহস্থ পোষাবর্গের ভোজনাভ্যন্তে ভোজন করিয়া থাকেন,  
তাহাকে বিঘণাশী বলিয়া নির্দেশ করা যায় । পণ্ডিতগণ পোষাবর্গের  
ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম বিঘণ ও যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম অমৃত বলিয়া  
নির্দেশ করেন । স্বদারনিরত অশ্রু রাপবর্জিত, দ্বিতেন্দ্রিয় গৃহস্থগণ ঋত্বিক্,  
পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক, আত্মর, বৈদ্য,  
জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বান্ধব, পিতা, মাতা, সগোত্রা স্ত্রী, ভ্রাতা, পুত্র, ভাৰ্য্যা,  
কন্যা ও ভৃত্যবর্গের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিলে, সমুদায় পাপ হইতে  
মুক্তিলাভ ও সমুদায় লোক জয় করিতে পারেন, সন্দেহ নাই । পণ্ডিতগণ  
আচার্য্যকে ব্রহ্মলোকের, পিতাকে প্রজাপতিলোকের, অতিথিকে ইন্দ্রলো-  
কের, ঋত্বিকদিগকে দেবলোকের, সগোত্রা স্ত্রীকে অপরোলোকের, জ্ঞাতি-  
দিগকে বিশ্বদেবলোকের, সম্বন্ধী ও বান্ধবদিগকে দিক্ সমুদায়ের, মাতা ও  
মাতুলকে পৃথিবীর এবং বৃদ্ধ, বালক, পণ্ডিত ও ক্ষীণ ব্যক্তিদিগকে  
আকাশের অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন । অতএব গৃহস্থেরা  
আচার্য্যাদির উপাসনা করিলেই অনায়াসে ব্রহ্মলোকাদি জয় করিতে  
সমর্থ হন । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সদৃশ, ভাৰ্য্যা ও পুত্র আপনার  
দেহস্বরূপ, ভৃত্যবর্গ ছায়াস্বরূপ এবং হুহিতা অশ্রুগ্রহের ভোজন ; অত-  
এব জিতক্রম ধর্ম্মপরায়ণ গৃহধর্ম্মনিরত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠ সখো-  
দরাদি কৰ্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও অকাতরে উহা সহ্য করিবেন । ফলাভি-  
লাষী হইয়া কার্য্যামুষ্ঠানে আবৃত হওয়া ধর্ম্মশীল গৃহস্থগণের নিত্য  
অনুচিত । যে প্রকার ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা তৈক্ষ্য জ্যেষ্ঠ, সেইরূপ গৃহস্থগণের  
ধান্যসঞ্চয় অপেক্ষা, অসঞ্চয় ও অসঞ্চয় অপেক্ষা কণোত্ত্বৃতি উৎ-  
কৃষ্ট । শাস্ত্রবিহিত নিয়ম সকল প্রতিপালন করা গৃহস্থের অবশ্য কৰ্ত্তব্য ।  
বর্ষণোপযুক্ত ধান্যসংগ্রহকারী, কণোত্ত্বৃতিসমাপ্তিত ও উৎকৃষ্টপুত্রায়ণ  
গৃহস্থেরা যে রাজ্যে সংকৃত হইয়া অবস্থান করেন, সেই রাজ্য উত্ত-  
রোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে । যাহারা অব্যবহিতচিত্তে এইরূপে গার্হস্থ্য  
ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন, তাহারা সাত্ৰাটদিগের গতি প্রাপ্ত  
হইতে পারেন এবং তাঁহাদিগের উর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ  
পুত্রব শরম্ 'পুত্রিভ হইয়া থাকেন । দ্বিতেন্দ্রিয় উদারবৃত্তাব গৃহস্থ-

দিগের নিমিত্ত বিমানসংযুক্ত পরম রমণীয় স্বর্গলোক নির্দিষ্ট হইয়াছে । মনুষ্য বিধিনির্দিষ্ট ব্রহ্মচর্যা অতিক্রম করিয়া গাহ'স্থ বৃত্তি অবলম্বন করিলে, স্বর্গস্থ অমৃতভব করিতে সমর্থ হয় । এই গাহ'স্থা আশ্রমের পর মনুষ্যের তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ আশ্রম করা কর্তব্য । এক্ষণে সেই আশ্রমের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর ।

### চতুশ্চহরিংশদধিকদ্বিশততমঅধ্যায় । ২৪৪ ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি তোমার নিকট মনীষিনির্দিষ্ট গৃহস্থ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম । এক্ষণে গাহ'স্থাত্তরহিত পবিত্রদেশবাসী, সদসংবিবেচক, সর্বাশ্রমাচারসম্পন্ন বানপ্রস্থদিগের ধর্ম্ম নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর ।

অনন্তর বেদবাস আপনার পুত্র গুরুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ! যখন গৃহস্থ আপনার মাংস লোল ও কেশজাল গুরুবর্ণ নিরীক্ষণ করিবেন এবং যখন তাঁহার পুত্রের পুত্র উৎপন্ন হইবে, তখন বানপ্রস্থাত্ম্য অবলম্বন করাই তাঁহার কর্তব্য । বানপ্রস্থাত্ম্য আত্ম তৃতীয় ভাগ অরণ্য-মধ্যে অতিবাহিত করিবেন । এই আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক গাহ'পত্য প্রভৃতি তিন অগ্নির পরিচর্যা, দেবগণের অর্চনা, আহারনিয়ম, দিবসের ষষ্ঠভাগে ভোজন, অগ্নিহোত্র রক্ষা, ধেমুপ্রতিপালন, সমুদায় যজ্ঞাত্মের অমুষ্ঠান অকুষ্ঠপচা ধান্য যব নীবার ও বিষম আহার, এবং পঞ্চযজ্ঞে হবনীয জব্য সমুদায় সমর্পণ করা বিধেয় । বানপ্রস্থাত্ম্যেও চারি প্রকার বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে । তদনুসারে যজ্ঞামুষ্ঠান ও অতিথিসংকারের নিমিত্ত কেহ কেহ এক দিনের, কেহ কেহ এক বৎসরের, এবং কেহ কেহ বা দ্বাদশ বৎসরের জুনা জব্য সংকর করিয়া থাকেন । বানপ্রস্থগণ বর্ষাকালে বৃষ্টিবেগ সহ্য ও হেমন্তে সলিলমধ্যে অবস্থান করিবেন এবং গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপ্য হইবেন । পরিমিত ভোজন, ধরাসনে শয়ন, পাদাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া অবস্থান, ভূতলে বা আসনে উপবেশন ও ত্রিসন্ধ্যা নান করিবেন । তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দত্ত ও কেহ কেহ প্রস্তর দ্বারা উদুধলের কার্য সম্পাদন পূর্ব্বক ভোজন করেন । কেহ কেহ গুরুপক্ষে, কেহ কেহ বা কৃষ্ণপক্ষে একবারমাত্র যবানু ভোজন করিয়া থাকেন । কেহ কেহ বা উষ্ণ প্রাপ্ত হইলেই ভোজন করেন, এবং কেহ মূল, কেহ ফল ও কেহ বা পুষ্পমাত্র দ্বারা জীবিকানির্ভাহ করিতে প্রবৃত্ত হন । বানপ্রস্থদিগের এই

একার ও অন্যান্য প্রকার নিরম সকল নির্দিষ্ট আছে। সম্রাট চতুর্থ ধর্ম্মঃ এই ধর্ম্ম উপনিষদ হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। উদ্ভিতে সকলেরই অধিকার আছে। এই বাণরযুগে মহামুনি অগস্তা, সর্ব্ববাক্ষর, মধুচ্ছন্দ, অশ্বমর্ষণ, লাংকতি, অনিরন্তহানবাসী সুদ্রিবাভুতি, অহোবীর্ষা, কাবা, তাভা, মেধা-  
তিথি, কণ্ঠনির্দীক ও শূন্যগাল এই সমুদায় মহাজ্ঞা এবং সত্যসকলদি ধর্ম্মশীল  
যাযাবরগণ এই সম্রাট ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়াছেন।  
কৃচ্ছ, চান্দ্রায়ণাদি অনুষ্ঠাননিবৃত্ত জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মসম্পন্ন বৈধানস, বালখিলা  
ও সৈকতগণ এবং গ্রহ নক্ষত্রভিন্ন অন্যান্য জ্যোতিষ সমস্ত ও অনেকা-  
নেক নিপুণধর্ম্মজ্ঞ উগ্রতপা মহামি বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।  
জরাজীর্ণ ও ব্যাধিনিপীড়িত হইয়া শেবাবস্থার বানপ্রস্থপ্রাশ্রম পরিত্যাগ  
পূর্ব্বক সম্রাটপ্রাশ্রম অবলম্বন করা উচিত।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বদানসহকারে এক দিবসদায়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান, জীবিতা-  
বস্থায় নিজের প্রজাদি সমাপন, ও পুত্রকল পরিত্যাগ করিয়া  
আপনাতে অগ্নি বিলীন করত আত্মনিষ্ঠ ও আত্মারাম হইবেন। মমুঘোর  
যতদিন যোগ্যভাষে অধিকার না জন্মে, ততদিনই তাঁহার ব্রহ্মযজ্ঞ ও  
দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। সম্রাট কলেবর পরি-  
ত্যাগপর্য্যন্ত আপনাতে গার্হপত্য প্রভৃতি তিন অগ্নি বিলীন করিয়া তাহাতে  
বাগ করিবেন। অমের সিদ্ধি না করিয়া যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক  
পাঁচ বা ছয় গ্রাস ভোজন করিবেন। বানপ্রস্থবিধিনির্দিষ্ট কর্ম্মপ্রভাবে  
পবিত্র হইয়া কেশ ও লৌম মুণ্ডন এবং নথচ্ছেদন পূর্ব্বক চতুর্থ আশ্রম  
অবলম্বন করা বানপ্রস্থদিগের কর্তব্য। যে ব্রাহ্মণ সবলকে অভয় প্রদান  
পূর্ব্বক সম্রাট অবলম্বন করেন, তাঁহার তেজোময় লোক সমুদায় লাভ হয়,  
এবং তিনি দেহাবস্থানে পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুশীল পানশূন্য  
আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ইহলোক বা পরলোকের নির্বিক কোন কার্যেরই  
অনুষ্ঠান করেন না। তিনি ক্রোধ, মোহ ও মদ্বিবিগ্রহপরিশূন্য হইয়া উদা-  
সীনের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকেন। যিনি অতিশয় প্রভৃতি সংযম ও  
স্বাধারপ্রভৃতি নিরম অতিপালনে পরাঙ্মুগ না হন, এবং যিনি সম্রাটসিদ্ধি  
অনুসারে আত্মাশ্রয় ও যজ্ঞোপবীত নিবেশন করেন, সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তির  
সদা বা ক্রমশঃ মুক্তি লাভ হয়। ধর্ম্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মুক্তিলাভে  
সংশয় কি? হে বৎস! এক্ষণে বিবিধ সঙ্গুবাণকৃত অজুংকট চতুর্থ  
আশ্রমের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পঞ্চচছারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৪৫

ভুগদেব কহিলেন, পিতঃ ! ব্রহ্মলোভাৰ্থী ব্যক্তি বানপ্রস্থাত্ম্যের ন্যায় এই চতুর্থ আশ্রমে অবস্থান পূৰ্ব্বক সাধ্যানুসারে কি প্রকারে পরমানন্দ্র সহিত জীবাত্মার সংযোগ করিবেন ?

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস ! গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ এই দুই আশ্রমে চিত্ততৃষ্ণি লাভ করিয়া অনন্তর বাহ্য কৰ্ত্তব্য, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্যাগি আশ্রমজ্ঞে চিত্তদোষ সংশোধন পূৰ্ব্বক আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট সম্যাস আশ্রমে গমন করিবে। অতএব তুমি চিত্তদোষ সংশোধন করিতে অভ্যাস কর। সম্যাসী নিম্নলিখিত কবিরায় মানসে সহায়বিহীন হইয়া একাকীই ধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন। যিনি আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া একাকী বিচরণ করেন, আত্মা কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করেন না এবং ঐ রূপ ব্যক্তিকে কখন মোক্ষপদ হইতে পরিত্রষ্ট হইতে হয় না। নিরয়ি ও বাগদানবিহীন হইয়া অঙ্গের নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, প্রাত্যহিক আহার দক্ষর, চিত্তের একাগ্রতা সাধন, অন্নাহার, একাহার, করজধারণ, বৃক্ষমূলভক্ষ, কাষার বস্ত্র পরিধান, সহায় পরিত্যাগ এবং সমুদায় জীবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাই সম্যাসীর চিহ্ন। যিনি অন্যের কটুক্তি শ্রবণ করিয়াও তাহার প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ না করেন, তাহার সম্যাস ধর্ম গ্রহণ করা কৰ্ত্তব্য। কখন কাহারও কুংসিত কার্য সম্পর্শন বা কুংসা শ্রবণ, বিশেষতঃ বয়ং ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ করা কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে। সর্বদা ব্রাহ্মণের প্রতি, অমুকুল বাক্য প্রয়োগ করাই বিধেয়। অন্যের মুখে ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ শ্রবণ কবিলে দৈর্ঘ্যাবলম্বন পূৰ্ব্বক মৌনভাবে অবস্থান করাই কৰ্ত্তব্য। যিনি আপনাকে সর্বব্যাপী এবং জনাকীর্ণ স্থানকে শূন্যময় বলিয়া জ্ঞান করেন, যিনি যথাকথঞ্চিৎ আহার, যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান ও যথা কথ্য গমন করিয়া থাকেন, যিনি জনসমাজ ভুজ্ঞের ন্যায়, মিষ্টান্নজনিত তৃপ্তিকে নবকের ন্যায়, এবং কামিনীগণকে শরের ন্যায় বিবেচনা করেন। তাহার সম্মান হইলে হর্ষ বা অপমান হইলে ক্রোধের লেশমাত্র জন্মে না এবং যিনি সমুদায় জীবকে অস্ত্র প্রদান করিতে পারেন, দেবগণ তাহাকেই যথার্থ ব্রহ্মজ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন। জীবনে বা মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করা সম্যাসীর নিত্যন্ত অকৰ্ত্তব্য। ভূতালয় প্রকার প্রভু আত্মা উপেক্ষা করে, সেই প্রকার কালকে প্রভীক্য করিয়া অবস্থান করাই বিধেয়।



চিত্ত ও বাক্যের দোষ পরিচাণ করা এবং স্বয়ং সমুদায় পাণ হইতে মুক্তি-  
লাভ করা অবশ্য কর্তব্য। যাহার শত্রু নাই, তাহার তয়ের লেশমাত্র  
থাকে না। যেমনুষ্য হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, কোন প্রাণী  
হইতেও তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। ফলতঃ মোহশূন্য ব্যক্তির  
কিছুতেই আশঙ্কা নাই। যেরূপ মাতঙ্গের পদচিহ্নে অন্যান্য সমস্ত পাদ-  
চারী জীবের পদচিহ্ন বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ এক অহিংসার্থে  
অন্যান্য সমুদায় ধর্ম্মার্থ বিলীন রহিয়াছে। যিনি হিংসার্থে লিপ্ত না  
হন, তিনি অন্যায়ের কৃতান্তের ভয় অতিক্রম করিয়া অনন্তকাল অবস্থান  
করিতে পারেন। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, শান্তশুণ্যবলম্বী, সত্যবাদী, বৈরাগ্যশীল,  
জিতেন্দ্রিয় ও সর্বভূতের রক্ষার যত্নশীল হন, তিনি অন্যায়ের অতি উৎ-  
কৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন। মৃত্যু কখনই এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন, নিষ্ঠীক  
ও বাসনাবিহীন ব্যক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে না; প্রত্যুত তিনিই  
মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। যিনি সমুদায় বিষয়সংসর্গ হইতে  
বিমুক্ত ও শান্ত হইয়া আকাশের ন্যায় কিছুতেই লিপ্ত না হন, যাহার  
কেহই আশ্রয় নাই, যিনি সর্বদা একাকীই বিচরণ করিয়া থাকেন, ধর্ম্মার্থই  
যাহার জীবন ধারণ, অন্যের উপকারই যাহার ধর্ম্ম, যিনি পুণ্যকার্য্য দ্বারা  
দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন, যাহার কিছুমাত্র বাসনা বা কোন কার্য্য  
উদ্ভাগ নাই, যাহার স্তুতি বা নমস্কারজন্য সুখানুভব হয় না, এবং যিনি  
সমুদায় কামনা হইতে বিমুক্ত হন, দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া  
কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। জীবমাগ্রেই সুখে সন্তুষ্ট ও দুঃখে নিতান্ত ভীত  
হয়; অতএব যাহাতে তাহাদিগের দুঃখ জন্মে, এরূপ কার্য্য করা নিতান্ত  
অকর্তব্য। জীবগণকে অভয়দান সমুদায় দান অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ।  
যিনি প্রথমেই হিংসার্থের পরিচাণ করিতে সমর্থ হন, তিনি প্রাণীদি-  
গের নিকট অনন্তকাল অভয় লাভ করিয়া থাকেন। যথব্যাদান পুঙ্ক পঞ্চ  
গ্রাসরূপ প্রাণাহতি প্রদান করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। ত্রিলোকের আত্ম-  
স্বরূপ বৈশ্বানর সন্ন্যাসীর সর্বদেহে অবস্থান করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী সেই  
প্রাদেশপরিমিত হৃদয়াকাশস্থিত বৈশ্বানরে যন ও ইন্দ্রিয়াদি সমুদায়  
আহতি প্রদান করেন; সেই আহতি প্রদানে সমস্ত ব্রহ্মও পরিতৃপ্ত হইয়া  
থাকে। যাহারা ত্রিগুণসমাবৃত মায়াময় জীবাত্মাকে অতি উৎকৃষ্ট পরমাশ্র-  
রূপে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা কি ভুলোক, কি দ্বালোক, সর্বত্রই  
পূজা ও নমস্কার লাভ করেন। যিনি আত্মাতেই চারি বেদ, কর্ম্মকাণ্ড,  
আকাশাদি পদার্থ, পরলোক ও পরমার্থ বিষয় রহিয়াছে বলিয়া অবগত

হঠাৎ পারেন, এবং নিলিষ্ট অপরিমের, জ্ঞানময়, দেহমধ্যে আবিস্কৃত পরমাত্মাকে জ্ঞানাকাশে অবস্থিত বলিয়া পরিজ্ঞাত হন, দেবগণ তাঁহাকে সেবা করিবার নিমিত্ত সতত যত্নবান হইয়া থাকেন। ছয় ঋতু বাহার নাভি, দ্বাদশ মাস বাহার অর, অমাবস্যাদি বাহার পর্ব, কখনই বাহার অন্ত হইবে না, যাহা নিরন্তর স্বর্জিত হইতেছে এবং এই বিশ্বসংসার বাহার আসাদেশে প্রবিষ্ট হয়, সেই কালচক্র যোগীদিগের জ্ঞানাকাশে অবস্থান করিয়া থাকে। যে স্থাবরজঙ্গমাঙ্ক দেখ সমুদায় বিধে পরিবাপ্ত রহিয়াছে, জীবাত্মা সেই দেহে অবস্থান করিয়া প্রাণাদি দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন; তাঁহাদিগের তৃপ্তিলাভ চলেই তিনি স্বয়ং পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি স্বয়ং তেজোময়, নিকা ও অপরিমের, যিনি কোন প্রাণী হঠাৎ জীত না হন, এবং প্রাণিগণ যাহা হঠাৎ শঙ্কিত না হয়, তিনিই ভয়শূন্য অনন্তলোকলাভ করিতে পারেন। যিনি সর্বদা লোকের নিকট নিন্দনীয় না হন এবং স্বয়ং অনাকে নিকা না করেন, তিনিই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন। নিষ্পাপ ও মোহপরিশূন্য ব্যক্তি কি উৎলোক, কি পরলোক, কুত্রাপি ভোগনিবন্ধন স্থখ অমৃভব করেন না। যে ব্যক্তির লোষ্ট্র ও কাঞ্চন, প্রিয় ও অপ্রিয়, এবং নিকা ও স্তুতি, সর্বত্রই সমান জ্ঞান হয়; সন্ধি, বগ্রহ, রাগ ও মোহের লেশমাত্র থাকে না, এবং যিনি সম্পদশূন্য হইয়া উদাসীনের মায় ইতস্ততঃ পর্যটন করেন, তাঁহাকেই যথার্থ ভিক্ষু বলি যায়।

### ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৪৬ ।

হে বৎস ! জীবাত্মা প্রকৃতির বিকার, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণে সংযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে অবগত হইতেছেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। মানবগণ সারথিপরিচালিত পরাক্রমশালী হুশিক্ষিত উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহের ন্যায় পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনোরমার কার্যামুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শব্দস্পর্শাদি বিষয়, বিষয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা নিষ্ঠুরাঙ্কিকা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা মহত্ত্ব, মহত্ত্ব অপেক্ষা অব্যক্তপ্রকৃতি, ও অব্যক্তপ্রকৃতি অপেক্ষা পরব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; তিনিই সকলের প্রাণ্য বস্তু ও পরম গতি। সেই পরমাত্মা সর্বভূ-  
ক্তের অন্তরে গঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তত্ত্ববিদ্যুযোগীগণ হৃদয়বুদ্ধির

প্রভাষেই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন । যোগী ব্যক্তি চিত্তা ও প্রকৃষ্টি-  
 তিমান পরিহার পূর্বক বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ সমুদায় মহন্তবে লীল  
 এবং মনকে তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধি দ্বারা সংকৃত ও ধামদ্বারা উপরক্ত করিয়া  
 স্বয়ং প্রশান্তচিত্ত হইলেই ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন । যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-  
 পরবশ ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া কামক্রোধাদিতে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে,  
 তাহাকে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয় ; অতএব যোগী ব্যক্তি  
 সংকল্পশূন্য হইয়া সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে স্থূল বুদ্ধি সম্মিলিত করিয়া কালজয় পদ  
 তের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি হইবেন । যোগিগণ চিত্তপ্রসাদপ্রভাষেই সমুদায়  
 পাপপুণ্য পরিচ্যাপ পূর্বক বিমুক্তচিত্ত ও বরুণহ হইয়া অনন্ত সুখভোগ  
 করিয়া থাকেন । অসুখিহ ব্যক্তির ন্যায় সুখহুঃখশূন্য এবং নিবাতস্থ কীপা-  
 মান কীপের ন্যায় নিশ্চল হওয়াই প্রসন্নচিত্ত পুরুষের লক্ষণ । যে ব্যক্তি  
 অন্নাহারনিরত ও বিমুক্তচিত্ত হইয়া এই প্রকারে রাজ্যের প্রথম ও শেষভাগে  
 পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করিতে পারেন, তিনিই জীবাত্মাতে  
 পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন ।

হে বৎস ! এই আমি তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত ঋক্-  
 বেদোক্ত দশমস্তম মন্ত্ররূপ সমুদ্র মন্ত্ৰন করিয়া সমুদায় ধর্ম্মাখ্যান ও সত্যা-  
 খ্যানের সারভূত, বেদবিহিত, অলৌকিক, অমৃতবগম্য, আত্মবিধাসকারণ  
 শাস্ত্রামৃত সমুদায় করিলাম । যে প্রকার দরি হইতে নবনীত ও কাষ্ঠ  
 হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হয়, সেই প্রকার তোমার নিমিত্ত বেদশাস্ত্র হইতে  
 এই জ্ঞান সমুৎকৃত হইল । নাতক, ব্রতাবলম্বী ব্যক্তিগণকেই এই প্রকার  
 শাস্ত্র উপদেশ দেওয়া কর্তব্য । অপ্রশান্ত, অজিতেন্দ্রিয়, তপস্যাপরাক্রম্য,  
 বেদবিহীন, অবশীকৃত, অহুয়পরতন্ত্র, অসবল, বধেচ্ছাচারী, প্রতিকূলতর্ক-  
 পরায়ণ ও কুটিস ব্যক্তিগণ কখনই এই শাস্ত্রের উপযুক্ত পাত্র নহে । প্রশা-  
 সনীয়, প্রশান্ত, তপোমুঠাননিরত ব্যক্তি, প্রিয় পুত্র ও অমুগত শ্রিয়গণকে  
 এই গূঢ় ধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করা বিধেয় । অন্য ব্যক্তির নিকট উহা কীর্তন  
 করা নিতান্ত অকর্তব্য । — ব্যক্তিকে —  
 লেও তিনি — — — পমায়ীতবৃত্তি করে অপরূপপরিপূর্ণ বহুকরা প্রদান করি-  
 আদর্শপন্থিদিপেকা এই জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন ।  
 কঠোর আমি তোমার নিকট ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর বেদোক্ত অলৌ-  
 কি ক আয়ত্ত্ব কীর্তন করিব ; এক্ষণে তোমার মনে যে যে বিষয় উপস্থিত  
 হয় এবং যে কোন বিষয়ে তোমার সংশয় থাকে, তৎসমস্ত ব্যক্ত কর ।

সপ্তচত্রারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৪৭ ।

শুকদেব কহিলেন, মহাত্মনু ! অধ্যাত্ম কি পদার্থ এবং কি প্রকারেই বা উহার অমুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি পুনরায় ইহা বিস্তার পূর্বক কীর্তন করুন ।

ব্যাস কহিলেন, বৎস ! আমি মহুযাদিগের অধ্যাত্মের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । সাগরের তরঙ্গ সকল যেপ্রকার পরস্পর অভিন্ন পদার্থ হইয়াও বিভিন্নপ্রকার লক্ষিত হয়, সেই প্রকার ভূমি জল প্রভৃতি মহাত্ত সৰল অভিন্ন হইয়াও জরায়ুজাদি ভূতসমূহে ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থান করিতেছে । কূৰ্ম বেক্রপ আপনার অঙ্গ সমুদায় প্রসারিত ও সংকুচিত করে, সেইরূপ মহাত্তসমুদায় দেহে অবস্থান পূর্বক সৃষ্টি ও সংহার করিতেছে । এই স্খাবরজসমাত্মক সমুদায় পদার্থ পঞ্চভূতময় । এই পঞ্চভূত হইতেই সৃষ্টি ও নাশ হইতেছে । ভূবস্ত্রী ঈশ্বর সমুদায় প্রাণীতেই তারতম্যামুসারে মহাত্ত সমুদায় সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন ।

শুকদেব কহিলেন, ভগবন্ ! মহাত্ত সকল যে দেহভেদে তারতম্যামুসারে সন্নিবেশিত আছে, তাহা কি প্রকারে উপলব্ধি হইবে, এবং ঐ সকল মহাত্ত মধ্যে কোনগুলি ইন্দ্রিয়, আর কোনগুলিই বা শব্দাদি গুণ, তাহাই বা কি প্রকারে অবগত হওয়া যাইবে ?

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস ! তুমি আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহা আত্মপূর্বক কীর্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । শব্দ, শ্রোত্র ও শরীরস্থ ছিদ্ৰ সমুদায় আকাশের গুণ ; প্রাণ, চেষ্টা ও স্পর্শ বায়ুর গুণ ; রূপ, চক্ষু ও জঠরানল জ্যোতির গুণ ; বস, আশ্বাসন ও স্নেহ সলিলের গুণ ; জ্বর, ভ্রাণ ও দেহ ভূমির গুণ । এই আমি ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত পার্বত্যৌতিক বিকার, কীর্তন করিলাম । এক্ষণে কথার কোন গুণ, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর । স্পর্শ বায়ুর, বস সলিলের, রূপ জ্যোতির, শব্দ আকাশের ও গন্ধ ভূমির গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । মন, বুদ্ধি ও পূর্ববাসনা লিপশরীর হইতে প্রাকৃত হইয়া থাকে, এবং ইহারাই ইন্দ্রিয়কে প্রাপ্ত হইয়া শব্দাদি গুণ গ্রহণ করে । কূৰ্ম যে প্রকার আপনার অঙ্গ সমুদায় প্রসারিত, করিয়া পুনর্বার সংকুচিত করিয়া থাকে, সেই প্রকার বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব

আত্মাতিমান জন্মিয়া থাকে। বুদ্ধি শব্দাদি শুণকে প্রকাশিত ও মনের সহিত ইন্দ্রিয় সমুদায়কে প্রবর্তিত করিয়া দেয়। বুদ্ধির অভাবে শব্দাদি শুণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকল কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যের দেহে গুরু ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ বিরাজিত রহিয়াছেন। গোচ-  
নাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি বিষয় সমুদায়ের আলোচনার, মন তদ্বিষয়ক সংশ-  
য়ের, ও বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কারণ; এবং আত্মা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির  
সাক্ষী। সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিন শুণ চিত্ত চইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।  
এই শুণত্রয় সমুদায় প্রাণীতে সমভাবে অবস্থিতি করিতেছে। কার্য্যদ্বারাই  
উহাদের পরীক্ষা হইয়া থাকে। যাহা আত্মার নিত্যত্ব প্রীতিকর, প্রশান্ত ও  
নিশ্চাপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই সত্ত্বগুণের কার্য্য। যাহা বাস্তব মনের  
একান্ত সন্তাপজনক বোধ হয়, তাহাই রজোগুণের কার্য্য। আর যাহা  
মোহজালভটিল, অব্যাক্তরূপ, অচিন্তনীয় ও দুঃসের বলিয়া অস্বভূত  
হইয়া থাকে, তাহাই তমোগুণের কার্য্য। কোন নিমিত্ত বা অনিমিত্ত  
বশতঃ যে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, মমতা ও সুস্থচিত্ততা জন্মে, তাহাই  
সাত্বিকগুণের, কোন কারণ বা অকারণে যে অভিমর্শ, মিথ্যা বাক্য ব্যব-  
হার, লোভ, মোহ ও অসম্মিত্তা প্রাজড়ীত হইয়া থাকে, তাহাই রাজস  
গুণের, আর মোহ, প্রমাদ, নিদ্রা, তন্দ্রা ও জাগরণ তামস গুণের  
কার্য্য বলিয়া অভিহিত হয়।

### অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশশতম অধ্যায় । ২৪৮ ।

কর্ষোৎপত্তির নিরূপ তিন প্রকার; প্রথমতঃ মনোমধ্যে বিবিধ  
ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বুদ্ধিদ্বারা সেই ভাবের নিশ্চয় জ্ঞান  
জন্মে। পরে অহংকারপ্রভাবে উহা অস্বকূল কি প্রতিকূল, তাহার উপ-  
লব্ধি হয়। ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়, বিষয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি,  
এবং বুদ্ধি হইতে আত্মপ্রবেশ। যখন বুদ্ধি আত্মার সহিত অভিন্নরূপে  
আত্মান পূরক ভূটাদি বিবিধ জ্ঞান উৎপাদন করে, তখন উহাকে  
মন বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের পৃথগ্ভাব-  
নিবন্ধন এক বুদ্ধি নানাপ্রকার হইয়া থাকে। বুদ্ধি প্রবণজ্ঞানযুক্ত  
হইলেই প্রোক্ত স্পর্শজ্ঞানযুক্ত হইলেই শুষ্ক, দর্শনজ্ঞানযুক্ত হইলেই  
দৃষ্টি, বসজ্ঞানযুক্ত হইলেই রসন, এবং ঘ্রাণজ্ঞানযুক্ত হইলেই জ্ঞান।

বলিয়া কীর্তি হইয়াছে। এই প্রকার বিবিধরূপে বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই সকল বিকারকে ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দেশ করা যায়। জ্ঞানময় আত্মা এই সমুদায় ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান করেন। বুদ্ধি মনুষ্যের শরীরে দিন ভাবে অবস্থিতি করিয়া তাহাকে কখন প্রীতিসম্পন্ন, কখন দুঃখান্বিত ও কখন সূখদুঃখবিহীন করিয়া থাকে। তরঙ্গমালাসমাকুল সাগর যে প্রকার নদীর বেগ তিরোহিত করিয়া থাকে, সেই প্রকার এই বুদ্ধি সাত্ত্বিকাদি তিনভাবে তিরোহিত করিতে পারে। মনুষ্য যখন কিছু প্রার্থনা করে, তখন তাহার বুদ্ধি মনোরূপে পরিণত হইয়া থাকে। দর্শনাদি ইন্দ্রিয়গণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উহাদিগকে বুদ্ধির অন্তর্গত বিবেচনা করা কর্তব্য। ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা নিতান্ত আবশ্যিক। ইন্দ্রিয় যখন বুদ্ধির সহিত অমুগত হইয়া থাকে, তখন ঐ স্থিরবুদ্ধি বিকৃত হওয়াতে মনোমধ্যে নানাপ্রকার জ্ঞানের উদয় হয়। আর যেরূপ রথ চক্রকে আশ্রয় করিয়া কার্যসাধক হয়, সেইরূপ সত্ত্বাদি তিন গুণ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের আশ্রয়ে কার্যসাধন করিয়া থাকে। বিষয়নির্লিপ্ত যোগাচারপ্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় ও উৎকৃষ্ট দীপ্তিপ্রভাবে মনকে প্রদীপস্বরূপ করিয়া অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নিরাকৃত করা অবশ্য কর্তব্য। যিনি এই অবনীমণ্ডলকে বুদ্ধিকল্পিত বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহাকে আর বিমুখ হইতে হয় না। তাহার হর্ষ, বিষাদ ও মনঃসংসার একবারে তিরোহিত হইয়া যায়। যদি ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সংসর্গে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে অশোভিতচিত্ত হ্রাস্বাদিগের কথা কি বলিব, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণও আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারেন না। কিন্তু যখন মনঃপ্রভাবে সেই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করা যায়, তখনই প্রদীপপ্রভায় প্রকাশিত পদার্থের ন্যায় আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকে। জলচর পক্ষী যে প্রকার সলিলমধ্যে সঞ্চরণ করিয়াও সলিলে লিপ্ত হয় না, সেই প্রকার দেহাভিমানপরিবর্জিত জ্ঞানসম্পন্ন যোগী বিষয়ভোগ করিয়াও কখন বিষয়দোষে লিপ্ত হন না। যাহারা পূর্বকৃত কার্য সকল পরিত্যাগ পূর্বক কেবল পরমাত্মার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারেন, যাহাদিগের বিষয়বাসনা কিছুমাত্র থাকে না এবং যাহারা সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তাহাদিগের বুদ্ধি বিষয়বাসনা বিস্তার না করিয়া কেবল জ্ঞানকেই বিস্তারিত করে। আত্মা গুণের পরিদর্শক ও নিয়ন্তা বলিয়া গুণ সকল কখন আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না; কিন্তু আত্মা অনায়াসেই উহাদিগকে অবগত হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে এই উভয়ের এইমাত্র বিভিন্নতা

যে, প্রকৃতি বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টিবিধান করিয়া থাকেন ; কিন্তু পুরুষ ঐ সমুদায়ের সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হন না। যে প্রকার সলিল ও মীন মশক ও উড়ুন্দর এবং শরশূলা ও ইম্বিকা পরস্পর বিভিন্ন হইলেও একত্র সমবেত থাকে, সেই প্রকার প্রকৃতি ও পুরুষ স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পর পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ হইয়া একত্র অবস্থান করেন ।

— ৩৬০ —

একোদশস্কন্ধদ্বিংশততম অধ্যায় । ২৪৯ ।

সত্ত্বাদি গুণ প্রকৃতির সহিত সমবেত হইয়া, উৰ্ণনাতি যেমন সূত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেই প্রকার বিষয় সকলের সৃষ্টি করে এবং আত্মা কিছুতেই লিপ্ত না হইয়া সেই সকল গুণে অবস্থান করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তি গুণ সমুদায়ের একবার নাশ হইলেও পুনর্বার উৎপত্তি হয় বলিয়া স্বীকার করেন। আর কোন কোন ব্যক্তি কহিয়া থাকেন যে, গুণ সকল তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে বিনষ্ট হইলে, আর উহাদের উৎপত্তি হয় না। কারণ যদি ঐ সমুদায় গুণের পুনর্বার উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে তত্ত্ব-জ্ঞানীগণের সেই সমস্ত গুণানুযায়ী কার্য্য দেখা যাইত। লোকে এই দুই মত সমাক্রমে অবধারণ পূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইবে। আত্মার আদি ও অন্ত নাই। মনুষ্য সেই আত্মার স্বরূপ পরিচ্ছাদ হইয়া ক্রোধ, হর্ষ ও মৎসরতা পরিহার পূর্বক বিচরণ করিবে। এই প্রকারে শরীরে আত্মাভিমান ও অনিত্য বস্তুতে শোক প্রকাশ না করিয়া অসন্ধিগ্ধ চিত্তে পরম মুখে অবস্থান করা বিধেয়। সত্ত্বরগবিদ্যায় অনতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেরূপ উন্নত হান হইতে পরিভ্রষ্ট ও গভীর শ্রোত্রস্বতীমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ক্লেণপ্রাপ্ত হয়, সেই রূপ মনুষ্য আপনার স্বরূপ হইতে পরিচ্ছাদ ও সংসার-গর্গবে নিপতিত হইয়া অতিশয় ক্লেণ স্বীকার করিয়া থাকে। আর বিচ-ক্রণ ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ স্থলে সত্ত্বরগ পূর্বক কখনই দুঃখিত হন না, সেইরূপ যিনি আত্মাকে সমাক্রমে অবগত হইতে পারেন, তাঁহাকে কখনই ক্লেণ স্বীকার করিতে হয় না। এই প্রকারে মনুষ্য শ্রোত্রগণের সংসারে স্থিতি ও মুক্তির বিষয় এবং ঐ উভয়ের ভারতম্য সমাক্রম অবগত হইয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের শাস্তিলাভ ও আত্মজ্ঞান উপার্জন করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই দুইটি তাঁহাদিগের মোক্ষলাভে পর্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই বিষয় অবগত হইতে পারিলেই লোকে বিমুগ্ধ

স্বভাব হয় ; ইহা অপেক্ষা জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই । মনীষিগণ ইহা অবগত ও কৃতকার্য হইয়া মুক্তিলাভ করেন । পরলোকে অবিচক্ষণ ব্যক্তির যাহা যাহা ভয়াবহ হইয়া থাকে, বিচক্ষণের তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই । বিচক্ষণ ব্যক্তির যে সনাতন গতি লাভ হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি আর কেহই লাভ করিতে পারে না । কোন কোন ব্যক্তি দোষীর প্রতি অনুয়া প্রকাশ করে ; কোন কোন ব্যক্তি বা সেই দোষীকে অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি শোক প্রকাশ করিয়া থাকে ; কিন্তু যাহারা কার্য্যাকার্য্য বিচার করিতে সক্ষম হন, সেই সমুদায় কুশলী ব্যক্তি কখনই তদ্বিষয়ে শোক প্রকাশ করেন না নিজাম কৰ্ম্ম পূৰ্ব্বকৃত সকাম সৰ্ম্মকে অপনোদন করে ; কিন্তু যে ব্যক্তি জানী, তাহার পূৰ্ব্বজন্মকৃত ও ইহজন্মকৃত কৰ্ম্ম কদাচ প্রিয় বা অপ্রিয় সম্পাদন করিতে পারে না ।

### পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৫০ ।

শুকদেব কহিলেন, ভগবন্ ! ইহলোকে যাহা অপেক্ষা পরম ধৰ্ম্ম আর কিছুই নাই, যে ধৰ্ম্ম সৰ্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, আপনি আমার নিকট সেই ধৰ্ম্মের বিষয় কীর্তন করুন ।

বাসদেব কহিলেন, বৎস ! আমি ঋষিশ্রুত সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট পুরাতন ধৰ্ম্ম কীর্তন করিতেছি, উহা অবহিতচিত্তে অবগণ কর । মনুষ্য যতপূৰ্ব্বক আপনার শিশু সন্তানদিগের ন্যায় কুপথগামী ইন্দ্রিয়গণকে বুদ্ধি দ্বারা সংযমিত করিয়া একাগ্রচিত্ত হইবে । মন ও ইন্দ্রিয়সমুদয়ের একাগ্রতাই পরম তপস্যা ও সৰ্ব্বধৰ্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । পণ্ডিতগণ উহাকেই উৎকৃষ্ট ধৰ্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । অতএব মনুষ্য সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা পরিহার পূৰ্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে বশবর্তী করিয়া পরিতৃপ্ত চিত্তে অবস্থান করিবে । যখন তোমার ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যভাস্তর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি আত্মাতে সেই সনাতন পরব্রহ্মকে সন্দর্শন করিতে পারিবে । ব্রহ্মবিদ মহাত্ম্যারাই সেই সৰ্ব্বব্যাপী, ধূমশূন্য হতাশনের ন্যায় পর ব্রহ্মকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন । যেরূপ ফলপুষ্পসম্বিহিত বহুশাখাসম্পন্ন মহাবৃক্ষ আপনার কোন স্থানে পুষ্প ও কোন স্থানে ফল বিদ্যমান আছে, তাহা অবগত হইতে পারে না, সেই রূপ সোপাধি জীব আমি কোথা হইতে আগমন করিয়াছি ও কোথায় গমন করিব, তাহা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না । কিন্তু অন্তরাত্মা



সমস্তই দর্শন করিতেছেন। মনুষ্য আত্মজ্ঞানরূপ প্রদীপ্ত দীপদ্বারা সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়। অতএব তুমি আত্মজ্ঞানপ্রভাবে পরব্রহ্মকে সন্দর্শন পূর্বক সর্বজ্ঞ হইয়া দেহাত্ম্যতাব পরিত্যাগ কর। যে মনুষ্য নির্যোকনির্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, তিনিই ইহলোকে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ করিয়া দেহান্তরসম্বন্ধশূন্য ও জীবমুক্ত হইয়া থাকেন। ভবসমুদ্রগামী দ্রুতর দেহনদী অব্যক্তরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। পাঁচ ইন্দ্রিয় উহার জলজন্ত, মন ও সংকল্প উহার তীর, লোভ ও মোহ উহার তৃণ, কাম ও ক্রোধ উহার সরীসৃপ, সত্য উহার তীর্থ, মিথ্যা উহার চাকলা, ক্রোধ উহার পক্ষ, ক্রিয়া উহার আবর্ত ও বাসনা উহার দ্রুতর পাতালস্বরূপ। ঐ নদী সর্বত্রই তরঙ্গর তরঙ্গমালা বিস্তারিত করিয়া লোক সমুদায় প্রবাহিত করিতেছে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কদাচ উহা উত্তীর্ণ হইতে পারে না। ধৈর্য্যশীল জ্ঞানসম্পন্ন মনীষিগণ ঐ নদী অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। তুমি জ্ঞানপ্রভাবে সেই দেহনদী উত্তীর্ণ হও; তাহা হইলেই বিষয়বিমুক্ত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ পূর্বক ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিবে। এক্ষণে তুমি সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমতত্ত্ব ব্যক্তির ন্যায় ভূতলস্থ লোকদিগের সহিত নিৰ্লিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন কর। হর্ষক্রোধপরি না ও অনাশ্রয় হইতে পারিলেই সৰ্বভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের তত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এই দেহনদীতরণ রূপ ধৰ্ম্মকেই সৰ্বধৰ্ম্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দেশ করেন। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন নিরতারা অনুগত ব্যক্তিগণকেই এই ধৰ্ম্মের উপদেশ প্রদান করা কর্তব্য। এই আমি তোমার নিকট সৰ্বোৎকৃষ্ট গূঢ়তম আত্মজ্ঞানের বিষয় কীৰ্ত্তন করিলাম। সুখদুঃখশূন্য ভূতভবিষ্যতের কারণ পরব্রহ্ম পুরুষ, স্ত্রী বা পুংসক নহেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে উহাকে অবগত হইতে পারে, তাহাকে পুনরায় সংসারে বদ্ধ হইতে হয় না। এই আমি তোমার নিকট সমস্ত মত বিশেষরূপে কীৰ্ত্তন করিলাম। বাহারা এই সমুদায় মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে; অন্য ব্যক্তি কোনক্রমেই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে বৎস! আমি তোমাকে যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিলাম, লোকে প্রীতিযুক্ত, দয়াবান্ ও সদগুণসম্পন্ন পুত্র কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া প্রীতমনে তাহাকে এই প্রকার সহপদেশ প্রদান করিবে।

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৫১ ।

যিনি পক্ষ ও রসাদি ভোগে অমুরাগ বা উহার প্রতি রাগেব প্রকাশ না করেন এবং কীর্তি ও সম্মানলাভে তাঁহার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই, তিনিই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ । কেবল ঋক্, যজুঃ, সামাদি বেদাধ্যয়ন, গুরুশ্রদ্ধা ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে যার না । যিনি জীবের প্রতি দয়াবান্, সর্ব্বজ্ঞ, সমুদায় বেদবিশারদ হইয়া মৃত্যুকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ । যথার্থ বিধি পরিচাণ পূর্ব্বক কেবল নানা প্রকার ভূমিকক্ষিপ বস্তুর অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় না । যাহা হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, যিনি স্বয়ং কোন প্রাণীকে তর না করেন, যাহার কিছুতেই স্পৃহা বা দ্বेष থাকে না এবং যিনি কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হন না, তিনিই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন । ইহলোকে বিষয়বন্ধনভিন্ন আর কোন বন্ধনই বিদ্যমান নাই । বিদ্বান্ ব্যক্তি ঘোরতর মেঘবিনিমুক্ত শশধরের ন্যায় এই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক নিষ্পাপ ও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া কাল-প্রতীক্ষায় পৈর্গ্যাবলম্বন করিয়া থাকেন । সমুদ্রমধ্যে বিলীন নদীর জল-রাশির ন্যায় বিষয়বাসনা সকল যে ব্যক্তিতে একবারে লীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষপদ লাভ করিতে পারেন । বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি কখনই মোক্ষলাভে অধিকারী হইতে পারে না । ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সমুদায় মনোরথ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে ; কিন্তু বিষয়াভিলাষী ব্যক্তির কখন উহা পরিপূর্ণ হয় না ; সে বাসনামিবন্ধন স্বর্গলাভ করিয়া পুনর্বার উহা হইতে পরিত্রষ্ট হয় । বেদ অপেক্ষা সত্য, সত্য অপেক্ষা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপেক্ষা দান, দান অপেক্ষা তপস্যা, তপস্যা অপেক্ষা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য অপেক্ষা আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান অপেক্ষা সমাধি ও সমাধি অপেক্ষা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ । শৌক্য, সন্তোষ ও বিষয়বাসনা মনকে ক্লেশ প্রদান করে ; অতএব ভূমি পরিত্রুটিতে মোক্ষের উপারভূত, সত্ত্বগুণ অবলম্বন কর । যিনি বিশোক, নিঃস্বপ্নতা, নিঃস্বংসরতা, সন্তোষ, শাস্তি ও প্রসন্নতা এই ছয় গুণ অবলম্বন করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানপরিভূত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করিতে পারেন । যাহারা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং বিশোকাদি ছয় গুণসম্পন্ন আত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারা পরলোকে অনার্য্যানেই সর্ব্ব-ব্যাপী ব্রহ্মকে লভ করেন । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জন্মমৃত্যুবিয়হিত স্বভাবসিদ্ধ নির্ধারণ ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইয়া অনন্ত সুখভোগ করিতে থাকেন । চিত্তকে

স্থির করিয়া সর্বপ্রযত্নে ব্রহ্মে সংস্থাপিত করিতে পারিলে যে প্রকার সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ে সে প্রকার হইবার সম্ভাবনা নাই বাহার মন্দিয়ার উপবাসী ও দরিদ্র ব্যক্তির ও পরিতৃপ্ত এবং আশ্রয়-শূন্য ব্যক্তির ও বলবান্ হয়, সেই পরম ব্রহ্মকে যিনি অবগত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ । যিনি ইন্দ্রিয়দ্বার সকল রোধ পূর্বক ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করেন, লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ, শিষ্ট ও আশ্রাম বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে । যিনি বিষয়বাসনা ও জীবনের প্রতি পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া অতি উৎকৃষ্ট পরমাত্মতত্ত্বে সমাহিত থাকেন, তাহার আত্মস্থ চক্ষু ও ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্জিত হইয়া থাকে এবং দিনকরের অভ্যুদয়ে গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় দুঃখ তিরোহৃত হইয়া যায় । তখন জরানুত্ব আর সেই বিষয়বাসনানির্মুক্ত কর্মভাগী ব্রহ্মজ্ঞকে পরাভূত করিতে পারে না । তিনি রাগদ্বेषবিহীন ও সর্বভাগী হইয়া জীবিতাবস্থায় অনারোগেই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমুদায় অতিক্রম করেন । বাহারা এই প্রকারে দেহাদি ভাব অতিক্রম পূর্বক পরম ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে আর পুনর্বীর জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না ।

### দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৫২ ।

হে বৎস ! গুণবান্ বক্তা যানাপমানাদিসহিষ্ণু, ধর্ম্মার্থামুষ্ঠানপরতন্ত্র, যোজ্ঞজিহ্বাস্থ ব্যক্তিকে প্রথমে পূর্বোক্ত বাকা সমুদায় শ্রবণ করাইয়া পরে উপদেশ প্রদান করিবেন । আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, সলিল ও পৃথিবী এবং উৎপত্তি, বিনাশ ও কাল সমুদায় প্রাণীতেই বিদ্যমান রহিয়াছে । আকাশ হিত্রাশ্বক ও শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশাশ্বক । মুক্তিলাভবেত্তা পণ্ডিতগণ শব্দকে আকাশগুণ বলিয়া নির্দেশ করেন । চরণ, প্রাণ, অপান ও ত্বগিন্দ্রিয় বায়ুর কার্য্য; ও স্পর্শ উহার গুণ । তাপ, পাক, প্রকাশ, উত্তাপ ও চক্ষু তেজের কার্য্য; এবং তাত্র, গৌর ও কৃষ্ণাদি রূপই উহার গুণ । ক্রোধ, জ্বলী করণ, রসন, জিহ্বা ও রক্ত মজ্জা প্রভৃতি স্নিগ্ধ পদার্থ সমুদায় সলিলের কার্য্য; এবং রস উহার গুণ । ধাতু, অস্ত্র, দন্ত, নখ, শাফ্র, রোম, কেশ, শিরা, স্নায়ু ও চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ এবং ভ্রাণেন্দ্রিয়, এই সমুদায় পৃথিবীর কার্য্য; এবং গন্ধ উহার গুণ । আকাশের শব্দ, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, জ্যোতির দীপ্তি, স্পর্শ ও রূপ, সলিলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, ও রস

এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান রহিত  
 আছে। মহর্ষিগণ এই প্রকারে পঞ্চভূত এবং তাহাদের কার্য ও গুণ  
 নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। মহাব্যোম শরীরমধ্যে ঐ পঞ্চভূত, প্রকৃতি,  
 মহত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও জীবাত্মা বিদ্যমান রহিয়াছেন। বুদ্ধি  
 নিষ্করাত্মক, চিত্ত সংশরাত্মক, ও দেহভিমানী জীব কর্মের আশ্রয়।  
 জীব মতাদি কালকৃত পুণ্যপাপসংযুক্ত হইলেও যদি আপনাকে পুণ্য-  
 পাপে নির্লিপ্ত বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা হইলে আর তাহাকে বিমোহিত  
 হইতে হয় না।

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৫৩।

হে বৎস! যোগীরা শাস্ত্রবিহিত যোগাদি কার্যের অনুষ্ঠানদ্বারা  
 দেহবিশুদ্ধ পৰমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। গগনমধ্যে মার্ভতের  
 কিরণসমূহ যেরূপ একত্রীভূত হইয়া অবস্থান করিলেও স্থলদৃষ্টিদ্বারা  
 দৃষ্ট না হইয়া যুক্তিদ্বারা অনুমিত হয়, সেইরূপ যে সমুদায় জীব স্থল-  
 দেহবিশুদ্ধ হইয়া লোকে বিচরণ করে, তাহাদের জীবমুক্তি স্থলদৃষ্টি  
 দ্বারা দৃষ্টিগোচর না হইয়া জ্ঞান দৃষ্টিদ্বারাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয়  
 যোগীরা সলিলমধ্যে সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় জীবদেহে প্রকাশিত  
 লিঙ্গশরীরকে দর্শন করেন। যাহারা কি জাগ্রদশা, কি নিদ্রিতাবস্থা,  
 সর্বসময়েই মনঃক্লিষ্ট কামাদি ও যোগৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগাঙ্-  
 ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহারা লিঙ্গশরীর বশীভূত করিতে পারেন।  
 তাহাদিগের জীব নিরন্তর মহত্ত্ব, অহঙ্কার এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ  
 ও শব্দ এই সপ্তগুণসম্পন্ন হইয়াও জরামৃত্যু পরাজয় পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি  
 লোকে বিচরণ করিয়া থাকে। যেমতুষা মন ও বুদ্ধির বশীভূত হয়,  
 সে আপনা হইতে অন্য ব্যক্তিকে পৃথক্ জ্ঞান এবং স্বপ্নযোগেও  
 জাগরিতের ন্যায় পদার্থ দর্শন, পুণ্যের অনুষ্ঠান ও সুখদুঃখভোগ করে,  
 এবং কামক্ৰোধের বশীভূত হইয়া বাসনাপন্ন ও বিপুল অর্থ প্রাপ্ত  
 হইয়া পরম পরিতুষ্ট হয়। জীব জনগির জঠরে দশ মাস অবস্থান করি-  
 য়াও ভুক্ত অন্নের ন্যায় জীর্ণ হয় না। রজ ও তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ  
 ঈশ্বরের অংশস্বরূপ সর্বলোকের হৃদয়স্থিত জীবাত্মাকে কোনক্রমেই  
 দর্শন করিতে পারে না। যোগীরা যোগশাস্ত্রপরায়ে হইয়া জীবাত্মাকে

পরিত্যক্ত হইতে বাসনা করেন, দুশশরীর, স্তম্ভশরীর ও কারশশরীরকে অতিক্রম করা তাঁহাদিগেব কর্তব্য । অনেকানেক মহর্ষিরা সন্ন্যাসীদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু শাণ্ডিল্য মুনি শান্তি জনক সমাধিকে ও সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । মনুষ্যাগণ গুণ, প্রকৃতির বিকার অগৎ এবং সর্বজ্ঞতা, নিত্য তৃপ্তি, নিত্যবোধ, স্বাধীনতা, অনুগুণত্ব ও অনন্তশক্তি এই ষড়ঙ্গরূপ পরমেশ্বরকে অবগত হইলেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় ।

### চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৫৪ ।

লুক্ক ব্যক্তিগণ আশ্রমপাশে বদ্ধ হইয়া জদয়স্মিত কামবুদ্ধকে পরিবেষ্টন পূর্বক ফললাভের বাসনায় উহার উপাসনা করিয়া থাকে । ঐ মহাবুদ্ধ মোহ হইতে সমুৎপন্ন হয় ; ক্রোধ ও অভিমান উহার স্বরূপ ; কৰ্ত্তব্যাত্তিলাষ উহার আলম্বান ; অজ্ঞান উহার মূল ; মূল ; প্রমাদ উহার সেকসলিল ; অমৃতা উহার পত্র ; পূর্বজন্মোপার্জিত পাপ উহার সার ; মোহ ও চিত্তা উহার সূত্র শাখা ; শোক উহার বৃহৎশাখা ও ভয় উহার অক্ষুর । মোহজনক পিপাসারূপ লতা সমুদায় ঐ বুদ্ধকে সতত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । যিনি আশ্রমপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐ বুদ্ধকে ছেদন করিতে পারেন, তিনি সুখহৃৎস্বের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন । অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি যে ভোগ্য বিষয় দ্বারা এই বুদ্ধকে পরিবর্দ্ধিত করে, সেই বিষয়ই বিষ বেরূপ আত্মরকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ তাহাকে সংহার করিয়া থাকে । কৃতী ব্যক্তি সেই বদ্ধমূল বৃক্ষের অজ্ঞানরূপ মূল যোগবলে সমাধিস্বরূপ অসিদ্বারা বলপূর্বক ছেদন করিবেন । যে ব্যক্তি জন্মমূহুরূপ বন্ধনই কাম্য কর্ণের ফল-বুঝিতে পারিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে আরেন, তাহাকে আর হৃৎস্ব ভোগ করিতে হয় না । মহর্ষিরা দেহকে পুরুষরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ; বুদ্ধি উহার অধিকারিণী এবং চিত্ত ঐ বুদ্ধির অমাত্য । ইন্দ্রিয়গণ ও মন ঐ পুরের অধিবাসী ; উহারা বুদ্ধির ভোগসম্পাদনার্থ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । সেই পুরমধ্যে রজ ও তম নামে দুইটা দারুণ দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে । বুদ্ধি, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদি পুরবাসিগণ সেই রজ ও তমোবিহিত সুখহৃৎস্বাদি ভোগ করিয়া থাকে । রাক্ষস ও তামস

অইকার অবিহিতমার্গদম্পন অখণ্ড আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সেই পুরমধ্যে বুদ্ধি বিকৃত মনের সহিত তুল্যতা লাভ করিয়া কলুষিত হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণ সেই বিকৃত মন হইতে সান্তিলাভ ভীত হইয়া অস্থির হইয়া উঠে। কলুষিতা বুদ্ধি যৌবনবয়স্ হিতকর বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা অনিষ্ট ফল প্রদান পূর্বক আনিষ্ট হয় এবং মনও সেই বিনষ্ট বস্তু স্মরণ করিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া উঠে। মন কাতর হইলে, বুদ্ধি নিপীড়িত হইয়া থাকে এবং বুদ্ধির পীড়া উপস্থিত হইলেই আত্মার চর উপস্থিত হয়। ফলতঃ চিত্তই রজোগুণের সহিত সম্বন্ধীয় সংস্থাপন পূর্বক আত্মা ও ইন্দ্রিয়াদি পৌরবর্গকে গ্রহণ করিয়া দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকে।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ৫৫৫ ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! অনন্তর প্রদীপ্ত হতাশনসদৃশ ভগবান্ ব্যাসদেব যীর পুত্র ভৃকদেবের নিকট পুনরায় যে পঞ্চভূতের নির্ধারণবিষয়ক শাস্ত্র কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি, যত পূর্বক শ্রবণ কর। স্থিরতা, গুরুত্ব, বঠিন্য, উৎপাদিকা শক্তি, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, সংঘাত, মনুষ্যাদির আশ্রয়তাব, সহিসুতা, স্থূলতা এই সমুদায় পৃথিবীর গুণ। শৈত্য, রস, ক্রোধ, দ্রবত্ব, স্নেহ, দোষাতা, প্রস্রবণ, জিহ্বা, হিমকরকাদিক্রমে সংঘাত ও তণ্ডুলদির পাচকতা এই সমুদায় সলিলের গুণ। দুর্ভেদতা, জ্যোতি, তাপ, পাক, প্রকাশন, শোক, রোগ, শীত্ৰগামিতা, তীক্ষ্ণতা ও উর্জ্জ্বল্য এই সমুদায় পাবকের গুণ। স্পর্শ, বাণিস্থিরস্থান, গমনাগমন বিষয়ে বাধীনতা, শীত্ৰগামিতা, শোণ্য, মোচন, উৎক্ষেপণ, নিবাসাদি-চেটা, জন্ম ও মৃত্যু এই সকল বায়ুর গুণ। শব্দ, সর্বব্যাপকতা, ছিদ্রসম্পন্নতা, অনাপ্রস্র, অনালস্রত্ব, অব্যক্তত্ব, রিকৃদ্ধি, অরিকারিতা, অপ্রতিঘাত ও ভূতত্ব এই সমুদায় আকাশের গুণ। পঞ্চভূত এই পঞ্চাশ ও গুণে অলঙ্কৃত বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। ধৈর্য, তর্কবিতর্ককোশল, স্মরণ, ভ্রান্তি, করুণা, সহিসুতা, সংপ্রবৃতি, অসংপ্রবৃতি ও অস্থিরতা এই নরটী মনের গুণ। অস্থি, উৎসাহ, চিত্তের একাগ্রতা, সত্যদর্শন ও আত্মাদিপ্রমাণ-কারিতা, শ্রুতি এই ষষ্ঠ গুণে অলঙ্কৃত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! বুদ্ধিকে কি প্রকারে শীলগুণাবিত বলা

যদি এবং ইচ্ছিরগণকেই বা কি প্রকারে ওগ বলিয়া নির্দেশ করা যায় ? তাহা পুস্তকপে কীৰ্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন ধর্মরাজ ! পূর্বে বুদ্ধির পাঁচ ওগ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ বুদ্ধির বহি ওগ । পঞ্চ মহাত্ম্য ও ইতিপূর্বে পঞ্চ মহাত্ম্যের যে পঞ্চাশ ওগ কীৰ্ত্তন করা গিয়াছে, তৎসমুদায়ও নিজে উৎসাহাবি পাঠ, সমুদারে বাগী বুদ্ধির ওগ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে । এই ওগ সমুদায় চৈতন্যের সহিত মিলিত থাকে । পরমেশ্বর ঐ সমুদায় ওগের বহি করিয়াছেন ; উহার নিত্য নহে । পূর্বে এই জগতের উৎপত্ত্যাবিবরে যে সমুদায় মত কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, সে সমুদায় বেদবিহীনও বিচ্যবৃত্ত । সম্ভ্রান্তি আদি যে মত কীৰ্ত্তন করিলাম, তুমি সেই বেদবিহিত মত অবগত হইয়া শাস্তবুদ্ভি হও ।

### ষষ্ঠ পঞ্চাশদধিকশিশততম অধ্যায় । ২৫৬ ।

বৃষ্ণিষ্ণ কহিলেন, শিতাবহ ! অমৃত হস্তীর জুলা বলসম্পন্ন ভীষ্মরাজ্য-ক্রম ভূপালগণ আপনাদিগের জুলা ভেজোবলশালী বীরগণ কর্তৃক নিহত হইয়া নৈন্যমধ্যে ধরাশয়া আগ্রস করিয়াছেন । তাঁহাদিগকে সংহার করিতে পারে, এমন লোক আর বেছই নাই । এক্ষণে এই যে মহাবলশালী মরণতিগণ গত্যাহু হইয়া রণস্থলে নিপতিত রহিয়াছেন, ইহাদিগকে কি নিমিত্ত মৃত বলিয়া নির্দেশ করা যায় ? তাহিবরে আবার মতানু সংশয় উপস্থিত হইতেছে । অতএব মৃত্যু কে, কোন পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আর তাহা কি নিমিত্তই বা প্রজাবর্গকে হরণ করিয়া থাকে, তাহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস !- সত্যযুগে অমৃতকাম নামে এক রাজা ন্যয়ে ক্রীণবাহন হইয়া বিপদের বন্দীকৃত হইয়াছিলেন । তাঁহার হরিনামে এক নারায়ণজুলা বলসম্পন্ন পুত্র ছিল । সেই পুত্র নৈন্যাসানন্তের সহিত সংগ্রামে বিনষ্ট হয় । মহারাজ অমৃতকাম পুত্রের নিধন ও বিপদের নিলী-তনে অতিশয় কাতর হইয়া পরিশেষে শাস্তিপরাগন হইলেন । তিনি এক দিন মনোহরনাগরগণ্য দেবর্ষি নারদকে বশন করিয়া তাঁহার নিকট রণস্থলে য প্রকারে পুত্রের নিধন ও আপনায় শত্রুহতে পড়ন হইয়াছে, তাহা বিশদরূপে কীৰ্ত্তন করিলেন ।

মুনিকুলতিলক দেবর্ষি নারদ ভূপতির বাবু প্রবণ পূজক মহাপরমেশ্বর  
হইয়া তাঁহার নিকট এক পুত্রশোকনিবারনক্ষর উপাখ্যান কীর্তন করিবার  
অভিলাষে কহিলেন, রাজনু ! পূর্বে আমি যে উপাখ্যান প্রবণ করিয়াছি,  
একশ্রেণে তাহা তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বকালে  
সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাসংখ্যা ক্রমণঃ নিত্যত পরিবর্তিত  
হইতে দেখিয়া সাতিশয় চিন্তাবিভ হইরাছিলেন । ঐ সময় ত্রিভুবন অসংখ্য  
জীবে নিরন্তর পরিব্যাপ্ত হইয়া যেন উচ্ছাদবিহীন ও উচ্ছন্ন হইরাছিল ।  
তদর্শনে সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা কি প্রকারে প্রজাগণকে সংহার করিবেন, তাহাই  
চিন্তা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সংসারমধ্যে সংহারের কোন উপায়  
দেখিতে পাইলেন না । অনন্তর তাঁহার ইন্দ্রচ্ছিত্র হইতে ক্রোধ অগ্নি  
বিনির্গত হইল । সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই ক্রোধাগ্নি দ্বারা দশ দিক্  
দগ্ধ করিতে লাগিলেন ।

এই প্রকারে ব্রহ্মার ক্রোধানলে স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ সমুদার পৃথিবী,  
স্বর্গ ও গগনমণ্ডল দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে, বেদপতি ব্রহ্মেবর দেবদেব  
মহাদেব প্রজাবর্গের হিতাভিলাষী হইয়া ব্রহ্মার শরণাপত্ত হইলেন । ভগ-  
বান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া মনোদান পূরক কহিলেন, মহেবর ।  
তুমি যে অভিপ্রায়ে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর ;  
আমি অচিরে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব ।

### সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৫৭ ।

কহিলেন, ব্রহ্মনু ! আপনি প্রজাসৃষ্টি করুন, এই আমার প্রার্থনা ।  
এই সমুদার প্রজা আপনিই সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব উহাদিগের প্রতি  
কোন প্রকাশ করা কোনক্রমেই আপনার কর্ত্তব্য নহে । হে দেব ! আপ-  
নার তেজঃপ্রভাবে প্রজাগণ দগ্ধ হইতেছে ; তদর্শনে আমার অন্তঃকরণে  
অত্যন্ত করুণাসঞ্চার হইয়াছে ; অতএব আপনি উহাদিগের প্রতি ক্রোধ  
সম্বরণ করুন ।

প্রজাপতি কহিলেন, মহেবর ! আমি প্রজাগণের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ  
করি নাই । প্রজা সমুদার উৎসন্ন হউক, আমার এরূপ বাসনাও নহে ।  
আমি কেবল বহুধরার ভার লাঘব করিবার নিমিত্ত প্রজাবর্গের সংহার-  
সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি । এই বহুমতী বোঝতরে সমাক্রান্ত ও রসাতলে



নিরম প্রাণ হইয়া প্রজাবর্গের সংহারার্থ আমাকে অনুরোধ করিতে আমি কি প্রকারে প্রবীণ প্রজাদিগকে সংহার করিব, ইহা চিন্তা করিতেছিলাম। যখন আমি এই বিষয় চিন্তা করিয়া বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিতে পারিলাম না, তখন আমার অন্তরে ক্রোধসঞ্চার হইল।

কল্প কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি প্রসন্ন হউন। এই স্বাবরজ্জন্মাত্মক প্রজা সমুদায় সংহার করিবেন না। দেখুন, এই চরাচর চতুর্দিক ভূত একত্রারে উৎসন্ন হইয়া গেল। সমুদায় জগতে হাহাকার ধ্বনি সমুদ্ভূত হইয়াছে। অতএব আমি আপনার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন। এই সমুদায় প্রজা বিনষ্ট হইলে আর প্রত্যাগত হইবে না। অতএব আপনি এক্ষণে আর তেজঃপ্রভাবেই আপ-  
আর তেজঃ প্রতিসংহার করুন। যাহাতে এই সমুদায় প্রজা আর দন্ধ না হয়, আপনি হিতাভিলাষপরতন্ত্র হইয়া তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি আমাকে অধিদেবত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন; এই নিমিত্ত আমি আপনাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, যেন প্রজাবর্গ সমূলে উন্মূল্য না হয়। অতঃপর উহারিা যাহাতে বারংবার মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াও পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে, এই প্রকার উপায় করা আপনার কর্তব্য।

ভগবান্ ব্রহ্মা দেবান্দেব মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৃপা-পরবশ হইয়া পুনর্বার আপনাতে তেজঃ প্রতিসংহার করিয়া ভূতগণের জন্মমূর্ত্তার নিরম সংস্থাপন করিলেন। তিনি যখন ক্রোধসম্বৃত্ত তেজঃ প্রতিসংহার করেন সেই সময় তাঁহার ইন্দ্রিয় সমুদায় হইতে পিঙ্গলবসনা কৃষ্ণনয়না, দিবাকুণ্ডলধারিণী ও দিব্যভরণবিভূষিতা এক রমণী প্রোত্ভূত হইয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিল। ব্রহ্মা ও মহাদেব সেই কন্যাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভূতভাবন ভ্রগবান প্রজাপতি তাঁহাকে আব্ধান করিয়া মৃত্যু নামে সন্দোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মৃত্যো ! তুমি এই প্রজা সমুদায়কে পর্যায়ক্রমে সংহার কর। আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রজাবর্গের সংহারার্থ ই তোমাকে স্মরণ করিয়াছি। অতএব তোমাকে আমার আদেশানুসারে কি পণ্ডিত, কি মূর্খ সকলকেই সংহার করিতে কহিবে। তোমার জ্যেষ্ঠোন্মত্ত হউক। কমলমালাধারিণী মৃত্যু এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র নিতান্ত হুঃখিত হইয়া নিরন্তর অশ্রুধারা পরিত্যাগ ও করতলদ্বারা উহা ধারণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টাপঞ্চাশদধিক দ্বিশতম অধ্যায় । ২৫৮ ।

অনন্তর আশ্রয়লোচনা মূঢ়া কথঞ্চিৎ স্বীয় হঃপ সংবরণ করিয়া প্রজা-  
বর্গের হিতসাধনার্থ কৃতান্তলিপুটে বিনীতভাবে ব্রহ্মাকে সম্বোধন পূর্বক  
কহিলেন, ভগবন্ ! মাদৃশ অবলা আপনা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া কি  
প্রকারে সমুদায় জীবের ভয়েংপাদন পূর্বক ক্ররকার্য্য সম্পাদন করিতে  
প্রবৃত্ত হইবে ? আমি অধ্যক্ষ্যে নিতান্ত ভীত ; অতএব আপনি অগ্রগ্রহ  
পূর্বক আমাকে ধর্ম্মার্থ্য্য অনুজ্ঞা প্রদান করুন । বাগক, বৃদ্ধ ও যুবগণ  
আমার কি অপরাধ করিয়াছে যে, আমি তাহাদিগকে সংহার করিব ।  
লোকের প্রিয়পুত্র, প্রিয়বয়সা এবং পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃবিনাশ করিতে  
আমি কখনই সমর্থ হইব না । লোকে আমার হস্তে নিপতিত হওয়াতে  
নিতান্ত কাতর হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে শাপ প্রদান করিবে এবং তাহা-  
দিগের শোকাশ্রুপাতে আমাকে অনন্ত কাল দগ্ধ হইতে হইবে । এই  
নিমিত্ত আমি সাতিশর ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি । আমি  
বিনাশ করিলে, পাণ্ডাঘারা নরকে পতিত হইবে ; সুতরাং আমিই  
লোকের নরাগমনের কারণ হইব । অতএব এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা  
যে, আপনি আমার প্রতি প্রমত্ত হইয়া আমাকে লোকবিনাশকার্য্য হইতে  
বিরত করুন । এক্ষণে আমি আপনাকে সন্তোষ করিবার নিমিত্ত উপায়  
করিতে প্রস্তুত হইয়াছি ।

ব্রহ্মা কহিলেন, সূন্দরি ! আমি প্রজাবর্গের বিনাশার্থই তোমার কৃষ্টি  
করিয়াছি । অতএব তুমি অবিলম্বে গমন পূর্বক প্রজাদিগের সংহারকার্য্যে  
ব্যাপৃত হও । আমি যাহা কহিয়া ছি, তাহা কোনক্রমেই অন্যথা হইবে  
না । অতএব তোমাকে নিশ্চয়ই আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান  
করিতে হইবে । লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মূঢ়া  
কিছুমাত্র উত্তর প্রদান না করিয়া তাঁহার মুখাপেক্ষার দ্বিনীতভাবে অব-  
স্থান করিতে লাগিলেন এবং পদ্মবোনি ব্রহ্মা বায়ংবার তাহাকে প্রজানা-  
শের অনুরোধ করিতে তিনি পরিশেষে মৃতপ্রায় হইয়া তৃণীভাব অবলম্বন  
করিয়া রহিলেন । লোকপিতামহ ব্রহ্মা মূঢ়াকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন  
করিয়া হাস্যবদনে প্রজাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ।

এই প্রকারে ভগবান্ ব্রহ্মার ক্রোধশান্তি হইলে, মূঢ়া প্রজানাশমিশ্র  
অঙ্গীকার না করিয়া তাহার নিবৃত্ত হইতে প্রস্থান পূর্বক অবিলম্বে  
গোতীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানে এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া

লক্ষসংখ্যক বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিলেন । অনন্তর আমি-  
তভেজা ভগবান কমলযোনি ব্রহ্মা পুনর্বার তাঁহাকে সন্মোদন পূর্বক  
কহিলেন, হুগরি । অতঃপর তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর । তখন  
মৃত্যু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ ও তাহাতে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক পুনর্বার  
বিশ্বেতি লক্ষসংখ্যক বৎসর একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন । তৎপরে তিনি  
অমৃত পদ্মসংখ্যক বৎসর মৃগশৃঙ্গের সহিত অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিলেন  
এবং বিশ্বেতি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বায়ু ভক্ষণ করিয়া অষ্ট সহস্র বৎসর  
মলিলে অবস্থান করত মৌনভাবে রহিলেন । তৎপরে তিনি বোশিকী  
নদীতে গমন পূর্বক তথায় কল ও বায়ু ভক্ষণ করত তপস্যা করিতে লাগি-  
লেন । অনন্তর তিনি প্রজাগণের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত পর্য্যায়ক্রমে  
ভাসীরখীতীর ও সূর্য্যক পর্ব্বতে গমন করিয়া স্থাপুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া  
রহিলেন ; তৎপরে দেবতারা হিমাচলের যে প্রদেশে অবস্থান করেন,  
সেই স্থানে গমন পূর্বক ব্রহ্মার সন্তোষসম্পাদনার্থ নিখরসংখ্যক বৎসর  
অমৃত নিৰ্ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ।

তখন বৃষ্টিসংহারকর্তা ভগবান ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আগমন করিয়া  
তাঁহাকে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, বৎসে ! কি নিমিত্ত আর তপোমুঠান  
করিতেছ, আমি বাহা বলিয়াছি, অতঃপর তাহার অনুষ্ঠান কর । তখন  
মৃত্যু পুনর্বার তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন ! আমি প্রজাসংহার করিতে  
পারিব না । আমি পুনর্বার আপনাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তপোমুঠান  
করিব । মৃত্যু এই কথা কহিলে, ভগবান ব্রহ্মা তাঁহাকে অধর্ম্মভরে একান্ত  
ভীত দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে ! প্রজাসংহারনিবন্ধন তোমার কিছুমাত্র  
অধর্ম্ম হইবে না । তুমি নির্ভয়চিত্তে প্রজাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত  
হও । আমি বাহা কহিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই অনাথা হইবার নহে ।  
তুমি প্রজাসংহার পূর্বক সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে । আমি এবং  
অসংখ্য দেবগণ আমরা সকলেই সর্ব্বদা তোমার হিতামুষ্ঠানে নিযুক্ত  
রহিলাম । এক্ষণে আমি তোমাকে এই এক অভিলষিত বর প্রদান করি-  
তেছি যে, প্রজাগণ ব্যাধিনির্দ্ভিত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিবে ;  
তাঁহারা কখনই তোমার দোষ কীৰ্ত্তন করিবে না । আর তুমি পুরুষ হইয়া  
পুরুষদিগকে, স্ত্রী হইয়া স্ত্রীদিগকে, ক্রীষ হইয়া ক্রীষদিগকে আক্রমণ  
করিবে ।

দেবাদিদেব ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, মৃত্যু কৃতান্তলিপুটে পুনর্বার  
তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন ! আমি কখনই প্রজাদিগকে সংহার করিতে

পারিব না । তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ভাত্রে ! তুমি নিঃকণ্ঠে প্রাণিগকে সংহার কর । বাহাতে তোমার অধর্মক্ষণ না হয়, আমি তাহার উপায়বিধান করিয়া দিতেছি । তুমি যীর মনুষ্যবিপ-  
লিত যে অশ্রুবিদু সসুদার স্বহস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, সেই অশ্রুবিদু সসুদার ঘোরতর ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়া যথাসময়ে মনুষ্যবিপকে সংহার করিবে । তুমি প্রাণিগণের সংহারসময়ে তাহাদিগের নিকট কাহ ও ক্রোধকে প্রেরণ করিও । তাহা হইলে তাহারাই মনুষ্যদিগের সংহার-  
সাধক হইবে । তুমি রাগহেববিহীন ; সুতরাং তোমাকে অধর্ম লিঙ হইতে হইবে না ; ফলতঃ তোমার ধর্মলাভই হইবে । অতএব তুমি এই প্রকারে ধর্মপালনে যত্নবান্ হও ; আপনাকে অধর্মে পাকিত করিও না । এক্ষণে যীর অধিকার অবলম্বন করিয়া প্রাণিগকে সংহার করাই তোমার কর্তব্য ।

তখন মৃত্যু ব্রহ্মার শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া অগত্যা জীবগণের বিনাশসাধনে অস্বীকৃত হইলেন । তদবধি তিনি কামক্রোধকে প্রেরণ পূর্বক জীবদিগকে মৃত্ত করিয়া তাহাদিগের জীবনসংহারকর্ম সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন । মৃত্যুর অশ্রুপাত সসুদার ব্যাধিবদ্ধপা । ঐ ব্যাধি-  
প্রভাবে মনুষ্যগণের দেক রূপ হইয়া থাকে । অতএব প্রাণিগণের প্রাণ-  
নাশনিবন্ধন শৌক করা নিতান্ত অকর্তব্য । জীবগণের ইন্দ্রিয় সসুদার  
বেরূপ স্রুপ্তিসময়ে বিরত এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া  
থাকে, সেইরূপ মনুষ্যগণও একবারে পরলোকে গমন করিয়া পুনরায়  
তথা হইতে আগমন করে । মহাতেজস্বী ভীষণনিদানসম্পন্ন বায়ু সকল  
জীবের জীবনস্বরূপ হইয়া দেহাদিগের নানাবিধ দেহে অবস্থান করি-  
তেছে । তন্নিবন্ধন বায়ুকেই ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর বলিয়া কীর্তন করা  
যায় । সমরাসুদারে দেবগণ মর্ত্যসংজ্ঞা এবং মানবগণ দেবত্ব প্রাপ্ত  
হইয়া থাকেন । আপনার পুত্র সুরলোকে গমন পূর্বক সূখে বিহার  
করিতেছেন ; অতএব আপনি তাঁহার নিমিত্ত শৌক প্রকাশ করিবেন না ।

হে মহারাজ ! এই প্রকারে মৃত্যু ভগবান্ ব্রহ্মা কর্তৃক বিদ্রষ্ট হইয়া  
যীর অশ্রুপাতজনিত ব্যাধি সসুদারের সাহায্যে যথাসময়ে প্রাণিগকে  
বিনাশ করেন ।

### একোনিষট্টিধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৫৯ ।

বৃষ্টিষ্টিয় কহিলেন, পিতামহ! অল্পবুদ্ধি মানবগণ ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয় অসমর্থ হইয়া রহিয়াছে। অতএব ধর্ম্ম কি পদার্থ এবং কি হইতেই বা সমুৎপন্ন হয়? ইহলোকে মঙ্গললাভের নিমিত্ত যে কার্য্যানুষ্ঠান করা যায়, তাহাই কি ধর্ম্ম, বা পরলোকের নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করা যায় অথবা এই লোক ও পরলোক এই উভয় লোকের নিমিত্ত যাহা সংসাধিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম? আপনি ইহা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সদাচার, স্মৃতি, বেদ ও অর্থ এই চারি বিষয় ধর্ম্মের জ্ঞাপক। মনুষ্য প্রকৃত ধর্ম্ম অবধারণ পূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান করিবে। লোকযাত্রা নির্বাহার্থ ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, ইহকাল ও পরকালে সুখরূপ উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। যে মনুষ্য প্রকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জনে উদ্যমীনা প্রদর্শন করে, তাহাকে নিশ্চয়ই পাপ ভোগ করিতে হয়। পাপপরায়ণ পুরুষেরা বলাচ পাপ হইতে কিছুকিছ হয় না। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি আপদসময়ে পাপাচরণ করিয়াও নিষ্পাপ হয় এবং মিথ্যাবাক্য প্রেরণ কবিরোগ সত্যবাদী ও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আচারই ধর্ম্মের আশ্রয়; সেই আচার অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম অবগত হইবে। মনুষ্যের দৃষ্টাব এই যে, তাহার আপনার অধর্ম্ম কিছুতেই প্রকাশ করে না; কিন্তু অন্যের পাপাচার সুপ্রচারিত করিয়া থাকে। দেখ, তত্ত্বের অরাজক রাজ্যে অন্যের অর্থ অপহরণ পূর্ব্বক অশক্তিত্বচিন্তে আপনার ধর্ম্মলীলতা প্রকাশ করে; কিন্তু যখন অন্য তাহার ধন গ্রহণ করে, তখন সে ভুখতির নিকট গমন পূর্ব্বক তাহার নামে অভিযোগ করিয়া থাকে। সে সময়েও স্বধনসম্বলিত ব্যক্তিদিগের ধন হরণ করিতে তাহার বাসনা হয়। যে মনুষ্য বিতৃষ্ণবদ্য এবং যে আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া অঙ্গগত আছে, সে নির্ভয়ে রাজদ্বারে গমন করিতে পারে। সত্যবাক্য প্রেরণ করা অবশ্য কর্তব্য। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; সত্যে সমুদায় বস্তু প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পাপাত্মা উগ্র-স্বভাবসম্পন্ন মনুষ্যাগণ সত্যপ্রভাবেই নিরমস্বাপন করিয়া পরস্পরের অনিষ্টচিন্তা পরিহার ও পরস্পর একতাবদ্ধন করে। তাহার যদি নিরমের শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরস্পর

বিনষ্ট হইয়া যায়। পরস্ব অপহরণ না করাই সনাতন ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন বলবান্ ব্যক্তি “পরধন অপহরণ করা অকর্তব্য” চৈা হুর্লদিগের বাক্য বলিয়া অনুমান করে। দৈব তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল, মন্দেহ নাই। এই জীবলোকে কেহই সর্বাপেক্ষা বলবান্ বা স্মৃখী নাই। অতএব সরলভাব অবলম্বন করা সকলেরই কর্তব্য। যিনি কাহারও অনিষ্ট না করিয়া পবিত্রভাবে নির্ভয়ে অবস্থান করেন, তাহাকে আর অসামু, তঙ্কর বা ভুপাল হইতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতে হয় না। তঙ্কর নগরপ্রবিষ্ট যুগের ন্যায় সমুদায় লোক হইতেই ভীত হইয়া থাকে এবং আপনার ন্যায় অন্যকেও পাপপরায়ণ বলিয়া বিবেচনা করে। যে মনুষ্য বিশুদ্ধস্বভাব, সে প্রকৃতিতে নির্ভয়ে সর্বস্থানে বিচরণ করিয়া থাকে এবং কখনই অন্য হইতে আপনার অনিষ্ট-শঙ্কা করে না। যাহারা প্রাণীদিগের হিতানুষ্ঠাননিরত, তাহারা ইদানীংকের বিধি প্রবর্তিত করিয়াছেন। ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির দৈবপ্রতিকূলতানিবন্ধন ঐ বিধিকে দুরিত্ত্বনির্দিষ্ট বলিয়া কীর্তন করে। কিন্তু তাহাদিগের ইহা বিবেচনা করা কর্তব্য যে, এই জীবলোকে কাহারই সর্বাপেক্ষা ধনবান্ বা স্মৃখী হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি, অন্যে তাহা অনিষ্ট করিলে, সহ্য করিতে পারে না, অন্যের অনিষ্টাচরণ করা তাহার কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন রমণীর উপপত্তি হয়, অন্যের দোষ সহ্য করা তাহার অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু সে প্রায়ই অন্যকে সেই রমণীর উপপত্তি হইতে দেখিলে তাহার সেই দোষ সহ্য করিতে পারে না। যে ব্যক্তি স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষী হয়, অন্যের জীবন সংহার করা তাহার কদাচ বিধেয় নহে। যাহা আপনার হিতকর বলিয়া জ্ঞান করিবে, তাহা অন্যের প্রিয়কর বোধ করা অবশ্য কর্তব্য। আপনার প্রয়োজনান্তিরিক্ত ধন নির্জন দুরিত্ত্রদিগকে প্রদান করিবে। এই কারণেই ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত কুশীদ-বৃত্তি প্রবর্তিত হইয়াছে। যে পথাবলম্বী হইলে দেবগণের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারা যায়, সর্বদা সেই পথ অবলম্বন করাই উচিত। যদি কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকে, তথাচ ধর্মপথে বিচরণ করাই কর্তব্য। নরীষগণ হিংসা পরিত্যাগ করিয়া শান্তিমার্গ অবলম্বন করাকেই ধর্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। হে ধর্মরাজ! এক্ষণে আমি যেমন ধর্ম্যাদ্যুর্ষের লক্ষণ কীর্তন করিলাম, তুমি তাহাতেই স্থিরনিশ্চয় হও। পূর্বে বিধাতা ধর্মকে দয়াপ্রদান বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

সাধু ব্যক্তিবর্গ সেই পরম ধর্মলাভের মানসেই সর্বদা সচেষ্ট হইয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট ধর্মের যথার্থ কীর্তন করিলাম, তুমি ইহা অনুধাবন করিয়া সরলভাবে অবলম্বন কর, কদাচ কপট কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইও না।

### যুক্ত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৬০ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি যে প্রকার সূক্ষ্ম বেদবোধিত ধর্ম লক্ষণ কীর্তন করিলেন, আমার হৃদয়ে তাহা স্মৃতি পাইতেছে ; আমি অনুমান আশ্রয় করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারি। আপনি আমার হৃদয় প্রায় সমুদায় প্রসঙ্গই কীর্তন করিলেন, এক্ষণে আমি কৃত্তক পরিত্যাগ পূর্বক আর একটি প্রশ্ন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে ধর্মশ্রদ্ধাযে আনিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হইতেছে, কেবল শাস্ত্রপাঠ দ্বারা তাহা কখনই অবগত হওয়া যায় না। অবিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম যে প্রকার, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম সে প্রকার নহে। আপদ্ অসংখ্য ; সুতরাং আপদ্ধর্মও নানাপ্রকার। অতএব শাস্ত্রপাঠ দ্বারা সমস্ত আপদ্ধর্ম কি প্রকারে বোধগম্য হইতে পারে ? শাস্ত্রে সাধুগণের আচারকে ধর্ম ও ধর্মামুষ্ঠানপরতন্ত্র ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই লক্ষণ দ্বারা ইহা স্পষ্টই বোধগম্য হইতেছে যে, ধর্ম ও সাধু ইহার পরস্পরসাপেক্ষ ; সুতরাং উহা দ্বারা কে সাধু ও ধর্ম কি, তাহা নিরূপণ করিতে পারা যায় না। দেখুন, শূদ্রগণ মুহুর্ৎ হইয়া ধর্মবুদ্ধির নিমিত্ত বেদান্তাদি শ্রবণ করিতে তাহাদিগের অধর্ম হইতেছে এবং অগন্ত্যাদি মহর্ষিগণ যজ্ঞের নিমিত্ত নানাপ্রকার হিংসাকর কার্যের অনুষ্ঠান করিতেও তাহাদিগের ধর্মসকর হইতেছে। সুতরাং ধর্ম কি প্রকারে নির্ণয় করা যায় ? আর দেখুন, বেদ সমুদায়ের প্রতিমূলেই হাস হইয়া থাকে। তন্নিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রকারে যখন কালভেদে বৈদিক ধর্মের ভিন্নত্ব হইল, তখন বেদবাক্য যে যথার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহা কেবল লোকরঞ্জনমাত্র। বেদ হইতে সমুদায় স্মৃতি সমুদ্ভূত হইয়াছে ; অতএব যদি বেদশাস্ত্র অপ্রমাণ হইল, তবে তৎসমুদ্ভূত স্মৃতিশাস্ত্রকেও অপ্রমাণ বলিতে হইবে। আবার অনেক সময়ে একরূপ ঘটনা থাকে যে,

ধার্মিকগণ কোন ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বলবান্ হুয়া-  
 আরা উহার যে অংশে ব্যাঘাত উপাদান করে, সেই অংশ তদবধি  
 একেবারে উন্মূলিত হইয়া যায়। সুতরাং ধর্মতত্ত্ব নির্ণয় করা নিতান্ত  
 সুকঠিন। ফলতঃ আমরা অবগত থাকি বা না থাকি এবং অন্যকর্তৃক উপ-  
 দিষ্ট হইয়াও বুদ্ধিতে পারি, বা না পারি, ধর্মতত্ত্ব যে সুরধার অপেক্ষাও  
 গুরুতর, তাহার আর সন্দেহ নাই। যজ্ঞাদি ধর্ম প্রথমতঃ গন্ধার্বনগ-  
 রের ন্যায় অভূতরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণ যখন  
 উহাকে অনিত্য বলিয়া পর্যালোচনা করেন, তখন তাঁহাদের উহা  
 নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। মানবগণ গো সমুদায়ের জল-  
 পানার্থে ক্ষুদ্র খাত ও ক্ষেত্রে মলিলমেক করিবার জন্য কৃত্রিম নদী  
 প্রস্তুত করিলে যে প্রকার ঐ সকল ক্রমশঃ শুষ্ক হয়, সেই প্রকার  
 দেববোধিত ধর্ম যুগে যুগে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে একেবারে নিঃশেষিত  
 হইয়া যায়। অসামু বাক্তিগণ লোকের অগ্রিহোত্রাদি কার্য সমাধান,  
 বেতন গ্রহণসহকারে অধ্যাপনাকার্য সম্পাদন ও অন্যান্য কাণ্যসাধনের  
 নিমিত্ত মিথ্যা আচার অবলম্বন করে। সামু বাক্তিগণ যাহা ধর্ম বলিয়া  
 কীর্তন করিয়া থাকেন, মুঢ় বাক্তিগণ তাহা প্রলাপ বোধ করিয়া সামু  
 দিককে উন্নত বলিয়া অবজ্ঞা করে। দেখুন, ভোগাদি মহাজ্ঞারাও স্বদ্বন্দ্ব  
 পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন; অতএব সর্ব  
 জন হিতকারী আচার কৃত্রিম বাবস্ত হয় না। কোন কোন ক্ষত্রিয়  
 ব্রাহ্মণের আচার অবলম্বন পূর্বক ক্ষত্রধর্মচারী ব্রাহ্মণকে নিন্দা করেন  
 এবং কোন কোন ব্রাহ্মণে ব্রহ্মধর্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্ম এই উভয় বর্তমান থাকে।  
 অতএব সর্বপ্রকার আচারেই ব্যভিচার লক্ষিত হইতেছে। এক্ষণে  
 আমার এই বোধ হয়, ঐতি বা স্মৃতি ধর্মের নির্ণায়ক নহে, পূর্বতন  
 পণ্ডিতগণ যাহাকে ধর্ম বলিয়া স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অদ্যাপি  
 ধর্ম বলিয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

একষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৬১ ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! আমি এই উপলক্ষে তুলাধারজাজলিসম্বাদ  
 নামক এক পূর্বতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে  
 জাজলি নামে এক অরণ্যচারী ব্রাহ্মণ সাগরতীরে জাগরন পূর্বক ঘোরতর



ତତ୍ପର୍ୟାନ୍ତର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିତେ ଆରମ୍ଭ କରିଯାଇଥିଲେ । ଐ ଅସାଧାରଣ ଦୀକ୍ଷା-  
ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଐ ହାତେ ଚୌର, ଅଜିନ ଓ କଟାଧାରୀ ପୁରୁଷ ପଦ୍ମଦିକ୍ଷା,  
ସଂସନୀ ଓ ନିରତାହାରୀ ହୈରା ଅସଂସା ବଂଶର ଅତିବାହିତ କରେନ । ଏକ  
ଦିନ ଐ ମହାତେଜା ଆପନାର ତେଜଃପ୍ରଭାବେ ମଲିନମଧ୍ୟେ ଅବସ୍ଥାନ ପୁରୁଷ  
ଧ୍ୟାନବଳେ ସମୁଦାର ଲୋକ ବିଚରଣ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଯେନ ଯେନ ଐ ଅକାର  
ଚିନ୍ତା କରିତେ ଲାଗିଲେନ ଯେ, ଐ ବିଷୟସଂସାରମଧ୍ୟେ ଆମିହି ଅବିଚାରୀ । ଆମି  
ବାଚୀତ ଆର କେହି ମଲିନମଧ୍ୟେ ଅବସ୍ଥାନ ପୁରୁଷ ଆକାଶଗତ ଶ୍ରବଣକ୍ରୋଧି  
ପରିହୀତ ହୈତେ ସମର୍ଥ ହର ନା ।

ତତ୍ପୋଧନ ଜାଜ୍ଞାଳି ଐ କଥା ବାଳିବାମାର ରାଜସମ୍ପଦ ଶୁଦ୍ଧା ହୈତେ ତତ୍ତଦ୍ଦେଶୀୟ  
ତୌହାକେ କହିଲେନ, ଭଦ୍ର ! ଏକମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରା ହେବାର ନିତାନ୍ତ  
ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ବାରାଣସୀମଧ୍ୟେ ବାସିକ୍ଷୟାବଳୟେ ଭୂମିଧାର ନାମେ ଯେ ଯଶସୀ  
ମହାପୁରୁଷ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ, ତିନି ଓ କଥନ ଏକମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିତେ  
ପାରେନ ନା । ରାଜସେରା ଐ ବଥା ବାଲିଲେ, ମହାତମା ଜାଜ୍ଞାଳି ତୌହାଦିଗେ  
କହିଲେନ, ନିଶାଚରଣ ! ଆମି ସେହି ବିଜ୍ଞବବ ମହାୟଶା ଭୂମିଧାରେର ସହିତ  
ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର କରିତେ ବାସନା କରି । ତଥନ ରାଜସମ୍ପଦ ତୌହାକେ ସାଗରମଧ୍ୟା  
ହୈତେ ଉକ୍ତ କରିବା କହିଲ, ବିଜ୍ଞବର ! ତୁମି ଐ ପଥ ଦିଆ ବାରାଣସୀକେ  
ଗମନ କର । ନିଶାଚରଣ ଏକ ପ୍ରକାରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଲେ, ଜାଜ୍ଞାଳି ତୌହା-  
ଦିଗେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ ପୁରୁଷ ବାରାଣସୀକେ ଗମନ କରିବା ଭୂମିଧାରେର  
ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର କରିଲେନ ।

ସୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେନ, ପିତାମହ ! ଭଗବାନ ଜାଜ୍ଞାଳି ପୁରୁଷେ କି କଥାର  
କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁରୁଷ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟେ ମିଦ୍ଧିମାତ କରିଯାଇଥିଲେନ, ଆପନି  
ତାହା କୌର୍ତ୍ତନ କରୁନ ।

ଭୀଷ୍ମ କହିଲେନ, ଧର୍ମରାଜ ! ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଧର୍ମବେତ୍ତା ଭଗବାନ ଜାଜ୍ଞାଳି ସୋର-  
ତର ତତ୍ପୋହୁଷ୍ଟାନେ ନିରତ ହୈରା ସାରଂ ଓ ପ୍ରାତଃକାଳେ ସ୍ନାନ, ହତାଧନେ  
ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ, ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତେ ବେଦାଧ୍ୟାୟ ଓ ଭୂମିଧାରୀର ଶରଣ କରିତେନ ।  
ତ୍ରୌତ୍ସ ଓ ବର୍ଗାକାଳେ ଅନାରୁଦ୍ଧ ହାତେ ଏବଂ ହେମନ୍ତେ ଜଳମଧ୍ୟେ ଅବସ୍ଥାନ ପୁରୁଷ  
ଅତିଶୟ କ୍ଳେଶ ସହା କରିବା ଧାରିତେନ ; କିନ୍ତୁ କଥନ ଓ “ଆମି ଧାୟିକ” ଏକ-  
କମ ଯେନ କରିବା ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକାଶ କରିତେନ ନା । ସମୟେ ସମୟେ ବର୍ଷାକାଳ  
ସମାଗତ ହଟେଲେ ତିନି ଅନାରୁଦ୍ଧ ହାତେ ଅବସ୍ଥାନ ପୁରୁଷ ଯନ୍ତ୍ରକେ ସାରାପାତ  
ସହା କରାତେ ଏବଂ ଅରଣ୍ୟମଧ୍ୟେ ବାରସ୍ଥାର ଗମନାଗମନନିବନ୍ଧନ ତୌହାର କେଶ-  
ପାଶେ ସତତ ଧୁଳିପଟଳ ସଂଲଗ୍ନ ହଠାତେ ତୌହାର ଯନ୍ତ୍ରକେ ଜଟାଭାର ବଦ  
ଓ ଅବିହୀତ ହୈରାନ୍ତୁଟିଲ । ତତ୍ପରେ ତିନି ବାସୁମାତ୍ର ଭକ୍ତ୍ୟ କରତ କାଠ-

স্তম্ভের নায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্থিরচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন ।  
 ঐ সময় দুইটী চটক পক্ষী ভূনাড়ি আহবণ পূর্বক তাঁহার মস্তকস্থিত জটা-  
 মধ্যে কুলার নির্মাণ করিল । পরম দয়ালু মহাভগা জাজলি তাহাতে  
 সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন । তিনি\* স্থায়ী নায় চেষ্টাবিষ্ঠীন  
 হইয়া অবস্থান করাতে বিহঙ্গমমিথুন, বিপ্লবচিহ্নে সেই কুলারমধ্যে  
 অবস্থান করিতে লাগিল । অনন্তর বর্ষা অতীত ঐ শরৎকাল সমাগত  
 হইলে, তাহার পরস্পর নিশীথ কাম্যাসক্ত হস্তেতে চটকীর গর্ভ  
 সঞ্চার হইল । কিয়দ্দিন পরে চটকী ঐ মহর্ষির মস্তকেই অণুপ্রসব  
 করিল । হেতুপুঞ্জকলেশবৎ ধাতুপরাগন দ্বিজবর তথা অবগত হইয়াও  
 অবিচলিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন । বিহঙ্গমমিথুনও পরম আন-  
 দিত হইয়া প্রাণ-দিন ইত্যন্তঃ বিচরণ পূর্বক পুনর্বার তথায় আগমন  
 করিয়া বিশস্ত মনে তাঁহার মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিল । কিয়দ্দিন  
 পরে তাহাদের অণু সমুদায় পরিপুষ্ট ও তৎসমুদায় হইতে শাবক সকল  
 বিনির্গত হইল । শাবকগুলি জাজলির মস্তকে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে  
 লাগিল ; তথাপি ঐ ব্রতধারী ধর্ম্মপরাগ জাজলি নিশেচেষ্টভাবে অবস্থান  
 করিতে লাগিলেন । কালক্রমে শাবকগুলি জাজলি হইলে, তাহাদিগকে  
 অবলোকন করিয়া মহর্ষির মন নিশান্ত আনন্দিত হইয়া উঠিল । বিহঙ্গম-  
 মিথুনও স্বীয় শাবকদিগকে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া মহা আনন্দে  
 তাহাদিগের সহিত সেই স্বমিস্রক'ক্ষ' কুলারে অবস্থান করিতে লাগিল ।  
 কিয়দ্দিন পরে দ্বিজবর সেই জাতপক্ষ শাবকগুলিকে প্রতিদিন সন্ধ্যাসময়ে  
 গণমাত্র ইত্যন্তঃ উড্ডয়ন পূঙ্গক পুনরাগমন করিতে দেখিলেন । কিয়দ্দিন  
 পরে তাহার পিতামাতাকে পরিত্যাগ করত আপনাবাই একবার গমন  
 করিয়া পুনর্বার আগমন, কোনদিন তাহা পরিহাস্যে অতিবাহিত করিয়া  
 নিরর্থক সায়াসময়ে প্রহাস্যে প্রহাস্যে বা পীড়নীয় অতিক্রম করিয়া  
 যঠ দিনে পুনরাগমন করিলে লাগিল । তথাপি মহাভগা জাজলি কিছুমাত্র  
 বিচলিত হইলেন না । এই প্রকারে প্রায় ত্রয়োদশ দিন উড্ডয়ন  
 অভ্যাস করিল । পরিশেষে যখন উহারা একবার জাজলির মস্তক হইতে  
 অন্য স্থানে গমন পূর্বক এক মাস অতীত হইলেও প্রত্যাগত হইল না,  
 তখন জাজলি নিতান্ত বিষ্ময়াপন্ন হইয়া সিদ্ধ হইয়াছি বলিয়া বিবেচনা  
 করিলেন । তদবধি তাঁহার অন্তঃকরণে অহঙ্কার সঞ্চার হইল । বিহঙ্গমগণ  
 যে তাঁহার মস্তকে নির্বিলম্ব জাত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বেচ্ছানুসারে অন্য  
 স্থানে গমন করিয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহার আনন্দের আর

পরিসীমা রহিল না। তত্পরে তিনি নদীসলিলে স্নান ও হতাশনে আত্ম-প্রদান পূরক স্বর্গের উপাসনা করিতে লাগিলেন ।

একদিন মহামতি জাজলি আপনার মন্তকে চটক পক্ষিগণ সমুৎপন্ন হইল বিবেচনা করিয়া বিষয়াবিষ্টচিত্তে “আমিই যথার্থ ধর্মোপার্জন করিয়াছি” বলিয়া মধ্য আশ্বালন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার কর্ণকুহরে এই আকাশবাণী প্রবিষ্ট হইল যে, “জাজলে ! তুমি কখনই ধর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে মহামতি তুলাধারের তুলা হইতে পারিবে না। তুলাধার নামে যে মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাত্মা বারাগনীতে অবস্থান করেন, তিনিও তোমার মত গর্ভিত বাক্যপ্রয়োগে উপযুক্ত নহেন।” অন্তরীক্ষে এইরূপ দৈববাণী হওয়াতে জাজলি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তুলাধারের সচিব সাংখ্য কবিবার নিমিত্ত পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিলেন এবং বহুকালের পর বারাগনীতে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, মহাত্মা তুলাধার মস্তকোচ্চৈঃ পণ্য দ্রব্য সমুদায় বিক্রয় করিতেছেন। ঐ মহাত্মা বণিক জাজলিকে উপস্থিত দেখিবামাত্র গাত্ৰোপান পূরক প্রীতমনে স্বাগত সস্তাষণ ও অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মণ ! আপনি আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি বাহ্য কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি সাগর-তটে অবস্থান পূরক দোরস্তর তপোযুষ্ঠান করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মমা কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই। আপনি তপসিদ্ধ হইলে আপনার মন্তকে কতকগুলি পক্ষিশাবক জন্মিয়াছিল। আপনি তাহাদিগকে কিছুমাত্র ভয় প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু যখন সেট শাবকগুলি জাতপক্ষ হইয়া ইত্যন্তঃ পর্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখনই আপনি ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া মহাগর্ভিত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় এক দৈববাণী প্রভাবে আমার বৃন্দাত্ম আপনার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে আপনি দীর্ঘাপরবশ হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে আমি আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিব, আদেশ করুন।

দ্বিষষ্ঠাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৬২ ।

মহামতি তুলাধার এই কথা কহিলে, আপকাগ্রগণ্য মহাত্মা জাজলি তাঁহাকে সম্বোধন পূরক কহিলেন, হে বণিকনন্দন ! তুমি ব্রহ্ম, গন্ধ, বৃক্ষ, ওষধি ও ফলমূল সমুদায় বিক্রয় করিয়াও কি প্রকারে ঐরূপ নিশ্চল বুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিলে, তাহা আমার নিকট বিস্তার পূরক কীর্তন কর।

তখন ধর্মার্থতত্ত্ববেত্তা বৈশাকুলোদ্ভব জ্ঞানতপ্ত মহামতি ভূলাধার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, জাজলে ! আমি সর্বভূতহিতকর পূর্বতন সনাতন ধর্ম অবগত হইয়াছি। জীবগণের প্রতি অহিংসা অথবা মাপংকালে অন্নমাত্র হিংসা দ্বারা জীবিকানির্বাহ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ।

আমি তদনুসারে কেবল পরিচ্ছিন্ন কাষ্ঠ, তৃণাদির ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেছি। অলক্ত, পদ্মককাষ্ঠ, তৃণকাষ্ঠ, কস্তুরী প্রভৃতি বিবিধ গন্ধদ্রব্য এবং সুরাবাতীত নানাপ্রকার রসের অকণ্টে ক্রয় বিক্রয় দ্বারা আমার জীবনযাত্রা নির্যাহ হইতেছে। যে ব্যক্তি সকলের সুখঃ এবং যিনি কারমনোবাক্যে সকলের হিতাশুষ্ঠান করেন, তিনিই ধর্মার্থ ধর্ম্যুতত্ত্বজ্ঞ। অনুরোধ, বিরোধ, বেদ ও কামনা পরিত্যাগ এবং সর্বভূত সমভাবে দৃষ্টিগাত এই সমকই আমার প্রধান নিয়ম। গগন-মণ্ডল যে প্রকার মেঘাদিশহযোগে বিবিধাকার ধারণ করে, সেই প্রকার জগদীশ্বর সর্বজীবে অদ্বিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার বেদ ধারণ করিতেছেন। আমি এই বিবেচনা করিয়া অনেক কার্যদর্শনে প্রশংসা বা নিন্দা করি না। আমি সমুদায় লোকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। লোকে ও স্বর্গে আমার বিশেষ জ্ঞান নাই। আমি অন্ধ, বধির ও উন্মত্তের ন্যায় বিষয়ভোগরহিত হইয়া কালযাপন করিতেছি। বৃক্ষ, অতুর ও কৃশ ব্যক্তিগণের ন্যায় আমারও অর্থ, কাম ও ভোগবিষয়ে কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। লোকে যখন স্বয়ং কাম, বিদ্বেষ ও ভয় পরিত্যাগ করে, অন্যকে ভয় প্রদর্শন না করে। কারমনোবাক্যে কোন প্রাণীর প্রতি পাপাচারণে প্রবৃত্ত না হয়, তখনই তাহার ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। অতরদানের সদৃশ উৎকৃষ্ট ধর্ম আর কিছুই নাই। যে মনুষ্য নিতান্ত নির্ভরভাবী ও কঠিন দণ্ডকারী এবং লোকে কালকবলের ন্যায় ঘাহা হইতে ভীত হয়, সেই ব্যক্তি মহাভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। আমি পুত্রপৌত্র-সম্পন্ন হিংসাপরিশূন্য মহাত্মা বৃদ্ধদিগের ব্যবহার অবলম্বন করিয়া আছি। মৃতগণ সদাচারের কিরদংশ বিকল্প দেখিয়া সমুদয় সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করে। কিন্তু বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ সদাচারের বিকল্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে যে মনুষ্য দমস্তম্ভ অবলম্বন ও জোহ পরিহার পূর্বক সাধুজনাচারিত আচার আশ্রয় করে, তাহারই অচিরে ধর্মলাভ হয়। যেসকল নদী-বেগসহকারে কাষ্ঠত্বকর পরস্পর সংযোগ ও বিচ্ছদ হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্মপ্রবাহ দ্বারা পিতাপুত্রাদির পরস্পর সংযোগ ও বিযোগ হয়। যে

মহাত্মা কখন কোন প্রাণীকে ভয় প্রদর্শন না করেন, তিনিই সর্বদা সমুদায় প্রাণী হইতে অভয়লাভ করিতে পারেন। লোক সকল ভীষণ গর্জনশীল বৃকের ন্যায় যে ব্যক্তি হইতে ভীত হয়, সেই ব্যক্তি সমুদায় লোক হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহারাই এই অভয়দানরূপ আচার প্রতিপালন করেন, তাহারাই মহারাম্পন্ন, উৎকৃষ্ট ভোগশীল ও সৌভাগ্যবন্ত হইয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রে তাহাকেই প্রধান বশিরা নির্দেশ করিয়াছেন। তাহাদিগের হৃদয়ে অন্নমাত্র ধর্ম্যপ্রবৃত্তি নিহিত আছে, তাহারাই কীর্তিনাভের নিমিত্ত অভয়দানরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; আর যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মবিবরে সমগ্রিক পারদর্শী, তাহারাই ব্রহ্ম-লাভের নিমিত্তই লোকদিগকে অভয়দান করেন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও জ্ঞানোপদেশ দ্বারা যে ফললাভ করিতে পারা যায়, একমাত্র অভয়দান দ্বারা সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীকে অভয় প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সমুদায় বৃক্ষের ফল ও অভয় লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। কলহঃ অহিংসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। বাহা হইতে কোন প্রাণী কখন ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেও তাহার ভয়ের কখন কোন সম্ভাবনা থাকে না; আর লোক সকল গৃহগত ভুজঙ্গের ন্যায় তাহার ভয়ে সাধারণ উৎকণ্ঠিত হয়, সেই ব্যক্তি কি ইহলোকে কি পরলোকে কুত্রাপি ভয়লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি সর্বভূতের আশ্রয় হইয়া সমুদায় প্রাণীকে আপনার ন্যায় অবলোকন করেন, দেব-তারাও তাহার সর্বলোকাত্তিগ পদ অনুসন্ধান করত বিমোহিত হন।

অভয়দান যে, সমস্ত দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সন্দেহ নাই। কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আসক্ত ব্যক্তিগণ একবার সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া কর্ম্মফলের ক্ষয়নিবন্ধন পুনর্বার উর্ভাগ্যবিত্ত হয়; এই জন্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ সর্বদা বিনয়র কাম্য কর্ম্মের নিন্দা করেন। ধর্ম্ম অতি সুস্থ পদার্থ। কোন ধর্ম্মই কারণশূন্য নহে। বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মলাভজনক ও স্বর্গাদি-প্রাপ্তিসাধন এই উভয়বিধ ধর্ম্মই নির্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে স্বর্গাদিপ্রাপক অভয়দানরূপ ধর্ম্ম সুস্থ। সুকর্ম্ম নিতান্ত গুঢ় বলিয়া অনেকে উহা অবগত হইতে পারে না। কোন কোন ব্যক্তি সাধুগণের আচার সম্ভর্ষণ পূর্বক ঐ ধর্ম্ম অবগত হইয়া থাকেন। তাহারাই গোপমূলের যুকুমোষণ ও নাসি-কাভেদ করিয়া তাহাদিগকে গুরুভারে নিপীড়িত, বন্ধ ও দমিত করে, তাহারাই বহুবিধ জীবে জীবন সংহার করিয়া তাহাদিগের মাংসভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই ভৃত্যগণদ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বয়ং

সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে এবং যাহারা স্বয়ং বধবন্ধনিরোধজনিত দুঃখ অবগত হইয়াও দিবারাত্রি অন্যকে সেই দুঃখে দুঃখিত করে, ভূমি তাহাদিকে নিন্দা না করিয়া কি নিমিত্ত আমাকে নিন্দনীয় বোধ করিতেছে? পাঁচ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীবমাত্রেরই স্বর্গা, চন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রাণ, বিষ্ণু ও যম প্রভৃতি দেব-গণ অবস্থান করিতেছেন; অতএব যাহারা জীবগণের বিক্রয়দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া কলেবর পরিভ্রাণ করে, তোমার মতে তাহারা কি নিন্দনীয় নহে? ছাগে অগ্নি, মেঘে বরুণ, অশ্বে স্বর্গা, পৃথিবীতে বিরাট এবং দেহ ও বৎসে চন্দ্র অবস্থান করিতেছেন; অতএব যে ব্যক্তি এই সকল বিক্রয় করে, সে কখনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না; কিন্তু তৈল, ঘৃত, মধু ও ঔষধ সকল বিক্রয় করিলে, কোন পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য-গণ দংশমশকপরিশূন্য দেশে অবস্থিত সুখসংবর্দ্ধিত পশুগণকে জননীর প্রিয় বৃত্তিতে পারিয়াও কৃষাদি কার্য সম্পাদনার্থ বিবিধরূপে আক্রমণ পূর্বক বহুদংশসমাকুল বর্দ্ধমানীর্ণ দেশে সমানীত এবং গোসমূহ ভারবহনে অমুপযুক্ত হইলেও তাহাদিগকে গুরুতর ভারে নিপীড়িত করে। আমার মতে ঐ সকল কার্য ভ্রূণহত্যা অপেক্ষাও গর্হিত। অনেকে কৃষিকার্যের বখেষ্টে প্রশংসা করেন; কিন্তু বস্ত্রঃ উহা নিতান্ত নিন্দনীয়। দেখ, লাঙ্গল-দ্বারা ভূমি বিদারণ করিলে অসংখ্য প্রাণী বিনষ্ট ও লাঙ্গলসংযোজিত বুয়সকল অতিশয় নিপীড়িত হইয়া থাকে। গো সমুদায় অদ্ব্যনাম্যে বিখ্যাত আছে। অতএব তাহাদিগকে বিনষ্ট বা নিপীড়িত করা কাহারও কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি বুয় অথবা গাভীর হিংসা করে, তাহাকে মহৎ পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

পূর্বে মহারাজ নহব মধুপর্ক দানসময়ে গোবধ করাতে মহাত্মা তজ্জ-দর্শী মহর্ষিগণ তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, রাজন্! ভূমি মাতৃতুল্য গাভী ও প্রজাপতিতুল্য বুয়কে বিনষ্ট করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান করি-  
রাহ; অতএব তোমার যত্নে হোম করিতে আমাদিগের আবৃত্তি নাই। তোমার নিমিত্ত আমরা সান্ত্বিত্য ব্যথিত হইলাম। মহর্ষিগণ ভূপতি নহ-  
যকে এই কথা কহিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিরংকণ পত্ন-  
ভপঃশ্রভাবে জানিতে পারিলেন যে, নহব জ্ঞানপূর্বক ঐ পাপের অনুষ্ঠান  
করেন নাই। তখন তাহারা সেই নহবকে পাপকে একাধিক শতসংখ্যক  
ব্যতিক্রমে বিভক্ত করিয়া সমস্ত প্রাণীর উপর নির্যাস পূর্বক তাঁহাকে  
কহিলেন, মহারাজ! তোমার এই গোবধজনিত পাপ অজ্ঞানকৃত হইয়াও  
সর্বলোকের অপকারক হইল।\* হে জাজলে! ভূমি কেবল পুণ্যের অঁচা-

রমাত্র সন্দর্শন করিয়া কার্যের অনুষ্ঠান কর; কিন্তু এইরূপ আচরণ যে নিত্য অন্ততঃপ্রদ তাহা কখনই তুমি বুঝিতে পার না; অতএব যে কার্য দ্বারা সমুদায় প্রাণীর অভয়লাভ হয়, তাহাই কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কেবল লোকাচার কদাচিৎ ধর্ম হইতে পারে না। যে ব্যক্তি আমার হিংসা করে, আর যে আমার প্রশংসা করে, আমি তাহাদিগের উভয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। কেহই আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। পণ্ডিত-গণ এই প্রকার ধর্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং ধর্মশীল মহাত্মারা প্রতিনিয়ত এই যুক্তিসম্পন্ন যোগিগণসেবিত উৎকৃষ্ট ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন।

—:—

### ত্রিষষ্ঠ্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৬৩ ।

জাফলি কহিলেন, হে বণিক্ ! তুমি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই ধর্ম নির্দেশ পূরক মানবগণের স্বর্গদ্বার ও বৃত্তি রোধ করিতেছ। কৃষিকার্য দ্বারা ধানাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমিও সেই ধানাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া জীবন ধারণ করিতেছ। দেখ, মানবগণ পশু ও ধানাদি দ্বারাই জীবিকানির্ভর করে। উহারা জীবন ধারণ করিয়া পশুচাং মজাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। তুমি এক্ষণে নিত্যই নাস্তিকের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিলে। জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া কি কেহ কখন জীবন ধারণ করিতে পারে? তুমি কহিলেন, মহাত্মন ! প্রাণিগণ যে লোকের জীবিকা-নির্ভর করিবে, তাহা আমি আপনাদের নিকট কীর্তন করিব। আপনি আমাকে নাস্তিক জ্ঞান করিতেছেন, ফলতঃ আমি নাস্তিক নহি এবং যজ্ঞেরও নিন্দা করি না। কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিশেষ পরিজ্ঞাত আছে, এরূপ লোক নিত্য অন্ততঃপ্রদ। আমি ব্রাহ্মণের কর্তব্য অন্তর্গত ও অন্তর্গতবেত্তা, মহাত্মা-দিগকে নমস্কার করি। যাহা হউক, এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের কর্তব্য অন্তর্গত পরিচয় পূরক কত্রিয়গণের কর্তব্য হিংসাময় জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। দেখুন, লুক্কণ্ডাব ধনপায়ণ আত্মিকগণ বেদবাক্যের যথার্থ মর্ম অবগত না হইয়া সত্যের ন্যায় লুক্কিত মিথ্যা-ময় কত্রিয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও যজমানকে বিবিধ বস্ত্রদানে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। যজমান সেই সমুদায় জব্য আহরণার্থ জানাপ্রকাস্ত অসং উপাধি অবলম্বন করে এবং তদ্বিবকন চৌর্য ঐভূতি নানাবিধ অসৎকার্যের

প্রার্থনাই হয় । যে হবনীর দ্রব্য নারায়ণে উপার্জিত হয়, তাহাদ্বারাই দেবগণ পরম পরিতুষ্ট হন । শাস্ত্রে এই প্রকার নির্দিষ্ট আছে যে, নমস্কার, হবি, আধ্যায় ও ওষধি দ্বারা দেবতাদিগের প্রজা সমাহিত হইয়া থাকে । তাহারা কামনাসম্পন্ন হইয়া ইষ্টাপূর্তাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের সেই সমুদায় যজ্ঞপ্রভাবে লুক্ক সন্তান উৎপন্ন হয় । লুক্ক হইতে লুক্ক ও রাগবেশা-দিবিহীন ব্যক্তি হইতে রাগবেশপরিবর্জিত পুত্র সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । যজমান ও ঋত্বিক্ সন্ধান হইলে, তাহাদিগের পুত্র সন্ধান এবং নিদান হইলে, তাহাদিগের পুত্রও নিদান হয়, সন্দেহ নাই । যে প্রকার গণনমণ্ডল হইতে নির্মূল জলসমুৎপন্ন হয়, সেই প্রকার যাগযজ্ঞ এইতে পুত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে । উত্থাপনে আছতি প্রদান করিলে তাহা সূর্য্যমণ্ডলে সংক্রা-মিত হয় । পরে আদিভা হইতে দুই, দুই হইতে সন্ন ও সন্ন হইতে প্রজা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । পূর্ব্বদেব ব্যক্তিগণ কামনাপরিহার পূর্ব্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আনুদম্বিক সমুদায় কামনা লাভ করিয়াছিলেন । তৎকালে তাহাদিগকে মনোরথ পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত হিংসাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইত না । পৃথিবী লাঙ্গলদ্বারা কর্ষিত না হইয়াই প্রচুর ফল সমুৎপন্ন করিত । জগতের শুভাশুভদ্বানদ্বারাই লভ্যাদি সম্ভাতি হইত, ‘সমুদায়’ পূর্ব্বতন পুরুষ যজ্ঞকে ফলপ্রদ ও শাস্ত্রাকে ফলভাগী বলিয়া বিবেচনা করিতেন না ।

যাহারা যজ্ঞ হইতে ফল উৎপন্ন হয় কি না এই প্রকার সংশয় করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে পরজন্মে অমার্গ ধূর্ত ও লুক্কপ্রকৃতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয় । যে মনুষ্য কুতর্ক দ্বারা বেদকে অন্ততকল-সম্পাদক বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই অকৃতজ্ঞ আপনার অন্তত কর্ম্মপ্রভাবে পাপাদিগের সন্তিলাভ করিয়া থাকে । যিনি নিত্য কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া অবগত আছেন, যিনি সেই নিত্য কর্ম্মের অকরণে ভীত হন, যিনি ব্রহ্মকে সম্ভ্রাণাদিরূপে অবস্থিত বলিয়া বোধ করেন এবং যাহার আপনাতে কর্ত্তব্য-আভিমান নাই, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ । তাঁহার কার্য্যের অঙ্গহানি হইলেও উহা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় । যদি শূকরাদি জন্তু তাঁহার যজ্ঞের বাঘাত জন্মাইয়া দেয়, তাহাও শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু যে মনুষ্য সন্ধান হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাদের এইরূপ বাঘাত উপস্থিত হইলে, তাহাদি-গকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে হয় । পরম পুরুষার্থলাভলোলুপ বৈরাগ্যাসম্পন্ন ও মৎসরতাবিহীন ব্যক্তিগণ সত্যনিষ্ঠ ও ভিত্তিস্থির হইয়া থাকেন । যাহারা কণেবর ও আশ্রয় তত্ত্ব অবগত আছেন, যোগই যাহা-



দিগের প্রধান কার্য, যাঁহারা সর্বদা প্রণব পাঠ করেন, তাঁহারা অন্যায়সে অন্যকে পরিতুষ্ট করিতে পারেন। ব্রহ্মই সমুদায় দেবতা; যাঁহারা সেই ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত আছেন, দেবগণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন; তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে, দেবতার। সন্তুষ্ট হন এবং তিনি ভোগস্বখে তৃপ্ত হইলে তাঁহারাও তৃপ্তিলাভ করেন। যে রূপ কোন ব্যক্তি সমুদায় রস আশ্বাদন পূর্বক পরিতৃপ্ত হইলে, নীরসদ্রব্য বাসনা করে না, সেইরূপ যিনি জ্ঞানতৃপ্ত, তিনি অন্য কোন বিষয়ে তৃপ্তিস্থ অনুভব করেন না। যাঁহারা ধর্মের আধার, কার্যাকাব্য বিচারসমর্থ এবং যাঁহারা ধর্মেরই স্থানানুভব করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্তরাঙ্গীতে পরমাত্মাকে অবস্থিত দর্শন করেন। যাঁহারা জ্ঞানসম্পন্ন ও সংসারসাগরের পর পারাভিলাষী, তাঁহারা যে স্থানে শোক হুঃখ ও পতনের ভয় নাই, সেই পবিত্র জনসেবিত পরম পাবন ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা স্বর্গ দশ বা ধনলাভের নিমিত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন না; কেবল সজ্জনসেবিত পথের অনুসরণ করেন এবং হিংসাদর্শে লিপ্ত না হইয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন। ঐ সমুদায় মহাত্মা বনস্পতি, ওষধি ও ফলমূলকেই যজ্ঞসামগ্রী বলিয়া গণ্য আছেন। লুদ্ধবভাব ঋত্বিক্গণ উহাদিগের নিকট কিছুমাত্র ফললাভের প্রত্যাশা নাই বলিয়া উহাদিগকে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন না। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারা আপনাদিগকেই যজ্ঞীয় উপকরণরূপে ব্রহ্মনা করিয়া প্রস্রাগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আর লুদ্ধ ঋত্বিক্গণ স্বর্গলাভার্থী ব্যক্তিদিগকেই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন এবং স্বধর্ম্যানুষ্ঠানদ্বারা প্রজাবর্ষের স্বর্গলাভের উপায়-বিধান করিয়া দেন। আমি এই উভয়বিধ সম্প্রদায়ের কার্য সন্দর্শন পূর্বক সংকারণেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। সকাম ব্রাহ্মণ হিংসাত্মক ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা উভয়েই দেবগণের নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া গমন করেন; কিন্তু তদ্বোধো যিনি সকাম, তিনি পুনরায় অবনীমণ্ডলে আগমন করিয়া থাকেন; আর যিনি জ্ঞানী, তাঁহাকে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না। জ্ঞান-গণের সংকল্পমাত্রেই বৃষ সমুদায় বানে সংযোজিত হইয়া তাঁহাদিগকে বহন এবং দেহ সমুদায় দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহারা সংকল্প-মাত্রেই বৃষ গ্রহণ করিয়া প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সমর্থ হন। যাঁহারা এই প্রকারে যোগপ্রভাবে বিভূষিত হইয়াছেন,

তঁাহারা যজ্ঞে গোহত্যা করিলেও করিতে পারেন। কারণ, তাঁহা-  
দিগকে গোবধজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না ; তথাপি তাঁহারা  
পশুধাতে একান্ত পরাভুত হইয়া ঐষধিদ্বারাই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া  
থাকেন। আর সকাম মৃত ব্যক্তিগণ ঐষধি পরিত্যাগ করিয়া পশু-  
হিংসাদ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হে তপোধন ! আমি সকাম ও  
তাগপরায়ণ জ্ঞানীর মধ্যে জ্ঞানীর কাৰ্য্যই সর্বোৎকৃষ্ট অবগত হইয়া  
তঁাহারই বিষয় বিশেষরূপ নির্দেশ করিলাম। এক্ষণে কি প্রকার হইলে জ্ঞানী  
বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে, তাহাও সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি,  
শ্রবণ কর। যিনি কর্মকলকামনাবিহিত ও কর্মোদ্যোগশূন্য ; যিনি  
অন্যের নমস্কার প্রতিগ্রহ বা অন্যকে নমস্কার করিতে সর্বদা পরাভুত  
থাকেন, যিনি অন্যের স্তবে তুষ্টিলাভ বা অন্যকে স্তব করেন না ; যঁাহার  
কর্ম সমুদায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যিনি ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ, তিনিই  
যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ। যে ব্যক্তি অন্যকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান  
করে না এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণদিগকে অর্থ দান না করিয়া  
কেবল আপনার ইচ্ছানুসারে ভোগ্য বস্তু উপভোগ করে, সে কি দেব-  
মার্গ, কি পিতৃমার্গ, কোনপথেই গমন করিতে পারে না। কিন্তু যিনি  
পূর্বোক্ত নিকাম ধর্ম অবলম্বন করেন, তিনিই ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ  
হন।

জাজলি কহিলেন, হে বণিক ! আমি আশ্বযাজীদিগের তত্ত্ব কখনই  
শ্রবণ করি নাই ; উহা বিতাস্ত দূরবগাহ। পূর্বতন মহর্ষিগণের মধ্যে  
অনেকেই ইহার আলোচনা করেন নাই এবং যঁাহারা আলোচনা  
করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহা সুপ্রচারিত করেন নাই। যাহা হউক,  
এক্ষণে যে সমুদায় পশুপ্রায় মৃত ব্যক্তি মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে  
সমর্থ হয় না, তাহারা কোন কাৰ্য্য দ্বারা সুখলাভ করিবে। তাহা  
তুমি বিস্তার পূর্বক কীর্তন কর। তোমার বাক্য আমার সান্ত্বনার  
শক্তি অন্নিয়াছে।

তুলাধার কহিলেন, ব্রহ্মন ! যে দান্তিক পুরুষগণের যজ্ঞ সম্যকরূপে  
অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাদিগের দোষে অযজ্ঞরূপে পরিণত হইয়া থাকে,  
তাঁহারা কোন যজ্ঞেরই অধিকারী নহে। যঁাহারা অজ্ঞানসম্পন্ন ও সমর্থ,  
তঁাহারা মৃত, দুঃখ, দধি ও পূর্ণাহতি দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আর  
যঁাহারা অসমর্থ, তাঁহারা গোপুচ্ছ ও গোশূঙ্গকালিত সলিল এবং গোলাব-  
রজ দ্বারা যজ্ঞ নির্বাহ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে একমাত্র যেহুই

সমর্থ ও অসমর্থ উভয়েরই যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্যক সাহায্য সম্পাদন করে। যাহারা এই প্রকার যুতাদি দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের একমাত্র প্রজ্ঞাই সহধর্ম্মিণীর কার্য সম্পাদন করে। এই প্রকারে পরম প্রজ্ঞাসহকারে এত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবে। অতএব পত্ৰহিংসা অপেক্ষা পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞ সমাধান করাই শ্রেয়স্কর। সমুদায় নদীই সরস্বতীর ন্যায় শুদ্ধিশ্রুত, সমুদায় শৈলই পরম পবিত্র। ফলতঃ যে স্থানে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয়, সেট স্থানই উৎকৃষ্ট তীর্থ। অতএব ভূমি তীর্থপর্যটন করিবার নিমিত্ত দেশ বিদেশে গমন করিও না। যে ব্যক্তি জ্ঞানবান্ হইয়া এইরূপ ধর্ম্মের আচরণ করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই শুভলোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। হে যুধিষ্ঠির! তুলাধার এই প্রকার যুক্তিসম্মত সত্বনসেবিত ধর্ম্মের বিশেষরূপে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

—\*—

চতুঃষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়। ২৬৪।

“অনন্তর মহামতি তুলাধার পুনর্বার জাজলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাত্মন! আপনি সাধু ও অসদৃশ এই উভয়প্রকার লোকের মধ্যে কাহারো অহিংসারূপ ধর্ম্মকে অশ্রয় করে, ইহা প্রত্যক্ষ করিলেই অহিংসা প্রদান কর্ম্ম কি না, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবেন। ঐ দেখুন, আপনার মন্তবসন্তৃত পক্ষিগণ এই স্থানে বিচরণ পূরক পক্ষ্যাদাদি সজ্জিত করত নিজ নিজ কুসায়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। আপনি উহাদিগের প্রতি পুত্রনির্ব্বিশেষে যেরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া উহারাও আপনাকে পিতার ন্যায় সম্মান করিতেছে। আপনি যে উহাদিগের পিতাস্বরূপ, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে উহাদিগকে আত্মান কল্পন। উহারাই আপনার “অহিংসা প্রদান ধর্ম্ম কি না” এই সন্দেহ ভঞ্জন করিবে।

তুলাধার এই কথা কহিলে, মহাত্মা জাজলি পক্ষিগণকে আহ্বান করিযামাত্র তাহারি উপস্থিত হইয়া তুলাধারের আদেশানুসারে জাজলিকে সম্বোধন পূরক কহিল, তপোদন! অহিংসাদিকর্ম্ম সকল উভয়লোকেই মনুষ্যাগণকে পরিভ্রাণ করিয়া থাকে, আর হিংসাদিকর্ম্ম লোকের বিশ্বাস বিনষ্ট করে। বিশ্বাসহাতক ব্যক্তি অচিরে বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা সখ্যমাদিওঁণে বিচুড়িত হইয়া লাভালাভে সমান জ্ঞান

এবং কল্যাণসন্ধান না করিয়া কেবল শাস্ত্রশাসননিবন্ধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারাই ধর্মের যথার্থ ফলভাগী হয়। ব্রহ্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইতে সমুৎপন্ন হইরাছে। ঐ শ্রদ্ধা সকলকে প্রতিপালন ও বিশুদ্ধকরণ প্রদান করিয়া থাকে। উহা প্রধান ও জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ। কর্ম মস্ত্রবিহীন বা ব্যগ্রতানিবন্ধন অঙ্গীন হইলেও একমাত্র শ্রদ্ধাপ্রভাবে অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়; কিন্তু উহা শ্রদ্ধাবিহীন হইলে কি মস্ত্র, কি অনুষ্ঠান, কি যজ্ঞ, কিছুতেই সুসম্পন্ন হয় না। এই উপলক্ষে পূর্ববৃত্তান্ত-যেভারী যে শ্রদ্ধাগীত বা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। দেবগণ শ্রদ্ধাবিহীন পবিত্র ও পবিত্রতাবিহীন শ্রদ্ধাসম্পন্ন এই উভয়ের যজ্ঞ প্রতিপাদিত ধন সমান এবং বেদজ্ঞ কৃপণ ও অতিবদনা বুদ্ধিজীবী, এই উভয়ের অন্ন ভুল্য বলিয়া নির্ণয় করাতে ভগবান্ প্রজাপতি তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেবগণ! তোমাদিগের এক্ষণ নিরূপণ করা নায়ায়ুগত হয় নাই। শ্রদ্ধাবান্ ও পবিত্র এই উভয়ের মধ্যে অশ্রদ্ধা-নিবন্ধন পবিত্র ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত নিকটীয় এবং বেদজ্ঞ কৃপণ ও অতি-বদনা বুদ্ধিজীবী এই উভয়ের মধ্যে বেদজ্ঞ কৃপণের অন্ন গ্রহণ করা বিধয়; কিন্তু বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি অতিবদনা হইলেও তাহার অন্ন গ্রহণ করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। কলহঃ ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ, শ্রদ্ধাশূন্য ব্যক্তির ষড়্ভাষ্যে অধিকার নাট ও তাহার অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অশ্রদ্ধা অপেক্ষা গুরুতর পাপ ও শ্রদ্ধা অপেক্ষা পাপনাশের প্রধান উপায় আর কিছুই নাই। ভূজ্ঞ যে প্রকার আপনার নির্মোহক পরিত্যাগ করে, সেই প্রকার শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রদ্ধাপ্রভাবে পাপকে নিরাকৃত করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাসহকারে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া সমুদায় পবিত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি স্বভাবগত দোষ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ পবিত্র। তাঁহার তপস্যা, আচার, বাবহার ও অন্যান্য প্রযত্নে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ভগতস্থ সকল প্রাণীই শ্রদ্ধাময়। সমস্ত লোকেরই সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণ-ত্রয়ের অন্যতমে শ্রদ্ধা থাকে। তদ্বধ্যে যাহার সত্ত্বগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে তামস বলিয়া বিখ্যাত হয়। ধর্মার্থকর্শী মানুষ ব্যক্তিগণ এই প্রকারে ধর্ম নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা মহর্ষি ধর্মদর্শনের নিকট ধর্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি এই প্রকার ধর্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অতএব আপনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইউন, তাহা হইলেই ধর্মলাভ করিতে পারিবেন। অপ-থস্থ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিই ধার্মিক ও সর্বোপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

‘হে ধর্মরাজ ! অনন্তর মহর্ষি জাজলি ও তুলাধার উভয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিকালবিলম্বে স্ব স্ব কর্মপ্রভাবে সুরলোকে গমন পূর্বক পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই প্রকারে মহাত্মা জাজলি মহামুভব তুলাধারের নিকট বিবিধ সনাতন ধর্ম শ্রবণ করিয়া শান্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন ! এই আমি তোমার নিকট তুলাধারের সমস্ত কথা কীর্তন করিলাম ; এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, বাঞ্ছ কর ।

—\*—

### পঞ্চষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৬৫ ।

হে ধর্মরাজ ! মহারাজ বিচখা জীবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই পূর্বতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে সেই ভূগতি গোমেশ যজ্ঞে যজ্ঞভূমিত্তি নির্দিষ্ট ভ্রাক্ষণ ও ক্ষতকশেবর বৃষকে অবলোকন এবং গো সমুদহের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া মহাত্মা হইয়া কহিয়াছিলেন, আতা ! গো সমুদায় কি ক্লেশ ভোগ করিতেছে ! অতঃপর সমুদায় লোকের গো সমুদহের মঙ্গল লাভ হউক । বিশৃংখল সংশরায়া মৃতপ্রকৃতি নান্তিকেরাই হিংসাব্রতকে উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে । মনুষ্যাগণ কেবল কামনার বশীভূত হইয়াই যজ্ঞভূমিতে পশুহিংসা করিয়া থাকে । ধর্মশীল মনু অহিংসারই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন । অতএব সেই প্রমাণানুসারে হৃদয় ধর্মের অনুষ্ঠান করাই পণ্ডিতগণের কর্তব্য । অহিংসাই সর্ব ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হইয়া বেদবিহিত কর্মফল ও গৃহস্থাত্রের পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিবে । ক্ষুদ্রস্বভাব ব্যক্তিগণ ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে । যে সমুদায় মনুষ্য যজ্ঞ, মূক ও সুপসকলের উদ্দেশে পশুচ্ছেদন করিয়া বৃথা-মাংস ভক্ষণ করে, তাহাদিগের সেই কর্ম কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না । ধূর্তেরাই মদা, মাংস, মদু, মৎস্য, তালবস ও যবান্ততে আসক্ত হয় । বেদে ঐ সমুদায় ভক্ষণের বিধি নাই । ফলতঃ কাম, লোভ ও মোহনিবন্ধনই লোকের ঐ সমুদায় দ্রব্যে প্রবৃত্তি জন্মে । বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সকল যজ্ঞেই বিমূর্ষ আবির্ভাব আছে, ইহা অবগত হইয়া বেদকল্পিত যজ্ঞীয় বৃক, পুশ ও হুন্ডাহ পায়সবান্না তাঁহার আরাধনা করেন । শুদ্ধ ভাষণের মহামুভবগণ কর্তৃক যে যে বস্তু উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, সমস্তই দেবোদ্দেশে প্রদান করা যায়, সন্দেহ নাই ।

সুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপদ দেহকে গুরু করে এবং দেহ আপদের নাশবাসনা করে, অতএব নিতান্ত হিংসাবিহীন হইলে, কি প্রকারে লোকযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! মনুষ্যগণ যাহাতে দেহ বিনষ্ট না হয় এবং অহিংসাদ্বারা প্রতিপালিত হয়, এই প্রকার কার্যের অনুষ্ঠান করিবে ।

—\*—

সট্‌সম্বাদিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৬৬ ।

সুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! অতি দুর্লভ কার্যে উপদেশবিষয়ে আপনি আমাদিগের পরম গুরু । এক্ষণে কোন কার্য করিতে হইলে, উহা নীচ বা বিলম্ব করা কর্তব্য, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি এই উপলক্ষে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশসম্ভূত চিরকারীর পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । যে ব্যক্তি বহুকাল চিন্তা করিয়া কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে অপরাধে লিপ্ত হইতে হয় না । মহাতপা গৌতমের চিরকারী নামে এক পুত্র ছিলেন । সেই মেধাবী কার্যকুশল মহাত্মা অদীর্ঘকাল বিবেচনা পূর্বক কার্য সমুদায় নির্বাহ করিতেন । তিনি দীর্ঘকাল কার্য ভিত্তি, নিজাসেবন ও জাগরণ করিতেন এবং দীর্ঘকালের পর তাঁহার কঠব্যাকর্তব্য বোধ হইত বলিয়া, লোকে তাঁহাকে চিরকারী বলিয়া আহ্বান করিত । অদীর্ঘদশী মৃত্যু ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অলস ও নিরোধ বলিয়াও কীর্তন করিত । এক দিন মহর্ষি গৌতম স্বীয় পত্নীকে বাভিচার দোষে লিপ্ত বোধ করিয়া ক্রোধভরে সেই চিরকারী পুত্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি তোমার জননীকে সংহার কর মহর্ষি পুত্রকে এই অনুমতি প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথ্য হইতে অরণ্যভিমুখে যাত্রা করিলেন । মহাত্মা চিরকারী স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘস্থিতিতানিবেশন অনেককালের পর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বহুকাল এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে জননীকে সংহার করিতে হয়, আর যদি জননীকে সংহার না করি, তাহা হইলে পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় ; অতএব এক্ষণে কি প্রকারে এই ধর্মমত হইতে পরিভ্রাণ লাভ করি । পুত্র পিতা ও মাতা উভয়েরই অধীন ; সুতরাং পিতা আজ্ঞা প্রতিপালন ও জননীকে, যখন এই উভয়ই পুত্রের অবশ্য কর্তব্য ও পরম ধর্ম । এই উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে অনাস্থা

করিলেই পুত্রকে অধর্মে লিপ্ত হইতে হয়। কেহই কখন জননীকে সহায় করিয়া সুখ বা পিতাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না ; অতএব পিতাকে অবজ্ঞা না করা এবং মাতাকে রক্ষা করা এই উভয় কার্য্যই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। পিতা স্বয়ং স্বীয় শীল গোত্র ও কুল রক্ষা করিবার নিমিত্ত পত্নীকে পুত্ররূপে আত্মাকে সংস্থাপিত করেন। পিতা ও মাতা উভয়েই আমাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; অতএব অবশ্যই আমাকে তাঁহাদিগের উভয়কেই আপনায় উৎপত্তির প্রধান হেতু বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে ; পিতা জাতকর্ম্ম ও উপনয়নকালীন যে যে বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা দ্বারাই তাঁহার গৌরব দৃঢ়রূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। ভরণপোষণ ও অধ্যাপনানিবন্ধন পিতা প্রধান গুরু। বেদে ইহাও কথিত আছে যে, পিতা পুত্রকে যাহা অনুমতি করেন, তাহা প্রতিপালন করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম। পুত্র পিতাকে কেবল শ্রীতিদান করিয়া থাকে ; কিন্তু পিতা পুত্রকে শরীরাদি সমুদায় দেয় বস্তুই প্রদান করেন। অতএব অবিচারিত চিন্তে পিতা অজ্ঞা প্রতিপালন করা পুত্রের অবশ্য কর্তব্য। তদ্বারা পুত্র সমুদায় পাপ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। পিতা পুত্রকে জন্মদান, অশনবসনাদি প্রদান, বেদাধ্যাপন ও লোকাচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পিতা 'স্বর্গ, ধর্ম্ম ও তপস্যাস্বরূপ ; পিতাকে শ্রীত করিতে পারিলেই সমুদায় দেবতাকে পরিতৃপ্ত করা হয়। তিনি পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া যাহা উচ্চারণ করিয়া থাকেন, সেই সমস্তই পুত্রের আশীর্বাদরূপে পরিণত হয়। পিতা আনন্দিত হইলেই পুত্র সমুদায় পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। বৃদ্ধ হইতে ফলপুষ্প নিপতিত হইয়া থাকে ; কিন্তু পিতা ক্রোধপ্রাপ্ত হইলেও কখনই পুত্রকে পরিত্রাণ করিতে পারেন না।

যাহা হউক, পিতা যে পুত্রের পক্ষে সামান্য বস্তু নহেন, তাহা চিন্তা করিলাম ; এক্ষণে মাতার বিষয় চিন্তা করি। অরুণি যেরূপ জ্ঞানধনের উৎপত্তির হেতু, সেইরূপ জননীই এই পার্শ্বভৌতিক দেহের প্রধান কারণ। আর্ত ব্যক্তিগণের জননীই একমাত্র সুখের আশার। জননী বর্ধমান থাকিলে, আপনাকে সহায়সম্পন্ন এবং মাতৃবিয়োগ হইলেই আপনাকে অনাথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। লোকে শ্রীভট্ট হইয়াও জননীকে সহোদন পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে তাহাকে আর শোকাবেগ সহ্য করিতে হয় না। যাহার মাতা বিদ্যমান থাকে, সে পুত্রগোত্রাদিসম্পন্ন ও শতবর্ষব্যস্ত হইলেও আপনাকে বালকের ন্যায় জ্ঞান করে। পুত্র সক্ষম বা

অক্ষয় হউক, স্নান বা কুশল হউক, জননী সর্বদাই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। জননীভিন্ন পুত্রের পোষণকর্তা আর কেহই নাই। মাতৃবিরোগ হইলেই লোক আপনাকে বৃদ্ধ ও দুঃখিত বলিয়া বোধ এবং সমুদায় জগৎ শূন্যময় অবলোকন করিয়া থাকে জননীর সমান তাপনাশের স্থান, গতি, পরিভ্রাণ ও শ্রিয়বস্ত আর কিছুই নাই। জননী চৰ্ত্তবে ধারণ করেন বলিয়া ধাত্রী ও জন্মের কারণ বলিয়া জননী, অঙ্গাদি পরিপোষণ করেন বলিয়া অঙ্গা এবং পুত্র প্রসব করেন বলিয়া বীরসু নামে অভিহিত হন। শৈশবাবস্থায় জননী পুত্রকে প্রতিপালন করেন বলিয়া মাতাকে সেবা কৰা পুত্রের অবশ্য কর্তব্য কর্ম। পুত্র মাতা হইতে সমুৎপন্ন হয় বলিয়া মাতা পুত্রের অপর দেহস্বরূপ। মাংসশোণিতসম্পন্ন কোন সচেতন ব্যক্তি আপনার কালবয়ের ন্যায় জননীর কলেবর বিনষ্ট করিতে পারে? মৈথুন সময়ে পিতা ও মাতা উভয়েই উৎকৃষ্ট পুত্রলাভের বাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই বাসনা পিতা অপেক্ষা মাতারই সমধিক হয়, সন্দেহ নাই। পুত্র যাহার উরসে ও যে গোত্রে জন্ম গ্রহণ করে, তাহা মাতার অপরিচ্ছাদ্য থাকে না। ভরণপোষণনিবন্ধন পুত্রের প্রতি জননীর সমধিক প্রীতি ও স্নেহ জন্মে। এ দিকে আবার পিতারই পুত্রে সম্পূর্ণ অধিকার। যদি পুরুষ কোন কর্মচার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে বিমুখ হন, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর ব্যভিচারদোষ ঘটিবে সে নিন্দনীয় হয় না। স্ত্রীকে ভরণ ও প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া পুরুষ ভর্তা ও পতিশব্দে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে; এই উভয়বিধ গুণবিরহে তাহাকে ভর্তা বা পতি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। ফলতঃ স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধ নাই; প্রত্যুত স্ত্রী ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইলে, তাহার পতিকেই সেই বিষয়ে অপরাধী বলিয়া অবধারণ করা কর্তব্য। পতি স্ত্রীলোকের পরম দেবতা। আমার জননী ইলকে ভর্তৃপদূষণ রূপসম্পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এ বিষয়ে তিনি ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হইতে পারেন না। পুরুষেরই সমুদায় বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধ; স্ত্রীলোক পুরুষেরই নিতান্ত অধীন বলিয়া সে কোন বিষয়েই অপরাধী হইতে পারে না। আমার জননী মৈথুনতৃপ্তির নিমিত্ত ইলকে কিছুমাত্র অহরোধ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার অধর্মের সম্ভাবনা কি? প্রত্যুত ঈজাই স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাতে অধর্মে নিপতিত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকমাত্রেই অবধা; বিশেষতঃ পতিব্রতচারিণী জননী কোনক্রমেই বধা হইতে পারেন না। অবিচক্ষণ পণ্ডগণ এই বাক্য



অনুমোদন করিবে, সন্দেহ নাই। পিতাতে দেবতা সমুদায়ই অধিষ্ঠান করিতেছেন; কিন্তু জননীতে দেবতা ও মনুষ্য উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং পিতা কেবল পারলৌকিক শুভদাতা; কিন্তু মাতা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শুভ প্রদান করেন।

চিরকারী দীর্ঘস্থিতানিবন্ধন বন্ধন এইরূপ নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। এক দিন তপোানুষ্ঠানপরায়ণ মহাপ্রাণ গৌতম মেধা-তিথিপত্নী বধদণ্ডের নিতান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানপ্রভাবে অনুতাপিত হইয়া অবিরল বাষ্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, ত্রিলোকাদিপতি ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া অতিথিভাবে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে শাস্ত্রবাক্যে স্বাগত প্রদান পূরক পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি যথাবিহিত উপচারে পূজা করিয়া কহিয়াছিলাম; আমি আপনাই একান্ত অধীন। আমি তৎকালে এই বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, এত প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলে, দেবরাজ আমার প্রতি গরম পরিতৃপ্ত হইবেন; কিন্তু যদি তিনি আপনার চকলতায় আমায় ভাষার প্রতি বল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার পত্নী কি কারণে বাভিচার দোষে লিপ্ত হইবে? ফলত এক্ষণে আমার পত্নী, আমি ও অতিথি তিন আমরা কেহই অপরাধী নহি। কেবল পত্নী প্রতিপালন দর্শ্যে বাহ্যিক্রমই ইহাতে অপরাধী হইতেছে; মহর্ষিরা কহিয়া থাকেন যে, দীর্ঘা হইতেই বাসন উৎপন্ন হয়। আমি সেই দীর্ঘা প্রভাবেই স্ত্রীহত্যাজনিত পাপসাগরে নিপতিত হইলাম। পত্নী পতিতঃখে হঃস্থিতা হয় বলিয়া বাসিতা এবং অবশ্য ভয়গীরা বলিয়া ভাষ্যাশঙ্কে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আজ আমি সেই পতিব্রতা ভাষ্যাকে সংহার করিলাম। এক্ষণে কে আমাকে এত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে। আমি উদারবুদ্ধি চিরকারীকে প্রমাদ প্রযুক্তই ভাষ্যাবধে আদেশ করিয়াছি। যদি চিরকারী আজি আপনার নামানুরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে সে 'নিঃসন্দেহই আমাকে এই পাপ হইতে বিমুক্ত করিতে পারিবে। বংশচিরকারি! তোমার মঙ্গল হউক; যদি তুমি অন্য আপনার নামানুরূপ কার্য্য করিয়া থাক, তাহা হইলেই তোমার নাম সার্থক। তুমি আজি আমাকে, তোমার জননীকে এবং এই মাতৃবধূরূপ পাপ হইতে আপনাকে রক্ষা কর; আমি দীর্ঘকাল যে তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, তাহার দেন কিছুমাত্র ব্যাঘাত না জন্মে। তুমি আজি যথার্থই চিরকারী হও। বুদ্ধির প্রাথমিক নিবন্ধন-তুমি স্বভাবতই বহুবিলম্বে কার্য্য করিয়া থাক, আজি যেন

তাঁহার অনাথা না হর! আহা! তোমার জননী বহুদিন তোমাকে  
জঠরে ধারণ ও তোমা হইতে কতই শুভ প্রত্যাশা করিয়াছিল।  
অদ্য তুমি আপনার দীর্ঘস্থিতি সফল করিয়া তাঁহার সেই শুভ-  
প্রত্যাশা সফল কর। তুমি কোন কারণে আমার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া  
স্থাপত্যে তাহার অধুষ্ঠান করিতে বিলম্ব কর এবং কোন কার্যে  
নিবারণ করিলেও তাহা সম্পাদন করা যুক্তিসঙ্গত কিনা ইহা বিচার  
কবিবার নিমিত্ত অনেক বিলম্ব করিয়া থাক, অতএব এক্ষণে আমাকে  
ও আমার পত্নীকে এই চিরসন্তাপ হইতে রক্ষা কর।

মহর্ষি গৌতম হৃৎখিচিতে এইরূপ বিবিধ নিলাপ ও পরিতাপ  
করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক দেখিলেন, স্বীয় পুত্র চিরকারী বিষন্নমনে  
অবস্থান করিতেছেন। চিরকারী পিতা গৌতমকে প্রত্যাগত দেখিয়া  
পুত্র পরিতাপ পূর্বক হৃৎখিতাস্তঃকরণে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত  
তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। গৌতম পুত্রকে প্রণত ও আপনার  
পত্নীকে লজ্জার পাষণ্ডত দেখিয়া পরম পরিচোষ লাভ করিলেন।  
তৎকালে সেই মহাত্মার চিত্তবৃত্তি স্ত্রীপুত্রের প্রতি কিছুমাত্র বিকৃত  
হইল না। মাতৃবপরিষৃত শত্ৰুপাণি পাদাবনত চিরকারীও বিনীতস্বভাব-  
বিবেকান পিতার কঠিন আদেশ বিস্মতপ্রায় হইলেন। তখন গৌতমও  
পুত্রকে আপনার চরণে নিপতিত দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, চিরকারী  
ভয়প্রসূক্ত শত্ৰুগ্রহণচাপলা সম্বরণ করিতেছে।

অতঃপর তিনি চিরকারীর মস্তকাভ্যাগ ও তাঁহাকে গাঢ়র আলিঙ্গন  
করিয়া তাঁহার এই কার্যের বিশেষরূপ প্রশংসা করত প্রীতিপ্রফুল-  
লিতে কহিলেন, বৎস! তুমি মঙ্গল লাভ কর এবং চিরজীবী হও।  
তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। তুমি আমার আত্মা লজ্জন  
করাতে আমি তবিস্থে কিছুমাত্র হঃখিত হইতেছি না। মহামতি গৌতম  
এই কথা বলিয়া সুধীর চিরকারীদগের উদ্দেশে এই প্রকার উপ-  
দেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। মিত্রবধ ও কুর্ধ্যাপরিভ্যাগ বিশেষরূপ  
বিবেচনা করিয়াই করা কর্তব্য। বহুদিন বিবেচনার পর যে মিত্রতা  
স্থাপিত হয়, তাণা চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। ক্রোধ, দর্প, অভিমান,  
অনিষ্টচিন্তা, অপ্রিয়ানুষ্ঠান ও পাপাচরণবিষয়ে দীর্ঘকাল বিলম্ব করাই  
উচিত। লোকে ভৃত্য ও স্ত্রীলোকের অপরাধ অস্পষ্ট রূপে অবগত  
হইলে, তাহাদের দণ্ডবিধানার্থ বহুকণ বিচার করিবে।

হে যুধিষ্ঠির! মহাতপা গৌতম স্বীয়-পুত্র চিরকারীর এই প্রকার

চিরকারিতা সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব কোন কা-  
 উপস্থিত হইলে দীর্ঘকাল বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করাই বিধে।  
 যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল ক্রোধ সঞ্চরণ ও কালবিলম্বে কার্য্যানুষ্ঠান ক-  
 তাহাকে পরিশেষে আর সন্তাপসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। বহুকাল  
 বুদ্ধগণের সহবাস করিবে। দেবতাকে বহুকাল ধ্যান করিয়া অর্চনা ক-  
 কর্তব্য। বহুকণ কার্য্য ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। বহুকাল পণ্ডি-  
 গণের উপাসনা, শিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সেবা ও আত্মার একাগতা সম্পাদ-  
 করিলে, মনুষ্য সকলের সমাদরভাজন হইতে পারে। যিনি সকলে  
 ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, তিনি কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, বিশেষরূ-  
 বিবেচনা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করা কর্তব্য; তাহা হইলে আ-  
 অনুতপ্ত হইতে হয় না। হে ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি গোতম সেই আশ্রমে  
 বহুকাল অতিক্রম করিয়া পুণ সমভিব্যাহারে সুরগোকে গমন করিয়াছি-  
 লেন।

—\*—

### সপ্তষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৬৭ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি কাহারও হিংসা না করিয়া  
 প্রকারে প্রজাপালন করিবেন, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে আমি রাজা ডামন্তেন  
 তাঁহার পুত্র সত্যবানের পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর  
 এক দিবস মহামতি সত্যবান্ স্বীয় পিতার শাসনামুসারে বধার্হ ব্যক্তি  
 দিগকে সমানীত দেখিয়া পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! ইহা  
 দিগকে বধ করা আপনার কর্তব্য নহে ধর্ম্মও কখন অধর্ম্ম এবং অধর্ম্মও  
 কখন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু বধকে কখনই ধা-  
 বলিয়া নির্দেশ করা যায় না।

ডামন্তেন কহিলেন, বৎস! যদি তুমি বধের অবদকেও ধর্ম্ম বলিয়া  
 নির্দেশ কর, তবে অধর্ম্ম কি? দহ্মাগণকে নিপাত্তি না করিলে ক্রমে  
 সকল লোকই অসৎপথ অবলম্বন করে। কলিযুগে মানবগণ অনো-  
 বস্ত সমস্ত আত্মসাৎ করিতে সত্ত্বান্ হয়; স্তত্রাং কৃষ্ণের দমন না করিলে  
 কি প্রকারে লোকযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে, তাহা আমার নিক-  
 কীর্তন কর।

সত্যবান্ কহিলেন, তাত! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণেরই

ব্রাহ্মণের অধীন করা কর্তব্য । ইহারা ধর্মপাশে বদ্ধ হইলে, সূত মাগ-  
ধাদি ব্যক্তিগণও ধর্মাবরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে । কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের  
বাক্য অতিক্রম করিলে, ব্রাহ্মণ তাহা রাজার নিকট প্রকাশ করিবেন ।  
রাজা ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইলেই উচ্চাঙ্গল ব্যক্তির দণ্ডবিধান  
প্রবৃত্ত হইবেন । যাহাতে কাহারও শরীর বিনষ্ট না হয়, সেই প্রকার  
শাসন করা কর্তব্য । অপরাধীর কার্য ও যথাবিধি নীতিশাস্ত্র পর্যালোচনা  
না করিয়া বিনাশাস্ত্র দণ্ডবিধান করা কোনক্রমেই উচিত নহে । নরপতি  
দম্মাদিগকে সংহার করিলে, তাহাদিগের নিরপরাধী পিতা, মাতা, ভাৰ্যা  
ও পুত্রগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় ; অতএব ভূপতি দম্মাকর্তৃক অপকৃত  
হইয়া সম্যকরূপে কর্তব্য অবধারণ করিবেন । কোন কোন সময় অসামু-  
চাইতেও স্তনস্থান উৎপন্ন হয় ; অতএব লোকের জীবন সংহার করা কোন  
ক্রমেই বিধেয় নহে । দূতাই ব্যক্তিগণকে সংহার না করিয়া তাহাদিগের  
সর্বস্ব হরণ, বন্ধন ও মৃতকমুণাদি দ্বারা দণ্ড করাই উচিত । তাহাদিগকে  
বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগের পরিজনদিগকে ক্রোধ প্রদান করা নিতান্ত অক-  
র্তব্য । অপরাধী ব্যক্তিগণ পুরোহিতসভায় পুরোহিতের শরণাগত হইয়া  
আমরা আর কখনই এই প্রকার পাপাচরণ করিব না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা  
করিলে, তাহাদিগকে দণ্ড না করিয়া পরিত্যাগ করাই বিধেয় । বিধাতা  
এই প্রকার শাসন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে,  
তাহাকে অজিন ও দণ্ড দারণ করাইয়া তাঁহার মৃতক মুণ্ডন করা কর্তব্য ।  
অন্যতর ব্যক্তিগণ অপরাধ করিলে, তাহাদিগকে একবার ক্ষমা বিধেয় ।  
কিন্তু তাহারা বারংবার অপরাধী হইলে, তাহাদিগকে কখনই ক্ষমা করা  
উচিত নহে ।

দ্রাঘৎসেন কহিছেন, বৎস ! প্রজাবর্গকে সংপথে আনিয়ন করা নর-  
পতির অবশ্য কর্তব্য । যদি প্রজাগণ ভূপতির আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া সংপ-  
থাবলম্বী হইতে অভিলাষ না করি, তাহা হইলে রাজা যে কোন প্রকারে  
হউক, তাহাদিগকে সংপথগামী করিতে যত্নবান হইবেন । দম্মাগণ ধর্ম  
লঙ্ঘন করিলে, যদি তাহাদিগকে সংহার না করা যায়, তাহা  
হইলে তাহাদের কর্তৃক সমস্ত লোকেই পরাভূত হইবে । পূর্বকালে  
যজুধ্যগ্ন যজ্ঞভাব, মতাপরায়ণ ; অন্নদ্রোহনিরত ও ক্রোধশূন্য ছিল ;  
সুতরাং তৎকালে ধিকাররূপ দণ্ডপ্রদান করিলেই যথেষ্ট হইত ।  
তৎপরে মানবদিগের দোষ ক্রমশঃ বদ্ধিত হওয়াতে ব্যাগ্‌দণ্ড ও  
ধনদণ্ড প্রচলিত হয় । এক্ষণে কলিযুগে যজুধ্যগ্ন অভিশর পাপাচরণ

করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে বন্দও প্রবর্তিত হইয়াছে। এখন দম্মাদিগকে বিনাশ করিয়াও অন্যান্য ব্যক্তিকে শাসন করা যায় না। এই অবনী-মণ্ডলে কেহই কাহার নহে; বিশেষতঃ দম্মাবর্গের সহিত মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; অতএব তাহাদিগকে বিনাশ করিলে, তাহাদিগের পরিজনগণের বিশেষ রূপ হইবার সম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ বাহারী শাসন হইতে শব্দভরণ ও ভূতাবিষ্ট অজ্ঞান ব্যক্তির নিকট হইতে বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া থাকে, শল্যাদি দ্বারা তাহাদিগকে সংপথে আনিয়ন করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে।

সত্যবান্ কহিলেন, তাত! যদি আপনি হিংসা না করিয়া দম্মাদিগকে সাধু করিতে না পারেন, তাহা হইলে নরমেধ, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করুন। রাজ্যে দম্মভয় উপস্থিত হইলে নরপতিদিগকে লজ্জিত হইতে হয়; এজন্য তাহার প্রজাবর্গের হিতাভিলাষী হইয়া দম্মভয় নিবারণ করিবার নিমিত্ত তপোানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যখন ভয়প্রদর্শন দ্বারা প্রজাদিগকে সচ্চরিত্র করা যায়, তখন ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগকে সংহার করা কদাচ বিধেয় নহে। অতএব ভূপতিগণ সম্ভাবহার দ্বারাই প্রজাদিগের শাসন করিবেন। প্রধান ব্যক্তিগণ যে প্রকার ব্যবহার করেন, ইতরং ব্যক্তিগণও ক্রমশঃ সেই প্রকার ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। যে রাজা আপনার চরিত্র সংশোধন না করিয়া প্রজার চরিত্র শোধন করিতে চেষ্টা করেন, সকলেই যেই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বিব্রাসক্ত নরপতিকে উপহাস করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি দম্ম ও মোহপ্রযুক্ত ভূপতির অলমাজ্ঞা অনিষ্টাচরণ করে, রাজা নানাপ্রকার উপায় দ্বারা তাহার শাসন করিয়া তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন। যে নরপতি কুকর্ষ্মনিরত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিতে অভিলাষী হন, তাহার সর্ক্সাগ্রে আপনার চিত্ত বিস্তৃত করা কর্তব্য। বন্ধু ও শত্রুদিগ অপরাধ করিলে, তাহাদিগের প্রতি কঠিন দণ্ড বিধান করা ভূপতির নিত্য আবশ্যক। যে রাজ্যে পাপনিরত নীচ ব্যক্তিগণ বিষম রূপ ভোগ না করে, সেই রাজ্যে পাপের বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের হ্রাস হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। পূর্বে এক জন দয়ালু বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ আমাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বজিতামহগণও আমাকে এই প্রকার কহিয়া গিয়াছেন। সত্যযুগে ভূপতিগণ আখ্যাস প্রদান ও দয়া প্রকাশ করিয়া প্রজাবর্গকে স্বদেশে আনিয়ন করিবেন। যদি ত্রেতাযুগে দ্বিজাদি ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে বিপাদ। ধর্ম্ম ও কলিযুগে একপাদ

মাত্র ধর্ম্য দৃষ্টিগোচর হয়, তথাপি ঐ সকল সুগে জীবননাশক দণ্ড পরিভাগ করিয়া অন্য প্রকার দণ্ড প্রদান করাই রাজার কর্তব্য । নরপতির চরিত্রতাশ্রয়িত্ব কলিযুগে প্রবল হইলে, ক্রমে ক্রমে এক পাদমাত্র ধর্মেরও ঘোড়শাংশেরও একাংশমাত্র অবশিষ্ট থাকে ; কিন্তু তখনও বিনাশক দণ্ডবিধান করা উচিত নহে । অহিংসারূপ দণ্ড দ্বারা প্রজাপালন করিলে সাধুগণের পীড়ন করা হয় না ; অতএব রাজা আয়ু, শক্তি ও কাল বিবেচনা করিয়া প্রজার দণ্ডবিধান করিবেন । স্বাস্থ্যবান মনু জীবনবের প্রতি দয়াপ্রকাশ করিয়া কহিয়া গিয়াছেন, গাভীরা এক্ষণে শ্রান্ত হইতে অভিলষী হন, তত্ত্বক্ষণ ত্যাগ করা তাঁহাদিগের কখনই উচিত নহে ।

অষ্টমস্ত্যয়িক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৬৮ ।

যুদিস্তির কহিলেন, পিতামহ ! মনুষ্য যোগপ্রভাবে যে চিংসা না করিয়াও ষড়ৈশ্বর্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা আপনি কীর্তন করিয়াছেন ; এক্ষণে যে ধর্ম্য অবলম্বন করিলে ভোগ ও যৌগ উভয়ই লাভ করা যায় তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন । গার্হস্থ্য ধর্ম্য ও যোগধর্ম্য উভয়ই মুক্তি প্রদান করিতে পারে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কোন কয় উৎকৃষ্ট ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্যরাজ ! ঐ উভয় ধর্ম্যই শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ও সাধুজনের সেবনীয় ; কিন্তু ঐ উভয় ধর্ম্যই প্রতিপালন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য । যাহা হউক, এক্ষণে তোমার সংশয়চ্ছেদন করিবার নিমিত্ত উহার প্রমাণ সংস্থাপন পূর্বক গোকাপিলসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । এক দিবস তপোধন ভট্টা ভূপতি নহষের গৃহে আতিথা স্বীকার করিলে, তিনি শাস্ত্রত বেদবিধানানুসারে তাঁহাকে মধুপক প্রদান করিবার নিমিত্ত গোবধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে জ্ঞানসম্পন্ন সংযমী মহামতি কপিল বদুচ্ছাক্রমে সেই স্থানে সমাগত হইয়া নহষকে গোবধ করিতে উদ্যত দেখিয়া স্বীয় ভৃত্যকরী নৈষ্টিগী বুদ্ধিপ্রভাবে “হা বেদ !” এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন । ঐ সময়ে স্বামরশ্মিনামে এক মহর্ষি আগনার বোগবলে, সেই গোদেছে প্রবেশ করিয়া কপিলকে সন্দোষন পূর্বক কহিলেন, মহর্ষে ! আপনি বেদ-

বিহিত হিংসা অবলোকন করিয়া বেদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন ; কিন্তু আপনি যে হিংসাবিহীন ধর্ম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, ইহা কি বেদবিহিত নহে ? ধৈর্যশীল বিজ্ঞানসম্পন্ন তপস্বিগণ সমুদায় বেদকেই পরমেশ্বরের বাকা বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । পরমেশ্বরের কোন বিষয়েই অমুরাগ, বিরাগ বা স্পৃহা নাই ; সুতরাং কি কৰ্ম্মকাণ্ড, কি জ্ঞানকাণ্ড, তাঁহার নিকট উভয়ই তুল্য । অতএব কোন বেদই অপ্রমাণ হইতে পারে না ।

কপিল কহিলেন, আমি বেদের নিন্দা করিতেছি না এবং কৰ্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয়বিধ বেদের ভারতম্য নির্দেশ করাও আমার অভিপ্রেত নহে ; কি সন্ন্যাস, কি বানপ্রস্থ, কি গার্হস্থ্য, কি ব্রহ্মচর্য্য, লোকে যে ধর্ম্ম অমুরাগে কার্য্য করুক না কেন, পরিণামে অংশাই তাহার উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে । সন্ন্যাসাদি চারি প্রকার আশ্রমবর্ণাদিগের চারি প্রকার গতি নির্দিষ্ট আছে । তন্মধ্যে সন্ন্যাসী মোক্ষ, বানপ্রস্থ ব্রহ্মলোক, গৃহস্থ দেবলোক এবং ব্রহ্মচারী ঈশলোক লাভ করিয়া থাকেন । বেদে কার্য্য আরম্ভ করা ও না করা উভয়েরই বিধি আছে । সেই বিধি দ্বারা কার্য্যের আরম্ভ ও অনারম্ভ, উভয়ই দোষাবহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে ; সুতরাং বেদ অমুরাগে কার্য্যের বলাবল বিবেচনা করা নিতান্ত চূঃসাধ্য ; অতএব যদি তুমি বেদপ্রস্তুত ব্যতীত যুক্তি বা অনুমান দ্বারা অহিংসা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম স্থির করিয়া থাক, তাহা হইলে উহা কীৰ্ত্তন কর ।

শ্রামরশ্মি কহিলেন, তপোদন ! এই প্রকার ক্রটি আছে যে, স্বর্গাভিলাষী হইয়া যজ্ঞ করা উচিত । প্রথমতঃ ফল কল্পনা করিয়া পরে যজ্ঞ করিতে হয় । ছাগ, অশ্ব, মেঘ, ধেনু ও পক্ষী প্রভৃতি গ্রাম্য ও আরণ্য ভক্ত সকল এবং ওষধি সমুদায় জীবগণের উপায় । প্রতিদিবস সায়ং ও প্রাতঃকালে ঐ সমুদায় উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা কর্তব্য । ভগবান্ প্রজাপতি ধান্য ও পশু সমুদায় যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়া যজ্ঞের রুটি ও ধান্যাদি দ্বারা যজ্ঞে দেবগণকে অর্চনা করিয়াছেন । ধেনু, ছাগ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্ভজ এই সাত গ্রাম্য এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভল্লক ও বানর এই সাত আরণ্য ; এই চতুর্দশ প্রকার ভক্ত দ্বারা যজ্ঞকার্য্য নির্বাহ হইয়া থাকে । পশুবধ করা যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ এবং উহা পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অনুমোদিত বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । সমুদায় পণ্ডিত ব্যক্তিই স্ব স্ব ক্ষমতামুসারে বহু পশুবধ করিয়া থাকেন । যতবা পঞ্চ ব্রহ্ম ও ওষধি প্রভৃতি সকলেই স্বর্গ কামনা করে ,

কিছু যজ্ঞবাতিরেকে উহাদিগের স্বর্গলাভের উপায়ান্তর নাই । ওষধি, পশু, বৃক্ষ, লতা, আজ্য, দধি, দুগ্ধ, পুরোডাশাদি হবনীয়া দ্রব্য, ভূমি, দিক্, শ্রদ্ধা, কাল, ঋক্, যজু, সাম, যজুমান ও হতাশন এই সপ্তদশ পদার্থ যজ্ঞের অঙ্গ । যজ্ঞ লোকপ্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ । গোসকল আজ্য, দধি, দুগ্ধ, গোময়, আম্রিকা, চর্ষ্ব এবং লাঙ্গুল, শৃঙ্গ ও পাদদ্বিত সলিলদ্বারা যজ্ঞ নির্বাহ করে । ঐ সমস্ত দ্রব্য দক্ষিণা ও ঋতুকৃৎণের সহিত সমবেত হইলেই যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন হয় । পূর্বতন সমুদায়গণ ঐ সমস্ত দ্রব্য আহরণ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন । ফলতঃ যাহারা ফলাভিসন্ধি না করিয়া কেবল কৰ্ত্তব্যবোধে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ই জীবহিংসা বা অন্যের অনিষ্টাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় না । ঐ সমস্ত শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞের অঙ্গদ্রব্য পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে । ঋষিপ্রণীত স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বোধ হইতেছে যে, বেদ উহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ঐ শাস্ত্র ক্রিয়াপ্রবর্তক বলিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিরা উহার সমাদর করেন । ব্রাহ্মণ ও বেদ যজ্ঞের আদি কারণ । যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল ব্রাহ্মণে সমর্পণ করাই কৰ্ত্তব্য । অগং হইতে যজ্ঞ এবং যজ্ঞ হইতে জগৎ রক্ষিত হইয়া থাকে । প্রণব বেদের আদি ; অতএব প্রথমে প্রণব উচ্চারণ পূর্বক যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা বিধেয় । বেদে কথিত আছে । এবং সিদ্ধ মহর্ষিগণও কহিয়া থাকেন যে, যিনি সাধ্যানুসারে যজ্ঞের প্রণব, নমঃ, স্বাহা, স্বধা ও বষট্শব্দ প্রয়োগ করেন, ত্রিভুবনমধ্যে তাঁহার কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না । যিনি ঋক্, যজু, সাম এবং সামবেদপূর্বক শব্দ সমুদায় অবগত হন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ । অগ্নিহোত্র, সোমযাগ ও অন্যান্য যজ্ঞ দ্বারা যে ফল লাভ হয়, আপনি তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন । অতএব অবিচারিতচিত্তে স্বয়ং যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং অন্যকে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করা সৰ্ব্বতোভাবে বিধেয় । যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, পরকালে স্বর্গফল লাভ হইয়া থাকে ; যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, তাহারা ইহলোক ও পরলোকে সদগতিলাভে সমর্থ হয় না । বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা কৰ্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, এই উভয় বেদকেই প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন ।

— o \* o —

একোন্সপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৭৯ ।

মহাত্মা হ্যমরশ্মি গোদেহমধ্য হইতে এই কথা কহিলে, কপিল কহি



লেন, যোগিগণ কৰ্ম্মফলের অনিত্যতা দৰ্শন পূৰ্বক জ্ঞানমার্গ আশ্রয়  
করিয়া পরমাত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন ; তাঁহারা সকলমাত্রাই সমুদায়  
লোকে গমন করিতে সমর্থ হন । যাঁহারা হর্ষবিষাদাদিপরিবৰ্জিত, নমস্কার  
বিহীন, প্রার্থনাশূন্য, শুদ্ধস্বভাব, নির্ম্মলাস্তঃকরণ, সৰ্বপাপবিমুক্ত, শোক-  
ভ্রুংখবিহীন, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ ও মোক্ষলাভে কৃতনিশ্চয় এবং ব্রহ্মস্ব-  
রূপ হইয়া থাকেন, তাঁহারা অন্যায়সে নিতা সিদ্ধলোকে গমন করিতে  
পাৱেন । যে ব্যক্তি ঐ সমুদায় ব্যক্তির ন্যায় উৎকৃষ্ট গতিলাভে সমর্থ হয়,  
তাঁহার গাহস্থে প্রয়োজন কি ?

তখন হ্যামরশ্মি কহিলেন, তপোধন ! ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসিগণ তত্ত্ব-  
জ্ঞান ও পরম গতিলাভে সমর্থ হন, যথার্থ বটে ; কিন্তু কেহই গৃহস্থের  
আশ্রম ব্যতিরেকে কোন ধৰ্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন না । জীবগণ  
যে প্রকার জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, সেই প্রকার অন্যান্য  
আশ্রমবাসী ব্যক্তিগণ একমাত্র গাহস্থ ধৰ্ম্মপ্রভাবেই জীবন ধারণ করেন ।  
গৃহী ব্যক্তিরাই যজ্ঞানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকে । গাহস্থ ধৰ্ম্মই সুখাখী  
ব্যক্তিগণের সুখের মূল । অপত্যোৎপাদনই মনুষ্যের সুখলাভের প্রধান  
কারণ ; কিন্তু গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত অন্য আশ্রমে কখনই সন্তানলাভে সমর্থ  
হওয়া যায় না । গৃহস্থধারাই তনু, ধান্য ও পশুপক্ষীভোজ্য মোক্ষলাভপ্রভৃতি  
ঐষধ সকল সংগৃহীত হইয়া থাকে এবং ঐষধ হইতে লোকের জীবন রক্ষা  
হয় ; সুতরাং গাহস্থকেই সৰ্ব্বদেপক্ষা প্রিয়তম জীবনের কারণ বলিতে  
হইবে । ধেনু ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমকে মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক বলিয়া নির্দেশ  
করিতে পারে ? শ্রদ্ধাবিবৰ্জিত, অনভিজ্ঞ, হুলস্থলি, আলস্যপরায়ণ, গাহ-  
স্থধৰ্ম্মপালনে অসমর্থ, পরিপ্রাপ্ত মৃত ব্যক্তিরাই প্রত্যাশ্রম অবলম্বন পূৰ্বক  
শাস্তির উপায় দৰ্শন করিয়া থাকে । নিত্যসিদ্ধ বেদমন্ত্রাদি ত্রৈলোক্য-  
রক্ষার কারণ । বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাই সন্ন্যাসি সকলেরই পূজনীয় হন ।  
ব্রাহ্মণের বিবাহ ও গভাদান, পুত্রতি সমুদায় সন্স্কার এবং পারত্রিক ও  
ঐহিক ফলসাধন কাৰ্য্য সমুদায়ে বেদমন্ত্র সকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে,  
সন্দেহ নাই । মৃত ব্যক্তির দাহ, প্রাক্ষ, সপিণ্ডীকরণ, পিণ্ডমজ্জন এবং তাহ'র  
পুৰ্ণলাভের উদ্দেশে গোপুত্রতি পুণ্ডদান, এই সমস্ত কাৰ্য্যই মন্ত্রমূলক ।  
অর্চিগ্ন, বহিস্করণ ও ক্রবাদ নামক পিতৃগণ ঐ সকল কাৰ্য্য মন্ত্রমূলক  
বলিয়া অল্পবোধন করেন । যখন মনুষ্যাগণ দেয়তা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের নিকট  
খণি রহিয়াছে এবং যখন বেদমন্ত্রে কৰ্ম্মকাণ্ডের বিধি নির্দিষ্ট জ্ঞাচে,  
তখন আশ্রম সত্তে কোন ব্যক্তিই মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয় না ।

ফলঃ শ্রীবিহীন আলমাপরতজ ব্যক্তিগণই মিথ্যাস্বরূপ মোক্ষকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে । যে ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, পাপ কখনই তাঁহাকে হরণ বা আকর্ষণ করিতে পারে না । তিনি যজ্ঞ ও যজ্ঞে নিহত পশুগণের সহিত স্বরলোকে গমন করিতে পারেন । যেক্ষণ পশুগণ হইতে তাঁহার তৃপ্তিলাভ হয়, সেইরূপ তাঁহা হইতেও পশুগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে । মনুষ্য বেদবিহিত কার্যে অন্যদ্র, কপটতা ও মার্মা দ্বারা কদাপি পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না । বৈদিক কাৰ্য্যাদ্বারাষ্ট ব্রহ্মপদার্থ লাভ হইয়া থাকে ।

কপিলা কহিলেন, যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত হিংসাশূন্য দর্শ, পৌর্ণমাস, অগ্নিহোত্র ও চাতুর্মাসা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সনাতন ধর্ম তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করে । কর্মপরিত্যাগী, দৈর্ঘ্যশীল, পবিত্র, ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারদ্বারাই অমৃত্যুতাজ্জী দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হন । যে ব্যক্তি সমস্ত জীবের আত্মস্বরূপ ও সর্বভূতে সমানী হইয়া ব্রহ্মলোকাদি অতিক্রম করিতে পারেন, দেবগণও তাঁহার গন্তব্য স্থান অনুসন্ধান করিয়া বিমোহিত হইয়া থাকেন । জ্ঞানী ব্যক্তিগণ জীবকে জরায়ুজাদি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত এবং উহার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি মুখ আর হস্ত, বাকা, উদর ও উপস্থ এই চারি দ্বার নিক্রপিত করিয়াছেন । জীব হস্তাদি দ্বারচতুষ্টয়ের পালন কর্তা । অতএব ঐ দ্বার সকল রক্ষা করা সর্বতোভাবে বিধেয় । যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্ধ-ক্রোধ, পরস্বাপহরণ ও নীচজাতির যাজন পরিত্যাগ করেন এবং ক্রোধ-নিবন্ধন কাহাকেও প্রহার করেন না, তাঁহারই হস্তদ্বার রক্ষিত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি সত্যব্রত, মিতভাষী ও অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যা-বাক্য, কুটিলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই বাগ্‌দ্বার সুরক্ষিত হয় । যে ব্যক্তি অতিভোজন ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া দেহরক্ষার জন্য যৎকিঞ্চিৎ আহারী ও প্রতিনিয়ত সপুগণের সহিত সহবাস করেন, তিনিই কঠোরদ্বার রক্ষা করিতে পারেন । যে ব্যক্তি এক পক্ষীসত্ত্বে সন্তোষের নিমিত্ত অল্প রমণীর পাণিগ্রহণ, পরস্বাগমন ও কণ্ডুসময় ব্যতীত স্বীয় পক্ষীতে বিহার না করেন, তিনিই উপস্থদ্বার রক্ষা করিতে সমর্থ হন । যে মহাত্মা এই প্রকারে দ্বার চতুষ্টয় সূচাক্রমে রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাকেই ব্রহ্মবিদ্ব বলিয়া নির্দেশ করা যায় । আর যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত দ্বার রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, তাহার সমস্ত কার্য্যই নিফল হইয়া থাকে । সে তপস্যা, যজ্ঞ বা দেহ দ্বারা কোন কলই লাভ করিতে পারে না । ১০৬

মহাত্মা উত্তরীয় বসন ও উত্তম শর্য়া পরিভ্যাগ করিয়া বাহুরূপ উপধানে মস্তক স্থাপন পূর্বক প্রশান্তচিত্তে ভূমিশয়ার শয়ন করেন, যে ব্যক্তি অনেক সুখদুঃখচিন্তায় পরাভূত হন, যিনি দম্পণীদিগকে পরস্পরাভ্যন্তরীণ দর্শন করিয়া ও দীর্ঘাশ্রুনাচিতে একাকী বিহার করিতে পারেন, যে ব্যক্তি সমুদায় জীবের গতি এবং প্রকৃতি ও বিকৃতিসম্বন্ধিত সমুদায় পদার্থ অবগত হইতে সমর্থ হন এবং যিনি সমুদায় প্রাণীর আত্মস্বরূপ হইয়া কোন প্রাণী হইতেই ভয় বা কোন প্রাণীকে ভয় প্রদর্শন করেন না, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । কামী ব্যক্তিগণ দান যজ্ঞাদির ফলস্বরূপ চিত্তভ্রম না থাকিতে গুরুপদে তত্ত্বজ্ঞান অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া স্বর্গাদিশান্তির বাসনা করে । আশ্রমবাসী জ্ঞানবানেরা স্বকাৰ্য্য ও নিত্য-সিদ্ধ পুরাতন নিকাম ধর্ম অবলম্বন করিয়া বেদান্ত শ্রবণাদি দ্বারা আত্মার সমালোচন পূর্বক সংসারমূলক অজ্ঞান ধ্বংস করিতে পারেন । কিন্তু কামী ব্যক্তিগণ সেই নিকাম ধর্মের ক্রিয়দংশমাত্রও অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ঐ আপদ আচার প্রমাদ ও পরাক্রমবিহীন, প্রত্যক্ষফলপ্রদ অবিনশ্বর ধর্মকে নির্দেয় ও ব্যতিক্রমী বিবেচনা করে । ফলতঃ নিকাম ধর্ম দে, যজ্ঞানুষ্ঠানাদি সকাম ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সন্দেহ নাই । কারণ, প্রথমতঃ উহা অবগত হওয়াই নিত্য হুঃসাধ্য; যদিও উহা কোনক্রমে অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলেও উহার অনুষ্ঠান করা সহজ নহে; আবার যদিও উহার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলেও উহা দ্বারা অনন্ত সুখভোগের সম্ভাবনা নাই; অতএব যজ্ঞাদির ফল বিনশ্বর বোধ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান অবলম্বন করাই শ্রেয় ।

হ্যামরশ্মি কহিলেন, ভগবন্ ! বেদে কৰ্ম্মানুষ্ঠান ও কৰ্ম্মভ্যাগ, উভয়েরই বিধি উত্তমরূপে নির্দিষ্ট আছে; এক্ষণে আপনি কৰ্ম্মানুষ্ঠান ও কৰ্ম্মভ্যাগ এই উভয়ের ফল কি, তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

কপিল কহিলেন, সাধুলোকেরা কৰ্ম্মভ্যাগসিদ্ধকারে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সংপথে অবস্থান পূর্বক অনুভবদ্বারা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনারা যে স্বর্গাদির প্রার্থনা করিয়া, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, ইহলোকে কি তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পান ?

হ্যামরশ্মি কহিলেন, মহাত্মন্ ! আমার নাম হ্যামরশ্মি । আমি জান-লাভের নিমিত্ত আপনার সম্মিথানে আগমন করিয়া এই গোদেহে প্রবেশ পূর্বক সরলভাবে প্রশ্ন করিরাছি; বস্তুতঃ প্রতিপক্ষ কইরা আপনাদের প্রশ্নের শিকার করা আমার অতিশ্রেয় নহে । আপনারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সংপথে

অবস্থান করত অনুভবদ্বারা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করেন ; কিন্তু ঐ ব্রহ্মপ্রত্যক্ষ কি প্রকার ? এই বিষয়ে আমার সাত্ত্বিক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ; আপনি তাহার নিরাকরণ করুন । আমি বেদবিরুদ্ধ তর্কশাস্ত্রের অনুশীলন না করিয়া কেবল আগমার্থ প্রকৃতরূপে অবগত হইয়াছি । বেদবাক্যই আগম এবং যাহা বেদার্থ নির্ণায়ক মীমাংসাসাশ্ত্র, তাহাও আগম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । প্রত্যেক আশ্রমে সেই আগম-প্রতিপাদিত বিধি প্রতিপালন করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । আগমের নির্যাসদ্বারা ঐ সিদ্ধি প্রত্যক্ষ হয় । কোন নৌকা ভিন্নদেশগামী নৌকায় বদ্ধ হইলে, যেক্রপ আরোহীকে গন্তব্য স্থানে আনয়ন করিতে পারে না, সেইরূপ আমাদিগের পূর্ববাসনানিবন্ধন কর্মসকল আমাদিগকে কখনই জন্মমূহুরূপ প্রবাহ তহিতে উত্তীর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না । বাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনায় সন্নিহানে আগমন করিয়াছি ; আপনি আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন । মনুষ্যগণের মধ্যে কখনই সর্বভাগী, সন্তুষ্ট শোকবিহীন, রোগশূন্য, বাসনাবিবর্জিত সংসর্গপরায়ণ ও নিরুদ্ভা নাহি । আপনারাও আমাদিগের ন্যায় শোক ও হর্ষের নিত্যস্ত বশীভূত এবং অনান্য জীবগণের ন্যায় আপনাদিগেরও ইন্দ্রিয়ের কার্য আছে । অতএব এক্ষণে চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের অঙ্গর সূত্ররূপ কি, আপনি তাহা কীর্তন করুন ।

কপিল কহিলেন, মহাশয় ! সমুদায় কার্যে যে যে শাস্ত্র অনুষ্ঠিত হয়, সেই সমস্তই ফলোপায়ক । যে মতে অবস্থান পুরুষ শমদমাদি গুণ অবলম্বন করা বাইতে পারে, সেই মতেই সর্বদোষশূন্য ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই । যে ব্যক্তি জ্ঞানগম্পন্ন, তাহার সংসারে আর কিছুমাত্র অনুরাগ থাকে না । অজ্ঞানই জন্মমূহুরূপ শৃঙ্খলদ্বারা প্রজাবর্গকে বহুবিধ কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে । তোমরা জ্ঞানবান্ ও নিরাময় ; কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে কাহারও কখন জীবা-শ্মার সহিত পরমাশ্মার অত্যন্ত জ্ঞান জন্মে না ! কোন কোন বিত্তাশীল শাস্ত্রার্থাণহারক অনীশ্বরবাদী মূঢ় ব্যক্তি শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হইয়া কামদেবদ্বারা অভিভূত ও অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া থাকে এবং অনীশ্বরবাদীরা শমদমাদির অনুষ্ঠানে বিমুখ ও মোহপরতন্ত্র হইয়া জ্ঞান নিত্যস্ত বিফল বলিয়া কীর্তন করে , তাহারা কিছুতেই জ্ঞানৈশ্বর্য প্রভৃতি গুণসমূহের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয় না । সেই ভাস্মিক লোকদিগের তমো-গুণই একমাত্র আশ্রয় । যাহার যে প্রকার প্রকৃতি, সে তাহার বশীভূত

হয়। যে ব্যক্তি তমোগুণের বশবর্তী, তাহার কাম, ঘেব, ক্রোধ ও দম্ভ-প্রভৃতি সততই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যাহারা উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিতে অভিলাষী হন, সেই স্বকার্যনিরত যতিগণ এই প্রকার চিন্তা করিয়া শুভাশুভ পরিত্যাগ করিবেন।

স্বামরশ্মি কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি শাস্ত্রানুসারে আপনার নিকট কৰ্ম্মানুষ্ঠান প্রশস্ত ও সন্নাগ অপ্ৰশস্ত বলিয়া কীর্তন করিয়াছি। শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপ অবগত না হইলে, কাহারও কোন শাস্ত্রবিহিত কার্যাসম্পাদনে প্রবৃত্তি জন্মে না। জ্ঞানানুগত আচারই শাস্ত্র, আর যাহা-অজ্ঞায়া, তাহা অপাশ্ত্র। শাস্ত্রের শাসন অতিক্রম করিয়া কখনই শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি প্রবর্তিত হয় না। যাহা বেদবাক্যের বিপরীত, তাহা বদাচ শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যাহারা কেবল প্রতাক্ষ বস্তুই অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহারা ইহলোকের প্রতিই বিশ্বাস করে। যাহাদিগের বুদ্ধি অজ্ঞানদ্বারা উপহত হয়, সেই বিমূঢ় ব্যক্তিগণ শাস্ত্রে যাহা দোষাবহ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, তাহা অবগত হইতে না পারিয়া তদনুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; তাহাদিগকে আমিদিগের জ্ঞান শোক প্রকাশ করিতে হয়। দেখুন, সমস্ত লোকই আপনাদিগের জ্ঞান সমভাবে শীতোষ্ণাদি মহা করিয়া থাকে; কিন্তু অনেকেরই সহিত যে আপনাদিগের কার্যগত ভেদ লক্ষিত হয়, ইহা নিঃশঙ্ক বিশ্বাসকর। যাহাঁ হউক, এক্ষণে আপনি সমুদায় শাস্ত্রের সিকান্তানুসারে অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মের বিষয় কীর্তন করিয়া একমাত্র মুখপ্রার্থী চাৰি আশ্রমের মধ্যে আমার অন্তঃকরণ শাস্ত্রিরসে আত্মাবিত করিলেন। আপনি যাহা কহিলেন, ইহা সৰ্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু ইহার অনুষ্ঠান করা সহজ নহে। যিনি যোগযুক্ত ও কৃতকার্য হইয়া দেহ-মাত্র ধারণ পূৰ্ব্বক চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে পারেন, সেই জিতে জিহ্ন অবিবাদী ব্যক্তিই কণ্ঠকাণ্ডবেদে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূৰ্ব্বক মোক্ষ আছে, এই কথা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যে ব্যক্তি পরিবারগণে পরিবৃত্ত, সে কদাচ মুক্তিবিধারক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যখন দান, অদায়ন, বজ্জানুষ্ঠান, অপত্যোৎপাদন ও ঋজুতা অবলম্বন করিলেও মুক্তিলাভ হয় না, তখন মুক্তিপ্রার্থী ব্যক্তির মুক্তিতে ও মুক্তিলভ্যার্থ নিবর্থক পরিশ্রমে দিক্। ফলতঃ কৰ্ম্মকাণ্ড বেদবাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিবে নাশ্বিক বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে আমার মোক্ষবিষয়ে স্নেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি উহার যথার্থ কীর্তন করুন। আমি আপনাব নিকট সমাগত হই

রাহি ; আপনি আমাকে উপদেশ দিন। আপনি যে প্রকার বুদ্ধির বিষয় পরিজ্ঞাত হইরাছেন, আমাকেও তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

সম্প্রত্যধিক দ্বিগততম অধ্যায়। ২৭০।

কপিল কহিলেন, তপোধন ! সকল লোকই বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে ; কেহ কখন বেদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। এক্ষণে দুই প্রকার ; শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মের নাম বেদ। সেই শব্দব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই পরমব্রহ্ম লাভ করা যায়। গিতা অপত্যোৎপাদন করিয়া বেদমন্ত্র দ্বারা তাহার দেহসংস্কার করেন। পুত্র সংস্কারসম্পন্ন হইলেই বিশুদ্ধদেহ ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া জ্ঞানোপার্জন-  
নের উপযুক্ত পাত্র হয়। কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি। এক্ষণে উহার বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চিত্তশুদ্ধি হইল কি না, অনুষ্ঠান-  
কর্ত্তাই তাহা অবগত হইতে পারেন, অন্য ব্যক্তি বেদ বা অনুমান দ্বারা কখনই উহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা স্পৃহাবিহীন, ধনসংগ্র-  
হপরাস্থ ও রাগবিদ্বেষপরিশূন্য হইয়া কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ই ধন্য। সংপাত্রে  
প্রদান করাই তাঁহাদিগের অর্থব্যয়ের সংপথ। পূর্বকালে অনেক  
বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন, ক্রোধপরিবর্জিত, অহংরাশূন্য, অহঙ্কারবিহীন, নির্ম্মল  
সম্বর্ভূতহিতাভিলাষী, কর্ম্মযাজী গৃহস্থ, রাজা ও ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান ছিলেন।  
তাঁহারা কদাপি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন নাই। সঙ্কল্পমাত্রেই  
তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইত। তাঁহারা সকলেই শীলতাসম্পন্ন, সন্তুষ্টচিত্ত,  
সত্যসঙ্কল্প, পবিত্র ও পরমব্রহ্মে ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহারা পূর্ক্সাপর  
বিবেচনা করিয়া নিরমানুসারৈঃ ব্রতচর্যা করিতেন; বিষয় সঙ্কট উপস্থিত  
হইলেও কখনই ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হইতেন না। পূর্ক্সে তাঁহাদিগের  
এই এক উৎকৃষ্ট স্বথ ছিল যে, তাঁহারা একত্র সমবেত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান  
করিতেন। তাঁহাদিগকে কখনই প্রাশস্তিত্ব করিতে হইত না। সত্যধর্ম্ম-  
প্রভাবে তাঁহারা বিলক্ষণ তেজস্বী ছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধিবলনিরপেক্ষ  
হইয়া কেবল শাস্ত্রানুসারে যে ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইত, তাহারই অনুষ্ঠান  
করিতেন বলিয়া কখন তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিষয়ে চল প্রবংশ কসিবার  
প্রয়োজন হইত না। ফলতঃ এই প্রকার নিয়মে অবস্থান করিলে কদাপি

প্রারম্ভিত করিতে হয় না। যাহারা ঐ নিয়মামুষ্ঠানে অক্ষম হইল, তাহাদিগকেই প্রারম্ভিতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই প্রকারে পূর্বতন অসংখ্য ব্রাহ্মণ ত্রিবেদজ্ঞ, পবিত্র, সৎসাহারসম্পন্ন, যশস্বী, স্পৃহাবিশীন, বন্ধনবিমুক্ত, যজ্ঞপরায়ণ, কামক্ৰোধপরিবর্জিত, স্ব স্ব কার্য্যপ্রভাবে বিখ্যাত, নব্রহ্মভাব, শান্তগুণাবলম্বী ও স্বকর্ম্মনিরত ছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, শাস্ত্রানুশীলন ও সংকল্প সমস্তই ত্রুক্ষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পূর্বে সদাচাররূপ একমাত্র আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রম অনবধানতা ও কামক্ৰোধাদি পরিবর্জিত ছিল। উহার প্রভাবে পূজ্যপুজার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ছিল না। পরিণামে মনুষ্যাগণ ধর্ম্মের স্মৃতিতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া সেই শাস্ত পুরাতন সদাচাররূপ একমাত্র আশ্রমকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সাধু ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ গার্হস্থ আশ্রমের পর বানপ্রস্থ এবং কেহ ত্রুক্ষচর্য্যের পর গার্হস্থ অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন। সেই সকল ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়া গগনমণ্ডলে তারাগণরূপে বিরাজিত হইয়া থাকেন। ঐ সমুদায় ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই ত্রুক্ষভাবাপন্ন ও জীবনমুক্ত হইয়াছেন। যদিও তাঁহাদিগকে প্রারম্ভ কর্ম্মনিবন্ধন পুনর্বার এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় তথাপি তাঁহারা কদাপি কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। যে ব্রাহ্মণ ঐ সময় মহাত্মার ন্যায় গুরুগুজ্ঞাপরতন্ত্র ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ত্রুক্ষচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণনামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন। অনেকে ব্রাহ্মণনাম ধারণ করা বিড়ম্বনামাত্র। যখন কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ নিরূপিত হইতেছে, তখন কর্ম্মকেই পুরুষের মঙ্গল ও অমঙ্গলের জ্ঞাপক বলিতে হইবে। যাহারা এই প্রকারে নিষ্কাম কর্ম্ম ও গুরুপদেণ দ্বারা চিত্তভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আপনার চিত্তমধ্যে সমুদায়ই ব্রাহ্মণ অবলোকন করেন। সেই বিষয়ভূষণাশিশুনা, বিভক্তচিত্ত নরানুদিগের একমাত্র সমাধিই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য বর্ণসমস্তও তাঁহাদিগের ন্যায় সদ্গুণসম্পন্ন হইলে ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হয়। বিভক্তচিত্ত ব্রাহ্মণগণই ব্রাহ্মকে লাভ করিতে পারেন। নিত্যসন্তুষ্ট বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তি জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া অভিহিত হন। সন্ন্যাস ধর্ম্ম গুরুপরম্পরাগত। উহা কোন কোন সময় অন্য ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মপদলাভার্থী হইয়া বৈরাগ্যপ্রভাবে ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে সমর্থ হন, তিনিই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। বৈরাগ্যশূন্য ব্যক্তি কখনই ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে না।

হ্যামরশ্মি কহিলেন, মহাশয় ! যাঁহারা বিষয়ভোগ, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহারা লব্ধ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের সকলেরই দেহাবসানে স্বর্গ লাভ হয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু উহাঁদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন ।

কপিল কহিলেন, তপোধন ! গৃহকর্মনিরত কামী ব্যক্তিগণ বিবিধগুণে সমলঙ্ঘিত হইয়া নানাপ্রকার বিষয় স্থখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় ; কিন্তু ভোগস্থখ কদাচ অনুভব করিতে পারে না ।

হ্যামরশ্মি কহিলেন, ভগবন্ ! শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সকল আশ্রমেই মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে ; সুতরাং আপনারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া যে ফল লাভ করিবেন, গৃহস্থগণ ত কর্মপরায়ণ হইয়াও সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে । এই আমার বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব আপনি জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়ই কি সমান, অথবা কর্ম জ্ঞানের অঙ্গ ? তাহা শাস্ত্রানুসারে আমার নিকট কীর্তন করুন ।

কপিল কহিলেন, তপোধন ! কর্ম সমস্ত স্থল ও স্থান দেহের শুদ্ধি-সম্পাদন এবং জ্ঞান ও মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ । কর্মদ্বারা চিত্তদোষের পরিণাক ও শাস্ত্রজনিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে গোকের অনুশংসতা, ক্রমা, শান্তি, অহিংসা, সত্য, সরলতা, অজোহ, অনভিমান, লজ্জা ও তিতিক্ষা উৎপন্ন হয় । ঐ সমস্ত গুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ । মহুষা ঐ সমস্ত গুণপ্রভাবেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈরাগ্য উৎপত্তি হইলেই চিত্তদোষের পরিণাকই যে কর্মের ফল, তাহা স্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন । বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণেরা যে গতি লাভ করেন, তাহাকেই পরম গতি বলিয়া নির্দেশ করা যায় । যে ব্যক্তি বেদ, বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম, কার্য্যানুষ্ঠান ও ব্রহ্মজ্ঞান অবগত হইতে পারেন, তিনিই বেদবিদ্ বলিয়া অভিহিত হন ; আর যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত অবগত হইতে অসমর্থ হয়, তাহার জন্ম নিরর্থক । সে কেবল কর্মকারের ভ্রমার ন্যায় নিরর্থক শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে । বেদে সমস্ত বিষয় প্রতিষ্ঠিত আছে ; সুতরাং বেদবিশারদ ব্যক্তিগণ সকল বিষয়ই পরিজ্ঞাত হইতে পারেন । সমস্ত শাস্ত্রই জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে ; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা কখনই উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না । যে ব্যক্তি জীবাশ্বার সহিত প্ররমায়ার একতা সম্পাদন করিতে পারেন, তিনিই বেদনিষ্ঠ পরব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন । মোক্ষই অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মা-



নন্দের একমাত্র আধার । পণ্ডিতগণ মোক্ষকেই নিত্যসিদ্ধ, সৰ্ব্বভূতস্থ, সৰ্ব্বলোকবিখ্যাত, জ্ঞাতব্য, স্থাবরজঙ্গমান্তক সমস্ত জীবের আত্মা ও দেহ-স্বরূপ, সুখপ্রদ, মঙ্গলপ্রদ, পরব্রহ্মের আধার ও অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করেন । তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ জ্ঞানচক্ষুঃপ্রভাবে তেজ, ক্রমা ও শাস্তিগুণ দ্বারা যে নিরাময়, জগৎ কারণ, সনাতন পরম পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমি সেই ব্রহ্মবিদ হইতে অভিন্ন পরব্রহ্মকে নমস্কার করি ।

### একসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৭১ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! বেদে, ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনেরই স্ততিবাদ কীর্তিত হইয়াছে ; কিন্তু এই তিনের মধ্যে কি লাভ করা সর্বোপেক্ষা শ্রেয়, তাহা বীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! আমি এই উপলক্ষে পূর্বের কুণ্ডধারণামে মেঘ যে প্রীতিযুক্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের উপকার করিয়াছিল, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । এক দিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কলাভিলাষী হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে স্থির করিলেন ; কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান করা অর্থসাধ্য এই বিবেচনা করিয়া অর্থলাভার্থ ঘোরতর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি তপোানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া তপ্তিসহকারে বহুকাল দেবতাদিগের অর্চনা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তথাপি ধনলাভ করিতে পারিলেন না । তখন তিনি মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কোন দেবতা মনুষ্যকর্তৃক আরাধিত হন নাই ? আমি এক্ষণে তাঁহারই উপাসনা করিব, তাহা হইলে তিনি শীঘ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন । দ্বিজবর মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, কুণ্ডধারণামা জলধর সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন । কুণ্ডধারকে দর্শন করিয়াই ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে ভক্তিসংস্কার হইল । তখন তিনি বিবেচনা করিলেন যে, কোন মনুষ্যই ইহার নিকট কর প্রার্থনা করে নাই । ইনি দেবলোকসমীপে অবস্থান করিতেছেন এবং ইহার আকারও মহতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে ; অতএব ইনি যে অবিলম্বে আমাকে ঐশ্বর্য প্রদান করিতে পারিবেন, তাহার সন্দেহ নাই । ব্রাহ্মণ মনে মনে এই প্রকার অবধারণ পূর্বক দিব্য ধূপ, গন্ধ ও নান্যপ্রকার উপহার দ্বারা কুণ্ডধারকে অর্চনা করিতে লাগিলেন ।

তখন জলধর কুণ্ডধার ব্রাহ্মণের ভক্তিদর্শনে অচিরাত্ৰীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হিজবর ! সাধু ব্যক্তিগণ ব্রহ্ম, মন্য-পায়ী, ভক্ত ও ব্রতবিহীন মনুষ্যগণেরও আশিষিত বিধান করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির কোন প্রকার আশিষিতই নাই। আমার পুত্র অধর্ম, অসুরার পুত্র ক্রোধ ও নিকৃতির পুত্র লোভ। কিন্তু কৃতঘ্নতা বক্ষ্য। উহার সম্ভান কেই নহে। কুণ্ডধার এই মাত্র কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ।

অনন্তর সেই তপঃপরায়ণ ভক্তিমান্ বিজ্ঞান্ধাব ব্রাহ্মণ সেই দিন যামিনীমণ্ডে কুশাসনে শয়ন পূর্বক কুণ্ডধারের প্রভাবে স্বপ্নযোগে সমুদায় জীবকে সুন্দর্শন করিলেন। ঐ সমুদায় জীবমধ্যে তেজঃপুঞ্জকলেবর যক্ষ-রাজ মণিভদ্রনন্দন লোকের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে ধনদান ও ধন পুনর্গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দেবতাদিগকে আদেশ করিতেছিলেন। দেবগণ ও লোকের শুভকর্ম্মানুসারে রাজাদি দান ও অশুভ কর্ম্মানুসারে পূর্ব-প্রদত্ত অর্থাদি পুনর্গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ কুণ্ডধার যক্ষ-গণের সমক্ষে দেবগণের সন্নিহিত ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তদর্শনে দেবগণ মণিভদ্রনন্দনের নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, যক্ষরাজ স্বপ্নায় আগমন পূর্বক ভূতলনিপাতিত কুণ্ডধারকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কুণ্ডধার ! তুমি কি প্রার্থনা কর ? কুণ্ডধার কহিলেন, যক্ষরাজ ! দেবগণ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমার একান্ত ভক্ত ও অসুরক এই ব্রাহ্মণের হাঁহাতে কিছু সুখোৎপত্তি হইতে পারে, এইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। তখন মণিভদ্রনন্দন পুনর্বার কুণ্ডধারকে কহিলেন, কুণ্ডধার ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কৃতকার্য হইয়াছ, এক্ষণে উথিত হও। তোমার প্রিয়-বরসা এই ব্রাহ্মণ যদি অর্থপ্রার্থনা করেন, তাহা হইলে ইহাকে প্রার্থনা-নুসারে অর্থ প্রদান কর। তৈনি যে পরিমাণে অর্থপ্রার্থনা করিবেন, আমি সুরগণের আদেশানুসারে ইহাকে তাহাই প্রদান করিব। তখন কুণ্ডধার মানবদেহ অস্তির ও ক্ষণভঙ্গুর বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণের তপোহুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর অনুধাবন পূর্বক কহিলেন, যক্ষরাজ ! আমি এই ব্রাহ্ম-ণের নিমিত্ত অর্থ প্রার্থনা করিতেছি না। ইহার প্রতি আপনাকে অন্য-প্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে। আমি ইহার নিমিত্ত রত্নপূর্ণ বহুধর প্রার্থনা করি না। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে ইনি ধর্মপারায়ণ হউন। ইহার বুদ্ধি ধর্মই আশ্রয় ও ধর্মই শান্তিপাতি করুক। তখন

মণিভদ্রনন্দন কুণ্ডধারের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কুণ্ডধার ! এই ব্রাহ্মণ শারিরীক ক্লেশবিহীন হইয়া ধর্মের ফলস্বরূপ রাজ্য ও নানাপ্রকার সুখ উপভোগ করুন । সুরগণ এই কথা কহিলে, কুণ্ডধার তাহাতে অসম্মত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের নিমিত্ত স্নানস্নান ধর্মই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । দেবগণ কুণ্ডধারের আশ্রয়প্রার্থনা দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন । অনন্তর মণিভদ্রনন্দন কুণ্ডধারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কুণ্ডধার ! সুরগণ তোমার ও এই ব্রাহ্মণের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন । এক্ষণে ইনি ধর্মশীল হইবেন এবং ইহাঁর বুদ্ধি নিরতই ধর্ম প্রতীক্ষিত থাকিবে । মণিভদ্রনন্দন এই কথা কহিলে, কুণ্ডধার নিতান্ত দুর্ভাগ্য অভিলাষিত বর প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন ।

ব্রাহ্মণ স্বপ্নযোগে এই ঘটনা দর্শন পূর্বক পুনর্বার ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, আপনার চতুর্দিকে সূক্ষ্ম চীবর সকল নিপতিত রহিয়াছে । তদর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল । তখন তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কুণ্ডধারের বিলম্ব উপাসনা করিয়াছি ; কিন্তু এই ব্যক্তি প্রত্যাশারপরাশর নহে । এক্ষণে আর কাহার নিকটই বা উপকার প্রার্থনা করিব । অতএব আমি এক্ষণে ধন্যকাজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্যমুষ্ঠানার্থ অরণ্যে গমন করি ।

ব্রাহ্মণ এই প্রকারে সুরগণের অনুগ্রহপ্রভাবে বৈরাগ্য লাভ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ পূর্বক ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের অচ্ছন্দা ও অতিথিদিগের ভোজনাবসানে ফলমূল ভক্ষণ করত জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন । তাঁহার ধর্মবুদ্ধি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল । কিয়দিন পরে তিনি ফলমূল পরিত্যাগ করিয়া পত্রমাত্র ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন । তৎপরে পত্র পরিত্যাগ পূর্বক কেবল জলপান করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বায়ুভক্ষণ করত বহুবৎসর অতিবাহিত করিলেন । কিন্তু ঐ সমুদায় কঠোরতাবারী তাঁহার কিছুমাত্র বলক্ষয় হইল না । তদর্শনে সকলেই বিস্ময়গম্ব হইল । দ্বিজবর এই প্রকারে অতি কঠোর তপোমুষ্ঠান দ্বারা বহুকাল অতিবাহিত করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলে, তাঁহার দিবাজ্ঞান সমুৎপন্ন হইল । তখন তিনি বিবেচনা করিলেন, যদি আমি পরিতুষ্ট হইয়া কাহাকে অর্থ প্রদান করি, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই ধনী হইবে । আমি এক্ষণে তপঃসিদ্ধ হইয়াছি ; সুতরাং আমি যাহা কহিব, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না । দ্বিজবর এই প্রকার চিন্তা করিয়া হঠাৎ পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং কিয়দিন পরে পুনর্বার

পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সিদ্ধিলাভ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, আমি এক্ষণে যদি সন্তুষ্ট হইয়া কাহাকে রাজ্য প্রদান করি, তাহা হইলে, সে অবশ্যই রাজা হইবে ।

ব্রাহ্মণ মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কুণ্ডধার ব্রাহ্মণের তপোবল ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব নিবন্ধন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । ব্রাহ্মণ কুণ্ডধারকে সমাগত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে বিহিত বিধানে তাঁহার অর্চনা করিলেন । তখন কুণ্ডধার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তপোধন ! আপনি তপঃপ্রভাবে দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছেন । এক্ষণে উহার প্রভাবে ভূপাল ও অন্যান্য লোকদিগের গতি সন্দর্শন করুন । কুণ্ডধার এই কথা কহিলে, বিজবর আপনার দিব্য চক্ষুঃ-প্রভাবে দূর হইতেই নরপতিদিগকে ঘোরতর নিরয়ে নিপতিত দেখিতে পাইলেন । তখন কুণ্ডধার কহিলেন, দ্বিজবর ! তুমি ভক্তিসহকারে বহু-বিধ ক্রেশ স্বীকার পূর্বক আমার অর্চনা করিলেও আমি দ্বারা তোমার কি হিতসাধন হইত এবং তুমিই বা আমার কি অনুগ্রহ লাভ করিতে ? ঐ দেখ, ভূপালগণ কামনার বশবর্তী হইয়া কত ক্রেশভোগ করিতেছে । ঐ দেখ, কাম ক্রোধাদি দ্বারা মনুষ্যদিগের স্বর্গদ্বার বন্ধ হইয়াছে । অতএব মনুষ্যের কামনার বশীভূত হওয়া কখনই উচিত নহে ।

কুণ্ডধার এই কথা কহিবারাত্র দ্বিজবর দেখিলেন যে, অসংখ্য লোক কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, মত্ততা, নিদ্ৰা, তন্দ্রা ও আলস্যে অভিভূত হইয়া, অবস্থান করিতেছে । তখন কুণ্ডধার কহিলেন, ব্রহ্মণ ! এই কামক্রোধাদি লোক সমুদারকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে । স্তব্ধগণ ঐ কামাদিনিবন্ধন মনুষ্য হইতে ভীত হইয়া থাকেন এবং ঐ কামাদি দেবতাগণের আদেশানুসারে মনুষ্যদিগের বিম্বোৎপাদন করে । ফলতঃ দেবতাদিগের অনুগ্রহ ব্যক্তিরেকে কেহ কখন ধর্ম্মপরিচয় হইতে পারে না । এই দেখ, এক্ষণে তুমি তপোবলে মনুষ্যদিগকে রাজ্য ও প্রভূত ধন দান করিতে সমর্থ হইয়াছ ।

কুণ্ডধার এই কথা কহিলে, দ্বিজবর তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন । আমি আপনার স্নেহস্বভাব পরিজ্ঞাত হইতে অসমর্থ হইয়া কাম ও লোভনিবন্ধন আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক যে অগরাধ করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক তাহা ক্ষমা করুন ।

তখন কুণ্ডধার কহিলেন, ব্রহ্মণ । আমি তোমার অপরাধ মাফনা

করিয়াছি। তিনি এই কথা বলিয়া বিজবরকে আলিঙ্গন পূর্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাহ্মণ ও কুণ্ডধারের অহুগ্রহে তপঃপ্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া সমুদায় লোক পর্যটন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ ধর্ম প্রতিপালন ও যোগাতাস ছাড়া, গগনমার্গে গমনের ক্ষমতা, সংকল্পসিদ্ধি ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, বক্ষ, মহুয়া ও চারণ প্রভৃতি সকলেই ধর্মশীলদিগকে অচ্চনা করেন, ধনাঢ্য কামীদিগকে কখনই পূজা করেন না। হে ধর্মরাজ ! তুমি ধর্ম্মাহুষ্ঠানে নিত্য আসক্ত বলিয়া দেবগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ধন হইতে অতি অল্প সুখলাভ হইয়া থাকে ; কিন্তু ধর্ম্মপ্রভাবে পরম সুখলাভ হয়, সন্দেহ নাই।

### দ্বিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৭২ ।

বৃষ্টির কহিলেন, পিতামহ ! নানাপ্রকার যজ্ঞের মধ্যে যে যজ্ঞ কেবল বিত্তের ধর্ম্মপাতের নিমিত্ত অহুষ্ঠিত হয়, আপনি আমার নিকট তাহার স্বরূপ কীর্তন করুন। স্বর্গাদিফলসাধক অন্যান্য যজ্ঞের বিষয় শ্রবণ করিতে আমার বাসনা নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! পূর্বে তপোধনোগ্রগণ্য মহামতি নারদ যজ্ঞ-বিষয়ে উল্লবৃষ্টি সত্যনামা ব্রাহ্মণের যে পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিয়া-লেন, এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মপ্রধান বিজ্ঞানগণের সত্যনামে এক উল্লবৃষ্টি ব্রাহ্মণ অবহিতাচিত্ত যজ্ঞের অহুষ্ঠান করিতেন। তিনি শ্যামাক, সূর্য্যপণী, স্ববচ্চলা ও অন্যান্য তিত্ত ও বিরল শ্যাম সমুদায় তক্ষণ করিতেন ; কিন্তু তাহার তপঃপ্রভাবে ঐ সমস্ত অতি সুস্বাদু হইত। তিনি বানপ্রস্থাজমী ছিলেন এবং দরিদ্রতানিবন্ধন পশাদি লাভ করিতে না পারিয়া ফলমূলকে পশাদির স্বরূপ বলিয়া ওদ্বারাই হিংসাপ্রধান স্বর্গসাধন যজ্ঞের অহুষ্ঠান করিতেন। পুষ্করধারিণী নামে তাহার এক পবিত্রস্বভাবা উপবাসাদিব্রতকৃশা পত্নী ছিলেন। তিনি গলিত ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করিতেন। যদিও ঐ রমণী আপনাতত্ত্বের মানসিক বুদ্ধি হিংসাময় পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার কার্যের আনুকূল্য করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, তথাপি তাহাকে শাপভয়ে স্বামীর স্বভাবের অহুবর্ত্তিনী হইয়া হিংসাময় যজ্ঞে লিপ্ত হইতে হইত।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, তাহার সহচর ধর্ম্ম-স্বরূপ চারণ

পূর্বক সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্য! তুমি অঙ্গহীন যজ্ঞের  
অহুষ্ঠান করিয়া অতিশয় ভ্রূক্ষ করিতেছ। এক্ষণে আমাকে হতাশনে  
আজ্ঞা প্রদান কর, তাহা হইলেই অনার্যাসে দেবলোকে গমন করিতে  
পারিবে। মৃগ এই কথা কহিবামাত্র মাণ্ড্বী মূর্ত্তিমতী হইয়া সেই স্থানে  
আগমন করত সেই ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ব্রাহ্মণ! ইনি  
তোমার সহচর; ইহাকে বিনষ্ট করা তোমার কোনক্রমেই কর্তব্য নহে।  
হায়! যজ্ঞে কি অকার্য্যই অহুষ্ঠিত হয়। দেবী মাণ্ড্বী এই কথা কহিয়া  
পাতালতল দর্শন করিবার নিমিত্ত যজ্ঞীয় হতাশনে প্রবিষ্ট হইলেন।  
তখন সেই মৃগ কৃতাজলিপুটে সত্যের নিকট বারম্বার আপনার বধপ্রার্থনা  
করিতে লাগিল; কিন্তু সত্য তাহার বাণ্যে অসম্মত হইয়া তাহাকে  
আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, তুমি অচিরে এই স্থান হইতে প্রস্থান কর।  
তখন সেই মৃগ অষ্টপদ মাত্র গমন পূর্বক পুনর্বার প্রতিনিবৃত্ত হইয়া  
কহিল, মহাত্মন! আপনি আমাকে সংহার করুন। আমি যজ্ঞে নিহত  
হইয়া অনার্যাসেই সন্মতীলাভে সমর্থ হইব। এক্ষণে আপনি মৎপ্রদত্ত  
দিব্য ক্ষুঃপ্রভাবে ঐ অম্বরশিষ্ঠ গন্ধর্ব্বগণের বিচিত্র বিমান ও অঙ্গরা-  
দিগকে সন্দর্শন করুন। মৃগ এই কথা কহিলে, ব্রাহ্মণ মতৃক্ষনয়নে অঙ্গরা  
ও বিমান সমুদায় অবলোকন পূর্বক স্বর্গভোগে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া  
মৃগকে বিনাশ করাই কর্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। তখন সেই  
মৃগরূপধারী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের সেই কুপ্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিবার নিমিত্ত  
তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণ! হিংসা করিয়া যজ্ঞাহুষ্ঠান  
করা শ্রেয়স্কর নহে। মৃগ এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণের হিংসাপ্রবৃত্তি  
তিরোহিত হইল; কিন্তু তিনি যে ইতিপূর্বে মনে মনে মৃগবধ চিন্তা  
করিয়াছিলেন, তদ্বিবন্ধন তাঁহার বিস্তর তপঃক্ষয় হইয়া গেল। অতএব  
যজ্ঞে পশুহিংসা করা নিতান্ত অকর্তব্য।

অনন্তর ভগবান্ ধর্ম্ম মৃগরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণকে  
যজ্ঞাহুষ্ঠান করাইলেন। হে ধর্ম্মবাহ! আমি তোমার নিকট সত্য কহি-  
তেছি, অহিংসাই পরম ধর্ম্ম এবং হিংসা অপেক্ষা পাপ আর কিছুই  
নাই। সত্যবাদীরা অহিংসা ধর্ম্মকেই সাদরে প্রতিগ্রহ করেন।

—••—

ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়। ২৭৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মহাশয় যে সমুদায় কাণ্ডের অহুষ্ঠান

করিয়া পাণে লিপ্ত হইয়া থাকুক এবং যে সকল কার্য্যদ্বারা ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ও মোক্ষ লাভে সমর্থ হই, আপনি আমার নিকট সেই সমস্ত বর্ণন করুন ।

তীর্থ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ !, তুমি সমুদায় ধর্ম্মই অবগত আছ। কেবল আত্মজ্ঞান দৃঢ়ীভূত করিবার নিমিত্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। যাহা হউক, আমি তোমার নিকট মোক্ষ, বৈরাগ্য, পাপ ও ধর্ম্মলাভের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে কপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ প্রকার ভোগ্য বিষয়ের আশ্রয় অবগত হইয়া প্রথমে সেই সকল ভোগ করিতে অভিলষী হয়। ঐ সমস্ত ভোগ্য বিষয়ের প্রত্যেকেই লোকের কাম ও দ্বেষসমুৎপন্ন হয়। তখন সে অভিলষণীয় দ্রব্য লাভ ও দ্বেষ্য ব্যক্তির অনিষ্ট সাধনে যত্নবান হইয়া মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং পুনঃপুনঃ রূপ রসাদি ভোগ করিতে যত্নপরায়ণ হয়। তদনন্তর তাহার অন্তঃকরণে ক্রমশঃ লোভ, মোহ, রাগ ও দ্বেষের প্রাচুর্য্য হয়। মনুষ্য লোভ মোহের বশীভূত ও রাগদ্বেষ দ্বারা সমাক্রান্ত হইলে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি একবারে তিরোহিত হইয়া যায়। তখন কপট ধর্ম্মের আচরণ ও ছল পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করে। ছল দ্বারা অনাগ্রাসে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে, তাহার ঐ প্রকারে অর্থোপার্জন করিতে সাত্বিক স্বভাব হইয়া থাকে। তাহার স্নেহ ও পতিতগণ তাহাকে ঐ বিষয়ে নিষেধ করিলেও সে নানা প্রকার হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগের বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া থাকে। ঐ পাপাত্মার রাগ ও মোহজনিত পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান, পাপকার্য্যের চিন্তা এবং পাপকার্য্য প্রকাশ নিবন্ধন কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই তিন প্রকার অধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হয়। সাধু ব্যক্তিগণ সন্তুষ্টচিত্তে সেই অধর্ম্মিকের দোষ দর্শন করেন। পাপাত্মারা আত্মসম্বন্ধ ব্যক্তিবর্গের সহিত সমবৃত্ত হইয়া মিত্রতা করিয়া থাকে। উহারা ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগ করিতে পারে না। এই আমি তোমার নিকট পাপাত্মাদিগের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিলাম।

একণে ধর্ম্মাত্মাদিগের কার্য্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মশীল মহাত্মারা অনেকের হিতাভিলাষী হইয়া স্বয়ং শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। পরোপকাররূপ ধর্ম্মপ্রভাবেই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারা যায়। যে মনুষ্য সুখকুখ বিচারক্ষম হইয়া জ্ঞানপ্রভা বৈ পূর্ব্বোক্ত দোষ

সমস্ত মন্দর্শন পূর্বক সাধুগণের সহিত সহবাস করিতে পারেন, তাঁহারই ধর্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তিনিই যথার্থ ধর্ম অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হন। ধর্মশীল ব্যক্তি ধর্মপথ অবলম্বন পূর্বক অর্থোপাঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হন; যে কার্য দ্বারা শুণলাভ হয়, প্রতিনিয়ত তাহাই অনুশীলন করিয়া থাকেন এবং আত্মত্যাগ শূন্য ব্যক্তির সহিতই মিত্রতা সংস্থাপন করেন। শূন্য মিত্র ও ধর্মার্জিত অর্থলাভনিবন্ধন তাঁহার ইহলোকে ও পরলোকে সাংশিখ আনন্দলাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য ধর্মপ্রভাবেই উৎকৃষ্টরূপ দর্শন, রস আশ্বাদন, গন্ধ আশ্রাণ, শব্দ শ্রবণ ও স্পর্শস্থল অনুভব করিতে সমর্থ হয়।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি ধর্মামুষ্ঠানের ফললাভ করিয়া উহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। যখন রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ভোগ্য বিষয় হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হন, তখনই তিনি সর্বকাম হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন এবং সমুদায় লোক বিনশ্বর অবলোকন পূর্বক কাম্য ধর্ম পরিত্যাগ করত নিরাম্য ধর্মাবলম্বী হইয়া মোক্ষ লাভের নিমিত্ত যত্ববান হইয়া থাকেন। ফলতঃ যে মনুষ্য ক্রমশঃ পাপকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ধার্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। ধার্মিক ব্যক্তিই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।

এই আমি তোমার নিকট পাপ, ধর্ম, মোক্ষ ও বৈরাগ্যের বিষয় বিস্তার পূর্বক কীর্তন করিলাম। অতএব তুমি সকল অবস্থাতেই ধর্মপথে অবস্থান করিবে। ধর্মপরায়ণেরাই লাভত গিচ্ছি লাভ করিতে পারেন।

### চতুঃসপ্তত্যধিকৃদ্বিশততম অধ্যায় । ২৭৪ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি কহিলেন যে, উপায় দ্বারাষ্ট মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়, অতএব আপনি এক্ষণে মোক্ষ লাভের উপায় আত্মপূর্বক বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! তুমি সর্বদা উপায় অবলম্বন পূর্বক সমুদায় বিষয় হ্রস্বম্পন্ন করিতে অভিলাষ করিয়া থাক; অতএব এই প্রশ্ন করা তোমার কর্তব্য হইয়াছে। যেকোন ঘটনিস্থানের সময় লোকের চিকীর্ষা বৃদ্ধি, উহার কারণ হইয়া থাকে এবং ঘট নির্মিত হইলে ঐ বৃদ্ধি তিরোহিত



হয়, সেইরূপ ধর্মসম্পাদনের সময় লোকের চিকীর্ষা বুদ্ধি তাহার কারণ হইয়া পরিশেষে যোগাদিনিষ্ঠ মোক্ষ ধর্ম্মে সিদ্ধি লাভ হইলে সেই বুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া থাকে। যে প্রকার পৃথমহাসাগরে গমন করিবার পথ অবলম্বন করিয়া পশ্চিম সাগরে গমন করিতে পারা যায় না, সেই-রূপ অন্যান্য ধর্ম্মের পথাবলম্বী হইলে কখনই মোক্ষ ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। ঐ ধর্ম্মের একমাত্র পথ বিদ্যমান আছে। এক্ষণে সেই পথ বিস্তার পূরক কীর্তন করিতেছি ? শ্রবণ কর। ক্ষমাপ্রভাবে ক্রোধ, সংকল্প পরিত্যাগদ্বারা বাসনা, সত্যগুণের অলুপ্তলন দ্বারা- নিদ্রা, সাবধানতা দ্বারা লজ্জা, অস্বচ্ছিত্তাপ্রভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস, দৈন্যগুণ দ্বারা কাম ও ধেষ, তদ্বিজ্ঞানপ্রভাবে ভ্রমপ্রমাদ ও বিষয়বাসনা, জ্ঞানাভ্যাস প্রভাবে অননুসন্ধান ও অকার্ষ্য পর্যালোচনা, পরিমিত পরিমাণে হিতকর ও লঘুপাক বস্তুর ভোজন দ্বারা শারীরিক ক্লেশ, মন্তে বিনবন্ধন লোভ ও মোহ, দয়ানিবন্ধন অধর্ম্ম, সতত অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম, অদৃষ্ট পর্যালোচনা দ্বারা আশা, স্পৃহা পরিত্যাগ দ্বারা অর্থ, সমস্ত বস্তু অনিত্য বিবেচনা করিয়া মেহ, যোগপ্রভাবে ক্ষুধা, কাক্রম্য দ্বারা আত্মাভিমান, উদ্যোগ দ্বারা তুল্লা, বেদপ্রত্যয় দ্বারা মদেহ, মৌনাবলম্বন দ্বারা বাচালতা এবং ষড়্ভবের বশীকরণ দ্বারা আশঙ্কা পরাক্রম্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। প্রথমতঃ বুদ্ধিপ্রভাবে বাক্য ও চিত্তকে সংযত করিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই বুদ্ধিকে বশীভূত করিবে। অনন্তর আত্মজ্ঞানবলে ঐ জ্ঞানকে বশবর্তী করিয়া পরিশেষে জীবাত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করা বিধেয়। শান্তি ও নিকাম কন্মদ্বারাই পরমাত্মাকে অবগত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কান, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পাঁচটীকে যোগানুষ্ঠানের অন্তরায় বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। অতএব ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যোগসাদনের উপায়ভূত দান, ধ্যান, অধ্যয়ন, সত্য, লজ্জা, সবলতা, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি, আহারশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযম অবলম্বন করাই কর্তব্য। ঐ সকল অবলম্বন করিলে, তেজঃপরিবর্দ্ধিত, পাপ বিনষ্ট সংকল্প সকল, ক্ষুদ্রিক এবং নানাপ্রকার জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। পাপশূন্য, তেজঃসম্পন্ন, অগ্নিহারী ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কাম, ক্রোধকে বশবর্তী করিয়া ব্রহ্মপদ লাভের অভিলাষী হন। ক্রমতঃ কাম মন ও বাক্যের সংযম এবং মৃঢ়তা, বিষয়বাসনা, কাম, ক্রোধ, দীনতা, অহংকার, উদ্বেগ এবং গৃহাবস্থানস্পৃহা পরিত্যাগ করা এই সমস্ত মোক্ষ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৭৫ ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্যরাজ ! এই স্থানে নারদ দেবল সংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । এক দিবস দেবর্ষি নারদ বুদ্ধিমান বৃদ্ধ অসিত দেবলকে সমুপশিষ্ট অবলোকন পুষ্টক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন ! এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব কাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয়কালে কাহাতে লীন হইবে, আপনি উহা সন্নিহিতের কীর্তন করুন ।

দেবল কহিলেন, নারদ । অষ্টকাল সমাগত হইলে পরমাত্মা সে সমুদায় বস্তু হইতে ভূত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, বিজ্ঞানশীল মহাত্মারা সেই সমস্তকে পঞ্চ মহাত্মত বলিয়া নির্দেশ করেন । ভীষ্মাত্মা পরমাত্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই ঐ সমুদায় মহাত্মত হইতে অনান্য ভূতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । যাহারা পরমাত্মা, জীব ও পঞ্চ মহাত্মত বাতিরেকে সৃষ্টিক্রিয়া বিহবে অন্য অচেতন বা সচেতন কারণ আছে বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহাদিগের বাক্য নিতান্ত্র অমূলক । ঐ পঞ্চ মহাত্মত তেজঃস্বরূপ নিত্য ও নিশ্চল । জীব তাহাদিগের ষষ্ঠ । ক্ষিতি, অগ্নি, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি মহাত্মত । এই পাঁচ মহাত্মত হইতে সত্ত্ব রজস তমো পদার্থ ই নাই । যাহারা ইহার অতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহাদিগের কার্য্য কখনই ফল-সিদ্ধ হইতে পারে না । পঞ্চভূত হইতেই দেহাদিগের কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই পঞ্চভূত ও জীব যাহার কারণ, তাহা বিনশ্বর, সন্দেহ নাই । জীব, পূর্ব্ব সংস্কার ও অজ্ঞান এই আটটি ভূত প্রাণিগণের জন্ম মৃত্যু কারণ । জীবগণ এই আটটি পদার্থ হইতে উচ্ছৃত ও ঐ সমস্ততেই লীন হইয়া থাকে । জন্তু বিনষ্ট হইলে তাহার কলেবর পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় । তাহার উৎপত্তিসময়ে ভূমি হইতে দেহ, আকাশ হইতে শ্রোত্র, তেজ হইতে চক্ষু, বায়ু হইতে বেগ ও সলিল হইতে শোণিত উৎপন্ন হইয়া থাকে । চক্ষু, নাসিকা, কণ, ত্বকু ও জিহ্বা, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় । বাহ্য পদার্থের জ্ঞান সম্পাদক দর্শন, শ্রবণ ভ্রাণ, স্পর্শন ও আশ্বাদন এই পাঁচটি উহাদিগের ক্রিয়া । ঐ পাঁচ ইন্দ্রিয় রূপ রস প্রভৃতি আপনাদের বিষয় সমুদায় স্বয়ং অনুভব করিতে পারে না । আত্মাই উহাদিগের দ্বারা ঐ সকল অনুভব করে । ইন্দ্রিয় হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি ও বুদ্ধি হইতে আত্মাই প্রোষ্ঠ । মনুষ্য সৰ্ব্ব এখানে ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি বিষয় সকল অবগত হইয়া থাকে । \* পরে মনোভূতি

দ্বারা ঐ সমুদায় সমাক্ষ বিচার করিয়া বুদ্ধি দ্বারা ঐ সমুদায়ের নিশ্চয় করিয়া থাকে । পাঁচ ইন্দ্রিয়, চিত্ত, মন ও বুদ্ধি, এই আটটি জ্ঞানেঞ্জির ; এবং হস্ত, পদ, পাশু উপস্থ ও মুখ, এই পাঁচটি কর্মেঞ্জির ; বাক্যপ্রয়োগ ও অভাবহারার্থ মুখ, গমনের নিমিত্ত চরণ, কার্যের অনুষ্ঠানার্থ হস্ত, পুণ্য পরিভাগার্থ পাশু, এবং য়েতোনিঃসারণার্থ উপস্থ নির্দিষ্ট হইরাছে । এই পাঁচ কর্মেঞ্জির ভিন্ন আর এক কর্মেঞ্জির আছে । তাহার নাম প্রাণ । উহাকে ষষ্ঠেঞ্জির বলিয়া নির্দেশ করা যায় । এই আমি তোমাব নিকট জ্ঞান ও কর্মেঞ্জিরের বিবয় বিস্তার পূর্বক কীর্তন করিলাম ।

ইন্দ্রিয় সকল শাস্তিপ্রযুক্ত নিজ নিজ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেই মনুষ্য নিদ্রাগত হয় । ইন্দ্রিয়গ্রামের বিশ্রাম সময়ে মন স্বকাংক্ষা নিরত থাকিয়া বিষয়সুখ অনুভব করিলে, লোকের স্বপ্ন দর্শন হইরা থাকে । মনোবৃত্তি তিন প্রকার ; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক । তন্মধ্যে সাত্ত্বিকই বিশেষরূপ প্রশংসনীয় । ঐ বৃত্তিভ্রমের প্রভাবে লোকে জাগ্রদবস্থাতে যাহা যাহা বাসনা করে, নিদ্রাভাবস্থায় স্বপ্নে সেই সমস্তই অনুভব করে । সাত্ত্বিক পুরুষের অন্তরে জাগ্রদবস্থাতে সুখ, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই চারিটী বস্তু বিরাজমান থাকে । তন্নিবন্ধন তাহারা স্বপ্নযোগেও ঐ সকল অনুভব করেন । সাত্ত্বিক পুরুষের নায়র রাজস ও তামস পুরুষের অন্তরে জাগ্রদবস্থায় তাহাদিগের মনোবৃত্তির অমুরূপ যে যে ভাব সমুদিত হয়, তাহারা স্বপ্নযোগেও সেই সমস্ত অনুভব করে । কলতঃ জাগ্রদশায় সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবভ্রমের মধ্যে যে ভাব সমুদিত হয়, তাহা স্বপ্নে, এবং স্বপ্নে যাহার অনুভব হয়, তাহা জাগ্রদবস্থাতেও অনুভূত হইরা থাকে । মনুষ্যের শরীরে পাঁচ কর্মেঞ্জির ও পাঁচ জ্ঞানেঞ্জির এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও প্রাণ এবং সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবভ্রম, এই সপ্তদশ গুণ বিদ্যমান আছে । জীবাত্মা উহাদিগের অষ্টাদশ । তিনি নিত্য ও অবিনশ্বর । যে সপ্তদশ গুণ মনুষ্যের দেহে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, জীবাত্মা অদৃশ্য হইলে সেই সমস্ত আর শরীরে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না । এই অষ্টাদশ গুণ, শরীর ও জঠরানল, এই ত্রিশক্তি পদার্থের একত্রে অবস্থান কেহই পাকভৌতিক সংঘাত বলিয়া নির্দেশ করা যায় । জীব প্রাণবায়ুর সহিত সমঞ্জস হইরা এই দেহকে রক্ষা করিতেছেন ; আবার তিনিই এই শরীর নাপের কারণ । জীব পাকভৌতিক দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণের অঙ্গ হইলেই শরীরত্যাগ করিয়া থাকেন, এবং তৎপরে ঐ শরীরে সঞ্চিত পুণ্যপাপ প্রভাবে পুনর্জন্ম অন্য দেহে অবস্থিত হন । লোকে

প্রকার জীর্ণ গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক নতুন নতুন গৃহে গমন করে, সেইরূপ জীব কৰ্ম্মকল সমুৎপন্ন এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহ পরিগ্রহ করেন । যে মহাত্মারা এই বিষয় বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে বহুবিরোগনিবন্ধন কিছুমাত্র অহুতাপ করিতে হয় না । বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণই তদ্বিষয়ে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া থাকেন । ফলতঃ এই জীবলোককে কেহই কষ্টহার সম্বন্ধী নহে । একমাত্র জীবই লোককে সুখ দুঃখ প্রদান করিয়া নিরন্তর তাহার শরীর মধ্যে অবস্থান করেন । জীবের মৃত্যু নাই । উনি সময়ানুসারে পার্শ্বভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্বক মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন । কৰ্ম্ম ক্ষয় হইলেই উহার পুণ্যাপাময় দেহ হইতে মুক্তি ও ব্রহ্মত্ব লাভ হয় । পুণ্যাপামের ক্ষয়প্রযুক্ত সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা অতি আবশ্যিক । পুণ্যাপাম ক্ষয় হইলেই জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করেন ।

— . . . —

যট্শস্ত্যাদিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৭৬ ।

যুপিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! যখন আমরা ধনাভিলাষী হইয়া পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি ও অজ্ঞদগণকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়াছি, তখন আমাদের তুলা ক্রুর ও পাপাত্মা আর কে জ্ঞাচ্ছে ? আমরা কেবল বিষয় বাসনা প্রভাবেই এই প্রকার ঘোরতর পীণাচরণ করিয়াছি ; এক্ষণে যাহাতে আমাদের সেই তৃষ্ণা তিরোহিত হয়, আপনি তাহার উপায় কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ ! এই উপলক্ষে জনকরাজ মাণ্ডব্যের নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, আমি সেই পূর্বকথা কহিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বের বিদেহাধিপতি জনক তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাণ্ডব্যকে কহিয়াছিলেন, মহাত্মন ! আমার কোন বস্তুতেই অধিকার নাই । তথাপি আমি পরম সুখে কাল যাপন করিতেছি । বিদেহনগরী দক্ষ হইলেও আমার কিছুমাত্র দক্ষ হয় না । বিবেকসম্পন্ন মহাত্মারা ব্রহ্মলোককেও নিতান্ত দুঃখের কারণ বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন ; কিন্তু মৃত ব্যক্তিগণ অল্পমাত্র বিষয়েই নিরন্তর বিমুগ্ধ হয় । কি ঐহিক সুখ ও কি অর্গীয় সুখ কিছুই তৃষ্ণাক্ষয়জনিত বিস্তৃত সুখের ঘোড় শাংশের একাংশেরও তুল্য হইতে পারে না । যে রূপ বলীবর্দের বুদ্ধির সহিত তাহার শৃঙ্গ পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ ঐশ্বর্যের যত বৃদ্ধি হয়, বিষয়বাসনা ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে । লোকের অতি অল্পমাত্র পদার্থের প্রাপ্তি মমতা

জন্মিলেও সেই পদার্থের নাশনিবন্ধন তাহাকে নিশ্চয়ই অনুতাপিত হইতে হয় ; কামাসক্ত হওয়া কাহারও কর্তব্য নহে । কামাসক্ত হইলে নিশ্চয়ই ক্রেশ ভোগ করিতে হয় । অতএব অর্থ লাভ করিয়া বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক ধর্মবিষয়ে ব্যয় করা মনুষ্যের সর্বতোভাবে কর্তব্য । জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই সকল প্রাণীকে আপনায় সদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং বিপুলচিত্ত ও কৃতকার্য হইয়া সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন । মনুষ্য সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, প্রিয়, অপ্রিয় এবং ভয় ও অভয় পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রশান্তচিত্ত ও নিয়াময় হইতে সমর্থ হয় । দুর্দ্বিতি মূঢ় ব্যক্তিরা যাহাকে পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করে, দেহ জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ না হয় এবং মহাত্মারা যাহাকে প্রাণনাশক রোগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেই বিষয় তুম্বাকে পরিত্যাগ করিলেই পরম সুখ লাভ করিতে পারা যায় । ধর্মশীল মহাত্মারা বিভূক্ত সদাচারসম্পন্ন হইয়া ইহ-লোক ও পরলোকে অসাধারণ সুখানুভব ও কীর্তিলাভ করেন ।

মহর্ষি যাঁওবা বিদেহাধিপতির এই কথা শ্রবণে সান্তিশয় প্রীতলাভ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক মোক্ষপথ অবলম্বন করিলেন ।

### সপ্তসপ্তত্যাধিক দ্বিংশততম অধ্যায় । ২৭৭ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! এই সর্বলোকভরাবহ কাল ক্রমশঃ অতিবাহিত হইতেছে ; অতএব এক্ষণে কর্তব্য কি, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! আমি এই উপলক্ষে পিতাপুত্র সংবাদ নামে এক পূর্বতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । স্বাধ্যায়সম্পন্ন কোন এক ব্রাহ্মণের মেধাবী নামে এক অতিশয় মেধাবী পুত্র ছিলেন । একদা মোক্ষধর্ম কুশল মেধাবী স্বাধ্যায়সম্পন্ন স্বীয় পিতাকে মোক্ষলাভে অক্ষম বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, তাত ! মনুষ্যজন্মের জীবিতকাল অতি সত্তরে অতিবাহিত হইতেছে । পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ইহা পবিত্র জ্ঞাত হইয়া কি রূপ অনুষ্ঠান করিবেন, আপনি তাহা প্রকৃতরূপে আমু-পূর্বক কীর্তন করুন । আমি তদনুসারে ধর্মোচরণ করিব ।

পিতা কহিলেন, বৎস ! মনুষ্যজন্ম প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অবস্থান পূর্বক বেদাধ্যয়ন, পিতৃলোকের পরিত্রাণার্থ অপত্যোৎপাদন ও তৎপরে বহিঃসংস্থাপ্যে পূর্বক যথাবিধি বজ্রের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে অরণ্যে গমন ও মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিবেন ।

পুত্র কহিলেন, পিতঃ ! যখন লোকে সকল বিনষ্ট ও সর্বতোভাবে সমাক্রান্ত হইতেছে এবং অবিনাশিনী প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিতেছে, তখন আপনি কিপ্রকারে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া নিশ্চিন্তের ন্যায় বাক্য বিন্যাস করিতেছেন ?

পিতা কহিলেন, বৎস ! কে মনুষ্যদিগকে বিনষ্ট এবং কেহি বা উদ্ধারিগকে আক্রমণ করিতেছে ? যে অবিনাশিনী নিরন্তর গমনাগমন করিতেছে, সেই বা কে ?

পুত্র কহিলেন, পিতঃ ! মৃত্যু মনুষ্যাগণকে সংহার এবং অরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে আর দিব্যরাত্রি অবিনাশিনী, উহা নিরন্তরই গমনাগমন করিতেছে। আপনি কি নিমিত্ত উহা অমুখাবন করিতেছেন না। যখন আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে, মৃত্যু কখন কাহাকে পরিত্যাগ করেনা, তখন কি নিমিত্ত অজ্ঞানাক্ত হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিব। দিন দিন যখন মনুষ্যাগণের আরু অরু হইতেছে, তখন অল্পসলিলস্থিত মৎস্যের ন্যায় কাহারও স্নেহের আশা নাই। লোকে যেকণ অরণ্যমধ্যে একতানমনে পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইয়া পুষ্পচয়ন সমাপ্ত না হইতে হইতেই হিংস্রজন্তু কর্তৃক সমাক্রান্ত হয়, তদ্রূপ মনুষ্য অনন্যমনে বিধরভোগ করিতে করিতে উহাতে পরিতুষ্ট না হইতে হইতেই মৃত্যু কর্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া থাকে। যে কার্য্য পরদিন সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা অদ্যই সম্পন্ন করা কর্তব্য। এবং যাঁহা অপরাহ্নে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা পূর্বাহ্নে সম্পন্ন করাই বিধেয়। কারণ, কার্য্য সম্পন্ন হউক বা না হউক, মৃত্যু কখনই তাহার প্রতীক্ষা করে না। যেহেতু কোন্ সময়ে মৃত্যু হইবে, তাহা কেহই অবগত নহে। কার্য্য পরিসমাপ্ত না হইলেও মৃত্যু মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে; অতএব যাঁহা কর্তব্য, তাহা অদ্যই সম্পাদন করা বিধেয়। বুদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যাবনাবস্থাতেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্তব্য। ধর্ম্মানুষ্ঠানী হইলে উভয় লোকেই শান্ততা প্রীতি লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্যাগণ নিত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াই পুত্র দারাদির নিমিত্ত সান্ত্বনয় যত্ববান হয় এবং অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করে। কিন্তু নদী যেক্রপ আপনার বেগে প্রভাবে প্রস্থাপ্ত ব্যাক্রমে প্রবাহিত করে এবং বৃকী যে প্রকার মেঘকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, মৃত্যু সেই প্রকার বিষয়াসক্ত পুত্রদারাদিসম্পন্ন মনুষ্যদিগকে তাহার বন্ধুগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে। মনুষ্য “এই কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে, এই কার্য্য করিতে হইবে এবং এই কার্য্যের কিয়দংশ সম্পন্ন হইয়াছে” এই প্রকার

চিন্তা করিতে করিতেই মৃত্যু কর্তৃক সমাক্রান্ত হয়। কাল কি অপ্রাপ্তফল, কি ক্ষেত্র অাপণ ও গৃহকর্মে অমুদ্রুত, কি দুর্দল, কি বলবান, কি প্রাজ্ঞ, কি শুর, কি মূর্থ, কি পণ্ডিত, কাহাকেও পরিত্যাগ করে না। মনুষ্যগণ যখন সর্বস্বই মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং নানাবিধ কারণসমূহ হৃৎকেন্দ্রে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছে, তখন আপনি কি প্রকারে নিশ্চিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন? মনুষ্য অমুগ্রহণ করিলেই জরা ও মৃত্যু তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ফলতঃ স্থাবরজঙ্গমায়ক সমস্ত পদার্থই ঐ উভয়ের বশীভূত। মৃত্যুসৈন্য সমাগত হইলে একমাত্র সত্যবল ব্যতিরেকে আর কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পার না। সত্য অমৃতের আশ্রয়, আর জনপদমধ্যে অবস্থান করিবার বাসনাই মৃত্যুর আবাসস্থরূপ। এই প্রকার স্রুতি আছে যে, অরণ্যই দেবগণের আবাসস্থান এবং নগর-মধ্যে অবস্থান করিবার বাসনাই বন্ধনীরজ্জ্বরূপ। পুণ্যাশীল ব্যক্তিগণ অনার্য্যসে ঐ বন্ধনীরজ্জুচ্ছেদন করিয়া দেবসেবিত অরণ্য আশ্রয় করেন। কিন্তু পাণ্ডাচার্য্য কোনক্রমেই উহা চ্ছেদন করিতে পারেন না। যিনি কায়মনোবাক্যে জীবগণের অনিষ্টাচরণ না করেন, যিনি কাহারও জীবিকা অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত না হন, তাহাকে কখনই কোন প্রাণী হইতে উদ্বেজিত হইতে হয় না। সত্যব্রতপরায়ণ শমদমাদি গুণ-সম্পন্ন হইয়া কেবল সত্যপ্রভাবে মৃত্যুকে পরাজয় করা অবশ্য কর্তব্য। এই আশ্চর্য্য দেহমধ্যে মৃত্যু ও অমৃত, উভয়ই অবস্থিতি করিতেছে। মোহাক্ষ হইলেই মৃত্যু এবং সত্যপথাবলম্বী হইলেই অমৃত লাভ হয়। অতএব আমি হিংসা ও ক্রোধ পরিবর্জিত হইয়া একমাত্র সুখকর সত্যকে আশ্রয় করত অমরের ন্যায় মৃত্যুকে উপহাস করিব এবং দিবাক-রের উত্তরায়ণ সময়ে শান্তিপথাবলম্বন, বেদাধ্যয়ন এবং কৰ্ম্ম, মন ও বাক্যের সংঘমে প্রবৃত্ত হইব। অতি হিংস্র পশুযজ্ঞ অথবা পিশাচের ন্যায় বিনাশকর ক্ষত্রিয়যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া মাদৃশ ব্যক্তির কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। আমি আপনাই হইতেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি; আমার সন্তান নাই। এক্ষণে আমি অপত্যোৎপাদনবাসনাই পরিহার পূর্বক আশ্রয়িত হইয়া পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে আশ্রয় প্রদান করিব। আমার পুত্র হইতে কখনই পরিভ্রাণের সম্ভাবনা নাই। যাহার বাক্য ও মন সত্যত সংযত থাকে এবং তপস্যা, দান ও যজ্ঞই যাহার সনাতন ধর্ম্ম, তিনি অনার্য্যসে ঐ সমস্ত সংকর্ষ প্রভাবে সমুদার প্রেরোলাভ করিতে পারেন। বিদ্যার সঙ্গ চক্ষু, ফলভোগের সঙ্গ শ্রুতি এবং বিশ্ববাসনার সঙ্গ হৃৎ

আর কিছুই নাই । একাগ্রতা, সৰ্ব্বভূতে সমভাবে, সত্য, স্বার্থে অবস্থান, দণ্ড পরিত্যাগ, সরলতা ও কার্যে বিরতি, এই সমস্ত ব্রাহ্মণের পরম ধন । হে পিতঃ ! নিশ্চয়ই যখন আপনাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে, তখন কি নিমিত্ত বজ্রবাক্য ও পুত্র দারাদির নিমিত্ত বৃথা অভিলাষী হইতেছেন ? এক্ষণে এই দেহমন্দিরপ্রতিষ্ঠা আত্মাকে অল্পমান করুন । আপনার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পূৰ্ব্বপুরুষগণ কোথায় গমন করিয়াছেন ?

হে ধৰ্ম্মরাজ ! জ্ঞানবান্ পুত্রের এই বাক্য শ্রবণে তাঁহার পিতা তাঁহার বাক্যে আত্মা প্রদর্শন পূৰ্ব্বক সত্যধৰ্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, এক্ষণে ভূমিত্ত সেইরূপ সত্যধৰ্ম্ম অবলম্বন করিয়া পরম সুখে জীবন যাপন করিতে থাক ।

### অষ্টমপুত্রাদিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৭৮ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ !' লোকে কি প্রকার চরিত্র, আচার জ্ঞান ও আশ্রয় সম্পন্ন হইলে নিৰ্ব্বিশেষে ব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ হয়, তাহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ ! যে মনুষ্য মোক্ষধৰ্ম্মের অনুশীলনে, যজ্ঞ-বান্, অন্নাহারী ও জিহেস্ত্রিয় হইতে পারেন, তিনিই নিৰ্ব্বিশেষে ব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ হন । অতএব লাভালাভে সমজ্ঞান ও উপস্থিত বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া গৃহস্থাপ্রম পরিচ্যাগ করত সন্ন্যাস ধৰ্ম্ম অবলম্বন করাই কর্তব্য । প্রত্যেকে বা পরক্ষেই হউক, বাক্য, মন ও ইঞ্জিত দ্বারাও কোন ব্যক্তির নিন্দা করা কর্তব্য নহে । হিংসা পরিহার পূৰ্ব্বক সকলের সহিত মিত্রতা করা কর্তব্য । এই অনিত্য দেহ ধারণ পূৰ্ব্বক কাহারও সহিত শত্রুতা করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে । কেহ নিন্দা করিলে তাহা সহ্য করা কর্তব্য । অন্য অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা নিতান্ত নিন্দনীয় । কেহ নিন্দাদি দ্বারা ক্রোধোদ্দীপন করিতে যজ্ঞবান্ হইলে, তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য এবং প্রহার করিলে তাহার প্রতি হিতবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য । কোন ব্যক্তির প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া দণ্ডীর্দিগের নিতান্ত অকর্তব্য । যদিও তাহার অনেক গৃহ পরিভ্রমণ করিয়া ভিক্ষালাভ করিতে না পারেন, তথাপি পূৰ্ব্বে নিমন্ত্রিত হইয়া কোন গৃহস্থের ভবনে গমন করা কর্তব্য নহে । মৃত ব্যক্তি কর্তৃক অবমানিত হইয়াও তাহার প্রতি অশ্রিয়



বাক্য প্রবেশ করিবেন না । সর্ষদা স্বধর্ম্মানুরক্ত, দয়ালু, প্রতাপকার-  
 পরাভূত, নির্ভয় ও নিরঙ্কর হইয়া কালযাপন করিবেন । যখন গৃহস্থগণের  
 ভবন ধুমশূন্য ও অঙ্গারপরিবর্জিত হইবে, যখন তাহার মধ্যে মূলধ্বনি  
 শ্রবণগোচর হইবে না, এবং যখন গৃহস্থগণ ভোজনান্তে ভোজনপাত্র সকল  
 পরিভাগ করিবেন, সেই সময়েই ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের ভবনে  
 উপস্থিত হওয়া সন্ন্যাসিগণের কর্তব্য । কেহ অধিক পরিমাণে ভিক্ষা দ্রব্য  
 প্রদান করিলে, উহা হইতে কেবল জীবনধারণোপযোগী খাদ্য গ্রহণ করা  
 তাঁহাদিগের কর্তব্য । বস্ত্রাদি সঞ্চয়ের কথা দূরে থাকুক, খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ  
 করিতে চেষ্টা করিবেন না । প্রাপ্ত হইলে চুষ্ট ও প্রাপ্ত না হইলে অসংযত  
 হওয়া তাঁহাদিগের কোনক্রমেই কর্তব্য নহে । সাধারণোপভোগ্য মাংস  
 মল্লাদি লাভেব বাসনা করা তাঁহাদিগের নিত্যই বিপদ । তাঁহারা  
 কখনই নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিবেন না । অন্নের দোষগুণ কীর্ত্তন  
 করা তাঁহাদিগের কর্তব্য নহে । তাঁহারা নির্জল স্থানে শয়ন ও উপবেশন  
 করিবেন । শূন্যগার, বৃক্ষমূল, অরণ্য, গিরিশৃঙ্গ বা অন্য প্রকার জনশূন্য  
 প্রদেশে বাস করাই তাঁহাদিগের বিপদ । তাঁহারা তিরস্কার ও পুৎসংসারে  
 সমজ্ঞান সম্পন্ন ও নিশ্চল হইবেন । কর্ম্মনিষ্ঠান পুরুষ পাশ্পলা উপাঙ্গন  
 করা তাঁহাদিগের কর্তব্য নহে । তাঁহারা বৈরাগ্য অবলম্বন পুরুষ নিত্য-  
 তপ্ত, পরম পরিতুষ্ট, প্রশম্বদন, প্রফুল্লিম্ব, ভয়বিহীন, জপপারায়ণ ও  
 যৌনাবলম্বী হইয়া অবস্থান করিবেন । জীবগণের ভয় মূঢ়া বারংবার  
 কইতেছে, এবং সকলেরই শরীর ও উল্লিঙ্গ সকল বিনষ্ট, উহা সবিশেষ  
 অনুধাবন করিয়া সর্ষ বিসয়ে নিষ্কণ্টক, সর্ষভূতে সমদর্শী, আত্মবাহু, প্রশান্ত-  
 চিত্ত, অন্নাহারানুরক্ত ও জিতেজিগ হইয়া অন্নাদি বা কলমলাদি দ্বারা জীবিকা  
 নির্বাহ করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য । বাক্য, মন, ক্রোধ, উদ্ভয় ও উপাশ্রয়  
 বেগ ধারণ করা তাঁহাদিগের কর্তব্য এবং তাঁহাদিগকে কেহ নিন্দা করিলে  
 তাহাতে তাঁহারা ব্যথিত হইবেন না । নিন্দা ও প্রশংসাতে, সমজ্ঞান  
 সম্পন্ন হইয়া মধ্যস্থের ন্যায় অবস্থান করাই সন্ন্যাস আশ্রমের সনাতন  
 ধর্ম্ম । সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মারা দনশূন্য সম্পন্ন, সহায়শূন্য, গৃহপরিবর্জিত,  
 প্রশান্তচিত্ত ও লাভধান হইয়া অবস্থান করেন । ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত  
 একবারের অধিক কোন স্থানে গমন করিবেন না । বানপ্রস্থাপ্রমী বা  
 গৃহস্থের ভবনে অবস্থান করা তাঁহাদিগের নিত্যই অকর্তব্য । বদৃচ্ছাবাক্ত  
 অনিচ্ছিত দ্রব্যভোজন করা ও আনন্দে একান্ত অধিভূত না হওয়াই  
 তাঁহাদিগের কর্তব্য । মহামতি হারীত সন্ন্যাস ধর্ম্মকেই যোক্ষসাত্তের

প্রধান সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণই এই ধর্ম অবলম্বন পূর্বক মোক্ষলাভে সমর্থ হন । কিন্তু জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণ এই ধর্ম পালন করিতে যত্নবান হইলে তাহাদিগের পরিশ্রমমাত্র দায় হয়, সন্দেহ নাই । ফলতঃ যে মনুষ্য সকল, ভীষণগণকে অভয় দান করিয়া গৃহশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, তিনিই পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারেন ।

### একোনাশীতাদিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৭৯ ।

সুদৃষ্টি কহিলেন, পিতামহ ! মনুদায় মনুস্বামী আমাদিগকে ধন্য বলিয়া নির্দেশ করে ; কিন্তু বস্তুর এই ভীষণলোকে আমাদিগের অপেক্ষা অসুখী আর কেহই নাই । দেখুন, আমরা সকলের পূজনীয় ধর্মাদি দেবগণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াও সাত্বিক ক্রম ভোগ করিতেছি ; অতএব এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, দেহ ধারণ করাষ্ট দুঃখের কারণ । হায় ! আমরা কত দিনে ত্রঃপন্যাক সন্ন্যাস ধর্মের অনুষ্ঠান করিব । মহর্ষিগণ পাঁচ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কন্ডেন্দ্রিয়, যুক্তিবিরোধী কামক্রোধাদি, শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থ ও মনাদি গুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া সংসারপাপ হইতে বিমুক্ত হন । তাহাদিগকে পূর্বকার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না । হায় ! আমরা কত দিনে রাক্ষস পরিত্যাগ পূর্বক মহর্ষিগণের ন্যায় সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিব ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! দুঃখের অবশ্যই অন্ত আছে । কোন পদার্থই সীমাপরিশূন্য নাই । মুক্তিই পুনর্জন্মের অন্ত । বস্তুর সর্বত্র বিদ্যমানই এক একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে । ঐশ্বর্য সংসারানুরাগের কারণ বলিয়া বস্তুর দ্বন্দ্বীয় বটে ; কিন্তু উগা দ্বারা তোমাদিগের কোন অপকার হইবে না । তোমরা ধর্মপরায়ণ, স্তব্রাং শমন্যাদির অভ্যাগ দ্বারা কিরূপ কালের মধ্যেই মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইবে । মনুষ্য পাপ পুণ্যের নিয়ন্তা নহে ; পরন্তু পুণ্যপাপসমুৎপাদ অজ্ঞানতানিবন্ধন তাহাকে অভিভূত হইতে হয় । সমীরণ যেকপ বহৎ, পীত ও লোহিতবর্ণ ধূলিপটলে মণ্ডিত হইয়া নানা প্রকার ক্রপদারণ করে, সেই প্রকার ভীষণ ধর্মফলসম্পন্ন ও অজ্ঞানতা দ্বারা অভিভূত হইয়া স্বয়ং বর্ণশূন্য হইয়াও গৌরবাদি দেহধর্ম অবলম্বন পূর্বক প্রতিদেহে সর্গরণ করিতেছেন । মনুষ্য জ্ঞানবান অজ্ঞান-

সমুৎপন্ন অন্ধকার নিরাকরণ করিতে পারিলেই নিত্য ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয় । দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ হইলেও প্রতিনিয়ত জীবমুক্ত মহাত্মাদিগের উপাসনা করা কর্তব্য । পরে ব্রহ্মকে লাভ করা নিতান্ত যত্নসাধ্য ; মহর্ষি-গণ ভ্রমিবন্ধন ব্রহ্মোপাসনা হইতে কদাচ বিরত হন না । এই স্থলে শত্রু-বিনির্জিত রাজ্যপরিভ্রষ্ট অগস্ত্যর দানবপতি বৃত্ত বিপক্ষমধ্যে একমাত্র বুদ্ধি অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিয়া যাহা কহিয়া ছিলেন, তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ।

পূর্বে দানবগুরু উশনা বৃত্তাস্ত্রকে ঐশ্বর্যচ্যুত অবলোকন করিয়া কহিয়াছিলেন, দানবরাজ ! তুমি বিপক্ষ কর্তৃক পরাজিত হইয়া কি হুঃখিত হও না ? তখন বৃত্ত কহিলেন, ভার্গব ! আমি তপস্যা ও বেদবাক্য-প্রভাবে জীবগণের সংসার ও মুক্তির বিষয় নিঃসংশয়রূপে অবগত হইয়াছি ; স্তত্র্যং কখনই আমাকে শোকাকুল বা ভূহর্ষে অভিভূত হইতে হয় না । কতকগুলি জীব কালপ্রেরিত হইয়া নরকে নিপতিত হইয়া থাকে, আর কতকগুলি সুরলোকে গমন পূর্বক প্রফুল্ল মনে কাল যাপন করে । প্রাণি-গণ স্বর্গে ও নরকে নির্দিষ্ট কাল নিঃশেষিতপ্রায় করিয়া অবশিষ্ট পুণ্যপাপ-প্রভাবে বারংবার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে । তাহাদিগকে সহস্র সহস্র বার তিথ্যক্যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ ও নরকে অবস্থান করিতে হয় । আমি প্রাণিগণের বিষয় এইরূপ পরিজ্ঞাত হইয়াছি । শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, বাহ্যর যেরূপ কার্য্য, তাহার সেইরূপ গতি হয় । মনুষ্য কর্ম্মানুসারেই তিথ্যক্, মনুষ্য ও দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং কর্ম্মানুসারেই বারংবার শোক যন্ত্রণা ভোগ করে । মৃত্যুর পর তাহাকে পূর্বোক্ত কর্ম্মানুসারেই সুখ, দুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় প্রাপ্ত হইতে হয় । পরলোকে সমুদায় প্রাণীই কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া পুনরায় অবনীমণ্ডলে আগমন করে ।

ভগবান্ ভার্গব বৃত্তাস্ত্রের মুখে এই প্রকাশ সজ্জনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্তুতিস্থিতির একমাত্র আশ্রয় পরমাত্মার প্রতি ভক্তিপরায়ণ অবগত হইয়া কহিলেন, দানবরাজ ! তুমি কি নিমিত্ত অসুরবিরোধী বাক্য প্রয়োগ করিতেছ ? বৃত্ত কহিলেন, ভগবন্ ! পূর্বে আমি জিগীষাপন্ন-বশ হইয়া অতি কঠোর তপোযুষ্ঠান করিয়াছিলাম । ইহা আপনি ও অন্যান্য লোক সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন । আমি জীবগণের পুষ্পোদ্যান ও অন্যান্য ভোগ্য বস্তু অধিকার করিয়া স্বীয় তেজোবলে ত্রিলোককে অতি-ক্রম ও অভ্যাদয়-লাভ করিয়াছিলাম ; আমি প্রভামণ্ডলে পরিবাশ্ত হইয়া

নির্ভয়ে অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতাম । তৎকালে আমাকে কেহই পরাজয় করিতে পারে নাই । আমি তপঃপ্রভাবে এই প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । আবার আপনাত্মক কৰ্ম্ম দোষেই তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি । এক্ষণে আমি কেবল স্বীয় পৈর্য্য প্রভাবে তদ্বিষয়ে আর শোক প্রকাশ করিতেছি না । পূর্বে আমি মহামতি কুরুদেবের সহিত সংগ্রামার্থী হইয়া সৰ্ব্বলোকপিতামহ বৈকুণ্ঠনাথ সনাতন বিষ্ণুকে সন্দর্শন করিয়াছিলাম । এক্ষণে আমার নিশ্চয়ই বোধ চইতেছে যে, সেই বিষ্ণুর দর্শনস্বরূপ তপস্যাজনিত শুভাঙ্গুষ্টের ফল ভোগ অবশিষ্ট আছে । আমি সেই শুভাঙ্গুষ্ট-প্রভাবে আপনাকে কৰ্ম্মফলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন । ব্রহ্মরূপ মহৎ ঐশ্বর্য্য কোন্ বর্ণে অবস্থান করে এবং লোকে কি প্রকারেই বা ঐশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয় ? কাহা হইতে জীবগণ সন্মুৎপন্ন হইয়া জীবন ধারণ করে ? জীব কোন্ ফলপ্রভাবে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে । আর যে ফল দ্বারা ব্রহ্ম লাভ হয়, সেই ফলই বা কোন্ কৰ্ম্ম বা জ্ঞান দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় ? আপনি তাহা সবিস্তরে কীৰ্ত্তন করুন । হে ধর্ম্মরাজ ! অনন্তর দানবাধিপতি বৃত্র ঐ কথা কহিলে, মহাতপা ভার্গব যাহা কহিয়াছিলেন, তুমি অমুজদিগের সহিত অনন্যমনে তাহা শ্রবণ কর ।

### অশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৮০ ।

তখন ভার্গব কহিলেন, দানবরাজ ! এই অবনীমণ্ডল যাঁহার অধঃগগনমণ্ডল যাঁহার মধ্য এবং মোক্ষধাম যাঁহার মস্তক, আমি সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া তোমার নিকট তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

দানবরাজ বৃত্র ও মহামতি ভার্গব উভয়ে এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ধর্ম্মপরায়ণ সনৎকুমার তাঁহাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । দানবাধিপতি বৃত্র ও মহাপতি ভার্গব তাঁহাকে সন্দর্শন করিবামাত্র বিধি পূর্ব্বক অচ্চর্না করিয়া মহামূল্য আসন প্রদান করিলেন । মহামতি সনৎকুমার সেই আসনে উপবেশন করিলে, শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্ম ! আপনি দানবাধিপতির নিকট বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন

করুন। তখন মহামতি সনৎকুমার ব্রতাসুরকে সংশোধন পূর্বক কহিলেন, দানবরাজ ! আমি তোমার নিকট বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই বিশ্বসংসার সেই বিষ্ণুতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই পরম পুরুষ কালসহকারে এই চরাচর ভূত সমুদায়ের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ভূত তাঁহা হইতেই সমুৎপন্ন ও তাঁহাতেই বিলীন হয়। শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা বা যজ্ঞদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না; কেবল ইন্দ্রিয়সংযমপ্রভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি দৃঢ়তর অধাবসায়সহকারে নিকাম বজ্র ও শমদমাদি কাণ্ড দ্বারা চিত্তসংশোধন করিতে পারেন, তিনিই পরলোকে মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হন। কাকন প্রভৃতি ধাতু যেরূপ স্বর্ণকার কর্তৃক বারংবার ছতাসনে প্রদত্ত হইয়া পরিশুদ্ধ হয়, সেইরূপ মনুষ্যাগণ পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। উদ্ভাদিগের মধ্যে কেহ কেহ একবারমাত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই পরম যজ্ঞসহকারে কেবল বজ্র ও শমদমাদি কাণ্ডপ্রভাবে শুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়। স্বীয় শরীরস্থিত সলমাজ্জনের ন্যায় বহু পুরুষ দোষ সংশোধন করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য। যেরূপ তিলমর্ষপাদিতে একবার অল্পদংখাক পুষ্প প্রদান করিলে, তাহার গন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিকাসিত হয় না, সেইরূপ এক জন্মে অল্পমাত্র সত্ত্বগুণ দ্বারা সমস্ত দোষ নিরাকৃত করিতে পারা যায় না। আর যেরূপ তিলমর্ষপাদিতে বারংবার প্রচুর পরিমাণে পুষ্প প্রদান করিলে, তাহার গন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়া যায়, সেইরূপ মনুষ্যাগণের বারংবার জন্ম পরিগ্রহ ও সত্ত্বগুণের আধিক্য দ্বারা ক্রীপজাদিহেজজনিত দোষ সমস্ত একবারে নিরাকৃত হয়।

হে দানবরাজ ! এক্ষণে কৰ্ম্মাসুরত ও কৰ্ম্মনিরত ব্যক্তিগণ যেরূপে কৰ্ম্মের অগ্ৰঠান এবং যেরূপে কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহা আত্মপূর্বক কীর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। জন্মমৃত্যুবিহীন ভগবান্ নারায়ণ এই চরাচর বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি সমুদায় ভূতমধ্যে দেহ ও জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন এবং একাদশ ইন্দ্রিয় স্বরূপ হইয়া এই জগৎ উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহার চরণযুগল পৃথিবী, সজ্জক স্বৰ্গ, ভূজচতুষ্টয় চারি দিক্, কর্ণ আকাশ, লোচন স্থা, মন চন্দ্র, বুদ্ধি জ্ঞান এবং রসনা সলিলরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। গ্রহ সকল তাঁহার জ্যোতির্বে ও ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে। নক্ষত্রগণ তাঁহার লোচন হইতে এবং মই, রজ ও তম এই তিন গুণও

তাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে । তিনি সমস্ত আশ্রম, জগাদি কৰ্ম ও  
মন্ন্যাস ধর্মের কলস্বরূপ । তাঁহার রোম সকল ছন্দ ও বাক্য প্রণব । তিনি  
সমুদায় আশ্রমের আশ্রয় । তাঁহার আগ্য সর্বস্থানেই অবস্থিত রহি-  
য়াছে । তিনিই ব্রহ্ম ; তিনি উৎকৃষ্ট ধর্ম, তপস্যা, গৎ ও অসৎ, কাৰ্ঘ্য,  
মদ্য, শাস্ত্র, যজ্ঞপাত্র, ষোড়শ ঋত্বিকৃষ্ণ রক্ত ; তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু,  
অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, যম ও কুবেররূপে অবস্থান করিতেছেন ।  
ঋত্বিকৃগণ তাঁতাকে ইন্দ্র মহেন্দ্রাদি রূপে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করিয়াও অদ্বি-  
তীয় বলিয়া অঙ্গীকার করেন । এই সমুদায় জগৎ সেই অদ্বিতীয় ভগ-  
বান্ নারায়ণেরই অধীনে অবস্থিতি করিতেছে । বেদে তাঁতাকেই এই  
বিবিধ ভূতগ্রামের এক মাত্র কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । প্রাণিগণ  
যখন জ্ঞানবলে সমুদায় সেই নারায়ণময় অবলোকন করে, তখনই তাহা-  
দিগের ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাব হয় ।

স্বাবর জীবগণ সহস্র কোটি কল্পকাল অবস্থান ও জন্ম জীবগণ তাবৎ-  
কাল সঞ্চরণ করিতেছে । এক যোজন বিস্তৃত পাঁচশত যোজন দীর্ঘ ও এক  
কোশ গভীর সহস্র সহস্র দীর্ঘ তার জল প্রতিদিন একবার মাত্র কেশাশ্র-  
ভাগ দ্বারা নিষ্ক্ষেপ করিলে, সেই সমুদায় সলিল যতদিনে পরিপূর্ণ হয়,  
ততদিনে সমুদায় প্রজার একবার সৃষ্টি ও একবার সংহার হইয়া থাকে ।  
জীবগণের বর্ণ ছয় প্রকার ; কৃষ্ণ ধূস্র, নীল, রক্ত, হরিদ্র ও শুক্ল । এই  
সমুদায় বর্ণ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ও সুখসম্পাদক । তমোগুণের প্রাধান্যে  
কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ স্বাবর যোনি, রজোগুণের প্রাধান্যে ধূস্রবর্ণ অর্থাৎ তিষ্ঠা-  
ক্যোনি, রজোগুণের প্রাধান্যে হরিদ্র বর্ণ অর্থাৎ মনুষ্যযোনি, রক্ত ও  
সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে নীলবর্ণ অর্থাৎ প্রাজাপত্য, সত্ত্বগুণ প্রাধান্যে হরিদ্র  
বর্ণ অর্থাৎ দেবত্ব এবং কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রভাবে শুক্লবর্ণ অর্থাৎ জীব-  
মুক্ত লাভ হইয়া থাকে । শুক্লবর্ণপ্রভাবেই জীব নিম্পাণ, বিগতশোক ও  
শ্রমশূন্য হইয়া, সিদ্ধিলাভ করে । কিন্তু উহা নিতান্ত চুল্লভ । কারণ,  
জীব সহস্র সহস্র বার জন্ম পরিগ্রহ পূর্বক শুদ্ধপ্রদ শাস্ত্র অবগত হইয়া  
পরিশেষে সেই শাস্ত্রনির্দিষ্ট আত্মাহুত্বাবল্লিকা গতি লাভ করে । গতি  
শুক্লাদি বর্ণের এবং বর্ণ সত্যাদি কালের প্রভাবেই হইয়া থাকে । শুক্ল  
ভিন্ন অন্যান্য বর্ণ সমুদায়ের গতি চতুর্দশ প্রকার । এই চতুর্দশ প্রকার  
গতির আবার অসংখ্য অবান্তর ভেদ আছে । গুণপ্রভাবেই জীবের উন্নত  
লোকে আরোহণ, অন্নস্থান ও তথা হইতে অবরোহণ হইয়া থাকে ।  
কৃষ্ণবর্ণের গতি নিকৃষ্ট । এই বর্ণপ্রভাবে জীব নরকে অবস্থান ও নন্দন

লক্ষ বৎসর নরকস্থলী ভোগ করিয়া পশ্চাৎ পুষ্পবর্ণ প্রাপ্ত হয়। সেই পুষ্প-  
বর্ণের প্রভাবে জীবকে শীতাতাপাতি সহ্য করিয়া কাল যাপন করিতে  
হয়। পরিশেষে পাপক্ষয় হইলে উহার চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া  
থাকে। তখন সেই জীব নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয়। যখন তাহার সন্তুষ্টির  
উদ্দেশ্য হয়, তখন সে কমোলবণবিমুক্ত ও লোহিতবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া মীর  
বৃদ্ধিলাভ শ্রেয়োলভ করিবার নিমিত্ত যত্নসহকারে মনুষ্যলোকে পর্যটন  
করে। তৎপরে সে এক বহু পুণ্যপাপশূঙ্কলে আবদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ হারিদ্র-  
বর্ণ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর শত কল্প দেবত্ব ভোগ করিয়া পুনর্বার মনুষ্যত্ব  
লাভ করে। পরে সেই মনুষ্যযোনি পরিত্যাগ পূর্বক পুং-কীর দেবত্ব  
প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য কল্প সুরলোকে অবস্থান করে। তদনন্তর ক্রমশঃ এগোন-  
বিংশতি সংখ্য গতি লাভ করিয়া পরিশেষে ভোগপ্রসূ কর্ম সকল হইতে  
বিমুক্ত হয়। মনুষ্যের ন্যায় সকল যোনিরই উত্তরোত্তর উন্নতি ও অধো-  
গতি হয়। জীব সর্বদা সুরলোকে বিহার করিয়া পশ্চাৎ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত  
হয় এবং অষ্ট কল্প সেই মনুষ্যকলেবরে সংকারণে অকুষ্ঠান পূর্বক পরি-  
শেষে মুক্তিলাভ করে। জীব যদি কালসহকারে দেবত্ব হইতে পরিত্রষ্ট  
হইয়া পুং-কীর পাপাচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে নিকৃষ্ট কৃষ্ণ-  
বর্ণ প্রাপ্ত হইতে হয়।

হে দানববাজ! এক্ষণে জীব যে প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে,  
তাহা সন্নিহরে বীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জীব সপ্তশত দৈবত্ব  
লোহিত, হারিদ্র ও শুক্লবর্ণ ভোগ করে। মহাত্মারা শুক্লবর্ণ প্রাপ্ত হইয়  
মনের অভিলষিত অসংখ্য লোকে গমন করিয়া থাকে। শুক্লবর্ণের গতি  
জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুশুপ্তি এই তিন হইতে ভিন্ন। জীব যোগৈশ্বর্যভোগে  
আসক্ত হইলে তাহাকে এক কল্প মহর্লোক প্রভৃতি চারি লোকে অবস্থান  
করিতে হয়। ঐ কল্প অতিবাহিত হইলেই তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে  
যিনি অনুরাগাদি দোষশূন্য হইয়াও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে না পারিয়  
যোগৈশ্বর্য হইতে পরিত্রষ্ট হন, তিনি একশত কল্প ভূঃপ্রভৃতি সপ্ত লোকে  
অবস্থান পূর্বক পরিশেষে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্বার মনুষ্য  
যোনি পরিগ্রহ করত মনুষ্য লাভ করেন। অনন্তর সেই মর্ত্যলোক হইতে  
প্রতিনিবৃত্ত হইয়াও পুং-কীর উত্তরোত্তর উন্নতন লোকে গমন পূর্বক  
সপ্ত লোক অতিক্রম করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায় লোক অতিক্রম করিয়া  
সময় লোক সকলের বারংবার জন্মমৃত্যু দর্শনে তাহার বৈরাগ্য উপস্থি-  
ত হয়। তৎকালে তিনি উন্নতন লোক সমস্তও অনিত্য বোধ করি

ঐ সকলে অনাহা প্রদর্শন পূর্বক জীবলোকেই অবস্থান করিয়া থাকেন। অনন্তর তাঁহার অক্ষয় অসীম লোক লাভ হয়। ঐ লোককে কেহ কেহ মহাদেবের, কেহ কেহ বিষ্ণুর, কেহ কেহ ব্রহ্মার, কেহ কেহ অনন্তের, কেহ কেহ নরের ও কেহ কেহ ব্রহ্মের বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। সাধু ব্যক্তি মুক্তিলাভসময়ে ইন্দ্রিয় সকল ও প্রকৃতি-প্রভৃতির সহিত হুল ও সূক্ষ্ম শরীর ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম লাভ করেন। প্রাণিগণ হুল লাভ করিয়া স্ব স্ব কর্মানুসারে স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে; পরিশেষে প্রাণ-সময়ে তাহাদিগকে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইতে হয়। ঐ সমুদায়ের মধ্যে যে মহাত্মারা দ্বিজ লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তাঁহারা প্রাণয়কালেও ঐ লোক লাভ করেন। ব্রহ্মবিৎ পাঁচ ইন্দ্রিয় সংকম পূর্বক বিস্তৃত চিত্তে সুপহঃখে দৃষ্ট বা বাপিত না হইয়া ইহলোকে যত কাল অবস্থান করিয়া থাকেন, তাঁহার দেহে ততকাল বেদবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা অবস্থান করে। ঐ মনসে তাঁহাকে জীবমুক্ত ও মর্ত্যময় বলিয়া নির্দেশ করা যায়। মনুষ্য প্রথমতঃ বিস্তৃত মনসারা অনুসন্ধান পূর্বক সেই বিস্তৃত চৈতন্য-রূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করে এবং পরিশেষে অনোৎকৃষ্টা-দৃগ্ভ মৌল্যরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। হে দামবেন্দ্র ! এই আমি তোমার নিকট বিধুর মাহাত্ম্য ও মোক্ষের বিষয় বর্ণন করিলাম।

দানবরাজ বৃত্র সনৎকুমারের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সন্দোদন পূর্বক কহিলেন, মহাত্মন ! আপনি যাহা যাহা কীর্তন করিলেন, সেই সমস্তই সপার্থ্য। এই বিশ্বসংহার অনিত্য বলিয়াই আমি বিস্ময় হইতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার বাক্য শ্রবণে আমি পাণশূনা ও শৌকমোহবিবজ্জিত হইলাম। ভগবান্ বিষ্ণুর এই অনন্ত কালচক্র মর্ত্য দ্বাই বিরাজিত রহিয়াছে এবং ঐ চক্রপ্রভাবেই সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইতেছে। তিনি পুরুষপ্রধান এবং জগৎসংসার তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে। দানবেন্দ্র বৃত্র এই কথা কহিয়া পরম ব্রহ্মে আত্মসংযোজন পূর্বক জীবন পরিত্যাগ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! পূর্বকালে মহর্ষি সনৎকুমার বৃত্রাসুরের নিকট যে নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছিলেন, এই কক্ষই কি সেই ভগবান্ নারায়ণ ?

ভীষ্ম কহিলেন, বর্ষরাজ ! সেই মর্ত্যপ্রাণ চৈতন্যরূপ পরম ব্রহ্ম নীম অসীম তেজোমূলে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই মাহাত্ম্য বাহুজ্ঞব, তাঁহারই অষ্টমাংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মস্বকাতুল



বিরাট পুরুষেরও নাশ হয়; কিন্তু কেবল ভগবান্ ঐ সময় সলিল-শয্যার শয়ন করিয়া থাকেন। জলরসময়ে লোক সমুদায় বিনষ্ট হইলে, এই অনাদিনিধন বিষ্ণু পুনর্বার এই জগতের সৃষ্টি করিয়া সমুদায় পরিপূর্ণ করেন। ফলতঃ এই বিচিত্র বিশ্ব ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমার বোধ হয়, দানবেন্দ্র বৃদ্ধ স্বয়ং আপনার সঙ্গতি সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করেন নাই; প্রত্যুত তিনি সততই সুখে কালযাপন করিতেন। যাহারা শুক্রবর্ণে অবস্থিত, শুদ্ধ বংশসম্ভূত ও সিদ্ধ, তাঁহারাি তির্থাঙ্কুযানি ও নরক হইতে বিমুক্ত হন। তাঁহাদিগকে আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা হারিজ ও লোহিতবর্ণে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকেও কখন কখন দুর্দৈববশতঃ তামসিক কার্যো অগস্ত হইয়া তির্থাঙ্কুযানি প্রাপ্ত হইতে হয়। যাহা হউক, আমরা নিতান্ত সুখদুঃখে আসক্ত হই-  
রাছি; সুতরাং আমরািগকে কৃষ্ণ বা সর্কীপেক্ষা অপকৃষ্ট এই উভয়ের অন্যত্র গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমরা সংশিতব্রত ও বিদুদ্ধ পাণ্ডববংশ-সম্ভূত। অতএব তোমরা অন্নলোকে গমন পূর্বক পুনরায় মর্ত্য ভূমিতে আগমন করিবে এবং তদনন্তর পুনর্বার অন্নলোকে গমন পূর্বক অধমভোগ করিয়া পরিশেষে সিদ্ধ পুরুষমধ্যে পরিগণিত হইবে। তোমরা ভীত হইও না; পরম সুখে কালযাপন কর।

### একাশীত্যাধিকদ্বিশততম অধ্যায় । ২৮১ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। অসীম তেজঃসম্পন্ন জ্ঞানবান্ বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ দানবেন্দ্র বৃদ্ধের কি অনির্কচনীয় ধার্মিকতা! তিনি অন্নর হইয়া কি প্রকারে মহাতেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণুর দুজ্জের মহিমা অবগত হইলেন। আপনি অন্নররাজ বৃদ্ধের বৃত্তান্ত কীর্তন করিলেন; আমিও প্রক্কাগহকারে উহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে পুনর্বার বৃদ্ধের উপাখ্যান সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। বেদান্ত তত্ত্বজ্ঞ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ পরম ধর্ম্মশীল বৃদ্ধ ইন্দ্র কর্তৃক যে প্রকারে পরাজিত হইলেন এবং বেক্রপে তাঁহাদিগের উভয়ের সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, আপনি সেই সমস্ত সবিস্তরে বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! পূর্বকালে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র অশুররাজ বৃত্রের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত দেবগণের সহিত রথাক্রুত হইয়া গমন পূর্বক দেখিলেন, পঞ্চশত লোকজন বিস্তৃত দানবাধিপতি বৃত্র অশুরসৈন্যের অগ্রদূত পূর্বতের ন্যায় শোভিত হইতেছেন । অুরগণ সেই স্থিলোকের দুর্জয় মহাবীরকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন । সহসা তাঁহার সেই ভীষণ রূপ দর্শনে ভয়ে দেবরাজের উরুস্তম্ভ হইতে লাগিল । অনন্তর রণস্থলে উভয় পক্ষের বাদিদ্রুনিম্বন ও সিংহনাদ হইতে আরম্ভ হইল । দানবরাজ বৃত্র দেবরাজ ইন্দ্রকে রণস্থলে অবস্থান করিতে দেখিয়া অণুমাত্র সংভ্রম ভয় বা মত্ত করিলেন না ।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও মহামতি অশুররাজের অতি ভয়াবহ যোঁর-তর যুদ্ধ উপস্থিত হইল । রণস্থল অসি, পিটুণ, শূল, শক্তি, তোমর, মুদগর, শিলা, শরাগুন এবং অনল, উক্স প্রভৃতি বিবিধ দিব্যাস্ত্রে সমা-কীর্ণ হইল । কমলদোনি ভগবান্ ব্রহ্মা এবং অসংখ্য দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, অঙ্গরা ও গন্ধর্বগণ দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক যুদ্ধসন্দর্শনার্থ গগনমার্গে সমুপস্থিত হইলেন । তখন ধর্মপরায়ণ দানবরাজ বৃত্র ইন্দ্রের চতুর্দিকে শিলাবর্ষণ পূর্বক গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন । তদর্শনে দেব-গণ সাতিশয় রোষপরায়ণ হইয়া শরকাল বর্ষণ পূর্বক অবিলম্বেই সেই প্রস্তরবৃষ্টি নিবারণ করিলেন । তখন মহাবলশালী মায়াবী অশুররাজ মায়্য যুদ্ধপ্রভাবে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন ।

পুরুন্দর এষ্ট প্রকারে বৃত্র কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া মোহাবিষ্ট হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ সামবেদোক্ত মন্ত্র পাঠ দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধিত করিয়া কহিলেন, দেবরাজ ! তুমি দেবাগ্রগণ্য, অশুরঘাতী ও অসাধারণ বল-শালী হইয়া কি নিমিত্ত বিব্রল হইতেছ ? ঐ দেখ, সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবদেব মহাদেব, ভগবান্ শশাঙ্ক ও অসংখ্য মহর্ষি অবস্থান করিতেছেন । এক্ষণে তুমি সামান্য লোকের ন্যায় বিমোহিত না হইয়া রণবিধরীণী শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি অবলম্বন পূর্বক শত্রুদিগকে পরাজয় কর । ঐ দেখ, সর্বলোকনমস্কৃত লোকগুরু ভগবান্ ত্রিলোচন তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন । তুমি অচিরেই মোহ পরিত্যাগ কর । ঐ দেখ, সুরাচার্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি তোমার বিজয়াভিলাষী হইয়া তোমাকে স্তব করিতেছেন ।

অমিতভৈরব দেবরাজ মহামতি বশিষ্ঠ কর্তৃক ঐরূপ প্রবোধিত হইয়া প্রভূত বল ধারণ করিলেন । তখন তাঁহার উৎকৃষ্ট যোগপ্রভাবে

বৃত্তের মায়া তিরোহিত হইল। অনন্তর অধিরাতনয় বৃহস্পতি ও অন্যান্য মহর্ষিগণ বৃত্তের অসীম পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া লোকের হিতকামনায় দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্ ! দানবেশ্বর বৃত্ত সাগাকে নিপাতিত হইয়া, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। মহর্ষিগণ এই কথা কহিবারাত্র ভূতবান ভগবান ত্রিলোচনের তেজ অরূপী হইয়া অমররাজ বৃত্তের কলেবরে প্রবেশ করিল। ঐ সময় লোকরক্ষণনিরত সর্বলোকপূজিত ভগবান্ বিষ্ণু দেবরাজের বক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর বুদ্ধিমান বৃহস্পতি অমিত্তেজা বশিষ্ঠ ও অন্যান্য পরমর্ষিগণ লোকপূজিত পুরুষের নিকট সমাগত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, পুরুষ! তুমি অচিরে বৃত্তকে পরাজয় কর। দেবাদিদেব ত্রিলোচন দেবরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ ! এই মহাবলশালী বৃত্ত সর্ববেত্তা সর্বদ্রোগামী ও বিবিধ মায়াসম্পন্ন। এই দানব তোমার প্রাণন শত্রু; অতএব তুমি শীঘ্র এই বিজয়ী দানবরাজকে নিপাতিত কর। ইহাকে অবজ্ঞা করা তোমার কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। পূর্বে এই দানব বললাভবাসনায় ষষ্টিসহস্রবর্ষ অতি বঠোর তপোভুটান করিয়াছিল। সেই তপোবলে ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়া যোগিগণের মহত্ব, মহামায়া, মহাবল ও উৎকৃষ্ট তেজ প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমার তেজ তোমার শরীরে প্রবেশ করিতেছে; তুমি সেই তেজঃপ্রভাবে বজ্রবারা অচিরে ইহাকে বিনষ্ট কর।

দেবরাজ কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনার প্রসাদে আপনার সাক্ষাতেই এই বজ্র দ্বারা এই দুর্দ্বন্দ্ব দানবাদিপণ্ডিকে নিপাতিত করিব।

অনন্তর ঋতুজ্ঞ মহামুর বৃত্তের শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, দেবতা ও মহর্ষিগণ আনন্দিত হইয়া হর্ষধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। দুন্দুভি, শঙ্খ, মুবজ ও ডিওম প্রভৃতি সহস্র সহস্র বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। ঋণমধ্যে সূর্য্যদার অমরগণের অরশক্তি বিলুপ্ত ও মায়া বিনষ্ট হইয়া গেল।

ঐ সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণ বৃত্তকে অরাক্ষাত্ত অবগত হইয়া দেবদেব মহাদেব ও পুরুষকে বহুবিধ শ্রব করিয়া দেবরাজকে সংগ্রামার্থে প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। সমরাজ্ঞে ঋষিগণ অব কবতে রথাক্ত মহাক্ষা শত্রুতুর রূপ নিত্যন্ত দৃশ্য হইয়া উঠিল।

দ্ব্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৮২ ।

হে ধর্মরাজ ! দানবাধিপতি বৃত্ত অরাবিষ্ট হইলে, তাঁহার শরীরে যে যে চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই সমস্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । তৎকালে দানবাধিপতির মুখ প্রজ্জ্বলিত এবং সর্কশরীর বিবর্ণ, বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল । ঋগপ্রথাস ঘন ঘন প্রবাহিত হইতে লাগিল । স্মরণ-শক্তি অধিবদর্শনা শিবারূপে অসুররাজের সুখ হইতে বিনির্গত হইল । উদ্ধা সকল প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহার পাখে নিপতিত হইতে লাগিল এবং গৃধ্র, বক ও বক সকল একত্র সমবেত হইয়া ভীষণ চীংকার করত চক্রেয় ন্যায় তাঁহার মস্তকোপরি পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল ।

তবীন ত্রিংশাদিপতি ইন্দ্র রথোপরি অবস্থান পূর্বক বজ্র সমুদাত করিয়া রণস্থলস্থিত বৃত্তকে নিরাক্ষণ করিতে লাগিলেন । ঐ সমস্ত তীব্রজর-সম্বিত দানবেন্দ্র বৃষ জ্ঞান ও ভীষণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত দেবরাজ বৃত্তকে জ্ঞান করিতে দেখিয়া দত্তরে কালানল-সদৃশ বজ্র পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহাকে নিপাতিত করিলেন । বৃহৎশরীর বৃত্ত রণস্থলে নিপতিত হইল ; স্মরণ চতুর্দিক হইতে হর্ষধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন । দানবদলন দেবরাজ বৃত্তাসুরকে এই প্রকারে নিপাতিত করিয়া বিমুগ্ধ বজ্র গ্রহণ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । দেবরাজ গমন করিলে পর দানবাধিপতি বৃত্তের শরীর হইতে কপালমালিনী কধিরাঙ্গী, ভীমদর্শনা ব্রহ্মহত্যা বিনির্গত হইল । তাহার বর্ণ কৃষ্ণপিঙ্গল, কেশপাশ আলুলাসিত, লোচন অতি ভীষণ, দেহ কৃশ ও পরিধান চীর বস্ত্র । ব্রহ্ম-হত্যা অসুররাজ বৃত্তের শরীর হইতে বিনির্গত হইয়া বজ্রপাণি পুরন্দরকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাল পরে একদা বৃত্তানিশূদন সুররাজ ইন্দ্র লোকের হিতাভিলাষী হইয়া দেবলোক হইতে বহির্গত হইয়া-ছেন, এমন সময় ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল । তদর্শনে পুরন্দর নিতান্ত ভীত হইয়া মৃণাল-তন্তুমধ্যে গমন পূর্বক বহুবৎসর লুকাইয়া হইয়া রহিলেন । পরিশেষে তিনি তথা হইতে বিনির্গত হইবামাত্র ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে আক্রমণ করিল । তখন দেবরাজ ব্রহ্মহত্যাতে সংহার করিবার নিমিত্ত বিশেষ-রূপে যত্নবান হইলেন । কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । পরিশেষে তিনি ব্রহ্মহত্যাতে নিরাকৃত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া সর্কলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট আগমন পূর্বক তাঁহার চরণে

নিপতিত হইলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা দেবরাজকে ব্রহ্মহত্যার লিপ্ত দেখিয়া ব্রহ্মহত্যাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, স্মরণীয়! তুমি অনুগ্রহ করিয়া পুরন্দরকে পরিত্যাগ কর। তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি সান্ত্বনয় শ্রীত হইব এবং তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব।

তখন ব্রহ্মহত্যা কহিল, পিতামহ! আপনি ত্রিলোকপূজিত ও ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা; আপনি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হওয়াতেই আমি কৃতকার্য হইয়াছি। আপনার নিকট আমার কিছুই প্রার্থনা নাই। কেবল এক্ষণে আমি কোথায় অবস্থান করিব, আপনি তাহা নির্দেশ করিয়া দিন। আপনিই লোক সকলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লোকে ব্রাহ্মণবধ করিলেই ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে, এই নিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক লোকমধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছেন। তদ্বৎকন আমি দেব-রাজকে আক্রমণ করিয়াছি। এক্ষণে আমি আপনাকে শ্রীত ও প্রেমের দৈগিয়া পুরন্দরের কলেবর হইতে নিষ্কান্ত হইতেছি, আপনি আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিন।

তখন কমলযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মহত্যার বাক্যে অস্বীকৃত হইয়া উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক দেবরাজের দেহ হইতে তাহাকে নিষ্কাশিত করিলেন। অনন্তর তিনি হত্যাশকে স্মরণ করিবারাত্র অনল তাহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি আপনার কোন্ কার্যের অনুষ্ঠান করিব? ব্রহ্মা কহিলেন, হত্যাশন! আজি আমি দেবরাজের মুক্তি সম্পাদনার্থ এই ব্রহ্মহত্যাকে চারিভাগে বিভক্ত করিব। তুমি ইহার এক অংশ গ্রহণ কর। অগ্নি কহিলেন, ভগবন্! আমি এই ব্রহ্মহত্যা হইতে কি প্রকারে পরিভ্রাণ প্রাপ্ত হইব? আপনি তাহার উপায় ব্যক্ত করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হত্যাশন! যে-ব্যক্তি তোমাকে প্রজ্জলিত দেখিয়া তমোগুণপ্রভাবে বীজ, ওষধি ও রস লইয়া তোমাতে আহুতি প্রদান না করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তাহাকে আশ্রয় করিবে, সন্দেহ নাই। তুমি সন্তুষ্ট হইও না। হত্যাশন প্রজাপতি ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে তাহার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মহত্যার চতুর্থ অংশ গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর প্রজাপতি বৃক্ষ, ওষধি ও তৃণ সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যার একাংশ গ্রহণ করিবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহারাই ভগবান্ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে হত্যাশনের ন্যায় ব্যথিত মনে তাহারে

কহিল, পিতামহ ! আমাদিগের এই পাপ কি প্রকারে ক্ষম্য হইবে ? দেখুন, আমরা সর্বদা শীত, উত্তাপ ও বায়ু সৃষ্টি করিতেছি, আবার মনুষ্যা-  
গণ আমাদিগকে সতত ভেদ ও ছেদন করে। আমরা এই প্রকারে দৈব-  
কর্তৃক অভিহত হইয়া রহিয়াছি। অতএব আপনি যদি আমাদের ঐ পাপ-  
বিনাশের উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা আপনার আদেশে  
উচ্চ গ্রহণ করিতে পারি। তখন বিধাতা কহিলেন, হে উদ্ভিদগণ !  
পূর্বকাল উপস্থিত হইলে বসি কেহ মোহবশতঃ তোমাদিগকে ছেদন  
করে, তাহা হইলে এই ব্রহ্মহত্যা পাপ তাহাকেই আশ্রয় করিবে। ব্রহ্মা  
এই কথা কহিলে তরুগুণাদি উদ্ভিদগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে  
বাৎসর্য করত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা অঙ্গরাদিগকে আক্ৰান্ত পূর্বক মিষ্ট বাক্যে কহি-  
লেন, হে অঙ্গরোগণ ! এই ব্রহ্মহত্যা পুণ্য হইতে নিষ্কাশ হইয়াছে ।  
একগণে আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা ইহার একাংশ  
গ্রহণ কর। তখন অঙ্গরোগণ কহিল, ভগবন্ ! আমরা আপনার অনুমতি-  
ক্রমে ব্রহ্মহত্যার একাংশ গ্রহণ করিতেছি ; কিন্তু আমরা বাহাতে সমস্ত-  
রসারে উচ্চ হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার উপায়বিধান  
করিয়া দিন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বরবর্ণিনীগণ ! যে যে ব্যক্তি ঋতুমতী  
জাতিতে অভিগমন করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশ্রয় করিবে ।  
তোমরা আর চুংখ করিও না। অঙ্গরোগণ বিধাতার এই বাক্য শ্রবণ  
পূর্বক প্রকৃতমনে তাহার বাণ্যে সম্মত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিল।

অনন্তর কমলযোনি ব্রহ্মা সলিলকে অরণ করিলেন। সলিল অরণমা-  
ত্রেই সেই স্থানে সমাগত হইয়া বিধাতাকে প্রণতি পূর্বক কহিল, পিতা-  
মহ ! আমি এই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, একগণে অনুমতি  
করুন, আমাকে আপনার কোন্ কাণ্ডের অনুষ্ঠান কবিত হইবে ?  
বিধাতা কহিলেন, এই ভয়ঙ্কর ব্রহ্মহত্যা বৃত্তান্তের হইতে বিনিষ্কাশ হইয়া  
দেবরাজকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। একগণে ভূমি-ইহার একাংশ গ্রহণ কর।  
তখন সলিল কহিল, পিতামহ আপনি যে প্রকার আদেশ করিতেছেন,  
আমি তাহা প্রতিপালন করিতে অঙ্গীকার করিতেছি। কিন্তু আমরা  
বাহাতে সমস্তকমে উচ্চ হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, আপনি তাহার  
উপায়বিধান করিয়া দিন। আপনি এই সমুদায় জগতের একমাত্র আশ্রয় ;  
সুতরাং এই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত আপনাতঃ আপ-  
নাকে প্রসন্ন করিব। তখন বিধাতা কহিলেন, হে সলিল ! যে ব্যক্তি

তোমাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া তোমার উপর মৃত বা পুরীষ পরিচাঙ্গ করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তাহাকেই আশ্রয় করিবে। তাহা হইলেই তুমি উহা হইতে বিমুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

কমলযোনি ব্রহ্মা এই প্রকার উপায়নির্দেশ করিলে, ব্রহ্মহত্যা সুরপতি ইন্দ্রকে পরিত্যাগ পূর্বক বিধাতৃনির্দিষ্ট বাসস্থান সমুদ্বায়ে গমন করিল। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাপতির অনুমতিক্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক ব্রহ্মহত্যা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইলেন এবং পুনর্ব্বার আপনার সম্পত্তি লাভ ও অসংখ্য শত্রুকে পরাজয় করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। শিখণ্ডনামক উদ্ভিদ ঐ সময় ব্রাহ্মসুরের শোণিত হইতে সমুৎপন্ন হয়। উহা দীক্ষিত তপোধন ও ব্রাহ্মণগণের অভক্ষ্য।

হে ধর্ম্মরাজ ! ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবান। অতএব তুমি সর্ব্বাবস্থাতেই ব্রাহ্মণবর্গের হিতামুষ্ঠান করিবে। ইহারাই ভূদেব বলিয়া অভিহিত হন। সুরপতি পুরন্দর এই প্রকার হস্ত বুদ্ধিবলে উপায় উদ্ভাবন পূর্বক ব্রাহ্মসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তুমি পৃথিবীতে পুরন্দরের ন্যায় সকলের অজ্ঞেয় হইবে। যাহারা ব্রাহ্মণদিগের নিকটে প্রতিপর্কে বাসবের ব্রাহ্মসুর জয়ব্রতাস্ত কীর্তন করিবেন, তাঁহাদিগকে আর কখনই গাপভোগ করিতে হইবে না। এই আমি তোমার নিকট দেবরাজের আশ্রয় কার্য্য কীর্তন করিলাম; এক্ষণে তোমার আর কি ভূমিতে বাগনা আছে, তাহা প্রকাশ কর।

### ত্র্যশীত্যধিক দ্বিগততম অধ্যায় । ২৮৩।

বুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও বিজ্ঞতম, আপনার মুখে এই ব্রাহ্মসুরের নিধনব্রতাস্ত শ্রবণ করিয়া আপনাকে আর একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইরাছে, শ্রবণ করুন। ইতিপূর্বে আপনি কহিলেন যে, দানবাদিপতি বৃদ্ধ জররোগগ্রস্ত হইলে, সুরপতি পুরন্দর আপনার বজ্রাস্ত্র দ্বারা তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। কিন্তু এই জররোগ কোন স্থান হইতে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইল, আমি তাহা অবগত নহি। অতএব আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক উহা কীর্তন করুন।

তীক্ষ্ণ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি তোমার নিকট জগদ্বিখ্যাত জরোৎ

শক্তির বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বকালে স্মেরু পর্বতের সাবিত্র নামে এক বিবিধরত্নমণ্ডিত ত্রিলোকপুঞ্জিত অমুণম শৃঙ্গ ছিল । সেই শৃঙ্গে কেহই গমন করিতে সমর্থ হইত না । ভগবান্ ভূতভাবন সেই স্মেরুপরিণোভিত স্মেরুশৃঙ্গের শিলাতলে উপবেশন করিতেন । শৈল-পুত্রী পার্বতীও সর্বদা তাঁহার পার্শ্বে ঊপবিষ্ট থাকিতেন । মহামুভব সুরগণ, অমিততেজা বসুধর, মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, শুভাকগণপরিবেষ্টিত যক্ষরাজ কুবের, মহাতপা শুক্র, অঙ্গির, সনৎকুমার প্রভৃতি দেবগণ, বিশ্বাবসু, নারদ ও পুরুষ প্রভৃতি গন্ধৰ্বগণ, বতসংখ্যক অপ্সরা এবং অসংখ্য বিদ্যাদার, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ সেই স্থানে আগমন পূর্বক দেবাদিদেবের উপাসনা করিতেন । তথায় নানাগন্ধমাসুন্ধ পবিত্র সমীরণ সতত প্রবাহিত হইত । সর্ব সময়ে সমুদায় ঋতুর পুষ্পপ্রকৃতি হইত । নানারূপধারী বিকটমূর্ত্তি মহাবলধ্বজাস্ত্র ভূত, পিশাচ ও রাক্ষস প্রভৃতি অহুচরগণ সর্বদা শঙ্করের সন্নিধানে অবস্থান করিত । ভগবান্ নদী প্রজলিত শূল ধারণ করিয়া প্রতিনিয়ত তাঁহার সমীপে অবস্থিতি করিতেন । সর্বভী-র্থময়ী সবিদ্রা গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্বদা তাঁহার আরাধনা করিতেন । ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি সুরগণ কর্তৃক এই প্রকারে পুজিত হইয়া সেইস্মেরুশৃঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন ।

কিরংকাল অতিক্রান্ত হইলে, প্রজাপতি দক্ষ বিধানামুসারে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ইন্দ্রপ্রভৃতি সুরগণ সেই যজ্ঞে গমন করিবার বাসনার সকলে সমবেত হইয়া মহাদেবের অনুমতিক্রমে অগ্নি ও সূর্য্যাসন্নিভ বিমানে আরোহণ পূর্বক হরিদ্বারে গমন করিলেন । শৈলরাজ-ভূমিতা তাঁহাদিগকে গমন করিতে দেখিয়া স্বীয় পতিকে মনোধান পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কোথায় গমন করিতেছেন, আপনি আমার নিকট তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

তখন শূলপাণি কহিলেন; ঈদৃবি ! প্রজাপতি দক্ষ অধমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, দেবগণ সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছেন । পার্বতী কহিলেন, মহাত্মন্ ! আপনি কি নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করিলেন না ? আপনার তথায় গমন করিবার বাধা কি ? ত্রিলোচন কহিলেন, প্রিয়ে ! পূর্বকালে যজ্ঞভাগ কল্পনার সময় সুরগণ আমার ভাগ নির্দেশ করেন নাই । সেই পূর্বরীতি অনুসারে অদ্যাপি তাঁহারা আমাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন না । তখন স্বতী কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি রূপ, গুণ, বশ, তেজ ও প্রভাব সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আপনাকে অতিক্রম করিতে কেহই



সমর্থ হয় না ; অতএব আপনার যজ্ঞভাগ কল্পিত হয় নাট গুনিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম । দাক্ষায়ণী শূন্যপাণিকে এই কথা বলিয়া দুঃখিত মনে মোনাবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

তখন ভগবান্ পিনাকপাণিত্রিলোচন মতীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া নন্দীকে তথায় অবস্থানের অনুমতি প্রদান করিয়া যোগবলে স্বীয় অনুচর গণের সহিত দক্ষের যজ্ঞস্থানে গমন পূর্বক যজ্ঞধ্বংস করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ সিংহনাদ পরিভ্রাণ, কেহ কেহ হাস্য, কেহ কেহ যজ্ঞাগ্নিতে কৃষ্ণির বর্ষণ ও কেহ কেহ মৃগ উৎপাটন পূর্বক পর্যটন, কেহ কেহ বা স্বীয় বিকটানন বিস্তার করিয়া দক্ষের পবিচার-কগণকে প্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইল ।

মহাদেবের অনুচরগণ এই প্রকার উপদ্রব করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দক্ষ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মৃগরূপ ধারণ পূর্বক গগনমার্গে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । ভগবান্ মহাদেব যজ্ঞকে মৃগরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন পরায়ণ দেখিয়া রোষভরে শরাসনে শরদম্বোজন পূর্বক তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন । দক্ষের অনুগরণ করিতে করিতে তাহার বিকট ললাটদেশ হইতে স্বেদবিন্দু বিনির্গত হইয়া ধরাতেল নিপতিত হইল । স্বর্ষ্যবিন্দু নিপতিত হইবামাত্র তথায় কালাগ্নি মদ্রশ ছত্যাশন প্রোভূত এবং সেই ছত্যাশন হইতে এক স্বর্কাকার, মহাবলশালী ক্রমবর্ণ পুরুষ সমুৎপন্ন হইল । তাহার পরিধান রক্তাস্রব, লোচন রক্তবর্ণ, গ্রন্থি হরিদ্বর্ণ, এবং শরীর শোন ও উলকের ন্যায় লোমশ । সেই পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র অগ্নি যে প্রকার বক্ষকে ভস্মীভূত করে, সেই প্রকার ঐ মৃগ রূপী যজ্ঞকে ভস্মীভূত করিয়া মহাবেগে স্বর্ষ ও দেবগণের প্রতি ধাবমান হইল । তদর্শনে দেবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া দশ দিকে দাবমান হইলেন । বসুকরা সেই মহাবলশালী মহাপুরুষের পদভরে কম্পিত হইতে লাগিল এবং সমস্ত অগ্নি হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ।

এই প্রকারে লোক সকল নিতান্ত বিপদাপন্ন হইলে, সৰ্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা দেবদেব মহাদেবকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহেশ্বর ! ঐ দেখুন, সমুদায় লোক উচ্ছন্নপ্রায় হইয়াছে । এই সমুদায় স্বর্ষ ও দেবতা আপনার ক্রোধ দর্শনে কিছতেই স্তম্ভ হইতে সমর্থ হইতেছেন না । অতএব আপনি অচিরে ক্রোধ সম্ভরণ করুন । স্তম্ভগণ অদ্য বধি আপনাকে সমুচিত যজ্ঞাংশ প্রদান করিবেন । আপনার স্বেদবিন্দু হইতে এই যে পুরুষ বিনির্গত হইয়াছে, এ তাঁর নামে বিখ্যাত হইয়া

অবশীমধ্যে পর্যাটন করিবে ; কিন্তু আপনার এই তেজোরামি একত্র অবস্থান করিলে সমুদায় পৃথিবীও উহা ধারণ করিতে পারিবে না । অত-এব আপনি এই তেজোরামি বহুভাগে বিভক্ত করুন ।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া ত্রিলোচনের যজ্ঞভাগ করুণা করিলে, তিনি নিতান্ত ক্রীতমনে ও গর্কিতবচনে ওথাস বলিয়া স্বীয়ভাগ স্বীকার করিলেন । অনন্তর ভূতভাবন ভবানীপতি জীবগণের শাস্তি-বিধান করিবার নিমিত্ত জরকে নানা ভাগে বিভক্ত করিলেন । নাগ-গণের শিরঃস্তাপ, পর্কতের শিলা, গলিলের শৈবাল, ভূজগের নির্মোহ, গোসমুদায়ের পাদরোগ, পৃথিবীর উচ্চতা, পশুগণের দৃষ্টিপ্রতিরোধ, অশ্বের গলরোগ, ময়ূরের শিখাভেদ, কোকিলের নেত্রবোগ, মেঘের পিত্ত-ভেদ, শুকের হিকা এবং শার্দূলের শ্রমই জর নামে অভিহিত হয় । ঐ জর বনামে প্রসিদ্ধ হইয়া জন্ম, মৃত্যু ও অন্যান্য সময়ে মনুষ্যগণের শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে । দেবাদিদেব রুদ্রদেবের ঐ জব নামক নিদাক্ষণ তেজ সকল জীবের নমস্য ও মান্য । দানবেন্দ্র বৃত্ত সেই জরাক্রান্ত হইয়া জ্ঞতা পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাহার প্রতি বজ্র নিষ্ক্ষেপ করিয়াছিলেন । সেই বজ্রাস্ত্র দ্বারা দানবরাজ যুতের শরীর বিদীর্ণ হইয়া গায় । তৎকালে তিনি নারায়ণে নিতান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন বলিয়া, সংগ্রামে বিনষ্ট হইষামাত্র উৎকণ্ঠ বিফুলোকে গমন করিয়াছেন । হে ধর্ম্মরাজ ! এট আমি তোমার নিকট ব্রতাস্ত্রের বৃত্তাপ্রসঙ্গে জরোৎপত্তির বিষয় বিস্তার পুঙ্কক কীতন করিলাম ; এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে তোমার অভিলাষ আছে, তাহা প্রকাশ কর । যিনি অবহিতচিত্তে এই জরোৎপত্তির বিষয় পাঠ করেন, তিনি রোগ-শূন্য ও সুখী হইয়া পরমানন্দে অভিলষিত ফল লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই ।

চতুর্থশীত্যবিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৮৪ ।

জনমেজয় কহিলেন, মহাত্মন ! বৈবস্বত মনু্য অধিকার সময়ে ত্র্যচোতার পুত্র দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ কি প্রকারে বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দক্ষই বা কি প্রকারে ভবাণীর দ্ব্যে সন্দর্শনে কোপাদ্বিত কিম্বায়া দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া সেই যজ্ঞ শূন্যপ্রবর্ত্তি করিয়া-

ছিলেন, তাহা বিস্তার পূর্বক প্রবণ করিতে আমার সাতিশয় বাসনা হই-  
রাছে ; অতএব আপনি উহা বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বকালে প্রচেতা দক্ষ ঋষিগণে  
পরিবেষ্টিত হইয়া হিমালয়ের পার্বদেশে সিদ্ধমহর্ষিপরিষেবিত বিবিধ  
ক্রমলতাপরিমণ্ডিত হরিদ্বারে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ।  
ঐ সময় ভূচর, খেচর ও স্বর্গবাসী প্রাণিগণ দক্ষ প্রজাপতির সমীপে  
সমাগত হইয়া কৃতাজলিপুটে তাহার আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হই-  
লেন । দেব, দানব, গন্ধর্ভ, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ, হা হা, ছহ,  
তুহু, নারদ, বিষ্ণবহু ও বিশ্বদেন প্রভৃতি গন্ধর্ভগণ ; পুরুষের সহিত  
অমরা, আদিতা, বসু, মরুৎ, রুদ্র ও সাদৃগণ ; ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণ, উদ্যা-  
পাক্ষী, সোমপায়ী, ধূমপায়ী ও ঘৃতপায়ী পিতৃগণ ; এবং ভরাযুক্ত, অণ্ডজ,  
শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্বিধ প্রাণী নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন  
করিলেন । দেবগণ নিজ নিজ পত্নী সমভিব্যাহারে বিমানাক্রুত হইয়া  
যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ আগমন পূর্বক হতাশনের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন ।

সেই যজ্ঞস্থান এই প্রকারে দেবদানবীদিতে পরিপূর্ণ হইলে, মহা-  
মতি দধীচি তাঁহানিকে দর্শন করিয়া রোষভরে কহিলেন, হে মহাশয়-  
গণ ! যে যজ্ঞে ভবানীপতি ত্রিলোচন পূজিত না হন, তাহাকে যজ্ঞ বা  
ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করা যায় না । হায় ! কালের কি বিপরীত গতি !  
তোমরা কেবল বধ ও বন্ধনলাভের নিমিত্ত এই যজ্ঞে আগমন করি-  
য়াছ । তোমাদিগের যে নিধনকাল ও মহা ভয় উপস্থিত হইয়াছে,  
তাহা তোমরা মোহ প্রযুক্ত অবগত হইতে পারিতেছ না । পরম যোগী  
দধীচি এই বলিয়া ধ্যানে মনোভিনিবেশ পূর্বক দেখিলেন যে, মহা-  
মতি নারদ হর ও পার্বত্যের সন্নিধানে উপনীত হইয়া অবস্থান করিতে-  
ছেন । তখন তিনি এই যজ্ঞস্থলস্থিত ব্যক্তির সকলে একপরামর্শ হইয়া  
মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই বিবেচনা করিয়া যজ্ঞস্থান হইতে অপস্থত  
হইয়া কহিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি পূজার অপমান ও অপূজার অর্চনা  
করে, তাহাকে পরহৃত্যাসন মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয় । পূর্বে আমি  
কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই, এবং কোন কালে মিথ্যা কহিব  
না ; এক্ষণে আমি/দেবঋষিগণসমাজে সত্য করিয়া কহিতেছি, জগৎপতি  
যজ্ঞভোক্তা ভগবান্ পশুপতি অবিলম্বেই এই যজ্ঞস্থলে আগমন করিবেন ।

মহামতি দক্ষ দধীচির এই কথা প্রবণ করিয়া তাহাকে সম্বাদন  
পূর্বক কহিলেন, তদোধন ! ইহলোকে জটাজুটধারী শূলপাশি একাদশ

ঋজু বিদ্যমান রহিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে মহাদেব কে ? তাহা আমি অবগত নহি ।

তখন দধীচি কহিলেন, দক্ষ ! হোমরা সকলে একমতাবলম্বী হইয়া দেবীদিগের মহাদেবকে নিমন্ত্রণ না করাষ্ট যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়াছ ; কিন্তু আমার মতে তাঁহার সদৃশ শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহই নাই । অতএব যখন তুমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ কর নাই, তখন যে তোমার যজ্ঞ বিনষ্ট হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই ।

দক্ষ কহিলেন, তপোধন ! যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর নিষিদ্ধ এই মন্ত্রপুত হবি স্রবণীত্রে সংস্থাপিত রহিয়াছে । আমি ঐ যজ্ঞভাগদ্বারা সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত করিব । মহাতপা দধীচি ও দক্ষের এইরূপ বাস্তিত্ত্ব হইতে লাগিল ।

এ দিকে কৈল্যসপর্বতে ভগবতী ভবানী স্বীয় স্বামীর নিমন্ত্রণ না হওরাতে হঃখিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হায় ! আমি কি প্রকার দান বা তপোহুষ্ঠান করিলে, আমার পতি ভগবান্ শূলপাণি যজ্ঞের অৰ্দ্ধ বা তৃতীর ভাগ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ।

তখন সেই নিত্যসমুত্ত ভগবান্ ত্রিলোচন স্বীয় পত্নীর এইরূপ খেদোক্তি শ্রবণে তাঁহাকে সন্দোধন পূর্বক কহিলেন, কৃশাস্বি ! আমি সমুদায় যজ্ঞের ঐশ্বর্য । আমার প্রতি কিরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা তুমি অবগত হইতে পার নাই । আজি তোমার মোহনিবন্ধনই ইন্দ্রাদি দেবতা ও ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণ মুগ্ধ হইয়াছে । ধ্যানবিহীন অসাধু ব্যক্তিগণ কোনক্রমেই আমাকে অবগত হইতে পারে না । স্ততিপাঠকগণ যজ্ঞে আমারই স্ততিপাঠ করিয়া থাকে ; সামবেদী ব্রাহ্মণগণ আমাকেই উদ্দেশ্য করিয়া সামবেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করেন ; ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মযজ্ঞে আমারই উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং ঋত্বিকগণ আনাকেই যজ্ঞভাগ প্রদান করেন ।

দেবী কহিলেন, ভগবন্ ! অতি সামান্য লোকও স্ত্রীজনসাক্ষাতে আপনার প্রণামা ও গৰ্ব্ব করিতে পারে ।

মহাদেব কহিলেন, দেবি ! আমি আত্মস্বাদ্য করি নাই । এক্ষণে তোমার ঐতিসম্পাদনার্থ এক মহাবীরের সৃষ্টি করিতেছি, অবলোকন কর । ভূতভাবন ত্রিলোচন সতীকে এই কথা কহিয়া মুখ হইতে এক ভীষণ পুরুষের সৃষ্টি করিলেন । তাহার নাম বীরভদ্র । বীরভদ্র ভগবান্ ত্রিলোচনর মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র দেবদেব তাহাকে কহিলেন, তুমি সত্বরে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট কর । তখন সেই শিবদমনবিনির্গত

সিংহসদৃশ বীরপুরুষ দেবী ভবানীর ক্রোধশাস্তি বরিবার নিমিত্ত দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিতে অভিলাষী হইলেন। ঐশ্বর্য দেবীর ক্রোধসম্বন্ধ তা ভয়ঙ্কর স্মৃতিধারিণী মহাকালী সেই বীরপুরুষের অনুগমন করিলেন।

অনন্তর সেই ভগবান্ ক্রুদ্ধের ন্যায় অনন্তবলবীৰ্য্যসম্পন্ন অঁতুল শৌৰ্য্যশালী মূর্তিমান্ ক্রোধস্বরূপ মহাবীর ভগবান্ ত্রিলোচনকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অশ্রুমতি গ্রহণ পূৰ্ব্বক আপনার সমুদায় লোমকণ হইতে অসংখ্য কুদ্রগণের সৃষ্টি করিলেন। ভীমরূপ মহাকার বীরগণ সৃষ্ট হইবামাত্র কিলকিলাশক্ষে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করত বীরভদ্ৰসমভিব্যাহারে দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে নিক্রান্ত হইল। তাহাদের ভীষণ ধ্বনিতে দেবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন; পৰ্ব্বত সমুদায় বিকীর্ণ, বসুমতী বিকল্মিষ, বায়ু বিদূৰ্বিত ও মলিল ক্ষুভিত হইতে লাগিল। ছত্ৰাশন ও শ্রোতাকর প্রভাশূন্য হইলেন। চন্দ্র ত গ্রহনকত্রগণ আয়ত প্রকাশিত হইল না। দেবতা, ঋষি ও মনুষ্যগণ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চতুর্দিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। ভূতগণ যজ্ঞস্থল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ তল্লাতা ব্যাক্তিদিগকে প্রহার ও কেহ কেহ যুগোৎপাটন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ কেহ বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ যজ্ঞপাত্র ও আভরণ সমুদায় চৰ্ণ করিয়া ফেলিল। পৰ্ব্বতোপম অন্নপানের স্তূপ সমুদায় ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হস্তরাতে বোধ হইল যেন, গগনমণ্ডলে নক্ষত্রগণ সমুদিত হইয়াছে। ভূতগণ ক্ষীর, ঘৃত, পায়স, দধি, খন্ড, শর্কর ও মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য এবং উৎকৃষ্ট পেষ সকল নানাবিধ মুখদ্বারা ভোজন ও পান করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ ভোজ্য দ্রব্য সমস্ত দর্শন দ্বারা ছেদন ও কেহ কেহ বা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ সুরসৈন্যগণকে ভীত ও ক্ষুভিত করিয়া জীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ কেহ সুররমণীদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

মহাবীর বীরভদ্ৰ এই প্রকারে ক্রোধপ্রভাবে ভূতগণের সাহায্যে সেই সর্বদেবস্বয়মুক্তিত যজ্ঞস্থল দগ্ধ করিয়া সুগরুণী পলারমান যজ্ঞের শিরশ্ছেদন পূৰ্ব্বক প্রকল্পমনে ভীষণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মর্ষি সুরগণ ও প্রজাপতি দক্ষ বীরভদ্ৰের সমীপে গমন করিয়া কৃতান্তলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি কে? তখন বীরভদ্ৰ দক্ষকে সম্বোধন পূৰ্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি কত্ৰ হা দেবী পার্শ্বতী নহি। আমি এই যজ্ঞ স্থলে ভোজন বা কৌতুহল পরিত্যাগ হইয়া

ব্রাহ্মদিগকে সন্দর্শন করিতে আগমন করি নাই । দেবী পার্শ্বতী হুঃখিত হওয়াতে সর্বাত্মক ভগবান্ রুদ্র স্বয়ং রোষাবিষ্ট হইয়াছেন । আমি তাঁহারই অনুমতিক্রমে তোমার এই বজ্রধ্বংস করিবার মানসে উপস্থিত হইয়াছি । আমার নাম বীরভদ্র ; আমি রুদ্রদেবের ক্রোধানল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি । আর দেবী পার্শ্বতীর ক্রোধ হইতে এই বীরনারী সম্ভূত হইয়াছেন । ইহার নাম ভদ্রকালী । আমরা উভয়ে রুদ্রদেবের আদেশানুসারে তোমার এই বজ্রস্থলে আগমন করিয়াছি । এক্ষণে তুমি সেই দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও । অন্য দেবতার নিকট বরগ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহার ক্রোধে নিপতিত হওয়াই শ্রেয় ।

মহাবীর বীরভদ্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মশীল দক্ষ তাঁহার বাক্যা-  
নুসারে মহাদেবকে নমস্কার করিয়া স্তুতিদ্বারা তাঁহার সন্তোষ-  
সম্পাদনার্থ কহিলেন, আমি সেই নিত্য, নিশ্চল, অবিনশ্বর,  
বিশ্বপতি দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হইলাম । তখন প্রজাপতি দক্ষ  
এইরূপ শ্রব করিলে, সহস্র সূর্যাসকাশ সম্ভর্তৃকসদৃশ ভগবান্ রুদ্র  
প্রসন্ন হইয়া প্রাণায়াম ও চতুর্দিকে দৃষ্টিনিষ্কেন করিতে করিতে  
সেই ভূতপিশাচোপকৃত অগ্নিকুণ্ড হইতে সহসা সমুখিত হইলেন এবং  
দক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! এক্ষণে  
আমি তোমার কি উপকার করিব ? প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাকে  
দর্শন করিবামাত্র নিতান্ত ভীত হইয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে কৃতাজলিপুটে  
কহিলেন, ভগবন ! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া  
থাকেন এবং আমাকে প্রিয়পাত্র বোধ করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন  
পূর্ব্বক বর প্রদান করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে আমার যে সমুদায়  
ক্রব্য দক্ষ, ভক্ষিত, পীত, বিনষ্ট, চণ্ডীকৃত ও ইত্যন্ততঃ বিক্লিপ্ত হইয়াছে,  
সেই সমুদায় বহুকালে ও বহুযত্নে সঞ্চিত যজ্ঞীয় দ্রব্য যেন নিষ্কল না হয় ।  
তখন ধর্ম্মাধার ভগবান্ ত্রিলোচন তথাস্ত বলিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর  
প্রদান করিলেন । প্রজাপতি দক্ষ ভগবান্ বিক্রপাক হইতে এই প্রকার  
বর লাভ করিয়া ধরাতেলে জাহ্নবীর সংস্থাপন পূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র নাম  
কীর্ত্তন করত রুদ্রদেবের শ্রব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

প্রকাশীত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৮৫ ।

বৃধিষ্টিয় কহিলেন, পিতামহ ! প্রজাপতি দক্ষ যে যে নাম উচ্চারণ পূর্বক দেবাদিদেব রুদ্রদেবের স্তব করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় নাম শ্রবণ করিতে আমার নিত্য বসনা হইরাছে, অতএব আপনি তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি অদ্ভুতকর্ম্ম মহাদেবের গুণ ও প্রকাশিত নাম সমস্ত কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । যজ্ঞাবস্থানে প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন, হে দেবদেবেশ ! তুমি অম্বরগণের বর্ষচূর্ণ করিয়াছ । তোমা হইতেই বলদৈত্য বিনষ্ট হইরাছে । দেবতা ও দানবগণ সর্বদাই তোমার অর্চনা করিয়া থাকেন । তুমি সহস্রলোচন, বিরূপাক্ষ, ত্র্যম্বক ও যজ্ঞেশ্বর । তোমার হস্ত, পাদ, মন্তক, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ সর্বত্র বিস্রাজিত হইতেছে । তুমি সর্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছ । তুমি শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুন্তকর্ণ, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ ও পাণিকর্ণ । তুমি লাগরমধ্যে অবস্থান করিয়া থাক । তুমি শতোদর, শতাবর্ত, শতজিহ্বা ; তোমাকে নমস্কার । গায়ত্রী ও সূর্য্যের উপাসকগণ তোমাকেই গায়ত্রী ও সূর্য্যরূপে অর্চনা করিয়া থাকেন । মনীষিগণ তোমাকেই ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও আকাশবৎ নির্লিপ্ত বলিয়া স্বীকার করেন । তুমি অর্ঘব ও আকাশের ন্যায় মহামূর্ত্তি । গোকুল যে প্রকার গোষ্ঠমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে, দেবগণ সেই প্রকার তোমারই মূর্ত্তিমধ্যে অবস্থান করিতেছেন । আমি তোমার দেহমধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, হতাশন, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও বৃহস্পতিকে সম্মর্শন করিতেছি । তুমি কার্য্য, কারণ, ক্রিয়া ও করণ । তুমিই স্থল স্থলের উৎপত্তি ও নাশের হেতু । তুমি ভব, সর্ব, রুদ্র, বরদ, গুণপতি, অন্ধকঘাতী, ত্রিজিহ্ব, ত্রিশীর্ষ, ত্রিশূলপাণি, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র ও ত্রিপুরুষ । তুমি চতু, কুণ্ড, অণু, অণুধারী, দত্তী, সমকর্ণ, দতিমুণ্ড, উর্দ্ধকেশ, উর্দ্ধকেশ, বিম্বক, বিশ্বমর, বিলোহিত, ধূম্র ও নীলগ্রীব ; তোমাকে নমস্কার । তোমার সদৃশ আর কেহই নাই । তোমার রূপ নানা প্রকার । তুমি পরম কল্যাণময় । তুমি সূর্য্যমণ্ডল, তুমি সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণ এবং তুমিই সূর্য্যকোষ ও সূর্য্যপতাকাসম্পন্ন । তুমি প্রমথমাথ, বৃষদক্ষ, ধর্ম্মর্জ, শক্রমর্দন ও দত্ত । তুমি পর্ণচীর পরিধান করিয়া থাকে । তুমি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যকবচ, হিরণ্যচন্ড ও হিরণ্যপতি ; তোমাকে নমস্কার । তুমি স্তব্ধ ও স্তবমান । তুমি সর্ব, সর্বভক্ষ ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা । তুমি হোত্র, মন্ত্র ও শুক্রবর্ণ ধ্বজ

পতাকাশম্পন্ন । তুমি আকাশস্বরূপ, জীবগণের নাভিস্বরূপ ও কিলকিলা-  
স্বরূপ । তুমি আবরকদিগের আবরক, কুশনাশ, কুশাদ, কুশ ও সংজ্ঞা । তুমি  
শরান, উশ্বিত, অবস্থিত, ধাবমান, মুণ্ড, অটিল এবং নৃত্য ও গালবা-  
নিরত । তোমার সর্বাঙ্গে পূজাপ্রাপ্ত হইবার বাসনা নাই । তুমি নির-  
ন্তর গীতবাদ্যে আসক্ত রহিয়াছ । তুমি জোষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বলনিহীন, কাল-  
মাধ এবং কল্প, প্রলয় ও উপপ্রলয়স্বরূপ । তুমি হুম্মতিমিঃবনের ভীষণ  
শব্দের ন্যায় হাস্য করিয়া থাক । তুমি ভীমব্রতধারী, উগ্র, দশবাহুসম্পন্ন  
ও কপালপাণি । তুমি চিত্তাভ্যপ্রিয়, ভীষণ ও ভীষ । তুমি বিকৃত-  
বক্তৃ, ধঞ্জাজিহ্ব, দংষ্ট্রী, বজ্রীর পক ও অপক মাংসলুক এবং তুম্বীদন্তঃ  
বৌণাশ্রিয় । তুমি সৃষ্টিকর্তা, ধর্ম্মের হিতকারী, বৃষশ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মস্বরূপ ।  
তুমি বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী, নিয়ন্তা, প্রাণিগণের পাককর্তা, সর্বশ্রেষ্ঠ,  
বরস্বরূপ ও বরদ । তুমি বিচিত্রগন্ধ, মালা ও বস্ত্রে সমলকৃত । তুমি  
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বর প্রদান করিয়া থাক । তুমি রাগবান্, রাগবি-  
হীন, ধ্যানকর্তা ও অক্ষমালাধারী । তুমি মিলিত ও পৃথক্ । তুমি ছায়া,  
আতপ, উগ্রা ও গন্ধস্বরূপ । তুমি অঘোর ও ঘোররূপ এবং অতশির  
ঘোরতর । তুমি শিব, শাস্ত্র ও শাস্ত্রতম । তুমি একচরণ, বহুনেত্র,  
একমস্তক, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রবস্ত্রতে লুক্ক ও সংবিভাগপ্রিয় । তুমি বিশ্বকর্মা,  
শিখণ্ড, শমুণ্ডসম্পন্ন, অরাতিকুলভীষণ ঘণ্টাধারী এবং ঘণ্টানাদ ও  
অনাহত ধ্বনিস্বরূপ । তুমি শত সহস্র ঘণ্টাধারী, ঘণ্টামালাপ্রিয় ও ঘণ্টার  
ন্যায় শব্দারমান প্রাণবান্‌স্বরূপ । তুমি হৃৎকারস্বরূপ, হৃৎকারপ্রিয়, দেব-  
শ্রেষ্ঠ, শমদমাদিগুণযুক্ত ও গিরিবৃক্ষনিবাসী । তুমি শৃগালের ন্যায় হৃদ-  
রাদির মাংসপ্রিয়, পাপমোচনের কারণ এবং যজ্ঞ, বজ্রমান, হত ও প্রহত-  
স্বরূপ । তুমি ঋত্বিক্, জিহেতল্লিয়, সজ্জ ও রজোণ্ডাসম্পন্ন এবং তট,  
নদী ও সাগরস্বরূপ । তুমি অন্নপ্রদ, অন্নপতি ও অন্নভোক্তা । তুমি  
সহস্রগীর, সহস্রচরণ, সহস্রশূলধারী ও সহস্রলোচন । তুমি বালার্কসদৃশ  
প্রভাসম্পন্ন, বালরূপধারী, বালামুচরগুপ্ত ও বালজীড়নক । তুমি বৃক,  
লুক্ক, ক্ষুদ্র ও লোতন । তুমি তরঙ্গাক্ষিতকেশ, মুগ্ধকেশ, বটকর্ম্মণিরত  
ও ত্রিকর্ম্মনিরত । তুমিই সমুদ্রার বর্ণাশ্রমবাসীর কার্য্য ভিন্ন ভিন্নরূপে  
নির্দেশ করিয়া দিয়াছ । তুমি শক্তি, শক ও খোলাহলস্বরূপ । তুমি  
বেত, পিঙ্গল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ লোচনযুক্ত । তুমি ত্রিভাস, কুশ এবং  
আয়ুধ ও বিধারস্বরূপ । তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিধর কীর্তন  
করিয়া থাক । তুমি সাংখ্য, সাংখ্যযুক্ত ও সাংখ্যযোগ প্রকাশকর্তা ।



তুমি চতুশ্চরিত্রনিকেন্তন ও চতুশ্চরিত্রনিত । তোমার শরীরে কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়রূপে ও সর্প যজ্ঞোপবীতরূপে শোভমান হইতেছে । তুমি জ্ঞান, কুলিশের নায় কঠিন কলেবর সম্পন্ন, পিঙ্গলকেশযুক্ত, ত্র্যম্বক, অম্বিকাদ্বিপতি এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ । তুমি কাম, কামদ ও কামরূপ । তুমি তৃপ্ত ও অতৃপ্তের বিচারকর্তা । তুমি সর্ব, সর্বদ, সর্বদ্ব ও সন্ধারাগ স্বরূপ । তুমি মহাবল, মহাবাহু, মহাসত্ত্ব, মহাদ্ভাতি ও মহামেষধর স্বের সদ্গুণ । তুমি স্থপ, জীর্ণাঙ্গ, জটিল ও বহুলাজিনধারী । তুমি সূর্য্য ও হতাশনের নায় প্রবীণ জটাদারী, বহুলাজিনসম্পন্ন, সহস্রসূর্য্যাসদ্গুণ ; নিত্য তপোমুষ্ঠাননিরত ও উন্নাদন । আবর্তমস্কুল গঙ্গাসলিলে তোমার জটাজুট আদ্র হইয়াছে । তুমি বারম্বার চন্দ্র, যুগ ও মেঘসমূহের পরিবর্তন করিতেছ । তুমি অন্ন, অন্নভোক্তা, অন্নদাতা, অন্নপালক ও অন্নশ্রষ্টা । তুমি পাককর্তা, পকভুক্ত এবং পান ও মগ্নিস্বরূপ । তুমি জরাযুক্ত, অণুজ, শ্বেদজ ও উত্তিজ । তুমি সর্বদেবের ঈশ্বর এবং সমস্ত চরাচরের সৃষ্টি ও সংহার কর্তা । ব্রহ্মবিদ পণ্ডিতগণ তোমাকে ব্রহ্মবিদগুণা, মনের উৎপত্তিস্থান এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, ঋকবেদ, সামবেদ ও ওকারস্বরূপ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । ব্রহ্মজ্ঞ সামবেদী মহাত্মারা সামগান সময়ে হায়ি হায়ি হবা হোরি ইত্যাদি স্তোত্র দ্বারা সতত তোমার স্তব করেন । তুমি ঋক, যজু ও আহুতিস্বরূপ । তুমি বেদ, উপনিষদ ও ঋত্বিতে গীত হইয়া থাক । তুমি ব্রাহ্মণ, ঋত্বিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অধম জাতি সমুদায় স্বরূপ । তুমি মেঘ, বিহাং, মেঘনির্ঘেষ এবং সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, যুগ, নিমেষ, ক্ষণ, নক্ষত্র, গ্রহ ও কলা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাক । তুমি ওরুদকলের মূল, পল্লভ সতলের শিখর, নৃগণমধ্যে ব্যাঘ্র, বিহঙ্গমগণমধ্যে গরুড়, ভুজঙ্গগণমধ্যে বাসুকি, সাগরমধ্যে ক্ষীরোদ, বন্যমধ্যে ধনু, অন্তঃস্থ বাজ এবং ব্রতমধ্যে সন্ত্যস্বরূপ । তুমি বৈষ, ইচ্ছা, রোগ, মোহ, ক্ষমা, অক্ষমা, ভেড়া, ধৈর্য্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, জর ও পরাজয়স্বরূপ । তুমি গদা, শর, শরাশন, খট্টাঙ্গ, ও কবচধারী । তুমি ছেদ, ভেদ ও প্রহারকর্তা । তুমি সকলকে সংপথ প্রদর্শন ও সন্তাপ প্রদান করিয়া থাক । তুমি গঙ্গা, সাগর, নদী, পঞ্চল, সরোবর, লতা, তণ্ড, ওষধি, মূল, পক্ষী ও পশুস্বরূপ । তোমা হইতেই পৃথিবীাদি ও অন্যান্য কার্য্য সমুদায় সজ্জত হইয়া থাকে । তুমি যথাসময়ে ফল পূর্ণ প্রদান কর । তুমি বেদের আদি ও অন্ত এবং গারজী ও ওকারস্বরূপ । তুমি হরিং, লোহিত, জীল, কৃষ্ণ, ব্রহ্ম, অক্ষয়, কক্ষ, কপিল, কপোত ও

মেচকাদি বর্ণস্বরূপ । তুমি বর্ণবিহীন, তুমি উত্তমবর্ণ এবং তুমিই বর্ণ-  
কর্তা । তোমার উপমা নাই । তোমার নাম উৎকৃষ্ট বর্ণ এবং তুমি  
উৎকৃষ্ট বর্ণে অতিশয় ভক্তিমান । তুমি যম, ইন্দ্র, বরদ, কুবের, অনল,  
গ্রহণ, রাহু, সূর্য্য, অগ্নি, হোত্র, হোতা ও হবনীয় দ্রব্যস্বরূপ । তুমি সমবেদের  
ত্রিমূর্ণ ও যজুর্বেদের কুদ্রাণায় স্বরূপ । তুমি পবিত্রদিগের পবিত্র ও  
মঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ । তুমি অচেতন পদার্থকে সচেতন করিয়া থাক ।  
তুমি জীবাত্মা, পরমাশ্রা, দেহ, প্রাণ এবং মন, রজ্জ্ব ও তমোগুণ স্বরূপ ।  
তুমি আবু ও হর্ষ এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, বান, উশ্বেষ, নিমেষ, ক্ষুধা  
ও জ্ঞান স্বরূপ । তোমার লোচন লোহিতবর্ণ, আশ্রয়দেশ ও উদর বিস্তীর্ণ,  
লোম মকল স্থির ন্যায় ও অশ্রু হরিৎবর্ণ । তুমি উর্দ্ধকেশ ও অত্যন্ত  
চকল । তুমি গীতবাদ্যো নিতাস্ত অম্বরক্ত ও উহার সবিশেষ তত্ত্বজ্ঞ ।  
তুমি কলচর মৎস্য, ক্লান্তস্থিত মৎস্য, সম্পূর্ণ কেলিপ্রিয় ও কলহপ্রিয় ।  
তুমি কাল, অকাল, অতিকাল ও দুর্কালস্বরূপ । তুমি মৃত্যু, ক্ষুব্ধ, ক্ষৌর-  
কর্ম্মপারগ, মিত্র ও অমিত্রহস্তা । তুমি মেঘমালা, মহাদপ্ত এবং সমস্তক  
ও বলাহক মেঘ স্বরূপ । তুমি প্রকাশবান্, অপ্রকাশ, অন্তর্গামী, ঘণ্টাধারী  
ও রুদ্র । তুমি স্থাবরজঙ্গমাশ্রক সমুদায় পদার্থের সহিত সমবেত হইয়া  
ক্রীড়া কর । তুমি অগ্নির স্বাহা, পরমহংস ও ত্রিদণ্ডধারী । তুমি চারি-  
যুগ, চারিবেদ ও চারি অগ্নিস্বরূপ । তুমি চাঁর আশ্রয়বাসীদিগের  
উপদেষ্টা । তোমা হইতেই বর্গচতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইরাছে । তুমি অক্ষপ্রিয়,  
ধৃত ভূতগণের ঈশ্বর, রক্ত মালাধরধারী গিরিশ ও কষায়প্রিয় । তুমি  
প্রচণ্ড, শিল্পি, শিল্পিগণের অগ্রগণ্য ও সমুদায় শিল্পকর্ম্মের সৃষ্টিকর্তা ।  
তুমিই ভগের নেত্র ও স্বর্ঘ্যের দন্ত উৎপাটন করিয়াছ । তুমি স্বাহা, স্বধা,  
বষট্কার ও নমস্কার স্বরূপ । তুমি গুট্রস্থারী, গুট্রতপস্বী এবং প্রণব ও  
আকাশ স্বরূপ । তুমি সমুদায়ের আদি কর্তা । তুমিই সমুদায় একত্র  
স্থাপন ও সমুদায়ের সংহার কর । তুমি সকলেরই আশ্রয়স্থান, তোমার  
আশ্রয় কেহই নাই । তুমি ব্রহ্মা, তপস্যা, মতা, ব্রহ্মচর্য্য ও সরলভক্তি  
স্বরূপ । তুমি জীবের আশ্রা এবং তোমা হইতেই আকাশাদি পদার্থ  
সমুদায়ের সৃষ্টি হইরাছে । তুমি ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমানের আদিকারক ।  
তুমি ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, লাবিত জিতেন্দ্রিয় ও মহেশ্বর । তুমি কৌকিত, অদী-  
কিত, কমালীল, দুর্দান্ত ও দুর্দান্তদিগের শাসনকর্তা । তুমি মাস, কল্প,  
সমস্ত ও সৃষ্টির আদিকারক । তুমি কাম, স্রেষ্ঠ, সূর্য্য স্থল ও কর্ণিকারমা  
লাপ্রিয় । তুমি নন্দিসুখ, ভীমসুখ, সুসুখ, দুর্দুঃখ, চতুর্দুঃখ, বহুসুখ, অসুখ

ও নির্মুখ। তুমি নারায়ণ, নিলিষ্ঠ, অনন্ত ও বিরাট্। তোমা হইতেই অধর্ম নিরাকৃত হইয়া থাকে। তুমি মহাপার্ব, প্রচণ্ডমূর্ত্তিধারী ও ভূত-গণের অধিপতি। কৃষ্ণাবতার সময়ে গোবিনরক্ষাকালে গোনাভ পরি-ত্যাগ এবং গোবর্দ্ধন ধারণ কর্ত্তক গোকুল রক্ষা করিয়াছিলে। মহা-কুব্জ তোমার বাহন। তুমি ত্রিলোকের রক্ষাকর্ত্তা, গোবিন্দ ও ইন্দ্রির গ্রামের পরিচালক। ইন্দ্রিয়ারি দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অচল, ত্রিলোকধারণের ভক্ত, নিকম্প ও কম্পবরূপ। তুমি দুর্নিবার, হংসহ ও হরতিক্রম। তুমি হর্দ্বর্ধ ও হৃদ্রাকম্প। কেহই তোমাকে আরক্ত করিতে সমর্থ হয় না। তুমি জয়, হর্জ্জর, শীত্ৰগামী, মনোব্য-ধানাশক এবং চক্র, যম, শীত, উষ্ণ, স্নান ও জরা স্বরূপ। তুমি আধি ব্যাধি ও ব্যাধিনাশক। তুমি যুগরূপধারী যজ্ঞের বাধ স্বরূপ। তোমা হইতেই ব্যাধি সমুদায়ের গমনাগমন হইয়া থাকে। তুমি শিবতী, পুণ্ড্রীকাক ও পুণ্ড্রীকবনবাসী। তুমি দণ্ডধারী, ত্র্যম্বক, উগ্রদণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকর্ত্তা। তুমি জগদ্রাথ, সুরশ্রেষ্ঠ ও মরুৎপতি। তুমি বিবাগ্রগণ্য কালকূটপান করিয়াছ এবং তুমিই সোমরস, ক্ষীর, অমৃত, মধু ও আজ্য পান করিয়া থাক। তুমি মৃত্যু হইতে রক্ষা ও ব্রহ্মা-নন্দ অমৃতব কর। তুমি বিরণ্যারেতা; তুমি স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক; তুমি বালক, যুবা ও গলিতদন্ত বৃদ্ধ; তুমি নাগেন্দ্র, ইন্দ্র, বিশ্বশ্রী ও বিশ্বশ্রী-দিগের শ্রেষ্ঠ; তুমি বিশ্বরূপ, বিশ্বমুখ ও বিশ্ববাহ। চক্র সূর্য্য তোমার হই চক্র, ব্রহ্মা তোমার বুদ্ধি, সরস্বতী তোমার বাক্য, অনল ও অনিল তোমার বল। দিবা রাত্রি তোমার চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও প্রাচীন মহর্ষিগণ তোমার সাহস্রা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারেন না। তোমার স্তম্ভ মূর্ত্তি সকল আত্মাদিগের দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহে। অতঃ পর পিতা বেক্রপ ঔরসজাত পুত্রকে রক্ষা করেন, তুমি সেইরূপ আমাকে রক্ষা কর। তোমাকে বারংবার নমস্কার। তুমি ভক্তের প্রতি সাত্ত্বিক রূপা প্রকাশ কর। আমিও তোমার নিত্য ভক্ত; সুতরাং আমার প্রতি অমুকম্পা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি নিত্য ভক্ত হইয়া বহুসংখ্য লোককে আবরণ পূর্ব্বক সাগরপারে অবস্থান করিতে-ছেন, যিনি আমাকে সতত রক্ষা করেন, যোগিগণ সমুদ্রগাবলম্বী নিম্না-পরিবর্ত্তিত জিহ্বাস জিতেজির হইয়া যাহাকে জ্যোতিঃস্বরূপে সঙ্গর্শন করিয়া থাকেন, সেই যোগীন্দ্রকে নমস্কার। যিনি জটাজুটমণ্ডিত, দণ্ডধারী ও লম্বোদর এবং যিনি অনবরত কবচলুপ তুলীর ধারণ করিতেছেন,

সেই ব্রহ্মাঙ্গকে নমস্কার । যাঁহার কেশপাশে জলধর, অঙ্গসন্ধিমধ্যে নদী  
সমুদ্র এবং কঠরে চারি সমুদ্র বিরাজিত রহিয়াছে, সেই সলিলাঙ্গকে  
নমস্কার । তিনি যুগান্তকাল সমাগত হইলে, জীবগণকে সংহার পূর্বক  
সলিলমধ্যে শয়ন করেন, আমি সেই সলিলশায়ীর শরণাপন্ন হইলাম ।  
যিনি রাহুমূর্তি পরিগ্রহ পূর্বক যামিনীঘোড়ে কুমুদিনীপতিকে এবং দ্বিবা-  
ভাগে দ্বিবাকরকে প্রাণ করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে রক্ষা করুন ।  
ব্রহ্মাদি দেব ও পিতৃগণ তোমা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া প্রকল্পমনে স্বধা  
স্বাধীপ্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণসহকারে প্রদত্ত যজ্ঞভাগ সকল গ্রহণ করেন, আমি  
তঁাহাদিগকে নমস্কার করি । যে সমুদ্র অক্লান্তমাত্র পুরুষ সকল দেহীর  
দেহে অবস্থান করিতেছেন, সেই সমস্ত জীবরূপীকৃত নিরন্তর আমার  
রক্ষা ও তৃপ্তিসাধন করুন । যাঁহারা দেহমধ্যে অবস্থান পূর্বক স্বয়ং রোদন  
না করিয়া দেহীদিগকে রোদন করাইয়া থাকেন, যাঁহারা স্বয়ং হুট্ট না  
হইয়া দেহীদিগকে হুট্ট করেন, সেই সমুদ্র অহঙ্কাররূপীকৃতকে আমি  
সতত নমস্কার করি । যাঁহারা নদী, সমুদ্র, পর্বত, গিরিগুহা, তরুশূল,  
গোষ্ঠ, নিবিড় অরণ্য, চতুশ্লথ, গুপ্তা, চত্বর, নদীতট, হস্তাশ্রয়শালা,  
জীর্ণোদ্যান, পঞ্চভূত, দিক্, বিদিক্, চন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্রসূর্য্যের রশ্মিজাল,  
রসাতল ও রসাতলের অতীত স্থানে অবস্থান করিতেছেন, এবং যাঁহাদি-  
গের সংখ্যা, প্রমাণ, ও রূপ নাই, সেই রুদ্রগণকে সহস্র সহস্র নমস্কার ।  
হে রুদ্র ! তুমি সর্বভূতপ্রাণী, সর্বভূতের পতি ও সকলের অন্তরাত্মা ;  
এই নিমিত্ত আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই । ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের  
অমুষ্ঠান পূর্বক তোমারই অর্চনা করিতে হয় । তুমি সকলের কর্তা । এই  
জন্য আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই । অথবা আমি তোমার দূরবগাহ  
যাত্রাপ্রভাবে নিত্যন্ত বিমোহিত হইয়াছিলাম ; এই জন্য তোমাকে নিম-  
ন্ত্রণ করিতে বিন্মৃত হইয়াছি । এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও । আমি  
রজোপুণ্ড্রাবলম্বী ; এই জন্যই তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই ।  
এক্ষণে আমি হৃদয় মন ও বুদ্ধি তোমাতেই সমুর্পণ করিয়াছি । প্রজাপতি  
দক্ষ মহাদেবকে এই প্রকারে স্তব করিয়া তৃপ্তীভাব অবলম্বন করিলেন ।

তখন ভগবান্ রুদ্র দক্ষের প্রতি সান্ত্বনার শ্রীত হইয়া তাঁহাকে  
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি স্বংকৃত ত্ত্বিকবিশ্রবণে পরম  
পরিভূট হইয়াছি । এক্ষণে আর স্তব করিবার প্রয়োজন নাই । আমি  
কহিতেছি, তুমি আমার প্রসাদে সহস্র অবশেষ ও শত বাজনের যজ্ঞের  
কল এবং সমুদ্রের লোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষেই সর্বদা আমার

সম্মিথানে অবস্থান করিতে পারিবে। আমি যে পূর্বপূর্বকল্পে তোমার  
যজ্ঞে বিন্দুস্থাপন করিয়াছি, তাহা তুমি বায়ুস্বার প্রত্যক্ষ করিয়াছ; অত-  
এব এই কল্পে আমি কর্তৃক তোমার যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মিয়াছে বলিয়া তুমি  
কিছুমাত্র হিংস্র করিও না। আমি পুনর্বার তোমাকে আর একটি বর-  
প্রদান করিতেছি, তুমি প্রসন্নবদনে একমনে তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ কর।  
আমি ষড়ঙ্গ বেদ, সংখ্য ও যোগশাস্ত্র হইতে যুক্তি অমূল্যারে পান্তপতধর্ম  
উৎপাদন করিয়াছি। সেই ধর্মের অমূল্যতা করা সুরাসুরগণের পক্ষেও  
নিতান্ত কঠিন। উহার প্রভাবে সর্বসময়ে শুভ ফল লাভ করা যায়। সকল  
আশ্রমীরই উহাতে অবিকার আছে। অল্পকালের মধ্যেই উহাতে সিদ্ধি-  
লাভ হয়। উহা সদ্যোজাতাদি পঞ্চ মন্ত্রসংযুক্ত ও নিত্যন্ত গোপনীয়।  
উহাতে অজ্ঞানিদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না। বর্ণ ও আশ্রম ধর্মের সহিত  
উহার অধিকাংশই সাদৃশ্য নাই; কেবল কোন কোন অংশে সাদৃশ্য  
লক্ষিত হইয়া থাকে। যাহারা সিদ্ধান্তশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন,  
তাহারাই উহার উপযোগিতা অনুশীলন করিতে সমর্থ হন। সর্বাশ্রম-  
ত্যাগী পরমহংসাদিই উহা অবলম্বনের উপযুক্ত পাত্র। ঐ পান্তপত ধর্মের  
অমূল্যতা করিলে প্রচুর ফল লাভ করা যায়। তুমি যৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে  
সেই পান্তপত ধর্মের সমুদায় ফল প্রাপ্ত হও। তোমার মানসিক সন্তোষ  
অপনীত হউক। অমিতর্ঘরাক্রম ভগবান্ মহাদেব দক্ষকে এই প্রকার বর  
প্রদান করিয়া দেবী পার্বতী ও অমৃতচরগণের সহিত অন্তর্হিত  
হইলেন।

হে ধর্মরাজ! যে মনুষ্য এই দক্ষোক্ত বেদসম্বৃত কল্পদেব স্তব শ্রবণ ও  
কীর্তন করিবে, সে নিরাপদে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে। ভগবান্ মহা-  
দেব যেক্রপ সমুদায় দেবগণের প্রধান, সেইক্রপ এই স্বাক্ষরিত শিবস্তব ও  
সমুদায় স্তব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি যশ, রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য ও ব্রহ্ম  
প্রাপ্তির অভিলাষী হয়, সে ভক্তিসঙ্ককারে এই স্তব শ্রবণ করিবে। যাহারা  
ব্যাদিপীড়িত, হিংস্রিত, তন্দুরোপদ্রব, ভীত ও রাজকাণ্ডে নিযুক্ত হইয়া  
থাকে, তাহারাই এই স্তব শ্রবণ করিলে অনারামে ভ্রমশূন্য হইতে পারে।  
এই স্তব পাঠ করিলে এই শরীরেই ব্রহ্মাচরগণের সাদৃশ্য এবং অসাধারণ  
ভেদ ও বিশেষাংশ হইয়া থাকে। যাহাদিগের ভবনে এই স্তব পাঠ হয়,  
রাক্ষস, দূত, পিশাচ বা বিনায়কগণে তাহাদিগের কোন উপদ্রব  
করিতে পারে না। যে রমণী শিবভক্তিপরায়ণা ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া  
এই স্তব শ্রবণ করত, তাহার পিতৃ ও মাতৃকুলে দেবভুল্য সম্মানলাভ হয়,

সম্মত নাই । যিনি সমাহিতচিত্তে এই স্তব শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তাঁহার সতত সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন ও অতিশয় সফল হয় । যে মনুষ্য ভক্তিসহকারে যথাবিধি দেবাদিদেব মহাদেব, কার্তিকেশ্বর, ভগবতী ও নন্দীকে বলি প্রদান করিয়া একাগ্রচিত্তে যথাক্রমে ইহাঁকিণের নাম স্মরণ করে, তাঁহার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হয় । সে পরকালে বহুকাল সুরলোকে বাস করিয়া থাকে এবং কখনই তাহাকে তির্ঘাক্ষোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না । হে ধর্মরাজ ! পরাশরপুত্র গুণবান্ বেদব্যাস স্বয়ং এই স্তবের এই প্রকার ফল শ্রুতকীর্তন করিয়াছেন ।

• ষড়শীতাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৮৬ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ইহলোকে মনুষ্যাগণ যে অশান্তিশক্তির আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহা কি প্রকার ও কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! তুমি যে শাস্ত্র সর্বজ্ঞানসাধন ও সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি তোমার নিকট সেই শাস্ত্র কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও জ্যোতি এই পঞ্চ মহাভূতই সমস্ত জীবের উৎপত্তি ও নাশের কারণ । উদ্ভিদমালা যেক্রপ সমুদ্রে উদ্ভূত ও বিলীন হয়, সেইরূপ জীবগণের কলেবর পঞ্চভূতের সমষ্টি হইতেই উৎপন্ন হয় এবং এই পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া থাকে । কৃষকের অঙ্গ সমুদায় যে প্রকার একবার তাহার শরীর হইতে বহির্গত হইয়া পুনর্বার ওদ্ভাধো প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূত সকল মহাভূত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া পুনর্বার মহাভূতেই বিলীন হইয়া থাকে । আকাশ হইতে শব্দ, পৃথিবী হইতে কঠিনাংশ, বায়ু হইতে প্রাণ, সলিল হইতে রস ও তেজ হইতে রূপ সমুৎপন্ন হয় । স্থাবর জঙ্গমাঙ্গক সমুদায় প্রাণীই শব্দাঙ্গগুণসম্পন্ন । উহারা বায়ব্যার ভূতকর্তা পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত ও প্রলয়কালে তাহাতে বিলীন হইয়া থাকে । ভূতভাবন পরমেশ্বর পঞ্চ মহাভূত দ্বারা ই-কলেবরের সমুদায় অংশ কল্পিত করিয়া দিয়াছেন । শব্দ, শোভা ও ছিদ্র সকল আকাশের গুণ ; রস, মেদ ও জিহ্বা সলিলের গুণ ; রূপ, চক্ষু ও অর্চরানল তেজের গুণ ; ভ্রমর বস্ত্র, জড় ও শরীর ভূমির গুণ এবং প্রাণ, স্পর্শ ও চেত্বা বায়ুর গুণ । এই আমি তোমার নিকট পঞ্চভূতের গুণ সকল কীর্তন করিলাম ।

জগদীশ্বর ঐ সকল শব্দাদিগুণের সৃষ্টি করিয়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ এবং কাল, কৰ্ম, বুদ্ধি ও মনের সহিত উচ্চাদিগের সম্বন্ধ নিকৰণ করিয়া দিয়াছেন । বুদ্ধি মনুষ্যদেহের পদতল হইতে মস্তক পৰ্য্যন্ত সমুদায় স্থানের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে । মনুষ্যশরীরে পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জীব অবস্থিত রহিয়াছে । সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ সমুদায় ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে ; অতএব ইন্দ্রিয়গণ কোন গুণের বশীভূত হইয়াছে, তাহা সৰ্ব্বতোভাবে বিচার করা কৰ্ত্তব্য । মনুষ্যগণ চক্ষু দ্বারা দ্রব্য অবলোকন, মন দ্বারা তাহাতে সংশয় ও বুদ্ধি দ্বারা তাহার নিশ্চয় করিয়া থাকে । আত্মা কেবল গাফীলরূপ হইয়া অবস্থান করেন । কাল, কৰ্ম এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ ইহার বুদ্ধিকে ও বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের প্রতি প্রেরণ করিয়া থাকে ! বুদ্ধি না থাকিলে পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইত ; বুদ্ধিই চক্ষুদ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, নাশিকাদ্বারা গন্ধ ভ্রাণ, জিহ্বাদ্বারা আশ্বাদন ও ত্বকুদ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে । যখন বুদ্ধি কোন বস্তু প্রার্থনা করে, তখন তাহাকে মন বলিয়া নির্দেশ করা যায় । পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির আশ্রয় । অতএব ইন্দ্রিয় সকল ও মন দূষিত হইলে, বুদ্ধিও দূষিত হইয়া উঠে । বুদ্ধিসাক্ষিস্বরূপ জীব অদিশ্চিহ্নিত হইয়া সাত্ত্বিকাদি ভাবত্রয় অবলম্বন পূৰ্ব্বক কখন প্রীতিযুক্ত, কখন শোকসম্পন্ন ও কখন সুখদুঃখ এই উভয়বিবৰ্হিত হইয়া থাকে । সরিৎপতি সাগর যেৰূপ বেলা অতিক্রম না করিয়া অবস্থান করে, সেইরূপ বুদ্ধি সত্ত্বাদি ভাবত্রয় অতিক্রম না করিয়া তাহাতেই অবস্থান করে । সত্ত্বগুণ সমুদিত হইলে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, সুখ ও বিপুলচিন্তিতা ; রজোগুণ উপস্থিত হইলে খেদ, শোক, সন্তাপ, মূচ্ছা ও অন্ধম ; এবং তমোগুণ সমুদিত হইলে অজ্ঞান, রাগ, মোহ, প্রমাদ, স্তম্ভতা, ভয়, অসমৃদ্ধি, দৈন্য, প্রমোহ, স্বপ্ন ও তদ্বাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । মনুষ্যের মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাবের উদয় হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক, যে দুঃখযুক্ত প্রীতিকর ভাবের উদয় হয়, তাহাকে রাজসিক এবং যে মোহযুক্ত অপ্রতীক্য অবিস্মের ভাবের উদয় হয়, তাহাকে তামসিক ভাব বলিয়া নির্দেশ করা যায় । এই আমি তোমার নিকট সমুদায় বুদ্ধির গতি কীৰ্ত্তন করিলাম । যিনি এই সমুদায় অবগত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান বলিয়া পরিগণিত হন ।

শরীর ও জীবাত্মা এই উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিভেদ যে, শরীর হইতে বিষয় সকলের সৃষ্টি হইয়া থাকে ; কিন্তু জীবাত্মা হইতে তাহা হয় না । শরীর ও আত্মা স্বভাবতঃ পৃথক ; কিন্তু মন্য যে প্রকার মিলিত হইতে

স্বতন্ত্র হইয়াও নিরন্তর গলিলমধ্যে অবস্থান করে, সেই প্রকার আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ হইয়াও সতত দেহমধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকে । বিষয় সমুদায় আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না ; কিন্তু আত্মা সর্বতোভাবে বিষয় সমুদায় অবগত হয় । লোকে আত্মাকে বিষয় সকলের সৃষ্টিবর্ত্তা বলিয়া অনুমান করে ; কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে ; আত্মা বিষয় সমুদায়ের পরিদর্শকমাত্র । চেতনায়ুক্ত দেহভিন্ন বুদ্ধির অন্য কোন আশ্রয়স্থান নাই । কারণভূত সৎবাদিগণ হইতেই দেহের সৃষ্টি হয় । ঐ সমস্ত কারণভূত গুণের স্বরূপ অবগত হওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে । আত্মা ও দেহে এই প্রকার নিত্যাদিক সম্বন্ধ নিক্রিপিত আছে যে, দেহ বিষয়সমুদায়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকে । অচেতন ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধিসহকারে প্রতীপের ন্যায় পদার্থ সকলকে প্রকাশ করে ; যিনি ইন্দ্রিয় সমুদায়ের এই প্রকার তত্ত্ব অবগত হইয়া কিছুতেই শোক বা হর্ষ প্রকাশ না করেন, তিনিই ষথার্থ নিরহঙ্কারী । উর্গনাভি হইতে বেক্রপ সূত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ দেহ হইতে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি হয় । কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, শরীরনাশ হইলে গুণের ধ্বংস হয় না ; উহা লিঙ্গশরীরমধ্যে অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে বলিয়া উহার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না । আর কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, দেহ নাশ হইলেই গুণ সমুদায়েরও নাশ হইয়া যায় । এই উভয় মতের মধ্যে শেষোক্ত মত দৃঢ়-  
নীয় । কারণ, গুণের একবার নাশ হইলে পুনর্বার উহার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই । লোকে এই প্রকারে সমুদায় সংশয় অপনোদন করিয়া শোক পরিহার পূর্বক পরম সূখে অবস্থান করিবে । অজ্ঞানাদি মূঢ় ব্যক্তিগণ এই সুবিল্লীর্ণ মোহসলিলপরিপূর্ণ অগাধ সংসার নদীতে নিপতিত হইয়া যে প্রকার ক্লেণ ভোগ করিয়া থাকে, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কদাপি সেক্রপ কষ্ট ভোগ করেন না । বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জ্ঞানপ্লাব অবলম্বন করিয়া অন্যায়সেই দেহ নদী সমুদ্রীর্ণ হইতে সমর্থ হন । মূঢ় ব্যক্তিগণ বাহ্যতে সাতিশর ভীত হইয়া থাকে, বিদ্বানেরা তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হন না । মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় পণ্ডিতগণের ভিন্ন ভিন্ন স্নাতলাভ হয় না ; তাহার নিদ্রিষ্ট নিয়মে সকলেই তুলাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । তাহার আপনাদিগের পূর্বসৃষ্টিত কৰ্ম্ম সমুদারে দোষারোপ করেন এবং কহিয়া, যাহা কর্তব্য ও যাহা অকর্তব্য বলিয়া অবধারণ করে, সেই উভয়ই অশ্রিত বোধ করিয়া তাহার অনুষ্ঠানে পরাভূত হন ।



## সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৮৭ ।

মুখিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! প্রাণিগণ নিয়তই দুঃখ ও মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া থাকে ; অতএব আমরা যে প্রকারে ঐ উভয় হইতে নিস্তার পাইতে পারি, আপনি তাহার উপায় কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি এই উপলক্ষে তপোধানাগ্রগণ্য নারদ ও সমঙ্গের পূর্ব্বতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । এক দিবস দেবর্ষি নারদ মহামতি সমঙ্গকে সন্থোদন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, তপোধান ! তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যেন, তুমি বাহুগুণ দ্বারা ভবনদী সন্তরণ পূর্ব্বক পার হইতে সমুদাত হইয়াছ । আমি তোমাকে সর্ব্বদা পরিতুষ্টচিত্ত ও শোকবিহীন দেখিতেছি । তোমাতে অগ্ন্যাজ্ঞ ও উদ্বেগ লক্ষিত হয় না । তুমি বালকের ন্যায় নিত্যতৃপ্ত ও রাগদ্বেষবিহীন হইয়া অবস্থিতি করিতেছ । ইহার কারণ কি ?

সমঙ্গ কহিলেন, মহাশয় ! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালের সমস্ত বস্তুই অলীক এবং কার্যের আরম্ভ ও কর্ম্মফল দুঃখের কারণ । আমি এই সমস্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া উদ্যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছি । প্রাক্তন অদৃষ্টই জীবনধারণের কারণ । লৌকিক উদ্যোগ কখনই উহার কারণ নহে । দেখ, কি মূর্থ, কি পণ্ডিত, কি ধনবান্, কি নির্দীন, কি জড়, কি অন্ধ, কি বলবান্, কি দুর্ব্বল সকলেই আমাদের ন্যায় জন্মান্তরীণ কার্য্যদ্বারা জীবন ধারণ করিতেছে । দেবগণ প্রাচীন অদৃষ্ট দ্বারাই রোগশূন্য হইয়া জীবিত রহিয়াছেন । দেখ, কেহ সহস্র মুদ্রার অধিপতি, কেহ শত মুদ্রার অধিপতি এবং কেহবা শোকাবুল হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে । বাহা হউক, আমি যখন অজ্ঞানমূলক শোক পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন, আমার ধর্ম্ম ও বজ্রাদি কার্য্যে প্রয়োজন কি ? সুখদুঃখ যে' অনিত্য, ইহা আমি বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি ; এই জন্যই আমি উহাতে অভিভূত হই নাই । প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, প্রজ্ঞাই ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতার মূল কারণ । যুটেলির ব্যক্তিগণ কখনই প্রজ্ঞা লাভ করিতে পারে না । এই নিমিত্ত তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল সততই মূঢ় ও শোক-সন্তপ্ত হয় । যুটগণ মোহপ্রযুক্তই আপনাদিগকে ধনী ও মানী বোধ করিয়া থাকে । তুাহারা কোন লোকেই প্রেমোলাভে সমর্থ হয় না ।

অপদঃ কখনই চিরস্থায়ী নহে ; অতএব অতী হইয়া গরু ও হুংখী হইয়া খেদ করা নিতান্ত অবিধেয় । দেহাভিমানশূন্য মাদৃশ ব্যক্তিগণ সর্বদা পরিবর্ত্তমান, মূর্ত্তিমান, সন্তাপস্বরূপ এই সংসার খীকার করেন না । তাঁহারা ইষ্ট বস্তুর ভোগাভিলাষ ও উপস্থিত সুখ হুংখের চিন্তা পরিত্যাগ করেন । যোগাক্রম্ মহাত্মারা কখনই অন্যের সুখদর্শনে সুখাভিলাষী, অনুপস্থিত বিষয়লাভের চিন্তা করিয়া আনন্দিত, বিপুলার্থলাভে পরিতুষ্ট বা অর্থনাশে বিষয় জন না । বান্ধব, ঐশ্বর্য্য, কুল, শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্র বা বীৰ্য্য দ্বারা পারলৌকিক হুংখের শাস্তি হয় না । একমাত্র শীল দ্বারাই পরলোকে শাস্তিলাভ করিতে পারা যায় । যোগশূন্য ব্যক্তিগণের মোক্ষ-বিষয়িণী বুদ্ধি নাই । যোগব্যতিরেকে কেহই সুখলাভ করিতে পারে না । হুংখতাগ ও ধৈর্য্যই সুখোদয়ের কারণ । প্রিয় বস্তু দ্বারা হর্ষ ও হর্ষ দ্বারা গরু হইয়া থাকে এবং গরু হইলেই লোককে নিয়য়গামী হইতে হয় । আমি এট জনাই প্রিয় বস্তু, হর্ষ ও দর্প পরিহার পূর্ব্বক সুখ-হুংখে লিপ্ত না হইয়া সাক্ষীর ন্যায় জীবনগণের শোক, ভয় ও গরু অবলোকন এবং রাগধ্বংগবিহীন ও শোকশূন্য হইয়া অর্থ, কাম, বিষয়-বাসনা ও মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি । আমার ইহলোক ও পরলোকে মৃত্যু, অশ্রম ও লোভাদি হইতে কিছুমাত্র ভয় নাই । আমি অতি কঠোর যোগাভ্যাস করিয়া এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছি ; এই জন্য শোক আমাকে ব্যথিত করিতে পারে না ।

### অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৮৮ ।

বৃষ্টির কহিলেন, পিতামহ ! যাহারা শাস্ত্রের স্বার্থ তত্ত্ব অবধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ, সর্বদা সংসারাক্রম্ ও শমনমাদির অনুষ্ঠানবিহীন, তাহাদিগের কর্তব্য কি, কীৰ্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! ওকপূজা, জ্ঞানবুদ্ধগণের উপাসনা ও সর্বদা শাস্ত্রশ্রবণ করাই ঐ সকল ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য । আমি এই উপলক্ষে গালবনারক সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । একদিবস গালব মঙ্গলাভিলাষী হইয়া মোহপরিবর্জিত, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, দেবর্ষি নারদকে সন্মোদন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন পুত্র যে সকল গুণে বিভূষিত হইলে লোকসমাজে সমাদৃত

হয়, আগনি সেই সমস্ত গুণে বিভূষিত ও বিদ্বান্। আমি লোকভৃত্ত-  
বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও একান্ত মূঢ়; অতএব আমার সন্দেহভঞ্জন  
করা আপনার অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রে যে সমুদায় কার্য্য কর্তব্য বলিয়া  
নিরূপিত হইয়াছে, সেই সকলের মধ্যে কোন্ 'কোন্ কার্য্য আমাদিগের  
শ্রেয়স্কর, তাহা আমি কিছুই অবধারণ করিতে পারি না; অতএব  
আগনি তদ্বিবর বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। সকল আশ্রমেরই আচার  
ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। সমস্ত আশ্রমই স্ব স্ব আশ্রমাত্ম্যায়ী মতানুসারে  
নানাপ্রকার কর্তব্য নিরূপণ করেন। এই প্রকারে মনুষ্যাগণকে স্বীয়  
স্বীয় শাস্ত্রে একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া বিবিধ মার্গে গমন করিতে দেখিয়া  
আমি কি কর্তব্য, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। শাস্ত্র  
যদি এক প্রকার হইত, তাহা হইলে কর্তব্যবিষয়ে আর কোন সংশয়  
থাকিত না। উহা নানাপ্রকার হওয়াতেই কর্তব্য নিরূপণ করা আমার  
পক্ষে নিতান্ত দুৰূহ হইয়া উঠিয়াছে। কর্তব্য অবধারণবিষয়ে আমার  
নানাপ্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হওয়াতে আমি আপনার নিকট সমাগত  
হইয়াছি; অতএব আগনি আমার সংশয় নিরাকৃত করুন।

নারদ কহিলেন, বৎস! চারি আশ্রম বৈ প্রকার পুণ্যকৃপে নির্দিষ্ট  
হইয়াছে, সেই প্রকার চারি আশ্রমের ধর্ম্মও যথাক্রমে পুণ্যকৃপে নিরূপিত  
আছে। তুমি ঐ সমুদায় আশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আচার্য্যসম্মিধানে  
উহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই অনাগ্রাসে ঐ সকলের বিস্তৃত ভাব অবগত  
হইতে পারিবে। যাহা সামান্যভাবে ঐ সমুদায় আশ্রম অবলোকন  
করে, ধর্ম্মনিরূপণবিষয়ে কখনই তাহাদিগের সন্দেহভঞ্জন হয় না। আর  
যাহারা সরলভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আশ্রমধর্ম্ম সমূহের যথার্থ তত্ত্ব  
পর্যালোচনা করিয়া থাকেন, তাহারাই মুক্তিকে সমস্ত আশ্রমধর্ম্মের  
স্বার্থ কল বলিয়া অবগত হইতে পারেন। যিহের প্রতি অনুগ্রহ, অমি-  
ত্বেয় নিগ্রহ, ত্রিবর্গ সংগ্রহ, পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, সর্বদা পুণ্যসঞ্চয়,  
সাধুগণের সহিত সম্বাবহার, সর্বদৃতে দয়া প্রকাশ, সরল ব্যবহার,  
অধুর বাক্য প্রয়োগ, দেবতা, পিতৃ ও অতিথির অর্চনা, ভৃত্যগণের প্রতি  
নিরংকার ব্যবহার, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সত্যজ্ঞান অবলম্বন, অহংকার  
পরিত্যাগ, সাবধামতা, সন্তোষ, ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মানুসারে বেদ ও  
বেদান্ত অধ্যয়ন এবং জ্ঞানোপার্জনার্থ শাস্ত্র জিজ্ঞাসা শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি-  
দিগের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। যাহারা মঙ্গলাকাজক্ষী হন, শক, ক্রশ, রশ ও  
গন্ধাদি পেষনে অর্হবগ, ব্রাহ্মিকালে বিচরণ, দিবানিত্রা, কাল্পনা, পঠিতা

অহঙ্কার পরিত্যাগ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য। তাঁহারা যোগে নিত্যন্ত আসক্ত বা এককালে অনাসক্ত হইবেন না। অন্যের নিন্দার দ্বারা আপনার উন্নতিসাধন করিতে যত্ববান হওয়া তাঁহাদিগের কোনক্রমেই বিধেয় নহে। আপনার গুণদ্বারাই গুণহীনদিগকে পরাক্রম করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য। এই প্রকার অনেক আত্মাভিমानी গুণহীন ব্যক্তি বিদ্যমান আছে যে, তাহারা গুণবান ব্যক্তিগণের তুলা হইবার বাসনায় তাঁহাদের উপর দোষারোপ করিয়া থাকে। তাহারা মহাজন-গণ কর্তৃক শিক্ষিত হইলেও নিত্যন্ত দর্পিত হইয়া আপনাদিগকে যথার্থ গুণবান ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক গুণসম্পন্ন বলিয়া বোধ করে। গুণবান বিদ্বান ব্যক্তিগণ সমুখে স্বীয় গুণ কীর্তন বা নিন্দাবাদে একান্ত পরাভূত বলিয়া জনসমাজে ভূয়সী কীর্তি লাভ করিয়া থাকেন। কুহম সকল যেরূপ আত্মপ্রাধা না করিয়া স্নেহদ্বারা সর্বাঙ্গিক সুবাসিত করে, দিবাকর যেরূপ সমুখে আত্মগুণ কীর্তন না করিয়া আপনার রশ্মিজালপ্রভাবে অপরতলে দলীপ্যমান হন, সেইরূপ মহৎ ব্যক্তি আত্মপ্রাধা না করিয়া স্বীয় যশঃপ্রভাবে অবনীমণ্ডলমধ্যে শোভমান হইয়া থাকেন। মূর্খেরা কেবল আত্মপ্রশংসানিবন্ধন সর্বত্র অকীর্তিলাভ করে। কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিলেও জনসমাজে তাহাদিগের খ্যাতি প্রকাশিত হয়। \*মূর্খেরা উচ্চৈঃস্বরে বাক্য প্রয়োগ করিলেও অদূরতাপ্রযুক্ত উহা বিফল হইয়া যায়; আর বিদ্বান ব্যক্তিগণ অতি মৃদুস্বরে বাক্য-প্রয়োগ করিলেও সারস্বতাপ্রযুক্ত উহা সমধিক শোভা পাইয়া থাকে। সূর্য যে প্রকার সূর্য্যকান্ত মণিসংযোগে আপনার তেজঃপ্রদর্শন করেন, সেই প্রকার মূঢ় ব্যক্তিরা কুবাক্য প্রয়োগদ্বারা আপনাদের নীচাশয়তা প্রদর্শন করিয়া থাকে; এই জন্যই শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তিগণ বিবিধ জ্ঞান-লাভ করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ চেষ্টা করেন। আমার মতে সকলের পক্ষে জ্ঞানলাভই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা না করিলে বা অন্যর প্রশ্ন করিলে, জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ জড়ের ন্যায় নিলজ্জ হইয়া থাকা অবশ্য কর্তব্য। তাহারা শ্রেয়োলাভ করিতে অভিলাষ করে, স্বধর্মনিরত বদানা ব্যক্তিগণের মধ্যে অবস্থান করিতে বাসনা করাই তাহাদিগের নিত্যন্ত আবশ্যক। যে স্থলে বর্ণসঙ্কর বিদ্যমান থাকে, তথায় বাস করা তাহাদিগের নিত্যন্ত অকর্তব্য। ইহলোকে যে যেরূপ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাকে তদনুরূপ পুণ্যপাপে লিপ্ত হইতে হয়, মলিন অনলের দ্বারা পুণ্য ও পাপের স্পর্শে সুখ দুঃখ লাভ হইয়া

থাকে । বিষমাপী ব্যক্তিগণ দ্রব্যের আশ্রয় বিচার না করিয়া কেবল উন্নয়নপূর্ব্বার্থ ভোজন করেন ; সুতরাং তাঁহাদিগকে ভোগাদিবিক্কে লিপ্ত হইতে হয় না । আর যাহারা দ্রব্যের রস পরীক্ষা করিয়া আহার করে, তাহাদিগকে কৰ্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হয় । যে স্থলে শিষ্য জ্ঞানলাভার্থ গুরুসম্মিথানে গমন পুৰুষ অবজ্ঞানহকারে প্রেম জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু তাহাকে ধৰ্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, সে স্থান পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য । যে স্থানে শাস্ত্রানুসারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা থাকে, সে স্থান পরিত্যাগ করা কদাচ উচিত নহে । যে জনপদের লোকেরা ঐতিষ্ঠান্য করিবার নিমিত্ত যথার্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, সে সমাজে অবস্থান করা পণ্ডিত ব্যক্তির নিতান্ত অবর্তব্য । লোভপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তি কর্তৃক যে দেশের ধন্যগেহু বিলোড়িত হয়, প্রজলিত বস্ত্রাত্তের তায় সেই দেশ পরিত্যাগ করা সৰ্ব্বতোভাবে বিধেয় । মাৎস্যশূন্য মহাস্তারা যে দেশে বাস করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিরন্তর ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করেন, সেই দেশে পুণ্যবান্ সাধুগণের নিকট বাস করা অবশ্য কর্তব্য । অর্থোপার্জন্যর্থ ধন্যানুষ্ঠান করিলে পাপ জন্মে ; অতএব যে দেশের মনুষ্যেরা অর্থোপার্জন্যর্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তথায় বাস করা নিতান্ত অমুচিত । যে দেশের মনুষ্যগণ পাপকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে বাসনা করে, সমর্পণের ন্যায় শীঘ্রই সে দেশ পরিত্যাগ করা বিধেয় । মনুষ্য পূর্ব্ববাসনা প্রভাবে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকে, শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির সেই কার্য্য একবারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য । যে দেশের রাজা ও রাজপুরুষগণ কুটুম্বদিগের ভোজনের পূর্বে ভোজন করে, জিতচিত্ত ব্যক্তি সেই রাজ্যে কোনক্রমেই বাস করিবেন না । যে রাজ্যে রাজন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত ধর্ম্মশীল শ্রোত্রিয়গণ সৰ্ব্বাগ্রে ভোজন করিয়া থাকেন, সেই রাজ্যে বাস করাই সাধুগণের কর্তব্য । যে দেশে সাহা, স্বধা ও বষট্কার শব্দ সতত উচ্চারিত হয়, সাধুগণ অবিচারিতচিত্তে সেই দেশে অবস্থান করিবেন । যে রাজ্যের ব্রাহ্মণেরা আচারচ্যুত ও অপবিত্র, বিষমিশ্রিত আমিষের ন্যায় সেই রাজ্য পরিত্যাগ করা সৰ্ব্বতোভাবে বিধেয় । যে দেশের মনুষ্যেরা অযাচিত হইয়া প্রীতমনে দান করেন, জিতচিত্ত মহাস্তারা সেই দেশে সুস্থচিত্তে বাস করিবেন । যে দেশে অবিদিত ব্যক্তিগণের দণ্ড ও সাধু ব্যক্তিগণের সংকার লাভ হয়, সেই দেশে পুণ্যলীল মহাস্তাদিগের সহিত সন্মিলিত হইয়া বাস করা সৰ্ব্বতোভাবে বিধেয় ।

যে দেশের রাজা বিষয়লোভ পরিহার পূর্বক, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের প্রতি ক্রুদ্ধ, সাধুগণের অত্যাচারনিরত, লোভপরতন্ত্র ও অবিবর্তিত ব্যক্তিদিগের কঠিন দণ্ড করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করেন, অবিচারিতচিত্তে সেই রাজ্যে বাস করা উচিত। ঐ প্রকার সংস্কারসম্পন্ন ভূপতিগণ সন্তত অধিকারস্থিত প্রজাবর্গের হিতাহুষ্ঠান করিয়ে থাকেন। এই আমি তোমার নিকট শ্রেয়োলাভের উপায় কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম-নিরত ও সমাহিত হইয়া পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে, তাহার কতদূর অভ্যাস লাভ হয়, তাহা বর্ণন করিতে পারা যায় না। ফলতঃ ধর্ম্মপ্রভাবেই পরমার্থ মোক্ষ পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

### একোনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৮৯ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মাদৃশ নরপতিগণ কি প্রকারে সাবধান হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন এবং কোন্ কোন্ গুণ অবলম্বন পূর্বক সঙ্গপাশ হইতে বিমুক্ত হইবেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহাতপা অরিষ্টনেমি মহারাজ সগরকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমি এই উপলক্ষে সেই পুণ্যতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিবস মহারাজ সগর মহাতপা অরিষ্টনেমিকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! মনুষ্য কি প্রকার মঙ্গলকার্য্যে অন্বেষণ করিলে, ইহলোকে শোকসন্তপ্ত ও ক্রুদ্ধ না হইয়া সুখলাভ করিতে পারে, তাহা অবগত হইতে আমার সাতিশর অভিলাষ হইয়াছে; আপনি অহুঃপ্রহ পূর্বক উদ্ভা কীর্ত্তন করুন। মহামতি সগর এই কথা কহিলে, সর্বাঙ্গাবেতা মহামতি অরিষ্টনেমি তাঁহাকে উদ্দেশের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! মোক্ষই পরম সুখের মূল। ইহলোকে জীপ্স্তাধিপোষননিরত ধনধান্যসম্পন্ন অনভিজ্ঞ লোকেরা কদাপি সেই পরমপদার্থ অবগত হইতে পারে না। বিষয়াসক্ত বুদ্ধি ও ভ্রমাকুল মনকে নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। স্নেহপাশনিবদ্ধ মৃত ব্যক্তিগণ কখনই মোক্ষলাভে সমর্থ হইবে না।

একণে আমি তোমার নিকট সমস্ত স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইবার

বিষয় কীর্তন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যথাসময়ে অপত্য্যাদ-  
পাদন এবং পুত্রগণ জীবিকানির্বাহে সমর্থ ও যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, তাহা-  
দিগের বিবাহ সম্পাদন পূর্বক স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া যথাস্থখে পৰ্যা-  
টন করা অবশ্য কর্তব্য। ভার্য্যা, পুত্রবতী, পুত্রবৎসলা ও বৃদ্ধা হইলে  
বিষয়তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া পুত্রমার্থের অনুসন্ধান করা বিধেয়। পুত্র  
হউক বা না হউক, প্রথমে যথাবিধি ইন্দ্রিয়মুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে  
বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক ইহলোকে বিচরণ ও যদৃচ্ছালব্ধ ভবো  
সন্তোষলাভ করা অবশ্য কর্তব্য। এই আমি তোমার নিকট বিষয়ভোগ-  
পূর্বক উহা পরিত্যাগ করিবার বিষয় সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম; এক্ষণে  
মোকলাভের বিষয় বিস্তার পূর্বক কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যাহারা ইহলোকে বিষয়বিমুক্ত ও নির্ভর হইয়া পৰ্য্যটন করিতে পারে,  
তাহারা পরম স্থখে কালযাপন করিয়া থাকে। আর নানাহাঙ্গী বিষয়াসক্ত  
হয়, তাহারা নিশ্চয়ই ক্ষয়মুহুর বশীভূত হইয়া থাকে। দেখ, আহারসঞ্চয়-  
নিরত কীট ও পিপীলিকাগণও নিরন্তর বিনষ্ট হইতেছে; অতএব ইহ-  
লোকে বিষয়বিমুক্ত ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। সুমুগ্ধ ব্যক্তি, আমি ব্যক্তিরেকে  
আমার পরিজনগণ এই প্রকারে জীবিকানির্বাহ করিবে, এই চিন্তা  
এককালে পরিত্যাগ করিবেন। জীবগণ স্বয়ং উৎপন্ন, স্বয়ং পরিবর্জিত,  
স্বয়ং সুখদুঃখভোগী ও স্বয়ং কালকবলে নিপতিত হয়। মনুষ্যেরা জন্ম-  
ন্তরীণ অদৃষ্টবলেই পিতামাতার সংগৃহীত অথবা স্বোপার্জিত গ্রামাচ্ছাদন  
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পূর্বজন্মে যে প্রকার কার্য্য করে, বিধাতা  
তাহার তদনুরূপ ভক্ষ্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন। অতএব সমুদায় লোকই  
স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া ইহলোকে বিচরণ করে। যখন  
সকল মনুষ্যই স্বয়ং মৃৎপিণ্ডরূপ ও সতত পরাধীন, তখন তাহাদিগের  
পরিজনপোষণের চিন্তা করা নিতান্ত নিষ্ফল। যখন তুমি স্বজনগণকে  
রক্ষা করিতে নিতান্ত যত্নবান্ হইলেও মৃত্যুতোমার পরিজনদিগকে  
প্রাপ্ত করিতে পারে; যখন তুমি পরিজনগণের ভরণপোষণ সমাপ্ত না  
হইতে হইতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কালকবলে নিপতিত হইতে  
পার; যখন তোমার স্বজনগণ প্রাণ ত্যাগ করিলে, তুমি তাহাদিগের সুখ-  
দুঃখ জ্ঞাবগত হইতে পার না এবং যখন তুমি জীবিত থাক বা না থাক,  
তোমার পরিজনদিগকে অবশ্যই স্বকার্য্যপ্রবৃত্ত সুখদুঃখ ভোগ করিতে  
হইবে, তখন অদৃষ্টকেই বলবান্ বিবেচনা করিয়া আপনাত্মক মনস্কৃতি  
করা তোমার নিতান্ত উচিত। এই মনোনীতলে কেহই কাহার নহে;

ইহা বিশেষরূপে অবগত হইয়া মোক্ষবিষয়ে মনোভিনিবেশ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য ।

যে ব্যক্তি কোপ, লোভ, মোহ ও কুংপিপাসাদি জয় করিতে পারে ; যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত দ্যুতক্রীড়া, সুর্য্যপান, স্ত্রীসন্তোগ ও মৃগয়াবিষয়ে আসক্ত না হয় ; যে ব্যক্তির মন স্ত্রীলোকদর্শনে বিকৃত না হয় ; যে ব্যক্তি প্রাণিগণের জন্ম, মরণ ও জীবন ধারণের কষ্ট বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে ; যে ব্যক্তি ধান্যপরিপূর্ণ সহস্রকোটি শকট প্রাপ্ত হইয়াও জীবন ধারণোপযুক্তমাত্র ধান্য গ্রহণ করে ; প্রাসাদ ও মঞ্চ যাত্রার সমজ্ঞান হয় ; যে ব্যক্তি সর্বলোককে মৃত্যুসমাক্রান্ত, বাধিনিপীড়িত ও জীবিলা-কর্ষিত দর্শন করে, অন্নমাত্রলাভে সন্তুষ্ট হয় এবং সমুদায় জগৎকে ভোক্তা ও ভোগ্য বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ দর্শন করিয়া স্বয়ং মায়াময় সুখদুঃখে আসক্ত না হয় ; কি পর্য্যঙ্কশয্যা, কি ভূমিশয্যা, কি উৎকৃষ্ট অন্ন, কি কদম্ব, কি পটুবস্ত্র, কি তৃণনির্মিত বস্ত্র বা বকুল, কি কম্বল, কি চর্ম্ম সমুদায়েই যাত্রার সমান জ্ঞান ; যে ব্যক্তি সমস্ত লোক পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন বিবেচনা করিয়া সচ্ছন্দে অবস্থান করে ; সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয়, অমুরাগ বিরাগ এবং ভয় ও উদ্বেগে যাত্রার সমান বুদ্ধি ; যে ব্যক্তি এই কলেবর যেরক্ত, মূত্র ও পূরীষ পরিপূর্ণ ও নানাপ্রকার দোষের আকর এবং অরানিবন্ধন উহাতে যে বলীপলিত সংযোগকৃশতা, বিবর্ণতা, জরা-প্রযুক্ত কুস্তভাব, পুংজের উপঘাত, অকৃত্ব, বধিরতা ও দৌর্ব্বল্যাदि জন্মে, ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে পারে ; যে ব্যক্তি দেবতা, ঋষি ও অশুর-গণও লোকান্তরে গমন করেন বিবেচনা করিয়া সমুদায় অনিত্য জ্ঞান করিয়া থাকে ; প্রভাবসম্পন্ন অসংখ্য ভূপতিও পৃথিবী পরিত্যাগ করে বলিয়া যাত্রার বিবেচনা হয় ; যে ব্যক্তি ইহলোকে অর্থ নিত্যস্ত হ্রাসিত ও কষ্ট নিত্যস্ত সুলভ এবং কুটুম্বভরণপোষণ নিরর্থক ক্লেণজনকমাত্র বলিয়া জ্ঞান করে এবং যেব্যক্তি শাস্ত্র ও লৌকিক ব্যবহার দর্শনে সমস্ত পদার্থ অসার বিবেচনা করিয়া পরমার্থাশ্বেষুণে প্রযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ মুক্তিলাভ করিতে পারে । ইহলোকে অপত্য ও অনান্য আত্মীয়-গণের অত্যাচার দর্শন করিয়া কাহার না মোক্ষলাভে প্রবৃত্তি জন্মে ? ঋষি ত্বরিগাহস্থ্য বা মোক্ষধর্ম্মসাধন বিষয়ে স্তিরবুদ্ধি হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে মুক্ত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার কর ।

হে অশ্বপতি ! ভূপতি সগর মহাত্মা অসিষ্টবেদিক এই উপদেশদ্বারা



শ্রবণ পূর্বক মোক্ষার্থে একান্ত অস্বস্ত হইয়া প্রজাপান করিতে লাগিলেন ।

—••—

নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৯০ ।

সুধিষ্টির কহিলেন, পিতামহ ! মহাত্মা শুক্রাচার্য্য কি কারণে দেব-  
গণের অগ্নির ও অম্বরগণের প্রিয়কার্য্য সাধন এবং কি কারণেই বা স্রবণ  
দেবর্ষি হইয়া দেবগণের ভোজ্যোহাস করিয়াছিলেন ? কিরূপে তাঁহার  
সুক্রত্ব ও পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হইয়াছিল এবং কি কারণেই বা তিনি  
গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে গমন করিতে পারেন না, এই সমস্ত শ্রবণ করিতে  
আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে ; অতএব আপনি আদ্যোপান্ত  
সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! ইতিপূর্বে আমি এই বৃত্তান্তগুলি যে  
প্রকার শ্রবণ করিয়াছি ও যতদূর অবগত আছি, তাহা আমুপূর্ব্বিক বর্ণন  
করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । ভৃগুংশগমুদ্ভূত মহাতপা  
শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুকৃত স্বীয় মাতৃবধনিবন্ধন দেবতাদিগের নিতান্ত বিদ্বেষ্টা  
হইয়াছিলেন । যজ্ঞরাক্ষসাধিপতি কুবের জগৎপ্রভু ইন্দ্রের কোষরক্ষার  
নিযুক্ত ছিলেন । মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যোগপ্রভাবে কুবেরের দেহমধ্যে  
প্রবেশ করিয়া যোগবলে তাঁহাকে বদ্ধ করত তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অপ-  
হরণ করিয়াছিলেন । ধনাধিপতি কুবের এই প্রকারে হতঃস্বর্ষ হইয়া  
নিতান্ত ব্যাকুলিত চিত্তে অমিতভেক্তা দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন  
করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহেশ্বর ! ভগবান্ ভার্গব  
যোগপ্রভাবে আমার দেহমধ্যে প্রবেষ্ট হইয়া আমাকে রোধ ও আমার  
সর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক বহির্গত হইয়াছেন । মহাযোগী মহেশ্বর কুবেরের  
এই বাক্য শ্রবণ করিয়াই ক্রোধাকুলোচনে শূল গ্রহণ পূর্ব্বক বারম্বার  
কহিতে লাগিলেন, হুস্মতি ভার্গব কোথায় ? ঐ সময় মহামতি ভার্গব  
আপনার উগ্রতর তপঃপ্রভাবে দূর হইতে যোগীশ্বরের রোষ ও অভিপ্রায়  
জানিতে পারিয়া তাঁহার শূলের অগ্রভাগে আগমন পূর্ব্বক অবস্থান  
করিতে লাগিলেন । তখন ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি শুক্রাচার্য্যকে  
তথায় অবস্থান করিতে দেখিয়া পিনাকের ন্যায় শূলগ্র সরমিত করিলেন ।  
দেবদেবের শূলগ্র সম্বিত হইবামাত্র ভার্গব তাঁহার হস্তগত হইলেন ।  
তখন পিনাকী সুব্যাদন পূর্ব্বক তৎকণাৎ তাঁহাকে প্রাস করিয়া

ফেলিলেন । এই প্রকারে মহামতি ভার্গব রুদ্রদেবের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় পর্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

স্বপ্নাভি কহিলেন, পিতামহ ! মহাভ্রাতি ভার্গব কি নিমিত্ত সেই ভৃগুবন ভগবান্ মহেশ্বরের জঠর হইতে বিনিঃসৃত না হইয়া তথায় সঞ্চার করিতে লাগিলেন এবং পর্যটন করিয়াই বা কি কার্য্য করিলেন ? সেই সমস্ত আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

স্বীয় কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! ভগবান্ কৈলাসেশ্বর শুক্রাচার্য্যকে গোস করিয়া সলিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পাদপের ন্যায় নিশ্চলভাবে বহুকাল কঠোর তপোভুটান করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি মহাদেব হইতে গাত্ৰোত্থান করিলে, সর্বলোকপিতামহ স্বাক্ষা তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া তাঁহার কুশল ও তপোবৃদ্ধির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন অচিন্ত্যাত্মা সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহাযোগী মহেশ্বর স্বাক্ষর নিকট আপনার তপোবৃদ্ধির বিষয় কীৰ্ত্তন করিয়া তপোবলে আপনার তেজ পরিবর্দ্ধিত দেখিলেন এবং স্বীয় তপস্যা ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা ত্রিলোকমধ্যে অসাধারণ প্রভাবে পরিশোভিত হইয়া পুনরায় ধ্যানযোগ অবলম্বন করিলেন । তখন মহাযোগী শুক্রাচার্য্য নিজ নিজ উদ্ভিন্নচিত্তে তাঁহার উদরমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তথা হইতে বিনির্গত হইবার নিমিত্ত বারংবার স্তব করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোন প্রকারেই কুঠকাৰ্য্য হইতে সমর্থ হইলেন না । পরিশেষে তিনি বারংবার মহাদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে পরিজ্ঞান করুন । আমি আর ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না । তখন ভগবান্ শূলপাণি ইন্দ্রিয়দ্বার সকল বন্ধ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভার্গব ! তুমি আমার শিষ্যদ্বার দিয়া বহির্গত হও । মহর্ষি শুক্রাচার্য্য মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণে প্রথমতঃ স্বীয় নির্গমনদ্বার দেখিতে না পাইয়া কিয়ৎক্ষণ জঠর-মধ্যে ইতস্ততঃ পর্যটন পূর্ব্বক পরিশেষে দেবদেবের শিষ্যদ্বার দিয়া বিনির্গত হইলেন । মহামতি ভার্গব মহেশ্বরের শিষ্যদ্বার হইতে বিনির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া শুক্রনামে বিখ্যাত হইয়াছেন । রুদ্র-দেবের ক্রোধপ্রযুক্তই ঐ মহর্ষি গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে কখনই লক্ষিত হন না । অনন্তর ভগবান্ দেবাদিদেব সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর শুক্রা-চার্য্যকে বহির্গত দেখিয়া ক্রোধপূর্ণলোচনে শূল গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলেন । দেবী পার্ব্বতী শূলপাণিকে বন্ধ অবলোকন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ ! এই

ব্রাহ্মণ আপনার উদর হইতে শিশুদ্বার দিয়া বিনির্গত হইয়াছে আমার পুত্রস্বরূপ হইয়াছে; অতএব ইহাকে সংহার করা আপনার কর্তব্য নহে। ভগবান্ পশুপতি পার্শ্বতীর এই কথা শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া বদমে তাঁহাকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি শ্রীত হইয়াছি; ইহাকে যথা ইচ্ছা ধনন করিতে বল। তখন মহাতপা চার্য্য দেবদেব মহাদেব ও দেবী পার্শ্বতীকে অভিবাদন করিয়া অতীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিদট ভৃগু-নন্দন মহামতি শুক্রাচার্য্যের চরিত্র বিস্তারপূর্ব্বক কীর্তন করিলাম।

### একনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২২১ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি যতই আপনার অনুতমস্র বাণী শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার শ্রবণেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব আপনি এক্ষণে মনুষ্যাগণ কি প্রকার শুভকাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উভয়লোকে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে, তাহা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বকালে মহাবলী রাজা জনক একদা মহাত্মা পরাশরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! মনুষ্যাগণ কোন্ কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্তন করুন।

সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ মহাতপা পরাশর মহারাজ জনকের এই বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! কন্যাহুষ্ঠানদ্বারা উভয়লোকেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারা যায়। পতিতগণ কহিয়া থাকেন যে, ধর্ম্মাশ্রমের উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। মনুষ্যাগণ ধর্ম্মাহুষ্ঠানদ্বারাই দেবলোকে পূজ্য হইয়া থাকে। সংকাৰ্য্যের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম। স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে কাৰ্য্যাহুষ্ঠান করা সকলেরই কর্তব্য। ইহলোকে জীবিকানির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের প্রতীক্ৰম, ক্ষত্রিয়ের করগ্রহণ, বৈশ্যের কৃষাদি কাৰ্য্য এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা এই চারি প্রকার উপায় বিহিত হইয়াছে। মনুষ্যাগণ ঐ সকল উপায় জালদসন করিয়া অবস্থান করিয়া থাকে। উহার জীবন ধারণ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ পুণ্য ও পাপজনক কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে বলিয়া তাহাদিগের গতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। তাহাদি-

নির্মিত পাত্র যেরূপ স্বর্ণ বা রক্তরসে অভিষিক্ত হইলে, তদ্বারা লিপ্ত হইরা থাকে, সেইরূপ মনুষ্যেরা পূর্বকৃত কৰ্ম্মাভ্যাসেরে পুণ্যপাপে লিপ্ত হয়; বাজ হইয়া থাকে পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যক্তিরেকে সুখলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যাগণ দেহাবসানে স্বীয় স্বীয় কৃত প্রভাবেই সুখলাভ করে। কৰ্ম্মাভ্যাস করিয়া থাকে, অদৃষ্ট বা অদৃষ্ট কৰ্ম্ম কিছুই নাই। দেব, গন্ধৰ্ব্ব ও দানববোনি স্বভাবতই হইয়া থাকে। ফল প্রাপ্তির সময় কৰ্ম্মান্তরী কৰ্ম্মকে উহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নহে। বেদবিহিত কাক্য সকল লো যাত্রা নির্বাহ ও লোকের মঙ্গলটির নিমিত্তই কল্পিত হইয়াছে; ঐ সকল জ্ঞানবুদ্ধিগের অহুশাসন বাক্য নহে। চার্ম্মাদিগের এইমত নিতান্ত অবিশুদ্ধ। কামমোখাটো যে যে প্রকার কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদন্তব্যের ফললাভ করিয়া থাকে। ভোগ দ্বারা কখনই পুণ্য পাপের ধ্বংস হয় না। মনুষ্যাগণ স্বীয় স্বীয় বস্তু দ্বারা কেবল দুঃখদুঃখ মিশ্রিত অবস্থা লাভ হয়। সংসারমাগরে নিম্ন ব্যক্তিগণের দুঃখভোগের সময় সুখ আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। দুঃখের অবসান হইলেই সেই সুখের উদয় হয়। আবার সুখাবসানেই পুনরায় দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে। দম, ক্ষমা, শৈল্য, তেজঃ, মত্তেয, সত্যবাদিতা, লজ্জা, অহিংসা, বাগদান-পরিচয় ও দক্ষতা মানবদিগের সুখের আদি কারণ। মনুষ্য মনো কাহা কেও নিরন্ত সুখ বা নিরন্ত দুঃখভোগ করিতে হয় না; ফলতঃ চিত্ত সংযত করা বিচক্ষণ ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। একর পুণ্য বা পাপ অন্যকে ভোগ করিতে হয় না। যে যে প্রকার কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে তদনুসংগত লাভ করে। যাহারা অসহযোগিতা করিয়া জ্ঞানপথ-বলদ্বী হন, আর যাহারা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত মগ্ন হইয়া সংসার মনো অবস্থান করেন, তাঁহাদের উভয়েরই পঞ্চপুথক পুথক। অন্যকে যে কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিঃসঙ্গ বরাবর, পরং তাহার অনুষ্ঠান করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে। নিঃসঙ্গ হইয়া উপহাসস্পন্দ হইতে হয়। ভীকু রাজা শ্রমণ্যবাদী সৰ্ব্বভাষী ব্রাহ্মণ, চেষ্টাশূন্য বৈশ্য, অসচ্চরিত্র বিদ্বান্, অসদ্ব্যবহারপরায়ণ কুপীন, অসচ্চরিত্রী স্ত্রী, রাগযুক্ত রোগী, মূৰ্খ বৃদ্ধা এবং রাজ্য বিহীন বা প্রজাপতি মেহশূন্য ভূপতি সকলেরই উপহাসস্পন্দ হইয়া থাকে।

দিনব্যতিক্রম দ্বিশততম অধ্যায় । ২৯২ ।

হে রাজর্ষে ! যে ব্যক্তি জ্ঞানরূপ রশ্মি দ্বারা শরীরবৎসর শব্দে  
 বিষয়রূপ অশ্ব সমুদায়কে সংযমিত করিয়া সংসারে পর্যটন করিতে পারেন,  
 তাহাকেই বুদ্ধিমান বলিয়া নির্দেশ করা যায় । যে ব্যক্তি বিষয়বাসন পূর্ণ  
 ত্যাগ পূর্বক আচার্যের প্রসাদে ঈশ্বরভক্তি লাভ করিতে পারেন, সক-  
 লেই তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে । ইন্দ্রিরতোগ্য বস্তুর উপভোগ  
 দ্বারা হৃদয় আয়ু বিনষ্ট হইয়া যায় । অতএব মনুষ্যেরা পুণ্যকর্ম  
 দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হইবেন । যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণ  
 প্রাপ্ত হইয়া তামস কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে বর্ণ হইতে  
 পরিভ্রষ্ট ও সম্মাননাতে বঞ্চিত হইতে হয় । পাপাত্মারা কোন-  
 কালেই পুণ্যোৎপাদ্য হৃদয় উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিতে পারেন না ; প্রভূত  
 পাপকার্য দ্বারা আত্মাকে নিরয়গামী করিয়া থাকে । অজ্ঞানকৃত পাপ  
 তপস্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায় । আর জ্ঞানকৃত পাপ তৎকালে পরিগণিত  
 হয় । অতএব হৃৎকজনক পাপকার্য্যামুষ্ঠান করা কখনই কর্তব্য নহে ।  
 যেকোন পবিত্র পুরুষেরা চণ্ডালকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করেন, সেইরূপ  
 বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ পাপকার্য্য দ্বারা মহৎ ফল লাভ হইলেও তাহার অনুষ্ঠান  
 করিতে বাসনা করেন না । পাপ কার্য্যের ফল কুৎসিত । পাপাত্মারা  
 পাপকার্য্যপ্রযুক্ত বিপরীত দৃষ্টি হইয়া দেহাদিকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান  
 করিয়া থাকে । ইহলোকে যে মুঢ় ব্যক্তি বৈরাগ্যাবলম্বী না হয়, দেহা-  
 সানে তাহাকে নিশ্চয়ই নরকজনিত সন্তাপ ভোগ করিতে হয় । যেকোন  
 নীলাদিরাগে অরঞ্জিত বস্ত্র মলিন হইলে কারাদি দ্বারা উহার শুভ্রতা  
 সম্পাদন করিতে পারা যায় ; কিন্তু নীলাদি রাগে রঞ্জিত বস্ত্রের কোনক্র-  
 মেই শুভ্রতা সম্পাদন করিতে পারা যায় না, সেইরূপ অজ্ঞানকৃত পাপ  
 প্রশ্লিষ্ট দ্বারা বিনষ্ট হয় ; কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপের কিছুতেই ধ্বংস হয়  
 না । যে ব্যক্তি জ্ঞান পূর্বক পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে প্রশ্লি-  
 ষ্ট জনিত স্বর্গ ও পাপজনিত নরক উভয়ই ভোগ করিতে হয় । ব্রহ্ম-  
 বাদিগণ বেদবিধি সন্দর্শন করিয়া কহিয়া থাকেন যে, অজ্ঞানকৃত হিংসা-  
 জনিত পাপ অহিংসা ব্রতদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায় । কিন্তু জ্ঞানকৃত হিংসা-  
 জনিত পাপ ফল ভোগ ব্যতীত তখনই বিনষ্ট হয় না । যাহা হউক, আমার  
 মতে পাপ পুণ্য অজ্ঞানকৃত হউক, বা জ্ঞানকৃত হউক, ভোগ ব্যতীত  
 করিয়া বিনষ্ট হইবার নহে । ইহলোকে জ্ঞানকৃত পাপ ও পুণ্য

সমুদায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ফলরূপে পরিণত হইয়া থাকে ; কিন্তু অজ্ঞানকৃত  
 হিংসাকর উৎকট কার্যা সমুদায়ও ক্ষুদ্র ফলরূপে পরিণত হয় । দেবতা বা  
 যজ্ঞপুণ্যের ন্যায় বিরুদ্ধ কর্ম দর্শন পূর্বক তদনুযায়ি কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া  
 বা তৎফলদেবের নিন্দা করা ধর্ম্মাঙ্গাদিগের নিত্যাত্ম আচর্য্য । যে ব্যক্তি  
 ইহা মনে বিচার করিয়া আপনায় সাধ্যানুসারে শুভ কার্যের অনুষ্ঠান  
 করে, নিশ্চয়ই তাহার শ্রোত্রোপালাভ হয় । যেকোন অল্প মূল্যপাত্রস্থ সলিল  
 ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়, কিন্তু পূর্ণ মূল্যপাত্রস্থ সলিলও কোন হানি হয় না,  
 তদ্রূপ বুদ্ধি দ্বারা বিচার না করিয়া কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, সেই কার্য  
 ক্রমশঃ হীনদশা প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু বিচার করিয়া কার্যের অনুষ্ঠান করিলে,  
 সেই কার্য সমভাবে অবস্থান পূর্বক ক্রমে ক্রমে সুখবৃদ্ধি করিয়া থাকে ।  
 যেকোন কোন পাত্রস্থিত সলিলে জল প্রদান করিলে, সেই সলিলের বৃদ্ধি  
 হয়, সেইরূপ পুণ্য ক্রোধের অনুষ্ঠান দ্বারা ধার্ম্মিকগণের পুণ্য পরিবর্দ্ধিত  
 হইতে থাকে ।

হে মহারাজ ! এই আমি তোমার নিকট সাধারণ ধর্ম্ম কীর্তন করি-  
 লাম ; অনন্তর রাজধর্ম্ম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ভূপতি প্রথমতঃ  
 প্রবল শত্রুদিগকে পরাজয়, যথাবিধি প্রজাবর্গের প্রতিপালন ও মানাশ্র-  
 ত্যার যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক পরিশেষে অরণ্যে গমন করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ও  
 জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমস্ত প্রাণীকে আপনায় মায়্য সন্দর্শন, যশাশ্রিত  
 গুরুজনের শুশ্রূষা এবং সত্য ও সংস্কারজনিত বিশুদ্ধ সুখ অনুভব  
 করিবেন ।

— \* \* —

ত্রিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৯৩ ।

হে মহারাজ ! ইহলোকে কেহ কাহার উপকার বা কেহ কাহাকে  
 কিছুই প্রদান করে না ; সুকলেই স্ব স্ব উপকার সাধনার্থ কার্য্য করিয়া  
 থাকে । অতএব অন্যের কথা দূরে থাকুক, মহোদর ভ্রাতাও যদি ব্রহ্ম-  
 পরিবর্দ্ধিত ও লঘুচেতা হয়, তাহা হইলে ভ্রাতাকেও পরিত্যাগ করা  
 কর্তব্য । সংপাত্রে ধনদান ও সংপাত্র হইতে ধন গ্রহণ এই উভয় কার্যেই  
 পুণ্য লাভ হইয়া থাকে ; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে প্রতিগ্রহ অপেক্ষা দানের  
 পুণ্য অধিক । যে ধন ন্যায়মার্গে উপার্জিত ও ন্যায়মার্গে পরিবর্দ্ধিত হয়,  
 সেই ধন ধর্ম্মানুষ্ঠান, ক্রিয়বার নিমিত্ত যত্নসহকারে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে  
 কর্তব্য । বৃশস কার্য্য দ্বারা অর্ধোপার্জন করা কোনক্রমেই ধর্ম্মাধী

ব্যক্তির বিধেয় নহে। অর্থচিত্তার অভিভূত না হইয়া স্বীয় সাধ্যানুসারে সকল কার্যের অনুষ্ঠান করা অতি আবশ্যিক। পিপাসাদিত অতিথিকে শীতলই হউক বা উষ্ণই হউক, সাধ্যানুসারে জল দান করিতে পারিলেই অন্নদানের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। মহামতি বসুদেব ফল, মূল ও পত্র দ্বারা মুনিগণের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহলোকে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ভূপতি শৈব্য ও ফলমূল দ্বারা পার্শ্বদেবের সহিত ভগবান্ ভাস্করের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মনুষ্যেরা জন্ম পরিগ্রহ করিবামাত্র দেবতা, ঋষি পিতৃ, অতিথি ও পুত্রাদি পোষ্যবর্গ এবং স্ব স্ব আত্মার নিকট ঋণী হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্যমাত্রেরই যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগের, সাধ্যায় দ্বারা ঋষিদিগের, ভ্রাতৃ দ্বারা পিতৃগণের, সংকার দ্বারা অতিথিগণের, জাতকস্রাদ্ধ অনুষ্ঠান দ্বারা পুত্রাদির এবং বেদশাস্ত্র শ্রবণ, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন ও সাধ্যানুসারে রক্ষাদ্বারা আত্মার ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়ার অবশ্য বিধেয়। নিন্দনীয় মুনিগণ যত্নসহকারে অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান পূর্বক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মহামতি ঋত্বিক্তনয় শুভংশেক বিশ্বামিত্রের পুত্রস্ব লাভ করিয়া ঋক্বেদ পান দ্বারা যজ্ঞভোজী দেবগণকে স্তুত করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দৈত্যগুরু ভার্গব, দেবী পার্শ্বদেবী ও দেবাদিদেব মহাদেবের প্রসাদে দেবলোকে কীর্তি ও শুভ্রভূ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অসিতদেব, নারদ, পরশ, কক্ষীবান্, জানদগ্ন্য জিতেন্দ্রিয় তাণ্ডবা, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ, কুণ্ডিন, হরিশ্চন্দ্র ও অত্রিশ্রবা প্রভৃতি মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্তে ঋক্বেদ দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু স্তুত করিয়া তাঁহায় প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহলোকে নিন্দনীয় অনেকানেক ব্যক্তিকে একমাত্র বিষ্ণুকে স্তুত করিয়া তাঁহার প্রসাদে, সকলের পূজ্য হইয়াছেন। নিন্দিত কশ্মীর অনুষ্ঠান পূর্বক উন্নতি লাভের বাসনা করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। ধর্মপথে অবস্থান করিয়া যে অর্থ উপার্জন করিতে পারা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ। অর্থ দ্বারা উপার্জিত অর্থ বিক্! ইহলোকে ধর্মই নিত্য পদার্থ; অর্থ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সেই ধর্ম পরিচ্যাগ করা নিত্যান্ত অকর্তব্য। আহিতাগ্নি ব্যক্তিগণ পুণ্যশীল ব্যক্তিদিগের অগ্রগণ্য। দাক্ষিণ্যগ্নি, গাহপত্য ও হবনীয় এই তিনি অগ্নিতেই বেদ সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি ক্রিয়া পরিপূর্ণ হন না, তিনিই যথার্থ নায়িক। ক্রিয়া পরিপূর্ণ হইয়া অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা তাহা দ্বারা কবাই বিধেয়। অগ্নি, অমৃত, পিতৃ, মাতা ও গুরু ইহাদিগকে সোহা করা

কর্তব্য ; যিনি সর্বতোভাবে হিংসা ত্যাগ ও কামবিহীন হইয়া ধর্ম্মাভ্যাসে, অভিমান ও রত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানবৃদ্ধিগের সেবা এবং বাসনা পরি-  
বর্জিত হইয়া স্নেহ সহকারে সকলের প্রতি সমভাবে কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ  
করিয়া থাকেন, সাধুব্যক্তিগণ তাঁহাকেই সাধু বলিয়া সম্মান করেন ।

### চতুর্নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৯৪ ।

হে রাজন্ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা দ্বারা  
জীবিকা নির্বাহ করিলে, শূদ্রের অনায়াসেই শ্রেয়োলাভ হইতে পারে ।  
শূদ্রের ঐ সেবা দ্বারা সমগ্রানুসারে বিপুল ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় । যদি  
কোন শূদ্রের পিতৃপিতামহাদি কখন কাহারও সেবা না করিয়া থাকে,  
তথাপি সেবা ব্যতিরেকে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করা তাহার কদাচ কর্তব্য  
নহে । সেবাই শূদ্রের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম । ধর্ম্মবিশারদ সাধুগণের সংসর্গে  
বাস ও অসং সংসর্গ পরিত্যাগ করা তাহাদিগের সর্ব্বতো ভাবে বিধেয় ।  
উদয়াচলস্থিত মণিমুক্তাদি যেকোন সন্নিধান বশতঃ সমধিক শোভমান  
হয়, তদ্রূপ শূদ্রজাতিও সাধুসংসর্গনিবন্ধন সমধিক শুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হইতে  
পারে । শুদ্ধ বস্ত্র নীল পীতাদি যে বর্ণে রঞ্জিত করা যায়, সেই বর্ণই প্রাপ্ত  
হইয়া থাকে । অতএব দোষ পরিহার পূর্ব্বক গুণ সমুদয়ে অনুরাগ  
প্রকাশ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য । ইহলোকে মনুষ্যাগণের জীবন  
নিত্যান্ত অস্থির ও অনিত্য । যিনি সুখ ও দুঃখ এই উভয় অবস্থাতেই  
সং কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ শাস্ত্রদর্শী বলা যায় ।  
অধর্ম্ম পথালম্বী হইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে যদি প্রচুর অর্থও প্রাপ্ত  
হওয়া যায়, তথাপি তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কোনক্রমেই বুদ্ধি-  
মান ব্যক্তির কর্তব্য নহে । যে ভূপতি সহস্র সহস্র গাভী অপহরণ করিয়া  
সংপাত্রে সমর্পণ করেন, তাঁহার কিছুমাত্র জয় লাভ হয় না ; প্রত্যুত  
তাঁহারে তৎক্ষণাতাপাণে লিপ্ত হইতে হয় ।

ভগবান্ স্বয়ম্ সর্ব্বাঙ্গে ত্রিলোকপূজিত বিধাতার সৃষ্টি করেন । অনন্তর  
বিধাতা লোকরক্ষার্থ মলিমাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন । বৈশাগণ  
সেই দেবতার অর্চনা করিয়া কৃষি গোরক্ষণাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া  
থাকে । বৈশ্যের শূদ্রসোৎপাদন, ক্ষত্রিয়ের শস্য রক্ষা, ব্রাহ্মণের উপ-  
ভোগ এবং শূদ্রের ক্রোধ ও শঠতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুতর দ্রব্য আদ-  
-



রণ ও বজ্রস্থান মার্জনাদি করাই বিধেয় । একপ হটলে কদাচ ধর্ম নষ্ট হইতে পারে না ; ধর্ম নষ্ট না হটলেই প্রজাবর্গ পরম সুখে অবস্থান কর এবং প্রজাবর্গ সুখী হটলেই দেবগণের পরম পরিতোষ প্রাপ্তি কলহঃ ভূপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন, বৈশ্য ঋণোপার্জন এবং শূদ্র শুদ্ধজানিরত হইলেই সর্ব্বের সম্মানিত হন । যে ব্যক্তি এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, সে নিশ্চয়ই ধর্ম্মচ্যুত হয় । ন্যায়পথে ধনোপার্জন পূর্ব্বক ভূরিদানের কথা দূরে থাকুক, অতি ক্রেশে কাকিনী-মাত্র দান করিলেই মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । ভূপালগণের মধ্যে যিনি সমাদর করিয়া ব্রাহ্মণদগকে যে রূপ দান করেন, তিনি তদনুরূপ মহাফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । স্বয়ং প্রতিগ্রহীতার নিকট গমন করিয়া তাহার সভোষ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বাহা দান করা যায়, সেই দানই উৎকৃষ্ট । গ্রহীতা যাচঞা করিলে যে দান করা হয়, তাহা মধ্যম ; আর যাহা অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা সহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । সংসারনিমগ্ন ব্যক্তিগণের এই ভবসমুদ্রে সমুত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যত্ববান হইয়া নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় । ব্রাহ্মণ দমগুণসম্পন্ন, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য ধনী এবং শূদ্র নিয়ত ইহাদিগের সেবাতৎপর হইলেই সমধিক সম্মানভাজন হন ।

### পঞ্চনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৯৫ ।

হে রাজর্ষে ! ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয় জয়লাভ, বৈশ্য ন্যায়কার্য্য ও শূদ্র শুদ্ধজা করিয়া যে অর্থ উপার্জন করেন, তাহা যৎকিঞ্চিৎ হইলেও ধর্ম্ম ফলপ্রদ ও প্রশংসনীয় হয় । সর্ব্বদা তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্রের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম । ব্রাহ্মণ বিপদাপন্ন হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম বা বৈশ্যধর্ম্মাবলম্বী হইলে পণ্ডিত হন না ; কিন্তু শূদ্র অধর্ম্মাবলম্বী হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে পণ্ডিত হইতে হয় । ত্রি তিন বর্ণের সেবা দ্বারা জীবনধারণ করিতে অসমর্থ হইলে বাণিজ্য, পশুপালন বা শিল্প কর্ম্ম করিতে পারে । যে ব্যক্তি কদাচ নাট্য, বহুরূপ প্রদর্শন এবং মদ্যমাংস ও লৌচর্চের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে নাই, তাহার জীবিকানির্ব্বাহার্থে সমস্ত অবলম্বন করা কোনরূপেই কুর্তব্য নহে । আর যে ব্যক্তির বহুকাল অবধি ঐ

সমুদায় কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হইয়া আসিতেছে, সে যদি ঐ সমুদয় পরিভাগ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ হয়, সন্দেহ নাই । মনুষ্যগণ ইহলোকে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া নানাপ্রকার গাণিকাদিগের অনুষ্ঠান করে; ঐ পাণ্ডুকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সকলেরই অকর্তব্য । ইহলোকে ধর্ম্মশীল লোকেরাই প্রশংসনীয় ও বহুশ্রমের আকর হইয়া থাকেন । পূর্বকালে প্রজাগণ দান্ত, নীতিবিশারদ ও ধার্মিক ছিল । তাহাদিগের মধ্যে কেহ দৈববশতঃ কোন কুক্রমে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে দিক্কার প্রদান করিলেই তাহার সমুচিত দণ্ড করা হইত । কিয়ৎকাল পরে অশুরেরা প্রজাবর্গকে ধর্ম্মে নিভান্ত আসক্ত দেখিয়া ধর্ম্মকে একান্ত অসহ্য বোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে কামাদিক্রমে তাহাদের দেহে প্রবিষ্ট হইল । কামাদি প্রবেশ করিলে প্রজাদিগের দেহে ধর্ম্মনশ্বন দলের আবির্ভাব হইতে লাগিল । অনন্তর দণ্ড হইতে ফ্রোষ সমুদ্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের শূণ্যতা ও লজ্জা বিনষ্ট করিল । তখন প্রজাগণ মোহে নিভান্ত অভিভূত হইয়া পূর্বভাব পরিত্যাগ পূর্বক পরস্পরকে নিপীড়িত করত ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অপমান করিয়া নিরন্তর বিষয় ভোগ করিতে লাগিল । ঐ সময় কেবল দিক্কার প্রদান দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা অসাধ্য হইয়া উঠিল ।

প্রজাগণ এত প্রকারে নিরতিশয় উচ্ছ্রাস হইলে দেবগণ বহুরূপধারী দেবাদিদেব মহাদেবের পরগণত হইয়া তাহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । ভগবান্ ত্রিলোচন দেবগণের দ্ব্যখে প্রজাবর্গের বিপরীতাচরণ অবগত করিয়া রোষভরে আপনার তেজোবলে প্রথমতঃ প্রজাবর্গের দেহস্থিত কামক্রোধ বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে সর্বপ্রধান মহামোহ নিপাতিত করিলেন । মহামোহ বিনষ্ট হইলে মনুষ্যগণ পূর্বের ন্যায় সত্যবাস্পন্ন হইয়া বেদ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয়চনা করিতে প্রবৃত্ত হইল । অনন্তর সপ্তর্ষিমণ্ডল ইজ্রকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনারা মনুষ্যগণের শাসনে নিযুক্ত হইলেন । সপ্তর্ষিমণ্ডল কিয়ৎকাল মনুষ্যগণের শাসন করিয়া নিরন্ত হইলে, বিপৃথু ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ, ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিপত্য লাভ করিয়া প্রজাবর্গের শাসনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ।

দেবাদিদেব মহাদেব যে সময় প্রজাবর্গের কামক্রোধাদি বিনষ্ট করেন, সেই সময় কোন কোন মহাকুলসমুদ্ভূত বৃদ্ধতম ব্যক্তির হস্ত

হঠাৎ ঐ সমুদায় আশ্রয়ভাব অপনীত হয় নাই। সেই সকল ব্যক্তি, সংসর্গে অনেকানেক ভীষণরাক্ষস ভূপাল আশ্রয় কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। এক্ষণে মূঢ় ব্যক্তিগণ স্বয়ং তাঁহাদিগের সেই কার্যের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিতেছে এবং অন্যকেও উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে বধ্যবান্ হইতেছে। অতএব আমি শাস্ত্রপর্যালোচনা করিয়া তোমাকে কহিতেছি যে, হিংসাক্রম কার্য পরিহার পূর্বক আত্মজ্ঞান অবলম্বন করা মহুষ্যের অবশ্য কর্তব্য। ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থ নীতি পরিত্যাগ পূর্বক পাপ কার্যের দ্বারা অর্থোপার্জন করিলে, কোনক্রমেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারা যায় না; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কখন উহাতে প্রবৃত্ত হন না। এক্ষণে তুমি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মানুরক্ত ও বান্ধবপ্রিয় হইয়া দ্ব্যধর্ম্মানুসারে পুত্র, ভ্রাতা ও প্রজাদিগকে প্রতিপালন কর। ইষ্ট ও অনিষ্টের সহযোগেই সৌহার্দ ও শত্রুতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইষ্ট ও অনিষ্টকে সমান জ্ঞান না করে, তাহাকে বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। অতঃপর শুণে অনুরক্ত হওয়া এবং দোষ পরিত্যাগ করা তোমার অতি আবশ্যক। নিতান্ত দুর্ব্বাক্তি লোকেরাও আপনাদের অন্নমাত্র ওণ প্রকাশ হইলে, আহ্লাদিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মানবগণের মধ্যেই প্রতিনিয়ত পর্য্যটন করিতেছে। অতীত প্রাণীতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। কি ধর্ম্মপরায়ণ, কি বিদ্বান্, কি যাচক, কি অযাচক, সকলেরই হিংসা পরিত্যাগ পূর্বক সমুদায় জীবে সমদর্শী হইয়া কালযাপন করা কর্তব্য। যখন লোকের মন বাসনাবিহীন ও সত্যনিরত হয়, তখনই তাহার যথার্থ শ্রেয়োলাভ হয়।

### বধবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৯৬ ।

হে রাজন্! এই আমি গৃহস্থ ধর্ম্ম বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তপস্যায় নিরম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রায় সমুদায় গৃহস্থেরই রাজসিক ও তামসিক গুণপ্রভাবে সাংসর্গিক মমতা জন্মিয়া থাকে। মহুষ্যেরা স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, গৃহ, গো, ক্ষেত্র ও ধনসম্পন্ন হইলে, তাহাদিগের আর কিছুই অনিত্য বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা সর্বদা ঐ সমুদায় সন্দর্শন করিতে করিতে রাগদ্বেষে নিতান্ত অভিভূত ও মোহান্বিত দন্তোগ বাদনায় নিতান্ত আসক্ত হইয়া থাকে। তখন ভোগ

পরায়ণ ব্যক্তিকেই কৃতার্থ ও জীসন্তোগই সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া তাহাদের বিবেচনা হয়, এবং তাহারা চিরপরিচিত লোভে সান্তিশয় বিমোহিত হইয়া দাসদাসী প্রভৃতির সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত জ্ঞানসহকারে নানা প্রকার কুৎসিৎ কার্যানুষ্ঠান করিয়াও অর্থোপার্জন করে। এই সকল বুদ্ধিবিহীন ব্যক্তি অপত্যান্নেহে একান্ত অভিভূত ও অপত্যবিরোগে সান্তিশয় কাতর হইয়া থাকে। গৃহস্থগণ সমাজমধ্যে সম্মানভাজন হইয়া যে দারাপুত্রাদিরূপ বিবর দ্বারা ভোগী হইব বলিয়া অবধারণ করে, সেই সমুদায় হইতে অবিলম্বেই বিনষ্ট হয়। এই সমস্ত গৃহস্থের মধ্যে যে সমুদায় বুদ্ধিমান ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি শুভ কার্যের অভিলাষী হইয়া নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম পরিত্যাগ করেন, তাহারা চিরকাল অসৌম্য সুখভোগ করিয়া থাকেন। পীড়া এবং জী পুত্র ও অর্থাদিনাশবশতঃ এই সকল মহাত্মার অন্তঃকরণে ঘোরতর নির্বেদ উপস্থিত হয়। এই নির্বেদ হইতে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান হইতে শাস্ত্রদর্শন ও শাস্ত্রদর্শন হইতে তপস্যায় প্রবৃত্তি জন্মিতা থাকে। কিন্তু দারাপুত্রাদিজনিত সুখ পরিণামে ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া তপোব্রতানে প্রবৃত্ত তপ, গৃহস্থগণের মধ্যে এতাদৃশ লোক নিতান্ত জলজ। তপস্যা সর্বসাধারণের ধর্ম। দরা দাক্ষিণ্যবিহীন শূদ্রাদি বীনবর্ণেরও উহাতে অধিকার আছে। তপোবলে দমস্তদমস্ত্র জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ প্রজাপতি নানাবিধ ব্রতাবলম্বী হইয়া তপোব্রতান পূর্বক প্রজাগণের স্বজন করিয়াছেন। আদিভ্য, বসু, রুদ্র, অগ্নি, বায়ু, বিষ্ণুদেব, মাতা, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি স্বর্গবাণী দেবতারা একমাত্র তপস্যার প্রভাবেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা কর্তৃক পূর্বে যে সমুদায় ব্রাহ্মণ স্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাহারা নিজ নিজ তপোবলে পৃথিবী প্রতিপালন করিয়া এক্ষণে সুরলোকে সঞ্চরণ করিতেছেন। আর এই মর্ত্যভূমিতে যে সমস্ত ভূপাল ও মহাবংশসমুহ ধনসম্পন্ন গৃহস্থকে পটবস্ত্র, উৎকৃষ্ট আভরণ, বাহন, আসন, যান, পরমাহুন্দরী অসংখ্য কামিনী, অট্টালিকা, উৎকৃষ্ট শয্যা, উত্তমোত্তম নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য এবং অগ্ন্যস্ত্র অভিলষিত সামগ্রী সন্তোগ করিতে দেখা যায়, সেই সমস্তই তাহাদের পূর্বকৃত তপস্যার ফল। জিলোকমধ্যে তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। ভূপঃপ্রভাবে তত্তজ্ঞানশূন্য মূঢ় ব্যক্তিদিগেরও বৈরাগ্যোদয় হইয়া থাকে। মথুরা সুখী হউক, বা দ্রুপদী হউক, যমুন

বুদ্ধিমত্তাপ্রভাবৈ শাস্ত্রদর্শন করিয়া লোভ পরিত্যাগ করা তাহার অবশ্য কৰ্তব্য। লোভ সমুদায় দুঃখের আদি কারণ। লোভ হইতে ইন্দ্রিয়সম্ভ্রম, এবং ইন্দ্রিয়সম্ভ্রম, নিবন্ধন অভিাসবর্জিত বিদ্যার ন্যায় ক্রমশঃ জ্ঞানের সম্ভ্রম হইতে থাকে। প্রজ্ঞানাত্ম হইলে ন্যায় অন্যায় বিবেচনা রহিত হয়। বাহ্য হউক, লোভের দুঃখ উপস্থিত হইলে উগ্রতর তপোমুষ্ঠান করাই তাহার কৰ্তব্য। ইহলোকে প্রিয় বস্তুই সুখজনক ও অপ্রিয় বস্তুই দুঃখজনক বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। তপস্যার ফল সুখ ; আর তপস্যা না করিলে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব তপস্যা করাই সর্বাঙ্গোপেক্ষা উৎকৃষ্ট। নিষ্পাপ তপোমুষ্ঠান করিতে পারিলে, সত্য নানাবিধ মঙ্গল দর্শন, বিষয় সম্ভোগ ও খ্যাতি লাভ করিতে পারা যায়। আর যে মনুষ্য ফলাভিলাষী হইয়া সংপথ পরিত্যাগ করে, তাহার নিরন্তর অপ্রিয় সংঘটন, বিষয়সম্ভোগজনিত নানা প্রকার ক্লেশ ও অপমান উপস্থিত হয়। তপস্যা ও দান প্রভৃতি নানা প্রকার ধর্ম কার্যের কৰ্তব্য-তাসত্ত্বেও মনুষ্যেরা অবিহিত কার্যে আসক্ত হইয়া বিবিধ পাপকাণ্ডামুষ্ঠান পূর্বক নরকে গমন করিয়া থাকে। যবে মনুষ্য কি সুখের সময়, কি দুঃখের সময় স্বধর্ম হইতে কখনই বিচলিত না হন, তিনিই স্বার্থ জ্ঞানবান। স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, ভ্রাণ ও আশ্বাদনজনিত সুখ অতি অল্পকালমাত্র স্থায়ী। ঐ সুখ ক্ষয় হইলেই পুনর্বার দুঃখ উপস্থিত হয়। মোক্ষ-সুখ চিরস্থায়ী; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিগণ কদাচ ঐ সুখের প্রবৎসা করে না; বিবেকী ব্যক্তিরাই মোক্ষলাভ করিবার নিমিত্ত শমদমাদিগুণ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ধর্ম, অর্থ ও কাম তাঁহাদিগকে কখনই পরাভব করিতে পারে না। অনায়াসগত্যা বিষয় সকল উপভোগ এবং স্বভবানু হইয়া স্বধর্ম-মুষ্ঠান করা গৃহস্থগণের অবশ্য কৰ্তব্য। সৎসঙ্গসমুৎপাদিত জ্ঞানসম্পন্ন পূজনীয় ব্যক্তিগণ যে কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ধর্মচ্যুত ব্যক্তিগণ কখনই তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারে না। স্বজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম বিনশ্বর; অতএব আত্মতত্ত্বাবধারণ করাই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের অবশ্য কৰ্তব্য। আর যে সমুদায় গৃহস্থ কর্ম্মভরত, তাঁহাদিগের স্বধর্ম্মানুসারে যজ্ঞীয় জবা আহরণ পূর্বক যজ্ঞাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে কৃতান্ধ হওয়া সর্বতোভাবে কৰ্তব্য। যেমন নদনদী প্রভৃতি অলাশর সমুদায় সাগরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে, সেই প্রকার ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আত্মমিগণ গৃহস্থগণকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন।

সপ্তনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৯৭ ।

জনক কহিলেন, মহাত্মন ! পিতা ও পুত্র যখন কিছুমাত্র ভেদ নাই, তখন মনুষ্যাগণ একমাত্র ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইল, উহা পরিকল্পিত হইতে আবার সাতিশর অভিলাষ হইয়াছে ; অতএব আপনি আমার নিকট উহা কীর্ত্তন করুন ।

পরশর কহিলেন, রাজর্ষে ! পিতাই পুত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করে, যথার্থ বটে ; কিন্তু তপস্যার অপকর্ষপ্রযুক্ত মনুষ্যাগণের ক্রমশঃ হীন জাতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে । জনকজননীর পুণ্যপ্রভাবেই পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ ও জনক জননীর পাপেই পুত্র অধার্ম্মিক হইয়া থাকে । ধর্ম্মবিশারদ পতি-তগণ কহেন, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহ হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পাদ হইতে শূদ্রজাতি সম্ভূত হইয়াছে । যাহারা এই বর্ণ চতুষ্টয় হইতে পৃথক্ তাহাদিগকে বর্ণশঙ্কর বলিয়া নির্দেশ করা যায় । রাজপুত্র, বৈদ্য, উগ্র, বৈদেহ, অপাক, পুরুষ, স্তেন, নিবাদ, সূত, মাগধ, অযোগ, করণ, ব্রহ্মতা ও চণ্ডালগণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের পরস্পর সহযোগে জন্ম পরিগ্রহ করে ।

জনক কহিলেন, মহাত্মন ! মনুষ্যেরা সর্বলোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গোত্র প্রাপ্ত হইল এবং যে সমুদার মূনি অপকৃষ্ট যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহারা কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ।

পরশর কহিলেন, রাজর্ষে ! জন্মপ্রযুক্ত মহর্ষিগণের অপকর্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই । তাহারা তপঃপ্রভাবেই আত্মার উৎকর্ষ সম্পাদন করেন । বিশেষতঃ তাহাদিগের পিতৃগণ যে কোন স্থানে তাহাদিগকে উৎপাদন করিয়া তপঃপ্রভাবে তাহাদিগের ঋষিত্ববিধান করেন । আমার পিতামহ বশিষ্ঠ বিভাণ্ডকনর ঋষাশ্রম, বেদ, তাণ্ডা, কুল, কাকীবান, বৎসীত, দ্রোণ, আর্যু, মতঙ্গ, ক্রমদ ও মৎস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও তপঃপ্রভাবে ঋষি প্রাপ্ত হইয়া বেদবিদ্যাগণ্য ও দমণ্ডনসম্পন্ন হইয়াছিলেন । প্রথমে অজিরা, কশাপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই চারি মহর্ষি হইতেই চারি মূল গোত্র সমুৎপন্ন হয় । অতঃপর গোত্রকার্য্যদ্বারা তৎপন্ন হইয়াছে । সাধু ব্যক্তিগণ কর্ত্তক অদ্যাবদি সেই মূল গোত্র ব্যবহৃত হইতেছে ।

জনক কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি সমুদায় বর্ণের বিশেষ ও সামান্য ধর্মসকল অবগত আছেন, এক্ষণে আমার নিকট সেই সমস্ত বিস্তার পূর্বক কীর্তন করুন।

পরশর কহিলেন, বিদেহরাজ ! ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপন ; ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষা ; বৈশ্যের কৃষিকার্য, পশুপালন ও বাণিজ্য ; এবং শূদ্রের ঐ তিন বর্ণের সেবাই উৎকৃষ্ট ধর্ম। এই আমি তোমার নিকট বর্ণচতুষ্টয়ের বিশেষ ধর্ম কীর্তন করিলাম। এক্ষণে বিস্তার পূর্বক সাধারণ ধর্ম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নৃশংসতা, অহিংসা, অপ্রমাদ, পোষা বর্গকে সমুচিত অংশপ্রদান, প্রাক্ক্রিয়া, অতিথিসেবা, সত্যামুষ্ঠান, অক্রোধ, স্বভার্য্যামুষ্ঠান, শৌচ, অশ্রমপরিত্যাগ, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা এই কয়েকটি সকল বর্ণের সাধারণ ধর্ম। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্গকে দ্বিজাতি বলিয়া নির্দেশ করা যায়। বেদবিহিত ধর্ম ইহাদিগের অধিকার আছে ; কুরুক্ষেত্র প্রবৃত্ত হইলে, ইহাদিগকে পতিত হইতে হয়। ধর্মশীল ব্যক্তিগণ স্বকর্মামুষ্ঠান সাধু ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া উন্নতি লাভ করেন। শূদ্রগণ সংস্কার লাভের যোগ্য নহে এবং কুরুক্ষেত্রতঃ তাহাদিগকে পতিত হইতেও হয় না। তাহার! অনৃশংসতাধি ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে ; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম তাহাদিগের অধিকার নাই। বেদবিদ ব্রাহ্মণের! অনৃশংসতাধি ধর্মপরায়ণ শূদ্রকে ব্রাহ্মণ তুল্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, এবং আমিও ঐরূপ শূদ্রকে বিষ্ণুতুল্য বোধ করি। শূদ্রগণ উন্নত হইবার নিমিত্ত সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সম্ভ্রান্তারণ বাতিরেকে পুষ্টিজনক কার্য্যামুষ্ঠান পূর্বক সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। ইতর ব্যক্তিগণ যে প্রকার সন্ধ্যাহার অবলম্বন করিয়া থাকে, ইহলোক ও পরলোকে তদনুযায়ী মুখলাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই।

জনক কহিলেন, ভগবন্ ! মনুষ্য কি কর্মপ্রভাবে হীনদশা প্রাপ্ত হয় ? অথবা জন্মনিবন্ধন উহার! হীনত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ? তদ্বিশেষে সাতিশর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব আপনি তাহা বিশেষ কীর্তন করুন।

পরশর কহিলেন, জনকরাজ ! কর্ম ও জন্ম এই উভয় দ্বারাই লোকে হীনদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কর্মই হীনত্বের প্রধান কারণ। যে মনুষ্য হীনজাতি হইয়াও পাপকার্য্যামুষ্ঠানে পরাশ্রুত হয়, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করা যায় ; কিন্তু যে মনুষ্য উৎকৃষ্ট বর্ণে সন্মুপন্ন হইয়াও কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে হীনদশা প্রাপ্ত

হইতে হয়; অতএব কর্মক্ষেই হীনত্বের প্রধান কারণ বলিতে হইবে।

জনক কহিলেন, মহর্ষে! মনুষ্য কোন কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিলে সত্তত হিংসাবিবর্জিত হইয়া ধর্মলাভ করিতে সমর্থ হয় এই বিষয় বিশেষ করিয়া আমার নিকট কীর্তন করুন।

শ্রীশ্রী কহিলেন, মহর্ষে! মনুষ্য যে কার্য্য দ্বারা জীবের হিংসা না করিয়া ধর্মলাভ করিতে পারে, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী হইয়া ক্রমশঃ সঙ্কাপবিহীন ও উৎকৃষ্ট পদে সমারোহণ করিতে পারিলে অনায়াসে মোক্ষলাভজনক পথ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বিনয়যুক্ত, দয়ণসম্পন্ন ও স্মৃতিবুদ্ধি মহাত্মারা সমুদায় পরিহার পূর্বক সনাতন ব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ হন। ফলতঃ অধর্ম পরি-  
ত্যাগ করিয়া সম্যকরূপে ধর্মকার্য্যানুষ্ঠান ও সর্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে, সমস্ত বর্ণেরই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

—••—

অষ্টমবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৯৮ ।

হে রাজন্! বাহারা ইহলোকে ভক্তিশূনা, তাহারা পিতা, মাতা, গুরু, গুরুপত্নী ও সুলক্ষণের সেবাজন্য ফললাভ করিতে কখনই সমর্থ হয় না। বাহারা তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত ভক্তিমান, শ্রিয়বাদী এবং তাঁহাদিগের হিতানুষ্ঠানে তৎপর ও বশীভূত হয়, তাহারাই ফল লাভ করিতে পারে। পিতা পুত্রের পরম দেবতা এবং জননী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন, এবং উহা লাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরম পদ অধিকার করেন। শ্রেষ্ঠপতি রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়া শরানলে শলভবৃদ্ধি অবলম্বন করেন, তিনি অনায়াসে দেব-  
হৃদ লোকে গমন পূর্বক স্নর্গস্থ অমৃতভব করিতে সমর্থ হন। শ্রান্ত, ভীত, ভ্রষ্টপত্ন, রোদ্ধাশ্রয়, সময়পরাধীন, সহায়শূন্য, উদ্যোগবিহীন, রোগী, শরণাপন্ন, বালক ও বৃদ্ধকে প্রহার করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। সমরাক্ষেপে সহায়সম্পন্ন সংগ্রামার্থ সমুদাত সমকক্ষ প্রতিযোগী ব্যক্তিকে আক্রমণ করাই ভূপতিগণের অবশ্য কর্তব্য কর্ম্ম। তুলা বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হস্তে বিনষ্ট হওয়াই প্রশংসনীয়। ভয়বিহীন নীচ ব্যক্তি হস্তে জীবন পণ্ডিত্যাগ করা নিতান্ত নিন্দনীয়। নাপানুষ্ঠাননিরত হস্তাঙ্গাদিগের হস্তে বিনষ্ট হইলে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়।



কালসমাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে পরিভ্রাণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। আর যাহার পরমায়ু থাকে, কেহই তাহাকে সংহার করিতে পারে না। মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা অন্য ব্যক্তির প্রাণহিংসার দ্বারা পুত্রাদির জীবন রক্ষা করিতে সমুদাত হইলে জীযিতাশা পরিত্যাগ পূর্বক তাহাদিগকে নিঃসরণ করা পুত্রাদির অবশ্য কর্তব্য কর্ম। তীর্থস্থানে অবস্থান করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হওয়াই মুমূর্ষু গুরুস্থাত্ত্বে বট কর্তব্য। আয়ুঃ ক্ষয় হইলে কেহ কেহ গোণাক্রান্ত হইয়া পকড় প্রাপ্ত হয়। আর কেহ কেহ বা সহসা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। দেহিগণের মৃত্যু হইলে তাহার পুনর্জন্ম দেহ লাভ করে। যেদ্রুপ এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করা যায়, তদ্রূপ জীব কর্মপথদ্বারা পুনর্জন্ম এক দেহ হইতে অন্য দেহে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু জীব যোগসম্পন্ন হইলে ক্রমশঃ তাহার মুক্তি লাভ হয়। অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতগণ দেখকে শিরা, দ্বায় ও অস্তিমুখে পরিপূর্ণ; বিকৃত ও অপবিত্র পদার্থে পরিব্যাপ্ত; পকড়ত, ইন্দ্রিয় ও বিবর কতৃক অধিষ্ঠিত এবং তৃক দ্বারা আবৃত বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। জীব যখন দেহ পরিত্যাগ করে, উহা তখন নিশ্চেষ্ট ও চৈতন্যশূন্য হইয়া ভূমিতে নিপতিত হয় এবং জীব আপনার কর্মফলসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। তদুত্ত্যাগান্তর জীবাত্মা কিয়ৎকাল যাতনাদেহে আশ্রয় করিয়া বিজ্ঞানচারী মেঘের ন্যায় পর্যটন করেন, এবং তৎপরে পুনর্জন্ম জন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেহের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আত্মা সর্কশরীরে সমভাবে অবস্থান করিলেও উপাধিভেদে প্রাণিগণের তারতম্য সৃষ্টিপোচর হইয়া থাকে। স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ প্রাণির মধ্যে জঙ্গম। জঙ্গম মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ মধ্যে জ্ঞানবান, জ্ঞানবান্দিগের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ, এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে মাম্বাপমানে সমজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণই শ্রেষ্ঠ।

ইহলোকে যাহারা স্বীয় স্বীয় গুণানুসারে নব্বই কার্যের অনুষ্ঠান পূর্বক দেহাবসানে পুনর্জন্ম জন্ম পরিগ্রহ করে, অবশ্যই তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। যে মহাত্মা কাহাকেও ক্রোধ প্রদান না করিয়া সংকার্য্যানুষ্ঠান পূর্বক পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া উত্তরায়ণে পবিত্র নক্ষত্রে ও পবিত্র মুহূর্ত্তে জীবন পরিত্যাগ করেন, তিনিই পুণ্যবান্ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। বিষভোজন, উদ্বন্ধন বা অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা

যাহাদিগের মৃত্যু হয় এবং যাহারা দহাহতে নিপতিত বা হিংস্র জন্তু কর্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণভাগ করে, তাহাদিগের মৃত্যুকে অপমৃত্যু বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ঐ প্রকার মৃত্যু নিতান্ত অপকৃষ্ট। পুণ্যপরাধ ব্যক্তিগণ অতি উৎকট পীড়াদিহারা সমাক্রান্ত হইলেও কদাচ ঐ সকল কার্য দ্বারা জীবন পরিত্যাগ করিতে বাসনা করেন না। যাহারা কেবল পুণ্য কার্যানুষ্ঠানে রত থাকেন, তাহাদিগের প্রাণ উদ্ধদেশ, যাহারা পাপ-ও পুণ্য উভয়বিধ কার্যেই আসক্ত থাকেন, তাহাদিগের প্রাণ মধ্যদেশ এবং যাহারা কেবল পাপ কার্যানুষ্ঠানে রত থাকে, তাহাদিগের প্রাণ অধোদেশ ভেদ করিয়া বহির্গত হয়।

মমুষ্য অজ্ঞান কর্তৃক সমাক্রান্ত হইয়াই যৌৱতর নিষ্ঠুর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব অজ্ঞানের তুলা শত্রু আর কেহই নাই। যে মমুষ্য ঐ শত্রুকে নিবারণ করিবার বাসনায় বেদধর্ম্যানুসারে যুক্তগণের উপাসনা করিয়া থাকেন, তিনিই প্রজ্ঞাপরম্বারা উহাকে উচ্ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি প্রথমে ব্রহ্মচারী হইয়া কেবল বেদাধ্যয়ন, তৎপরে গৃহস্থাস্রম গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নাদি পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং পরিশেষে পুত্রাদির প্রতি গাৰ্হস্থ্য ধর্মের ভার সমর্পণ করিয়া মোক্ষলাভার্থ অরণ্যে গমন করিতেন। আজ্ঞারে এক কালে উপ-ভোগবিহীন করিয়া অবসন্ন করা মমুষ্যের নিতান্ত অকর্তব্য। অন্য যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করা অপেক্ষা মমুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক চতালত্ব লাভ করাও শ্রেয়ঃ। আজ্ঞা যে যোনি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্য কাধে দ্বারা ইহলোক হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, সেই যোনিই সর্ক্সাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মশীল মানবগণ যাহাতে কোনরূপেই মমুষ্যযোনি হইতে পরিত্রস্ত না হন, তদ্বিধে সর্ক্সদা যত্ববান হইয়া বেদবিধানানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। যে মমুষ্য চুল্লভতর মমুষ্যদেহ লাভ করত কামপরা-রণ হইয়া মমুষ্যের দেহ ও ধর্ম্মের অবমাননা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই সমস্ত কামনা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যে মহাশয়রা বৈরাগ্য ধর্ম্ম অব-লম্বন করিয়া বিষয়দর্শনে পরাধুর্ষ ও শাস্ত্যভাব হইয়া প্রীতিপ্রকল্পনমনে জীবদিগকে দর্শন, অন্নদান, তাহাদিগের প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং তাহাদের হৃৎথে হৃৎ ও হৃৎথে হৃৎ অনুভব করিয়া থাকেন, পরলোকে তাহা-দিগকে কোন ক্রোশ ভোগ করিতে হয় না। সরস্বতী, নৈমিষ ও পুন্ড্র প্রভৃতি পৃথিবীস্থ পুণ্যভূমি সমুদায় গমন-পূর্বক শাস্ত্যমুর্তি হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন ও তপস্যা দ্বারা দেহের পবিত্রতা সুস্পাদন করিয়া গমন করিয়া মমুষ্য-

গণের অতি আবশ্যক । বাহারা যীর গৃহে জীবন পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত ও যান দ্বারা আশানে লীত করিয়া বেদবিহিত বিধি অনুসারে দাহ করা আত্মীয়দিগের অবশ্য কর্তব্য । মনুষ্যাগণ আপনাদিগের হিতসাধন করিবার নিমিত্তই যজ্ঞ, পুষ্টিজনক ক্রিয়া, দান ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সমুদায় সংকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন ; পুণ্যবান্গণের কুশলার্থই ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ ও শিক্ষা কলাদি বড় জের সৃষ্টি হইরাছে ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! পূর্বকালে মহামতি পরাশর বিদেহাদিপতির হিতাভিলাষী হইরা তাহাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ।

### নবনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় । ২৯৯ ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! অনন্তর বিদেহরাজ জনক পুনর্বার সর্বধর্ম্ম-বিশারদ মহামতি পরাশরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন ! মহাত্মন ! ইহলোকে কোন্ পদার্থ শ্রেয়ঃসাধন ? সমগতি কি ? কোন্ কার্য্যের ধ্বংস নাই ও কোন্ স্থানে গমন করিলে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না ? সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্তন করুন ।

পরাশর কহিলেন, মহারাজ ! সংসারে লিপ্ত না হইয়াই শ্রেয়ো-লাভের মূল, জ্ঞানই উৎকৃষ্ট গতি, সংপাত্রে দান ও তপশ্চর্য্যার ধ্বংস নাই এবং অন্তর দান পূর্বক অধর্ম্মপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইরা ধর্ম্মে একান্ত আসক্ত হইলেই পরম স্থান লাভ করিতে পারা যায় ; তথা হইতে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই । যে মনুষ্য সংপাত্রে সহস্র গাভী ও শত শত অশ্ব প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সমুদায় প্রাণী হইতে অতন্ন লাভ করিতে পারে । বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ প্রভূত বিষয় মধ্যে অবস্থান করিয়াও কোন ক্রমেই উহাতে বিপ্লব হন না ; কিন্তু নির্বোধ মূঢ় ব্যক্তিগণ অতি অল্পমাত্র বিষয়েই একান্ত আসক্ত হইয়া উঠে । অধর্ম্ম পদ্যপত্র হ'লিলে ন্যায় কখনই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না । কিন্তু উহা কাঠসংশ্লিষ্ট জন্তুর ন্যায় অজ্ঞান ব্যক্তিকে অনারামে আশ্রয় করিয়া থাকে । অধর্ম্ম কোনক্রমেই কর্তাকে পরিত্যাগ করে না, যথা সময়ে তাহাকে অবশ্যই অধর্ম্মজন্য কলভোগ করিতে হয় ; কিন্তু আত্মদর্শী সাধুগণের কখনই কৰ্ম্মজন্য কলভোগ

হইবার সম্ভাবনা নাই । যে মনুষ্য প্রমাদনিবন্ধন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম-  
 েন্দ্রিয় সমুদায়ের গতি পরিজ্ঞাত হইতে অসমর্থ এবং সুখের সময় নিতান্ত  
 কষ্ট ও দুঃখের সময় একান্ত কাতর হয়, তাহার নিশ্চয়ই ঘোরতর ভয়  
 উপস্থিত হইয়া থাকে । বাহারা বীতরাগ ও ভিতক্রোধ হন, বিষয়মধ্যে  
 অবস্থান করিলে তাহাদিগকে পাশে স্থিত হইতে হয় না । নদীমধ্যে  
 সেতু বন্ধন হইলে যে প্রকার ঐ সেতু ভগ্ন না হইয়া স্রোতের বৃদ্ধি  
 সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ লোকে বিষয়াসক্ত না হইয়া বেদান্তশাসনে  
 নিবদ্ধ হইলে তাহাকে কখনই অবসর হইতে হয় না । প্রত্যুত তাহার  
 তপস্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে । সূর্য্যকান্ত মণি যেরূপ সূর্য্যের তেজ আকর্ষণ  
 করে, সেইরূপ চিত্তের একাগ্রতা যোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে । যে প্রকার  
 তিলমধ্যে বারংবার স্নগন্ধিপুষ্প নিক্ষেপ করিলে ক্রমশঃ স্নগন্ধের আতিশয্য  
 হয়, তদ্রূপ বিগুণ্ণচিত্ত মনুষ্যাগণের বারংবার সাধুসংসর্গবশত ক্রমশঃ  
 সত্ত্বগুণের আধিক্যতা জন্মে । বাহারা সম্পত্তি, পদ, যান, স্ত্রী ও নানা-  
 বিধ সংক্রিয়া পরিভাগ করিয়া বিগুণ্ণ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেন, তাহাদি-  
 গের বিষয়বাসনার লেশমাত্রও থাকে না । আর বাহারা বিবিধ বিষয়ে  
 নিতান্ত আসক্ত হইয়া আপনাদিগের হিতচিন্তায় নিতান্ত অসমর্থ হয়,  
 তাহারা অমিষলোলুপ মৎস্যের ন্যায় বিষয়ে নিতান্ত সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে ।  
 পরম্পরের উপকারতৎপর হস্তপদাদিযুক্ত মনুষ্য সকল কদলীবৃক্ষের ন্যায়  
 নিতান্ত অসার । ইহারা নৌকার ন্যায় সংসারার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যায় ।  
 ধর্ম্মাহুষ্ঠানের কাল নিশ্চয় নাই । মৃত্যু কাল প্রতীক্ষা করে না ; সকলকেই  
 কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে ; অতএব ধর্ম্মাহুষ্ঠান করা সততই  
 বিধেয় । অন্ধ ব্যক্তি যে প্রকার অভ্যাসপ্রযুক্ত অলঙ্কিত পথে গমন করিয়া  
 থাকে, জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সেইরূপ অনার্য্যসে যোগযুক্তচিত্তে অগোচর জ্ঞান-  
 পথে গমন করিতে সমর্থ হন । জীব জন্ম গ্রহণ করিলে মৃত্যুকে অতিক্রম  
 করিতে পারে না । জন্ম মৃত্যুর অধিকৃত । বাহারা মোক্ষধর্মে নিতান্ত  
 অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকেই জন্ম মৃত্যুর বশীভূত হইয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ  
 করিতে হয় । বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কি ইহলোক, কি পরলোক সর্ব্বত্রই  
 সুখলাভ করিয়া থাকেন । বাহারা অগ্নিহোত্রাদি নানাপ্রকার বাগবজ্ঞের  
 অহুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে ক্লেণভোগ করিতে হয় ; আর বাহারা একবারে  
 সর্ব্বত্যাগী হন, তাহাদিগের সুখের পরিসীমা থাকে না । অগ্নিহোত্রাদির  
 অহুষ্ঠান দ্বারা অনেকের হিতাহুষ্ঠান করা যায়, কিন্তু সর্ব্বত্যাগী হইলে  
 আপনাই প্রয়োলাভ হইয়া থাকে । যেরূপ, মৃগাল উৎপাটিত হইলে

কর্দমের সহিত তাহার সংশ্রব থাকে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে লিঙ্গশরীরের সহিত আত্মার সম্পর্ক একবারে রহিত হইয়া যায় । মন আত্মাকে যোগোন্মুখ করিয়া থাকে । আত্মা যোগোন্মুখ হইলেই যোগী মনকে আত্মার লীন করেন । এই প্রকারে যোগে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধি লাভ করিলেই উপাধিশূন্য আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হইতে পারে । যাহারা যোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধন ও শরীর পরিপোষণ করাই স্বার্থ্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই যোগভ্রষ্ট হইয়া থাকে । যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ স্ব স্ব কার্য্যফলে অধোগতি, ত্রিয্যকুয়োনি ও স্বর্গ লাভ করে । জীবাত্মা তপন্যা দ্বারা পরিপক্ব দেহে অবস্থান করিলে, অনারোগে পক্ব মুগ্ধর পাত্রস্থ দ্রব দ্রবোর ন্যায় বহুকালস্থায়ী অদৃষ্ট দ্বারা ব্রহ্মলৌক পৰ্য্যন্ত ভোগ করিতে পারে । যে মনুষ্য ইহলোকে বিষয়াসক্ত হয়, তাহাকে নিশ্চয়ই পরলোকে ভোগসুখে বঞ্চিত হইতে হয় । আর যে মহাত্মা ইহলোকে বিষয়সুখে অভিভূত না হন, পরলোকে তিনিই পরম সুখ অনুভব করিতে পারেন । অত্যাশু যে প্রকার পথদর্শনে অক্ষম, সেইরূপ শিশ্নোদরপরায়ণ মূঢ় ব্যক্তিগণ অজ্ঞাননীহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরমার্থ দর্শনে নিতান্ত অসমর্থ হয় । বনিকুগণ যে প্রকার সাগরে গমন পূর্বক আপনাদিগের মূল ধনানুরূপ অর্থলাভ করিয়া থাকে । প্রাণিগণও সেই প্রকার এই সংসারমধ্যে স্ব স্ব কর্মের অনুরূপ গতি লাভ করে । ভূজঙ্গ যেরূপ বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকে, মৃত্যু সেইরূপ এই অহোরাত্রিপর্যাণ্ত লোকে জরারূপে পর্য্যটন পূর্বক জীবদিগকে গ্রাস করিতেছে । ইহলোকে মনুষ্যাগণ জন্মপরিগ্রহ করিয়া পূর্বজন্মার্জিত কার্য্যেরই ফল ভোগ করে । ইহলোকে কর্ম ব্যক্তিরেকে কোন ব্যক্তিই অণুমাত্র প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয় লাভ করিতে পারে না । মনুষ্য কি শয়নে, কি গমনে প্রবৃত্ত, কি উপবিষ্ট, কি বিষয়াসক্ত যে কোন অবস্থায় অবস্থান করুক না কেন, তাহার অহুষ্ঠিত, শুভ ও অশুভ কর্ম সমস্ত সর্ব্বদাই তাহাকে ফল প্রদান করিতেছে । যে মনুষ্য সাগরের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় পার হইতে বাসনা না করে, তাহাকে যেরূপ মহাসাগরে নিপতিত হইতে হয় না, সেইরূপ যে মানব তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে এই সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পুনর্জন্ম ইচ্ছা না করেন, ইহলোকে আর তাহাকে প্রত্যাগমন করিতে হয় না । ধীবর যে প্রকার আপনায় অভিপ্রাণানুসারে বর্জ্য দ্বারা ললিলনিমগ্ন স্বর্ণবস্ত্রোত্তীর্ণ উচ্চার করে, ভূজঙ্গ মন গহবতের অভিনিবেশ

দ্বারা সংসারনিমগ্ন দেহাভিমানী জীবকে উদ্ধার করিয়া থাকে । যেকোন নদী সকল সমুদ্রে সমবেত হয়, সেইরূপ যোগসময়ে মন মূলপ্রকৃতিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে । মনুষ্যাগণ অজ্ঞানাবৃত্ত ও বিবিধ স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়াই সলিলস্থিত বালুকাময় গৃহের ন্যায় বিনষ্ট হইতেছে । যে মনুষ্য স্বীয় শরীরকে গৃহ ও গোচরেই তীর্থ বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমার্গ অবলম্বন পূর্বক কালযাপন করে, সেই ব্যক্তি উভয়লোকেই সুখলাভে সমর্থ হয় । অগ্নিহোতাদি বিস্তর কার্য্য ক্রম কর । ঐ সকল দ্বারা কেবল শারীরিক সুখ জন্মে ; কিন্তু একমাত্র সর্বভাগই আত্মার সুখলাভের কারণ, সন্দেহ নাই । মনুষ্য যত দিন পোষ্যবর্গের প্রতিপালনে সমর্থ হয়, ততদিন মিত্রবর্গ, জ্ঞাতিপুত্র, কলত্র ও ভৃত্য প্রভৃতি পরিজনেরা তাহার অমুগত থাকে ; অতএব যোগমার্গ পরিভ্যাগ করিয়া পরিবার প্রতিপালনের চিন্তা করা কোন ক্রমেই কৰ্ত্তব্য নহে । পিতামাতা হইতে পরলোকের কোন কাৰ্য্যই সম্পাদিত হয় না । জীবগণ স্বীয় স্বীয় কৰ্ম্মামুরূপ ফল ভোগ করে, কেবল দানই মনুষ্যের স্বর্গলাভের পথের, সন্দেহ নাই । পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভাৰ্য্যা ও মিত্র প্রভৃতি পরিজনগণ সুস্বর্ণবেথার ন্যায় দেবিতে সুন্দর ; কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা পারত্রিক সুখলাভের কোন সম্ভাবনা নাই । জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য সকল আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে । অন্তরাত্মা উপস্থিত কৰ্ম্মফল অবগত হইয়া তাহার অমুরূপ ফল ভোগার্থ বুদ্ধিকে নানাবিধ কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন । যে মনুষ্য সহায়সম্পন্ন ও উদ্যোগী হইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার কোন কার্য্য কখনই নিফল হয় না । কিরণজাল যেরূপ সূর্য্য হইতে কোনরূপেই অন্তরিত হয় না, ত্রী সেইরূপ একাগ্রচিত্ত উদ্যোগী দীর্ঘচিত্ত পতিতগণকে কখনই পরিভ্যাগ করেন না । আত্মিক উদ্যোগ, গৰ্ব্বপরিভ্যাগ, উপায় ও বুদ্ধি দ্বারা যে কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না । গৰ্ভ-বাস কালে সমস্ত জীবই জাপনাদিগের পূর্বজন্মার্জিত শুভাশুভ কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বায়ু যেরূপ কাষ্ঠচূর্কে অনাক্রান্তীত করে, হনিবার্য্য মৃত্যু সেইরূপ জীবননাশক কালকে সহায় করিয়া জীবগণকে লোকান্তর লইয়া যায় । মনুষ্যাগণের জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য দ্বারাই রূপ, ঐশ্বর্য্য ও পুত্র পৌত্র প্রভৃতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ধৰ্ম্মবিদগ্ধগণ্য রাজর্ষি অমর মহামতি পরাশরের নিকট এই প্রকার বখান ধৰ্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া পরমপরিভোব লাভ করিলেন ।

## ত্রিশততম অধ্যায় । ৩০০ ।

সুধিষ্টির কহিলেন, পিতামহ ! বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ সত্য, দম, কমা ও  
প্রজ্ঞার প্রশংসা করেন ; একদেও সকল বিষয়ে আপনায় অভিপ্রায়  
কি তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! এই উপলক্ষে আমি পূর্বকালে সাধাগণের  
লিখিত হংসের যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি,  
শ্রবণ কর । একদা অনাদিমিধন ভগবান্ প্রজাপতি হিরণ্ময় হংসরূপ ধারণ  
পূর্বক ত্রিলোক পর্য্যটন করিতে করিতে সাধাগণের সমিধান উপস্থিত  
হইলেন । সাধাগণ সেই হংসকে সন্দর্শন করিয়া সম্বোধন পূর্বক কহিলেন,  
বিহগরাজ ! আমরা সাধাদেব ; তোমার নিকট মোক্ষধর্ম ও অন্যান্য  
বিষয় জিজ্ঞাসা করিব । তুমি মোক্ষধর্মকুশল, পণ্ডিত, ধীরপ্রকৃতি ও বচন-  
রচনাচতুর । অতএব ইহলোকে কোন কার্য্য সর্বাঙ্গপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তোমার  
মন কোন কার্য্যে অগ্রসৃত হইয়াছে এবং কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে  
সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, তাহা বর্ণন কর, আমরা তাহাই  
অনুষ্ঠান করিব ।

তখন সেই হংসরূপী ভগবান্ প্রজাপতি সাধাগণকে সম্বোধন পূর্বক  
কহিলেন, দেবগণ ! আমি ভূনিয়াছি, তপস্যা, দমস্তম্র অবলম্বন, সত্যবাক্য  
প্রয়োগ ও চিত্ত জয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য । রাগাদি হৃদয়গ্রহ  
মোচন করিয়া প্রিয়বিষয়ে হর্ষ ও অপ্রিয় বিষয়ে বিষাদ পরিত্যাগ করাই  
অতি আবশ্যিক । মন্থভেদী নৃশংস বাক্য প্রয়োগ ও নীচ ব্যক্তির নিকট  
প্রতিগ্রহ করা নিতান্ত অকর্তব্য । যে বাক্যে অন্যের মনোবাণী উপস্থিত  
হয় এবং যে বাক্য উচ্চারণ করিলে পাশপ্পষ্ট হইতে হয়, তাদৃশ বাক্য  
প্রয়োগ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে । মুখ হইতে বাক্যল্যা বিনির্গত  
হইলেই তন্নিবন্ধন দিবারাত্রি অনুতাপ করিতে হয় ; অতএব কুবাক্য পরি-  
ত্যাগ করাই পণ্ডিত ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য । ইতর ব্যক্তি যদি পণ্ডিতের  
প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে শাস্তি অবলম্বন পূর্বক তাহাকে  
ক্ষমা করাই পণ্ডিতের কর্তব্য । কারণ অন্যে রোষিত করিবার চেষ্টা  
করিলে যিনি ক্রোধ সঞ্চরণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি  
অনায়াসে তৎকৃত পুণ্যে অধিকারী হন । কেহ আমার প্রতি আক্রোশ  
প্রকাশ বা আমাকে নিপীড়িত করিলে আমি কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর  
প্রদান না করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকি । সাধু ব্যক্তিগণ কমা, সত্য,

সরলতা ও অনুশাসনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । বেদের  
কল সত্য, সত্যের ফল দমণ্ডন এবং দমণ্ডনের ফল মোক্ষ । যিনি বাক্য,  
মন, ক্রোধ, প্রতিচিকীর্ষা, উদর ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে পারেন,  
আমি তাহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও যুনি বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকি ।  
ক্রোধনস্বভাব অপেক্ষা ক্রোধশূন্য, অসহিষ্ণু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানুষ  
অপেক্ষা মানুষ এবং অজ্ঞান হইতে জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্যীয়  
হইয়া থাকেন । কেহ আক্রোশ করিলে, যিনি তাহার প্রতি আক্রোশ  
প্রকাশ না করিয়া ক্রোধাবেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হন, তিনি আক্রোশ-  
কর্তার সমুদায় পুণ্য সংগ্রহ করিতে পারেন । আর আক্রোশকর্তাকে  
আপনার কুকার্য্য নিবন্ধন নিরতই দণ্ড হইতে হয় । যে মনুষ্য অন্য  
কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে কটুবাক্য প্রয়োগ বা স্তুতিবাদ করিলে প্রিয়  
বাক্য প্রয়োগ এক প্রহার করিলে প্রতিপ্রহার বা প্রহারকর্তার অনিষ্ট  
বাসনা না করেন, তিনিই দেবগণের সালোকা প্রাপ্ত হইতে পারেন ।  
পাপাত্মা ব্যক্তি অপমান বা প্রহার করিলে পুণ্যবান্‌ ব্যক্তির ন্যায়  
তাহাকে কমা করা কর্তব্য । তাহা হইলে অনার্য্যাসে সিদ্ধিলাভ করিতে  
সমর্থ হওয়া যায় । আমার সকল বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি আমি  
সর্বদা সাধুগণের সেবা করিয়া থাকি । আমার কার্য্যে বাসনা  
বা ক্রোধের লেশমাত্রও নাই । অর্থ হস্তগত হইলেও আমি ধর্ম  
হইতে বিচলিত হই না এবং অর্থ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত কাহারও  
নিকট কিছু প্রার্থনা করি না । আমাকে কেহ অভিসম্পাত করিলে,  
আমি তাহাকে শাপ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হই না । আমি দমণ্ডনকেই  
পুণ্যের দ্বার স্বরূপ বলিয়া বোধ করিয়া থাকি । মনুষ্য অপেক্ষা কোন  
জন্তই উৎকৃষ্ট নহে । ধীর ব্যক্তিগণ মেঘবিনির্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় পাপ হইতে  
বিমুক্ত হইয়া ধৈর্য্য ও প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন । সমুদায়  
লোকে যাহাকে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের স্তম্ভের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অর্চনা এবং  
যাহার প্রতি সকলেই প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করে, তিনি সংযমপ্রভাবে অনা-  
র্য্যাসে সুরলোকে গমন করিতে সমর্থ হন । স্পর্ধাবান্‌ ব্যক্তিগণ মনুষ্য-  
দিগের দোষ দর্শন করিবামাত্র তাহা কীর্তন করিবার নিমিত্ত যেরূপ ব্যগ্র  
হয়, ওণ দর্শন করিলে তাহা কীর্তন করিতে সেরূপ ব্যগ্র হয় না । যিনি  
বাক্য ও মনকে সংযম করিয়া সর্বদা ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি অনার্য্যাসে  
বেদ, তপস্যা ও নীলজিন্ত কললাতে সমর্থ হন । মূঢ় ব্যক্তিগণ আক্রোশ  
বা অগম্যানস্বচক বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার অধরূপ বাক্য দ্বারা তাহা-



দিগকে নিল্লা করা পণ্ডিত ব্যক্তির নিতান্ত অকর্তব্য। আত্মার ও অন্য ব্যক্তির হিংসা করা কর্তব্য নহে। পণ্ডিতগণ অপমানকে অমৃতের ন্যায় বোধ করিয়া পরম সুখে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন; কিন্তু অবস্থাকে অবমাননানিবন্ধন অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়। ক্রোধ করিয়া বক্তাসুষ্ঠান, দান, তপস্যা ও হোম করিলে মৃত্যু ঐ সমস্ত কার্যের ফল হরণ করেন; সুতরাং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সমস্ত পরিশ্রমই বিফল হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। যাহার উপদ্রব, উদর, হস্ত ও বাহ্য এই চারিটী সুরক্ষিত থাকে, তাহাকেই ধর্মশীল বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যে মনুষ্য স্বাধার-নিরত, পরধনে নিম্পূহ ও সংস্কারসম্পন্ন হইয়া সত্য, দম, মঙ্গলতা, অনুশংসতা, ধৈর্য ও তিষ্ঠিমা আশ্রয় করিতে সমর্থ হন, তিনিই পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারেন। যেক্রপ বৎসগাভীর চারিত্তন হইতেই দুষ্কপান করে, সেইরূপ সত্য, দম, ক্রমা ও প্রজ্ঞা এই চারি গুণেই অনুরক্ত হওয়া মনুষ্যের কর্তব্য কর্ম। সত্য মনুষ্য পবিত্র আর কিছুই নাই। আমি দেবলোক ও মানবলোকে পর্যটন করিয়া কহিতেছি যে, অর্ববপোত যেক্রপ সাগর-পারের একমাত্র উপায়, সেইরূপ সত্যই স্বর্গগমনের একমাত্র সোপান স্বরূপ, সন্দেহ নাই। যে মনুষ্য যেক্রপ লোকের সহবাস, যেক্রপ লোকের উপাসনা ও যেক্রপ হইবার অভিলাষ করে, সে নিশ্চয়ই তদনুরূপ প্রকৃতি লাভ করে। দেবগণ সর্বদাই সাধুগণের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। ভ্রমিবন্ধন সাধুগণ লৌকিক বিষয় দর্শন করিতে বাসনা করেন না। যে মনুষ্য সকল বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ সাধু; বায়ু বা চন্দ্র কখনই তাহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হন না। যে মনুষ্যের হৃদয়স্থিত ভীষ রাগদ্বৈষ পরিবর্জিত হয়, দেবগণ তাহার প্রতি সর্বদা প্রসন্ন থাকেন। আর যে ব্যক্তি শিল্পোদ্রপপ্রায়ণ, তদ্বৎ ও অগ্রিমবাদী, সে প্রারম্ভিত করিলেও দেবতারা তাহাকে পরিত্যাগ করেন। নীচবুদ্ধি, সর্বভোজী, দুষ্কর্মপ্রায়ণ ব্যক্তিগণ কখনই দেবগণকে পরিভূষ্ট করিতে পারে না। সত্যব্রতপ্রায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই দেবগণের সহিত সন্মিলিত হইয়া আশ্রয়লাভে সমর্থ হন। বাচালের ন্যায় অনর্থক নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা মৌনাবলম্বন, মৌনাবলম্বন অপেক্ষা কেবল সত্য বাক্য প্রয়োগ এবং কেবল সত্য বাক্য প্রয়োগ অপেক্ষা ধর্মসংযুক্ত সত্য বাক্য প্রয়োগ করা শ্রেয়ঃ। আবার সেই ধর্মসংযুক্ত সত্য বাক্য যদি লোকের প্রিয় হয়, তাহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

সাধোগণ কহিলেন, বিহগরাজ! লোক সকল কোন্ পদার্থে সম্ভাবিত

ও কি নিমিত্ত অপ্রকাশিত থাকে, কি নিমিত্ত মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে ;  
আর কি নিমিত্তই বা স্বর্গগমনে অসমর্থ হয়, আমাদের নিকট তাহা  
কীৰ্ত্তন কর ।

হংস কহিলেন, সাধাগণ ! মানবেরা অজানি দ্বারা সমাজের, সাংসারিক  
নিবন্ধন অপ্রকাশিত, লোভপ্রযুক্ত মিত্রত্যাগে প্রবৃত্ত ও সংসর্গদোষেই  
স্বর্গে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে ।

সাধাগণ কহিলেন, হংস ! ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্বদা পরি-  
তৃপ্ত থাকেন, কোন্ ব্যক্তি ঘোণাবলম্বী হইয়া বহু বহু লোকের সহিত  
বাস করিতে সমর্থ হন, কোন্ ব্যক্তি চূর্ব্বণ হইয়াও বলবান্ বলিরা  
পরিগণিত হইতে পারেন, এবং কোন্ ব্যক্তি কাহারও সহিত কলহ  
করেন না, তাহা আমাদের নিকট কীৰ্ত্তন কর ।

হংস কহিলেন, সাধাগণ ! ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই নিরন্তর  
পরিতৃপ্ত থাকেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই ঘোণাবলম্বন পূর্ব্বক বহু লোকের সহিত  
বাস করিতে সমর্থ হন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই চূর্ব্বণ হইলেও বলবান্ বলিরা  
পরিগণিত হইতে পারেন, এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই কদাপি কাহার সহিত  
বিবাদ করেন না ।

সাধাগণ কহিলেন, বিহগরাজ ! ব্রাহ্মণগণের দেবত্বসাধক কি, সাধু-  
ত্বসাধক কি, অসাধুত্বসাধক কি, এবং মহাব্যত্নসাধকই বা কি, তাহা  
আমাদের নিকট কীৰ্ত্তন কর ।

তখন হংসরূপধারী ব্রহ্মা কহিলেন, সাধাগণ ! কেদারা ব্রাহ্মণগণের  
দেবত্ব, ব্রত উদ্ভাসিগের সাধুত্ব, অপবাদ উদ্ভাসিগের অসাধুত্ব, এবং বৃত্তা  
উদ্ভাসিগের মহাব্যত্ন সম্পাদন করে ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি তোমার নিকট হংস ও সাধাগণের  
এই উৎকৃষ্ট কথোপকথন কীৰ্ত্তন করিলাম । বলতঃ যেহই কর্ণের উৎপত্তি-  
স্থান এবং জীবই সত্য বলিরা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ।

একাধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩০১ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, শিতানব ! আপনাকে অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই ;  
অতএব আপনি সপ্তমোক্ত ৩০১ অধ্যায়, এই হইটীর মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্ট  
তাহা কীৰ্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! সাধ্যামতাবলম্বীরা সাধ্যের ও বোগিগণ বোগেরই বিশেষরূপ প্রাশংসা করিয়া থাকেন । বোগীরা জীবন ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই বলিয়া আপনাদিগের মতের প্রচারণা সম্পাদন করেন । কিন্তু সাধ্যামতাবলম্বীরা, কহিয়া থাকেন যে, জীবনে তত্ত্ব করিবার কোন প্রয়োজন নাই । বনি সমদার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া বিষয় হইতে বিমুক্ত হইতে পাবেন, তিনি দেহনাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ সম্ভব হন । প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ মুক্তি লাভকে সাধ্যামতের মৌল্য বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । হে ধর্মরাজ ! এই উত্তরবিধ মুক্তি, উত্তরপক্ষ-সমর্থক হিত বাক্য ও পিষ্ট ব্যক্তিদ্বিগের মত গ্রহণ করা ভাবানুশ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্যকর্তব্য । যোগ প্রজ্ঞা প্রমাণ ও সাধ্যামত শাস্ত্র প্রমাণ । এই উত্তরমতেই বথার্থ ও সাধুসম্মত । শাস্ত্রানুসারে ঐ উত্তরের মধ্যে অন্যতরের অমুষ্ঠান করিলেই মোক্ষপদ লাভ করিতে পারা যায় । এই উত্তরমতেই পবিত্রতা অবলম্বন, জীবনগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও নানাবিধ ব্রতধারণ করা বিহিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইরাছে ; কিন্তু ঐ উত্তর মতের শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ সমান নহে ।

মুখিষ্ঠির কহিলেন, শিতামত ! যখন, উত্তরমতেই ব্রত, চৌচ ও দয়া কুল্য রূপে নির্দিষ্ট এবং উত্তর মতেরই ফল সমান হইল, তখন ঐ উত্তর মতের শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ সমান হইল না কেন, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! যহুযোরা যোগপ্রভাবে কাম, ক্রোধ, মোহ, অহংরাগ ও স্নেহ, এই পাঁচ প্রকার দোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভে অধিকারী হয় । বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য সমুদ্রায় যেরূপ জালবিদারণ করিয়া সলিলমধ্যে প্রবেশ কর্তে এবং বলবান্ মৃগগণ যেরূপ বাণেরা ছিন্ন করিয়া নিরাপত্ত পথে সমুদীর্ণ হয়, সেইরূপ যোগবলাবিত্ত বোগিগণ মোক্ষজনিত বন্ধন সকল ছেদন পূর্বক যোগবলে অনার্য্যসে অতি সুবিমল মঙ্গলকর মোক্ষমার্গে গমন করিতে সমর্থ হন । কিন্তু যে বোগিগণের বোগবল না আছে, তাঁহাদিগকে বাস্তবানুপাতিত চূর্ণগ মৃগের ন্যায়, জালনিবদ্ধ বলবিহীন মৎস্যের ন্যায় ও পাশবদ্ধ কীণবল বিহীনমের ন্যায় কর্ত্তপাশে বদ্ধ হইরা বিনষ্ট হইতে হয় । যোগবলই মুক্তি লাভের অধিতীর উপায় । যোগবলবিহীন বোগিগণ বৃহত্তর কঠিনমাত্রাক্ত অন্তর্মাত্র অনলের ন্যায় দাবিলে বিনাশ প্রাপ্ত হইরা থাকে । কিন্তু যে সমুদায় যোগী যোগবল প্রাপ্ত, তাঁহারা অনার্য্যসে বায়ুসঞ্চালিত প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ও অসংকলীন মার্জিতের ন্যায় সমুদায় জগৎ বদ্ধ করিতে সমর্থ হন ।

দুর্ভাগ্য ব্যক্তিগণ বেক্রপ স্রোতঃপ্রভাবে দূরে অপনীত হয়, সেইরূপ যোগিন-  
বলবিহীন অজ্ঞিতেন্দ্রিয় যোগিগণ বিষয় কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।  
কিন্তু মহাজ্ঞাত বেক্রপ মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হয় না; তজ্জপ  
বিষয় সকল যোগবলসম্পন্ন যোগিগণকে কোনরূপেই বিচলিত করিতে  
পারে না। যোগবলসম্পন্ন মহাত্মারা কাহারও বশবর্তী না হইয়া প্রজা-  
পতি, ঋষি, দেবতা ও মহাত্মগণের অন্তরে প্রবেশ করে সমর্থ হন।  
ভীমপরাক্রম কাল, যম ও মৃত্যু ক্রুর হইয়াও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে  
পারেন না। তাঁহারা যোগবলে অসংখ্য দেহ ধারণ পূর্বক সমস্ত  
পৃথিবী পর্যটন করিতে সমর্থ হন। যোগবলাবিত্ত যোগিগণের মধ্যে কেহ  
কেহ যোগৈশ্বর্য্য মাত্র প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর থাকেন; আর কেহ কেহ সূর্য্য  
বেক্রপ ক্রিয়াজাল বিস্তার পূর্বক ক্রমে ক্রমে উহা সঙ্কুচিত করেন;  
সেইরূপ কঠোর তপস্যাগঠান পূর্বক ক্রমে ক্রমে উগাতে শিথিল প্রবৃত্ত হন।  
সংসারপাশ ছেদনে সমর্থ, যোগবলপরিপূর্ণ যোগিগণ অনারামে মোক্ষ  
লাভে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ ! এই আমি, তোমার নিকট যোগবলের বিষয় কীর্ত্তন  
করিলাম; এক্ষণে আত্মসমাধি ও যোগধারণা বিষয়ক সূক্ষ্ম নিদর্শন সকল  
বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মকারী ব্যক্তিগণ বেক্রপ অশ্রমত ও সমাহিত  
হইয়া লক্ষ্য ভেদ করিয়া থাকে, যোগীরাও সেইরূপ অনন্যমনে যোগ-  
সাধন করিয়াই মোক্ষ লাভে সমর্থ হন। লোকে বেক্রপ স্নেহপূর্ণজ্ঞান  
মন্তকে সংস্থাপন পূর্বক অনন্যমনে সেৱাপানে আরোহণ করে, সেইরূপ  
যোগবলসম্পন্ন ব্যক্তি সাবধান হইয়া আত্মাকে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ,  
নির্ম্মল ও নিস্তল করিয়া ক্রমে ক্রমে যোগসম্বন্ধীয় উচ্চ পদে আরোহণ  
করিয়া থাকেন। কর্ণধারণ বেক্রপ সতর্কচিত্তে অব্যবপাত লইয়া সন্তরে  
পরপারে গমন করে, তজ্জপ যোগবিশারদ মহাত্মারা জীবাাত্মাকে পরমাত্মার  
সহিত ঐক্য করিয়া হৃৎকেন্দ্র ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সারথি বেক্রপ  
রথে লক্ষ্যাক্রান্ত অংগণকে সংযোজিত করিয়া একাগ্রচিত্তে রথীকে  
অবিলম্বে অভীষ্ট দেশে লইয়া যায়, সেইরূপ যোগীদিগের মন ইন্দ্রিয়গ-  
ণের সাহায্যে তাঁহাদের দেহস্থিত আত্মাকে পরম স্থানে নীত করে।  
অশিক্ষিত রথীর হস্তনির্ম্মুক্ত শর বেক্রপ লক্ষ্যে নিপতিত হয়, যোগবলসম্পন্ন  
যোগীর আত্মা সেই প্রকার অচিরে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। যে মহাত্মা জীবা-  
াত্মাকে পরমাত্মাকে সংযোজন পূর্বক অচলের ন্যায় স্থির হইয়া যোগসাধন  
করিতে পারেন, তিনিই পাপ হইতে বিরুদ্ধ হইয়া অসুনিগ্ণের লভ্য

সনাতন যোদ্ধা পদ লাভ করিয়া থাকেন। যে যোগী অস্থিহীন দ্রুতগমনে হইয়া নাড়ি, মস্তক, কণ্ঠ, ছাদ, বস্ত্র, পাদ, পাদ, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা এই সকল স্থানে জীবাত্মার সহিত পবমান্নাকে সম্যকরূপে সংযোজিত করিতে পারেন, তিনি রাশি রাশি পুণ্য পাপ বন্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট যোগবলে মুক্তি লাভে সমর্থ হন।

মুখিষ্ঠির কহিলেন, শিতানহ! যোগসম্পন্ন মহাত্মারা কি রূপ আহার করিলে ও কি কি জল করিতে পারিলে যোগবল লাভ করেন, তাহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধৰ্ম্মরাজ! যোগীদিগের মধ্যে যাহারা তৈলমুতাদি ভোজন পরিভ্যাগ পূর্বক তিলকক ও তণ্ডুল কণা আহার করিয়া থাকেন, যাহারা বিমুক্তচিত্ত হইয়া দিবাভাগের মধ্যে একবারমাত্র রুক্ষ যবান্ন ভোজন করেন, যাহারা হৃদয়যুক্ত জলপান করিয়া ক্রমে ক্রমে এক দিন, এক পক্ষ, এক মাস, এক বৎসর ও এক বৎসর অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, এবং যাহারা বিমুক্তচিত্ত হইয়া সম্পূর্ণ এক মাস উপবাসী থাকিতে পারেন, তাহারা যোগবল লাভ করিতে সমর্থ হন। বিশ্বরূপবিনোদ যোগশীল মহাত্মারা কাম, ক্রোধ, শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, ভয়, শোক, দ্বন্দ্ব, শত্রুতা, লজ্জা, অশ্রুতি, স্পর্শমুখ, নিদ্রা ও তন্দ্রা পরাভয় পূর্বক বুদ্ধিপ্রভাবে ধ্যান ও অধ্যয়ন দ্বারা পরমান্নাকে প্রকাশিত করেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা এই যোগমার্গকে অতি দুর্গম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তিই অনায়াসে এই পথে গমন করিতে সমর্থ হয় না। বেক্রপ হই এক জন দুই পুরুষ বিবিধ সর্প, কটক, দধিবৃক, গর্জ ও তদ্রসমাধীর্ষ হুর্গম অরণ্যপথ নির্বিন্দে অতিক্রম করিয়া গমন করিতে পারেন, সেইরূপ হই এক জন যোগশীল ব্রাহ্মণ অব্যাবাতে যোগমার্গ অতিক্রম করিয়া পদমগদলাভে সমর্থ হন। যোগমার্গে বিবিধ বিষ আছে, তদ্বিবন্ধন সমুদায় যোগী উহা অতিক্রম করিতে পারেন না। বরং সুশাসিত ক্রোধার অরলম্বন পূর্বক অবস্থান করা যায়, কিন্তু যোগধারণা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করা নিতান্ত হুঃসাধ্য। কর্ণধারবিহীন অর্ণবপোত বেক্রপ আরোহী পুরুষদিগকে অর্ণবমধ্যে বিপদগ্রস্ত করে, সেইরূপ অশাস্ত্র ব্যক্তির আচরণ যোগধারণা তাহাকে বিপদাগরে নিমগ্ন করে। যে মহাত্মা বিধি অনুসারে, যোগানুষ্ঠানে সমর্থ হন, তিনিই জন্মমরণ ও স্থলস্থল পরিভ্যাগ করিতে পারেন। আমি তোমার নিকট এই বহুবিধ যোগশাস্ত্র

নিম্নর যোগধর্মের বিষয় কীর্তন করিলাম । এই যোগধর্ম বিজ্ঞান-  
গণেরই অধিকার আছে । ব্রহ্মরূপ হওয়াই যোগের মঙ্গল ফল ।  
যোগীরা যোগপ্রভাবে রজ ও তমোগুণ পারত্যাগ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু,  
মহেশ্বর, ধর্ম, যজ্ঞানন, ব্রহ্মার কপিলাদি চর পুত্র, বিদ্যুৎ সত্ত্বগুণ,  
মূলপ্রকৃতি, বরুণের পত্নী সিদ্ধিদেবী সমুদায় তেজ, জ্যোৎস্না, ঐশ্বর্য,  
চন্দ্রতারাগণপরিশোভিত নির্মূল গগন, বিশ্বদেবগণ, পিতৃলোক এবং  
বাবতীর শৈল, সাগর, নদী, পবন, দিগ্, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ত্রী ও  
পুরুষে প্রবেশ পূর্বক পূর্ব্বাচর ঐ সমস্ত হইতে বিনির্গত হইতে পারেন ।  
ঈশ্বর বিষয়ক কথা আন্দোলন করিলে নিশ্চয়ই শুভ ফল লাভ করিতে  
পারা যান । যোগীরা ঈশ্বরানুপ্রভাবেই সমুদায় লোক হইতে উৎকৃষ্ট  
ও নারায়ণ স্বরূপ হইয়া অনার্য্যসে সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারেন,  
সন্দেহ নাই ।

### দ্ব্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩০২ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন; পিতামহ ! এই ত্রিলোক মধ্যে আপনার অপরিজ্ঞাত  
কিছুই নাই । আপনি আমার নিকট সাধুসম্মত যোগমার্গ সুবিশেষ বর্ণন  
করিলেন ; এক্ষণে সাধ্যামতানুযায়ি বিধি সকল আত্মপূর্ব্বক কীর্তন  
করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! কপিলাদি মহর্ষিগণ এই সূত্র সাধ্যামত যে  
প্রকার নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।  
এই সাধ্যামত অভ্যাস ও বিবিধ গুণ সম্পন্ন । ইহাতে অগ্নিহোত্র ও দোষ  
নাই । বাহ্যরা জ্ঞানপ্রভাবে মনুষ্য, পিশাচ, রাক্ষস, উরুগ, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক,  
তির্য্যাক্ষোনি, গরুড়, বায়ু, রাজর্ষি, অশ্বয়ু, বিশ্বদেব, দেবর্ষি, বোদী  
ও প্রজাপতিগণের এবং ব্রহ্মার বিষয় সমুদায় সদোষ বলিয়া বিবেচনা  
করিয়া থাকেন ; বাহ্যরা জীবিত কাল, সুখের যথার্থ তত্ত্ব, বিষয়াক্তি  
লাঘী তির্য্যাক্ষোনিমুক্ত ও মরকনিপতিত ব্যক্তিদ্বিগের হুঃখ এবং  
স্বর্গ, বৈদিক কার্য্য, জ্ঞানযোগ, যোগ ও সাধ্য জ্ঞানের দোষগুণ  
সকল সক্ষিপ্য অবগত হইতে পারেন, বাহ্যরা আনন্দ, শ্রীতি,  
উষগ, ধ্যান, পুণ্যলীলতা, সন্তোষ, প্রজ্ঞা, সরলতা, দানশীলতা ও  
ঐশ্বর্য্য এই দশগুণসম্পন্ন সত্ত্বগুণ, আত্মতত্ত্ববোধ, নির্ভরতা, সুখস্বা-

ক্ষমা, ভেদ, পুরুষত্ব, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার ও দ্বেষ এই নব-  
 গুণযুক্ত রজোগুণ ; মোহ, মহামোহ, তম, তামিস্র, অন্ধতামিস্র,  
 নিদ্রা; প্রমাদ ও আলস্য এত অষ্টগুণযুক্ত তমোগুণ ; অহঙ্কার রূপ, রস,  
 গন্ধ, স্পর্শ, ও শব্দযুক্ত বুদ্ধি, পঞ্চভুতান্বেষি যুক্ত মন এবং বায়ু-প্রভৃতি  
 চারিত্র্যযুক্ত আকাশের যথার্থ তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে সমর্থ হন ;  
 ষাঁহার মতান্তরোক্ত সংশয়, নিশ্চয়, গর্ভ ও স্রবণ এই চতুর্বিধ গুণযুক্ত  
 বুদ্ধি, অপ্রতিপত্তি, বিপ্রতিপত্তি ও বিপরীত প্রতাপ্তি এই তিন প্রকার  
 গুণ যুক্ত তমোগুণ ; প্রবৃতি ও হৃৎ এই দ্বিবিধ গুণ সম্পন্ন রজোগুণ ; এবং  
 আকাশ রূপ একমাত্র গুণযুক্ত সত্ত্বগুণের যথার্থ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া  
 প্রায় ও আত্মতত্ত্বপর্যালোচনা করিতে পারেন, তাহারাই শ্রেয়স্কর মোক্ষ  
 লাভে সমর্থ হন। রূপ দৃষ্টিকে, গন্ধ জ্ঞানকে, শব্দ কর্ণকে, রস জিহ্বাকে,  
 স্পর্শ ত্বক্কে, বায়ু আকাশকে, মোহ তমোগুণকে, লোভ অর্থকে, বিস্ম  
 গমনকে, ইন্দ্র বলকে, অনল, জঠরকে, পৃথিবী সলিলকে, সলিল তেজকে,  
 তেজ বায়ুকে, বায়ু আকাশকে, আকাশ মহত্ত্বকে, মহত্ত্ব বুদ্ধিকে, বুদ্ধি  
 তমোগুণকে, তমোগুণ রজোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্বগুণকে, সত্ত্বগুণ আত্মাকে,  
 আত্মা দেবদেব নারায়ণকে, এবং নারায়ণ মোক্ষকে অবলম্বন পূর্ব্বক অব-  
 হান করিতেছেন। মোক্ষ কাহারও আশ্রিত নহে। এই বিষয় বিশেষ-  
 রূপে অবগত হওয়া মোক্ষার্থীদের আবশ্যক। যে মহাত্মা এই বৃত্তান্ত  
 বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন এবং যিনি সত্ত্বগুণের কার্য্য, ইন্দ্রিয়াদি  
 বোদ্ধগুণে পরিবৃত্ত মানবদহ, দেহসমাপ্তি ও স্বভাব ও চেতনা, উদাসীন  
 স্বরূপ পাণিহীন পরমাত্মা, পুণ্যপাপের ফলভাগী জীবাত্মা, আয়সমাপ্তি  
 ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায়, মোক্ষের দ্বৈতত্ব, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান,  
 উদান এবং অধঃস্থিত ও উর্দ্ধগত এই সাত প্রকার বায়ুর গতি, প্রজাপতি  
 অবিগণের চরিত্র, পুণ্যের নানাবিধ পথ, সপ্তর্ষি, সুর্য্য ও সূর্য্যের ন্যায়  
 ব্রহ্মর্ষিগণের কালক্রমে ঐশ্বর্য্য, নাশ, জীবগণের ধ্বংস, পাপাত্মাদিগের  
 অন্তঃপত্তি, বৈতরণীনদীতে নিমগ্ন পতিত ব্যক্তিদিগের হর্গতি, বিবিধ  
 কোনিতে জগৎপ্রাণ, শ্রেয়া, মুক্ত, পুরীষ, শোণিত, তক্ত, মজ্জা ও নায়ু  
 পরিপূর্ণ হর্গন্ধময় গর্ভে বাস, শিরাশতসমাকীর্ণ অপবিজ্ঞ নবহার পুরে  
 অবস্থিত আত্মার নানাবিধ যোগ, সাত্ত্বিক, রাজস, ও তামস এই ত্রিবিধ  
 প্রাণীর ওষুজ্ঞানী মহাত্মাদিগের নিশ্চিত মোক্ষবিমোহী ব্যবহার, রাজ-  
 কর্তৃক চন্দ্রসূর্য্যের গ্রাস, তারা ও নক্ষত্রগণের পতন, জ্যৈষ্ঠমাসের পরস্পর  
 বিচ্ছেদ, জীবগণের পরস্পর হিংসা, বায়ান্বিতকন মোহ, দেহের ক্ষয়, রোগ

মোহাকান্ত ব্যক্তিদিগের সত্ত্বগুণ আশ্রয়, সহজ সহজ ব্যক্তির মধ্যে এক জনের মোক্ষবুদ্ধি অবলম্বন, অলঙ্ক পদার্থে অমুরাগ, লব্ধবস্তুরে উদাসীনতা, বিষয়ের বন্ধহেতুতা, মৃত পুরুষগণের দেহ, প্রাণিগণের গৃহে অবস্থান ও ভ্রূৎ, ব্রহ্মহত্যাকারী পতিত পামুর গুরুদ্বারা পহারী দ্রাস্তা ও ছুরাপানামুরক্ত ব্রাহ্মণ দিগের নর সংগমন স্বাভাসে বা বিহীন দেবাচীন পরামুখ, অশুভ কার্যামুরত ও তির্য্যকযোগনিগত জীবগণের নানা প্রকার দুর্গতি, বেদ সমুদায়ের তত্ত্ব, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ ও দিবসের ক্ষর, চন্দ্রমা, সাগর ও ঐশ্বর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি, সংযোগ যুগ পর্ব্বত নদী ও বর্গ সমুদায়ের ক্ষর, মনুষ্যগণের জরামৃত্যু জন্ম ও দেহদোষ দুর্গত এবং স্বীয় আত্মা ও দেহের দোষ সমুদায়ের বিষয় বিশেষরূপে অরগত হইতে পারেন, তিনিই মোক্ষপদ লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, শিতামহ ! মনুষ্যের দেহে কোন কোন দোষ বিদ্যমান আছে, তাহা আমি স বিশেষ অবগত হইতে পারি নাই ; অতএব আপনি উহা আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক কীৰ্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! কপিলমতানুযায়ী সাংখ্যাচার্য্যগণ কহিয়া থাকেন যে, সমুদায় প্রাণীর শরীরেই কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও খাস, এই পাঁচ দোষ বিদ্যমান আছে । কামাশীল হইলে ক্রোধকে, সঙ্কল্পত্যাগী হইলে কামকে, সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলে নিদ্রাকে, অগ্রমত্ত হইলে ভয়কে ও অজ্ঞাহারী হইলে খাসকে পরাজয় করিতে পারা যায় । বিজ্ঞতম সাংখ্যাচার্য্যগণ গুণসমূহের দ্বারা কারণ সকল বিশেষরূপে অবগত হইয়া জ্ঞানযোগ বলে এই সংসারকে সলিলফেনের ন্যায় বিনশ্বর, বিফুর মায়ায় লম্বাচ্ছন্ন, বিচিক্রিত ভিত্তির ন্যায় অকিকিৎকর, ভূগের ন্যায় অসার, ভিমিরাবৃত্ত বিবরের ন্যায় ভয়ঙ্কর, অস্থপরিবর্জিত, অবশীভূত, রজ ও তমোগুণে পরিপূর্ণ বিবেচনা করিয়া অলপত্যাগেহাদি পরিত্যাগ এবং তপোব্রহ্মসত্ত্ব ও জ্ঞানরূপ শূদ্র দ্বারা সত্ত্ব, রজ তমোগুণ সমুৎপন্ন গুণদোষ সকল উচ্ছেদ পূর্ব্বক সংসার সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন । সংসার সাগর নিরন্তর দুঃখরূপ সলিল, চিন্তা ও শোকরূপ মহাভ্রাদ, ব্যাধি ও মৃত্যুরূপ অলঙ্কৃত, স্বহাভয়রূপ মহাভুজঙ্গ, তমোগুণরূপ কূর্ম্ম, রজোগুণরূপ মৎস্য, স্নেহরূপ পক্ষ, জরারূপ দুর্গম স্থান, কর্শ্বরূপ গভীরতা, সত্যরূপ তীর, হিংসারূপ মহাতরঙ্গ, বিবিধ রস ও প্রীতিরূপ মহারস, দুঃখ ও অরূপ ব্রাহ্ম, শোক ও ভয়রূপ মহাগর্ভ, ভীকর্য্যাদি রূপ মহামাতঙ্গ, অহিকরণসোপান, শ্লেষরূপ কেন, শোণিত রূপ বিক্রম, দানরূপ সুকার



আঁকর, হ্রীস ও চৌৎকার রূপ নির্ধার্য, নানাজান-রূপ হস্তরতা, অক্ষরূপ  
 আঁর, সঙ্গলাগরূপ পবন আঁর, জন্ম ও মরণরূপ তরঙ্গ, পুত্র ও বাজ্রব  
 রূপ পতন, অহিংস ও সত্যরূপ সীমা, প্রাণ পরিত্যাগরূপ মলা প্রবাহ,  
 বেদান্তজ্ঞানরূপ বীণ এবং মোক্ষরূপ হৃদয় বিবরে সমাকীর্ণ রহিয়াছে।  
 যে মহাত্মারা এই সংসারসাগরের তড়পরিজাত হঠেরা স্কুলদেহের অভি-  
 মান পরিত্যাগ পূর্বক আত্মাকে জ্বরাকালস্থিত বলিয়া বিবেচনা করিতে  
 পারেন, সর্বাগ্রে স্বর্গ, সুখাল তত্ত্ব বারা সলিলাকর্ষণের ন্যায়, কিরণ  
 সমূহ দ্বারা চতুর্দশ ভুবনস্থিত ঐশ্বর্য সকল আকর্ষণ করিয়া সেই সুকৃতি  
 দিগকে প্রদান করেন। তদন্তর সুন্দ, শীতল, সুগন্ধ, সুখস্পর্শ সমীর্ণ  
 তাঁহাদিগকে বহন করে। অনন্তর সপ্ত বায়ুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বায়ু তাঁহা-  
 দিগকে পবিত্র লোক সকল প্রদর্শন পূর্বক জ্বরাকালেশে নীত করে। তৎ-  
 পরে তাঁহারা জ্বরাকাল হইতে রজোগুণ, রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ,  
 সত্ত্বগুণ হইতে তগবান্ নারায়ণ ও নারায়ণ হইতে পরমাত্মাকে লাভ  
 করত বিমুক্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভে সক্ষম হন। হে ধর্মরাজ!  
 সত্যজীবসম্পন্ন সর্বভূতে দয়াবান্ বিস্ময়াগম্য মহাত্মারাই এই প্রকার  
 পরম গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।

সুধিষ্টির কহিলেন, পিতামহ! সুমুখ ব্যক্তির মোক্ষপদলাভ করিলে,  
 জন্মমৃত্যুবৃত্তি আর স্রবণ হই কি না? কোন বৈদ্য কহে, মোক্ষাব-  
 স্থাতেও বিশেষ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে; আর কোন বৈদ্য কহে, মোক্ষ  
 লাভ করিলে জ্ঞানের লেশমাত্রও থাকে না। এক মোক্ষ বিবয়ে এই  
 প্রকার বিবিধমত প্রাপ্ত হইয়াছে। বেদবিরোধরূপ মহামোহ উপ-  
 স্থিত হইতেছে। বাহ্য হউক, জীবাশ্রিত হইলেও যদি বিশেষ জ্ঞান  
 বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ক্রেশনসাধ্য মোক্ষ বাসনার প্রয়োজন  
 কি? সুখসাধ্য দর্শাদিনাথক কর্মাক্রান্তনই ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত  
 হইতে পারে। আর যদি জ্ঞানমাত্রও বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে  
 সুখস্তির ন্যায় পুনর্বার ত বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যিক হইতে পারে, এক্ষণে  
 আপনি এই বিবয়ের যথার্থ তত্ত্ব কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! তুমি অতি দূরত্ব প্রের করিয়াছ; এ প্রেরে  
 মহামতি পণ্ডিতদিগেরও মহামোহ উপস্থিত হয়। এক্ষণে আমি  
 ইহার যথার্থ তত্ত্ব কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কলিঙ্গাদি মহাবীর  
 এ বিশ্ব বিশেষরূপ পরিজাত আছেন। অতি সুন্দরী বায়ু, মল্লিক্যাদিগের  
 বেদমতো অবস্থান করিয়া বপ্রকাশিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সুস্বাদু পদার্থ

সন্দর্শন করিতেছেন। জীবাশ্মা না থাকিলে ইন্দ্রিয় সকল কাষ্ঠের ন্যায় চেকনাবিহীন ও সাগরসমুখিত ফেনের ন্যায় ক্ষণকালমধ্যে বিনষ্ট হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। মনুষ্যেরা নিদ্রিত হইলে ইন্দ্রিয়গণ কার্যাক্রম হইয়া বিবশূন্য ভূক্তদের ন্যায় স্থিরভাবে স্ব স্ব স্থানে লীন হইয়া থাকে। ঐ সময়ে একমাত্র জীবাশ্মা আকাশসংকারী সমীরণের ন্যায় মানবগণের সমুদায় শরীরে বিচরণ করেন এবং সূক্ষ্ম গতি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের স্থান সমুদায়ের গমন পূর্বক আশ্রয়স্থানের ন্যায় সেই নিদ্রিতাবস্থাতেও দর্শন স্পর্শনাदि সমস্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। সত্ত্ব, রজ, তম, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, স্নেহ, সলিল ও পৃথিবীর গুণ সকল জীবাশ্মাতে সম্বিহিত রহিয়াছে। পরমাত্মা ঐ সকল গুণ দ্বারা জীবাশ্মাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। জীবাত্মা ঐ সকল গুণ ও শুভাশুভ কার্য সমুদায়ের সমাবৃত্ত রহিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণ শিখোর ন্যায় উহার নিকট অবস্থান করিতেছে। জীবাশ্মা যখন কার্য কারণ সকল অতিক্রম করিয়া স্বল্পপরিবর্জিত নারায়ণাত্মক পরমাত্মাকে লাভ করেন, তখন তাঁহার আর পুণ্য বা পাপের লেশ মাত্র থাকে না; এবং আর তাঁহাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক হইতে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি এই রূপে নারায়ণাত্মক পরমাত্মাকে লাভ করিয়া জীবমুক্ত হইলেও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন শরীর পতন পর্যন্ত তাঁহার দেহের মধ্যে অবস্থান পূর্বক তাঁহাকে জ্ঞানান্তরীণ পাপপুণ্যের ফলভোগ করায়; কিন্তু সেই ফলভোগ দ্বারা জীবমুক্তের সুখ দুঃখের আবির্ভাব হয় না। মুমুকু ব্যক্তিগণ এই প্রকার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে অনার্যসেই অতি অল্পকাল মধ্যে দেহবিমুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারেন। বিজ্ঞতম সাধ্যামতাবলম্বীরা এই জ্ঞান প্রভাবেই উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহার সমান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর কিছুই নাই। ইহাতে তুমি অণুমাত্র সন্দেহ করিও না। মহামতি মনীষিগণ এই সাধ্যামতকে অক্ষর, ক্রব, পূর্ণব্রহ্ম, সনাতন, নিবন্ধ, নির্বিকার, নিত্য এবং আদি, অন্ত ও মধ্য বিজীন বলিয়া কীর্তন করেন। ইহা যোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় উপস্থিত হয়। পরমর্ষিগণ শাস্ত্রমধ্যে সাধ্যামতকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করেন। দেবতা, ব্রাহ্মণ, যোগী, সাধ্যামতাবলম্বী ও শান্তি গুণাবলম্বী, ব্যক্তিগণ যে পরমমাত্মার নিয়ত স্তব করিয়া থাকেন, সাধ্যামত সেই নিরাকার পরম ব্রহ্মের মূর্তি স্বরূপ।

এই শ্রবণীতে শ্রাব্য ও অজ্ঞম এই দুই প্রকার লগাৰ্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে অজ্ঞম পদার্থই শ্রেষ্ঠ। বেদ, যোগ, শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র,

ইতিহাস ও পুরাণে যে লৌকিক ও পারমাত্মিক জ্ঞানের কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সমস্তই সাাধ্য বস্তু হইতে গৃহীত হইয়াছে। শাস্ত্রা শাস্ত্রে শান্তি, বল, স্বাস্থ্যজ্ঞান, তপস্যা ও সুখের বিষয় বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সাাধ্যমতাবলদ্বীরা আপনাদিগের মতানুযায়ী কার্য্য সকলের সম্যক-রূপ অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলেও তাঁহাদিগের অধোগতি হয় না। প্রত্যুত তাঁহারা সুরলোকে পর্য্যটন পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণকূলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহারা তনুভ্যাগ করিয়া উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোকেই গমন করিয়া থাকেন। ইহারা সাাধ্যমতাবলদ্বী হইয়া জ্ঞানাহুসন্ধানে যত্ববান হন, তাঁহারা জ্ঞানের সম্যক উৎকর্ষসাধন করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগকে তিৰ্য্যাক্ষোণিতে গমন, অধঃপতন বা পাপাত্মাদিগের সহিত সহবাসজন্মিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যিনি মহাসাগর স্তূপ অতি-বিশাল এই পুরাতন সাাধ্যমত সম্যক-রূপে পরিজাত হইতে পারেন, তিনিই নারায়ণস্বরূপ।

হে ধর্ম্মরাজ ! আমি এই তোমার নিকট সাাধ্যমত কীর্ত্তন করিলাম, লাক্ষ্যাতত্ত্ব ভগবান্ নারায়ণের স্বরূপ। যষ্টিকালে ঐ মহাত্মা এই বিশ্ববৎসার নির্মাণ করিয়া থাকেন এবং প্রলয়কালে সমুদায় সংহার পূর্ব্বক আপনায় কণেবরে বিলীন করিয়া পরম সুখে নিদ্রাগত হন।

— • + • —

### অ্যাদিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩০৩ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! অকরণদার্থ প্রাপ্ত হইলে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না; অকরণদার্থ প্রাপ্ত হইলেই পুনর্ব্বার ইহলোকে আগমন করিতে হয়। এক্ষণে সেই অকর ও অকরণদার্থ বিশেষরূপে অবগত হইতে আমার মিতান্ত্র অভিলাষ হইয়াছে। বেদবিশ্বাদির ব্রাহ্মণ ও মহামতি যোগিসিগগ আপনাকে জ্ঞাননিধি বলিয়া নির্দেশ করেন। সম্প্রতি উত্তরায়ণ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ভগবান্ ভাস্কর উত্তর দিকে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেই আপনি পরম গতি লাভ করিবেন। আপনি কুরুকূলের প্রবীণ স্বরূপ। আপনি পরলোকে গমন করিলে আমরা আর কাহার নিকট হিতজনক নীতি বাক্য শ্রবণ করিয়। আপনায় মুখে এই সকল সাধুবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, অতএব আপনি আমার নিকট অর ও অকরের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! আমি এই উপলক্ষে জনকবংশগম্ভীর রাজর্ষি করাল ও মহর্ষি বশিষ্ঠের পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ! পূর্বে এক দিবস মহারাজ করাল অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ, মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজস্বী, তপোধনোগ্রগণ্য, আসনোপবিষ্ট ভগবান্ বশিষ্ঠকে অভিবাদন পূর্বক কৃতাজলিপুটে বিনয়পূর্ণবচনে কহিলেন, মহাত্মন ! আমি পতিতগ-  
ণের মোক্ষলাভের কারণ মঙ্গলময় অক্ষর পরম ব্রহ্ম ও বিনাশের কারণ ক্ষয়দার্থের বিবরণ শ্রবণ কবিত্তে নিতান্ত অন্তিমায়ী হইয়াছি, অতএব আপনি তাহা কীর্তন করুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ ! সমস্তজগৎকেই ক্ষয়দার্থ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । দেব পরিমাণের দ্বাদশ সহস্র বৎসরের যুগ, চারি যুগে এক কল্প এবং দুই সহস্র কল্পে ব্রাহ্মার এক দিন ও এক রাত্রি হইয়া থাকে । ব্রহ্মার দিবসাবসানে রাত্রি হইলেই পৃথিবী ক্ষয় হইয়া যায় । পরে ব্রহ্মার রাত্রি প্রত্যাহত হইলে, অনিমা প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধি সম্পন্ন জ্যোতির্শ্বর ভগবান্ নারায়ণ জাগরিত হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়া থাকেন । ভগবান্ নারায়ণের হস্ত, পদ, চক্ষু ও মস্তক সর্বস্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তিনি সমুদায় স্থান আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করিতেছেন । পতিতগণ সেই নারায়ণকেই হিরণ্যগর্ভ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । বেদে ঐ মহাত্মা মহান্, বিরিকি ও অজনায়ে, এবং সাক্ষাশাস্ত্রে বিচিত্ররূপ, বিশ্বাত্মা, এক, অক্ষর প্রভৃতি বহুবিধ নামে নির্দিষ্ট হন । এই ত্রৈলোক্য তাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে । তাহার রূপ নানাপ্রকার বলিয়া তিনি বিষ্ণুরূপ নামে বিখ্যাত । তিনি বিকারযুক্ত হইয়া আপনি আপনার সৃষ্টি করিতে অন্তিমায়ী হইলে, স্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্ত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে । তৎপরে ঐ মহত্ত্ব বিকারযুক্ত হইয়া তমঃপ্রধান অহঙ্কারের সৃষ্টি করে । ঐ অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত এবং ঐ সূক্ষ্মভূত সকল হইতে ক্রমশঃ আকাশ, বায়ু, তেজ, মলিল ও পৃথিবী এই পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হয়, কিন্তু এই দশটীকেই ভৌতিক বলিয়া নির্দেশ করা যায় । অনন্তর মনের সহিত কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা ও ভ্রূণ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু ও নেত্র এই পাঁচটী কর্মেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । এই চতুর্বিংশতি ভিন্ন সকল শরীরেই অবস্থান করিতেছে । তদ্বৎশী ব্রাহ্মণেরা এই তত্ত্বসমস্ত অবগত হইতে পারিলেই তাঁহাদিগকে অপর কখনই শোকে বন্দনীয় হইতে হয় না । এই চতুর্বিংশতি ভিন্নই দেব, দানব, নর, বন, ভূত, পিশুচ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোদগু, চারণ,

দেবর্ষি, নিশাচর, দংশ, কীট, মশক, পুতি, কুমি, মৃগিক, কুকুর, চণ্ডাল, চৈণেয়, পুকস, হস্তী, অশ্ব, রথ, শার্দূল, বৃক্ষ ও গো প্রভৃতি মূর্তিমান প্রাণিগণের দেহরূপে পরিণত হইয়াছে । জল, স্থল ও আকাশ এই তিন প্রদেশে জীবগণ অবস্থান করিতেছেন । ঐ তিন প্রদেশে জীবগণের যে সকল মূর্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সমস্তই ঐ চতুর্বিংশতি ভক্তের বিকার । ঐ চতুর্বিংশতি ভক্তে বিনির্মিত পদার্থ সকল প্রতিদিন বিনষ্ট হইতেছে ; তন্নিবন্ধনই উহাদিগকে ক্ষুর বলিয়া নির্দেশ করা যায় । এই ভগ্ন মোহাশ্রয়, ইহা প্রথমে অব্যক্ত থাকিয়া পরে ব্যক্ত হয়, সুতরাং ইহাকে নিশ্চয়ই বিনশ্বর বলিতে হইবে ।

হে মহারাজ ! তুমি ক্ষর পদার্থের বিষয় বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কীৰ্ত্তন করিলাম ; এক্ষণে অক্ষর পদার্থের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর । চতুর্বিংশতি ভক্তাভীত সনাতন বিষ্ণুই অক্ষরপদার্থ । তিনি তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত হন না, যথার্থ বটে ; কিন্তু ঐ সমস্ত ভক্তে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন । ঐ নিরীকার সর্বশক্তিমান মহাত্মা চেতন রূপে সমুদায় কলেবরে অবস্থান করিতেছেন । ঐ মহাত্মা শুণ্ণ হইয়াও যখন সৃষ্টিসংহারকারিণী প্রকৃতির সহিত একীভাব অবলম্বন করেন, তখনই তিনি দেহরূপে পরিণত হইয়া সকলের গোচরে বর্তমান ও জন্মমৃত্যুর বশবর্তী হন । প্রকৃতির সহিত একীভাবপ্রযুক্তই ঐ মহাপুরুষের শরীরে আত্মাভিমান জন্মে । উনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণসম্পন্ন হইয়া সাত্ত্বিকাদি দেহে অভিন্ন-ভাবে অবস্থান পূর্বক সাত্ত্বিকাদিগুণের অহরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন । তমোগুণ দ্বারা তামসিক, রজোগুণ দ্বারা রাজসিক, ও সত্ত্বগুণদ্বারা সাত্ত্বিক-ভাবে উদয় হয় । প্রকৃতিসৃষ্টে যাবতীর প্রাণী সব রজ ও তমোগুণপ্রভাবে গুরু লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া অভিহিত হয় । উহাদিগের মধ্যে তমোগুণাবলম্বীরা নরকে, রজোগুণাবলম্বীরা মনুষ্যালোকে, এবং সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ সুরলোকে পরমসুখে অবস্থান করেন । যাহারা কেবল পাপাশ্রু-ষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা ত্রিধ্যকুশানি, যাহারা পুণ্য ও পাপ উভয় কার্য্যের অনুরূপ করেন, তাহারা মনুষ্যালোক এবং যাহারা নিরন্তর পুণ্য কার্য্যামুষ্ঠানে রত থাকেন, তাঁহারা দেবলোক প্রাপ্ত হন ।

হে মহারাজ ! পণ্ডিতগণ মারাসমুদ্ভূত বস্তকেই ক্ষর এবং চতুর্বিংশতি ভক্তাভীত মারাতীত পদার্থকেই অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবেই সেই অক্ষর পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই ।

চতুরধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩০৪।

হে মহারাজ ! জীবাত্মা এই প্রকারে প্রকৃতিসকল প্রযুক্ত হৃৎকণ্ড  
অজ্ঞানের অমুখ্যত্ব হইয়া অসংখ্য কালব্যয়, পরিভ্রমণ পূর্বক অসংখ্য দেহ  
আশ্রয় করিতেছেন। তাঁহার তমোগুণ প্রভাবে ভীষাক্ষোনি, রজোগুণ  
প্রভাবে মনুষ্যোনি ও সত্ত্বগুণ প্রভাবে দেবোনি লাভ হইতে থাকে।  
তিনি কখন পুণ্যানিবন্ধন মনুষ্যালোক হইতে সুরলোকে গমন, কখন পুণ্য-  
কর নিবন্ধন সুরলোক হইতে মর্ত্যালোকে অবতরণ, কখন বা পাপ-  
প্রযুক্ত মনুষ্য লোক হইতে নিরয়ে গমন করেন। কোষকার কীট যে  
প্রকার মুখলালসম্পন্ন তত্ত্ব দ্বারা আপনাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রক্ত হইয়া  
থাকে, সেইরূপ গুণাভীত জীবসত্তা গুণসম্পন্ন কার্য দ্বারা আপনাকে  
রক্ত করিয়া রাখেন এবং সুখ দুঃখশূন্য হইয়াও নানান বিধ যোনিতে জন্ম  
পরিগ্রহ করত সুখদুঃখভোগ করেন। মস্তকরোগ, দন্তশূল, গলগ্রহ,  
জলোদর, ত্বারোগ, গলগণ্ড, বিষচিকা, খিত্র, কুষ্ঠ, অগ্নিদাহ অনিচ্ছ  
কৃত, বাস ও অপখ্যার প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ জীবগণের শরীরে সমুৎপন্ন  
হয়, জীব আপনাকেই সেই সমস্ত রোগাক্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করিয়া  
থাকেন; এবং কখন অধোলোকে, কখন অনাবৃত স্থানে, কখন ইষ্টকমর  
গৃহে, কখন কটকাধীর্ণ প্রস্তরে, কখন ভস্মাচ্ছাদিত প্রান্তরে, কখন ভূমি-  
তলে, কখন পঙ্কে, কখন ফলকে ও কখন বিচিত্র শয্যায় শয়ন; কখন শুষ্ক  
বস্ত্র, কখন চতুর্বিধ বস্ত্র, কখন কোপীন, কখন শ্মোম বস্ত্র, কখন পর্ণহস্ত্র  
নির্মিত বস্ত্র, কখন কুক্ষাজিন, কখন ব্যাল্লচর্ম্ম, কখন সিংহ চর্ম্ম, কখন  
ভূর্জভৃক, কখন কণ্টকময় বস্ত্র, কখন গট্ট বস্ত্র ও কখন চীর পরিধান,  
কখন রক্ত ধারণ করিয়া, কখন বা দিগম্বর হইয়া পর্য্যটন; কখন এক  
রাত্রির অস্তে, কখন দিব্যাত্রির মধ্যে এককালে, কখন দিবসের চতুর্থ,  
অষ্টম বা বর্ষ ভাগে, কখন ছয় দিন, সপ্তাহ, অষ্টাহ, দশাহ, দ্বাদশাহ, বা  
এক মাসের অস্তে ভোজন; কখন সিদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত ফল, মূল  
বায়ু, জল, তিলকক, দধি, গোময়; গোমূত্র, শাক, পুশ্প, ঠৈবাল, ভক্তমত  
বা শীর্ণ পত্র ভক্ষণ; কখন বিবিধিহিত চাক্ষুর্য্য ব্রত, কখন আশ্রম চতু-  
ষ্টয়ের ধর্ম্ম ও কখন পাতক পথ অবলম্বন; কখন পর্ব্বতের ছারাবিশিষ্ট  
জনশূন্য প্রদেশে, কখন নির্জল কাননে, কখন পবিত্র দেবস্থানে, কখন  
সরোবরে, অবস্থান; কখন বিবিধ অপা মন্ত্র জপ, কখন ব্রতানুষ্ঠান,  
কখন নিয়মানুষ্ঠান, কখন তপ্যানুষ্ঠান ও কখন যজ্ঞানুষ্ঠান; কখন

বাণিজ্য, কখন ব্রাহ্মণ ধর্ম, কখন ক্ষত্রিয় ধর্ম, কখন বৈশ্য ধর্ম, ও কখন শূদ্র ধর্ম আশ্রয়; কখন বা দীন দরিদ্র অরুণগকে দান; কখন সন্ত ও গ, কখন রজোগুণ, কখন বা তমোগুণ অবলম্বন; কখন ধর্ম, কখন অর্থ, কখন বা কামের আশ্রয় গ্রহণ; কখন স্বধাকার, কখন কষ্টকার, কখন স্বাধাকার, কখন বা নমস্কার সম্পাদন; কখন বজন, কখন যাজন, কখন অধ্যায়ন, কখন অধ্যাপন, কখন দান, ও কখন প্রতিগ্রহ, এবং কখন জন্মগ্রহণ, কখন মৃত্যুলাভ, কখন বিবাদ, ও কখন যুদ্ধকার্য সম্পাদন পূর্বক অভিমান করেন। পতিভগণ এই সমুদায় শুভাশুভ কার্যসমূহকে কর্মপথ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতি হইতেই সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও প্রায় কার্য সম্পাদন হইতেছে। অস্ত্রগমন কালীন ভাস্কর যে রূপ স্বীয় ক্রিয়ণ জাল সংহার পূর্বক উদয়কালে পুনর্বার উহা প্রসারণ করিয়া থাকেন, প্রলয়কালে জগদীশ্বরও সেইরূপ গুণসমূহ সংহার করিয়া একাকী অবস্থান করত সৃষ্টিকালে পুনর্বার অতি মনোরম নানাবিধ গুণের সৃষ্টি করেন। এই প্রকার জগতের বারংবার সৃষ্টি ও সংহার করা, তাঁহার ক্রীড়া মাত্র। তিনি গুণত্রয়ের অতিরিক্ত হইয়াও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী ত্রিগুণা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। প্রকৃতির প্রভাবেই এই জগৎ মুক্ত ও সর্বদা সুখদুঃখে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। মানবগণ নির্বুদ্ধিতা নিবন্ধনই “এই সমস্ত দুঃখ আমার নিমিত্ত হইয়াছে; আমাকেই লক্ষ্য করিয়া মহাবেদ্যে গমন করিতেছে; আমি এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া সুরলোকে গমন পূর্বক অজ্ঞাতা সুখভোগ করিব, ইহলোকের শুভাশুভ ফল সকল আমাকেই ভোগ করিতে হইবে; যাহাতে সুখোদর হয়, তাহার অনুষ্ঠান করাই আমার বিধেয়; আমি সকল জন্মেই সুখলাভ করিব; স্বকার্য নিবন্ধন ইহলোকে আমাকে অপরিণীত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে; মনুষ্যত্ব মহাদুঃখের কারণ; মনুষ্যত্ব প্রযুক্তই নিরয়গামী হইতে হয়; আমি নরক হইতে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্ব হইতে দেবজ লাভ করিব; এবং পুংস্কর দেবত্ব হইতে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্ব হইতে নিরয় প্রাপ্ত হইব” এইরূপ বিবেচনা করে। বাহ্যিক কলবরকে আশ্রয় স্বরূপে বোধ করে, সেই সমুদায় মমতাপূর্ণ মূঢ়কে বারংবার দেব, মনুষ্য ও তির্যকৃষানিতে জন্মপরিগ্রহ এবং নিরন্তর সেই সেই ঘোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। জাণিগণ এই প্রকারেই অসংখ্য বার জন্মপরিগ্রহ ও মৃত্যুলাভ করিতেছে। যে ধৈ প্রকার

পুণ্য ও পাপজনক কার্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুসারে দেহ ধারণ পূর্বক সেই সমুদায় কর্মের ফলভোগ করিতে থাকে। এই ত্রিলোক মধ্যে প্রকৃতিতে শুভাশুভ কার্যের অকুষ্ঠান ও তাহার ফলভোগ করিতেছে। তির্য্যক্ লোক, মনুষ্য লোক ও স্বরলোক এই তিন লোকেই প্রকৃতির কার্য। যেরূপ প্রকৃতির কোন চিহ্ন নাহি, কেবল মহাদি কার্য দ্বারা তাহার অনুমান করা যায়, সেইরূপ পুরুষেরও কোন চিহ্ন নাহি, কেবল শরীরের চৈতন্য দ্বারা উচার সত্ত্বা স্বীকার করা গিয়া থাকে। পুরুষ নির্বিকার ও প্রকৃতি প্রবর্তক হইয়াও দেহ ধারণ পূর্বক ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম সমূহকে আত্মকৃত বলিয়া বোধ করেন। শ্রোত্রাদি জ্ঞানে স্মিৎ ও বাগাদি কর্মে স্মিৎ সকল সত্ত্বাদি গুণসহযোগে বিবিধ বিষয়ে প্রবর্তিত হইয়া থাকে। বুদ্ধিশূন্য ব্যক্তিগণ ছিদ্ৰ বিহীন হইয়াও আপনাদিগকে ছিদ্ৰবান্, কালের বশবর্তী না হইয়াও কালের বশবর্তী, বুদ্ধিমান্ না হইয়াও বুদ্ধিমান্, তত্ত্বজ্ঞানবিহীন হইয়াও তত্ত্বজ্ঞান, অমর হইয়াও মৃত্যুগ্রস্ত, অচল হইয়াও সচল, জন্মবিহীন হইয়াও জন্মসম্পন্ন, তপোবিহীন হইয়াও তপস্বী, গতিবিহীন হইয়াও গমনবৃত্ত, নির্ভীক হইয়াও ভীত এবং অক্ষর হইয়াও ক্ষর বলিয়া জ্ঞান করে।

### পঞ্চাশদিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩০৫ ।

হে রাজর্ষে ! মনুষ্য স্বীয় অজ্ঞান ও অজ্ঞানাক্রম্য ব্যক্তিগণের সংসর্গ বশতঃ বারম্বার তত্ত্বভাগ পূর্বক অসংখ্য কালব্যয় করে এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ নিবন্ধন কখন দেবযোনি, কখন মনুষ্যযোনি ও কখন তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেরূপ ঘোড়শকলাপরিপূর্ণ চক্রমার পঞ্চদশ কলাই বারংবার অগ্রপ্রাপ্ত ও পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ঘোড়শী অম্বকলার ক্ষর বা বৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মার স্থূল দেহই ভূয়োভূয়ো ক্ষর ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহের ক্ষর বৃদ্ধি নাহি। কারণ যেরূপ অগ্নয়কালে ঘোড়শীকলার ক্ষর হইলে চক্রমার সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হয়, তদ্রূপ লিঙ্গ শরীর বিনষ্ট হইলেই জীবাত্মার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহা শরীরে মনোভাষ্যকিতে কখনই জীবাত্মার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাহি। জীবাত্মা চতুর্দিক্শিখি ও তত্ত্বাতীত নির্মূল পরমাত্মার অপরিজ্ঞান নিবন্ধনই স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ কালব্যয়সংসর্গ প্রযুক্ত জাপুবিজ্ঞতা,



চৈতন্য স্বরূপ হইয়াও জড়দেহের সংসর্গ নিবন্ধনজড়ত্ব, এবং ত্রিগুণী প্রকৃতির সংসর্গপ্রযুক্ত ত্রিগুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

### যত্বধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩০৬ ।

জনক কহিলেন, তগবন্ ! প্রকৃতির সহিত পুরুষের যেরূপ সম্বন্ধ কীৰ্ত্তিত হইল, ত্রী পুরুষের সম্বন্ধও সেইরূপ । পুরুষ ব্যতীত, ত্রী জাতিরা গর্ভধারণ করিতে সমর্থ হয় না, এবং ত্রীজাতি ব্যতীত পুরুষেরাও কখন পুত্রোৎপাদন করিতে পারে না । ঋতুকালে ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সহযোগ নিবন্ধন সম্ভাবন সম্ভূতি সমুৎপন্ন হয় । বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, পিতা হইতে অশ্বি, মাতৃ ও মজ্জা, এবং মাতা হইতে ত্বক্, মাংস ও শোণিত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে বাহ্য নির্দিষ্ট আছে তাহাই সনাতন প্রমাণ, সন্দেহনাই । বাহ্য হউক, যদি প্রকৃতি ও পুরুষ ত্রী পুরুষের ন্যায় পরস্পর গুণসাপেক্ষ হইয়া নিরন্তর বদ্ধ রহিল, তাহা হইলে মোক্ষ কি প্রকারে বিদ্যমান থাকিবে ? হে তগবন্ ! আপনি প্রত্যক্ষদর্শী ; অতএব যদি মোক্ষের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিশেষ প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে তাহার যথার্থ তত্ত্বকীৰ্ত্তন করুন । আমি মোক্ষাভিলাষী ; যিনি নির্মিকার, নিরাকার, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অজর, নিত্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাকে প্রাপ্ত হওয়াই আমার উদ্দেশ্য ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ ! তুমি বেদ ও শাস্ত্রের কথা বাহ্য কীৰ্ত্তন করিলে, তাহা ঐ প্রকারই বটে, কিন্তু তুমি তাহার যথার্থতত্ত্ব অবগত হইতে পার না । তুমি বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যাস করিয়াছ ; কিন্তু উহাতে তোমার কোন ফলোদয় হয় নাই । বাহ্যের এই অধ্যাস করিতে বদ্ধবান্ হয়, কিন্তু গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হয় না ; তাহাদিগের সেই অধ্যাস পশুভ্রম মাত্র । তাহারা কেবল শাস্ত্রের ভাষ্য গ্রহণ করে । কিন্তু বাহ্যের গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইতে-পারে, এবং প্রশ্ন করিলে তদনুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদানে সমর্থ হয়, তাহাদিগেরই পরিশ্রম সফল হইয়া থাকে । যে স্থূলবুদ্ধ ব্যক্তি পণ্ডিতের সভামধ্যে গ্রন্থের অর্থ কীৰ্ত্তন না করে, সে কখনই যথার্থ তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাত হইতে পারে না । জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইলেও সভামধ্যে বসন্ত কীৰ্ত্তন করিলে, সকলে তাহাকে উপহাস করিয়া থাকে ।

যাহা হউক, এক্ষণে সাংখ্য ও যোগমতে যে প্রকার ষথার্থ তত্ত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যোগিগণ যোগপ্রভাবে ষথার্থক সন্দর্শন করেন, সাংখ্যমতাবলম্বীরা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব ষথার্থ সাংখ্য ও যোগমতকে একরূপ বলিয়া বোধ করেন, তাঁহাই ষথার্থ বুঝিমান। মানবদেহে ত্বক্, মাংস, কধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, স্নায়ু ও ইন্দ্রিয় সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। যেক্রপ বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি হয়, সেইক্রপ ভূগাদি হইতে ভূগাদির, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ের, এবং কলেবর হইতে শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরম পুরুষের বীজ, ইন্দ্রিয়, জ্বা বা দেহ নাই; স্তম্ভরায় গুণ থাকিবার সম্ভাবনা কি? আকাশাদি বিষয় সকল যেক্রপ ভূগাদি গুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ঐ সমুদারে বিলীন হয়, সেইক্রপ ভূগাদিগুণ সকল প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেক্রপ কখন কখন কেবল শুক্ৰ হইতেই ত্বক্, মাংস, শোণিত, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ুক্ত দেহ সমুৎপন্ন হয়, সেইক্রপ কেবল প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জীবাশ্মা ও জগৎ সৰ্ব্বাদি তিন গুণে লিপ্ত রহিয়াছে। পরমাত্মা, জীবাশ্মা ও জগৎ হইতে পৃথক্। যেক্রপ ঋতু সকল মূর্ত্তিশূন্য হইয়াও ফলপুষ্প দ্বারা অমুমিত হয়, সেইক্রপ প্রকৃতি আকৃতিবিহীন হইয়াও আত্মসমুত মহাদাদি গুণ দ্বারা অমুমিত হইয়া থাকে। এই প্রকার শরীরস্থ চৈতন্য দ্বারাই কেবল হর্ষবিষাদাদি বিকারশূন্য, চতুর্কিংশতি ভাবাভীত, নির্মল পরমাত্মার অমুমান করিতে পারা যায়। আদ্যাত্মশূন্য, সমদর্শী, নিরাময় আত্মা কেবল দেহাদির অভিমাননিবন্ধনই লগুণ বলিয়া নিরূপিত হন। ষথার্থ, সগুণ পদার্থের সহিত গুণের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু নিগুণ পদার্থের সহিত গুণের কোন সম্পর্ক নাই, বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাই ষথার্থ গুণশালী বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারেন। জীবাশ্মা কামাদি প্রাকৃতিক গুণসমূহকে জয় করিলেই দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্ম সাংসারিক লোভে সমর্থ হন। সাংখ্য ও যোগবিশারদ মহাত্মারা অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সর্ব্বভাবামী, সর্ব্বজ্ঞ, চতুর্কিংশতি ভাবাভীত পরব্রহ্মকে অবগত হইতে সমর্থ হন। জন্মমৃত্যুভীত জ্ঞানিগণ সেই অব্যক্ত পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারিলেই, তাঁহাকে জীবাশ্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ করিতে পারেন। জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণের জীবাশ্মা ও পরমাত্মাতে কিছুমাত্র ভেদ জ্ঞান থাকে না। অনভিজ্ঞ লোকেরাই জীবাশ্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করে। কলঙ্ক:

একরূপে প্রতীকমান পরমাত্মা অক্ষর ও নানাক্রমে প্রতীকমান ভগৎ ক্ষয় বলিয়া নির্দিষ্ট হয় । জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি পঞ্চবিংশতী জীব ভক্তের পর্যালোচনার প্রবৃত্ত হইলেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাতীত ষড়্‌বিংশ পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন । এই প্রকার বোধ হইলেই তিনি পরমাত্মার একরূপ দর্শনকেই শাস্ত্র ও নানা রূপে দর্শনকেই অশাস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন । আমি তোমার নিকট এই সমস্ত তত্ত্ব ও পরমাত্মার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম । পতিতগণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মে-  
ন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও জীবাত্মা এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে সৃষ্টপদার্থ এবং এই সমস্ত হইতে পৃথক্ ষড়্‌বিংশ পদার্থকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

### সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩০৭ ।

জনক কহিলেন, মহাত্মন ! আপনি অক্ষরের একত্ব ও ক্ষরের বহুত্ব কীর্ত্তন করিলেন ; কিন্তু এই উভয় পক্ষের তত্ত্বাবধারণবিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে । জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণ আত্মাকে নানাক্রমে এবং জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা উহাকে একরূপে নিরীক্ষণ করেন ! কিন্তু আমি নিতান্ত স্থূলবুদ্ধিনিবন্ধন ঐ উভয় পক্ষেরই তত্ত্বাবধারণ করিতেছি না । আর আপনি অক্ষর ও ক্ষরের যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, চঞ্চল বুদ্ধিবশতঃ আমি তাহাও বিশ্বস্তপ্রায় হইরাছি । এক্ষণে নানার্ঘ, একত্ব, জ্ঞান-বান্, অজ্ঞান, জ্ঞাতব্য বিষয়, বিদ্যা, অবিদ্যা, ক্ষর, অক্ষর এবং সাত্মা ও যোগ, এই সকল শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইরাছে ; আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজর্ষে ! তুমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান, বিশেষতঃ যোগকার্য্য বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । যোগিগণের ধ্যানই পরম বল । বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ ঐ ধ্যানকে চিত্তের একাগ্রতা ও প্রাণায়াম এই দুই প্রকার বলিয়া কীর্ত্তন করেন । তন্মধ্যে প্রাণায়াম দ্বিবিধ ; সগর্ভ ও নীর্গর্ভ । বীজজপষটিত প্রাণায়ামকে সগর্ভ ও জপশূন্য প্রাণায়ামকে নীর্গর্ভ প্রণায়াম বলিয়া নির্দেশ করা যায় । বিষ্ঠা মুক্ত পরিত্যাগ ও ভোজন কাল বাতীত আর সর্ব্বগম-  
য়েই ধ্যান করা যায় । বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধ

কাহাদি বিষয় হইতে ইঞ্জিরগণকে নিবৃত্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ হইতে মন্তক পর্যন্ত প্রাণবায়ুর স্তম্ভনদ্বারা জীবাশ্মাকে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে পৃথক করিয়া পরমাশ্মাতে নীত করিবেন । এই প্রকারে জীবাশ্মার সহিত পরমাশ্মার ঐক্য সম্পাদন করিতে পারিলেই জীবমুক্ত হওয়া যায় । পণ্ডিতেরা জীবমুক্ত যোগিগণকে ব্রহ্মা বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন । কাহাদিগের মন প্রতিনিরত প্রাণায়ামে একান্ত অনুরক্ত থাকে, তাহারা ই পরমাশ্মাকে সন্দর্শন করিতে পারেন, এবং এই যোগরূপ ব্রতানুষ্ঠান তাহাদিগেরই উপযুক্ত । বিষয়বাসনাবিমুক্ত, অগ্নাহারনিরত ও জিতেশিয় হইয়া বুদ্ধিদ্বারা মন ও মনোদ্বারা ইঞ্জিরগণকে সুস্থির করিয়া পাষাণের ন্যায় অবিচলিতচিত্তে সঙ্ক্ৰাস্তময়ে ও রাত্রিশেষে আশ্মাতে মন সমাধান করা যোগী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্তব্য । পণ্ডিতেরা পর্বতের ন্যায় অচল ও স্থাগুর ন্যায় অপ্রবল্য হইয়া উঠেন ; যখন তাহাদের দর্শন, শ্রবণ, ব্রাণ, আবাদন ও স্পর্শজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হয় এবং মনোমধ্যে সকলের লেশমাত্রও না থাকে, তৎকালেই তাহাদিগকে বিগুহ্ব যোগী বলিয়া নির্দেশ করা যায় । তৎকালেই তাহারা নির্বাত প্রদেশস্থিত প্রজলিত দীপের ন্যায় প্রকাশিত, অচল ও লিঙ্গশরীরবিহীন হন । তাহা হইলেই তাহাদিগকে আর কি উক্তন, কি অধস্তন কোন লোকেই গমন করিতে হয় না । যিনি পরমাশ্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাহার স্বরূপ কথনে অসমর্থ হন, তিনিই স্বার্থ আত্মদশী । মাদৃশ ব্যক্তিগণ কেবল এই পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত আছেন যে, পরমাশ্মা হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছেন । শ্মাশ্মা প্রকাশিত হইতে হৃদয়মধ্যে ধূমহীন পাবক ও রশ্মি-সংযুক্ত দিবাংকের ন্যায় এবং দিবাংকের মধ্যে বিধুম বিদ্যুৎসম্বন্ধীয় হতাশনের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন । ব্রহ্মাববোধক শাস্ত্রজ্ঞ ধৈর্যশালী মহাত্মা ব্রাহ্মণ যে অনাদি অমৃতময় পরব্রহ্মকে অবলোকন করিয়া থাকেন, তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং মহৎ হইতেও মহত্তর । তিনি সকল ভূতে অবস্থান করিতেছেন ; কিন্তু তাহাকে সন্দর্শন করিতে কেহই সমর্থ হয় না । কেবল সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন মনো দ্বারা তাহাকে অনুমান করা যায় । তিনি স্থূল ব্রহ্মও হইতে পৃথক । বেদপারগ মহাত্মারা সেই নির্মূল উপাধিসূক্ষ্ম ব্রহ্মকে সংসারক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । যোগিগণ পূর্বোক্ত প্রকারে সাধন করিতে পারিলেই আশ্মার সাক্ষাৎকার লাভের সমর্থ হন । এই আশ্মাতোমার নিকট যোগের বিষয় কীৰ্ত্তন করিলাম । অতঃপর মাশ্মাজ্ঞান কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

প্রকৃতিবাদী সাংখ্যবিশারদ পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন যে, প্রধান প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অক্ষর ও অক্ষর হইতে শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ সৃষ্টিভূত উৎপন্ন হয়। সাংখ্য বাদীরা এই আটটিতেই প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চভূত, ও মন এই ষোড়শটি ঐ আট প্রকৃতির বিকার। যে পদার্থ হইতে যে পদার্থ সমুৎপন্ন হয়, তাহা সেই পদার্থেই লীন হইয়া থাকে। তরল-মালা বেরূপ ক্রমশঃ সাগরে সমুৎপন্ন হইয়া সাগরেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ গুণ সকল ক্রমশঃ গুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া গুণেতেই বিলীন হয়। আমি তোমার নিকট সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় এই কীর্তন করিলাম। তত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতগণ এই প্রকার নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন যে, জগদীশ্বর প্রলয়কালেই একমাত্র থাকেন, সৃষ্টিকালে তিনি নানা প্রকার রূপ ধারণ করেন। অব্যক্ত প্রকৃতি যে রূপ দেহের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে সৃষ্টিসময়ে বিবিধরূপ ও প্রলয় সময়ে একরূপ প্রাপ্ত করায়, তদ্রূপ জীবা-  
 ত্মাও সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বহুরূপ ও প্রলয়কালে একরূপ উৎপাদন করিয়া থাকে। চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত আত্মার দেহকে ক্ষেত্র এবং অধিষ্ঠাতা পুরুষকে আত্মা বলিয়া নির্দেশ করা যায়। জীবা-  
 ত্মা ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তন্নিবন্ধন তিনি অধিষ্ঠাতা পুরুষ ও ক্ষেত্রজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর ভিন্ন। পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকে ক্ষেত্র, চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত আত্মাকে জ্ঞাতা, জ্ঞানকে জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন ও প্রকৃতির কার্য্য, এবং জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতিকে অব্যক্ত ক্ষেত্র ও জীবর বলিয়া নির্দেশ করা যায়। সাংখ্যবিদ পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকেই জগৎসৃষ্টির কারণ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। যে শাস্ত্রে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করা যায়। জীবা-  
 ত্মা পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারিলেই তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। আমি তোমার নিকট সমুদায় সাংখ্যমত এই বিস্তার পূর্বক কীর্তন করি-  
 লাম। বাহারা এই সাংখ্যমত বিশেষ রূপে অবগত হন, তাঁহারা ই শান্তি লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকেই সম্যক্ দর্শন বলিয়া নির্দেশ করা যায়; লাভ ব্যক্তিগণ বেরূপ বিষয় দর্শন করে, অজ্ঞাত ব্যক্তিগণ তদ্রূপ অলৌকিক ব্রহ্ম

পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তন্ময় স্বরূপত্ব ও নিকৃষ্টাধি স্থখ লাভ নিবন্ধন দেহভ্যাগী মুক্ত পুরুষদ্বিগকে ইহলোকে পুনর্জন্ম জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যাঁহারা ভেদবুদ্ধি প্রযুক্ত তক্ষু পদার্থ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ না হয়, তাঁহারা ইহলোকে বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করে। যাঁহারা এই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া যোগবলে সমুদার পদার্থ প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা কথ্য নই দেহের বশীভূত হন না। ফলতঃ জগৎপ্রপঞ্চ প্রকৃতির কার্য্য ও আত্মা উহা হইতে পৃথক্। যাঁহারা সেই আত্মাকে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা সংসারভরে কখনই ভীত হন না।

—৯০—

### • অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩০৮ ।

হে রাজর্ষে ! আমি তোমার নিকট এই সাংখ্য মত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ সৃষ্টিপ্রলয়বিধারিণী প্রকৃতিকে অবিদ্যা এবং সৃষ্টিপ্রলয় হইতে অতীতা প্রকৃতিকে বিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বিদ্যা চতুর্কর্ষশতিতত্ত্ব হইতে অতীত। সাংখ্য মতাবলম্বী মহর্ষিরা বুদ্ধীজ্ঞের ও কর্ম্মজ্ঞের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠকেও বিদ্যা শব্দে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি তাহা বিশেষরূপে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্ধীজ্ঞের ও কর্ম্মজ্ঞের মধ্যে বুদ্ধীজ্ঞ ; স্থূলভূত ও বুদ্ধীজ্ঞের মধ্যে স্থূলভূত ; মন ও স্থূলভূতের মধ্যে মন, সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ও মনের মধ্যে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত ; অহঙ্কার ও সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের মধ্যে অহঙ্কার ; মহত্ত্ব ও অহঙ্কারের মধ্যে মহত্ত্ব ; প্রকৃতি ও মহত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষ ; এবং প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ বিদ্যা স্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান প্রকৃতির কার্য্য এবং জ্ঞের ও বিজ্ঞতা চতুর্কর্ষশতিতত্ত্বাতীত।

আমি তোমার নিকট বিদ্যা ও অবিদ্যার এই যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অক্ষর ও অক্ষরের বিষয় যথাসাধ্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েই অক্ষর ও অক্ষর নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐ উভয়কেই জগদ্ভাবিবর্জিত জৈব বলিয়া কীর্ত্তন এবং ঐ উভয়কেই আবার তত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করেন। সৃষ্টি ও প্রলয় অর্থাৎ সম্পাদন প্রযুক্ত প্রকৃতিকে অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করা যায়। প্রকৃতি মহদাদি স্তরের সৃষ্টি করিবার মানসে বারংবার বিকৃত

হইয়া ঐ সমস্ত গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পুরুষ ক্ষেত্রে অবস্থান করেন বলিয়া উনি ক্ষেত্র নামেও নির্দিষ্ট হন। যখন মহাদাদি গুণ সকল প্রকৃতি-মধ্যে বিলীন হয়, তখন ঐ সমুদায় গুণের সহিত চতুর্বিংশতিতত্ত্বাতীত পুরুষও তাহাতে বিলীন হইয়া থাকেন। গুণ সকল বিলীন হইলে একমাত্র প্রকৃতি অবস্থিতি করেন। জীব যখন প্রকৃতিমধ্যে লীন হয়, তখন প্রকৃতি মহাদাদি গুণসম্পন্ন হইয়া ক্ষরত্ব এবং মৃত্যুদি গুণের অনবস্থাননিবন্ধন-নিগুণতা লাভ করিয়া অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্রজ্ঞান ক্ষর হইলে স্বভাবতঃ নিগুণ অক্ষর পুরুষও প্রকৃতির ন্যায় ক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যখন দেহাভিমानी জীবাত্মা প্রকৃতিকে গুণবিশিষ্ট ও আপনাকে নিগুণ বলিয়া জানিতে পারেন এবং আপনাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ও প্রকৃতিকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করেন, তখন তাঁহাকে বিগুহ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকেন। যখন জীবাত্মা প্রকৃত গুণ সমুদায়ের নিন্দা করেন, এবং পরব্রহ্মকে বিস্মৃত না হন, তখনই তিনি পরমাত্মাতে মিলিত হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জীবাত্মা এই বলিয়া আপেক্ষ করেন যে, মৎস্য যেমন অজ্ঞান বশতঃ জালে নিপতিত হয়, তদ্রূপ আমি মোহবশতঃ এই প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিয়া অতিশয় কুৎসৃত করিয়াছি। মৎস্য যেমন জীবন লাভের নিমিত্ত এক হৃদ হইতে অন্য হৃদে গমন করে, তদ্রূপ আমি যুক্ত হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতেছি। মৎস্য যেমন মলিলকেই আপনার জীবন বলিয়া জ্ঞান করে, তদ্রূপ আমি পুত্রাদিকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। হায়! আমি অজ্ঞানবশতঃ পরমাত্মাকে পরিভাগ করিয়া বারংবার প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিতেছি; অতএব আমাকে ধিক্! পরমাত্মা আমার পরম বন্ধু। তাঁহারে আশ্রয় করিলে আমি তাঁহার বরূপত্ব লাভ করিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হইতে পারি। তাঁহা হইতে আমার কোন অংশ ন্যূনতা নাই। আমি তাঁহারই ন্যায় নির্মল ও অব্যক্ত, সন্দেহ নাই। মোহবশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। আমি নিগুণ হইয়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাসে এতকাল অতিক্রম করিলাম; অতএব আমার মত নির্দোষ আর কে আছে? প্রকৃতি কখন দেবযোনি, কখন মনুষ্যযোনি ও কখন তির্য্যগ্‌যোনি আশ্রয় করিতেছে; অতএব উহার সহিত একত্র বাস করা আমার কদাচিৎ বিধেয় নহে। অতঃপর আমি স্থিরনিশ্চয় হইলাম; আর কখন আমি উহার সহবাসে প্রবৃত্ত হইব না।

আমি নির্দোষ হইয়াও এতকাল এই বিকারবৃত্ত প্রকৃতি কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলাম । এ বিষয়ে প্রকৃতির কোন অপরাধ নাই ; আমরাই সম্পূর্ণ অপরাধ । আমি স্বয়ংই পরমাত্মা হইতে পরাভূত হইয়া উঠাতে আগন্তু হইয়াছি । আমি রূপহীন মূর্তিহীন হইয়াও মমতাবশতঃ রূপবান্ হইয়া বিবিধ মূর্তিতে অবস্থান করিতেছি । আমি নির্মল হইয়াও মমতাসহকারে বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্বক কি অসংখ্যের অনুষ্ঠান করিলাম । প্রকৃতি অহংকার দ্বারা আমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, এবং স্বয়ং বহু অংশে বিভক্ত হইয়া আমাকে নানা দেহে নিয়োগ করিতেছে । এক্ষণে আমি অহংকার ও মমতাপরিণীত হইয়া প্রতিবুদ্ধ হইয়াছি, আর আমার প্রকৃতিকে আশ্রয় করিবার প্রয়োজন নাই । এক্ষণে আমি উর্হাকে এবং অহংকারকৃত মমতাকে পরিত্যাগ করিয়া দন্দবিহীন পরমাত্মাকে আশ্রয় করিব । পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়াই আমার প্রের ; অতএব আমি উর্হীর সহিত মিলিত হইব । প্রকৃতির সহিত মিলিত হওয়া আমার কদাপি বিধেয় নহে । জীবাত্মা এইরূপে তত্ত্বজ্ঞাননিবন্ধন পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারিলেই করত্ব পরিত্যাগ পূর্বক অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । নিশ্চয় জীব দেহরূপে পরিণত প্রকৃতিতে অবস্থান করিলেই মণ্ডন হয় এবং পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে সর্বদাভূত নিশ্চয় পুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার হইলেই পুনরায় নিশ্চয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

এই আমি সাধ্যাত্মসারে তোমার নিকট কর্তব্য অক্ষরের তত্ত্বনির্দেশ করিলাম । এক্ষণে যেক্ষণে নন্দবিহীন নির্মল স্নানজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । আমি পূর্বে শাস্ত্রের যথার্থত্ব নিরূপণসময়ে যে সাধ্য ও যোগশাস্ত্রের কথা কহিয়াছি, সে উভয়ই একরূপ ; তন্মধ্যে শাস্ত্রশাস্ত্রে শিষ্যদিগের অনার্য্যে জ্ঞানলাভ হয় ; যোগশাস্ত্র অতিবিশীর্ণ ও দূরগবাহ বটে, কিন্তু বেদে উহার সমধিক সমাদর দৃষ্ট হইয়া থাকে । সাধ্যমতাবলম্বীরা যজুঃবিংশকে পরম তত্ত্ব না বলিয়া পঞ্চবিংশকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করেন ; এই কারণেই বেদশাস্ত্রে সাধ্যের সম্যক সমাদর নাই । এই আমি তোমার নিকট সাধ্যমতাবলম্বীদিগের পরম তত্ত্ব কীৰ্ত্তন করিলাম । যোগমতে পরমাত্মা উপাধিবুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হন । এই নিমিত্ত যোগমতাবলম্বীরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই স্বীকার করিয়া থাকেন ।



## নবাধিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩০৯ ।

মহারাজ ! অতঃপর বুদ্ধ ও অবুদ্ধের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পরমাত্মাকে বুদ্ধ এবং জীবাত্মাকে অবুদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করা যায় ; এই উভয়ের মধ্যে জীবাত্মা সত্ত্বাদি গুণ প্রভাবে স্বয়ং বহুরূপ ধারণ করিয়া ঐ সকল রূপকে বস্তুার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সৃষ্টাদিকার্য্যে কর্তৃত্বাভিমান করিয়া পরমাত্মাকে অবগত হইতে অসমর্থ হন । উনি নির্বিকার হইয়াও নিরন্তর প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত বিকৃত হইয়া থাকেন । উনি প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যসমুদয় অবগত হইতে পারেন বলিয়া কেহ কেহ উহাকে বুদ্ধিমান নামে নির্দেশ করে । নিগুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলেও প্রকৃতি কখন তাঁহাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না ; এই নিমিত্ত সকলেই প্রকৃতিকে জড় বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে । কোন কোন ব্যক্তি প্রকৃতির বোধশক্তি স্বীকার করেন বটে ; কিন্তু তাঁহাদের মতেও প্রকৃতি জীবাত্মাকেই আপনার সহিত অভিন্নভাবে অবগত হইতে পারেন । সঙ্গবিহীন পরমাত্মাকে কিছুতেই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না । এইরূপ প্রকৃতির সঙ্গনিবন্ধন বেদে জীবাত্মাকে সঙ্গী বলিয়া নির্দেশ করে । ইনি অবিকারী অতি স্থূল হইলেও ঐ সঙ্গদোষনিবন্ধন কেহ কেহ ইহাকে মূঢ় বলিয়াও কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে । ইনি পরমাত্মাকে বস্তুার্থ রূপে অবগত হইতে সমর্থ নহেন ; কিন্তু অপ্রমের সনাতন পরমাত্মা উহাকে ও প্রকৃতিকে অনারামে অবগত হইতে সমর্থ হন । জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই সেই স্থূল স্থল কার্য্যকারণগত অধিতীর ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে পারেন । যখন জীবাত্মার “আমি স্থূল, আমি গৌর ও আমি ব্রাহ্মণ” ইত্যাদি জ্ঞানের উদয় হয়, তখন আর তিনি পরমাত্মা, প্রকৃতি বা আপনাকে অবগত হইতে সমর্থ হন না । আর যখন জীবাত্মা প্রকৃতিকে জড় এবং আপনাকে তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন, তখনই তিনি বিমূঢ় নির্মূল অত্যাৎকৃষ্ট মোক্ষোপযোগী বিদ্যাশক্তি লাভ করিয়া থাকেন । ঐ বিদ্যাশক্তির আবির্ভাব হইলেই জীবাত্মা পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে অসমর্থ হন, এবং সৃষ্টিপ্রলয়কারিণী প্রকৃতিকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া পরিত্যাগ করেন । ঐ পৰ্য্য তিনি ব্রহ্মদর্শননিবন্ধন উপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হন । পণ্ডিতেরা আত্মাকেই পরমতত্ত্ব, অজর, অমর ও পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দেশ করেন । উনি চতুর্বিংশতিতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া থাকিলেও উহাকে তত্ত্ববান্ বলা যায় না । কারণ,

উনি বেজাহুসারে ঐ জ্ঞানিত, তত্ত্বকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। যখন জীব-আপনাকে জরায়বর্ণপরিবৃত্তিত পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, তখনই সে জ্ঞানের সহিত সমবেত হয়। পরমাত্মার বলপ্রভাবে বাবৎ জীব সর্ব-ক্ষিয়মান্.. চৈতন্যরূপ পরমাত্মাকে পরিভ্রাত হইতে না পারে, তাবৎ তাহার রানাম্ব থাকে; কিন্তু তাঁহাকে অমগত হইতে পারিলেই উহার একত্ব প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মার সহিত সমবেত হইতে পারিলেই জীবের অবিপাক্ষণ্যের লেশমাত্রও থাকে না এবং সে অনায়াসে প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।

আমি শ্রুতি শাস্ত্রানুসারে তোমার নিকট এই জড়রূপ প্রকৃতির, জীবা-  
স্ত্রার ও পরমাস্ত্রার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এই প্রকারেই শাস্ত্রানুসারে  
জীবের মানাও নিরূপিত হইয়া থাকে। উদ্ভবস্থিত মশকে ও উদ্ভবে এবং  
সলিলস্থিত মৎস্যে ও সলিলে বেক্রপ বিভিন্নতা, পরমাস্ত্রার এবং জীবা-  
স্ত্রার সেইরূপ বিভিন্নতা অনুমিত হয়। পরমাস্ত্রার সহিত জীবা-  
স্ত্রার মিলন। অজ্ঞান প্রকৃতি হইতে জীবা-  
স্ত্রাকে মুক্ত করা সর্বতোভাবে  
কর্তব্য। পরমা-  
স্ত্রার সহিত ঐক্য হইলেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। ইহা  
ভিন্ন উহার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। এই জীবা-  
স্ত্রা দেহ হইতে ভিন্ন  
হইয়াও বঞ্চন বেক্রপ বেক্রের সহিত সমবেত হন, তখন তাহারাই ধর্ম  
অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঐ জীবা-  
স্ত্রা বিজ্ঞানধর্ম্য ব্যক্তির সহিত সমবেত  
হইলে বিজ্ঞান ধর্ম্যাবলম্বী, বুদ্ধিমানের সহিত মিলিত হইলে, বুদ্ধিমান,  
মহারসীর সহিত মিলিত হইলে সম্মানী, অমুরাগবিহীনের সহিত সমবেত  
হইলে বিরাগী, মুমুকুর সহিত মিলিত হইলে মুমুকু, পবিত্রকর্ম্মার সহিত  
মিলিত হইলে, পবিত্রকর্ম্মা, নির্ম্মলের সহিত মিলিত হইলে নির্ম্মল, সঙ্গ-  
বিহীনদের সহিত মিলিত হইলে নিঃসঙ্গ, এবং স্বাধীন ব্যক্তির সহিত  
সমবেত হইলে স্বাধীন হইয়া থাকেন।

হে মহারাজ! আমি মৎসরশূন্য হইয়া তোমার নিকট এই সনাতন ব্রহ্মের বিবরণ জ্ঞাপন করিলাম। বাহাদিগের বেদজ্ঞান নাই, অথচ ব্রহ্ম-  
শাক্তের শ্রদ্ধা আছে, তুরি সেই সমুদয়ে ব্যক্তিকেই এই ব্রহ্মোপদেশ প্রদান  
করিবে। মিথ্যাবাদী, লঠ, নাস্তিক্যোৎপাদ্য অহং, কুটিলমতি, পর-  
হিংসাপরায়ণ, পণ্ডিতপণের অতি জীর্ষাষিত, পামরদিগকে কদাচ এই উপ-  
দেশ প্রদান করা কর্তব্য নহে। অকাল্পম গুণশালী, পরপরিবাদপরাদ্বন্দ্ব,  
বিশুদ্ধ বাগনিরূপ, জিহ্বাবাহু, কামাশীল, পরহিতাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বদয়কার,

বিধিবিহিত কৰ্মনিষ্ঠ, বিবাদবিহীন, বহুশ্রুত, শয়নমাদি গুণসম্পন্ন, আত্ম-  
তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই এই উপদেশ প্রাপ্ত হইবার  
উপযুক্ত পাত্র । উহাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিলে উপদেষ্টা যাহার  
পর নাই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে । অপাত্রে উপদেশ প্রদান করিলে  
শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই । ব্রতবিহীন ব্যক্তি যদি রত্নপরিপূর্ণ  
সমস্ত পৃথিবীও প্রদান করে, তথাপি তাহার পরিবর্তে তাহাকে এই বিস্তৃত  
উপদেশ প্রদান করা বিধেয় নহে । বৃহৎ করাল । আজি ভূমি আমার নিকট  
অনাদি অনন্ত শোকরহিত পরম পবিত্র ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করিলে ; অতএব  
তোমার আর কিছুমাত্র ভয় নাই । সেই মঙ্গলময় পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত  
হইতে পারিলে, জন্মমৃত্যুর ভয় কিছুমাত্র থাকে না । এক্ষণে ভূমি তাঁহাকে  
সম্যক্ প্রকারে অবগত হইয়া মোহ পরিত্যাগ কর । আমি সনাতন  
হিরণ্যগর্ভকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট এই পরম তত্ত্ব অবগত হই-  
রাছি । আজি ভূমি আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে যেরূপ আমি তোমার  
নিকট এই ব্রহ্মতত্ত্ব কীৰ্ত্তন করিলাম, তজ্জন পূৰ্ব্বকালে আমি সেইরূপ  
পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এই তত্ত্ব আমার  
নিকট বিস্তার পূৰ্ব্বক কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বর্ষরাজ ! আমি বর্ষসি নারদের মুখে পরব্রহ্মের বিবরণ  
যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকট গবিশেষ কীৰ্ত্তন করি-  
লাম । জীবাত্মা সেই অজর অমর পরব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব বিশেষ রূপে অবগত  
হইতে অসমর্থ হন বলিয়া তাঁহাকে পুনঃপুন জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় ।  
পূৰ্ব্বে মহামতি বশিষ্ঠ হিরণ্যগর্ভের নিকট ও দেবর্ষি নারদ বশিষ্ঠের নিকট  
এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তৎপরে আমি মহাত্মা নারদের মুখে  
এই তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি । এক্ষণে ভূমি আমার নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত  
হইলে । অতঃপর আর শোক করিবার প্রয়োজন নাই । যে মহত্ব কর ও  
অক্ষরের বিবরণ বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে, তাহার কিছুমাত্র ভয়  
থাকে না । আর যে মহত্ব উহা অবগত হইতে সমর্থ না হয়, সে সৰ্ব্বদা  
ভীত হইয়া থাকে । জীব অজ্ঞানসাগরে নিমগ্ন হইয়াই মোহনিবন্ধন বারং-  
বার সুরলোকে, মর্ত্যলোকে ও নিররে সয়নাগমন, এবং সহস্র সহস্র  
যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করে । সে যদি  
নাধুনঙ্গাদিবশতঃ কথঞ্চিৎ সেই সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা-  
হইলে তাহাকে আর জন্মমরণজনিত বন্ধনা ভোগ করিতে হয় না । অজ্ঞান-  
সাগর তাকি ভীষণ, অব্যক্ত ও অগাধ ! জীবগণ উহাতে অনবরত নিমগ্ন

হইতেছে । তুমি সেই অজ্ঞানসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছ ; সুতরাং  
একণে ভোমার রজ ও তমোগুণের লেশ মাত্র নাই ।

### দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩১০ ।

হে ধৰ্ম্মরাজ ! এক দিবস জনকবংশীয় মহামতি বসুমান্ জনশূন্য  
অরণ্যে স্নান করিতে করিতে ভৃগুবংশীয় এক জন মহর্ষিকে দেখিতে  
পাইলেন । মহর্ষিকে সন্দর্শন করিয়াই বসুমানের মনে ভক্তিরসের উদ্বেক  
হটল । তখন তিনি অবিলম্বে মহর্ষিগ্নিধানে গমন ও তদীয় চরণকন্দন  
পূর্বক তথায় উপবিষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া বিনীত  
ভাবে তাঁহাকে স্তুত্বাঙ্গী করিলেন, মহাত্মন ! কোন কৰ্ম্ম দ্বারা কামনার  
বশীভূত পুরুষেরা ইহলোক ও পরলোকে প্রয়োলাভে সমর্থ হয়, তাহা  
আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

মহর্ষি এই প্রকারে মহারাজ বসুমান কর্তৃক পরম সমাদরে ভিজ্ঞাসিত  
হইয়া পরম প্রীতিসহকারে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, রাজন ! তুমি যদি  
উভয়লোকে স্বকীয় মনের অনুকূল বিষয় সকল লাভ করিতে অভিলাষী  
হও, তাহা হইলে কদাচ অন্যের প্রতিকূলাচরণ করিতে সমুপাত হইও  
না । সাধুগণের ধর্ম্মই পরম হিতকর ও আশ্রয় স্বরূপ । স্বাবিরুদ্ধমতায়ক  
লোকত্রয় ধর্ম্ম হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে । তুমি বিষয়বাসনার নিভাস্ত  
মুগ্ধ হইয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভে সমর্থ হইতেছ না । মধুগ্রাণী যেক্রপ মধু  
আহরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করে, কিন্তু অচিরে  
যে, ঐ স্থান হইতে নিপতিত হইতে হইবে, তাহা অবগত হইতে পারে  
না, সেইরূপ তুমি বিষয়বাসনার নিভাস্ত মুগ্ধ হইয়া বিষয়ভোগ করিতে  
নিরন্তর প্রবৃত্ত হইতেছ ; কিন্তু তুমি 'যে ঐ বিষয়ভোগপ্রযুক্ত সাতিশর  
ক্লেশভোগ করিবে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ না । জ্ঞানফলাধী  
ব্যক্তি যেক্রপ সর্বদা জ্ঞানের পর্যালোচনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ  
ধর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিও নিরন্তর ধর্ম্মের পর্যালোচনা করা বিধেয় । অসৎ  
ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া বিপুল কার্য্যাহুতানে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার পক্ষে  
উহা নিভাস্ত হুঁকর হইয়া উঠে । আর সাধু ব্যক্তি ধর্ম্মবাসনার বিরুদ্ধ  
কার্য্যাহুতানে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার পক্ষে উহা অভিশর সূঁজ হইয়া  
থাকে । যে মনুষ্য অরণ্যে অবস্থান পূর্বক গ্রাম্যস্থভোগের বাসনা করে

তাঁহাকে গ্রাম্য বলিয়াই পরিগণিত করা যায়। আর যিনি গ্রাম্য থাকিয়াও গ্রাম্যমুখে বিরত হন, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে গ্রাম্য না বলিয়া বনচ্চারীর মধ্যেই পরিগণিত করিয়া থাকেন। এক্ষণে ভূমি সন্ধান ও নিকাম ধর্মের গুণদোষ বিচার করিয়া সমাহিতচিত্তে কান্টিক, মানসিক ও বাচনিক ধর্মামুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রতপর্যায়, শুচি ও অশুশাস্ত্র্য হইয়া দেশকাল বিবেচনা করিয়া সাধু ব্যক্তিবর্গকে প্রভূত ধন দান কর। সংগ্ৰহবলবৎ পুণ্যক অর্থোপার্জন করিয়া অক্ষুণ্ণচিত্তে সংপাত্রে দান করাই বিধেয়। দান করিয়া অনুভূত বা আপনায় মুখে কীর্তন করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। অনুশংস, শুচি, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, সরল, ত্রিবেদবেত্তা, ষট্-কর্ষশালী ও পিতার সর্বগা বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ধর্ম অধর্মরূপে, ও অধর্ম ধর্মরূপে পরিগণিত হয়। পালশরীরস্থিত মলেন্দ্রন্যায় অল্পপ্রায়স দ্বারা অল্প পরিমাণে ও অধিক প্রায়স দ্বারা অধিক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়া থাকে। লোকে যে প্রকার বিবেচনা দ্বারা শরীর মলশূন্য করিয়া স্নাত্ত ভক্ষণ করিলে, সেই স্নাত্ত তাহার ঐশ্বর্যরূপে পরিগণিত হয়, তদ্রূপ ধর্মার্থী ব্যক্তি দানাদি দ্বারা দোষশূন্য হইয়া মাগাদি ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে, ঐ ধর্ম তাহার পরকালে অতি উৎকৃষ্ট সুখ ভোগের কারণ হইয়া থাকে। সকলেরই মন শুভ ও অশুভ এই উভয় কার্যেই ধাবমান হয়; বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনকে অশুভ কাৰ্য্য হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিয়া শুভ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। লোকে আপনায় ধর্ম বলিয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার নিন্দা করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। তুমি যে ধর্মকে স্বধর্ম বলিয়া বিবেচনা কর, তাহার অনুষ্ঠান করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তুমি নিতান্ত ধৈর্য্যবিহীন, বুদ্ধিবিহীন, অপ্রজ্ঞাত ও অপ্রাজ্ঞ; এক্ষণে ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান, প্রজ্ঞাত ও প্রাজ্ঞ হও। তোমার অতি আবশ্যক। ধর্মজনিত তেজঃপ্রভাবে ইহলোক ও পরলোকে জ্যেষ্ঠা-লাভ করিতে পারা যায়। ধৈর্য্য সেই তেজের মূল কারণ। মহামতি মহা-ভাব অধীরতাবশতই স্বর্গ হইতে নিগত হইয়াছিলেন; কিন্তু মহামুখক যযাতি ক্ষীণপুত্র হইয়াও কেবল ধৈর্য্যপ্রভাবে সমুদায় উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিয়াছিলেন। অতঃপর তুমি ধর্মামুষ্ঠানমিরত জ্ঞানমঙ্গল অপক-গণের পরগণিত হইয়া তাহাদিগের সেবা করিতে থাক, তাহা হইলেই তুমি বিপুল বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠালাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

হে ধর্মরাজ! মহর্ষি এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে, মহারাজ

কল্পমান তাঁহার কাব্যাক্ষরার বিবরণসমূহ পরিচয় পূর্বক ধর্মবুদ্ধি অবলম্বন করিলেন।

—\*—

### একাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩১১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত, সর্বসংশয়শূন্য, জন্মমৃত্যুবিবর্জিত, মঙ্গলস্বরূপ, নিভা, অবিনাশী, বিপুল স্বভাব ও আশ্রয়পরিবর্জিত, আপনি তাঁহার বিষয় কীর্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এইস্থলে আমি যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদ নামক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক দিন জনকবংশীর দেবরাত পুত্র মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন, মহাত্মন! ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতি কর প্রকার? সত্ত্ব ও নিগুণ কি? এবং জন্মমৃত্যু ও কালসংখ্যাই বা কি? আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক সেই সমস্ত কীর্তন করুন। আপনি জ্ঞানের আকর। আমি অজ্ঞানতানিবন্ধন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি অহুকুল হইয়া আমার সংশয় অপনোদন করিয়া দিন।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, রাজন! তুমি যোগশাস্ত্রের ও সাধ্যশাস্ত্রের বিষয় সমস্তই অবগত আছ। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যুত্তর প্রদান করাই সনাতন ধর্ম্ম। আমি এই বিবেচনা করিয়া তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতি আট ও বিকার ষোড়শ প্রকার। অধীশ্বরশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ মূলপ্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই আটটিকে প্রকৃতি, আর শ্রেণী, বৃক্ষ, চক্ষু, জিহ্বা, ভ্রূণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, থাক, পানি, পান, পানী, উপস্থ ও মন এই ষোলটিকে বিকার বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি পঞ্চভাব, বিশেষ; এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টি সর্ববিশেষ মায়ে অভিহিত হয়। বিশেষ ও লবিশেষ সমুদায় পঞ্চ মহাত্ম্যেই অবস্থান করে। যে মহারাজ! আমি এক্ষণে বাহ্য কীর্তন করিলাম, ইহা তোমার ও অন্যান্য শুভবুদ্ধিমানের পণ্ডিতগণের অনুমোদিত।

মহৎ, অব্যক্ত হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতগণ মহতের দ্বিতিকে প্রাকৃতিক প্রথম দ্বিবি বলিয়া কীর্তন করেন। মহৎ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ইহাকে ইন্দ্রিয়ীয় দ্বিতীয় দ্বিবি বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। মন অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাকে অধিদ্বিতীয় দ্বিতীয় দ্বিবি বলিয়া নির্দেশ করা যায়। মন হইতে মহাত্ম্য লক্ষ্য উৎপন্ন

হইরাছে, এবং ইহার নগ্ন মানসিক চতুর্থ স্থিতি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ এই পাঁচটি পঞ্চম স্থিতি। ভূতভক্ত ব্যক্তিগণ ইহাকে ভৌতিক বলিয়া কীর্তন করেন। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ব্রাণ, এই পাঁচটি ষষ্ঠ স্থিতি। ইহাকে বহু চিন্তাশ্রমক স্থিতি বলিয়া নির্দেশ করা করা যায়। অনন্তর পাঁচটি কর্মেজিরের উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতেরা ইহাকে সপ্তম স্থিতি ও ইন্দ্রিয়ক স্থিতি বলিয়া কীর্তন করেন। বুদ্ধ ও অরণ্যাদি পশু পক্ষ্যাদি স্থিতির নাম অষ্টম স্থিতি এবং গ্রাম্য পশু পক্ষ্যাদি ও মনুষ্যের স্থিতির নাম নবম স্থিতি; এই উক্ত স্থিতিকেই আর্জব বলিয়া নির্দেশ করা যায়। হে ভগবন্! আমি শাস্ত্র-দৃষ্টান্তানুসারে এই নয় প্রকার স্থিতি ও চতুর্বিংশতিতত্ত্বের বিষয় কীর্তন করিলাম। অনন্তর সাধুজনকীর্তিত কালের সংখ্যা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

—\*—

### দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩১২ ।

কশ সহস্র করে ভগবান্ নারায়ণের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রি হইয়া থাকে। তিনি বামিনী অবস্থানে আগন্তু হইয়া সর্বত্র জীবগণের জীবনোপায় ধান্যাদির স্থিতি করিয়া হিরণ্য-ডিঘ মধ্যে ব্রহ্মার স্থিতি করেন। সেই ব্রহ্মা সমুদার ভূতের স্তম্ভরূপ। তিনি এক বৎসর কাল অতমধ্যে অবস্থান পূর্বক পরিশেষে উহা হইতে নিঃসৃত হইয়া সমুদার পৃথিবী, বর্গ ও দ্বাবাভূমির মধ্যস্থিত আকাশের স্থিতি করিয়া থাকেন। সার্বভৌম সহস্র করে তাঁহার এক দিন এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রি হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মা প্রথমতঃ অহঙ্কার, তৎপরে মন, বুদ্ধি ও চিত্ত স্থিতি করেন। অহঙ্কারাদি হইতে পৃথিবী, সলিল, সমীরণ, আকাশ ও জ্যোতি এই পঞ্চভূতের, এবং ঐ পঞ্চ মহাভূত হইতে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ ইন্দ্রিয়গণ এই চর-চর বিষ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। পঞ্চ সহস্র করে অহঙ্কারের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে তাহার এক রাত্রি হইয়া থাকে। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটির নাম বিশেষ। ইহার পঞ্চ মহাভূত, সন্নিবিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। জীব সকল ইহাদিগের প্রভাববশে পরম্পরের হিতসাধনে তৎপর হইয়া সর্বদাই পরস্পরকে স্পৃহা এবং পরস্পর স্নেহ-বান্ হইয়া পরস্পরকে অতিক্রম ও বিনশ করে। দেহাবস্থানে মনুষ্যগণ এই সকল কার্যনিবন্ধন ইহলোকেই তিথ্যকুবোনি মধ্যে প্রবেশ পূর্বক

পরিভ্রমণ করিতে থাকে। তিন সহস্র করে পঞ্চ মহাভূত সমুদায়ের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে তাহাদিগের এক রাত্রি হয়।

মন ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন ব্যতিরেকে কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। চক্ষু মনের সাহায্যভিন্ন কখনই রূপ সন্দর্শনে সমর্থ হয় না। মন ব্যাকুল হইলে চক্ষু অতি নিকটস্থ বস্তুও দেখিতে পারে না। লোকে কহিয়া থাকে, দর্শনাদি জ্ঞান ইন্দ্রিয়েরই হইয়া থাকে; ফলতঃ তাহা নহে। মনই সমুদায় জ্ঞানের মূল কারণ। মন বিষয় বোধে উপরত হইলে, ইন্দ্রিয়গণও উপরত হয়। মন ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বরস্বরূপ; ইহা সর্বভূতেই প্রবেশ করে।

### ত্রয়োদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩১৩ ।

হে রাজন্ ! আমি তোমার নিকট এই সৃষ্টি ও কালসংখ্যার বিষয় আত্মপুস্তিক কীর্ত্তন করিলাম। সম্প্রতি সংহারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনাদিনিধন ভগবান্ প্রজাপতি বারম্বার জীবগণের সৃষ্টি ও সংহার করেন। সৃষ্টির সময় অতীত হইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তিনি জগতের সংহার করিবার নিমিত্ত মহারুদ্ধকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সেই রুদ্ধদেব স্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক আপনাকে স্বাদ্-শাংশে বিভক্ত করিয়া প্রজ্বলিত হত্যাশনের ন্যায় আপনার তেজঃপ্রভাবে জরাবৃদ্ধ, অশুভ, শ্বেদজ ও উত্তীক্ষ, এই চতুর্বিধ জীবকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার তেজের উন্মেষ হইবামাত্র প্রথমতঃ স্থাবরজঙ্গমা-য়ক সমুদায় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময় পৃথিবী কূর্ণপৃষ্ঠের সদৃশ হইয়া উঠে। তখন অমিতভেদা রুদ্ধদেব অনতিবিলম্বে সলিল মন্দতার দ্বারা পৃথিবীকে দ্রবীভূত করিয়া ফেলেন। অনন্তর কালামিপ্রভাবে ঐ সলিলরাশি শুষ্ক হইয়া যায়। সলিল শুষ্ক হইলে ঐ কালামি অতি ভীষণরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন অষ্টমূর্ত্তিদারী বলবান বায়ু জীবের উদ্বাস্বরূপে সেই প্রজ্বলিত হত্যাশনকে গ্রাস করিয়া চতুর্দিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। পরে আকাশ ভীষণ বায়ুকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তৎপরে মন, আকাশকে, অহঙ্কার মনকে, মহত্ত্ব অহঙ্কারকে এবং জগদীশ্বর ঐ জগদ্রূপ মহত্ত্বকে গ্রাস করেন। জগদীশ্বর অনিমিত্তি-শতাবলম্বী, ত্রিকালজ, জ্যোতির্বিদ্য ও অব্যয়। উঁহাঁর হস্ত, পদ, নাসিকা,



কর্ষ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ চতুর্দিকেই বিদ্যমান রহিয়াছে। উনি সমুদায় সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। উনি সর্বস্বাতন্ত্র্যধী অন্তরাঙ্গী। মহাক্ষত্রের ন্যায়ের পর সমস্ত পরার্থই তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়। উহার বুদ্ধি বা কল্প নাই। উনি তুচ্ছ, ভবিষ্য ও বর্তমানের স্রষ্টা। উহাতে দোষের লেশমাত্র নাই।

হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট সমুদায়ের বিষয় আত্মপূর্নিক কীর্তন করিলাম। এক্ষণে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সকলের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

### চতুর্দশাদিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩১৪।

চরণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গমন উহার অধিভূত, ও বিষ্ণু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পাদু ইন্দ্রিয় ভূধ্যাত্ম, মলত্যাগ উহার অধিভূত ও মিত্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উপস্থেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, আনন্দ উহার অধিভূত, এবং প্রজাপতি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। করদ্বয় অধ্যাত্ম, কার্য উহার অধিভূত, এবং ইন্দ্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, বক্তব্য বিষয় উহার অধিভূত, এবং বহ্নি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দর্শনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং সূর্য উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রোত্রেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, শব্দ উহার অধিভূত এবং দিব্য নবুদার উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রসনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রস উহার অধিভূত, এবং সলিল উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। স্পর্শেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার অধিভূত এবং পৃথিবী উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কৃণিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, পার্শ্ব উহার অধিভূত এবং বায়ু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মন অধ্যাত্ম, মন্তব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং চন্দ্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত এবং বুদ্ধি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বুদ্ধি অধ্যাত্ম, জ্ঞাতব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং আত্মা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হে মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট আত্মপূর্নিক ইন্দ্রিয় অধিভূত ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় সমুদায় কীর্তন করিলাম। প্রকৃতি নামা প্রপঞ্চ বিস্তারার্থে যেচ্ছামুগারে বারংবার ৩৭ সমুদায়ের স্রষ্টা করিতেছে। সমুদায়গণ যেরূপ একটিমাত্র প্রদীপ হইতে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে, সেই প্রকার প্রকৃতি পুরুষের এক এক গুণ হইতে নান্য-

প্রকার গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকে । সত্ত্ব, আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, প্রীতি, প্রকাশিত, মুখ, বিজ্ঞতা, আরোগ্য, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অক্লেশতা, অক্রোধ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, আনুগ্য, যুহতা, লজ্জা, অচপলতা, ক্ষুদ্রতা, আচার, অশ্রাস্ততা, ইষ্টামিষ্টবিরোগে নিরপেক্ষতা, লোকরক্ষা, অলুপ্ততা, পরোপজীবনার্থ অর্থোপার্জন ও সর্বভূতদ্বারা এই কয়েকটি গুণ সজ্জগৎ হইতে সমুৎপন্ন হয় । রূপ, ঐশ্বর্য্য, বিগ্রহ, বৈরাগ্যাতাব, অক্লেশতা, মুখহঃখোপভোগ, পরনিন্দার অনুরাগ, বিবাদে প্রবৃত্তি, অহংকার, অসম্মান, চিত্তা, শত্রুতা পরিত্যাগ, চৌর্য্যবৃত্তি, নিলজ্জতা, অসরলতা, ভেদজ্ঞান, পরুষতা, কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য, দ্বেষ ও অতিবাদ এই কয়েকটি গুণ রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । মোহ, অপ্রকাশ, মরণ, ক্রোধ, অনবধানতা, নানাপ্রকার তন্ময় দ্রব্যে অভিরুচি, পানভোজনে অপরিবৃত্তি, উৎকৃষ্ট গন্ধ, বস্ত্র, শয্যা, আসন, বিহার, দিবানিত্রা ও পরনিন্দার অনুরাগ, অজ্ঞাত নৃত্যগীতবাদ্যে অভিরুচি ও ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ এই কয়েকটি গুণ তমোগুণ হইতে সমুৎপন্ন হয় ।

### পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩১৫ ।

হে রাজন্ ! সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ত্রিলোকে নিরন্তর অবস্থান করিতেছে । এই তিন গুণের বিনাশ কখনই নাই । অব্যক্ত রূপ পরমাত্মা এই সমস্ত গুণের বিকার দ্বারা অসংখ্য-রূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন । অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, সাত্ত্বিক পুরুষগণের উৎকৃষ্ট স্থান, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যম স্থান এবং তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিসিগের অধম স্থান লাভ হয় । বাহ্যারা কেবল পুণ্য কার্য্যামুষ্ঠান করে, তাহারা সুরলোক, বাহ্যারা পাপ ও পুণ্য এই উভয়েরই অমুষ্ঠান করে, তাহারা মনুবালাক এবং বাহ্যারা কেবল অধর্ম্মামুষ্ঠান করে, তাহারা অধোগতি লাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই ।

একগে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের স্বভাব ও সন্নিপাতের বিবরণ বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । সত্ত্ব গুণের সহিত রজোগুণ, রজোগুণের সহিত তমোগুণ অথবা তমোগুণের সহিত সজ্জগৎ সমবেত হইলেই গুণের স্বভাব বলিয়া নির্দেশ করা যায় । সজ্জগৎসম্পন্ন ব্যক্তিগণ

সুরলোক, সত্ত্ব ও রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মনুষ্যালোক এবং রজো ও তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তির্যক্যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের একত্র সংযোগকেই সন্নিপাত বলিয়া নির্দেশ করা যায় । যাহারা এই তিন গুণই অবলম্বন করিয়া কালযাপন করে তাহা-  
দিগকে মনুষ্যালোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় । পাপপুণ্য বিমুক্ত তত্ত্বজ্ঞ মহা-  
আরা জন্মমৃত্যুনাশন, ইন্দ্রিয়াতীত, সনাতন, অক্ষয় স্থান লাভ করিয়া  
থাকে ন ।

পূর্বে তুমি পরমাত্মার বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে  
তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর । পরমাত্মা প্রকৃতিস্থ নহে ।  
তিনি দেহমধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহাকে স্ব স্ব রূপে অবস্থিত বলিয়া  
নির্দেশ করা যায় । প্রকৃতি স্বভাবতই অচেতন ; উহা পরমাত্মার অধিষ্ঠান  
দ্বারা সচেতন হইয়াই জীবগণের সৃষ্টি ও সংহার করে ।

জনক কহিলেন, ভগবান্ ! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি অবিদ্বন্দ্ব,  
মুক্তিবিহীন, অচল, অপ্রচ্যুত স্বভাব ও বুদ্ধির অগম্য । অতএব এই উভয়ের  
মধ্যে কি রূপে প্রকৃতিরে অচেতন এবং প্রকৃতিস্থ পুরুষকে সচেতন বলিয়া  
নির্দেশ করা যায় । আপনি মোক্ষ ধর্মের আলোচনা বিশেষরূপে করি-  
তেছেন, আমি তন্নিবন্ধনই আপনার নিকট বিস্তার পূর্বক মোক্ষধর্ম শ্রবণ  
করিতে অভিলাষ করিয়াছি ; এক্ষণে আপনি পুরুষের অস্তিত্ব, একত্ব ও  
প্রকৃতির সহিত পৃথক্ ভাব এবং দেহ সমাপ্তিত ইন্দ্রিয়গণ, মৃত ব্যক্তি-  
গণের স্থান, শাস্ত্রাশাস্ত্র, যোগ ও মৃত্যুসূচক লক্ষণ সমুদায়ের বিষয় কীর্তন  
করুন । ঐ সমস্ত, হস্তগত আমলকের ন্যায় আপনার আরম্ভ আছে ।

—\*—

### ষোড়শাধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩১৬ ।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, রাজর্ষে ! নিগুণকে সগুণ করিতে কেহই  
সমর্থ হয় না । আমি তোমার নিকট নিগুণ ও সগুণ পদার্থের বিষয়  
বিস্তার পূর্বক কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । তত্ত্বদর্শী মুনিগণ পুরুষ  
জবাশূন্যাদির আভাযুক্ত ক্ষটিকের ন্যায় গুণের আভাযুক্ত হইলে  
তাঁহাকে সগুণ, আর সেই আভাবিহীন হইলে তাঁহাকে নিগুণ বলিয়া  
নির্দেশ করেন । প্রকৃতি গুণাত্মক ; সুতরাং সগুণকে অতিক্রম করিতে  
কখনই পারে না । উহা স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা দোষেই গুণ সকল আশ্রয়  
করিয়া অবস্থান করে । পুরুষ স্বভাবতঃ জ্ঞানী । তিনি আপনাকে সর্বো-

পেকা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন। নিত্য ৬ অক্ষরত্বনিবন্ধন পুরুষকে সচেতন এবং ক্ষরত্বনিবন্ধন প্রকৃতির অচেতন বলিয়া নির্দেশ করা যায়। পুরুষ যখন অজ্ঞানপ্রযুক্ত বারংবার গুণসঙ্গ আশ্রয় করেন; তখন তিনি আপনাকে অবগত হইতে না পারিয়া মুক্তিলভে সমর্থ হন না। যখন পুরুষ সৃষ্টি করেন, তখন উহাকে স্বর্কধর্মাবলম্বী, যখন প্রাকৃত ধর্ম আশ্রয় করেন, তখন তাহাকে প্রকৃতি ধর্মাবলম্বী, যখন যোগাত্মক করেন, তখন তাহাকে যোগধর্মাবলম্বী এবং যখন স্বাবর পদার্থের সৃষ্টি করেন, তখন তাহাকে বীজধর্মাবলম্বী বলিয়া নির্দেশ করা যায়। তিনি গুণ সমুদায়ের সৃষ্টি ৬ সংহারকর্তা, নিঃসঙ্গ, সর্বময় এবং দেহাদি হইতে পৃথক্; অধ্যাত্মবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতগণ এই নিমিত্ত তাহাকে অদ্বিতীয় ও নিত্য এবং প্রকৃতির অনিত্য ও নানাপ্রকার বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি প্রকৃতিতে এক এবং পুরুষকে অসংখ্য বলিয়া কীর্তন করেন। তাহাদিগের মতে পুরুষ সর্বভূতে দয়াবান্ হইয়া কেবল জ্ঞানাবলম্বন পূর্বক অবস্থান করেন।

‘হে রাজন! এই আমি তোমার নিকট পুরুষের অস্তিত্ব ও একত্বের বিষয় কীর্তন করিলাম। এক্ষণে প্রকৃতি পুরুষের পৃথক ভাব কীর্তন কমিতৈছি, শ্রবণ কর। যেক্ষণ ইষীকা ও শরশূঙ্গ, উডুঘর ও মশক, মংস্য ও সলিল, ছুন্নী ও অনল এবং পদ্মপত্র ও জল, একত্র অবস্থান করিলেও পরস্পর লিপ্ত হয় না, সেইরূপ অনিত্য প্রকৃতি ও নিত্যস্বরূপ পুরুষ উভয়ে একত্র অবস্থিত হইলেও পৃথক্ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যাহারা প্রকৃতি পুরুষের পৃথক্ ভাব সম্যক্ রূপে অবগত হইতে অসমর্থ হয়, সেই অদম্য ব্যক্তিগণকে বারংবার ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হয়। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় সাক্ষাত্ত্ব বিস্তার পূর্বক কীর্তন করিলাম। সাক্ষ্যবিশারদ পণ্ডিতেরা এই প্রকার প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্ব অবগত হইয়াই মোক্ষ লাভে সমর্থ হন। যাহারা তত্ত্ববিষয়ে কুশল, তাহারা সাক্ষ্যমত দ্বারা অনায়াসে সেই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

সপ্তদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩১৭ ।

‘হে রাজর্ষে! এই আমি তোমার নিকট সাক্ষ্য জ্ঞানের বিষয় কীর্তন করিলাম, এক্ষণে যোগজ্ঞানের বিষয় সাক্ষ্যানুসারে কহিতৈছি, শ্রবণ কর।

সাধ্য জ্ঞানের সূত্র জ্ঞান এবং যোগকলের সূত্র বল আছে কিছুই নাই । এই উভয় মতেই শমদমাদি অহঙ্কারের বিধি আছে এবং এই উভয় মতেই মুক্তি সাধক । বুদ্ধিবিহীন ব্যক্তিগণই এই উভয়ের বিভিন্নতা নির্দেশ করে । আমরা এই উভয় মতকেই এক প্রকার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছি । যোগী ও সাধ্যমতাবলম্বী উভয়েরই সিদ্ধদশাতে এক বস্তুই সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে । অতএব সাধ্য এবং যোগ শাস্ত্রকে হাঁহারা সমান বোধ করেন, তাঁহারই যথার্থ পণ্ডিত । প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকল যোগসাধনের প্রধান অবলম্বন । প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বশীভূত করিয়া যোগ সিদ্ধ হইতে পারিলে অবিমাদি অষ্টগুণ প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কলার লোভে পরিত্রাণ করা যায় । বেদে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযুক্ত যোগই প্রস্তুত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । ঐ যমনিয়মাদি অষ্টগুণ সূক্ষ্ম, আর অবিমাদি অষ্টগুণ ইহা অপেক্ষা স্থূল । যোগ দুই প্রকার ; সত্ত্ব ও নিগুণ । প্রাণায়াম যুক্ত যোগকে সত্ত্ব এবং চিত্তের একাগ্রতা যুক্ত যোগকে নিগুণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় ; প্রাণায়াম আবার দুই প্রকার ; সর্বাঙ্গ ও নিসর্বাঙ্গ । মূলাধারাদি চক্রস্থিত দেবতা সকলেই ধ্যান না করিয়া প্রাণায়াম করিলে বাতাদিকা হইয়া থাকে ; অতএব উহা নিতান্ত অকর্তব্য । বাহিনী সমাগত হইলে প্রথম প্রহরে দ্বাদশ এবং জাগরিত হইয়া গীত্রোক্তান পূর্বক শেষবারে দ্বাদশ এই চতুর্বিংশতি প্রকার বায়ু ধারণার বিষয় যোগশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে । দমস্তমস্পন্ন শাস্ত্রবিশারদ সম্যাসিগণ সেই চতুর্বিংশতি প্রকার বায়ু ধারণা দ্বারা দুর্দান্ত মনকে নিগূহীত করিয়া জীবাত্মাকে পরমাশ্রয় সংযোগ করিবেন । যোগপরায়ণ মহাত্মারা প্রোক্তাদি পাঁচইন্দ্রিয়কে শব্দাদি পঞ্চ বিষয় হইতে নিরাকৃত করিয়া মনোমধ্যে, মনকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বে প্রকৃতি মধ্যে সংস্থাপন পূর্বক কেবল পরব্রহ্মকে চিন্তা করেন । সেই পরমাশ্রয়ী পাপবিহীন, নির্দ্বন্দ্ব, নিত্য, অনন্ত, অকৃত, স্থির, জরামুক্তাবিহীন ও অভেদ্য ।

অনন্তর নিত্য সমাধি বিশিষ্ট যোগীর লক্ষণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ঐ রূপ যোগী সর্বদা প্রসন্নচিত্ত হইয়া পরিতৃপ্ত সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায়, নির্বিকৃত প্রদেশ স্থিত তৈলপূর্ণ প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন । পাবাণ যেরূপ মেঘনিপলিত জলবিন্দুব দ্বারা আবৃত হইয়াও বিকম্পিত হয় না । সেই রূপ ঐ যোগী কিছুতেই যোগ হইতে বিচলিত হন না । শম্যাদ্বনি, দুষ্কৃতি নিবন ও বিবিধ গীতবাদ্য দ্বারা তাঁহার যোগ ভঙ্গ হইয়া নিতান্ত দুঃখরূপ যেরূপ স্থিরভাবে ব্যক্তি তৈলপূর্ণপাত্র পাত্র লইয়া

সোপানে আরোহণ করিবার সময় কৃপাণপানি পুরুষকর্তৃক তর্জিত ও ভীত হইয়াও বিস্ময়োক্ত তৈল নিক্ষেপ করে না, সেইরূপ ঐ যোগী ইন্দ্রিয় সমুদায়ের সৈধ্যা নিবন্ধন কোন ক্রমেই যোগ হইতে বিচলিত হন না । যোগে উত্তমরূপ নৈপুণ্য হইলে গাঢ়তর অঙ্ককার মধ্যে অবস্থিত জলন তুল্য-অবাস্তব স্কন্ধের প্রত্যক্ষ হয় । মনুষ্য একমাত্র যোগবলেই এই বিনয়র কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকে । এই আমি তোমার নিকট যোগিগণের যোগের লক্ষণ কীৰ্ত্তন করিলাম । পণ্ডিত-গণ ইহা অবগত হইয়া আপনাদিগকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করেন ।

### অষ্টাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩১৮ ।

হে মহারাজ ! এক্ষণে মানবগণের মৃত্যুকালে জীবাঙ্কা কলেবরের যে যে স্থান দ্বারা বিনির্গত হইলে যে যে গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর । জীবাঙ্কা চরণ দ্বারা দেহ হইতে বহির্গত হইলে তিস্মলোক, জম্ববা দ্বারা বিনির্গত হইলে অষ্টবজ্রর লোক, জাম্বুদ্বারা বহির্গত হইলে সাধাপণের লোক, পায়ুদ্বারা বিনির্গত হইলে মৈত্রলোক, জঘন দ্বারা বিনির্গত হইলে মনুষ্য লোক, উরু দ্বারা নির্গত হইলে প্রজাপতি লোক, পাক্ষীদ্বারা বিনির্গত হইলে মরুলোক, নাসাপথ দ্বারা বহির্গত হইলে চন্দ্রলোক, বাহুদ্বারা নির্গত হইলে ইন্দ্রলোক, বক্ষঃস্থল দ্বারা নির্গত হইলে রুদ্র লোক, শ্রীবা-দ্বারা নির্গত হইলে মহর্ষিদিগের লোক, মুখ দ্বারা নির্গত হইলে বিশ্বদেব-গণের লোক, জোড় দ্বারা বিনির্গত হইলে দিগ্দ্বেবতাদিগের লোক, জ্ঞান দ্বারা নির্গত হইলে বায়ুলোক, নয়ন দ্বারা বিনির্গত হইলে সূর্য্য লোক, জ্ঞান দ্বারা বিনির্গত হইলে অশ্বিনীকুমার, স্বরোর লোক, ললাট দ্বারা বিনির্গত হইলে পিতৃলোক এবং ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারা নির্গত হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ।

এই আমি তোমার নিকট মৃত মনুষ্যগণের যে যে স্থান হইতে জীবাঙ্কা বিনির্গত হইলে যে যে গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা কীৰ্ত্তন করিলাম । অনন্তর আসন্ন মৃত্যুর চিন্তা কহিতেছি, শ্রবণ কর । যাহারা অকৃচ্ছতী, ক্রবতারা এবং অনোর নয়নতারা মধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে না পায় এবং যাহারা সূর্য্যোদয় ও প্রদীপের প্রভা কক্ষিমাংশে ঋণিত দর্শন করিয়া থাকে, তাহারা একরূপের মাত্র জীবন ধারণ করে । যাহারা লাবণ্য সম্পন্ন হইয়া লাবণ্য শূন্য, জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া অজ্ঞান, অজ্ঞান হইয়া জ্ঞানবান্ ও শাস্তি পূর্ণ হইয়া

ଧୂସରବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ସାହାରା ଦେବଗଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଗଣଙ୍କ ସହିତ ବିବୋଧ କରିବା ଥାଏ, ତାହାର ଛନ୍ଦ୍ର ମାସର ଅଧିକ ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ ନା । ସାହାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉର୍ଗନାଭି ଚକ୍ରର ନ୍ୟାୟ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ଦେବା-ଲକ୍ଷ୍ମୀରୁ ଗୁରୁତ୍ବ ବସ୍ତୁ ସମୁଦାୟର ନୌରୂପ ସାହାଦିଗର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟାୟ ବୋଧ ହେବା ଥାଏ, ମଣ୍ଡାହର ମଧ୍ୟେ ତାହାଦିଗର ଆୟୁଃଶେଷ ହେବା ସାର । ସାହା-ଦିଗର ନାମା କର୍ମ ଅବନତ, ଦକ୍ଷ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବିଲୁପ୍ତ, ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଧରଣିତ ବାମ ଚକ୍ର ହେତେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଜଳଧାରା ବିଗଳିତ ଓ ମନ୍ତ୍ରକ ହେତେ ଧୂମ ଉଦ୍ଧିତ ହୁଏ, ତାହାଦିଗଙ୍କେ ସଦାହି ମୃତ୍ୟୁମୁଖେ ନିପତିତ ହୁଏ । ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ବ ମହାତ୍ମାରା ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ବଳ ଅବଗତ ହେବା ଦିବାନିଶି ପରମାତ୍ମାର ସହିତ ଜୀବାତ୍ମାର ସଂଯୋଗ ପୂର୍ବକ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ଅବ-ସ୍ଥାନ କରିବେନ । ଯଦି ତାହାଦିଗର ମୃତ୍ୟୁବାସନା ନା ଥାଏ, ତାହା ହେଲେ, ତାହାର ଗନ୍ଧାଦି ବିଷୟ ସମୁଦାୟ ପରିତ୍ୟାଗ ଓ ସାଧ୍ୟାତତ୍ତ୍ବ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ଯୋଗବଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କେ ନିର୍ମଳ ଓ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କେ ପରାଜିତ କରିବା ପରିଶେଷେ ପ୍ରାକୃତ ବାକ୍ତିଦିଗର ନିତାନ୍ତ ଦ୍ବଳିତ ଅନ୍ତର ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେନ ।

### ଏକୋନବିଂଶତ୍ୟାଧିକ ତ୍ରିଶତତମ ଅଧ୍ୟାୟ । ୩୧୧ ।

ହେ ରାଜର୍ଷି ! ତୁମି ମୋ ପରବ୍ରହ୍ମର ବିଷୟ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଆସିଲେ, ଏକ୍ଷଣେ ମୋହି ଗୁହ୍ୟ ବିଷୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଖି, ଶ୍ରବଣ କର । ଆମି ପ୍ରଗତଭାବେ ଅବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିୟମାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବକ ଦିବାକର ହେତେ ଯଜୁର୍ବେଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ପୂର୍ବେ ଆମି ଭଗବାନ୍ ଭାସ୍କରଙ୍କେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ମାନସେ ସୌରତର ତପୋନୁଷ୍ଠାନ କରିଆସିଲି । ଏକ ଦିବସ ତିନି ଆମାର ପରିଚ-ର୍ଯ୍ୟାୟ ପରମ ପରିତୁଷ୍ଟ ହେବା ଆମାଙ୍କେ ସନ୍ତୋଷନ ପୂର୍ବକ କହିଲେନ, ତପୋଧନ ! ଆମାଙ୍କେ ପ୍ରସନ୍ନ କରା ନିତାନ୍ତ ହଃସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମି ତୋମାର ଅବିଚଳିତ ଭକ୍ତି ଅବଲୋକନ ପୂର୍ବକ ତୋମାର ପ୍ରତି ପରମ ପରିତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏକ୍ଷଣେ ତୁମି ଆମାର ନିକଟ ଅଭିଳାଷିତ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ; ନିତାନ୍ତ ଦ୍ବଳିତ ହେ-ଲେ ଓ ଆମି ତାହା ତୋମାଙ୍କେ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଭଗବାନ୍ ଭାସ୍କର ପରି-ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଏହି କଥା କହିଲେ, ଆମି ତାହାଙ୍କେ ଅଭିବାଦନ ପୂର୍ବକ କହିଲି, ଭଗବନ୍ ! ଯଜୁର୍ବେଦ ଆମାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଓହା ଅବଗତ ହେତେ ଆମାର ନିତାନ୍ତ ବାସନା ହେଉଛି । ତତ୍ତ୍ବ ଦିବାକର ବାହାରେ, ଆମି ତୋମାଙ୍କେ ଅବିଲମ୍ବେ ଯଜୁର୍ବେଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ତୁମି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମାଦେଶ ବିଚ୍ଚିତ୍ କର, ଦେବୀମନ୍ତ୍ରଣୀ ତୋମାର ଦେହମଧ୍ୟେ ପ୍ରବିଶି ହେବେନ । ଆମି ପ୍ରଭାକର

এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অমুমতিক্রমে মুখবাদন করিলাম। মুখ-  
বাদন করিবামাত্র বাগ্‌দেবী সরস্বতী আমার দেহমধ্যে প্রবেশ করি-  
লেন। দেবী শরীরে প্রবিষ্ট হইলে আমি অন্তর্দাহে সাতিশয় দগ্ধ হইয়া  
সলিলমধ্যে প্রবেশ করিলাম। তৎকালে ভাস্করের প্রতি আমার সাতিশয়  
অবজ্ঞা ও ক্রোধ উপস্থিত হইল। তখন দিবাকর আমাকে নিতান্ত সন্তপ্ত  
দেখিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি মুহূর্ত্তকাল দাহজনিত ক্লেশ সহ্য কর,  
সত্ত্বরেই তোমার শরীর শীতল হইবে। ভগবান্ ভাস্কর এই কথা বলিয়া  
নিস্তক হইলে কিংবক্ষণ পরেই আমার শরীর স্নানীতল হইল। তখন  
তিনি আমাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহাত্মন্! পরশাখা ও উপ-  
নিষদের সহিত সমগ্র বেদ তোমার আয়ত্ত হইবে। উহা আয়ত্ত হইলে  
তোমার বুদ্ধি মুক্তিপথে গমন করিবে এবং তুমি সাত্ব্যামতাবলম্বী ও  
যোগিগণের অভিগম্য পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ভাস্কর এই কথা  
বলিয়া অস্তাচলচড়বিলম্বী হইলেন।

অনন্তর আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অতি হৃষ্টমনে দেবী সরস্বতীকে  
স্মরণ করিলাম। আমি স্মরণ করিবামাত্র বাগ্‌দেবী স্বর বাঞ্জনবর্ণে বিভূ-  
ষিতা হইয়া ও কারকে অগ্রবর্তী করত আমার সম্মুখে আবির্ভূত হই-  
লেন। আমি তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়াই অতিমাত্র ব্যাগ্রচিত্তে গাত্রো-  
ধান পূর্বক তাঁহাকে ও দিবাকরকে অর্ঘ্য প্রদান করত উপরেণন করি-  
লাম। আমি উপবিষ্ট হইলে রহস্য ও সংগ্রহশাস্ত্রের সহিত সমগ্র বেদ  
আমার হৃদয়ে প্রাভূত হইল। তখন আমি অসংখ্য শিষ্য পরিবেষ্টিত  
মাতুল বৈশম্পায়নের অগ্নিযাতুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত এক শত শিষ্যকে  
ঐ বেদ অধ্যয়ন করাইলাম এবং সত্ত্বরেই সেই শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া কর-  
জালমণ্ডিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তোমার পিতার যজ্ঞে দীক্ষিত হইলাম।  
তথায় মহর্ষি দেবলের সমক্ষে মাতুল বৈশম্পায়নের সহিত বেদপাঠের  
দক্ষিণা লইয়া আমার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। পরে আমি  
তাঁহাকে দক্ষিণার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব বলিয়া, স্বীকৃত হইলাম। স্নমন্ত,  
জৈমিনি, পৈল, তোমার পিতা ও অন্যান্য মহর্ষিগণ আমার বাক্যে অমু-  
মোদন করিলেন।

আমি এই প্রকারে ভগবান্ ভাস্কর হইতে পঞ্চদশ যজুঃসংহিতা প্রাপ্ত  
হইয়াছিলাম। এতদ্বির আমি মহাতপা রোমহর্ষের নিকট পুরাণ পাঠ  
করিয়াছিলাম। অতঃপর আমি সূর্য্যদেবের প্রভাবে বাগ্‌দেবীর অমুক-  
ল্যায় ঐ বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সূর্য্যদেবের



সহিত সমুদায় বেদ উত্তমরূপে শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইলাম। তাহা-  
রাও হৃষ্টমনে অধ্যয়ন করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। অগ্রে তগবান্  
ভাস্কর কর্তৃক আদিষ্ট এই পঞ্চদশ শাখা অনুশীলন করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞাতব্য  
বিষয় চিন্তা করা জ্ঞানবানের অবশ্য কর্তব্য।

এক দিবস বেদবেদান্তবিশারদ গন্ধর্বাধিপতি বিশ্বাবসু জ্ঞানগণের  
হিতকর মোক্ষ ও উৎকৃষ্ট জ্ঞেয় পদার্থের বিষয় পর্যালোচনা করিতে  
করিতে আমার সমীপে আগমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন ।  
বিশ্ব, অবিশ্ব, অখা, অঋ, মিত্র, বরুণ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, অজ্ঞ, জ্ঞ, তপাঃ,  
অতপাঃ, সূর্য্যাদ, সূর্য্য, বিদ্যা, অবিদ্যা, বেদ্য, অবেদ্য, অচল, চল এবং  
অক্ষর ও ক্ষয় এই কয়েকটি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? আর তর্ক দ্বারা  
কি প্রকারে প্রকৃতি ও পুরুষের অক্ষরত্ব সপ্রমাণ করা যাইতে পারে?  
গন্ধর্বাধিপতি এই সমুদায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তঁাহাকে কহি-  
লাম, গন্ধর্বারাজ! আমি এই কয়েকটি প্রশ্নের সিদ্ধান্ত স্থির করিতেছি,  
তুমি কিরংক্ষণ অপেক্ষা কর। গন্ধর্বাধিপতি আমার এই কথা শ্রবণে  
স্বীকৃত হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন  
আমি মনে মনে বাগ্‌দেবী সরস্বতীকে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।  
তঁাহাকে স্মরণ করিবামাত্র, দ্রুত হইতে যেরূপ ঘৃত সমুদ্রিক হয়, সেইরূপ  
যে যে শাস্ত্র আলোচনা করিলে ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা যায়  
সেই সমুদায় আমার স্মৃতিপথাক্রম হইল। তখন আমি সমগ্র উপনিষদ  
ও আত্মিকী শাস্ত্র পর্যালোচনা করিতে লাগিলাম। ঐ আত্মিকী  
বিদ্যা মনু্যাদিগের মোক্ষোপযোগী। উহাকে চতুর্থী বিদ্যা বলিয়া নির্দেশ  
করা যায়।

অনন্তর আমি বিশ্বাবসুকে সন্মোদন পূর্বক কহিলাম, গন্ধর্বারাজ!  
তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করি-  
তেছি, শ্রবণ কর। এই জগৎভরযুক্ত ত্রিগুণসম্পন্ন বিশ্বকে প্রকৃতি এবং  
অবিশ্বকে নিগুণ পুরুষ বলিয়া কীর্তন করা যায়। ঐ রূপ অখা প্রকৃতি  
ও অঋ পুরুষ, বরুণ প্রকৃতিও মিত্র পুরুষ, জ্ঞান প্রকৃতি ও জ্ঞেয় পুরুষ;  
অজ্ঞ প্রকৃতি ও জ্ঞ পুরুষ, তপাঃ প্রকৃতি ও অতপাঃ পুরুষ, অবিদ্যা প্রকৃতি  
ও বিদ্যা পুরুষ, অবেদ্য প্রকৃতিও বেদ্য পুরুষ, সূর্য্যাদ প্রকৃতিও সূর্য্য  
পুরুষ, চল প্রকৃতি ও অচল পুরুষ নামে কীর্তিত হন। মতভেদে প্রকৃ-  
তিরে বেদ্য ও পুরুষকে অবেদ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। প্রকৃতি  
ও পুরুষ ইহারা উল্লঙ্ঘ্য অজ্ঞ, নিত্য অক্ষর ও জগদ্ব্যবহীন বলিয়া

কথিত হন। উহাদিগের জন্ম নাই বলিয়া উহারা অজ ও ক্ষয় না থাকিতে অক্ষ নামে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্ত্বাদি গুণের আশ্রয়ত্ব ও জগৎ কর্তৃত্বনিবন্ধন প্রকৃতিতে অক্ষর বলিয়া কীর্তন করা যায়। এই আমি তোমার নিকট বেদমতামুসারে বিখ্যাবিশ্ব প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং তর্ক দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের অক্ষরত্ব যে প্রকারে সপ্রমাণ হয়, তাহা কীর্তন করিলাম। গুরুশ্রাব্যদ্বারা বেদের তাৎপর্য পরিজ্ঞাত হইয়া নিত্য ক্রিয়া সমাপনান্তে বেদের আলোচনা করা অবশ্য বিধেয়। যাহারা সাক্ষ বেদ অধারন করিতে একান্ত অসমর্থ থাকে, অথচ আকাশাদি মহাভূত সমুদায়ের সৃষ্টি সংহার কর্তা বেদপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে অসমর্থ হয়, তাহাদিগের বেদাধারন কেবল বিভ্রমনা মাত্র। যুতার্থী হইয়া গর্দভীর দুগ্ধ নহন করিলে তাহা হইতে যুতোপযোগী নবনীত নমুংপন্ন হইতে পারে না। প্রভূত বিষ্ঠাতুল্য দুগ্ধক পদার্থই উৎপন্ন হয়। যে মনুষ্য বেদবিদ্যা অভ্যস্ত করিয়া প্রকৃতি ও পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে না পারে, সে নিত্যান্ত মূঢ় ও তাহার জ্ঞানোপার্জন নিত্যন্ত বিফল। বহুসংসারের প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের সহিত সাক্ষাৎকার করা অবশ্য কর্তব্য। তাহা হইলে আব পুনর্বার সংসারমধ্যে জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না। কর্মকাণ্ড বেদবিহিত নখর ধর্ম পরিতাগ করিয়া অক্ষর ধর্মামুরত হইয়া যত্র পূর্বক অহরহ জীবাাত্মাকে বিশুদ্ধরূপে সন্দর্শন করিতে পারিলেই প্রকৃতিকে অভিক্রম ও পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। মূঢ় ব্যক্তিগণ শাস্ত্রত পরমাত্মাকে জীবাাত্মা হইতে পৃথক বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। কিন্তু সাধু ব্যক্তিগণ তাহাকে জীবাাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ করেন। যোগী ও সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা অবিলম্বে জীবাাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদজ্ঞানেরই বিশেষ রূপ প্রশংসা করেন।

তখন বিশ্বাস পুনর্বার কহিলেন, মহাজন! আপনি জীবাাত্মাকে অবিনশ্বর বলিয়া কীর্তন করিলেন। কিন্তু জীবাাত্মা বস্তুতঃ অবিনশ্বর কি না, তাহা কীর্তন করুন। আমি যদিও বীশক্তিমান্ন জৈগীব্য, অসিত দেবল, পরাশর, বার্ষগল্য ভৃগু, পঞ্চশিখ, কপিল, শুক, গোতম, আশ্বিনেন গর্গ, আরদ্র, আহুরি, পুলস্ত্য, সনৎকুমার, শুক্রাচার্য, পিতা কাশ্যপ, রুদ্র, বিশ্বরূপ এবং দেবতা, পিতৃলোক ও দৈত্যেরগণের নিকট এই বিচার পরিজ্ঞাত হইয়াছি, তথাপি আপনার মুখে ঐ সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার গাভিশর বাঁসনা হইয়াছে। আপনি বাখীশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান ও কৃতি-

নিপুণ । আপনি সমস্তই অবগত আছেন ; দেবলোক, পিতৃলোক, ও ব্রহ্মলোকগত মহর্ষিগণ এবং ভগবান্ সূর্য্য প্রভিনিরত আপনার প্রশংসা করেন । আপনি শাস্ত্রাত্মক, যোগশাস্ত্র ও এই চরাচর বিশ্বের বিষয় সম্যাকরূপে অবগত আছেন ; তুমি বন্ধনই আপনার নিকট এই অত্যাৎকট উপালাভ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে ।

তখন আমি কহিলাম, হে গন্ধর্ষরাজ ! তুমি ঋতিধর ; অতএব বাহ্য জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সাধ্যানুসারে উহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । জীবাত্মা জড়রূপ প্রকৃতিকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন ; কিন্তু প্রকৃতি কখন তাঁহাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না । শাস্ত্রাণ্ড যোগবিশারদ পণ্ডিতগণ জীবাত্মার জ্ঞান আছে বলিয়াই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । জীবাত্মা কলেবরের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করিলে পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিতে কখনই সমর্থ হয় না । কিন্তু কলেবর হইতে ভিন্নভাবে অবস্থান করিলেই অনার্য্যসে তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন । পরমাত্মা কি জীব, কি কলেবর, উভয়কেই নিরত অবলোকন করিতেছেন । জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ চতুর্বিংশতি তত্ত্বাক্ত কলেবরকে কখনই আত্মা বলিয়া অঙ্গীকার করেন না । ১০ জলমধ্যস্থিত মীনকে কেহ খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিলে সে যে রূপ তাহাতে আসক্ত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মার প্রেরণানিবন্ধন বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকেন । যখন জীব দেহের সহিত একত্ব অবস্থান ও অভেদ বুদ্ধি বশতঃ স্নেহপরতন্ত্র হইয়া আপনার সহিত পরমাত্মার একত্ব অমুধাবন করে, তখন সে সংসার লাগণের নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করে । আর সে যখন আপনার সহিত পরমাত্মাকে অভিন্ন বোধ করে, তখন সে সংসার সমুদ্র হইতে সমুখিত হয় । জীব যখন আপনাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করে, তখন সে পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিতে পারে । পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই স্বতন্ত্র, কিন্তু সাধু ব্যক্তিগণ উহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করেন । জীব যখন আপনাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা করে এবং পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে ত্রুটি ও দৃশ্য, ভিন্ন ও অভিন্ন, জগতের কারণ ও জীবরূপে দর্শন না করিয়া তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা নিরীক্ষণ করিতে পারে, তখন সে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয় । এই প্রকারে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন বলিয়া তাঁহাকে অবিনশ্বর বলিয়া নির্দেশ করা যায় । হে গন্ধর্ষরাজ ! ১১ আমি শাস্ত্রানুসারে প্রকৃতি, জীব, ও ব্রহ্মের বিষয় এই কীৰ্ত্তন করিলাম ।

গন্ধর্বাধিপতি বিশ্বাবসু আমার এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি সর্বদেবপ্রধান ব্রহ্মের বিষয় বুদ্ধিশক্ত্যে কীর্তন করিলেন। অতএব শ্রয়োলাভ করুন। এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। দিবাক্রপথারী গন্ধর্বরাজ এই বলিয়া পরম প্রীতিসহকাণ্টে আমাকে অভিনন্দন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সুরলোকে গমন করিলেন, এবং অচিরে তুলোক, দ্বালোক ও নাগলোকে সৎপথীবলম্বী ব্যক্তিগণের নিকট সেই মহাপ্রদীপ উপদেশ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রাজন্ ! সাক্ষ্যমতাবলম্বী, যোগধর্মপরায়ণ ও অন্যান্য মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণের এই বিজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ নিতান্ত প্রেরকর। জ্ঞানই মোক্ষপাঠের প্রাণ কারণ; জ্ঞান না থাকিলে কদাচ মোক্ষপাঠের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। মনুষ্য জ্ঞানপ্রভাবেই জন্মমূহারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা দূরে থাকুক, অতি নীচ শূদ্রাদি হইতেও জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে শ্রদ্ধা করা অবশ্য কর্তব্য। ব্রহ্মসম্পন্ন পুরুষ জন্মমৃত্যু কর্তৃক কখনই আক্রান্ত হয় না। ব্রহ্ম হইতে সমুদায় বর্ণই সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব সমুদায় বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায় এবং সকল বর্ণেরই বেদপাঠে অধিকার আছে। ফলতঃ সমুদায় বর্ণই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মার আসাদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, ভূজয় হইতে ক্ষত্রিয়, নাভি হইতে বৈশ্য, ও চরণবৃগল হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্য অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত বারংবার জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানানুসন্ধান করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। জ্ঞান সর্বদময়েই সর্বত্র আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া আগিতেছে। দেখ, অতি পূর্বকালেও অনেকানেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি মহাত্মারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং মোক্ষ যে নিত্যসিদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। হে মহারাজ ! তুমি আমাকে সেই সমুদায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি সমস্তের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তুমি এই সমুদায় বিশেষরূপে অনুধাবন পূর্বক প্রীতীলাভ ও ইহার অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তুমি শ্রয়োলাভ করিতে পারিবে।

তীর্থ কহিলেন ধর্মরাজ ! এই প্রকারে মিথিলাধিপতি দেবরাতনর ধামানু যাজ্ঞজ্ঞ্যের নিকট এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় হইলেন এবং সম্বন্ধে তথায় প্রত্যাগ-

মন পূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে এক এক কোটি গোধন, এক এক কোটি সুবর্ণ ও এক এক অঞ্জলি ব্রহ্ম প্রদান করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি আপনাত্মক বিদেহরাজ্য সমর্পণ পূর্বক অজ্ঞানমূলক ধর্ম্মাধর্ম্মের নিন্দা করত যতিধর্ম্মাবলম্বী হইলেন এবং সাত্ব্য ও ধোঁগশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক আপনাকে সর্বব্যাপী জ্ঞান করিরা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, সত্য, মিথ্যা ও জন্মমৃত্যু সমুদায় বুঝা বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

হে ধর্ম্মরাজ ! সাত্ব্য এবং যোগজ্ঞাননিষ্ঠ পণ্ডিতেরা এই বিখ্যাত্য প্রকৃতি ও পুরুষের কৃত বলিয়া বোধ করেন । বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ পরাংপর পরমব্রহ্মকে ইষ্টানিষ্টবিনিমুক্ত, নিত্য ও শুচি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ; অতএব তুমিও পবিত্রতাব অবলম্বন কর । দাতা, দেয়, দান ও প্রতিগ্রহীতা সকলকেই আত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে । আপনাত্মক আত্মাই অদ্বিতীয় পদার্থ ; তাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই ; ইহা সর্বদা চিন্তা করা তোমার অক্সা বিষয় । যাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুমাত্র অবগত হইতে পারে না, তাহাদিগের তীর্থপর্যটন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করাই বর্ত্তব্য । বেদাধ্যয়ন, তপস্যা বা যজ্ঞ দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায় না । সেই অব্যক্ত পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভে সমর্থ হন । যাহারা মহত্ত্বের উপাসনা করেন, তাঁহারা মহত্ত্ব এবং যাহারা অহঙ্কারের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অহঙ্কারের স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । কিন্তু যাহারা প্রকৃতি হইতে উৎকৃষ্ট পরম ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারা মায়াহীন অতি উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিতে সমর্থ হন ।

হে ধর্ম্মরাজ ! পূর্বক মহামতি জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তৎপরে আমি জনকের নিকট ইহা লাভ করিয়াছি । জ্ঞান ব্রহ্ম অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট, জ্ঞানপ্রভাবে অনারামে সংসারসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হওয়া যায় ; কিন্তু যজ্ঞবলে তাহা হইতে পারে না । জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে, দুঃখ ও জন্মমৃত্যু নিরাকৃত করা পুরুষকারসাধ্য নহে । যজ্ঞ, অপস্যা, ব্রত ও নিয়ম দ্বারা দেবলোকে গমন করিলে, পুণ্যবীর্য পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় । অতএব তুমি পবিত্রমনে পরমপাবন সুনির্মল শান্তিজনক পরব্রহ্মের উপাসনা কর ; তাহা হইলেই তুমি সেই পরমাশ্রয় স্বরূপ হইতে পারিবে । হে ধর্ম্মরাজ ! মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জনকরাজার নিকট শ্রবিত অব্যয় তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া যে জানুগুর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই উপদেশানুযায়ী কাহা

করিতে পারিলেই অনায়াসে শোকবিবর্জিত অমৃতময় সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারা যায়, সন্দেহ নাই ।

—\*—

বিংশত্যাধিক ত্রিশতম অধ্যায় । ৩২০ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! অনিমাди ঐশ্বর্য্য, ধন, দীর্ঘ আয়ু, বিপুল তপস্যা, বজ্রাদি কার্য্য, অধ্যয়ন ও রসায়নপ্রয়োগ এই সকলের মধ্যে কোন উপায় দ্বারা জরামৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায় ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি এই উপলক্ষে পঞ্চশিখ জনকসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । এক দিন বিদে-হাধিপতি জনক ধর্ম্মার্থসংশয়শূন্য বেদবিশারদ মহর্ষি পঞ্চশিখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! তপস্যা, বুদ্ধি, পুণ্যকাণ্ড ও শাস্ত্রজ্ঞান এই সকলের মধ্যে কোন উপায় দ্বারা মৃত্যু জরামৃত্যু অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তাহা আমার নিষ্ঠ কীর্ত্তন করুন । সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মহর্ষি পঞ্চশিখ মহারাজ জনক কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! কেবল জীবমুক্ত যোগিগণই জরামরণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন । এতদ্বির আর কেহই মাস ও দিন বামিনীর ন্যায় জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না । মৃতদেহে মনুষ্যের চিরকাল অনিত্য সংসার-পথাবলম্বী হইয়া সর্ব্বদা জরামৃত্যুরূপ জলজন্তুতে পরিবাণ্ড প্লাবিত হইয়া কালসাগরে প্রবাহিত ও নিমগ্ন হইতেছে ; কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহাদিগের সাহায্য করিতেছে না । ইহলোকে কাহারও সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই । পশ্চিমমধ্যে গমন করিতে করিতে যেরূপ অপরাপর পথিকগণের সহিত মিলন হয়, ইহলোকে সেইরূপ দারা পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলন হইয়া থাকে । চিরকাল কাহারও সহিত কেহই অবস্থান করিতে পারে না । জলদজাল যেরূপ বায়ুসঞ্চালিত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে মহারোহে গমন করে, জীবগণও সেইরূপ কালপ্রেরিত হইয়া বাহুবাহু শোকচূড়ক শব্দ করিতে করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ধাবমান হইতেছে । জরামৃত্যু বুকের ন্যায় কি দুর্ব্বল, কি বলবান, কি মহৎ, কি নীচ সকলকেই গ্রাস করিতেছে । এই নিমিত্তই নিত্য স্বরূপ জীবাণু অনিত্য ভূতগণের উৎপত্তিতে আনন্দ ও সংহারে শোক অনুভব করেন না । তুমি কে ; কোথা হইতে আগমন করিয়াছ ; কাহার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ আছে ; তুমি কোথায় অবস্থান করিতেছ ও কোথায়

গমন করিবে; এই সমস্ত চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ ? কেহই কাহারও প্রতিনিধি হইয়া স্বর্গ বা নরকভোগ করে না ; অতএব শাস্ত্রানুসারে দান ও যজ্ঞাহুষ্ঠান করা মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য কর্ম ।

### একবিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩২১ ।

বৃষিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কোন ব্যক্তি গার্হস্থ্য পরিত্যাগ না করিয়া মোক্ষতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; লিঙ্গশরীর ও তলশরীর কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে হয় এবং মোক্ষ কাহাকে বহল ? সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! আমি এই উপলক্ষে সুলভাজনক সংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । সত্যযুগে মিথিলা নগরে ধর্ম্মধ্বজ নামে জনকবংশোদ্ভব সম্রাটধর্ম্মভূক্ত এক পৌরন্দ্র ভূপতি ছিলেন । বেদ, মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ পাণ্ডিত্য ছিল । তিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া এই বসুন্ধরা সুনন্দনে শাসন করিয়াছিলেন । বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার সাধুতার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার ন্যায় সাধু হইতে অভিলাষী হইতেন ।

ঐ সময় সুলভানামে এক সম্রাসিনী যোগধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়া একা-  
কিনী সমুদায় অবনী পর্যটন করিতেন । তিনি এক দিন নানাহান  
পরিভ্রমণ করত ত্রিদণ্ডধারী মহাশ্বাদিগের মুখে জনকবংশগম্ভীর রাজা ধর্ম্ম-  
ধ্বজের বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্বক তিনি যথার্থ মোক্ষ ধর্ম্মাবলম্বী কিনা, তদ্বিষয়ে  
সংশয়াপন্ন হইলেন এবং আত্মসন্দেহ নিরাকরণার্থ রাজর্ষি ধর্ম্মধ্বজের  
সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া যোগবলে পূর্বরূপ পরিত্যাগ ও  
অতিমনোহর রূপ ধারণ পূর্বক অস্ত্রের ন্যায় দ্রুতবেগে নিমেষকণ্ঠে বিবিধ  
জনপরিপূর্ণ রমণীয় বিদেহ নগরে গমন করত ভিক্ষা গ্রহণচ্ছলে মিথিলাধি-  
পতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । রাজা ধর্ম্মধ্বজ তাঁহার অসামান্য রূপ  
লাবণ্য সন্দর্শন পূর্বক বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে ইনি কে, কাহার কন্যা ও কোথা  
হইতে আগমন করিলেন ; এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে  
তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া পাদ্য ও আসন প্রদান পূর্বক  
উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ও পানীয় দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সম্পাদন করিলেন ।

তখন সেই সন্ন্যাসিনী সুলভা, ভূপতি যথার্থ মোক্ষধর্মবেত্তা কিনা, এই সংশয় নিরাকরণার্থ বেদার্থজ্ঞ পণ্ডিত ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত্ত নরপতি-কেই তাহা জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষিনী হইয়া আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে তাঁহার বুদ্ধিতে ও নরনরারা তাঁহার নরনে প্রবেশ পূর্বক যোগবলে তাঁহাকে বশীভূত ও বদ্ধ করিলেন। ঐ সময় তাঁহাদিগের উভয়েরই বাহ্য শরীর কার্যাক্ষম হইয়া রহিল।

অনন্তর বিদেহাধিপতি ধর্মধ্বজ সুলভার অভিপ্রায় অবগত হইয়া লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়া হাস্য বদনে তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! তোমার বাসস্থান কোথায়? তুমি ক'হায় কনা? কোথা হইতে আগমন করিলে, এবং কোথায় বাগমন করিবে? জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্যের শাস্ত্রজ্ঞান, বয়ঃক্রম ও জাতির বিষয় কেহই অবগত হইতে পারে না। এক্ষণে আমার সমীপে আমার শাস্ত্রজ্ঞানাদির বিষয় অবগত হওয়া তোমার কর্তব্য। আমি এখন রাজ্যাদি হইতে বিমুক্ত হইয়াছি। অনন্তর তোমার নিকট স্বীয় তৎজ্ঞান লাভের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া তোমার সম্মান রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য। পরাশরগোত্রসম্পন্ন সন্ন্যাস ধর্মাবলম্বী বৃদ্ধ মহাত্মা পঞ্চশিখ হইতেই, মোক্ষতত্ত্ব লাভ করিয়াছি। তাঁহার তুলা বক্তা আর কেহই নাই। তিনি মোক্ষের চেতু স্বরূপ। আমি তাঁহার প্রসাদেই সাংখ্যজ্ঞান, যোগ ও নিকাম যোগযজ্ঞাদি, এই তিন প্রকার মোক্ষ-ধর্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া সংশয়শূন্য হইয়াছি। পূর্বে সেই সাংখ্য-ভূক্ত মহাত্মা বর্ষাকালে চারি মাস আমার ভবনে অবস্থান পূর্বক আমাকে ঐ তিন প্রকার মোক্ষতত্ত্ব প্রবণ করাইয়া ছিলেন। কিন্তু রাজ্যে অবস্থান করিতে নিষেধ করেন নাই। আমি তাঁহার উপদেশানুসারে বিষয়রাগ-পরিবর্জিত হইয়া সেই তিন প্রকার মোক্ষতত্ত্ব অবলম্বন পূর্বক পরব্রহ্মে মনঃসমাধান করিয়া কাল যাপন করিতেছি। বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের উৎকৃষ্ট উপায়। বৈরাগ্য জ্ঞান হইতে সন্মুৎপন্ন হয়। জ্ঞান দ্বারা যোগাভ্যাস ও যোগাভ্যাসদ্বারা আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মনুষ্য আত্ম-জ্ঞান প্রভাবেই যোগাভ্যাসাত্মক হইয়া সুখদুঃখাদি পরিত্যাগ ও মৃত্যুকে অতিক্রম পূর্বক পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। আমি সেই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মোহ হইতে বিমুক্ত, নিঃসঙ্গ ও সুখদুঃখাদি পরিবর্জিত হই-  
য়াছি। সলিলসিক্ত ক্ষেত্র যেরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপাদন করে, সেইরূপ কর্তৃকই মনুষ্যদিগকে পুনর্বার উৎপাদন করিয়া থাকে। ভজিত বীজ যেরূপ সলিলসিক্ত ভূমিতে নিষ্কীর্ণ হইয়াও অঙ্কুরোৎপাদন করিতে সমর্থ



কর না, সেইরূপ ভগবান্ পঞ্চশিখর অন্তর্গত আমার বিষয় জ্ঞানস্বরূপ  
বীজ বিষয়ে অবস্থিত হইয়াও রিত হইতেছে না। আমি ভার্য্যার  
প্রতি অনুরক্ত ও শত্রুর প্রতি ক্রুদ্ধ হই না। যে মনুষ্য আমার দক্ষিণ  
হস্তে চন্দনলেপন ও যে ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আমার বাম হস্ত ছেদন করে,  
আমি তাহাদিগের উভয়ই সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। যখন আমি  
লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান, মুক্তমঙ্গ ও পুরুষার্থে অনুরক্ত হইয়া রাজ্যে  
অবস্থান করিয়াও সুখে কালযাপন করিতেছি, তখন আমাকে অন্যান্য  
ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসীগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।  
মৌক্ষবিদ পণ্ডিতগণ মোক্ষণে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দেশ করেন। কেহ কেহ  
সমধিক জ্ঞানযুক্ত কৰ্ম্মকে এবং কেহ কেহ সমধিক কৰ্ম্মযুক্ত জ্ঞানকে  
মোক্ষের সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাত্মা পঞ্চশিখ  
ঐ উভয় মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল বিশুদ্ধজ্ঞানকেই 'মুক্তিলাভের কারণ  
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। যখন সন্ন্যাসীগণেরও যম, নিয়ম, কাম,  
দ্বेष, পরিগ্রহ, মান, দম্ব ও স্নেহ বিদ্যমান থাকে, তখন তাঁহাদিগের  
মহিত গৃহস্থগণের প্রভেদ কি? ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করিলেই মোক্ষ লাভ  
হয় না, ইহার বিনিগমন কি? ইহলোকে, সকলেই স্বার্থসাধনোপযোগী  
দ্রব্য গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়া থাকে। যে মনুষ্য গৃহস্থধর্ম্মের দোষ  
দর্শন পূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করত অন্য আশ্রম গ্রহণ করে, তাহাকেও  
একের পরিত্যাগ ও অন্যের গ্রহণনিবন্ধন সন্ন্যাসীগণী বলিয়া নির্দেশ করা  
যায় না। যখন ভিক্ষুকেরাও ভূপালগণের ন্যায় নিগ্রহ অনুগ্রহরূপ আধি-  
পত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখন ভিক্ষুকগণেরই যে মোক্ষ লাভ হইবে,  
তাহার প্রমাণ কি? অতএব আমার মতে যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হই-  
য়াছে, তাহার রাজ্যাধিপত্য বিদ্যমান থাকিলেও সে সমুদায় পাপ হঠাৎ  
বিমুক্ত হইয়া দেহস্থ পরমাত্মাতে অবস্থান করিতে পারে। কটুবাঘ  
ফলমূল ভক্ষণ, মস্তক মুণ্ডন এবং ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ সন্ন্যাস ধর্ম্মের  
কেবল চিহ্নমাত্র। কেবল ঐ সকল চিহ্ন থাকিলেই মোক্ষ লাভ হয় না।  
যদি ত্রিদণ্ডাদি চিহ্ন সকল বিদ্যমান থাকিলেও মোক্ষলাভ জ্ঞানসাপেক্ষ  
হইল, তাহা হইলে ঐ সমস্ত চিহ্নধারণের আর প্রয়োজন কি? অথবা  
হৃৎখণ্ডখিল্যের নিমিত্ত যদি ত্রিদণ্ডধারণ করা কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান হয়,  
তাহা হইলে হৃৎখণ্ড নিরাকরণার্থ ছত্ৰাদি গ্রহণও দোষাবহ হইতে পারে  
না। নিঃস্ব হইলেই মোক্ষলাভ হয় এবং ধন থাকিতে 'মোক্ষ' লাভ হয়  
না, একথা কোন কার্য্যেরই নহে। মনুষ্য নির্জন হউক বা ধনবান হউক,

বুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন হইলেই নিশ্চয় মুক্তিনাভে সমর্থ হয়। আমি তন্নিবন্ধনই বন্ধনের আরতনয়রূপ ধর্ম্মার্থকামসকল রাজ্যে অবস্থান করিয়াই মোক্ষ-  
ধর্ম্ম রূপ প্রাপ্তিরে লাগিত ত্যাগরূপ অসিদ্ধার প্রার্থ্যরূপ পাশ ও স্নেহ-  
রূপ বন্ধন ছেদন করিয়াছি।

হে দেবি ! পূর্বে আমি তোমাকে সন্ন্যাসিনী বোধ করিয়া পরম সমা-  
দর করিয়াছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে তোমার বয়ঃক্রম ও রূপলাবণ্য সন্দর্শনে  
তোমার বোগবিবরে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আর আমি মুক্ত  
কি না, ইহা অবগত হইবার মানসে তুমি যে, আমার দেহ রুদ্ধ করিয়াছ,  
ইহা তোমার ত্রিদণ্ডধারণের অশুপযুক্ত হইয়াছে। বিবর ভোগাত্মকত  
যোগীর ত্রিদণ্ড ধারণ করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে। তুমি ত্রিদণ্ডধারিণী  
হইয়াও যোগধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ না। এক্ষণে আমি স্পষ্টই তোমাকে বোগ  
হটেতে পরিভ্রষ্ট বলিয়া অবগত হইতেছি। তুমি আপনার বুদ্ধিবলে আমার  
শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ারে তোমার ব্যতিচার দোষ সপ্রমাণ হইতেছে ; তুমি  
কাহার সাহায্যে আমার রাজ্য ও পুরমণ্ড্য প্রবেশ করিলে এবং কাহার  
সাহায্যেই বা আমার স্বরূপে প্রবিষ্ট হইলে ? দেখ, প্রথমত তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠা  
ব্রাহ্মণী ; কিন্তু আমি ক্ষত্রিয় ; সুতরাং আমাদিগের উভয়ের সহযোগ  
হইলে বর্ণসঙ্কর হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত তুমি ভিক্ষুকী, আমি গৃহস্থ ;  
সুতরাং আমরা পরস্পর সমবেত হইলে আশ্রমসঙ্কর করা হইবে। তৃতীয়ত  
তুমি আমার সগোত্রা কি না, তাহা পরিজ্ঞাত নহি এবং তুমিও আমার  
গোত্রাদির বিষয় অবগত নহ ; যদি তুমি আমার সগোত্রা হও, তাহা  
হইলে গোত্রসঙ্কর দোষ উপস্থিত হইবে। চতুর্থত তোমার স্বামী যদি  
জীবিত থাকিরা দেশান্তরে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তুমি পরভার্যা ও  
অগম্যা ; আমি তোমাকে গ্রহণ করিলে, ধর্ম্মসঙ্কর করা হইবে। এক্ষণে  
তুমি কি কোম কার্যসাধন করিবার নিমিত্ত বা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অথবা  
বিপত্রীত জ্ঞাননিবন্ধন এই অকারণসম্পাদন করিতে প্রযুক্ত হইতেছ ? তুমি  
আপনার দোষবশতঃ এই প্রকার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করাতে তোমার শাস্ত্র  
সাধায়েন করা বিফল হইল। এক্ষণে তোমার চরিতনঙ্গি বিলক্ষণ লক্ষিত  
হইতেছে। তুমি বিজ্ঞাতাভিলাষিণী হইয়া কেবল আমাকে নয়, আমার  
ভাস্কর, মহাত্মাদিগকে পরাজয় করিতে বাসনা করিয়াছ। তুমি আমার  
ভাস্কর পুজ্যগণের প্রতিদৃষ্টিপাত করাতে বোধ হইতেছে যে, আশ্রমসঙ্কর  
মতি ও নরপক্ষীয়দিগের অপকর্ম্মসাধনই তোমার উদ্দেশ্য। তুমি আমার  
মতি দর্শনে দীর্ঘযুক্ত ও যোগৈশ্বর্য্যদর্শন দর্শিত হইয়া প্রীতিনাভবান্বিত

আমার বুদ্ধির সহিত স্বীয় বুদ্ধির ঐক্য করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমার প্রতি অমুরক্ত নহি; সুতরাং তোমার কিছুমাত্র প্রীতি লাভের সম্ভাবনা নাই। শ্রীপুরুষ পরস্পর অমুরক্ত হইয়া, সমবেত হইলে উহাদিগের মিলন সম্ভব নহে; কিন্তু উহাদের মধ্যে এক জন বিরক্ত ও এক জন অমুরক্ত হইলে ঐ মিলন বিষতুল্য হইয়া থাকে। যাহা উহক, এক্ষণে আর তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, আমাকে সাধু বলিয়া স্থির কর এবং স্বীয় সম্যাস-ধর্ম প্রতিপালন করিতে ব্রতবান্ হও। আমি জীবমুক্ত কি না, তুমি তাহা অবগত হইলে। এক্ষণে যদি তুমি স্বকার্য বা অন্য কোন ভূপতির কার্যসাধন করিবার নিমিত্ত প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। ভূপতি, ব্রাহ্মণ বা গুণবতী, শ্রীর নিকট কপটতা কাহারও কর্তব্য নহে। যে মনুষ্য উহাদিগের নিকট কপটতা প্রকাশ করে, তাহাকে বিনষ্ট হইতে হয়, সন্দেহ নাই। ভূপালগণের ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মবেত্তাদিগের ব্রাহ্মজ্ঞান এবং শ্রীজ্ঞানিগের রূপ ও ঘোবন অতি উৎকৃষ্ট বল। ঐরূপ বগসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট সরল ব্যবহার করাই বিধেয়। অতএব তুমি কপটতা পরিত্যাগ পূর্বক আপনার জাতি, শাস্ত্র-জ্ঞান, ব্যবহার, কলাভাব, স্বভাব ও আগমনের কারণ যথার্থরূপে কীর্তন কর।

মিথিলাধিপতি জনক এই প্রকার অস্থকর অনুরক্ত বাক্য বিন্যাস দ্বারা চরুদর্শনা স্থলতাকে ভ্রমকর করিলে, তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া অতি স্নমধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! বক্তব্য বাক্য অষ্টাদশ দোষশূন্য ও অষ্টাদশ গুণসম্পন্ন হওয়া অতি আবশ্যক। সৌন্দর্য্য, সাঙ্খ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন এই পঞ্চাঙ্গযুক্ত পদ সমুদায়কে বাক্য বলিয়া নির্দেশ করা যায়। তন্মধ্যে যাহা সংশ্লিষ্টচক, তাহার নাম সৌন্দর্য্য; যাহা দ্বারা গুণদোষ সংখ্যা করা যায়, তাহার নাম সাঙ্খ্য; যাহা দ্বারা পৌর্কীয়পৌর্ব্যক্রম নিরূপণ হইতে পারে, তাহার নাম ক্রম; পূর্বপক্ষের পর বিচারান্তে বাস্তব সিদ্ধান্ত হয়, তাহার নাম নির্ণয় এবং উৎসূক্তা ও ব্বেষনিবন্ধন কর্তব্যাকর্তব্যে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম প্রয়োজন। লোকসমাজে যে সমুদায় বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই সকল সার্থক, প্রসিদ্ধ পদযুক্ত, প্রসাদগুণসম্পন্ন, সংক্ষিপ্ত, স্নমধুর ও অসন্দেহ হওয়া আবশ্যক। শ্রুতিকটু, অশ্রীলপদযুক্ত অমূলক, ত্রিবর্গবিরুদ্ধ, অসংস্কৃত, অসঙ্গত পদসম্পন্ন, ব্যাকরণাদি দোষযুক্ত, ক্রমবিবর্জিত, অন্য গর্ভলোপক, লক্ষণায়ুক্ত, অনর্থক বা যুক্তিশূন্য হওয়া কদাচ কর্তব্য নহে।

হে মহারাজ ! আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, দৈন্য, দর্প, লজ্জা, দয়া বা অভিমান প্রযুক্ত আপনাকে প্রত্যাহার প্রদান করিতেছি না । আপনাকে উত্তর প্রদান করা কর্তব্য, এই বিবেচনা করিয়াই উচ্চাতে প্রবৃত্ত হইতেছি । বক্তা ও শ্রোতা উভয়ে সমান হইলেই অর্থ সুপ্রকাশিত হইয়া থাকে । বক্তা শ্রোতাকে লক্ষ্য না করিয়া গর্বিতভাবে আপনার অমুকুল উৎকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহাতে শ্রোতার কখনই প্রীতি জন্মে না । আর যে মনুষ্য স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্বক কেবল শ্রোতার অমুকুল বাক্যপ্রয়োগ করে, তাহার সে বাক্যে নিশ্চয়ই লোকের আশঙ্কা উপস্থিত হয় । সুতরাং ঐ বাক্যকেও দোষযুক্ত বলিতে হইবে ; কিন্তু যিনি আপনার ও শ্রোতার অবিকল্পে বাক্য বিন্যাস করিয়া থাকেন, তাহাকেই যথার্থ সদ্ভক্তা এবং তাহার বাক্যকেই যথার্থ অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া নির্দেশ করা যায় । আপনি ইতিপূর্বে আমাকে “তুমি কে, কাহার বন্যা এবং কোথা হইতেই বা এখানে উপস্থিত হইয়াছ” বলিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন । যেমন জল ও কঠি এবং ধূলি ও জলবিন্দু পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে, সেইরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে । চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রতি অভিজ্ঞানার্থ কেহই কোন প্রশ্ন উপস্থিত করে না ; তাহারাও আপনাদিগের স্বরূপ অবগত হইতে পারে না । চক্ষু আপনাকে দেখিতে পায় না এবং শ্রোত্রও আপনাকে শ্রবণ করিতে সমর্থ হয় না । উহাদিগের মধ্যে এক ইন্দ্রিয় কখনই অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য সম্পাদন করিতে পারে না । উহারা পরস্পর একত্র হইলেও পরস্পর সংশ্লিষ্ট ধূলি ও মলিলের ন্যায় পরস্পরকে জ্ঞাত হইতে পারে না । ঐ সমুদায় ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কার্য সম্পাদনার্থ বাহ্যগুণ সকলের সাহায্য অপেক্ষা করে । রূপ, চক্ষু ও প্রকাশ এই তিনটী দর্শনের হেতু বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । শ্রবণাদি ত্রিয়ারও এই প্রকার তিন তিনটী হেতু বিদ্যমান রহিয়াছে । পদার্থজ্ঞান বিষয়ে মনকেও একটী প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । উহা নিয়ত সদস্য বিচার করিয়া থাকে । পঞ্চ কর্মেজির, পঞ্চ তত্ত্বজ্ঞ ও মন এই একাদশটিকে গুণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । বুদ্ধি দ্বাদশ গুণ ; উহা বিষয়জ্ঞান সময়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, তাহা নিরাকৃত করিয়া দেয় । সহ স্মরোদশ গুণ ; উহার কার্য দ্বারা মনুষ্যগণেব বিশুদ্ধ ভাবের স্ফূর্ত্তি অনুমিত হইয়া থাকে । অহঙ্কার চতুর্দশ গুণ ; উহা দ্বারা মনুষ্যের আত্মপক্ষ বিবেচনা হইয়া থাকে ।

বাসনা পঞ্চদশ গুণ ; ঐ বাসনামধ্যে সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ।  
 অবিদ্যা ষোড়শ গুণ ; মায়ী সপ্তদশ গুণ ও প্রকাশ অষ্টাদশ গুণ । সুখাসুখ,  
 জরামৃত্যু, লাভালাভ ও প্রিয়াপ্রিয়াত্মক বন্দ্যবোগ উনবিংশ গুণ বলিয়া  
 অভিহিত হইয়া থাকে । কাল বিংশ গুণ, এই কালপ্রভাবের  
 জীবগণের জন্মমৃত্যু হইতেছে । এতদ্ভিন্ন পঞ্চ মহাভূত এবং সত্তাব,  
 অসত্তাব, শুক্ল, বল ও বিনি এই দশটিকেও গুণ বলিয়া নির্দেশ করা  
 যায় । অতএব সমুদায় গুণ ত্রিশও প্রকার হইল । এই সকল গুণ  
 বাহ্যকে অবস্থান করে, তাহার নামট শরীর । কোন কোন ব্যক্তি  
 প্রকৃতিকে, কোন কোন ব্যক্তি পরমাণুকে, কোন কোন ব্যক্তি ঈশ্বর ও  
 পরমাণু উভয়কে, আর কোন কোন ব্যক্তি ঈশ্বর ও মায়াশক্তি এবং জীব ও  
 অবিদ্যা এই চারিটিকে ঐ সমুদায় গুণের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া  
 থাকেন । অব্যক্ত প্রকৃতি ঐ সকল গুণের সাহায্যে ব্যক্ততাব প্রাপ্ত  
 হয় ।

হে রাজন্ ! সমস্ত জীবই শুক্রশোণিত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।  
 শুক্রশোণিতেতর সহযোগকে কলল বলিয়া নির্দেশ করা যায় । কলল হইতে  
 বৃদ্ধদের উৎপত্তি হয় । বৃদ্ধ হইতে ধাংসপেশী, মাংসপেশী হইতে  
 অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে নখ ও লোম সমস্ত সমুৎপন্ন হইয়া  
 থাকে । গর্ভমধ্যে শুক্রশোণিতেতর সহযোগের পর নবম মাস উত্তীর্ণ  
 হইলে, ঐ গর্ভস্থ দেহী ভূমিষ্ঠ হয় । ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উহার চিহ্ন অনুসারে  
 উহাকে স্ত্রী কি পুরুষ নামে নির্দিষ্ট করা যায় । ঐ সময় তাহার কর, নখ  
 ও অঙ্গুলি সকল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে । কিন্তু কিয়দিন পরে কোমারাবস্থা  
 উপস্থিত হইলে তাহার সেইরূপ তিরোহিত হইয়া যায় । পরে কোমার-  
 বস্থা অতিবাহিত হইলে তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে বৃদ্ধকাল  
 সমাগত হইয়া ইহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে । জীবের যে অবস্থা এক-  
 বার অতিবাহিত হয়, তাহা আর পুনরবার প্রাপ্ত হইত হয় না । বেক্রপ  
 প্রতীপশিখার হ্রাস বৃদ্ধি ক্রমশঃ চলি বলিয়া উহা অনুভব করিতে কেহই  
 সমর্থ হয় না, সেইরূপ মনুষ্যের কোমারাদি অবস্থার আবির্ভাব ও তিরো-  
 ভাব অতি অল্পে অল্পে হয় বলিয়া কেহ অনুভব করিতে পারে না । উৎকৃষ্ট  
 অথ বেক্রপ একস্থান হইতে অন্যস্থানে ধাবমান হয়, সেইরূপ জীবের  
 দেহ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যখন মনুষ্য-  
 দেহের অবস্থা প্রতিনিয়ত এই প্রকারে পরিবর্তিত হইতেছে, তখন এই  
 দেহ, যুগ্মাহার এবং কোম্পস্থান হইতেই বা উপস্থিত হইল, তাহা কি

প্রকারে নির্ণয় করিতে পারা যায় । ফলত আপনার দেহের সহিত জীব-  
গণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই । যে রূপ আরম্ভান্ত যদি ও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি  
সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ শব্দস্পর্শাদি গুণ সকল হইতে জীবগণ জাত হইয়া  
থাকে । তুমি আপনাকে যে রূপ জ্ঞান কর, অন্যকে সেইরূপ জ্ঞান করা  
তোমার অবশ্য কর্তব্য । যদি তুমি আপনাকে ও অন্যকে সমান জ্ঞান  
করিয়া থাক, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আমাকে “তুমি কে ও কাহার  
ভাৰ্য্যা” বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ ? যখন তুমি স্বার্থ ও পরার্থ জ্ঞানশূন্য  
হইয়াছ, তখন আমাকে “তুমি কাহার কন্যা ও কোন্ স্থান হইতে আগমন  
করিতেছ ?” এই প্রকার প্রশ্ন করা তোমার কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে ।  
যে নরপতি শত্রু, মিত্র ও মধ্যস্থের প্রীতি সমুচিত ব্যবহার করেন এবং  
সন্ধি ও বিগ্রহে যাহার সম্যক আসক্তি রহিয়াছে, তাঁহাকে কি প্রকারে  
মোক্ষপদাৰ্থগণী বলিয়া নির্দেশ করা যায় ? যে মমুষ্য ত্রিবর্গের তত্ত্ব বিশেষ  
রূপ অবগত না হইয়া উচ্চাতে আসক্ত থাকে, তাহাকে মোক্ষপথের পথিক  
বলিয়া কখনই নির্দেশ করা যায় না । অতএব তুমি মোক্ষের উপযুক্ত  
না হইয়াও আপনাকে মুক্ত বলিয়া যে অভিমান কর, তদ্বিষয়ে তোমাকে  
নিবারণ করা তোমার সুজ্ঞানের অবশ্য কর্তব্য । বিষয়াসক্ত ব্যক্তির  
মোক্ষলাভে বস্ত্রবান্ হওয়া কুপথাশীলের ঔষধের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক ।  
যে ব্যক্তি স্ত্রী প্রভৃতি সংসর্গের বিষয় সকল আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া  
দর্শন করে, সেই ব্যক্তিকেই যথার্থ মুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা যাউতে পারে ।

একপে আমি শয়ন, উপভোগ, ভোজন ও আচ্ছাদন বিষয়ক কতক-  
গুলি স্তম্ভ সজ্জার বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । যে নরপতি  
এই সমাগরা বস্ত্রসজ্জার শাসন করেন, তাঁহাকে একমাত্র পুরমধ্যে প্রতিনি-  
রত অবস্থান করিতে হয় । তিনি আবার যামিনীযোগে সেই পুরমধ্যস্থ  
একমাত্র নির্দিষ্ট গৃহের একাংশে একখানি খট্টার উপর শয়ন করিয়া  
থাকেন । তৎকালে সেই খট্টারও সকল অংশে তাঁহার অধিকার থাকে  
না । তাঁহার পত্নী উহর অর্দ্ধাংশ অধিকার করে । অতএব যখন ভূপতির  
একমাত্র শয্যার অর্দ্ধাংশই আবশ্যক হইল, তখন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড অধি-  
কার করা তাঁহার নিতান্ত নিরর্থক । ভোজন, উপভোগ ও আচ্ছাদন  
বিষয়েও রাজার এইরূপ অতি অল্পমাত্র জব্যের আবশ্যক হইয়া থাকে ।  
আর দেখুন, ভূপতিকে সর্বদা পরাধীন হইয়া থাকিতে হয় । যখন নর-  
পতিতে অল্পমাত্র বিষয়ে আসক্ত হইতে এবং সন্ধি, বিগ্রহ, স্ত্রীসন্তোষ,  
ক্রোধ, বিহায, অমাত্যের সহিত মন্ত্রণা ও গুণদোষ বিচার করিয়া নিগ্রহ

ও অনুগ্রহ করিতে হয়, তখন তাঁহার স্বাধীনতা কোথায়? যে সময়ে রাজা অনাকে কোন কর্ম করিতে অনুমতি করেন, তখন তাঁহাকে কার্যের অধীন হইতে হয়। তিনি নিদ্রার আক্রান্ত হইয়াও কার্যার্থিগণের অনু-  
রোধে স্থখে শরন করিতে পারেন না। কোন বিশেষ কার্য উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে গাত্ৰোত্থান করিতে হয়। রাজপুরুষেরা রাজাকে নান, স্পর্শ, ভোজন, পান, অগ্নিতে আহুতি প্রদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, বাক্য প্রেরণ ও শ্রবণ করিতে অহুরোপ করিয়া তাঁহাকে ঐ সকল কার্যের অধীন করিয়া রাখে। অর্থিগণ নিরন্তর ভূপতির নিকট আপমন পূর্বক অর্থ প্রার্থনা করে; কিন্তু ঐ ঐশ্বর্যের অধীন হইয়া উহাদিগকে দান করিতে সমর্থ হন না। দান করিলে কোষঙ্গর এবং দান না করিলে অনোর সহিত ক্ষত্রতা হইয়া থাকে; তন্নিবন্ধন ভূপতিকে অনেক সময় ইতিকর্তব্যতাবিমুঢ় হইয়া বিরক্তিভাবে অবস্থান করিতে হয়। কি জ্ঞানসম্পন্ন, কি ধনসম্পন্ন, কি বলবান, কি মির্ভর, কি নিত্য উপাসনানিরত সকলের নিকটই ভূপতিকে ভীত হইতে হয়। তাহার অনারাসেই ভূপতির অনিষ্ট করিতে পারে।

আর দেখুন, মনুষ্যমাত্রেই নিজ নিজ ভবনে আধিপত্য সংস্থাপন পূর্বক নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিধান করিতেছে; অতএব সকল ব্যক্তিই রাজার তুল্য। ভূপালগণের ন্যায় সকলেরই পুত্র, কলত্র, আত্মা, কোষ, মিত্র ও অর্থ সংগ্রহ আছে। দেশ উচ্ছিন্ন, পুর দক্ষ ও প্রধান বস্তী মৃত হইলে, ভূপতি ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য লোকের ন্যায় অহুতাপ করিয়া থাকেন এবং সর্বদা ইচ্ছা, ঘেষ ও ভয়জনিত মানসিক দুঃখ এবং শিরোরোগাদিতে সমাক্রান্ত হন। বিশেষত তাঁহাদিগকে দিন সংখ্যা নিরূপণ পূর্বক শঙ্কিতচিত্তে শত্রুসঙ্কুল রাজ্য প্রতিপালন করিতে হয়। অতএব দুঃখসঙ্কুল ভূগাণি ও ফেনবুদ্বদের ন্যায় ক্ষণবিনশ্বর, অসার রাজ্যভার গ্রহণ করা নিতান্ত মূর্থতার কার্য। উহা গ্রহণ করিলে কখনই শাস্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। তুমি তোমার পুর, রাজ্য, বল, কোষ ও অমাত্যগণ বিদ্যমান আছে বলিয়া যে গর্স কর, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সকলেরই ঐ সমস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। মিত্র, অমাত্য, পুর, রাষ্ট্র, দণ্ড, কোষ ও রাজা, রাজ্যের এই সাতটি অঙ্গই ত্রিদণ্ডের ন্যায় পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কেহই কাহারও অপেক্ষা অধিক ক্ষমতামণ্ডলী নহে। যখন যে অঙ্গহারা কার্যাসিদ্ধি হয়, সেই সময় সেই অঙ্গকেই প্রধান বলিয়া নির্দেশ করা যায়। মিত্রাদি/গাত অঙ্গ এবং প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্রজশক্তি এই চারটিই একজ

সমবেদ হইয়া রাজ্য ভোগ করিয়া থাকে । যে ভূপতি উৎসাহশীল ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাহ্বরক্ত হন, তিনিই প্রজাবর্গের নিকট দশাংশমাত্র কর গ্রহণ পূর্ব্বক পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন । অন্যান্য ভূপালগণ উহাতে কখনই সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না । ভূপালশূন্য কোন রাজ্যই নাই এবং কেহই অদ্বিতীয় রাজা নহেন; অতএব আমার রাজ্য ও আমি রাজা বলিয়া গর্ব্ব করা নিতান্ত মূর্থতার কার্য্য । রাজা অহঙ্কৃত হইলে রাজ্য অতি বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে । বিশৃঙ্খল রাজ্যে ধর্ম্ম থাকিবার সম্ভাবনা নাই এবং ধর্ম্ম না থাকিলে কখনই মোক্ষলাভ করিতে পারে না । নরপতি নিরম্ব হইতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া প্রজাপালন পূর্ব্বক রাজ-ধর্ম্ম রক্ষা করিলে, তাহার পৃথিবী দানসহকৃত অশ্বমেধের ফল অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ হয় বটে; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে রাজধর্ম্ম রক্ষা করা কোন রাজার পক্ষেই সম্ভব নহে । আমি ভূপালগণের এই প্রকার সহস্র সহস্র ক্রেশের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি ।

যাহা হউক, আমি আপনার দেহ সংস্পর্শ করিয়াছি বলিয়া আপনি আমাকে উহা নিষেধ করিয়া নিতান্ত বালকের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন । নিজ দেহের সহিতও আমার সংস্পর্শ নাই; সুতরাং অন্যদেহ সংস্পর্শ করা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? আপনি পঞ্চশিখের প্রমুখ্য উপায়, উপনিষদ, উপাসঙ্গ ও নিশ্চয়ের সহিত সমুদায় যোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছেন; অতএব আমাকে বর্ণসঙ্করকারিণী বলিয়া নিরর্থক তিরস্কার করা আপনার নিতান্ত অকর্তব্য । আপনি যদি কামাদি রিপুগণকে পরাজয় করিয়া সঙ্গরহিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ছত্রাদির সহিত কি নিমিত্ত আপনার সম্বন্ধ রহিয়াছে? এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, আপনি কোনকালেই বেদশাস্ত্র শ্রবণ করেন নাই; আর যদিও শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাহাতে আপনার কিছুই ফলোদয় হয় নাই; অথবা আপনি বেদ মনে করিয়া তৎসমূহ অন্য কোন শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া থাকিবেন । ফলত আপনার তত্ত্বজ্ঞানের লেশমাত্র নাই; আপনি লৌকিক জ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন । আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় স্পর্শ ও অবরোধ দ্বারা ক্রুদ্ধ রহিয়াছেন । আমি সত্ত্বগুণপ্রভাবে আপনার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি । আপনি যদি জীবযুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার প্রবেশনিবন্ধন আপনার কি অপকার হইয়াছে? অরণ্যমধ্যে ও শূন্যস্থানে অবস্থান করা সম্যাসিগুণের প্রধান ধর্ম্ম । আমি সেই ধর্ম্মাহ্বারের আপনার এই বোধবিহীন দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছি । এইমতে



আপনার দোষ / ক ? আমি হস্ত, পদ, উরু বা অন্য কোন অবয়ব দ্বারা আপনাকে স্পর্শ করি নাই । আপনি মহৎশক্ত, লজ্জাশীল ও দীর্ঘ-  
 দর্শী ; অতএব আমি যে গোপনে আপনার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইরাছি,  
 ইহা সভ্যমধ্যে কীৰ্ত্তন করা আপনার নিত্য অকৰ্ত্তব্য । এই সমস্ত  
 ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুরুলোক ধেরূপ আপনার পূজা, আপনিও সেইরূপ  
 উহাদিগের মাননীয় । আপনারা এই প্রকারে পরস্পরের পৌরব করিয়া  
 থাকেন ; অতএব এক্ষণে বাচ্যাযাচ্য বিবেচনা করিয়া সভ্যমধ্যে স্ত্রীপুরুষ-  
 সংযোগ বিষয় প্রকাশ করা আপনার কোনক্রমেই কৰ্ত্তব্য নহে । আমি  
 নলিনীকলস সলিলের ন্যায় নিলিঃভাবে আপনার কলেবরে অবস্থান  
 করিতেছি । ইহা শুনেও যদি আপনার স্পর্শজ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে পক্ষ-  
 শিখের প্রাসাদে যে আপনার জ্ঞানবিষয় সংসর্গশূন্য হইরাছে, তাহা কি  
 প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে ? এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে  
 যে, আপনি গাহস্থ্য ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট, অথচ মোক্ষলাভে সমর্থ না হইরা  
 নিরর্থক মুমুকু নাম ধারণ পূর্বক গাহস্থ্য ও মোক্ষ এই উভয়ের মধ্যস্থলে  
 অবস্থান করিতেছেন । সূক্তের সহিত মুক্ত এবং প্রকৃতির সহিত পুরুষের  
 সংসর্গ হইলে কি কখন বর্ণসঙ্কর হইরা থাকে ? বাহ্যের আত্মাকে কলে-  
 বর হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান এবং বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম সকল তিন্ন  
 ভিন্ন রূপে সন্ধান করে, তাহাদিগেরই বর্ণসঙ্কর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে ।  
 আমার দেহই তোমার দেহ হইতে বিভিন্ন ; কিন্তু আমার আত্মা  
 তোমার দেহ হইতে কখনই বিভিন্ন নহে । ইহা বধন আমি বিশেষরূপে  
 অবগত হইরাছি, তখন আমার বুদ্ধি যে তোমার বুদ্ধিতে অবস্থান করি-  
 তেছে না, তাহা বিবেচনা আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই । হস্ত ও হস্তস্থিত কুণ্ড,  
 কুণ্ড ও কুণ্ডস্থিত হৃদয় এবং হৃদয় ও হৃদয়স্থিত মস্তিষ্ক এক স্থানে অব-  
 স্থান করিয়াও কখনই পরস্পর মিশ্রণের প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ বর্ণ ও  
 আশ্রমের ধর্ম সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে সমবেত হইরাও উহা হইতে  
 পৃথক রূপে অবস্থান করিয়া থাকে ।

হে মহারাজ ! আমি ব্রাহ্মণী, বৈশ্যা বা শূদ্রা নহি । আমি আপনার  
 সত্যতা ও বিশুদ্ধ বংশসম্বন্ধ । আমার পূর্বপুরুষগণের যজ্ঞস্থলে ত্রিদশা-  
 বিপত্তি ইন্দ্র, দ্রোণ, শতশৃঙ্গ ও চক্রবর্তী প্রভৃতি পক্ষী সমুদায়কে সমভি-  
 ব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইরাছিলেন । আপনি রাজবিশ্রাম প্রধানের  
 নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন । আমি তাঁহারই বংশে জন্মগরিষ্ঠ করি-  
 রাছি ; আমার নাম সুলতা । ওকজনো আমার গাণিগ্রহণের উপযুক্ত

পাত্ত অপ্রাপ্ত হইয়া নৈমিত্তিক ব্রহ্মচর্য্যবিধির উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । আমি তাঁহাবিপ্লবের উপদেশান্তরাদেয় মুনিত্ত অবলম্বন পূর্ব্বক একাকিনী ইচ্ছাতঃ পর্যাটন করিতেছি । আমি কপট সন্ন্যাসিনী বা পরম্পাপহারিণী নহি । ধর্ম্মশঙ্কর কর্ত্তা আমার অভিপ্রেত মতে । আমি ব্রতাবলম্বিনী হইয়া ব্রহ্মসান্নাসাদেয় অবস্থান করিতেছি । আমি প্রতিকা প্রতীপালন করিতে কখনই বিমুখ হই না এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়াও বাক্য প্রকাশ করি না । এক্ষণে আমি বিশেষরূপ বিচার না করিয়া আপনায় নিকট উপস্থিত হই নাই । আপনি মোক্ষধর্ম্মে সুনিপুণ, ইহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর্ধ আপনায় নিকট আগমন করিয়াছি । এক্ষণে অপকৃপাতচিত্তে কহিতেছি যে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিতণ্ডা করিয়া থাকে, সে কখনই মোক্ষলাভ করিতে পারে না । আর যে ব্যক্তি বিতণ্ডা পরিহার করিয়া একমাত্র ব্রহ্মে নিমগ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করিতে পারে । নগরমধ্যে শূন্য গৃহ প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষুক বস্ত্রপ জ্ঞান যামিনী বাপন করে, সেইরূপ আজি আমি আপনায় দেহমধ্যে যামিনী অতিবাহিত করিব । আপনি আমার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন । আমি আপনায় বাক্যে পরম প্রীতিলভ করিয়াছি । এক্ষণে আপনায় দেহমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক এই যামিনী অতিবাহিত করিয়া কল্য এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব ।

হে ধর্ম্মরাজ । মহারাজ জনক মনস্বিনী সুলভার এই প্রকার সার্থক ও হেতুর্ভূত বাক্য শ্রবণে তাঁহার কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদানে সমর্থ না হইয়া মৌনাবগম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

—\*—

চাণ্ডিকাধ্যায়িক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩২২ ।

সুধিষ্টির কহিলেন, পিতামহ ! পূর্ব্বে বেদব্যাসতনয় শুকদেব কি কারণে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? কার্য্য, কারণ, বুদ্ধি ও ব্রহ্মের পার্থক্য ভজ্য কি এবং ভগবান্নারায়ণের লীলাই বা কি প্রকার ? সেই মত শ্রবণ করিতে আমার নিত্য বাসনা হইয়াছে ; আপনি আমার নিকট সেই সমস্ত কীর্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! মহর্ষি বেদব্যাস আপনায় তনয় শুকদেবকে সামান্য লোকের মর্গ্য অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে পাপের বৈরাগ্য অর্ধাঙ্গন করাইয়া লুহিয়াছিলেন, বৎস । তুমি জিজ্ঞাস্য করিবে, পিতামহ !

লিখ হইয়া সুতীক্ষ্ণ হিমাচল, বারু ও ক্ষুণ্ণিগালা পরাক্রম করিয়া ধর্মের আলোচনা, বিধিপূর্বক সত্য, সরলতা, অকোষ, অননুগ্রহ, দম, তপস্যা, অহিংসা ও অনুশাসনাদি সদগুণ সমুদায় প্রতিপালন এবং সত্য ও ধর্ম অমুরক্ত হইয়া দেবতা ও অতিথিগণের প্রসাদলব্ধ তক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কর। দেহ কেনের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, জীবাশ্মা তথায় বৃক্ষস্থ বিহঙ্গ-মের ন্যায় নিলিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন এবং প্রিয়সহবাস কখনই চিরস্থায়ী হইবার নহে; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছ না? কামাদি রিপুসমুদায় সর্বদা অশ্রমত, জাগরিত ও উদ্বেগ-শীল হইয়া ছিদ্রাধেষণ করিতেছে। তুমি বালকত্বনিবন্ধন তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছ না। দিন সমুদায় বিগত ও প্রতিদিন পরমায়ু ক্ষীণ হইতেছে, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত দেবতা বা গুরু পরমগত হইতেছ না? নাস্তিকেরাই ইহলোকে মাংসশোণিতবর্জ্যে মনঃসংযোগপূর্বক পারলৌকিক কার্যের অমুষ্ঠান পরিচাল্য করে। বাহারা নিত্যমুদ্রা ধর্মদ্বেষ্টা তাহাদিগের সহবাস করিলেও সাতিন্দ্রিয় দুঃখভোগ করিতে হয়। অতএব তুমি ধর্মপথাবলম্বী, নিত্যসমুদ্র, বেদবেত্তা বৃদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাসনা করিয়া তাঁহাদের নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করত উৎকৃষ্ট বুদ্ধি প্রভাবে আপনার কুপথাবলম্বী চিন্তকে শাসন কর। বাহারা কেবল বর্তমানদর্শিনী বুদ্ধি অবলম্বন পূর্বক পরদিনের চিন্তা পরিচাল্য করে, খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে বাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই, সেই হতভাগ্য নাস্তিকেরাই এই ভারত ভূমিকে কর্মভূমি বলিয়া অবগত হইতে পারে না। অনন্তর ধর্মসোপান অবলম্বন করিয়া উহাতে ক্রমশ আরোহণ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে তুমি জ্ঞানশূন্য হইয়া ধর্মসোপান অবলম্বন পূর্বক উহাতে ক্রমশ আরোহণ কর। কৌষকার কীটের ন্যায় আপনি আপনাকে বদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছ, অচিরে কুলান্তক নিয়মশূন্য নাস্তিকগণকে রেণুর ন্যায় উদ্ধত ও অশ্রদ্ধের জ্ঞান করিয়া পরিচাল্য করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তুমি যোগময় পোত প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা পাঁচ ইন্দ্রিয়রূপ সলিলে সমাকীর্ণ কামক্রোধাদিরূপ অল-জন্তুসকল অশ্রুপ বিধম দুর্গসংযুক্ত সংসার নদী সমুদীর্ণ হও। লোকো প্রতিদিনই আবু:কর হইতেছে এবং লোক সকল অনবরত জরামৃত্যুতে সমাকীর্ণ হইতেছে, অতএব ধর্মপোত অবলম্বন পূর্বক সংসার সমুদ্র সমুদীর্ণ হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য। মৃত্যু যখন-কি পরান, কি উপ-রিষ্ট সকলকেই অবেষণ করিতেছে, তখন সকলেই সহসা মৃত্যুমুখে নিপ-

ত্রিত হইতে পারে; অতএব মনুষ্যের নিবৃত্তি সম্ভাবনা কোথায়? বৃকী যেমন মেঘ গ্রহণ পূর্বক পলায়ন করে, মৃত্যু সেইরূপ অর্থসঞ্চয়নিরত কামাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণকে গ্রহণ পূর্বক প্রস্থান করিয়া থাকে; অতএব তুমি যত্ববান হইয়া ধর্মবুদ্ধিমত্তা জ্ঞানপ্রদীপ ধারণ কর। মৃত্যুবা তোমাকে অবিলম্বেই তিমিরাক্ষয় সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া যাহার পর নাই ক্লেশ-ভোগ করিতে হইবে। জীবগণ অসংখ্য ষোনিতে পরিভ্রমণ পূর্বক পরি-শেষে অতি ক্লেশে ব্রাহ্মণ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। তুমি এক্ষণে সেই হুল্লংক ব্রাহ্মণ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; অতএব তদনু-রূপ কার্য্য করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মণগণ বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিবার মানসে দেহ ধারণ করেন না। তাহারা ইহলোকে ক্লেশকর তপোমুষ্ঠান পূর্বক পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন। জন্মান্ত-রীণ বিবিধ তপোমুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া বিষয়ভোগের অনুরোধে উহাতে অবজ্ঞা করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। অতএব তুমি কুশলপরায়ণ, মঙ্গলার্থী ও উদ্যোগশীল হইয়া সর্বদা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও দমস্তম্ভের অনুশীলন করিতে যত্ববান হও। মানবগণের অব্যক্ত স্বভাব, নিতান্ত সূক্ষ্ম, বরংক্রমরূপী অথ নিরন্তর প্রচ্ছন্নভাবে ধাবমান হইতেছে। দণ্ডমু-র্ত্তাদি ঐ অশ্বের শরীর, মাংস উহার অঙ্গ, কৃষ্ণ ও তরুণক উহার নেত্রবস্ত্র এবং ক্ষণ, ক্রটি ও নিমেষাদি উহার রোম। যদি তুমি ঐ অশ্বকে নিরন্তর বেগে ধাবমান হইতে দেখিয়া জ্ঞানচক্ষুবিহীন না হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরলোক পরিজ্ঞাত হইয়া ধর্মবিষয়ে আসক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। বাহারা ইহলোকে সর্বদা কামাসক্ত ও অনিষ্টসংসর্গে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা বিবিধ অধর্মক্রিয়ানিবন্ধন পরলোকে যাতনাদেহ ধারণ করিয়া অশেষ কষ্টভোগ করিয়া থাকে। ধর্মপরায়ণ নরপতিগণ ইহলোকে উত্তম ও অধম ব্যক্তিদিগের যথোচিত বিচার ও বিবিধ সংকার্য্যের অনু-ষ্ঠান পূর্বক পরলোকে পুণ্যালোক লাভ করিয়া পরম সুখ অশুভব করেন। বাহারা ইহলোকে শিত্যমিতা প্রভৃতি শুকদিগের বাক্যে অশ্রদ্ধা করে, পরলোকে ভীষণকার কুকুর, অরোমুখ, বল ও গূত্র প্রভৃতি পক্ষী এবং শোণিতপোলুপ কীটগণ ভাঙ্গাধিককে আক্রমণ পূর্বক বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। বাহারা ইহলোকে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, স্বরপ্রদান, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই দশ-বিধ বেদমুখ্যাদি অতিক্রম করে, পরলোকে সেই পাপাত্মাদিগকে যমালয়স্থ অসিপত্রনামক নরকে বিবম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। বাহারা ইহ-

লোকে লুক, মিথ্যাধির, কপটতাপরায়ণ ও চৌকীপ্রবন্ধনা প্রভৃতি নীচকর্মে নিরত হইয়া, তাহাদিগকে পরলোকে উন্নত বৈভবগণী নদীতে নিমগ্ন, অগ্নিপত্র নরকে প্রবিষ্ট ও পরশুবন নরকে শয়ান হইয়া যাবৎপরি নাহি ক্রোধ ভোগ করিতে হইয়া, সন্তোষ নাই। তুমি ব্রহ্মাণ্ডি দেবগণের লব্ধ দর্শন করিয়া আপনাদের কৃতার্থ বোধ করিতেছ। কিন্তু ব্রহ্মের প্রতি কৃষ্টিপাত করিতেছ না এবং বাহার প্রভাবে যুত্যা উপস্থিত হইবে, সেই অনুপস্থিত জরার বিবরণও তোমার কিছুমাত্র অনুধাবন নাই। এক্ষণে যৌকপথে গমন কর; কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছ? অচিরেই অধুনাশক মহাত্ম্য উপস্থিত হইবে; অতএব অবিলম্বে যুক্তিসুখলাভের নিমিত্ত যত্ববান হও। তুমি যমরাজের শাসনানুসারে দেহান্তে যমপুরে নীত হইবে; অতএব পরকালের সুখসাধন নিমিত্ত কৃষ্ণোপবাসাদি দ্বারা যুক্তিলাভের চেষ্টা কর। পরহৃদয়ানভিজ্ঞ কৃত্যার্জ নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার বন্ধুবান্ধবের প্রাণ হরণ করিবে; কেহই তাহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব অচিরেই পরলোকহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তুমি যখন নিতান্ত ব্যাকুল ও যমদূতের বশীভূত হইয়া দশ দিক্ বিদ্যমান দেবীতে লেখিতে যমলোকে গমন করিবে, তৎকালে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; অতএব এক্ষণে উৎকৃষ্ট সমাধিতে মনোনিবেশ কর। তুমি অচিরেই জ্ঞানসংকটে যত্ববান হও, তাহা হইলে তোমারে পরলোকে প্রমাদপরিপূর্ণ পূর্বকৃত শুভাশুভ কার্য্য স্মরণ করিয়া সন্তোষ হইতে হইবে না। বল, অঙ্গ ও মনোহর রূপহারিণী অরা তোমার কলেবর অর্জরীভূত করিবে; অতএব কদাপি জ্ঞানসংকটে আলস্য করিও না। কৃতান্ত রোগকে সহচর করিয়া তোমার প্রাণনাশের নিমিত্ত বলপূর্বক দেহ ভেদ করিবে; অতএব অচিরেই ভগ্নোন্মুখানে যত্ববান হও। দেহস্থ কাৰ্ণাদি রিপু তোমারে নানা বিষয়ে প্রলোভন প্রদর্শন করিবে; অতএব প্রবৃত্তসহকারে পুণ্যসংকল্প কর। অতি অন্তিমের পরে তোমাদের একাকী অন্ধকার দর্শন ও পর্ব্বতশিখরে স্বর্ণময় বৃক্ষ সকল নিমীকরণ করিতে হইবে; অতএব সর্ব্বতোভাবে সংকার্য্যাহুতানে যত্ববান হও। যে সকল ইঞ্জির তোমার নিকট আপনাদিগকে সিজ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহার। তোমার শত্রু; উহার। অনায়াসে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া দিবে। অতএব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া পরম পদার্থের অবধারণ কর। বাহ্যতে রাজত্ব ও চৌরত্ব নাই, দেহান্তেও বাহ্যতে অধিকার থাকে, সেই ধন উপার্জন কর। সর্ব্ব তোমাদের বিবেক। এই ধন কেহই বিভাগ করিয়া লইতে পারে না।

যজ্ঞারা পরলোকে জীবিকা নির্বাহ হয়, সাধারণকে সেই জ্ঞানরত্ব প্রদান কর এবং যাহা অনর্থক, স্বয়ং সেই ধন উপার্জন করিতে যত্নবান হও । তুমি বিবেচনা করিয়াছ যে, বিষয়ভোগ করিয়া পশ্চাৎ মুক্তিপথাবলম্বী হইবে, কিন্তু তোমার ঐ রূপ অভিসন্ধি নিতান্ত নিষ্ফল ; কারণ বিষয় ভোগ করিতে করিতেই তোমার মৃত্যু উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; অতএব তুমি অচিরে সংস্কারমুঠানে প্রবৃত্ত হও । লোকের পরলোকগমন সময়ে মাতা, পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য প্রিয় পরিবারবর্গ কখনই তাহার সহগমন করে না । কেবল শুভাশুভ কর্মসমুদায়ই ঐ সমস্ত সচচর হইয়া থাকে । সমুপার্জিত ধনরত্নাদি কখনই লোকান্তরিত ব্যক্তির কার্যসাধক হয় না । আত্মাই পরলোকগত মনুষ্যের পুণ্যপাপের সাক্ষীরূপ হইয়া থাকে । আত্মার তুণ্য সাক্ষী আর কেহই নাই । মনুষ্য দেহ পরিত্যাগ পূর্বক পরলোকগমনে প্রবৃত্ত হইলে তাহার জীবাত্মা ভোগদেহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তৎকৃত শুভাশুভ কার্যসমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকেন । শরীরস্থিত সূর্য্য, অগ্নি ও বায়ু ইহঁরাও মনুষ্যের পাপপুণ্যের সাক্ষীরূপ । প্রকাশশীল দিবা ও গোপনশীল রাত্রি প্রতিনিয়ত সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সকল লোকের আয়ুঃকর করিতেছে ; অতএব তুমি অনন্যমনে স্বধর্ম প্রতিপালন কর । পরলোকমার্গে নানাবিধ ভরানক শত্রু বিদ্যমান রহিয়াছে ; অতএব তুমি আপনার কর্তব্য কার্যের অমুঠানে যত্নবান হও । একমাত্র কার্যই পরলোকে অমুগমন করিয়া থাকে । সে স্থলে কেহ কাহারও কার্যের অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না । যে যেরূপ কার্যের অমুঠান করে, সে তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে । মহর্ষি ও অঙ্গরোগণ স্ব স্ব কার্য অমুসায়ে বিমানচারী হইয়া নানাবিধ সুখসন্তোগ করিতেছেন । নিম্পাপশরীর পুণ্যাত্মা ব্যক্তির ইহলোকে যেরূপ শুভকার্যের অমুঠান করেন, পরলোকে তাঁহাদের তদনুরূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয় । মহাকৃতব গৃহস্থেরা উত্তমরূপে গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতিপালন করিয়া কেহ কেহ প্রজাপতি-লোক, কেহ কেহ বৃহস্পতি লোক এবং কেহ কেহ বা ইন্দ্রলোক লাভ করিয়াছেন । হে পুত্র ! আমি সহস্র সহস্র বার বলিতে পারি যে, একমাত্র ধর্মই মনুষ্যকে সংপথে নীত করিয়া থাকে । এক্ষণে তুমি চতুর্বিংশতি বর্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চবিংশতি বর্ষে সমুপস্থিত হইয়াছ ; অতঃপর আর বৃথা কালাতিপাত করা তোমার উচিত হইতেছে না । কলান্ত তোমার ইন্দ্রিবর্গকে ভোগবিহীন না করিতে করিতে তুমি স্বধর্ম প্রতিপালনে সক্ষম হও । অচিরে আত্মজ্ঞান লাভ কর । দেহ বা পুত্রাদিতে

তোমার প্রয়োজন কি ? ভয়নিবারণ পরলোকহিতকর ধর্ম অবলম্বন করাই তোমার প্রের। কাল সকলকেই সম্মুখে নির্মূল করিয়া থাকে। কেহই তাহারে নিবারণ করিতে পারে না। হে পুত্র ! আমি এক্ষণে আপনার সাধ্যানুসারে তোমারে যে সহপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি তাহার অমু-বর্তী হও। যে ব্যক্তি স্বকার্যসাধনার্থ ব্রহ্মে চিত্তসমাধান ও সমুদায় বস্তু পরিত্যাগ করে, তাহারে আর অজ্ঞান বা মোহজনিত দুঃখাদি ভোগ করিতে হয় না। পুণ্যাত্মা ব্যক্তির এই পুরুষার্থ জ্ঞান শ্রবণ করিলে তাঁহাদিগের উপদেশবলে ইহা ব্রহ্মাণ্ডবাণী হইয়া উঠে। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরে উপদেশ প্রদান করিলে তাহা কখনই নিষ্ফল হয় না। গৃহস্থ্যশ্রমে বাস করিতে একান্ত অমুরক্ত হইলে মায়াপাপে বদ্ধ থাকিতে হয়। পাপাত্মারা কখনই ঐ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না ; কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তির অনায়াসে উহা ছেদন করিয়া অভিলষিত স্বপ্নে গমন করেন। যখন তোমারে নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, তখন তোমার পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও বিভব প্রয়োজন কি ? তোমার পিতামহ প্রভৃতি পূর্বতন পুরুষেরা কোথায় গমন করিয়াছেন ? এক্ষণে পরম প্রযত্নে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা কর। কল্যাণ করিতে হইবে, তাহা অদ্যই সুসম্পন্ন করা কর্তব্য। অপরাহ্নের কার্য্য পূর্ণোচ্চেই সম্পাদন করা উচিত। কারণ মৃত্যু, মনুষ্যের কার্য্য সুসম্পন্ন হউক বা না হউক, কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই তাহারে লইয়া প্রস্থান করে। মনুষ্যের আশ বিয়োগ হইলেই জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণ তাহার অন্তোষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিয়া থাকে। কেহই তাহার সহগমন করে না। অতএব তুমি পাপমতাবলম্বী নির্দয় নাস্তিকদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক আলমাসুনা হইয়া হিরণ্যে পরমাত্মার অধেষণ কর। যখন সমুদায় লোকই কাল-কর্তৃক নিপীড়িত হইতেছে, তখন আর কেন কুখ্য কালক্ষেপ করিতেছ ; কৃৎসন ধৈর্য্য সহকারে স্বধর্ম প্রতিপালন কর। যে মহাত্মা পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় সম্যক্রূপে অবগত হন, তিনি ইহলোকে স্বধর্ম প্রতিপালন করিয়া পরলোকে অনন্ত সুখসম্ভোগে অধিকারী হইয়া থাকেন। বাহার দেহান্তরে আর মৃত্যু নাই বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের পদবীতে পদার্পণ করিলে আর মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। বাহার উত্তরোত্তর ধর্মের ত্রীবিধ সাধনে তৎপর হন, তাঁহারাই যথার্থ পণ্ডিত ; আর যাহারা ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তাহারাই নিতান্ত মূর্খ। সংকর্মে, প্রযুক্ত ব্যক্তির ধর্ম অমূল্য কাৰ্য্যানুসারে বর্ণাদি কললাত

করিয়া থাকেন ; কিন্তু পাপাশুষ্ঠান নিরত ব্যক্তিদিগকে নিশ্চয়ই স্মিরয়গামী হইতে হয় । বর্গের সোপানভূত হ্রদ মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া বাহাতে উহা হইতে আর পরিত্রাণ হইতে না হয়, তদ্বিবরে যত্নশীল হইয়া ত্রৈলোক্য চিন্তনসাধন করা অবশ্য কর্তব্য । যে ব্যক্তি ধর্মপথ অতি ক্রম না করিয়া স্বর্গলাভের উপায় অনুপ্রাণন করেন পতিতেরা তাহারে পুণ্য কর্মী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । চরমকালে তাঁহার নিমিত্ত শোক করা পুত্রাদির কর্তব্য নহে । চঞ্চল না হইয়া দৃঢ়রূপে কর্তব্য কার্যে মনঃসমাধান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হয় এবং ভয়ের লেশমাত্র থাকে না । বাহারা তপোবনে জন্মপরিগ্রহ পূর্বক ভোগের আবাদ গ্রহণ না করিয়া তথায় উপরক্ত হয়, তাহাদিগের জন্মমাত্র ধর্মলাভ হইয়া থাকে ; কিন্তু বাহারা গৃহস্থাক্রমে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভোগের আবাদ গ্রহণ পূর্বক উহা পরিত্যাগ ও তপোশুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাদের নিশ্চয়ই সমধিক ধর্মলাভ হয় এবং কোন বস্তুর অপ্রাপ্য থাকে না । ইহলোকে মানবগণের সহস্র সহস্র পিতা মাতা ও শত শত স্ত্রী পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কাহারও সহিত কাহার কোন সম্পর্ক নাই । আমি কাহারও নহি এবং কেহই আমার নহে । সকলেই যেমন স্ব স্ব কার্য অনুসারে ফল লাভ করে, তুমিও ত্রৈলোক্য আপনার কার্যানুসারে ফল লাভ করিবে ; সুতরাং অন্যের সহিত সংশ্রবে প্রয়োজন কি ? ইহলোকে বাহারা ঐশ্বর্যশালী, তাহাদিগেরই সহিত সকলে আত্মীয়তা করে ; কিন্তু বাহারা দরিদ্র, তাহাদিগের সহিত কেহই আত্মীয়তা করে না ; অতএব ঐশ্বর্য পরিত্যাগ পূর্বক দরিদ্র হওয়াই শ্রেয়ঃ । মানবগণ স্ত্রীপুত্রভক্ত হইয়া তাহান্ন সন্তোষসাধনার্থ নানাবিধ অবৈধ কার্যের অনুষ্ঠান করে ; কিন্তু তদ্বি-বন্ধন তাহাদিগকে উত্তর লোকে অশেষবিধ ক্লেশভোগ করিতে হয় । অতএব দার পরিগ্রহ না করাই বিধেয় । কলন্তঃ এই জীবলোক জগবিন-শ্বর ; অতএব আমি বৈরাগ্য উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি তদনুসারে কার্যানুষ্ঠান কর । বাহার পরলোকে মঙ্গললাভের বাসনা আছে, তত কার্যের অনুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্তব্য । কাল মাস ও গুরুত্বপূর্ণ দক্ষী, সূর্য্যরূপ অগ্নি ও দিবারাত্ররূপকার্ত্ত দ্বারা সমুদায় জীবকে পাক করি-তেছে । বাহাহউক, যদি ধন থাকিতেও উহা দান ও উপভোগ, যদি অপরিমীমংশক্তি থাকিতেও শত্রুসংহার, যদি শাস্ত্রজ্ঞান থাকিতেও ধর্ম-কার্যের অনুষ্ঠান এবং যদি জীবিতদশেও জিতেন্দ্রিয়হুতি অবলম্বন না



করা যায়, তাহা হইলে ঐ বুধা ধন, বল, শাস্ত্রজ্ঞান ও জীবনে প্রয়োজন কি ?

হে ধর্মরাজ ! মহাশয় বেদব্যাস এই কথা কহিলে, শুকদেব তাঁহার উপদেশামুসারে মোক্ষলাভে কৃতসংকল্প হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করিলেন ।

—\*—

ত্রয়োবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩২৩ ।

বুধিষ্টির কহিলেন, পিতামহ ! দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও শুক্লভ্রূষা করিলে কি রূপ কললাভ হয়, তাহা কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! বাহায়া অনর্থকারিণী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া বিবিধ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারে নিশ্চয়ই অশেষ যত্নে ভোগ করে । পাপকর্মনিবৃত্ত ব্যক্তিদিগকে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া অশেষবিধ দুর্ভিক্ষক্লেশ, ভয় ও মরণ ভূল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয় ; কিন্তু সংকর্মাশুষ্ঠানপরতন্ত্র পুণ্যবান ব্যক্তিরা পরজন্মে শ্রদ্ধাবান জিতেন্দ্রিয় ও ধনবান হইয়া স্বচ্ছন্দে অমূল্যম উৎসব ও স্বর্গস্থল অমূল্য করিয়া থাকেন । পাপাত্মা নাত্তিক-  
 দিগকে নিরন্তর ব্যাধি, হস্তী ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ ভয়রূপে সমাকীর্ণ দুর্গম পথে পরিভ্রমণ করিতে হয় । দেবতাতিথিপ্রিয় বদাম্য যজ্ঞ-  
 শীল সাধুগণ শুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন ।  
 ধান্যের মধ্যে ধেমন তুচ্ছধান্য ও পক্ষীর মধ্যে ভুগ্নকীট নিত্যন্ত নিষ্কট, তদ্রূপ মনুষ্যের মধ্যে অধার্মিক ব্যক্তি সকলেরই অশ্রদ্ধের সন্দেহ, নাই । মানবগণ গমন, শরণ বা অন্যান্য যে কোন কার্যে ব্যাপ্ত হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই পাপপুণ্যজনিত অন্তঃকর্তার বশবর্তী হইয়া থাকে ।  
 পূর্বে যে ব্যক্তি যেরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করে, পরে তাহাকে সেইরূপ কল ভোগ করিতে হয় । কাল নিরন্তর ভূত সমুদায়কে আকর্ষণ করিতেছে । জন্মান্তরীণ কর্মফল অপ্রার্থিত হইয়াও ফলপুষ্পের দ্যায় যথাকালে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । মান, অপমান, লাভ, অলাভ, ঐশ্বর্য্য ও অক্ষয় এই সমুদায় সতত মানবগণকে আশ্রয় করিতেছে ; কেহই উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না । মনুষ্যাগণ গর্ভবাস কালেও প্রাক্তন সুখঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কি বালা, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, লোকে যে অবস্থার যেরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে পরজন্মে সেই অবস্থার তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয় । সহস্র সহস্র যেনু একত্র সমবেত থাকি-

লেও বৎস যেমন অন্যান্য ধেমুগণকে পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় জননী  
নিকট উপস্থিত হইয়া, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ কর্তৃকল ভূমণ্ডলস্থিত সহস্র সহস্র  
লোকের মধ্যে কৰ্ত্তাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । মলিন বস্ত্র যেমন মলিন-  
দ্বারা পরিষ্কৃত হয়, তদ্রূপ মহাদ্বারা উপবাসাদি দ্বারা পাণবিমুক্ত হইয়া  
পরিণামে অনন্ত সুখ অমৃতভব বরিয়া থাকেন । ইহারা দীর্ঘকাল তপো-  
ব্রতান পূর্বক নিষ্পাপ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের সমুদায় মনোরথ পূর্ণ  
হয় । যেমন পক্ষিগণের আকাশমার্গে ও মৎস্যগণের মলিন মধ্যে গচ্ছ  
নিক্রমণ করা যায় না, তদ্রূপ পুণ্যবান্দিগের গতি নিক্রমণ করা নিতান্ত  
সংসাধ্য । অন্যের কথা শুনিয়া অধর্ম পথ অবলম্বন করা কাহারও কর্তব্য  
নহে ; প্রত্যুত আপনার হিতকর সংস্কার্যের অনুষ্ঠান করাই সর্বতোভাবে  
শ্রেয়ঃ ।

—\*—

চতুর্বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩২৪ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! মহাতপস্বী ধর্ম্মাশ্রা শুকদেবের অমৃত-  
নয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই ; অতএব উনি কি  
রূপে জন্মপরিগ্রহ এবং কি রূপেই বা সিদ্ধি লাভ করিলেন ; উহার  
জননী কে ; আর এই ভূমণ্ডলমধ্যে শৈশবাবস্থায় কোন ভাব্যক্তিই যে  
জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, উনি বাল্যকালে কি রূপে তাদৃশ সূক্ষ্ম  
জ্ঞান লাভ করিলেন, এই সমুদায় সম্বন্ধে শ্রবণ করিতে আমার একান্ত  
অভিলাষ জন্মিয়াছে ; অতএব আপনি আনুপূর্বিক ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত  
বীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! বৎস, পলিত, ধন বা বন্ধুবান্ধব দ্বারা  
মহর্ষিদিগের মাহাত্ম্য লাভ হয় না ; বেদাধ্যয়ন দ্বারা তাঁহাদিগের  
মাহাত্ম্য লাভ হইয়া থাকে । তুমি আমাকে শুকের জন্ম প্রভৃতি যে সমু-  
দায় জিজ্ঞাসা করিলে, তদুপায়ই ঐ সমুদায়ের মূল কারণ । ইন্দ্রিয়সংযম-  
ব্যতীত তপোব্রতান হইবার সম্ভাবনা নাই । মানবগণ ইন্দ্রিয়সংযম-  
বন্ধন বিবিধ দোষে সমাক্রান্ত হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই  
সিদ্ধিলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা । যোগাভ্যাস করিলে যেরূপ ফললাভ  
হয়, সহস্র অশ্বমেধ বা শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার  
ষোড়শাংশের ঐক্যংশও লাভ হয় না । ইহা হউক, এক্ষণে আমি মাহাত্ম্য  
শুকদেবের জন্ম, বোগকল ও সঙ্গতি বীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

পূর্বকালে ভগবান্ দ্বুতনাথ দ্বুতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শৈলরাজ-  
হুহিতা পার্শ্বভীর সহিত কর্ণিকার বনপরিপূর্ণ সুমেরুশৃঙ্গে বাস করিয়াছি-  
লেন । ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, লোকপাল, সাধ্য বহু, আদিত্য, রুদ্র, বায়ু,  
মরিচ, সাগর, দেবতা, গন্ধর্ষ, সিদ্ধ ও অঙ্গরোগণ এবং দিবাকর, নিশা-  
কর, ইন্দ্র, নারদ, পুরুষ, বিশ্বাবর্ষ ও অশ্বিনীকুমার, ইহারা সকলে তাঁহার  
আরাধনার নিযুক্ত ছিলেন । ঐ পর্বতে তিনি বিচিত্র কর্ণিকার মালা  
ধারণ করিয়া জ্যোৎস্নাপরিশোভিত নিশাকরের ন্যায় শোভমান হইয়াছি-  
লেন । ঐ সময় যোগধর্ম্মপ্রারম্ভ মহর্ষি বেদবাস্য সেই অগাধজনহুল ভ  
ভগবানের সম্মিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রসাদে অগ্নি, বায়ু, জল,  
ভূমি ও আকাশের ন্যায় গুণসম্পন্ন পুত্রলাভ করিবার বাসনায় ইন্দিয়  
সমুদায় রুদ্ধ করিয়া বায়ু ভক্ষণ পূর্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন ।  
ঐ রূপে দেবগণকে আরাধনা করিতে করিতে তাঁহার একশত বর্ষ অতীত  
হইল, কিন্তু তথাপি তাঁহার বলের হ্রাস বা কোন প্রকার প্রাণি উপস্থিত  
হইল না । ওদর্শনে একেবারে ত্রিলোক চমৎকৃত হইয়া উঠিল । ঐ  
সময় তাঁহার জটাতার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল ।  
ঐ ভূগ-প্রভাবেই অহা্যপি তাঁহার কেশকলাপ অনলশিখার ন্যায় বিরা-  
জিত রহিয়াছে । অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর বেদব্যাসের সেই দৃঢ়তর  
ভক্তি ও কঠোর তপোযুগল দর্শনে সান্তিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হাস্যবদনে  
তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৈপারন ! তুমি অচিরে অগ্নি, বায়ু,  
ভূমি, সলিল ও আকাশের স্যায় বিস্তৃত পুত্রলাভ করিবে । ঐ পুত্র  
ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া মন, প্রাণ ও বুদ্ধি সমুদায়ই তাঁহাতে সমর্পণ করিবেন  
তাঁহার বশঃসৌরভে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইবে ।

হে ধর্ম্মরাজ ! আমি ভগবান্ মার্কণ্ডেয়ের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ  
করিয়াছি, তিনি সর্বদাই আমার নিকট দেবচরিত সকল কীর্তন করি-  
তেন ।

—\*—

পঞ্চবিংশত্যাধিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩২৫ ।

দেবদেব মহাদেব এইরূপ বর প্রদান করিলে, সত্যাবতীতনয় পরম  
পরিভুট হইয়া হোমকার্য্য সম্পাদনমানসে অরপি কাষ্ঠদ্বয় গ্রহণ পূর্বক অগ্নি-  
পাতনের নিমিত্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় দ্বুতাচী নামে এক  
পতঙ্গ রূপবতী অমরা তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল । তাহাকে দর্শন

করিবামাত্র মহর্ষি সহসা কামশরে নিতান্ত বিমোহিত হইলেন। ঘূড়াচী তাঁহাকে কামার্জ দেখিয়া শুকপক্ষীর রূপধারণ পূর্বক তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। তখন কামাসক্ত মহর্ষি বেদব্যাগ তাঁহাকে অনারূপ ধারণ করিতে দেখিয়া বিশেষরূপ ঐর্ষ্যাবলম্বন পূর্বক কাম নিবারণের চেষ্টার অর্পণবহ্নন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন রূপেই চঞ্চলচিত্তকে স্থির করিতে পারিলেন না। ঐ সময় ভবিতব্যতার অবশ্য্যাবিহীনবন্ধন সেই কাষ্ঠ মধো সঙ্ঘসা তাঁহার গুরুনিপতিত হইল। মহর্ষি বেদব্যাগ তদধর্শনে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া পূর্বের ন্যায় কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠ ঘর্ষণনিবন্ধন তত্রতা শুক্র বারংবার বিলোড়িত হইল, এবং অচিরে তাহা হইতে তেজঃপুঞ্জকলেবর ব্রহ্মর্ষি শুকদেব বিনির্গত হইয়া যজ্ঞস্থলে প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শুক্র বিলোড়নবারা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি শুকনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। শুক দেব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ভগবতী ভাগীরথী মর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আগমন পূর্বক সলিলধারা তাঁহার স্নানক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ঐ সময় সেই মহাস্মার নিমিত্ত আকাশ হইতে দণ্ড ও কক্ষাজিন ভূতলে নিপতিত হইল। তুষ্ক, নারদ, বিশ্বামিত্র ও হাতাহু প্রভৃতি গুরুর্গণ তাঁহার স্তুতিগান, অঙ্গরোগণ নৃশ, বায়ু দিবাকৃষ্ণমবর্ষণ ও দেবগণ হৃন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন; ইন্দ্রাদিদেবতা, লোকপাল, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্গণ তথায় আগমন করিলেন। ফলতঃ তৎকালে স্থাবরজঙ্গমা-ন্যক সমুদায় জগৎ আত্মদমাগরে নিমগ্ন হইল।

তখন দেবাদিদেব মহাদেব পার্শ্বতীর সহিত সমবেত হইয়া প্রীতমনে বেদবিধানানুসারে শুকদেবের উপনয়নক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। দেবরাজ প্রীতিযুক্ত হইয়া শুকদেবকে অপূর্ব কমণ্ডলু ও দিব্যোস্ত্র প্রদান করিলেন। হংস, শতপত্র, সারস ও শুকপ্রভৃতি পক্ষিগণ সহস্র সহস্রবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

অতুলতেজঃসম্পন্ন শুকদেব এইরূপে জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতচিত্তে কাঁল্যাপন করিতে লাগিলেন। সরহস্য বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায় অচিরে তাঁহার হৃদয়ে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। তখন তিনি ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া সমুদায় বেদ-বেদাঙ্গ ইতিহাস ও রাজশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক তাঁহাকে দক্ষিণ প্রদান করিয়া তথায় হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সেই বাল্যকালেই ব্রহ্মচর্য্যনিবৃত্ত ও সমাহিত হইয়া কঠোর তপোভাজন পূর্বক জ্ঞানবলে সমুদায়

মহর্ষির ও দেবতার মাননীয় হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অতি অল্পদিন  
মধ্যেই তাঁহার আশ্রম সমুদারে নিত্য অশ্রদ্ধা এবং মোক্ষধর্ম অবলম্বনে  
একান্ত অভিলাষ জন্মিল।

ষড়্বিংশত্যাধিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩২৬ ।

হে ধর্ম্মরাজ ! এই রূপে মহাত্মা শুকদেবের অন্তঃকরণে মোক্ষাভি-  
লাষ বদ্ধমূল হইলে, তিনি তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় পিতার  
নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাকে অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন,  
পিতা ! আপনি মোক্ষধর্ম্ম কুশল ; অতএব বাহাতে আমার চিত্ত প্রশান্ত  
হয়, আপনি তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন। শুকদেব এই কথা কহিলে  
মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন  
করিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি মোক্ষ ও অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় অধ্যয়ন কর।  
তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব পিতার আজ্ঞামুসারে তাঁহার নিকট নিখিল বোণ-  
শাস্ত্র ও কপিল মত অধ্যয়ন করিলেন। কিয়দিন পরে বেদব্যাস পুনরেক  
মোক্ষধর্ম্মবিশারদ ও ব্রহ্মত্ব প্রভাবশালী দেখিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি  
মিথিলাধিপতি জনকের নিকট গমন কর। তিনি তোমাকে মোক্ষশাস্ত্রের  
উপদেশ প্রদান করিবেন। তুমি গমনকালে স্বীয় প্রভাববলে অন্তরীক্ষ পথ  
অবলম্বন না করিয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় অতি বিনীতভাবে তথায় গমন  
করিবে। পথিমধ্যে কিছুমাত্র সুখ বা স্বসম্পর্কীয় লোকের অব্বেষণ করিও  
না। তাহা করিলে তোমাকে সঙ্গপাশে বদ্ধ হইতে হইবে। মিথিলা-  
ধিপতি আমাদের যজ্ঞমান মনে করিয়া তাঁহার নিকট কিছুমাত্র অহঙ্কার  
প্রকাশ করিও না। সর্ব্বদাই তাঁহার বশবর্তী হইয়া অবস্থান করিবে। তাহা  
হইলেই তিনি তোমার সমুদায় সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন। তিনি  
ধর্ম্মপরায়ণ, মোক্ষশাস্ত্রবিশারদ ও আমার যজ্ঞমান। তিনি যাহা আজ্ঞা  
করিবেন, তুমি অসন্ধিগুচিত্তে তাহারই অমুষ্ঠান করিবে।

মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ধর্ম্মাত্মা শুকদেব  
মিথিলা নগরে যাত্রা করিলেন। ঐ মহাত্মা অন্তরীক্ষ পথে সমাগরা পৃথিবী  
অতিক্রম করিতে সমর্থ ছিলেন ; কিন্তু পিতৃমাজ্ঞা নিবন্ধন আকাশমার্গ  
অবলম্বন না করিয়া ভূতলে পাদচায়ে গমন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে  
ক্রমে পূর্ব্বত, নদী, তীর্থ, মরোবর বিবিধ স্বাপদাকীর্ণ অটবী, ইলাবতবর্ষ,

হরিবর্ষ ও ক্রীকৃষবর্ষ অতিক্রম পূর্বক ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া চীম ও হৃৎ সেবিত বিবিধ জনপদ সন্দর্শন করিতে করিতে আর্য্যাবর্তে আগমন করিলেন। তিনি ক্রমশঃ যত পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, ততই রমনীর পতন, সমৃদ্ধিশালী নগর, বিচিত্র বসন, সুবিস্তীর্ণ অতিমনোহর উদ্যান ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রত্ন সমুদায় তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল ; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্ত সমাকৃষ্ট হইল না। পরিণেবে তিনি অতি সত্ত্বের ধর্ম্মায়া জনকের রক্ষিত বিদেহরাজ্যে সমুপস্থিত হইলেন। এই রাজ্য বহুতর গ্রামে বিভূষিত। সকল গ্রাম নানাবিধ অন্ন, পানীয় ও ভোজন দ্রব্যে পরিব্যাপ্ত, গোকুলসম্পন্ন, সমৃদ্ধিশালী, সুশোভিত, রাশি রাশি ধান্য ও গোষ্ঠে সমাকীর্ণ, হংস ও গারস প্রভৃতি বিবিধ জলচর পক্ষীতে সমাকীর্ণ এবং রূপলাবণ্যসম্পন্ন অসংখ্য পদ্মিনীজনে পরিপূর্ণ। মহাত্মা শুকদেব সেই সমৃদ্ধজমবেবিত বিদেহ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে মিথি লার অতি রমনীর উপবনে সমুপস্থিত হইলেন। এই উপবনে অসংখ্য ইন্দ্রী, জম্ব, রথ ও বিবিধ স্ত্রী পুরুষ দর্শন করিয়া তাঁহার কিছুমাত্র চিত্ত বিকার জন্মিল না। পরিণেবে তিনি সেই তপোবন অতিক্রম করিয়া মোক্ষবিষয় চিন্তা করিতে করিতে মিথিলা নগরে সমুপস্থিত হইয়া নির্ভীক-চিন্তে তাঁহার প্রথমকক্ষার প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারপালগণ অতিকঠোর বাক্যে তাঁহাকে নিবারণ করিল। তিনি তাহাদ্বিগতর বাক্যে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া স্বচ্ছন্দে সেই আতপতালিত প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় ক্ষুধা, পিপাসা, রোজ ও পথজন্ম জন্য তাঁহার কিছুমাত্র ক্রেশ হইল না। অনন্তর এই দ্বারপালদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি মহাত্মা শুকদেবকে মধাক্রকালীন সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া কতাজলিপুটে তাঁহার যথাগাধ্য পূজা করিয়া দ্বিতীয় কক্ষার প্রবেশ করাইল। তিনি তথায় উপবিষ্ট হইয়া মোক্ষ বিবয়ের অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। কিন্তু শূণ্যতল ছায়া, কি প্রচণ্ড রৌদ্র, উভয়েই তাঁহার সমান জ্ঞান ছিল।

মহামতি শুকদেব এই প্রকারে দ্বিতীয় কক্ষার প্রবেশ পূর্বক উপবিষ্ট হইলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে রাজমন্ত্রী কতাজলিপুটে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তৃতীয় কক্ষার কেলিসরোবরসম্পন্ন, সুসমিত্ত তরু সমাকীর্ণ, অমরাবতী সন্নিব অতি রমনীর প্রমদাবনে প্রবিষ্ট হইলেন। একে সত্বরে তাঁহাকে আগুন প্রদান করিতে আদেশ পূর্বক তথায় হইতে চতুর্দিকে গমন করিলেন। মন্ত্রীস্বর গমন করিলে নিবিড়কিটমিনী,

স্বয়ং স্বকীয়ধারিণী নবযৌবনা পকাশং বারবিলাসিনী তথার আগমন করিয়া ভক্তিসহকারে শুকদেবকে পাদ্যাদিপ্রদান পূর্বক অতি সম্বরে সুবাস্ত্র অন্ন প্রদান করিল। সেই বারবিলাসিনীগণ সকলেই প্রিয়দর্শন উজ্জ্বল সুবর্ণালঙ্কারবিভূষিত, আলাপকুশল, নৃত্যগীতে সুনিপুণ, হৃদয়ঙ্গম ও কাব্যপদ্যগী বাবহারে দক্ষ এবং সকলেই ক্রৈবৎহাস্যাবদনে কথা কহিয়া থাকে। অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ শুকদেবের ভোজন সমাপ্ত হইলে ঐ সমুদায় বারবিলাসিনী তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া হাস্য, গীত ও নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে করিতে ক্রমশঃ সেই প্রমদাবনের সমস্ত শোভা প্রদর্শন করিতে লাগিল; কিন্তু স্নেহিত্তিময় ক্রৌঞ্চবিজয়ী বিগুহায়া বেদব্যাস তনয় কিছুতেই ক্রটি বা বিরক্ত হইলেন না।

অনন্তর বারবিলাসিনীগণ সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে শুকদেবকে মহামূল্য আস্তরণ সমাল্লীর্ণ রত্নজাল মণ্ডিত দিব্য শরনীল ও আসন প্রদান করিল। তখন ধর্ম্মপরায়ণ শুকদেব পাদপ্রক্ষালণ পূর্বক সন্ধ্যোপাসনা করিয়া সেই পবিত্র আসনে উপবিষ্ট ও ধ্যাননিরত হইয়া পূর্বরাত্র অতিবাহিত করিলেন। পরে মধ্যরজনীতে নিদ্রাহুত অনুভব করিয়া শেষরাতে শাত্রোৎখান পূর্বক শৌচক্রিয়া সম্পাদন করত পুনর্বার দ্যানে নিমগ্ন হইলেন। বারবনিতাগণ তাঁহার ধ্যানকালেও তাঁহার চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত ছিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই।

তৎ ধর্ম্মরাজ ! এই প্রকারে মহামতি শুকদেব বিদেহাধিপতির ভবনে এক দিবারাত্র অতিবাহিত করিলেন।

### সপ্তবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩২৭ ।

রাজর্ষি জনক পরদিন প্রাতঃকালে দরং মস্তকে অর্ধাগ্রহণ পূর্বক অমাত্য ও অন্তঃপুরবাসিনীগণের সহিত শুকপুত্র শুকদেবের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুরোহিত উৎকৃষ্ট আভরণে সমাল্লীত আসন ও নানাবিধ রত্ন গ্রহণ পূর্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন। অনন্তর সকলে তথার উপস্থিত হইলে, মহারাজ জনক পুরোহিতের নিকট হইতে সেই সর্বোৎকৃষ্ট আসন গ্রহণ পূর্বক মহাত্মা শুকদেবকে প্রদান করিলেন। এবং তিনি সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে পাদ্যমর্গ্য ও প্লামানপূর্বক শাত্রাহুসারি তাঁহার বথোচিত পূজা করিতে লাগিলেন।

তখন তেজঃপুঞ্জকলেবর মহামতি শুকদেব মহারাজ জনক কর্তৃক যথা-  
বিধি পূজিত হইয়া তাঁহাকে যথাচিত সন্মান করত তাঁহার কুশলবার্ত্তা  
জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুমতি করিগেন । রাজর্ষি-  
জনক গুরুপুত্রের আদেশানুসারে অমুচরবর্গের সহিত ধরাতলে উপবিষ্ট  
হইয়া কৃতান্তলিপুটে আপনার কুশল সমাচার তাঁহাকে নিবেদন করিয়া  
কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার আগমনের কারণ সকল অবগত হইতে আমার  
শাস্তিশর অভিলাষ হইয়াছে, আপনি উহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন ।

তখন মহামতি শুকদেব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ !  
আমার পিতা বৈশাম্বয়ন আমাকে কহিয়াছেন, বৎস ! প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি-  
মার্গে তোমার যদি কোন সংশয় থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার যজমান  
মোক্ষ ধর্ম্মবিশারদ মিথিলাধিপতি জনকের নিকট গমন কর । তিনি  
তোমার সমস্ত সংশয়-চ্ছেদন করিয়া দিবেন । আমি পিতার এই আজ্ঞা-  
ক্রমে সংশয় অপনোদনার্থ আপনার নিকট আগমন করিয়াছি । ইহলোকে  
ব্রাহ্মণের কর্তব্য কি, মোক্ষতত্ত্ব কি প্রকার, এবং জ্ঞান ও তপস্যা এই  
উভয়ের মধ্যে কোন উপায় দ্বারা মোক্ষলাভ করিতে পারা যায় এই,  
সমস্ত বিষয় আমি অবগত হইতে পারি নাই, অতএব অমুগ্রহ পূর্ব্বক  
আমার নিকট ঐ সকল কীর্তন করুন ।

জনক কহিলেন, মহাত্মন ! ব্রাহ্মণদিগের জন্মাবধি যে সমুদায় কার্য্যাস-  
তান করা বিধেয়, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । উপনয়নের পর  
বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, অসূয়া পরিত্যাগ, গুরুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন এবং  
ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেবত্ব ও অপত্যোৎপাদন দ্বারা পিতৃত্ব পরিশোধ করা  
ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্তব্য । তাঁহারা গুরুগৃহে প্রথমতঃ বেদাধ্যয়ন করিয়া  
গুরুকে দক্ষিণা প্রদান ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে  
প্রত্যাগমন করিবেন । অনন্তর গৃহস্থাপ্রথম অবলম্বন পূর্ব্বক অসূয়াশূন্য,  
আহিত্যাগ্নি ও স্বদারনিরত হইয়া অপত্যোৎপাদন করিবেন । অতঃপর  
অরণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ঐতিনিরত শাস্ত্রানুসারে অতিথিগণের সংকার  
ও হোমকার্য্যে আদর থাকিবেন এবং পরিশেষে ক্রমশঃ বিষয়বাসনা পরি-  
বর্জিত ও সুখদুঃখ পরিত্যাগী হইয়া জীবাত্মাতে অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক  
সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন ।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ । ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পূর্ব্বকই যদি হৃদয়ে  
মোক্ষ-মুখ্যৈকমুখ সুনাতন জ্ঞান ও অনুভব উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও কি  
ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমক্রমে অবস্থান করা কর্তব্য ?



জনক কহিলেন, ভগবন্ ! যেরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষ লাভ হয় না, সেইরূপ গুরুসম্বন্ধ ব্যতীত কখনই জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই । পণ্ডিতগণ আচার্য্যকে সংসারসাগরের কণ্ঠহার ও জ্ঞানকে প্রব স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করেন । অতএব গুরুর নিকট জ্ঞানলাভ করিয়া সংসারার্ণব হইতে সমুদ্রোপ হইয়া পরিশেষে জ্ঞান ও গুরু উভয়কেই পরিত্যাগ করা মনুষ্যের অবশ্য কৰ্ত্তব্য । পূৰ্ব্বতন পণ্ডিতেরা লোক সমুদ্রায়ের ধর্ম্ম শিক্ষা ও কর্ম্মকাণ্ডের অনুচ্ছেদনার্থ ব্রহ্মচর্যাदि চারি আশ্রমের ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন । মনুষ্য সেই নিয়মানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক বহু জন্মের পর কর্ম্মের শুভাশুভ ফল পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হয় । যে ব্যক্তি বহুজন্মের সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত ও বুদ্ধিকে পরিশোধিত করিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই 'মোক্ষলাভ হইয়া থাকে । ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে মোক্ষলাভে সমর্থ হইলে, গার্হস্থ্যাদি আশ্রম গ্রহণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । ব্রজলমোদগ পরিত্যাগ করিয়া সত্যত সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে নিবেশিত করা মনুষ্যের বিধেয় ।

জলচর যেরূপ সলিলে অবস্থান পূর্ব্বক উহাতে লিপ্ত হয় না, মনুষ্যও সেইরূপ সমস্ত প্রাণীতে আপনাকে ও আপনাতে সমুদায় প্রাণীকে অবস্থান করিতে দেখিয়াও নির্লিপ্তভাবে কাশ্যাপন করিবেন । ইহলোকে যে মহাত্মা সুবৃদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তিলাভে সমর্থ হন, পরলোকে তিনি বিচক্ষণের ন্যায় উর্দ্ধগামী হইয়া অনন্ত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন । পূর্ব্ব মহারাজ যযাতি যেরূপ মোক্ষ বিবয়ক বাক্য কহিয়া গিয়াছেন, মোক্ষবিশারদ ব্রাহ্মণেরা যাহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন, আমি আপনার নিকট সেই কথা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । সমাহিত মহাত্মারাই আত্মবুদ্ধিতে সকল জীবের অন্তর্গত এক মাত্র পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিতে পারেন । মনুষ্য যখন অন্যকে ভয়-প্রদর্শন অথবা অন্য হইতে আপনার ভয়ের আতঙ্ক না করিয়া কামনা ও ঘেঘ এককালে পরিত্যাগ করেন, যখন কায়মনোবাক্যে জীবগণের কোন অনিষ্টাচরণ না করেন; যখন কাম, ক্রোধ ও মোহকারিণী ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনের সহিত জীবাত্মাকে সংযোজিত করিতে সমর্থ হন; যখন প্রিয় ও অপ্রিয় কথা শ্রবণ এবং প্রিয় বা, অপ্রিয় বস্তু দর্শনে কিছুমাত্র আনন্দিত বা কোপান্বিত না হন এবং যখন স্তুতিমিত্তা, ক্লোকন-গৌহ, সুবৃদ্ধ, শীতগ্রীষ্ম, অর্থ অনর্থ, প্রিয় অপ্রিয় ও জীবনমরণ সম্মান

বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন, তখনই পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ লাভ করিতে পারেন । কূর্ষ যেরূপ আপনার অঙ্গ সকল প্রসারিত করিয়া পুনরায় সঙ্কুচিত করে, সন্ন্যাসীও সেইরূপ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্কুচিত করিবেন । যেরূপ প্রদীপ দ্বারা তিমিরাবৃত গৃহ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানদ্বারা পরমাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতে পারা যায় । •

হে ভগবন্ ! এক্ষণে আমি মোক্ষোপযোগী যে সমুদায় কর্ম গুণ কীর্তন করিলাম, সেই সমস্ত এবং তত্ত্বের অন্যান্য মোক্ষোপযোগী বিষয় সকল আপনি অবগত আছেন । গুরু বেদব্যাসের প্রসাদে আমার দ্বিবা জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে । আমি সেই জ্ঞানপ্রভাবে আপনার আগমন বৃত্তান্ত ও আপনাকে অবগত হইয়াছি । আপনি সমধিক বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট গতি ও অগ্নিমানি প্রার্থনা সম্পন্ন হইয়াও আপনার প্রভাব অবগত হইতে পারেন নাই । ত্রিজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও বালকত্ব, সংশয় বা ভয়নিবন্ধন আপনার পরমগতি প্রাপ্ত হইতেছে না । মোক্ষলাভার্থী ব্যক্তিগণ মাদৃশ ব্যক্তি কর্তৃক ছিন্নসংশয় হইয়া দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্বক বিশুদ্ধ আচার দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হন । আপনি বিজ্ঞানসম্পন্ন, হিরবুদ্ধি ও লোভ-বিহীন হইয়াছেন ; কেবল অমুষ্ঠানের অভাব বশতঃ আপনার ব্রহ্মপদার্থ লাভ হইতেছে না । সুখ, দুঃখ, লোভ, নৃতাগীতে অনুরাগ, বন্ধুস্নেহ, শত্রুভয় ও ভেদবুদ্ধি আপনার অন্তর হইতে একবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে । আপনি যে অনাময় পরমপথ আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা আমার ও অন্যান্য মনীষিগণের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে । ব্রাহ্মণের কর্তব্য ও মোক্ষতত্ত্ব বিষয়ে আপনার কিছুই অবিদিত নাই । এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা ব্যক্ত করুন ।

### অষ্টাবিংশতমঃ শ্লোক ত্রিশততমঃ অধ্যায় । ৩২৮ ।

হে পশুপতি ! রাজর্ষি জনক এই কথা কহিলে, ধর্ম্মাত্মা শুকদেব আশ্চর্য্য-সাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য্য হইয়া হিমালয় পর্বত লঙ্ঘ্য করিয়া বায়ুবোগে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । ঐ সময় দেবর্ষি নারদও ঐ পর্বত শঙ্কর করিতে গিয়াছিলেন । ঐ পর্বত অঙ্গরা, সিদ্ধ, চারণ ও তিস্র-গণের আবাসভূমি এবং ভ্রমর, পাণিকপোত, খজুর, জীবজীৱক, বিচিত্রবর্ণ ময়ূর, রাজহংস ও কোকিলগণের কলরবে পরিপূর্ণ । বিহঙ্গম পক্ষী

প্রতিনিয়ত উহাতে বাস করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল চতুর্ভুজ ভগবতের হিতসাধনার্থ দেবতা ও ঋষিগণের সহিত সর্বদা উহাতে আগমন করেন। পূর্বে ভগবান্ বিষ্ণু পুত্রকামনার ঐ স্থানে ঘোরতর তপো-মুঠান করিয়াছিলেন। ঐ পর্বতে মহাবীর কার্তিকেয় ত্রিলোক ভূতুল্য বোধ করিয়া এই বলিয়া ভূতপে শক্তিনিষ্কপ করিয়াছিলেন যে, যদি এই ত্রিলোকমধ্যে কেহ আমা অপেক্ষা সমধিক বলবান্, ব্রাহ্মণশ্রিয় ও ব্রহ্ম-নিষ্ঠ থাকেন, তাহা হইলে তিনি এই মরিক্‌শিখ শক্তি উদ্ধৃত বা কল্পিত করুন। কুমার এই বলিয়া শক্তি নিষ্কপ করিলে, ত্রিলোকমধ্যে সকলেই ঐ শক্তি উদ্ধারের চিন্তায় মহা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন ভগবান্ নবারণ দেব, অমুর ও রাক্ষস প্রভৃতি সমুদায়কে সংক্ষুব্ধ সন্দর্শন করিয়া কর্তব্য বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে কার্তিকেয়ের অহঙ্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বামহস্তে সেই প্রজ্জ্বলিত শক্তি ধারণ পূর্বক বিকল্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। শক্তি কল্পিত হইবামাত্র পর্বতবনসমাকীর্ণ সমুদায় পৃথিবী কল্পিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ বিষ্ণু ঐ শক্তি সমুদ্ধৃত করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু ঐ সময় কার্তিকেয়ের গৌরবরক্ষার্থ উহা উদ্ধৃত না করিয়া কেবল কল্পিত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি প্রহ্লাদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দৈত্যরাজ! কার্তিকেয়ের পরাক্রম অবলোকন কর। এই শক্তি উদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই উহা কল্পিত করিতে পারেন নাই; প্রত্যুত ভীষণস্বরে চীৎকার করিতে করিতে তথায় মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভগবান্ বুঝভঞ্জন ঐ পর্বতের উত্তরদিকে আশ্রম নির্মাণ পূর্বক বহুকাল ঘোরতর তপসা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমস্থান অত্যাশ্রিত প্রজ্জ্বলিত হতালমে পরিবেষ্টিত ও আদিত্যপর্কত নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। তথায় পালাত্না মনুষ্যবিগের গমন করা দূরে থাক, বক্ষ, রাক্ষস ও মানবগণও সে স্থলে গমন করিতে সমর্থ নহে। ঐ আশ্রম দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও অগ্নিকুলিঙ্গে সমাবৃত। ভগবান্ ভগবান্ মহাদেবের বিষয়বিশার্দ মূর্তিমান হইয়া স্বয়ং তথায় অবস্থান করেন। ভগবান্ ভূপতি ঐ স্থানে নিয়ম অবলম্বন পূর্বক সহস্র বৎসর তপসাদে দণ্ডায়মান থাকিয়া তপঃপ্রভাবে দেবগণকে নিত্যন্ত সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

পরাশরপুত্র মহাতপস্বী বেদবাস সেই পর্বতপ্রদাম হিমালয়ের পূর্ব-দিকের এক নিম্নস্থানে অবস্থান পূর্বক অমৃত বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও

পৈলকে অধ্যয়ন করাইতে ছিলেন। দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাত্মা শুকদেব আকাশবার্গ হইতেই তাঁহার সেই রমণীয় আশ্রম অবলোকন করিয়া তথায় গমন করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস প্রাজ্ঞলিত হুতাশনের ন্যায়, শরাসন নির্মুক্ত শরশষ্টির ন্যায় অন্যের স্মৃৎসহ যোগযুক্ত গুল্লকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া যাহার পর নাই আচ্ছাদিত হইলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা শুকদেব প্রথমে পিতার নিকট গমন পূর্বক তাঁহার চরণ-বন্দনা এবং পরিশেষে মহা আচ্ছাদে সতীর্থদিগকে আলিঙ্গন করিয়া পিতার নিকট জনক রাজার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন।

শুকদেব আগমন করিলে পর, মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যদিগের সহিত তাঁহারে বেদাধ্যয়ন করাইয়া সেই হিমালয় পর্বতেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শিষ্যগণের সাক্ষবেদাধ্যয়ন সমাপন হইল। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে একদা শিষ্যগণ দ্বৈপায়নের চতুর্দিকে অবস্থান পূর্বক কৃতাজলিপুটে তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, গুরো! আপনার প্রমাদে আমরাদিগের যথেষ্ট তেজ ও যশ লাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনার নিকট আমাদের আর একমাত্র প্রার্থনা আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা পূর্ণ করুন। তখন মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ! এক্ষণে আমরা তোমাদিগের কি হিতসাধন করিতে হইবে তাহা অচিরেই প্রকাশ কর। মহাত্মা দ্বৈপায়ন এই কথা কহিলে, শিষ্যগণ যাহার পর নাই আচ্ছাদিত হইয়া কৃতাজলিপুটে তাঁহারে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রীত হওরূপেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমরাদিগের এই বর প্রার্থনা যে, আপনার অন্য কোন শিষ্য যেন আমরাদিগের তুল্য খ্যাতিলাভ করিতে না পারে। আমরা চারিজন এবং শুকপুত্র আপনার এই পাঁচ শিষ্য ভিন্ন ইহলোকে যেন আর কেহ বেদপ্রতিষ্ঠাতা না হয়।

মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যগণের এইরূপ প্রার্থনাবাক্যে সম্মুত হইয়া তাঁহা-দিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎসগণ! ব্রাহ্মণ, বেদশ্রমণ এবং ব্রহ্মলোকগমনোৎসুক ব্যক্তিকে বেদোপদেশ প্রদান করা নিতান্ত কর্তব্য। অতএব তোমরা যত্নপূর্বক উত্তমরূপে বেদ বিস্তার কর। শিষ্য, ব্রতপরায়ণ ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহাকেও বেদোপদেশ প্রদান করা বিধেয় নহে। শিষ্যের চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া বিদ্যা দান করা নিতান্ত অক-  
র্তব্য। অনলে দাহন, শিলার বর্ষণ ও ছেদন দ্বারা যেমন বিস্তৃত কাঞ্চনের পরীক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ কুল, ও গুণাদির বিশেষরূপ পর্যালোচনা, দ্বারা শিষ্যকে পরীক্ষা করা উচিত। তোমরা কদাপি শিষ্যকে সমুচিত

বা ভয়াবহ কার্যে নিয়োগ করিও না। তোমাদিগের স্ব স্ব বুদ্ধি, বিদ্যা ও অধ্যয়ন, সফল হইবে। তোমরা সকলেই অতি দুর্গম স্থান হইতে সমুত্তীর্ণ হও এবং তোমাদিগের কল্যাণ লাভ হউক। ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্তী করিয়া চারি বর্গকে বেদ শ্রবণ করাইতে পারা যায়। বেদাধ্যয়ন করাই সর্ক্সাপেক্ষা প্রধান কার্য। দেবগণকে স্তব করিবার নিমিত্ত ভগবান্ প্রজাপতি বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি মোহনিবন্ধন বেদবিশারদ ব্রাহ্মণকে নিন্দা করে, তাহারে সেই নিন্দাবশতঃ নিঃসন্দেহ পরাভূত হইতে হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে গ্রন্থ এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে তাহার প্রভাত্তর প্রদান না করে, তাহার উভয়েই অধর্ম্মভাগী ও নিন্দ-  
নীর হইরা থাকে। এই আমি তোমাদিগের নিকট বেদাধ্যাপনা বিধি কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমরা ইহা রিস্মৃত না হইয়া শিষ্যগণের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হও।

### একোনিত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩২৯ ।

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিয়া ভূকীড়াব অবলম্বন করিগে, তাঁহার শিষ্যেরা পরম আফ্লাদিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আগ্নিদ্বন্দ্ব পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, গুরু উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া আমাদি-  
গকে যেকপ উপদেশ প্রদান করিলেন, আমরা তাহা চিরকাল মনো-  
মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া রাখিব। শিষ্যেরা পরস্পর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া পুনরায় মহাত্মা বেদব্যাসকে কহিলেন, গুরো! যদি আপনার অমুমতি হয়, তবে আমরা এই পর্ব্বত হইতে ধরাতলে গমন পূর্ব্বক বেদ সমুদায় বিবিধরূপে বিতক্ত করি। তখন মহাত্মা বেদব্যাস শিষ্য-  
গণের সেই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মার্থসংবলিত হিতকর বাক্যে কহিলেন, বৎসগণ! কি ভুলোক, কি দেবলোক যে স্থানে গমন করিতে তোমাদের অভিলাষ হয়, সেই স্থানেই গমন কর; কিন্তু সততঃ সাব-  
ধান হইয়া কালাতিপাত করিবে; অতি অল্পকালমাত্র আলোচনা না করিলেই বেদশাস্ত্র বিস্মৃত হইতে হয়। মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহারে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবিলম্বে গাহ'ন্য ধর্ম্মে নিয়ত হইয়া যজ্ঞসমুষ্ঠান, অধ্যাপন এবং ব্রাহ্মণ, কত্রিণ ও বৈশ্যগণের পৌরহিত্য দ্বারা লোক

সমাজে বিখ্যাত দ্বিজাতিগণ কত্বে ক পূজিত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

শিষ্যগণ প্রস্থান করিলে, মহাত্মা বাসদেব স্বীয় পুত্র শুকদেবের সহিত নিত্যস্ত চিন্তাকুল হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । সেই সময় দেবর্ষি নারদ তাঁহার আশ্রমে আগমন পূর্বক মধুরবাণ্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহর্ষে ! আপনি বেদপাঠে বিরত হইয়া চিন্তিতের ন্যায় কি জন্য মৌনভাবে কালাতিপাত করিতেছেন ? এই পর্বত বেদধ্বনিশূন্য হইয়া রাজ্যশূন্য নিশাকরের স্থায় নিত্যস্ত শোভা-বিহীন হইয়াছে । এই পর্বতে দেবর্ষি, মহর্ষি, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ বাস করিতেছেন বটে ; কিন্তু বেদধ্বনি না থাকিতে ইহা ব্যাধমন্দিরের ন্যায় বোধ হইতেছে ।

ভগবান বেদশাসি দেবর্ষি নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহাত্মনু ! আপনি সর্কদশী, সর্কজ্ঞ ও সর্ক-বিষয়ে কৌতূহল সম্পন্ন । আপনি আমার প্রতি আমার অমুকুল বাক্যই প্রয়োগ করিতেছেন । ত্রিলোকমধ্যে যে সকল ঘটনা হইয়াছে, তৎসমুদায়ই আপনার বিদিত আছে । এক্ষণে শিষ্যগণকে না দেখিয়া আমার চিত্ত নিত্যস্ত চঞ্চল হইয়াছে ; এই জন্যই আমি মৌনভাবে কালযাপন করিতেছি । যাহা হউক, এক্ষণে আমারে যে কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা অনুমতি করুন ।

নারদ কহিলেন, মহর্ষে ! পণ্ডিতগণ অনাবৃত্তিকে বেদের, অত্রত্যকে ব্রাহ্মণের, বাহীকজাতিকে পৃথিবীর ও কৌতূহলকে ক্রীণের কলক বলিয়া নির্দেশ করেন ; অতএব আপনি পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া বেদধ্বনি দ্বারা রাক্ষসভয়জনিত মোহ আপনোদন করুন ।

পরম ধর্ম্মবেত্তা বেদবাস দেবর্ষি নারদের এই কথা শ্রবণ পূর্বক “যে মাজ্জা” বলিয়া পুত্রের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া সর্কলোক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন । একদা তাঁহার পিতাপুত্র বেদাভ্যাস করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা শঙ্করমান প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল । তদ্রূপে মহাত্মা বেদবাস অনধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া পুত্রকে বেদপাঠ করিতে নিবারণ করিলেন । শুকদেব নিবারণিত হইবামাত্র বেদপাঠে নিরত হইয়া পিতাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহাশয় ! এই বায়ু কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল এবং ইহার কার্য্যই বা কি রূপ, আপনি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ।

মহামুনি বেদবাসি অনধারিতময়ে বালক পুত্রের ঐ বিজ্ঞানসম্পন্ন  
প্রশ্ন শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বৎস ! তোমার দিব্য  
জ্ঞান উপস্থিত ও মন নিশ্চল হইয়াছে এবং তুমি রজ ও তমোগুণ  
হইতে সম্যকরূপে মুক্ত হইয়াছ। যেমন আদর্শে স্বীয় প্রতিবিক্ষেপ দেখিতে  
পাওয়া যায়, তদ্রূপ তুমি আত্মাতেই আত্মাকে গন্দর্ভন করিতেছ। এক্ষণে  
স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে বেদ সমুদার বিচার করিয়া এই বিষয়ের চিন্তা কর,  
তাহা হইলেই জানিতে পারিবে। পণ্ডিতগণ সর্বব্যাপী পরমাত্মার  
পথকে দেবযান ও তমোগুণসম্বৃত পথকেই পিতৃযান বলিয়া নির্দেশ  
করিয়া থাকেন। দেহাবসানে যাহারা দেবযানে আরোহণ করেন,  
তাহাদের অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে; আর যাহারা পিতৃ-  
যানে আরোহণ করেন, তাঁহাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ অধঃপতিত কহিতে  
হয়। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সাত বায়ু ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে সত্তত বিচ-  
রণ করিতেছে, এক্ষণে তাহাদিগের বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্তন করি-  
তেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ দুর্জয় সমান বায়ুকে ইন্দ্রিয়গণের, উদান  
বায়ুকে সমানের, বান বায়ুকে উদানের, অপান বায়ুকে ব্যানের  
এবং প্রাণ বায়ুকে অপানের পুত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।  
দুর্জয় প্রাণবায়ু অমপত্য। সমান, উদান, বান, অপান ও প্রাণ এই  
পঞ্চবায়ুর অপর পঞ্চ নাম সংবহ, উদ্বহ, বিবহ, আবহ ও প্রবহ। এতদ্বি-  
পরিবহ ও পরাবহ নামে আর দুইটী বায়ু আছে।

অতঃপর ঐ সাত বায়ুর পৃথক পৃথক কার্য সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রবহনামক প্রথম বায়ু ধূমজ ও উদ্ভজ মেঘমণ্ডলকে সঞ্চালন পূর্ব্বক নভোমার্গে বিছাদগ্নি হইয়া অতুল তেজ ধারণ করে। ঐ বায়ু প্রাণিগণের দেহস্থ সমুদায় চেষ্টা সম্পাদন করে বলিয়া প্রাণনামে কথিত হয়। আবহনামক দ্বিতীয় বায়ু ভীষণ গর্জনসহকারে প্রবাহিত হইয়া সততঃ চন্দ্রপ্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগের উদয়াক্রম সম্পাদন করে। উহার অপর নাম অপান। উবহনামক বেগবান তৃতীয় বায়ু সাগরচতুষ্টয় হইতে জল গ্রহণ পূর্ব্বক মেঘগণকে প্রদান করিয়া সেই মেঘ সমুদায়কে বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট সমর্পণ করে। উহার আর একটীর নাম উদান। সংবহনামক চতুর্থ বায়ু মেঘজালকে পৃথকরূপে সঞ্চালন ও নভোমার্গে প্রাণিগণের বিমান বহন করে। মেঘমণ্ডল এই বায়ুর প্রভাবেই কখন বারিধরণ ও কখন বা ঘনীভূত হইয়া জলবর্ষণ করিবার নিমিত্ত স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া থাকে। উহার অপর নাম মান। বিবহনামক

পঞ্চম বায়ু প্রবলবেগে মহীকূহ সকল উৎপাটিত এবং প্রলয়কালীন ঘেষ ও ধূমকেতু প্রভৃতি লোকনাশসূচক বিবিধ উৎপাত উৎপাদিত করিয়া থাকে । উহার অপর নাম ব্যান । পরিবহনামক ষষ্ঠ বায়ু আকাশগঙ্গা মলাকিনীর জল অবষ্টভন করিয়া রাখিয়াছে । সেই জন্য ঐ জল ভূতলে নিপতিত না হইয়া আকাশমার্গেই বিচরণ করে । ঐ বায়ুর প্রভাবে জগৎপ্রকাশক সহস্রাংশু সূর্য্য এক রশ্মির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হন । ঐ বায়ু পরিষ্কীর্ণ চন্দ্র-মণ্ডলকে প্রতিদিন পরিবর্তিত করিয়া থাকে । পরাবহনামক সপ্তম বায়ু অভ্যন্তরে প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে । মুহূর্ত্ত ও ঘম উহার অনুসরণ করিয়া থাকেন । বিশুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা উহারে দর্শন করণ অধ্যাত্ম-চিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্তব্য । ঐ বায়ু ধ্যানস্থ মহাত্মাদিগের নিকট অমৃতরূপে পরিণত হয় । দক্ষ প্রজাপতির দশ সহস্র পুত্র ঐ বায়ুর বল আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাও ভেদ পূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন । ঐ বায়ুকে স্পর্শ করিতে পারিলে, অগ্নি সংসারমাগরে নিপতিত হইতে হয় না । এই অদ্ভুত সপ্ত বায়ু দিতির পুত্র, ইহার সত্ত্ব সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া থাকে । দেখ এই সাত বায়ুর প্রভাবে এই গিরিরাজ হিমালয় পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে । যখন ঐ সমুদ্রার রায় বিষ্ণুর নিখাসবায়ু দ্বারা প্রচণ্ডবেগে সঞ্চালিত হয়, তখন সমুদ্রার জগৎ এককালে ব্যথিত হইয়া উঠে । বায়ু ভীষণবেগে প্রবাহিত হইলে, ব্রহ্মবিদ পণ্ডিতেরা বেদাধ্যয়নে বিরত হন । ঐ সময় বেদাধ্যয়ন করিলে, বেদ নিস্তান্ত নিপীড়িত হইয়া থাকে ।

মহর্ষি বেদব্যাল যীর পুত্র শুকদেবকে এই কথা কহিয়া বায়ুবেগনিবৃত্তির পর তাঁহাকে বেদ পাঠ করিতে অহুমতি দিয়া মলাকিনীতীরে গমন করিলেন ।

ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩৩০ ।

হে মহারাজ ! মহাত্মা বেদব্যাল প্রস্থান করিলে পর, দেবর্ষি নারদ আকাশমার্গ দিয়া স্বাধ্যায়নিরত মহামতি শুকদেবের নিকট পুনরায় আগমন করিলেন । ব্যাসনন্দন নারদকে সমাগত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বেদার্থ জিজ্ঞাসা করিবার মানসে বেদবিধি অনুসারে তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিলেন । দেবর্ষি নারদ শুকদেবের ভক্তি দর্শনে অতিমাত্র প্রীত হইয়া তাঁহাকে সন্তোষন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ঋষির্কাজ



গণ্য ! এক্ষণে আমি তোমার কোন্ প্রেক্ষক কার্য সম্পাদন করিব, তাহা কীৰ্ত্তন কর ।

তু কদেব কহিলেন, দেবর্ষে ! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ইহলোকে বাহা হিতকর, আমাের তদ্বিবরে উপদেশ প্রদান করুন ।

নারদ কহিলেন, বৎস ! পূর্বে মহর্ষিরা তপস্বী সনৎকুমারের নিকট তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিতে তিনি কহিয়াছিলেন, বিদ্যার তুল্য চক্ষু, সত্যের সদৃশ তপস্যা, দানের ন্যায় সুখ এবং বিষয়ানুরাগের সমান দুঃখ অঙ্গ কিছই নাই । পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্তি, পুণ্য কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান, সদাচার ও সদ্যবচারই সর্ব্বপেক্ষ শ্রেয়ঃপদার্থ । এই দুঃখনিধান মানব দেহ লাভ করিয়া যিনি বিষয়ে অমুরক্ত হন, তাঁহাকেই মুক্ত হইতে হয় । তিনি আর কদাচ দুঃখের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন না । ফলতঃ বিষয়ানুরক্তিই দুঃখের প্রধান কারণ । বিষয়ানুরক্ত্যবস্কিত্তর বুদ্ধি সর্বদা বিচলিত হয় এবং সে মোহজালে জড়িত হইয়া কি ইহলোক, কি পরলোকে উভয় লোকেই অনন্তকাল দুঃখ ভোগ করে । কাম ও ক্রোধ সঙ্গলনাশের মূল কারণ । অতএব ঐ দুই শত্রুকে নিগৃহীত করা অবশ্য কর্তব্য । ক্রোধ হইতে তপস্যা, মৎসরতা হইতে আত্মশ্রী, মানপমান হইতে বিদ্যা এবং প্রমাদ হইতে আত্মা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় । অমূল্যসত্যের সমান ধর্ম্ম, ক্ষমার সদৃশ বল, আত্মজ্ঞানের সদৃশ জ্ঞান এবং সত্যের সদৃশ শ্রেষ্ঠপদার্থ আর কিছু নাই । সত্যবাক্য প্রয়োগ করা সকলেরই কর্তব্য । কিন্তু যে স্থলে সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের অনিষ্ট হয়, সে স্থলে সত্যবাক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই উচিত । আমার মতে যে বাক্য দ্বারা জীবের সম্বন্ধিক মঙ্গল লাভ হয়, তাহাই সত্য বাক্য । যিনি দার পরিত্যাগ না করেন এবং আহাৰাদি সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান ও পণ্ডিত । বাঁহারা শাস্তচিত্ত ও নির্বিকার হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে আত্মার বশীভূত করিয়া অনাসক্তচিত্তে বিষয়ভোগ করেন, তাঁহারা অবিলম্বে মুক্ত হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন । বাঁহাদিগের কোন জীবের সহিত সন্দর্শন, সংস্পর্শ ও সম্ভাষণ না থাকে ; তাঁহারা ই শ্রেয়োলাভের উপযুক্ত পাত্র । কোন প্রাণীর হিংসা করা কর্তব্য নহে । সকলের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করা কর্তব্য । দুর্গত জন্ম লাভ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতাচরণ করা উচিত নহে । আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসার থাকিলে পক্ষ সমুদায়ের বিবরে অনৈশ্বর্য্য, দিত্যসভ্যে, নিম্প্রভাক্ত অচলতাই পরম

জয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তুমি পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক  
 জিতেন্দ্রিয় হও। তাহাকে আশ্রয় করিলে, কি ইহলোকে কি পরলোকে  
 কুপ্রাণি কিছুমাত্র শোক বা ভয় থাকে না, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর।  
 শোভন্য-ব্যক্তিগণ কিছুতেই শোকাক্রান্ত হন না। অতএব শোভ পরি-  
 ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। যিনি তপোনিরত, সমস্তগাথিত ও সংবতাস্রা  
 হইয়া ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির অভিলাষ করেন, সঙ্গ পরিত্যাগ করা তাহার  
 অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মণ-বিষয়ানুবক্ত না হইয়া সদাচারনিষ্ঠ হইলে,  
 তাহাকে কদাচ হুঃখভোগ করিতে হয় না। যিনি আপনার চারিদিকে  
 দাম্পত্যসুখপরিভূষ অসংখ্য ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়াও তাহাদের  
 মধ্যে স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতে পারেন, তাহাকেই প্রকৃত জ্ঞানতৃপ্ত  
 বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ঐ ব্যক্তিকে কখনই শোক প্রকাশ করিতে  
 হয় না। কর্মবশীভূত মনুষ্যগণ শুভকার্য্যবলে দেবত্ব, শুভাশুভ  
 কার্য্যবলে মনুষ্যত্ব, এবং অশুভকর্ম্মফলে অধোগতি লাভ করিয়া থাকে।  
 সুন্দার মনুষ্যই যে সারামৃত্যু কর্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে,  
 তাহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না? তুমি অহিতকে হিত,  
 অক্লমকে ক্লম ও অনর্থকে অর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, এবং কি  
 নিমিত্তই বা মোহবশতঃ কোষকার কীটের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ  
 রহিয়াছ। পরিগ্রহ বিবিধ দোষের আকর। অতএব পরিগ্রহ  
 পরিত্যাগ করাই বিধেয়। কোষকার কীট স্বীয় মুখলাল্য পরিগ্রহ  
 করিয়াই বদ্ধ হইয়া থাকে। স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য পরিবারবর্গে নিতান্ত  
 আসক্ত হইলে, পলকনিমগ্ন মত্তমাতঙ্গের ন্যায় একান্ত অবসন্ন হইতে হয়।  
 মনুষ্যগণ জ্ঞানদ্বারা সলিল হইতে সমুদ্রত মৎস্যের ন্যায় স্নেহজালে জড়িত  
 হইয়া বিবিধ হুঃখ ভোগ করিতেছে। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, শরীর ও সঞ্চিত  
 ধন সমুদায় পরলোকে সহগামী হয় না; কেবল পুণ্য পাপ পরলোকে  
 সহচর হইয়া থাকে। বধন তোমাকে সমুদ্রের পরিত্যাগ পূর্বক কালের  
 বশীভূত হইয়া গমন করিবে হইবে, তখন তুমি কি জন্য স্বকাঁষাসাধনে  
 বিমুগ্ধ হইয়া অনর্থকর বিষয়ে আসক্ত রহিয়াছ? তুমি অবলম্বন ও পথের  
 সন্ধার না করিয়া কিরূপে একাকী পরলোকগমনের তমসাজ্বর দুর্গম পথে  
 গমন করিবে? তুমি পরলোকগামী হইলে, সুকৃত ও দুকৃত ভিন্ন কেহই  
 আর তোমার অনুগমন করিবে না। বিদ্যা, কর্ম্ম, শৌচ ও বিবিধ জ্ঞান  
 দ্বারা পরমার্থের অনুসন্ধান করিতে হয়। পরমার্থসিদ্ধি হইলেই মুক্তিলাভ  
 হইয়া থাকে। গৃহস্থানুসারে একান্ত আসক্ত হইলে মাতৃপাশে বদ্ধ

হইতে হয় ; পুণ্যবান্ ব্যক্তিরাই ঐ পাশ ছেদন করিরা অনায়াসে মুক্ত হইতে পারেন ; কিন্তু হরাশ্রায়া কোন মতেই উহা ছেদন করিতে গম্য হয় না । সংসারনদী অতিশয় ভয়াবহ । রূপ ঐ নদীর ভীর, মন উহার স্রোত, স্পর্শ উহার দ্বীপ, রস উহার প্রবাহ, গন্ধ উহার পক্ষ এবং শব্দ উহার জলস্বরূপ । ক্রমাক্রম ক্ষেপণীসম্বিত, ধর্ম্মস্থৈর্য্যরূপ আকর্ষণ রজ্জ্ব-যুক্ত দানবায়ুপরিচালিত দেহনৌকা দ্বারা ঐ নদী পার হওয়া সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয় । এক্ষণে তুমি প্রথমে সংকল্প পরিত্যাগ দ্বারা ধর্ম্ম, লোভ পরিত্যাগ দ্বারা অধর্ম্ম, বুদ্ধি দ্বারা সত্য মিথ্যা, এবং পরমায়ত্ত্ব নিয়ম দ্বারা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে এই অস্থিহীনায়ুক্ত, মাংসশোণিত লিপ্ত, চর্ম্মাচ্ছাদিত, মলমূত্রপরিপূর্ণ, জরা শোকসম্পন্ন রোগেয়, আকরকণ অনিত্য দেহ পরিত্যাগ কর । এই স্থাবরজঙ্গমানুক বিশ্বসংসার পক্ষ মহা ভূত হইতে সমুদ্ভূত । পাঁচ মহাভূত, পাঁচ ইন্দ্রিয়, শরীরস্থ পাঁচ বায়ু এবং বুদ্ধি ও সত্যাদি গুণ এই সপ্তদশকে অব্যক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় । ঐ সপ্তদশ অব্যক্ত, রূপাদি পক্ষ বিষয় এবং অহংতা ও মমতা এই চতুর্বিংশতি পদার্থ তত্ত্ব বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । ঐ চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে বাক্ত ও অবাক্ত এই উভয় নামেই নির্দেশ করা বাইতে পারে । জীবাত্মা এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সংযুক্ত হইলেই পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ অতি সুখকর এবং জীবন ও মৃত্যু এই উভয় নিত্যন্ত দুঃখাবহ । যিনি যথার্থরূপে এই সমুদায় বিষয় অবগত হইতে পারেন, নিত্য, ও অনিত্য উভয় বস্তুই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় । জের পদার্থ সমুদায় পারস্পর্য্যক্রমেই পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য । ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থকে বাক্ত এবং ইন্দ্রিয়াতীত অমুমের পদার্থকে অবাক্ত বলিয়া নির্দেশ করা যায় । জানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারিলেই পরম পরিতপ্ত হইয়া আত্মাকে সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্ত ও আত্মার মধ্যে সর্ব্বলোক নিহিত অব-লোকন করেন । তাঁহার জ্ঞানশক্তি কখনই বিনষ্ট হয় না । তিনি সেই শক্তিপ্রভাবে সতত সর্ব্বজীবকে সন্দর্শন করেন । যিনি জ্ঞানপ্রভাবে মোহ জনিত বিবিধ ক্লেশ অতিক্রম করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই অন্তত সন্দর্শন করিতে হয় না । এবং তিনি কখনই স্বীয় বুদ্ধিপ্রকাশ দ্বারা চির-চরিত নার্গ অতিক্রম করেন না । মোক্ষতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির পরমায়াকে জন্মমৃত্যুশূন্য দেহহিত নিরাকার নির্লিপ্ত পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করেন । লোকে একবার ভ্রুক্ষের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নিত্যন্ত দুঃখিত হইয়াই সেই দুঃখ দূরীকৃত ~~কবিবার~~ নিমিত্ত নানাবিধ জীবহিংসা দ্বারা বাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিয়া থাকে। তন্নিবন্ধন তাহাকে পুনরায় বিবিধ নূতন নূতন দৃক্ক্ষ্যে নিপু হইয়া অপথ্যাসেবী আতুরের ন্যায় নিতান্ত ক্লেশভোগ করিতে হয়। মোহাক্ত ব্যক্তিরাই বিবিধ হুঃখকে স্বথ বোধ করিয়া স স্ব কর্ম্মফলে সর্ব্বদা নিবদ্ধ হইয়া অশেষবিধ ক্লেশভোগ করে। তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মাত্মরূপে জানিতে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসারমধ্যে চক্রের ন্যায় বারম্বার পরিভ্রমণ করিতে হয়। অতএব তুমি সংসারবন্ধবিহীন ও কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিজ্ঞী ও সিদ্ধ হও। পূর্ব্বকালে অনেক মহাত্মা তপঃপভাবে সংসারবদ্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনন্তর স্বথদম্বন্ধিনী মিল্লিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

—:~::~:—

একত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ৩৩১।

ও বৎস! শোবনাশক শাস্তিকর শুভজনক শাস্ত্র শ্রবণ করিলে, বিস্তৃত বুদ্ধিলাভ ও সুখানুভব হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র প্রকার শোক ও ভয় মুঢ়দিগকেই আশ্রয় করে; কিন্তু পণ্ডিতগণের নিকট কখনই গমন করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে আমি তোমার অনিষ্টনাশার্থ তোমাকে কত কণ্ঠি উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্ধিকে বশীভূত করিতে পারিলেই শোক সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। অন্নবুদ্ধি মূর্থ ব্যক্তিরাই অনিষ্ট-নাশোগ ও ইষ্টবিয়োগনিবন্ধন মানসিক দুঃখে অভিভূত হয়; অতএব অতীত বস্তুর গুণচিন্তা করা কাহারও উচিত নহে। যাহারা অতীত বিষয়ের চিন্তা করে, তাহারা কখনই স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না। মহাত্মা ব্যক্তিগণ কোন বিষয়ে অনুরাগ জন্মিবার উপক্রম হইলে, সেই বিষয় অনিষ্টজনক ও দোষের আকর বিবেচনা করিয়া অচিরে তাহা পরিত্যাগ করেন। যাহারা অতীত বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ করে, তাহাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ ও বশোলাভে বঞ্চিত হইয়া বহুকাষ্টে কালযাপন করিতে হয়। অনুতাপ করা কখনই অতীত বিষয় লাভ করা যায় না। সমুদায় প্রাণীই কখন বিষয় প্রাপ্ত ও কখন বা বিষয়চ্যুত হইতেছে। ইহলোকে কোন ব্যক্তিই সমুদায় ঘটনা দ্বারা শোকাক্রান্ত হয় না। যাহারা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অথবা প্রিয় বস্তুর বিরোগে দুঃখ প্রকাশ করে, তাহারা দুঃখ দ্বারা দুঃখই লাভ করিয়া থাকে। যাহারা ইহলোকে অশ্রমরণপ্রবাহ অবগৌলন করিয়া ইষ্টবিরোগে শোকপ্রকাশ ও অশ্রুপাত না করেন, তাহারাই বসার্থ সম্যক দর্শী। কোন প্রকার শারীরিক বা মান-

সিক দুঃখ উপস্থিত হইলে, যদি বহুত্বদ্বারাও উহা নিবারণ করা না যায়, তাহা হইলে, ঐ দুঃখের চিন্তা করা কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে। চিন্তা না করাই দুঃখশান্তি করিবার মণোষম। চিন্তা করিলে, কখনই দুঃখের হ্রাস হয় না। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঐশ্বর্য দ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারণ করা সৰ্ব্বতোভাবে বিধেয়। শাস্ত্র-জ্ঞানপ্রভাবেই এইরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করা যায়। নিতান্ত বাসকের ন্যায় শৌকহর্ষাদিতে অভিভূত হওয়া কদাচ উচিত নহে। যৌবন, রূপ, জীবন, দ্রব্যসম্পদ, আরোগ্য ও প্রিয়সংসর্গ চিরস্থায়ী নহে। পণ্ডিতেরা কদাপি ঐ সকল বিষয়ে আসক্ত হন না। ইহলোকে সকলেরই পুত্রাদি-বিয়োগ হইতেছে; অতএব তন্নিবন্ধন শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কৰ্ত্তব্য নহে। যদি পুত্রাদিবিয়োগ দর্শনে শোকেতর উপক্রম হয়, তাহা হইলে প্রবক্তৃসহকারে উহা নিবারণ করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য। ইহলোকে প্রায় সমুদায় মনুষ্যকেই সুখের পর বহুবিধ দুঃখভোগ করিতে হয় এবং সকলেই মোহবশতঃ বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ ও মৃত্যুকে অপ্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ লাভে সমর্থ হন। পণ্ডিত গণ তাঁহাকে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া কখনই শোক করেন না। অর্থ উপার্জন, রক্ষা ও পরিত্যাগ করিবার সময় অশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়। অর্থ সকল অবস্থাতেই মনুষ্যকে দুঃখ প্রদান করে; অতএব অর্থনাশনিবন্ধন চিন্তাকূল হওয়া কাহারও কৰ্ত্তব্য নহে। মূঢ়েরাই উত্তরোত্তর ধনের উন্নতিলাভ করত বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়াই বিনষ্ট হয়; কিন্তু পণ্ডিতেরা সর্বাবস্থাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। কালক্রমেই সমুদায় সঞ্চিত পদার্থেরই ক্ষয়, সমুদায় উন্নত বস্তুর পতন, সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ, এবং জীবিত ব্যক্তিমাত্রেরই মরণ হইবে। বিষয়তৃষ্ণার অন্ত নাই। সন্তোষই পরম সুখের মূল; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা সন্তোষকেই পরম ধন বলিয়া জ্ঞান করেন। আত্ম সন্তত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; নিমেষমাত্র ও উহার বিশ্রম নাই। অতএব শরীর যখন অচিরস্থায়ী, তখন ইহলৌকিক কোন বিষয়ই চিন্তা করা মনুষ্যের উচিত নহে। বাঁহারা স্ব স্ব বুদ্ধি দ্বারা চিন্তের অগোচর সৰ্ব্ব কৃতান্তর্গত পরমাত্মাকে চিন্তা করিয়া শৌক পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগেরই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। ব্যস্ত বেক্রপ পশুকে লইয়া প্রস্থান করে, তৎকাল মৃত্যু অর্থাৎ শেষ নিশ্বাস প্রবাহভোগে অতৃপ্ত মূঢ়দিগকেও হরণ করিয়া লইয়া যায়। অতএব

মৃত্যুযজ্ঞপ্ৰাণোচনের উপায় চিন্তা করা লোকের অবশ্য কর্তব্য। মনুষ্যেরা বিপত্তিশোক হইয়া কার্যারম্ভ এবং বিষয়যুক্ত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগ করিবে। কি বলবান, কি নির্জন, যে ব্যক্তি যে সমর্থ রূপ রসাদি বিষয় সমুদায় ভোগ করে, তাহার তৎকালেই সুখ লাভ হয় ; কিন্তু পরে সেই সুখের লেশ-মাত্রও থাকে না। যখন পরস্পরসংযোগের পূর্বে প্রাণিগণের দুঃখ উপস্থিত হয় না, তখন পরস্পরের বিরোধে শোক প্রকাশ করা প্রকৃতিস্থ-ব্যক্তিগণের কদাচ কর্তব্য নহে। মনুষ্যাগণ ধৈর্য্য দ্বারা শিষ্ট ও উদর, চক্ষু দ্বারা হস্ত ও পদ, মনো দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ, এবং বিদ্যা দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে। যাহারা কি পূজা, কি ইতর সমুদায় লোকের সহিত প্রণয় পরিত্যাগ পূর্বক প্রশাস্তচিত্তে কালহরণ এবং যাহারা অধ্যাত্মতত্ত্ব-নিরত, নিরপেক্ষ ও লোভবিহীন হইয়া আত্মাকে সহায় করত ইহলোকে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ সুখী ও পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

—\*—

দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩২।

হে বৎস ! দৈবপ্রভাবে যখন লোকের দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন কি পৌরুষ, কি প্রজ্ঞা, কি নীতিবল, কিছুতেই উহা নিবারণ করা যায় না। বাহ্য হউক, স্ভাব্যতঃ নিরন্তর সাবধান হইয়া অবস্থান করা নিত্যান্ত আবশ্যিক। সাবধান ব্যক্তিকে প্রায়ই অবসন্ন হইতে হয় না। জ্বর, মৃত্যু ও রোগ হইতে প্রথমতঃ আত্মাকে উদ্ধার করা অবশ্য কর্তব্য। শারীরিক ও মানসিক রোগ সকল ধনুর্বেদজ ধনুর্ধরনিকিপ্ত অশাগিত শরের ন্যায় দেহকে সাতিশয় নিপীড়িত করে। রোগাক্রান্ত, অবসন্ন, জীবিতভুক্ষা-পরায়ণ মনুষ্যাগণের দেহ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। দিবারাত্রি প্রাণিগণের আয়ু গ্রহণ করিয়া নদীর স্রোতের ন্যায় ক্রমাগত অপক্রান্ত হইতেছে, কেহই প্রত্যাগত হইবে না। কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষ পর্যায়ক্রমে অনবরত গমনাগমন করিয়া মনুষ্যাগণকে জীর্ণ করিতেছে। দিবাকর স্রবৎ অজর ; কিন্তু উনি পর্যায়ক্রমে সমুদিত ও অন্তমিত হইয়া প্রাণিগণের অধঃস্থ জীর্ণ করিতেছেন। রাত্রিও মনুষ্যাগণের অন্তঃস্থ ইষ্টানিষ্ট ঘটনা সমুদায়কে সহচর করিয়া প্রস্থান করিতেছে।

এদি ক্রিয়াক্ষণ সকল পরাধীন না হইত, তাহা হইলে তাহার বাহ্য অস্তিত্ব হইত, তাহার তাহাই সিদ্ধ হইত। অনেক সময় অন্তঃস্থ নিয়ম

ধার্মী কার্যনিপুণ বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিও সমুদায় সংকার্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ফললাভে বঞ্চিত হয়, আবার অনেক সময় অনেক নিষ্ঠুর নরাদম মর্থও উৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়া থাকে । ইহলোকে কেহ কেহ সর্বদা মোক্ষের হিংসা ও বঞ্চনা করিয়াও পরম সুখে কালযাপন করিতেছে ; কেহ কেহ বিনাচেষ্টায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে ; আবার কেহ কেহ নানাবিধ সংকার্য্যের অল্পষ্ঠান করিয়াও ফললাভে সমর্থ হইতেছে না ।

আর দেখ, মহুবাগণের বীৰ্য্য এক স্থানে সমুত্ত হইয়া পুনর্বার স্থানান্তরে গমন পূর্ব্বক সম্মানোৎপাদন করিতেছে । উহা অনেক সময় যথাস্থানে নিবেশিত হইয়াও গর্ব্বোৎপাদন না করিয়াই সহকার পুষ্পের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায় । কেহ পুত্রার্থে নানাবিধ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না ; আবার কেহ কেহ বা গর্ত্তে ক্রোধাবিষ্ট আশাবিষের ন্যায় ক্লেবর জ্ঞান করিয়াও দীর্ঘজীবী পুত্রলাভ করিতেছে । অনেক কুলকামিনী পুত্রলাভের অভিলাষে অতি কঠোর তপোব্রতান পূর্ব্বক লক্ষ্যমগ্ন গর্ত্ত ধারণ করিয়া কুলঙ্গার পুত্র প্রসব করে । কেহ কেহ জন্মাবধি পিতৃশক্তিত ধনবান্ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইতেছে । স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সহযোগসময়ে পুরুষের শুক্র জীবরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীর গর্ত্তকোষে প্রবিষ্ট হয় । তৎপরে ক্রমশঃ ঐ জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন হইলে, সে নৌকার উপর সংস্থাপিত নৌকার ন্যায় মাতৃগর্ত্তে অবস্থান করে । কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সেই শুক্র উদরমধ্যে থাকিয়া অন্ন পানীয় ও অন্যান্য ভক্ষ্য বস্তুর ন্যায় জীর্ণ হইয়া যায় না । সকলকেই মলমূত্রের আধার গর্ভমধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে গর্ত্তমধ্যে বাস ও উহা হইতে বহির্গমন করিতে পারে না । কেহ কেহ গর্ভস্রাবে, কেহ কেহ জন্মগ্রহণ সময়ে, এবং কেহ কেহ জন্মিবামাত্র বিনষ্ট হইয়া যায় । স্থাবির্য্য ও আয়ুর্দোষ প্রভৃতি দশা সকল দেহকেই আক্রমণ করে ; আত্মাকে কখনই আশ্রয় করে না । লোকে রোগাক্রান্ত হইলে, তাহার উত্থানশক্তি দূরীভূত হয় । তখন সে আশ্রয়লাভার্থে সুনিপুণ চিকিৎসকদিগকে বিপুল ধন দান করে ; কিন্তু চিকিৎসকেরা নিতান্ত যত্নবান্ হইয়াও উহাকে সুস্থ করিতে সমর্থ হয় না । কালক্রমে ঔষধ-মন্ত্রনিরত সুবিদ্বৎ বৈদ্যগণকেও ব্যাঘ্রনিপীড়িত মৃগগণের ন্যায় দারুণ রোগে সমাক্রান্ত হইতে হয় । তাহারা বিবিধ ঔষ্ণ্যায় রস ও স্নাত পান করিয়াও জরার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না । বাহ্যদেহ চিকিৎসা কুরাইবার ক্ষমতা থাকে, রোগ তাহাদিগকে আক্রমণ করে ।

দেখ, মৃগপক্ষী স্থাপন ও দক্ষিণগণকে কেহই চিকিৎসা করে না ; অথচ তাহারা প্রায়ই স্তম্ভশরীরে কালযাপন করিতেছে। বিস্তৃত উগ্রভেজা দুর্জয় রাজগণ সর্বদা বিবিধরোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় কষ্টভোগ করিতেছেন। এইরূপে মনুষ্যেরা সংসারসাগরের প্রবল ষোণ্ডে নিক্ষিপ্ত ও প্রবাহিত হইয়া সতত শোক মোহে পরিব্যাপ্ত ও বেদনায় নিতান্ত সমাক্রান্ত হইতেছে। কেহই ধন, রাজ্য বা কঠোর তপস্য দ্বারা স্বতাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যদি সমুদায় কার্যেরই উদ্যোগ সফল হইত, তাহা হইলে, ইহলোকে কাহাকেও জীর্ণ বা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইত না ; সকলেই সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিত। ইহলোকে মনুষ্যমাত্রেই সর্বাপেক্ষা উন্নত হইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে ; কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারে না। অনেকানেক অশ্রমত সন্ন্যাসভাব পরাক্রান্ত ব্যক্তিও সুরাধানে উন্নত ঐশ্বর্য্যমুদে মত্ত মূঢ় ব্যক্তিগণের উপাসনা করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ক্লেশ উপস্থিত হইলে উত্তর নিবারণের উপায়বিধান করিবার পূর্বেই অনার্য্যে উঠা হইতে বিমুক্ত হয়, এবং কেহ কেহ বা আপনার অতুল অর্থ থাকিতেও উঠা প্রাপ্ত না হইয়া যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করে। ইহলোকে কন্মিষ্ঠদিগের কন্মের বৈলক্ষণ্যনিবন্ধন ফলের বিষম বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। দেখ, কেহ কেহ শিবিকার আরোহণ, আবার কেহ কেহ বা শবিকা বহন করিয়া গমন করিতেছে। কেহ কেহ বা রথে আরোহণ করিতেছে ; আবার কেহ কেহ বা রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। শত শত পুরুষ স্ত্রীবিবাহিত হইয়া কালান্তিপাত করিতেছে ; আবার শত শত স্ত্রীও পুরুষবিবাহে অশেষ দুঃখ পাইতেছে। এইরূপে সমস্ত প্রাণীকেই কামনা-নিবন্ধন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব কন্মের ফলভোগ করিতে হয় ; অতএব তুমি মোহবিহীন হইয়া অগ্রে জ্ঞানবলে ধর্ম্ম অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া পরে জ্ঞানকেও পরিত্যাগ কর। এই আমি তোমার নিকট পরম গুঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। দেবতারা এই উপায় অবলম্বন করিয়া মর্ত্যলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন।

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শুকদেব দেবর্ষি নারদের এইরূপ উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারগণের সহিত বাস করিলে, অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং বেদ-বিদ্যায় অঙ্গুলীলম্ব করিতে হইলেও অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় ; অতএব অস্মারাসমাধি নিত্যস্থানলাভ করিতে পারিলেই সুখসম্পন্ন হই-



বার বিলক্ষণ সন্ধান। কিন্তু ঐ স্থান কি প্রকার ? ধর্ম্মাত্মা শুকদেব এইরূপে ক্ষণকালমাত্র তর্ক বিতর্ক করিলেই নিতাস্থান যে কিরূপ, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন তিনি পুনর্বার মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আহা ! আমি কি প্রকারে সেই উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিব। ঐ স্থানে গমন করিলে, আর আমাকে সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে না ; কাহারও সহিত আমার কিছুমাত্র সংসর্গ থাকিবে না ; আমি আত্মা এককালে শান্তিলাভ করিব, এবং আমি অক্ষয় হইয়া অনন্তকাল পরম সুখে আতিবাহিত করিব। এক্ষণে যোগ-ভিন্ন সেই পরম পদ লাভের উপায়ান্তর নাই। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ কদাপি কণ্ঠশাশে বদ্ধ হন না ; অতএব আমি যোগপ্রভাবে এই দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ুভূত হইয়া তেজোরূপিণিপরিপূর্ণ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিব। চন্দ্রে দেবগণের সহিত করপ্রাপ্ত হইয়া একবার ভূতলে নিঃশিত্ত ও পুনর্বার স্বর্গে অধিকৃত হন এবং বারংবার তাঁহার ভ্রাসবৃত্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে না। চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্যের ভ্রাসবৃত্তি বা গতন নাই। তিনি অবিরত তীক্ষ্ণ কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক লোক সকলকে তপ্তিত করিতেছেন। অতএব আমি এই দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া বৃক্ষ, পর্ব্বত, পৃথিবী, দিক্‌সমুদায়, আকাশ, দেবদানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণের সহিত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া নিঃসঙ্কচিত্তে অবস্থান করিব। আজি দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আমার যোগবল অবলোকন করুন। যোগবলে সমস্ত প্রাণীতেই আমার অব্যর্থ গতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপারায়ণ শুকদেব মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া লোকবিশ্রুত নারদেব অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় পিতা বাসদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার নিকট আপনার আভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তখন ভগবান্ বেদব্যাস পুত্রের সেইরূপ বাক্য-শ্রবণে তাঁহাকে যোগাসুষ্ঠানার্থ প্রস্থানোদ্যত বিবেচনা করিয়া পরম প্রীতি, লাভ করিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া লোচনযুগল চরিতার্থ করি। বেদব্যাস এইরূপ গম্ভীর ধীর্গা প্রেরণ করিলেও মহাত্মা শুকদেব তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পিতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃসঙ্কচিত্তে মোক্ষলাভের উপায় চিন্তা করিতে করিতে সিদ্ধগণনিবেশিত কৈলাসমণ্ডলে প্রারোহণ করিলেন ।

ত্রয়স্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩৩৩ ।

অনন্তর ব্যাসনন্দন শুকদেব সেই শৈলশৃঙ্গে আরোহণ পূর্বক পরিচ্ছিন্ন নির্জন সমতল প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া পাদাবিষ্ক কেশাগ্রপর্যন্ত সর্বদেহে একমাত্র আত্মাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন । পরে সূর্য্যদেব সমুদিত হইলে, পূর্বমুখ হইয়া বিনীতভাবে হস্তপদ সংযমন পূর্বক উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন । যে স্থানে শুকদেব যোগসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন, তথায় পক্ষীর কোলাহল বা জনমানবের সঞ্চারণ্যমাত্র রহিল না । তিনি অতি অল্পক্ষণমধ্যেই সর্বসঙ্গবিমুক্ত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন । তৎকালে তাঁহার আনন্দের পরিমীমা রহিল না । তখন তিনি দেবর্ষি নারদকে প্রদক্ষিণ পূর্বক আপনার যোগের বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর করত কহিলেন, দেবর্ষে ! আপনি আমার যোগপথ প্রদর্শন করিয়াছেন । এক্ষণে আমি আপনার কৃপায় স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অভীষ্ট গতি লাভ করিব । মহাত্মা শুকদেব এই বলিয়া নারদকে অভিবাদন ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক পুনরায় যোগে মনোভিনিবেশ করত আকাশ-মার্গে সমুখিত হইয়া বায়ুর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন । তৎকালে তাঁহাকে মনোমাকুলতাপে গমন করিতে কেথিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিল । সেই সূর্য্যজলনস্ফাশ মহাত্মা শুকদেব লোবত্রয়কে আত্ম-ময় বিবেচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরপথে গমন করিতে লাগিলেন । স্বাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণী তাঁহাকে অব্যগ্রচিত্তে অকুতোভয়ে গমন করিতে দেখিয়া যথালক্ষিত তাঁহার পূজা করিতে লাগিল । দেবতার। তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন । মহর্ষি, সিদ্ধ, অসুর। ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কহিলেন, এই মহাত্মা তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ এবং দেহের উত্তরার্ক লম্বিত করিয়া উর্দ্ধমুখে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিতেছেন ; ইনি কে ?

অনন্তর সেই ধর্ম্মাত্মা ত্রিলোকবিশ্রুত মহামতি শুকদেব পূর্বাস্য হইয়া সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ পূর্বক গভীরশব্দে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করত ক্রমাগত গমন করিতে লাগিলেন । পক্ষীছাদি অপ্সরোগণ তাঁহাকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া সসম্মুখে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পর কহিতে লাগিল, এই মহাত্মা উৎকৃষ্ট গতি লাভ পূর্বক বিষুভক্তর ন্যায় নিশ্শুভভাবে এই দিকে আগমন করিতেছেন ; ইনি কোন্ দেবতা ? অনন্তর শুকদেব সেই স্থান হইতে মলয়পর্ব্বতাভিমুখে ধাবমান হইয়া ক্রমে ঐ পর্ব্বত অতি-

ক্রম করিলেন । ঐ পর্কতে অশ্বরা উর্কশী ও পূর্কচিহ্নি বাস করিতেছিল । উহারা শুককে মন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইল । তখন উর্কশী পূর্কচিহ্নিকে কহিল, দেখ, বেদাভ্যাসনিরত ব্রহ্মাণের কি বুদ্ধির একাগ্রতা । ইনি পিতৃশ্রদ্ধাধারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করিয়া অনতিকাল-মধ্যে চন্দের ন্যায় অন্তরীক্ষ অতিক্রম করিতেছেন । ইনি পিতৃভক্তিপরায়ণ ও পিতার একান্ত প্রিয় । ইহার পিতা ইহাকে কি প্রকারে অনায়াসে পরিহৃত্যগ করিলেন ।

উর্কশী এই কথা কহিবানাত্ত ধর্মপরায়ণ শুকদেবের পিতৃবৃত্তান্ত স্মৃতি পথে সমুদিত হইল । তখন তিনি অন্তরীক্ষ, চতুর্দিক, পর্কত, অরণ্য, নদী ও সরোবর সমুদায়ের প্রতিই দৃষ্টি সঞ্চারণ করিতে লাগিলেন । সেই সময় দেবতার কুতাঞ্জলি হইয়া সম্ভ্রান্তচিত্তে শুকদেবকে নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । অনন্তর মহাত্মা ব্যাসনন্দন সেই পর্কতারণ্য প্রীতি সকলকেই সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে আত্মীয়গণ ! যদি আমার পিতা মর্তীর নামোচ্চারণ পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে আমাকে আহ্বান করত আমার অনুসরণ করেন, তাহা হইলে, তোমরা সকলে সমাহিতচিত্তে তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে । তোমরা আমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন আমার এত বাক্যই অবশ্য রক্ষা করিও । মহামতি শুকদেব এই কথা কহিলে, দিগ্ভ্রম, কামল, শৈল, সমুদ্র ও নদী সমুদায় তাঁহারে কহিল, মহাত্মন ! আপনি যেক্রপ অনুজ্ঞা করিতেছেন, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব । আপনার পিতা মহর্ষি বেদব্যাস আপনাকে আহ্বান করিলেই আমরা তাঁহারে প্রত্যুত্তর প্রদান করিব ।

— • —

### চতুস্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩৩৪ ।

মহাতপা শুকদেব পর্কতারণ্যপ্রভৃতিকে এই প্রকার অনুরোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে ধনু, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যজনিত চতুর্দিক দোষ এবং তম, রজ ও সত্ত্বগুণ পরিহার পূর্বক নিরাকার নিশ্চয় ব্রহ্মে আগত হইয়া বিধুম অনলের ন্যায় অবস্থিত করিতে লাগিলেন । তৎকালে ঐ মহাত্মা পৃথিবীত্যাগে সমুদ্র হওয়াতে চতুর্দিকে উদ্ধাপাত, দিক্‌দাহ ও ভূমি-কম্পপ্রভৃতি বিবিধ ভূকিমিত্র সমুদায় প্রাহৃত হইল । বৃক্ষশাখা ও শৈলশৃঙ্গ সমুদায় নিপতিত হইতে লাগিল । তখন বোধ হইল যে, নির্বাচনশব্দে হিমালয় বিদীর্ণ হইতেছে । প্রভাবের প্রভা একবারে

তিরোহিত হইয়া গেল । অমলশিখা নির্ঝাঁপ হইল এবং হৃদ, নদ, নদী ও মাগির প্রভৃতি জলাশয় সমুদায় সংজুক হইয়া উঠিল । তখন সেই মহা-  
আর তৃপ্তিসাধনার্থ ইন্দ্র সুগন্ধ জল বর্ষণ ও পবনদেব দিব্য গন্ধ গ্রহণ  
পূর্বক ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর মহামতি শুকদেব উত্তর দিক হিমালয় ও মেরুগিরির পরস্পর-  
সংশ্লিষ্ট সুবর্ণ ও রক্ততমস শতযোজনবিস্তীর্ণ অতি মনোহর শৃঙ্গদ্বয় অব-  
লোকন করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সেই  
শৃঙ্গদ্বয়ের মণীপবর্গী হইবামাত্র উহার তীহার গতিরোধ করিতে না  
পারিয়া সহসা দিবা বিদীর্ণ হইয়া তাঁহারে পথ প্রদান করিল । মহাত্মা  
শুকদেব তখন সেই পথ দিয়া নির্গত হইলেন । তদ্বর্ণনে সকলেরই অন্তঃ-  
করণে বিস্ময় জন্মিল । দেবলোকে দেবতারা বোরতর কোলাহল করিতে  
লাগিলেন । গন্ধর্ব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস ও বিদ্যাবরগণ এবং হিমাচল  
বাণী প্রাণিগণ মুক্তকণ্ঠে শুকদেবকে সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করি-  
লেন । অন্তরীক্ষ হইতে দিব্যপুষ্পপুষ্টি হইতে লাগিল । অনন্তর মহাত্মা  
শুকদেব নভোমার্গে গমন করিতে করিতে কুসুমিত মণীকুহ ও উপবন-  
মুক্ত অতি মনোহর মন্দাকিনী দেখিতে পাইলেন । ঐ নদীতে অলৌকিক  
রূপলাবণ্যসম্পন্ন অপ্সরারা বিবস্ত্র হইয়া ক্রীড়া করিতেছিল । তাহারা  
শুকদেবকে মন্দর্শন করিয়া কিছুমাত্র গজ্জিত হইল না ।

ঐ সময় মহর্ষি বেদবাস শুকদেবের উক্তপ্রয়াণের বিষয় বিদিত হইয়া  
পুলস্ত্যহর্ববন্ধন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । মহাত্মা  
শুকদেব এককালে সমতাপূর্ণ হইয়া বায়ু উজ্জ্বল গমন পূর্বক স্বীয় প্রভাব  
প্রদর্শন পূর্বক পরব্রহ্মে লীন হইলেন । তখন মহর্ষি বেদবাস, যোগগতি-  
প্রভাবে নিমেষমধ্যে শুকদেব দেখা দেন হইতে সাক্ষাৎসংগে নভোমার্গে সমু-  
খিত হইয়াছিলেন, তথায় সমাগত হইয়া দেখিলেন, মহাত্মা শুকদেব  
শৈলশৃঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন । ঐ সময় মহর্ষি  
গণ চতুর্দিক হইতে নদীর নিকট সমাগত হইয়া শুকদেবের অলৌকিক  
কার্য সমুদায় কীর্তন করিলেন । মহর্ষি বেদবাস পুত্রের উক্তপ্রয়াণবার্তা  
বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া হা বৎস ! হা বৎস ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে  
চীৎকার করত ত্রিভুবন প্রতিধ্বনিত করিলেন । তখন ব্রহ্মভাবাপন্ন ঋষি-  
পরায়ণ শুকদেব সাক্ষীগামী হইয়া শৈলাদি সর্বপদার্থ হইতে ‘ভো’ এই  
শব্দ উচ্চারণ পূর্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন । ঐ সময়  
সমস্ত বিশ্বমধ্যে ‘ভো’ এই একাক্ষর শব্দ সমুচ্চারিত হইল । তদবধি

অদ্যাপি গিরিগঙ্ধরপ্রভৃতি স্থানে শব্দ উচ্চারণ করিলে তাঁহার অতিশব্দ  
 ଆହୁତ ହେବ ।

ଧାର୍ମିକାଶ୍ରମଗଣା ଶୁକଦେବ ଏହି ରୂପେ শବ୍ଦାଦି ଶୁଣିମୁକ୍ତାର ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ  
 ଅନ୍ତର୍ହିତ ହইয়া স্বীয় প্রভাব প্রদর্শନ পୂର୍ବক ব্রହ୍ମপদ লাভ করিলে, মহର୍ষি  
 বেদব୍ୟাস অমিততেজা স্বীয় পুত্রের প্রভাব দর্শন পୂର୍ବক সেই হিমালয়প্রস-  
 দেশে আসীন হইয়া তাঁহার বিষয় অনুଧ্যান করিতে লাগিলেন । তখন  
 সেই মন্দাকিনী তীরস্থিত বিবস্ত্র অপ্সরোগণ তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র  
 অতিশয় লজ୍জিত হইয়া কেহ কেহ জলমগ্ন, কেহ কেহ বনপ্রবিষ্ট এবং  
 কেহ কেহ বা স্ব স্ব বস্ত্র গ্রহণে তৎপর হইল । তদদর্শনে মহাত্মা ব্যাস-  
 দেব পুত্রকে বিমୁক্ত ও আপনাকে বিষয়াসক্ত বোধ করিয়া যুগপৎ আত্ম-  
 ଲଜ୍ଜାର সমাক୍ରান্ত হইলেন ।

অନন্তর সର୍ବমহର୍ষିপ্রସ୍ତୁত পିନাকহস্ত ভଗবান্ মহାଦେବ ଦେବତା ଓ  
 ଗନ୍ଧର୍ବଗଣେ ପରିବୃତ ହইয়া ପୁତ୍ରଶୌକସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସের ନିକଟ ଆଗ  
 মন পୂର୍ବକ ସାତ୍ତ୍ୱବାକ୍ୟେ ତାହାକେ କହିଲେନ, ମହର୍ଷେ ! ପୂର୍ବେ ତୁମି ଆମା-  
 ବ ନିକଟ ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଜଳ, ଭୂମି ଓ ଆକାଶের ନାୟ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ପୁତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା  
 କରିয়াছিলେ । ଆମିও ତୋମାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦୀର ପ୍ରାର୍ଥନାଭୂତପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିয়া  
 ছিলাম । ଏକ୍ଷଣେ ତୋମାରୁ সেই ପୁତ୍ର ଦେବହୂତ ପରମ ଗତି লাଭ କରି-  
 ରାହିଲେନ । ଅତଏବ ତୁମି କି ଜନ୍ମ ଅନୁତାପ କରିতেছ ? ନଗର ଓ ପର୍ବତ  
 সমୁଦାୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭୂମଣ্ডଳେ ବିଦ୍ୟମାନ থাকିବେ, সেই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋମାର  
 ଓ ତୋମାର ପୁତ୍ରের ଅନ୍ତର କୀର୍ତ୍ତିର ଘୋଷଣା ହইବେ । ଏକ୍ଷଣେ ଆମି ତୋମା-  
 କେ ଏହି ବର ପ୍ରଦାନ କରିতেছি ସେ, ତୁମି ଏହି ଭୂମଣ୍ଡଳମଣ୍ଡେ ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ରାନେ  
 স্বীয় ପୁତ୍ରସଦୃଶ ଛାয়া ଅବଲୋକନ କରିতে ପାରିବେ । ହୃତପାତ ଭଗବାନ୍  
 ଋଷେଷର ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସକେ ଏହିରୂପ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ, তিনি ପୁତ୍ରତୁଳା  
 ଛାয়া ଅବଲୋକନ କରିয়া ପରମ ଐତିଲାଭ କରିଲେନ ।

ହେ ଧର୍ମରାଜ ! ତୁମି ଆମାରେ ଧର୍ମଶୀଳ ଶୁକଦେବର ଜନ୍ମ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟା-  
 ପ୍ରଭୃତି ସେ ସମୁଦାୟ ବିଷୟ ଜିଜ୍ଞାସା କରିয়াছিলେ, ଆମି ତାହା ସବିଷ୍ଟରେ  
 କୀର୍ତ୍ତନ କରିলাম । ପୂର୍ବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଓ ମହାତମା ବେଦବ୍ୟାସ ପୁନଃପୁନଃ  
 ଏହି ବ୍ରତାନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିয়াছিলেন । ଯିନି ଏହି ମୌଳଧର୍ମସୂକ୍ତ ପରମ ପବିତ୍ର  
 ଇତିହାସ ଶ୍ରବଣ କଲେନ, ତିନି ଅନାୟାସେ ଶାନ୍ତଶୁଣ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ଉତ୍କଟ  
 ଗତିଲାଭେ ସମର୍ଥ ହେନ ।

পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশতম অধ্যায় । ৩৩৫ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন. পিতামহ ! গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাত্মী ও ভিক্ষুদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে বাঞ্ছা করিবেন, কোন্ দেবতার আরাধনা করা তাঁহার কর্তব্য ? তিনি -কাহার অমৃত্রাহে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করিতে পারেন এবং কোন্ বিধি অনুসারে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে হোম করিবেন ? লোকে যুক্ত হইলে, কোন্ স্থানে গমন করিয়া থাকে ? মোক্ষকল্প কি প্রকার ? কি কার্য্য করিলে স্বর্গলাভ হইতে হয় না ? দেবতা ও পিতৃগণের পিতা কে ? এবং কোন্ পুরুষই বা সেই দেবতা ও পিতৃগণের পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ ? এই সমুদায় বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! তুমি যে সমস্ত নিগূঢ় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি ভগবান্ নারায়ণের প্রসন্নতা ও জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, তর্কশাস্ত্রানুসারে শত বর্ষেও ঐ সমুদায়ের উত্তর প্রদান করিতে পারিতাম না । এক্ষণে এই উপলক্ষে নারায়ণনারদসংবাদ নামক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

পূর্ব্বে আমার পিতা আমাকে কহিয়াছিলেন, সত্যযুগে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তাঁহাদিগের মধ্যে নর ও নারায়ণ উভয়েই বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক বোরতর তপস্যা করেন । তৎকালে তাঁহাদিগের তপোবল ও তেজ এমন পরিধর্জিত হইয়াছিল যে, দেবতারাও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারেন নাই । তাঁহারা যেদেবের প্রতি প্রসন্ন হইতেন, তিনিই তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারিতেন ।

এক দিন দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষদ্বয়েব ইচ্ছানুসারে অমেরুশৃঙ্গ হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে আগমন পূর্ব্বক তত্ত্ব সমুদায় স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে নর ও নারায়ণের আত্মিকসময়ে বদরিকাশ্রমে আগমন পূর্ব্বক পুলকিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহা ! এই স্থল দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অশ্বর, গিম্বর ও মহোরগ প্রভৃতি সমুদায় লোকের আবাসভূমি । ইহাতে ভগবান্ নর ও নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন, ভগবান্ নারায়ণ অংশচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া ধর্ম্মের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । আজি সেই ভগবানের অংশ নর,

নাভায়ণ, কৃষ্ণ ও হরির প্রসাদে আমার ধর্মোপার্জন সফল হইল । পূর্বে ভগবান্ কৃষ্ণ ও হরি এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন । এক্ষণে মহাদেব নর ও নারায়ণ এই স্থানেই তপস্যা করিতেছেন । এই তেজঃপুঞ্জকণে বর নৃপাকৃষ্ময় এক্ষণে আত্মিকক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । কি আশ্চর্য্য ! ইহারা পরব্রহ্মরূপ । ইহাদিগের আবার আত্মিকক্রিয়া কি ? ইহারা সর্সভূতের পিতা ও দেবতারূপ হইয়া কোন্ দেবতাব বা কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । তপোযন নারদ ভক্তিভাবে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সহসা নর ও নারায়ণের নিকট উপনীত হইলেন । তাঁহারাও দেবতা ও পিতৃগণের পূজা সমাধান করিয়া দেবর্ষি নারদকে সন্দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার সপাণিদিগে সংবোধ করিলেন ।

তখন দেবর্ষি নারদ নারায়ণসমীপে উপবেশন পূর্ব্বক প্রীতিপ্রসূরচিত্তে মহাত্মা নারায়ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! বেদ, বেদাঙ্গ ও পুরাণসমুদারে তোমার গুণ কীভূত আছে । তুমি অজ, দাতা, নিত্য ও অমৃতরূপ । তোমাকেই সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । চারি আশ্রমচারী লোকেরা সংশ্লেষে তোমাকেই নানারূপে সন্তত উপাসনা করে এবং পণ্ডিতেরা তোমাকেই জগতের পিতা ও গুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । কিন্তু তুমি আজ কোন্ দেবতা ও কোন্ পিতৃলোকের উপাসনার প্রবৃত্ত হইয়াছ ?

তখন ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সন্দেশন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষি ! তুমি এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহা অতি নিগূঢ়, উহা প্রকাশ এবং নিত্যান্ত অকর্তব্য । কিন্তু আমি তোমার ভক্তিদর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি । সুতরাং আমাকে উহা তোমার নিগূঢ় গোপন করিতে হইল । যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, কার্যাবিনীন, অচল, নিত্য এবং উত্তম, বিশ্বব্যাপী সর্সভূত হইতে অতীত, পণ্ডিতেরা যাহাকে সর্সভূতের অন্তরায়, ক্ষেত্রজ ও ত্রিগুণাতীত বলিয়া নির্দেশ করেন ; যাহা হইতে সর্সভূত গুণত্রয় সমুদ্ভূত হইয়াছে ; যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তভাবে অবস্থান পূর্ব্বক প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মাই আমাদের উৎপত্তির কারণ । আমরা সেই পরমাত্মাকেই পিতা ও দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছি । তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পিতা, দেবতা ও ব্রাহ্মণ আর কৈহই নাই । তিনিই আমাদের গুরু আত্মারূপ । তাঁহা হইতে এই লোকোপত্তির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তাঁহারই

আদেশানুসারে মনুষ্যেরা দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা করা কর্তব্য কর্ষ-  
বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে । ব্রহ্মা, স্বাণু, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম্য, স্বম,  
মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুণ্ড্রা, পুণ্ড্র, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, সূর্য্য, সোম,  
বর্দ্ধম, ক্রোণ, বিক্রীত ও প্রচেতা এই একবিংশতি প্রজাপতি সেই পরমা-  
জ্ঞার অনুগ্রহে দৈব ও পৈত্র কার্য্য সমুদায় বিদিত হইয়া তাঁহার সনাতন  
নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করিয়াছেন । স্বর্গ-  
বাসী প্রাণিগণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরম গতি লাভ  
করিয়া থাকেন । বঁাহারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং  
মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশাত্মক বিজ্ঞানরীতি, পঞ্চদশ কলাত্মক সুললিতরীতি,  
সপ্তাদি গুণত্রয় ও কর্ষসমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে  
মুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা যায় । মুক্ত ব্যক্তিদিগেরই পরমাত্মা লাভ  
হয় । পরমাত্মা স্বভাবতঃ নিগুণ হইয়াও কেবল মায়াপ্রভাবে সগুণ  
বলিয়া অভিহিত হন । আমরা সেই পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া  
জানবলে তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতেছি ।  
বেদাধায়ননিরত ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ ভক্তি সহকারে  
তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন ।  
যাহারা সেই পরমাত্মার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা  
পরিণামে সেই পরম পদার্থে লীন হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন, সন্দেহ  
নাই । আমি তোমার ভক্তিদর্শনে সাতিশর সন্তুষ্ট হইয়া তোমার নিকট  
এই সকল গুহ্য বিষয় কীর্তন করিলাম ।

ষট্ ত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩৩৬ ।

হে ধর্ম্মরাজ ! দেবর্ষি নারদ সর্বলোকহিতৈষী নারায়ণের সেই বাণ্য  
শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেব ! তুমি  
স্বয়ম্ হইয়াও লোকে হিতসাধনার্থ মন্ডালগে চারি অংশে অবতীর্ণ  
হইয়াছ । এক্ষণে তুমি স্বীয় কার্য্য সম্বাধন কর । আমি অদ্য তোমার  
স্বৈচ্ছ্যপন্থিত আদ্য মূর্ত্তি অবলোকন করিবার নিমিত্ত গমন করি । আমি  
সর্ব্বদা গুরুলোকের অর্চনা করিয়া থাকি ; অন্যের গোপনীয় বিষয়  
কদাচ প্রকাশ করি নাই ; যত পূর্ব্বক বেদাধায়ন ও তপোহুষ্ঠান করিয়াছি ;  
কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, অন্যায় লব্ধ হ্রবে উদরপূরণ, পরদ্রব্যাপহরণ,  
অপবিত্র স্থানে সঞ্চরণ বা অন্যের দান গ্রহণ করি নাই ; শত্রু ও মিত্রকে



তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকি এবং সতত ভক্তিভাবে সেই আদিদেবের আরাধনায় নিযুক্ত আছি। যখন আমি এই সমুদায় কার্য দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছি, তখন সেই অনন্তদেবের দর্শনলাভ করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব নহে।

মহাত্মা নারদ এই কথা কহিলে, নিত্যধর্ম্মরক্ষক ভগবান্ নারায়ণ নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিয়া কহিলেন, তপোধন ! তুমি স্বচ্ছন্দে স্বীয় অভিলষিত স্থলে প্রস্থান কর।

তখন দেবর্ষি নারদ সেই পুরাতন ঋষি নারায়ণকে অর্চনা করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া মহাবেগে গগনমণ্ডলে উথিত হইলেন এবং অচিরাত্ম সূর্য্যের পূর্ব্বতে উপনীত হইয়া উহার শিখরদেশে, কিয়ৎক্ষণ উপবেশন পূর্ব্বক বায়ু কোণে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ক্ষীর সমুদ্রের উত্তরদিকে যেমনামে সুবিস্তীর্ণ দ্বীপ বিরাজমান রহিয়াছে। উহা সূর্য্যের পূর্ব্বতের মূল হইতে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন উর্দ্ধ। ঐ দ্বীপে বহুসংখ্য বিত্তরূপ পুরুষ বাস করিয়া থাকেন। উহারা প্রাকৃতিক স্মৃগদেহবিশুক্ত, শব্দাদি বিষয়ভোগশূন্য, নিশ্চেষ্ট, অগন্ধযুক্ত ও নিষ্পাপ। পাপাত্মারা উহাদিগকে দর্শন করিলে, তাহাদের চক্ষু দগ্ধ হইয়া যায়। উহাদিগের শরীর বজ্রাস্থির ন্যায় সুদৃঢ়, মস্তক ছত্রাকার ও পদতল রেখাশতসংযুক্ত। উহারা মানাপমান্যে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকেন। উহাদিগের মুখ চারিটী, ক্ষুদ্র দন্ত ষাটটী ও দীর্ঘদন্ত আটটী। ঐ সমুদায় অমানুষিক রূপযৌবন-সম্পন্ন যোগপ্রভাবলকবলবীৰ্য্যযুক্ত মহাপুরুষেরা, যাহা হইতে বেদ, ধর্ম্ম এবং প্রশাস্তচিত্ত মুনি, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বমুখ সৃষ্টির ন্যায় তেজস্বী কালকেও গ্রাস করিতে সমর্থ হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ইন্দ্রিয়বিরহিত, নিরাহার, স্পন্দশূন্য, অগন্ধযুক্ত শ্বেতবীপবাসী পুরুষেরা কি প্রকারে উৎপন্ন হইলেন এবং কি রূপ সঙ্গতিই বা লাভ করিবেন ? ইহলোকে তুমিহারা মুক্তিসাধ করেন, তাঁহারা কি শ্বেতদ্বীপনিবাসীদিগের ন্যায় লক্ষণসম্পন্ন হন ? আপনি সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন ; অতএব এক্ষণে আমার এই সন্দেহ অপনোদন করুন। ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি পূর্ব্ব পিতার নিকট যে কথা শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তরপ্রদান উপলক্ষে সেই সুবিস্তীর্ণ উৎকৃষ্ট কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্বে উপরিচরনামক হরিভক্তিপরায়ণ ধর্ম্মাশীল এক নরপতি ছিলেন । উঁহার সদৃশ পিতৃভক্তিপরায়ণ ও অনলস ভূপতি আর কেহই ছিলেন না । ইন্দ্ৰের সহিত উঁহার বিশেষরূপ সখ্য ভাব ছিল । ঐ নৃপতি পূর্বে নারায়ণের বরাভাবে সাত্বাত্য অধিকার করিয়াছিলেন । উনি সর্ব্বাঙ্গে সূর্য্যমুখনির্গত পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অবলম্বন পূর্বে ১ বিষ্ণুর অর্চনা করিয়া পরিশেষে পিতৃগণের পূজা করিতেন । তৎপরে ব্রাহ্মণ ও আশ্রিত ব্যক্তিগণকে অন্নদান করিয়া স্বয়ং আহারে প্রবৃত্ত হইতেন । ঐ সত্যপরায়ণ দয়ালু মহীপাল অনাদি-অনন্ত লোকজ্ঞে দেবদেব ভগবান্ বিষ্ণুকে অন্তরের সহিত ভক্তি প্রদর্শন করিতেন । দেবরাজ ইন্দ্ৰ ঐ মহাশয়ের গাঢ়তর বিষ্ণুভক্তি দেখিয়া প্রীত-প্রকুরিতে উঁহার সহিত এক শযায় শয়ন ও এক আগনে উপবেশন করিতেন । রাজা উপরিচর আপনার রাজ্য, ধনসম্পত্তি, স্ত্রী ও বানবাহন প্রভৃতি সমুদায় ভোগ্যবস্তু নারায়ণপ্রসাদলব্ধ বলিয়া তাঁহাকেই সমস্ত সম-র্পণ করিয়াছিলেন । তিনি পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক কামা ও নৈমিত্তিক যজ্ঞীয় কার্য্য সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিতেন । তাঁহার আবাসে পঞ্চরাত্রবেত্তা প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয়গণ শাস্ত্রনির্দিষ্ট ভোগ্য বস্তু সমুদায় প্রাপ্তিপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে ভোজন করিতেন । ঐ নরপতি যখন ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে কদাচ মিথ্যা বাক্য নির্গত বা মনোমধ্যে কোন প্রকার অসৎকল্পনা সমুদিত হইত না । তিনি অল্পমাত্র পাপকাণ্ডেও অনুষ্ঠান করিতেন না । ঐ নরপতি দেব-গুরু বৃহস্পতির নিকট নীতিশাস্ত্র শ্রাণ্ড হইয়া তদনুসারে প্রজাপালন করিতেন । এক্ষণে ঐ নীতিশাস্ত্র মেরুপে প্রণীত হইল, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর ।

পূর্বে সূমেকপর্ব্বতে ময়ীচি, অত্রি, অজিরা, পুলকা, পুলহ, ক্রতু ও মহাতেজা বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি অবস্থিতি করিতেন । ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল চিত্রশিখড়ী নামে প্রসিদ্ধ । স্বায়ম্ভুব মনু উঁহাদের অষ্টম । ঐ সমুদায় একা-প্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় সংযমী ব্রহ্মকালবিন্দু সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি লোক সকলকে স্ব স্ব নিয়মে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন । উঁহারা একমতাবলম্বন পূর্ব্বক লোকের হিতকর বিষয়সমুদয় পর্যালোচনা করিয়া বেদচতুষ্টয়সম্বন্ধ এক-উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত করেন । ঐ শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তিত এবং ভূলোক ও স্থালোকের নানাবিধ নিয়মপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে । ঐ সমুদায় মহর্ষি অন্যান্য তপোধনের সহিত দেবযানের সহস্র বৎসর ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন । নারায়ণ তাঁহাদিগের

প্রতি প্রসন্ন হইয়া সরস্বতী দেবীকে উহাদের দেহে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করাতে সরস্বতী লোকের হিতসাধনার্থ উহাদের দেহে প্রবিষ্ট হন। তপোমুষ্ঠাননিরত ব্রাহ্মণেরা বাণেশ্বরী সাহায্য লাভ করিয়া সেই শব্দ, অর্থ ও হেতুবৃত্ত শাস্ত্র প্রণয়নে কৃতকার্য হন। এই সর্কোৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্রই সর্কশাস্ত্রের অগ্রাংশ হইয়াছে। মহর্ষিরা এই সর্কশাস্ত্র সমলকৃত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সর্ক প্রথমে পরম কারুণিক নারায়ণকে অর্পণ করাইলেন। অচিন্ত্যদেহ ভগবান্ নারায়ণ ঐ শাস্ত্রপ্রবণে পরম প্রীতিলভ পূর্বক প্রসন্ন হইয়া অদৃশ্যভাবে সেই তপোধনদিগকে কহিলেন, মহর্ষিগণ! তোমরা এই যে লক্ষ শ্লোকাত্মক উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছ, ইহা হইতেই সমগ্র লোকবন্দ্য প্রযুক্তি হইবে। ইহা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব বেদের অবিরোধী; সূত্রাং ইহাই লোকের প্রযুক্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণস্থল হইবে। ব্রহ্মার প্রসন্নতা, ব্রহ্মদেবের ক্রোধ, তোমাদের প্রজাবৃষ্টি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ভূমি, সলিল, অগ্নি, নক্ষত্র ও অন্যান্য ভূতগণের স্ব স্ব অধিকারে অবস্থান এবং ব্রহ্মবাদিগণের আত্মাশ্রয় বিষয়ে যেমন কাহারই সংশয় উপস্থিত হয় না, সেইরূপ আমি কহিতেছি, তোমাদিগের এই শাস্ত্রে কদাচ কাহারই সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। স্বায়ত্ত্ব মনু এই শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিবেন। বৃহস্পতি শুক্রে উৎপন্ন হইয়া তোমাদের এই নীতিশাস্ত্র অনুসারে সকলকে উপদেশ প্রদান করিবেন। ইহার সর্কজ এই শাস্ত্রপ্রচারে প্রযুক্ত হইলে, রাজা উপরিচয় বৃহস্পতি হইতে ইহা প্রাপ্ত হইবেন। সেই রাজা সন্তাবদম্পত্য ও আমার প্রতি অতিমাত্র ভক্তিপরায়ণ হইবেন। তিনি তোমাদের এই শাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্যামুষ্ঠান করিবেন। তোমাদের প্রণীত এই শাস্ত্র সর্কশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও গৃহ্য বিষয় সমুদায় বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তোমরা এই নীতিশাস্ত্র প্রচার করিয়া পুত্র লাভ করিবে এবং রাজা উপরিচয়ও ইহার প্রভাবে সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবেন। উপরিচয়ের লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, এই সনাতন নীতিশাস্ত্র অন্তর্হিত হইবে। পুরুষোত্তম নারায়ণ এই কথা বলিয়া সেই তপোধনগণকে বিদায় করিয়া তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন। অনন্তর সত্যযুগে বৃহস্পতি ভ্রম্যপরিগ্রহ করিলে, সেই মহর্ষিগণ তাঁহার হস্তে সেই বেদবেদাঙ্গমূলক নীতিশাস্ত্রের প্রচারভার অর্পণ করিয়া তপস্যা করিবার জন্য স্বীয় অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন।

সপ্তত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩০৭ ।

হে বৎস ! মহাকল্পাবসানে বিবিধ গুণসম্বিত অঞ্জিরাস্ত বৃহস্পতি জন্ম গ্রহণ পূর্বক দেবগণের পৌরহিত্য গ্রহণ করিলে, দেবতারা সাতিশয় নিরুত্তি লাভ করিয়াছিলেন । রাজা উপরিচর তাঁহার শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট সপ্তর্ষিপ্রণীত সমুদায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । ঐ নরপতি দৈববিধি অনুসারে দেবরাজ ইন্দের ন্যায় রাজ্য পালন করিতেন । উনি মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ঐ যজ্ঞে বৃহস্পতি হোতা, এবং প্রজাপতিপুত্র একত, দ্বিত ও ত্রিত, মহর্ষি ধনুশাখ্য, রৈভ্য, অর্কীবসু, পরাবসু, মেধাতিথি, তাণ্ড্য, শান্তি, বেদশিরা, শানিহোত্রের পিতা কপিল, আদ্য কঠ, বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তৈত্তিরি, মহর্ষি কণ্ঠ দেবহোত্র সদস্য হইয়াছিলেন । ভূপতির আদেশানুসারে যজ্ঞভূমিতে সমুদায় যজ্ঞীয় দ্রব্য সঞ্চিত হইয়াছিল । রাজা উপরিচর এমন অহিংসাপরায়ণ ছিলেন যে, তিনি ঐ যজ্ঞেও পশুহত্যা করেন নাই ; বনমন্ত্ৰ ও দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞভাগ সমুদায় কলিত হইয়াছিল । সংসারভারহন্তা ভগবান্ নারায়ণ ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে উপরিচরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া গগনমণ্ডল হইতে কেবল তাঁহাকেই আশ্রয় প্রদর্শন পূর্বক স্বীয় যজ্ঞভাগ হরণ করেন । তৎকালে আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পান নাই । তখন ভগবান্ বৃহস্পতি অদৃশ্যভাবে যজ্ঞভাগ গৃহীত হইল দেখিয়া সাতিশয় ক্রোধপরবশ হইয়া পুনরায় নারায়ণের ভাগ কলিত ও আকাশমার্গে মহাবেগে অকু উদ্যত করিয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে রাজা উপরিচরকে কহিলেন, নরপতে ! এই আমি ভগবান্ নারায়ণের উদ্দেশে যে যজ্ঞভাগ স্থাপন করিলাম, ইহা নিশ্চয়ই তিনি মূর্তিমান্ হইয়া আমার সাক্ষাতে গ্রহণ করিবেন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! উপরিচরের যজ্ঞ সমস্ত দেবতা মূর্তিমান্ হইয়া স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু ভগবান্ নারায়ণ কি নিমিত্ত অদৃশ্যভাবে যজ্ঞভাগহরণে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! তখন রাজা উপরিচর ও সদস্যগণ বৃহস্পতিকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! ক্রোধপ্রকাশ করা সত্যবৃগের ধর্ম নহে ; অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করা আপনার কর্তব্য । আপনি যে দেবতার ভাগ কলন করিতেছেন, তাঁহাতে ক্রোধ নাই । ঐ মহাত্মা বাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনিই উঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হন ; তন্নিম্ন আর কেহই উঁহাকে দর্শন

করিতে পারে না। তখন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহাত্মা একত, দ্বিত ও ত্রিত  
বৃহস্পতিকে কহিগেন, দেবগুরো! আমরা ব্রহ্মার মানসপুত্র; পূর্বে  
আমরা দেবদেব সনাতন নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভের বাসনায়  
ক্ষীরোদসমুদ্রের অদূরস্থিত স্রোমেরূপকর্তের উত্তরভাগস্থ রমণীয় প্রদেশে  
গমন পূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলভাবে সমাহিত  
চিত্তে সহস্র বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলাম। ঐ তপস্যাসমাধানের  
পর আমাদের অবতৃথ স্নানসময়ে স্নিগ্ধ ও গম্ভীর স্বরে এই আকাশবাণী  
আমাদের শ্রবণগোচর হইল যে, হে বিপ্রগণ! তোমরা ভগবান্ নারায়-  
ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভের নিমিত্ত ঘোরতর  
তপস্যা করিয়াছ বটে, কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করা তোমাদের পক্ষে অতি  
দুষ্কর। ক্ষীরোদসাগরের উত্তর ভাগে শ্বেতদ্বীপনামে এক প্রভাসম্পন্ন  
প্রসিদ্ধ স্থান আছে। ঐ দ্বীপে চন্দ্রসমতৈজা বহুসংখ্যক মহাত্মা বাস  
করেন। উহারা সকলেই ইন্দ্রিয়শূন্য, স্পন্দবিহীন, সুগন্ধযুক্ত ও নারায়-  
ণের প্রতি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ; ঐ মহাত্মারাষ্ট পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়-  
ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন। ঐ স্থানে দেবদেব নারায়-  
ণের আবির্ভাব রহিয়াছে; অতএব তোমরা যদি তথায় গমন করিতে  
পার, তাহা হইলে, কথঞ্চিৎ তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হইবে।

আমরা এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র বাগ্র হইয়া  
ভগবানের দর্শনলাভবাসনায় দৈবনির্দিষ্ট পথ অবলম্বনপূর্ব্বক তদগতচিত্তে  
সেই শ্বেতদ্বীপে উপনীত হইলাম। কিন্তু তথায় গমন করিবামাত্র আম-  
দের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন আমরা সেই পরম পুরুষের কথা  
দূরে থাক, তত্ত্বতা অন্যান্য পুরুষগণকেও দেখিতে পাইলাম না। কিয়ৎ-  
ক্ষণ পরে আমাদের জ্ঞানোদয় হইলে, আমরা, কঠোর তপোবল না  
থাকিলে, কেহই সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে পারে না, এইরূপ  
বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে পুনরায় সাত বৎসর ঘোরতর তপোব্র-  
তান করিলাম। আমাদের ঐ তপস্যা সমাপ্ত হইলে দেখিলাম, চন্দ্রের  
ন্যায় পরম সুন্দর সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন মহাত্মারা কেহ প্রাণ্ডুখ ও কেহ  
উদাণ্ডু হইয়া কুতাজলিপুটে ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন। তাঁহারা একাগ্র-  
চিত্তে ভগবান্ নারায়ণের উপাসনা করেন বলিয়াই তিনি তাঁহাদিগের  
প্রতি প্রসন্ন হন। সুগন্ধযুক্ত সূর্য্যের প্রভা যেরূপ প্রকাশিত হয়, শ্বেতদ্বীপ-  
বাসী প্রত্যেক ব্যক্তি সেইরূপ প্রভাসম্পন্ন। আমরা তত্ত্বতা সূর্য্যদায়  
ব্যক্তিকে তুল্যরূপ তেজঃসম্পন্ন দেখিয়া সেই দ্বীপকে তৈজসের আবাস

বলিয়া বোধ করিলাম। অনন্তর যুগপৎসমুখিত সহস্র সূর্য্যের প্রভা সহসা আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তখন সেই ষ্ঠেতদীপবাসী মহাত্মারা “আমিই সর্ব্বাঙ্গে গমন করিব” এই কথা কহিতে কহিতে কৃতাজলিপুটে ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করত সেই তেজঃপুষ্পাভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। তৎকালে সেই অলৌকিক তেজঃপ্রভাবে সহসা আমাদের দৃষ্টি, বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি সমুদায় প্রতিহত হইয়া গেল। তখন কেবল এই মাত্র আমাদের শ্রবণগোচর হইল যে, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার জয়লাভ হউক। হে হৃষীকেশ! তুমি বিশ্বভাবন, মহাপুরুষ ও সকলের আদি; তোমাকে নমস্কার। ঐ সময় বিবিধ গন্ধযুক্ত পবিত্র সমীরণ দিব্য পুষ্প ও ওষধি বহন করত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই তেজস্বী পুরুষগণ দৃঢ়ভক্তিসহকারে কারমনোবাক্যে সেই তেজঃপুষ্পের পূজা আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সেই মহাত্মাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়াই আমাদের বোধ হইল যে, ভগবান্ নারায়ণ নিশ্চয়ই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার সার্বপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারিলাম না। ক্ষণকাল পরে বায়ু প্রতিনিবৃত্ত ও পূজোপহার সমুদায় প্রদত্ত হইলে, আমরা চিন্তার নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিলাম। ঐ সময় সেই বিস্তৃতযোনিমন্তৃত সহস্র সহস্র মহাত্মার মধ্যে এক জনও আমাদের প্রতি মনঃসংযোগ বা দৃষ্টিপাত করিলেন না। তাঁহারা সশব্দেই সুস্থচিত্তে একমাত্র ব্রহ্মের প্রতি চিত্ত সমাধান করিয়া রহিলেন।

এই প্রকারে আমরা ইতিকর্তব্যাতাবধারণে অসমর্থ হইয়া সেই স্থানে নিষদ্ব হইলে, ক্ষণকালমধ্যে এই আকাশবাণী প্রাচুর্ভূত হইল যে, হে মুনিগণ! তোমরা এই যে ষ্ঠেতদীপস্থ মনুষ্যাগণকে সন্দর্শন করিলে, ইহঁারা বাহ্যোদ্ভাসিতবিরহিত; ইহঁারা ভগবান্ নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন। তোমরা সত্ত্বের স্ব স্ব স্থানে গমন কর। ভক্তিবিশীন ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয় না। বহুকাল তপস্যা করিতে করিতে একবারে তদুৎকৃষ্ট হইতে পারিলেই সেই জুনি-রীক্ষ্য নারায়ণকে দর্শন করা যায়। এখনও তোমাদের কর্ম্ম শেষ হয় নাই। কিরংকাল পরে তোমাদিগকে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইবে। সত্যযুগ অতীত হইয়া বৈবস্বত করে পুনরায় ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে, দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তোমাদিগকে তাঁহাদের সহচর হইতে হইবে।

হে স্বরূপেরো ! আমরা তৎকালে সেই অমৃতত্বলা অদ্বিত আকাশবাণী শ্রবণ করিবামাত্র ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে অভিষ্ট স্থানে সমাগত হইলাম । আমরা এতাদৃশ কঠোর তপোব্রূঠান ও হব্য কবা প্রদান করিয়াও কখন নারায়ণের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হই নাই, তখন তুমি কি প্রকারে তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে । ভগবান্ নারায়ণ এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্তা, হব্য কবাতোজী, জরামৃতাবিহীন, সূক্ষ্ম ও দেবদানবগণের পূজিত ।

হে ধর্ম্মরাজ ! একত, দ্বিত, ত্রিত ও সদস্যগণ এইরূপে নানাবিধ অনুন্নয় বিনয় করিলে, অসাধারণ দীপ্তিদম্পন্ন মহাত্মা বৃহস্পতি দেবগণের পূজা করিয়া যজ্ঞ সমাধান করিলেন । যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, সত্যধর্ম্মনিরত রাজা উপরিচর পরমসুখে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিণামে দেহ-ত্যাগ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন । ঐ মহাত্মা বহুকাল স্বর্গবাস করিয়া ব্রহ্মশাপনিবন্ধন তথা হইতে পরিত্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবেষ্ট হইয়াছিলেন । ঐ স্থানেও তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির কিছুমাত্র বৈলক্ষ্য হয় নাই । তিনি ভূগর্ভে থাকিয়াও নারায়ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও নারায়ণমন্ত্র জপ করিয়া তাঁহার প্রসাদে পুনরায় মহীভল হইতে উদ্ধৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন ।

### অষ্টত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩৩৮ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! যখন মহারাজ উপরিচর নারায়ণের সাক্ষাৎ ভুক্ত ছিলেন, তখন তিনি কি নিমিত্ত স্বর্গ হইতে পরিত্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এই স্থলে মহর্ষি ত্রিদশসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । একদা ত্রিদশগণ মহর্ষিদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষিগণ ! অজচ্ছেদন করিয়া যজ্ঞের অন্ত্রুঠান করাই বর্ত্তব্য । শাস্ত্রানুসারে ছাগ পশুকেই অজ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । মহর্ষিগণ কহিলেন, বেদে নির্দিষ্ট আছে, বীজদ্বারা ই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে । বীজের নামই অজ ; অতএব যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে । যে ধর্ম্মে পশুচ্ছেদন করিতে হয়, তাহা শাস্ত্রালোকে ধর্ম্ম বলিয়া কদাপি স্বীকার করা যায় না । বিশেষতঃ ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যযুগে, এই যুগে পশুহিংসা করা কি রূপে বর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ?

ত্রিংশ ও ঋষিগণ পরস্পর এই প্রাণার বাদামুবাদ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা উপরিচর স্বীয় বলবান সমভিব্যাহারে নাত্যমার্গ দিয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন । তদর্শনে ব্রাহ্মগণ দেবগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, সুবগণ ! এই মহাত্মা নরপতিই আমাদের সন্দেহ নিবারণ করিবেন । এই রাজা যাজ্ঞিক, দানশীল ও সর্বভূতহিতৈষী ; কলতঃ ইনি সর্ব্যংশেই শ্রেষ্ঠ ; অতএব আমরা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ইনি কখনই বিপরীত সিদ্ধান্ত করিবেন না ।

তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া রাজা উপরিচরের নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! ছাগপশু ও ওষধি, এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন বস্তু দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত ? এই বিষয়ে আমাদের অভ্যস্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব তুমি উহা দূর কর । আমাদের মতে তুমি সর্বা বলিবে, তাহাই প্রমাণ । তখন রাজা বসু কৃতাজ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনাদের মধ্যে কাহার কি প্রকার অভিপ্রায়, অগ্রে আমার নিকট তাহা প্রকাশ করুন । মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ ! আমাদের মতে ধান্য দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্তব্য ; কিন্তু দেবতার কহিতেছেন, যজ্ঞ ছাগ পশু ছেদন করাই বিধেয় । এক্ষণে এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা ব্যক্ত কর । তখন রাজা বসুদেবগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মগণ ! ছাগ ছেদন করিয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেয় । তখন সেই সূর্যাসমভেজ মহর্ষিগণ, বিমানস্থিত নরপতি উপরিচরকে আপনাদের মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া রোষভরে কহিলেন, মহারাজ ! তুমি নিশ্চয়ই দেবগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া এই কথা কহিতেছ ; অতএব শীঘ্র স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হও । অদ্যাবধি তোমার দেবলোকে গতি রোধ হইল । তুমি আমাদের শাপপ্রভাবে ভূমি ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে ।

তখন রাজা উপরিচর মহর্ষিগণের শাপপ্রভাবে ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার জন্য নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন । কিন্তু তৎকালে ভগবান্ নারায়ণের প্রপাদে তাঁহার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইল না । ঐ সময় দেবতার একত্র হইয়া স্থিরচিত্তে রাজা উপরিচর বসুর শাপমোচনের উপায় চিন্তা করত পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই মহাত্মা আমাদের জন্যই শাপপ্রাপ্ত হইয়াছেন ; এক্ষণে ইহার শাপশান্তির উপায়বিধান করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । এইরূপ স্থির করিয়া স্থিরচিত্তে উপরিচ-



হে স্বৰ্গেশ্বরো ! আমরা তৎকালে সেই অমৃততুলা অদ্ভুত আকাশবাণী শ্রবণ করিবামাত্র ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে অভীষ্ট স্থানে সমাগত হইলাম। আমরা এতদুগ্ধ কঠোর তপোব্রুষ্ঠান ও হব্য কবা প্রদান করিয়াও যখন নারায়ণের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হই নাই, তখন ভূমি কি প্রকারে তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে। ভগবান্ নারায়ণ এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্তা, হব্য কবাতোজী, জরামৃতাবিহীন, সূক্ষ্ম ও দেবদানবগণের পূজিত।

হে ধর্ম্মরাজ ! একত, দ্বিত, ত্রিত ও সদস্যগণ এইরূপে নানাবিধ অনুনয় বিনয় করিলে, অসাধারণ ধীশক্তিদম্পন মহাত্মা বৃহস্পতি দেবগণের পূজা করিয়া যজ্ঞ সমাধান করিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, সত্যধর্ম্মনিরত রাজা উপরিচর পরমসুখে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং পরিণামে দেহ-জাগ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন। ঐ মহাত্মা বহুকাল স্বর্গবাস করিয়া ব্রহ্মশাপনিবন্ধন তথা হইতে পরিত্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ হইয়াছিলেন। ঐ স্থানেও তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি ভূগর্ভে থাকিয়াও নারায়ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও নারায়ণমন্ত্র জপ করিয়া তাঁহার প্রসাদে পুনরায় মহীভল হইতে উদ্ধৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।

### অষ্টত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩৬৮ ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পিতামহ ! যখন মহারাজ উপরিচর নারায়ণের সাক্ষাৎ ভক্ত ছিলেন, তখন তিনি কি নিমিত্ত স্বর্গ হইতে পরিত্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এই স্থলে মহর্ষি ত্রিংশদশংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ত্রিংশদশ মহর্ষিদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষিগণ ! অজচ্ছদন করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। শাদ্বানুসারে ছাগ পশুকেই অজ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। মহর্ষিগণ কহিলেন, বেদে নির্দিষ্ট আছে, বীজদ্বাধাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। বীজের নামই অজ ; অতএব যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে ধর্ম্মে পশুচ্ছেদন করিতে হয়, তাহা শাদ্বালোকের ধর্ম্ম বলিয়া কদাপি স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ ইহা সর্কশ্রেষ্ঠ সত্যযুগ। এই যুগে পশুহিংসা করা কি রূপে কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ?

ত্রিংশ ও ঋষিগণ পরস্পর এই প্রকার বাদানুবাদ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা উপরিচর স্বীয় বলবাহন সমভিব্যাহারে নভোমার্গ দিয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন । তদর্শনে ব্রাহ্মগণ দেবগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, সুরগণ ! এই মহাত্মা নরপতিই আমাদের মনেহ নিবারণ করিবেন । এই রাজা যাজ্ঞিক, দানশীল ও সর্বভূতহিতৈষী ; ফলতঃ ইনি সর্ব্যাংশেই শ্রেষ্ঠ ; অতএব আমরা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ইনি কখনই বিপরীত সিদ্ধান্ত করিবেন না ।

তাহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া রাজা উপরিচরের নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! ছাগপশু ও ঋষি, এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন বস্তু দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত ? এই বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব তুমি উহা দূর কর । আমাদের মতে তুমি তাহা বলিবে, তাহাই প্রমাণ । তখন রাজা বসু কৃতান্ত্রলি হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনাদের মধ্যে কাহার কি প্রকার অভিপ্রায়, অগ্রে আমার নিকট তাহা প্রকাশ করুন । মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ ! আমাদের মতে ধান্য দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্তব্য ; কিন্তু দেবতারা কহিতেছেন, যজ্ঞে ছাগ পশু ছেদন করাই বিধেয় । এক্ষণে এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা ব্যক্ত কর । তখন রাজা বসুদেবগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, হে ব্রাহ্মগণ ! ছাগ ছেদন করিয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেয় । তখন সেই সূর্য্যামতেজঃ মহর্ষিগণ বিমানস্থিত নরপতি উপরিচরকে আপনাদের মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া রোষভরে কহিলেন, মহারাজ ! তুমি নিশ্চয়ই দেবগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া এই কথা কহিতেছ ; অতএব শীঘ্র স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হও । অদ্যাবধি তোমার দেবলোকে গতি রোধ হইল । তুমি আমাদের শাপপ্রভাবে ভূমি ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে ।

তখন রাজা উপরিচর মহর্ষিগণের শাপপ্রভাবে ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার জন্য নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন । কিন্তু তৎকালে ভগবান্ নারায়ণের প্রপাদে তাঁহার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইল না । ঐ সময় দেবতারা একত্র হইয়া স্থিরচিত্তে রাজা উপরিচর বসুর শাপমোচনের উপায় চিন্তা করত পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই মহাত্মা আমাদের জন্যই শাপগ্রস্ত হইয়াছেন ; এক্ষণে ইহার শাপশাস্তির উপায়বিধান করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । এইরূপ স্থির করিয়া স্থিরচিত্তে উপরিচ-

রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! তুমি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ; ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের পরম গুরু । তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন । এক্ষণে মহাজ্ঞা ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য । উহাদের তপোবলে অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে । অতঃপর তোমাকে নিশ্চয়ই স্বর্গভূট হইয়া ভূগর্তে প্রবেশ করিতে হইবে । অতএব আমরা এক্ষণে তোমার উপকারসাধনার্থ তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি অভিশাপদোষে যতদিন ভূগর্তে বাস করিবে, ততদিন যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে ঘৃতধারা প্রদান করিবেন, সেই ঘৃতভক্ষণ দ্বারা তোমার ক্ষুংপিপাসা শান্তি হইবে । ঐ ঘৃতধারাকে লোকে বসুধারা বলিয়া কীর্তন করিবে; এক্ষণে দ্রুতিত হইও না ; তুমি যখন ভূগর্তে বাস করিবে, তৎকালে ঐ বসুধারাও আমাদের প্রদত্ত কেজের প্রভাবে ক্ষুংপিপাসা তৌমসিক কোনক্রমেই নিপীড়িত করিতে পারিবেনা । আমরা তোমাকে আরও এই বর প্রদান করিতেছি যে সর্কদেবপ্রধান ভগবান্ বিষ্ণু অবশ্যই তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তোমাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবেন । দেবগণ রাজা উপরিচরকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া ঋষিগণের সহিত স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ।

অনন্তর মহারাজ উপরিচর ভূমিগর্তে প্রবিষ্ট হইয়া নারায়ণের পূজা, নারায়ণনির্দিষ্ট মন্ত্র জপ এবং তাঁহারই উদ্দেশে পঞ্চকালে পঞ্চযজ্ঞের অমুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ নারায়ণ মহারাজ উপরিচরের ভক্তি দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মহাবেগশালী দ্বিজোন্মত্ত গরুড়কে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, পক্ষিরাজ ! ধর্ম্মাত্মা রাজা উপরিচর বসু কোপাবিষ্ট ব্রাহ্মণগণের অভিশাপপ্রভাবে ভূবিবরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন । অতএব তুমি আমার আদেশক্রমে শীঘ্র ঐ ভূপতিকে নভোমণ্ডলে আনয়ন কর । তখন তৈনতেত্র পঞ্চদশ বিস্তার পূর্বক পবনবেগে ভূবিবরে প্রবিষ্ট ও উপরিচরের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করত সংসা নভোমণ্ডলে গমন করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল । রাজা উপরিচর বিহগ-রাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবামাত্র পুনরায় দেবদেহ ধারণ পূর্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন ।

হে কোত্তের ! এইরূপে মহাপাল উপরিচর বসু স্বীয় 'বাক্য'দ্বারা ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অধোগতি লাভ এবং পরিশেষে দেবগ-

পের প্রসাদে পুনরায় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন । তিনি কেবল দেবাদিদেব বিষ্ণুর আরাধনার ব্যাপ্ত ছিলেন বলিয়াই শীঘ্র শাপ হইতে বিমুক্ত ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এই আমি তোমার নিকট উপবিচর বস্তুর বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিলাম । এক্ষণে দেবর্ষি নারদ যেক্রমে শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন, তাহাও আদ্যোপান্ত কীৰ্ত্তন করিতেছি, অনন্য-মনে শ্রবণ কর ।

একোনচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩৩৯ ।

হে মহারাজ ! অনন্তর দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে উপনীত হইয়া পূর্বাচক্ষুসমপ্রভ তত্ত্বস্থ মহাধ্যাগগকে সন্দর্শন পূর্বক ভক্তিভাবে নমস্কার করিলেন । তখন তঁহাও মনে মনে তাঁহার আৰ্চনা করিতে লাগিলেন । অনন্তর মহামুনি নারদ ভগবান্ নারায়ণের দর্শনলাভবাসনার জপপরায়ণ ও উর্জ্বাহ হইয়া অনন্যমনে সেই নিগুণ বিশ্বময় নারায়ণের স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, হে দেবদেবেশ ! তুমি নিষ্ক্রিয়, নিগুণ, লোকসাক্ষী, ক্ষেত্রজ, পুরুষোত্তম, মহাপুরুষ, অনন্ত, ত্রিগুণময়, অমৃত, অমৃতাক্ত, অনন্তদেব, আকাশ ও নিত্যস্বরূপ । কার্যাকারণ দ্বারা কখন তোমাকে অবগত হওয়া যায় ; আবার কখন বিদিত হওয়া হুংসাধ্য । হে নারায়ণ ! তুমি সত্যময়, আদিদেব ও সমুদায় কর্মের ফলপ্রদ । তুমি প্রজাপতি, সূত্রপ্রজাপতি, মহাপ্রজাপতি, বনস্পতি, উর্জস্পতি, বাচস্পতি, জগৎপতি, মনস্পতি, দিবস্পতি, মরুৎপতি, জলপতি, পৃথিবীপতি ও দিকৃপতি । মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, তুমি জগতের একমাত্র আধার হইয়া থাক । তুমি অপ্রকাশ্য ও ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা । তুমি যজ্ঞ ও অধার-নাদিস্বরূপ । শাস্ত্রে তোমাকেই মহারাজিকাদি গণচতুষ্টয় বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে । তুমি দীপ্তিশীল ও মহাদীপ্তিশীল । তুমি যজ্ঞের প্রধান সাত ভাগ অধিকার করিয়া থাক । তুমি চতুর্দশ বয়, বয়মপ্তী, চিত্রগুণাদি স্বরূপ । তোমারে তুষিত ও মহাতুষিত নামক দেবগণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । তুমি রোগ ও আরোগ্য, কামাদিবশীভূত ও জিতেশ্বর এবং স্বাধীন ও পরাধীন । তুমি অপরিমেয়, যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ, পুরুষজ্ঞ, ঋতুক, বেদ, অনল ও যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ । যজ্ঞ তোমারেই স্তব করিয়া থাকে এবং তুমি সমুদায় যজ্ঞভাগ অধিকার কর । তুমি দিব্যরাত্রি, মাস, ঋতু, অরন ও সংবৎসর এই পঞ্চকাল বিধাতার অধিপতি । পঞ্চমাত্র বেদে

তোমারই মাহাত্ম্য কীর্তিত আছে। তুমি বৈকুণ্ঠ, অপরাঞ্জিত ও মানসিক। তোমাতে সমুদায় নামের সম্ভব হয়। তুমি ত্রাক্ষরও নিয়ন্তা। তুমি দেবব্রত পরিসমাপ্ত করিয়া অবত্থে পুত্ৰ হইয়াছ। লোকে তোমারে হংস, পরমহংস, মহাহংস, পরম যাজ্ঞিক, সাংখ্যযোগ ও সাংখ্যমূর্ত্তি বলিয়া নির্দেশ করে। তুমি জীব, হৃদয়, ইন্দ্রিয়, সমুদ্র, জল, বেদ ও ব্রহ্মাওমধ্যে শয়ন কর বলিয়া তোমারে অমৃতেশ্বর, হিরণ্যেশ্বর, দেবেশ্বর, কুশেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর ও পদ্মেশ্বর এই ছয় নামে আস্থান করা যায়। তুমি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বকর্সেন, জগতের আদি কারণ ও প্রকৃতি। তোমার আশ্রদেশ অনলস্বরূপ। তুমি বড়বানল, আছতি, গারগি, বমট্কার, ওঙ্কার, অপস্যা, মন, চন্দ্রমা, চক্ষু, আজ্য, সূর্য্য, দিগ্গজ, দিগ্ভাসু, বিদগ্ভাসু, হরগ্রীব, ঋগ্বেদোক্ত প্রথম মন্ত্রত্রয়, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের রক্ষক, গাহপত্যাদি পঞ্চ অগ্নি, যজুর্বেদ, প্রাগ্জ্যোতিষজ্যোষ্ঠ, সামগ ও সামবেদোক্ত ব্রতধারী, অথর্কশিরাঃ, পঞ্চমহাকল্প, কেনপাচার্য্য, বালথিল্য, বৈখানস, অভয়যোগ, পরিসংখ্যাবিহীন, যুগাদি যুগমধ্য, যুগান্ত, আখণ্ডল, প্রাচীনগর্ভ, কৌশিক, পুরুষ্টুত ও পুরুহতস্বরূপ। তুমি বিশ্বকর্তা ও বিশ্বরূপী। তুমি নাটিকেশ্বর নামক হত্যাশনে তিন বার যজ্ঞ করিয়াছ। তোমার গতি বা ভোগের ইয়ত্তা নাই। তুমি আদ্যন্তমব্যবহীন। তুমি ব্রতাবাস, সমুদ্রাবাস, যশোবাস, তপোবাস, দম্রাবাস, লক্ষ্যাবাস, বিদ্যাবাস, কীর্ত্ত্যাবাস, শ্রীনিবাস ও সর্গ্যাবাস। তুমি বাসুদেব, সর্গচন্দ্রক, হরিহর, অশ্বমেধ, যজ্ঞভাগহন, বরপ্রদ, সূর্যপ্রদ ও ধনপ্রদ। তুমি যম, নিয়ম, মহানিয়ম, কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র ও সর্গকৃচ্ছ্র। তুমি নিয়মধর, শ্রমবিহীন, ব্রহ্মচারী, নৈষ্টিক, দেবক্রিয়, অজ, সর্গগতি, সর্গদর্শী, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অচল, মহাবিভূতি, মাহাত্ম্যময় শরীর, পবিত্র, মহাপবিত্র, হিরণ্য, বৃহৎ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, ব্রহ্মাগ্রগণ্য, প্রজাগণের সৃষ্টিসংহারকর্তা, মহামায়াধর, চিত্রশিখড়ী, বরপ্রদ ও পুরোডাশভাগহারী। তুমি সমুদায় যজ্ঞ অতিক্রম করিয়াছ। তোমার তুচ্ছা বা সংশয়ের লেশমাত্র নাই। তুমি সর্গ্যার্থো প্রবৃত্ত; আবার সমুদায় হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছ। তুমি ব্রাহ্মণরূপী, ব্রাহ্মণপ্রিয়, বিশ্বমূর্ত্তি, মহামূর্ত্তি, বাক্য ও ভক্তবৎসল। তোমাকে অসংখ্য নমস্কার। হে ব্রহ্মা-দেব! আমি তোমার একান্ত ভক্ত; তোমার দর্শনার্থ একান্ত ব্যগ্র রহিয়াছি।

চত্বারিংশদিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩৪০ ।

দেবর্ষি নারদ এইরূপ পরম গোপনীয় নাম সমুদায় উচ্চারণ পূর্বক বিষ্ণুরূপ নারায়ণের স্তব করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিলেন । তখন তপোধন নারদ দেখিলেন, এক অসংখ্যানেত্র, অসংখ্যমন্তক, অসংখ্যবাহ ও অসংখ্যোদর মহাপুরুষ তাঁহার সমীপে অবস্থিতি করিতেছেন । তাঁহার দেহের কোন স্থান চক্ৰমার ন্যায়, কোন স্থান অনলের ন্যায়, কোন স্থান শুকপক্ষীর ন্যায়, কোন স্থান ফটিকের ন্যায়, কোন স্থান নীল কজ্জলের ন্যায়, কোন স্থান কাঞ্চনের ন্যায়, কোন স্থান প্রবালের ন্যায়, কোন স্থান স্বেত বৈদূর্য্যমণির ন্যায়, কোন স্থান নীল বৈদূর্গামণির ন্যায়, কোন স্থান ইন্দুনীলমণির ন্যায়, কোন স্থান ময়ূপ্রীবার ন্যায় ও কোন স্থান মুক্তাহারের ন্যায় বর্ণে হ্রশোভিত এবং কোন স্থান বা নিতাস্ত অব্যক্ত । তিনি এক মুখে ওঁকারযুক্ত সাবিত্রী উচ্চারণ ও অন্যান্য যুগ সমূহে আরণ্যকপ্রভৃতি বিবিধ বেদমন্ত্র গান করিতেছেন এবং তাঁহার হস্তে বেদী, কমণ্ডলু, বিবিধ শুভ্রবর্ণ মণি, কুশ, মৃগচর্ম্ম, দণ্ডকাষ্ট্র ও অলিত অগ্নি বিদ্যমান রহিয়াছে । পদে অপূর্ব্ব পাঙ্কজা শোভা পাইতেছে । দেবর্ষি নারদ ভগবান নারায়ণের সেই অপরূপ মূর্ত্তিদর্শনে পুলকিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহারে অভিবাদন ও তাঁহাব স্তব করিতে লাগিলেন ।

তখন সেই ভগবান নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে সন্তোষিত পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন ! পূর্ব্বে মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত আমারে দর্শন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা আমার দর্শনলাভে সমর্থ হন নাই । ঐকান্তিক ভক্তি না থাকিলে, কেহই আমারে দর্শন করিতে পারে না । তুমি আমার একান্ত ভক্ত ; এই জন্যই আমার দর্শনলাভে সমর্থ হইলৈ । আমার এই মূর্ত্তি ধন্ব্যলয়ে চারি অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছে । অতএব তুমি সর্ব্বদা সেই সমুদায় মূর্ত্তির আরাধনা করিবে । আজি আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি । অতএব যদি তোমার কোন বরপ্রাপ্তির বাসনা থাকে, তাহা ব্যক্ত কর ।

নারদ কহিলেন, ভগবন ! আজি আমি আপনার দর্শনলাভ করিয়া তপস্যা, যম ও নিয়মের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইলাম । যখন আমি আপনার এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিদর্শনে সমর্থ হইয়াছি, তখন আমার আজি অন্য বরে আবশ্যক কি ?

তখন ভগবান্ নারায়ণ পুনরায় নারদকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! এই চন্দ্রসমদীপ্ত জিতেন্দ্রিয় তত্ত্বগণ আহার পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে আমার ধ্যান করিতেছে। তুমি এখানে অবস্থিতি করিলে, ইহাদিগের বিষয় ঘটনার সম্ভাবনা ; অতএব তুমি সত্বর অন্যত্র গমন কর । এই মগায়া রজ ও তমোগুণ হইতে এককালে নিষ্কৃষ্ট হইয়াছে এবং আমার শক্তি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহারা পরিণামে আশ্রমেই প্রবেশ করিবে, সন্দেহ নাই। যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দবিহীন, ত্রিগুণাতীত এবং সর্বলোকের আশ্রা ও সাক্ষীস্বরূপ ; প্রাণিগণের দেহনাশে যাহার নাশ নাই ; যিনি অজ, নিগুণ, নিরাকার, চতুঃসিংশতিতত্ত্বাতীত, ক্রিয়াশূন্য ও জ্ঞানদৃশ্য বলিয়া কথিত হন এবং ত্রাক্ষরগণ যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া মুক্তিলাভ করেন, সেই সনাতন পরমাত্মাকেই বাসুদেব বলিয়া নির্দেশ করা যায়। তাঁহার মাহাত্ম্য ও মহিমা সৰ্বত্র বিরাট হইয়াছে। তিনি শুভাশুভ কার্য্যে বহাচ লিপ্ত হন না। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় সৰ্ব্বজীবেরই দেহে সত্তত অবস্থান ও বিচরণ করে। জীবাত্মা ঐ সমস্ত গুণের ভোক্তা ; কিন্তু পরমাত্মা ঐ সমুদায় হঠতে পৃথক্। তিনি নিগুণ, গুণপালক, গুণজট্টা ও গুণাতীত বলিয়া কথিত হন। সমস্ত জগৎ জলে, জল জ্যোতিতে, জ্যোতিঃ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনে, মনঃ প্রকৃতিতে ও প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। সেই সনাতন পরব্রহ্ম কিছুতেই লীন হন না ; তিনি সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহলোকে স্থাবরজঙ্গমাশ্রয় সমস্ত প্রাণীই অনিত্য ; কেবল সেই সৰ্ব্বভূতের আশ্রয়ভূত সনাতন বাসুদেবই নিত্য বলিয়া কীর্তিত হন।

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ এই পঞ্চভূত একত্র সমবেত হইয়া দেহরূপে পরিণত হয়। যেমন পঞ্চভূতভিন্ন দেহোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ জীবব্যতীত দেহস্থ বায়ু বহাচ সঞ্চালিত হইতে পারে না। এই জন্য দেহমধ্যে জীবাত্মার আবির্ভাব হইলেই দেহ সচেত হইয়া থাকে। জীবাত্মাই ভগবান্, অনন্ত ও সৰ্ব্বগ বলিয়া অভিহিত হন। ঐ সৰ্ব্বগাত্মা জীব হইতে প্রজ্যায়ের উৎপত্তি হয়। তিনি সৰ্ব্বভূতের মনঃস্বরূপ। প্রলয়কালে সৰ্ব্বপ্রাণীই তাঁহাতে লীন হইয়া থাকে। ঐ প্রজ্যায়াত্মা মন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়। তিনি সৰ্ব্বভূতের অহঙ্কারস্বরূপ। তাঁহা হইতে কৰ্ত্তা, কারণ, কার্য্য ও স্থাবরজঙ্গমপূর্ণ সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হয়। তাঁহাকেই ঈশান ও সৰ্ব্ব কার্য্যের প্রকাশক বলিয়া নির্দেশ করা যায়। পণ্ডিতগণ নিগুণাত্মক পরমাত্মা বাসুদেব ও জীবাত্মা সৰ্ব্বগকে এক বলিয়া জ্ঞান করেন। সৰ্ব্বগ

হইতে প্রত্যক্ষ মন ও প্রহ্ম মন হইতে অনিচ্ছাধা অহঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে । আমি হইতেই এই স্বাবরজস্রোতস সমুদায় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে । আমিই সৎ, অসৎ, ক্ষর ও অক্ষর সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি কর্তা । আমার ভক্তেরা মুক্তিলাভ করিয়া আমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে । পতিতেরা আমাকেই চতুর্ভুজশক্তিত্বাভীত নিশ্চল, নিশ্চিন্ন, নির্দম্ব ও নিশ্চরিত্র পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । তুমি আমারে রূপবান্ অবলোকন করিতেছ ; কিন্তু ফলতঃ আমার রূপ নাই । আমার ইচ্ছা হইলেই, আমি মুহূর্ত্তমধ্যে এই রূপ সংহার করিতে পারি । তুমি কেবল আমার মায়াবলেই আমারে এইরূপ দর্শন করিতেছ । হে তপোধন ! এই আমি তোমার নিকট মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক কীর্তন করিলাম । পতিতেরা আমারেই জীবস্বরূপ বলিয়া কীর্তন করেন ; জীব আমাতেই লীন হইয়া থাকে । জীৱ দৃশ্য পদার্থ নহে ; অতএব আমি জীবাত্মাকে দর্শন করিয়াছি, এইরূপ বুদ্ধি যেন তোমার উপস্থিত না হয় । আমি সর্ব্বদ্বন্দ্বের ও সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছি । প্রাণিগণের দেহনাশ হইলেও আমার বিনাশ হয় না । লৌকিকনিদান বেদপাঠনিবৃত্ত চতুরানন ব্রহ্মা আমার নানাবিধ কার্যের চিন্তা করিয়া থাকেন । ভগবান্ ব্রহ্মদেব ক্রোধ-প্রযুক্ত আমার ললাট হইতে বহির্গত হইয়াছেন । এই দেখ, একাদশ ক্রদ্র আমার দক্ষিণ পাখে, দ্বাদশ আদিত্য আমার বামপাখে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমার পৃষ্ঠভাগে ও দেবশ্রেষ্ঠ অষ্টবসু আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন । এই দেখ, দক্ষাদি প্রজাপতি, সপ্ত মহর্ষি, বেদ, অসংখ্য ব্রহ্ম, ঋষি, তপস্যা, নিয়ম, সংযম, অষ্ট ঔষধ্য, ত্রী, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, পৃথিবী, বেদমাতা, সরস্বতী, জ্যোতির্শ্রেষ্ঠ, ধ্রুবনক্ষত্র, মেঘ, সমুদ্র, সরোবর ও নদী সমুদায়, সত্ত্বাদিগুণত্রয় এবং মূর্ত্তিমান্ চতুর্দ্বিধ পিতৃগণ সকলই আমাতে অবস্থান করিতেছে । দেব ও পিতৃগণের মধ্যে আমিই অদ্বিতীয় আদি পিতা । আমি হরগ্রীব হইয়া পশ্চিম ও উত্তর সাগরমধ্যে অঙ্গাসহকারে প্রদত্ত হব্যকব্য ভক্ষণ করিয়া থাকি । আমি ব্রহ্মরূপী ; পূর্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে সৃষ্টি হইয়া ব্রহ্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়াছিলেন । তন্নিন্দকন আমি অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহারে এই বলিয়া বর প্রদান করিলাম যে, হে ব্রহ্মন ! তুমি কল্পের প্রথমে আমার পুত্র ও সর্ব্বলোকের অধ্যাক্ষতা এবং পর্যায়ক্রমে কৰ্ম্মদ্বারা নানাবিধ নাম লাভ করিবে । তুমি যে সীমা নির্দেশ করিবে, তাহা কেহই অতিক্রম করিতে পারিবে না । তুমি বর-প্রার্থীদিগকে বর প্রদান করিতে সমর্থ হইবে । দেব, অশুর, ঋষি, পিতৃ ও



বিবিধ জীবগণ তোমার আরাধনা করিবে। আমি দেবগণের কার্য্য সাধনার্থ পৃথিবীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, তুমি আমাের পুত্রের ন্যায় শাসন ও কার্য্যে নিয়োগ করিবে। হে দেবর্ষে! আমি ব্রহ্মাকে ঐকরূপ বিবিধ বর প্রদান পূর্ব্বক নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া আছি। নিবৃত্তিই পরম ধর্ম্ম; অতএব সকলেরই নিবৃত্তি অবলম্বন করা কর্তব্য।

সাম্ব্যশাস্ত্রবেত্তা আচার্য্যগণ আমাের বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন সূর্য্যমণ্ডলস্থ কপিল বলিয়া কীর্তন করেন। আমি বেদশাস্ত্রে ভগবান্ হিরণ্যগর্ত্ত ও বোণ শাস্ত্রে যোগাসক্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছি। আমি এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে স্বর্গে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু মহাজ যুগ অতীত হইলে, পুনরায় এই জগৎ সংহার পূর্ব্বক স্থাবরজঙ্গমাশ্রুত সমুদায় জীবকে শরীরস্থ করিয়া একাকী বিদ্যাশক্তির সহিত বিহার করিব। অনন্তর আমাের প্রভাব সেই বিদ্যাশক্তি হইতে পুনরায় সমুদায় বিশ্বের সৃষ্টি হইবে। আমাের আদিমূর্ত্তি বাসুদেব হইতে অনন্তদেব সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রজ্যায়, প্রজ্যায় হইতে অনিষ্টক, অনিষ্টক হইতে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সমুৎপন্ন হয়। কল্পে কল্পে বারম্বার এইরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে। সূর্য্য গগনপথে সমুদিত হইয়া অন্তর্গত হইলে, কাল যেমন পুনরায় বল পূর্ব্বক তাহােব স্থানে আনয়ন করে, তদ্রূপ এই সমাগরা পৃথিবী জলমগ্ন হইলে, আমি জীবগণের হিতসাধনার্থ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক পুনরায় ইহােব স্থানে আনয়ন করিব। আমি নৃসিংহদেহ ধারণ করিয়া বলগর্ভিত দ্বিতী-নন্দন হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিব। হিরণ্যকশিপু বিনাশের পর বিরোচনের বলিনামে এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে। ত্রিলোকমধ্যে কেহই তাহােরে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। সে ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া ত্রৈলোকা অপহরণ করিবে। মহাবলপরাক্রান্ত বলি এইরূপ দৌরাগ্ন্য আরম্ভ করিলে, আমি কশ্যপের ঔরসে অদিতিগর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণের অবধ্য দানবরাজ বলিকে, পাঁতালবাসী করিয়া ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব প্রদান ও অন্যান্য দেবগণকে স্ব স্ব পদে সংস্থাপন করিব। পরে ত্রেতাযুগে ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পরশুরাম নামে বিখ্যাত হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে একবারে উৎসন্ন করিয়া ফেলিব। তদনন্তর ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে দশরথ গৃহে অবতীর্ণ হইয়া রামনামে বিখ্যাত হইব। তৎকালে একত ও দ্বিত নামে মহর্ষিষ্মত্ৰিত মহর্ষির হিংসার প্রবৃত্ত হইয়া বানরত্ব প্রাপ্ত হইবেন। উহাদিগের বংশে যে সমস্ত বানর জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা দেবরাজ সদৃশ পরাক্রমশালী হইবে। আমি দেবক্যাসাধনার্থ তাহাদিগের সহায়তা

গ্রহণ করিয়া পুলস্তাকুলকলঙ্ক রাক্ষসরাজ রাবণকে সংশ্লেশ সংহার করিবা  
অনন্তর দ্বাপর ও কলির সন্ধিসময়ে হুরাক্সা কংসের বিনাশার্থ আমি যথুর্বা-  
পুত্রীতে জন্ম গ্রহণ করিব । ঐ সময় সুরশক্ত অশুরগণকে সংহার করিয়া  
পরিশেষে দ্বারকায় অবস্থিতি করিব । আমি তথায় বাস করিয়া দেবপ্রস্থ  
অদ্বিতীয় কুণ্ডলাপহারী নরকাসুর এবং ভৌম, ময়র ও পৌঠনায়ক অশুরগ-  
ণকে সংহার করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষ পুর দ্বারকায় আনয়ন, বাণরাজের  
প্রিয়কারী সুরগণপূজিত মহেশ্বর ও কার্ত্তিকৈয়কে পরাজয় এবং বলিতনয়  
সহস্রবাহিনী বাণরাজকে পরাভূত করিয়া সৌভবিমানবাসী সমুদায়  
অশুরকুল নিশ্চল করিব । আমার কোশলপ্রভাবেই গার্গ্যের ঔরসপুত্র  
কালযবন প্রাণ পরিত্যাগ করিবে । তৎকালে সকল রাজগণের বিরোধী  
মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ নামে এক অশুর গিরিব্রজে রাজা হইবে । সেই  
দুর্মতি আমার অশ্রীচরণ করিয়া মদীর বুদ্বিবেগেই মৃত্যুমুখে আশ্রয়মণ  
করিবে । জরাসন্ধ বিনষ্ট হইলে, দর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যস্বরাজ্যে পৃথি-  
বীন্দ্র মঙ্গল নরপালগণ সমাগত হইলে, আমি তাঁহাদের সমক্ষে শিশুপা-  
লকে বিনাশ করিব । এই মঙ্গল কার্য্যকালে একমাত্র মহাত্মা অর্জুনই  
আমার সহায়তা করিবেন । তদনন্তর আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধি-  
ষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব । তখন সকলেই কহিবে যে, মহাত্মা নর  
ও নারায়ণ পৃথিবীর কার্য্য সাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণার্জুনকপে কলিত্রিবংশ  
প্রসঙ্গ করিলেন । যুধিষ্ঠিরের রাজ্য প্রাপ্তির পরে আমি স্বেচ্ছামুগারে ভূভার  
হরণার্থ দ্বারকা পুরী নিশ্চল করিব । আমারই প্রভাবে সমুদয় যাদবগণ  
মোহাক্ত হইয়া পরস্পর বিনষ্ট হইবে । এইরূপে আমি দ্বাপর ও কলির  
মন্ধিতে বাসুদেবাদি মূর্ত্তিচতুষ্টয় গ্রহণ করত প্রভূত কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক  
স্বীয় লোক সমুদায় লাভ করিব । আমি হংস, কূর্ম্ম, মৎস্য, বরাহ, নরসিংহ,  
বামন, পরশুরাম, দাশরথী রাম, কৃষ্ণ ও বঙ্কী এই দশরূপে অবতীর্ণ হইয়া  
থাকি । শ্রুতি বিনষ্ট হইলে আমিই তাহার উদ্ধার সাধন করি ; বেদ ও  
শ্রুতি সূতায়ুগে প্রস্তুত হইয়াছে । পুরাণে উহার তাৎপর্য্যার্থ সকল বর্ণিত  
আছে । আমার মূর্ত্তি সমুদয় বারংবার আহুত হইয়া লোককার্য্য সাধন  
পূর্ব্বক পুনরায় স্ব স্ব প্রকৃত প্রাপ্ত হইয়াছে । হে নারদ ! অদ্য তুমি একান্ত  
মনে আমার যেরূপ দর্শন করিলে, তদ্বৎ কখন এইরূপ দর্শন করিতে  
পারেন নাই । তুমি আমার পরম ভক্ত ; এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট  
পুরাণ, ঐবিষয় ও রহস্যবিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম ।

বিষয়রূপ অবিনাশী নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ

অন্তর্হিত হইলেন। মহর্ষি নারদও স্মৃতিগণিত অনুগ্রহ লভ করিয়া নরনা-  
রায়ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন।  
তিনি এই নারায়ণমুখবিনির্গত বেদচতুষ্টয়মূলক উপনিষদ্ ব্রহ্মার নিকট  
কীর্তন করিয়াছিলেন।

স্মৃষ্টির কহিলেন, পিতামহ! ব্রহ্মা যে নারদের মুখে বিষ্ণুর অচিন্ত-  
নীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি কি পূর্বের উহা অবগত ছিলেন  
না? লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুসদৃশ; সুতরাং তিনি কি নিমিত্ত তাঁহার  
মহিমা অপরিজ্ঞাত ছিলেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সহস্র সহস্র মহাকর, সহস্র সহস্র সৃষ্টি ও  
সহস্র সহস্র প্রণব অতীত হইয়াছে। সৃষ্টির আরম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজা-  
সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি প্রথমাবস্থায় পরমাত্মা বিষ্ণুর আপনা হইতে  
অধিক ও আপনার স্রষ্টা বলিয়া অবগত আছেন। কিন্তু পূর্বের মাহাত্ম্য  
নারায়ণের নিগূঢ় মাহাত্ম্য তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। অনন্তর তিনি নার-  
দের মুখে ঐ মাহাত্ম্য অবগত হইয়া আপনার আলয়ে যে সকল সিদ্ধ পুরুষ  
সমাগত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে উহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। তদনন্তর  
সূর্য্যদেব ঐ সমস্ত সিদ্ধ পুরুষ হইতে বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ করিয়া আপনার  
যষ্টি সহস্র অগ্রগামীর নিকট উহা কীর্তন করেন। পরে ঐ সমস্ত সূর্য্যসহচর  
জন্মের পরেতে সমাগত দেবগণকে উহা শ্রবণ করাইয়া ছিলেন। অনন্তর  
অসিতদেবল দেবগণের মুখে সেই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পিতৃগণের নিকট  
কীর্তন করেন। পরিশেষে আমার পিতা মহারাজ শান্তনু আমারে উহা  
শ্রবণ করাইয়াছেন। এক্ষণে আমিও তোমার নিকট এই মাহাত্ম্য কীর্তন  
করিলাম। দেবতা বা মহর্ষি হউন, যাহারা এই বিষ্ণুমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া-  
ছেন, তাঁহারাই পরমাত্মা বিষ্ণুকে পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বিষ্ণু-  
ভক্ত নহে, তুমি কদাচ তাহার নিকট এই ঋষিপ্রণীত পরম্পরাগত পুরাণ  
কদাচ কীর্তন করিও না। তুমি পূর্বের আমার নিকট যে সমস্ত উপাখ্যান  
শ্রবণ করিয়াছ, ইহাই সকলের সার। যে রূপ দেবাসুরগণ সমুদ্র মন্থন  
করিয়া অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণ অনেক উপাখ্যান  
হইতে এই অমৃতোপম উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন। যে মাহাত্ম্য একান্ত  
মনে নিষ্কর্মে প্রতিনিয়ত এই উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি স্বৈচ্ছ-  
দ্বাপে গমন পূর্ব্বক চন্দ্রতুলা প্রভা ধারণ করত সহস্রাচ্চিঃ নারায়ণে প্রবেশ  
করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। গীড়িত ব্যক্তি ভক্তিভাবে, এইমাহাত্ম্য  
আদ্যোপাত্ত শ্রবণ করিলে, নিশ্চয়ই যোগমুক্ত হয়। যিনি এই মাহাত্ম্য

জ্ঞাত হইতে অভিলাষ করেন এবং যিনি বিষ্ণুর প্রতি তজ্জি প্রদর্শন করেন, তিনি ভক্তের অভীষ্ট গতি লাভে সমর্থ হন । হে ধর্মরাজ ! তুমি তজ্জিগ-হকারে সতত সেট পুরুষোত্তম নারায়ণের অচ্চনা কর । তিনিই সকলের মাতা, পিতা ও বিশ্বগুরু । সেই ব্রহ্মদেব তোমার প্রতি প্রীত ও প্রাণম হউন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত ভীষ্মের মুখে ভগবান্ নারায়ণের এইরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষ্ণুপরায়ণ হইলেন এবং বারংবার নারায়ণের জয় হউক, এই বাক্য উচ্চারণ ও নারায়ণমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন । আমার গুরু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রতিনিয়ত নারায়ণমন্ত্র জপ ও আকাশপথ অবলম্বন পূর্বক ক্ষৌরোদ সাগরে গমন ও নারায়ণের অচ্চনা করিয়া পুনরায় আপনার আশ্রমে আগমন করেন ।

সৌতি কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! মহর্ষি বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট এই উপাখ্যান আনুপূর্বিক কীর্তন করিলে, রাজা তদনুযায়ী কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । আপনারা সকলেই সেই নৈমিষারণ্য-বাণী তপস্বী ও ব্রতপরায়ণ । আপনারা মহর্ষি শৌনকেয় যজ্ঞে পরমেশ্বরের উদ্দেশে গোমাদির অনুষ্ঠান করুন । পূর্বে আমার পিতা আমার নিকট এই সমুদয় পরম্পরাগত কথা কীর্তন করিয়াছিলেন ।

### একচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩৪১ ।

শৌনক কহিলেন, হে সূততনয় ! বেদবেদাঙ্গবেদ্য ভগবান্ নারায়ণ একাকী কিরূপে যজ্ঞের ভোক্তা ও কর্তা হইলেন এবং কি জন্যই বা স্মরণ নিবৃত্তিধর্মতৎপর ক্ষমালীল ও নিবৃত্তিধর্মের স্রষ্টা হইয়া দেবগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যাবাত্র মহাত্মাকে নিবৃত্তিধর্মাবলম্বী করিয়া অসংখ্য দেবগণকে প্রবৃত্তিমাগ্গানুযায়ি যজ্ঞের ভাগগ্রাহী করিলেন । এই সকল বিষয়ে আমার সান্তিলয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ; তুমি বিশেষরূপে নারায়ণকথা শ্রবণ করিয়াছ ; অতএব আমার সংশয় দূর করিয়া দাও ।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে ! মহাত্মা বৈশম্পায়ন জনমেজয় কর্তৃক তিজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে ব্রাহ্ম কহিয়াছিলেন, আমি আপনার নিকট সেই বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । • তাহা হইলেই, আপনার

সংশয় দূরীকৃত হইবে। একদা মহারাজ জনমেজয় মহাত্মা ঐশম্পায়ন-  
নের নিকট নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন,  
ভগবন্ ! আপনি কহিলেন, একমাত্র মোক্ষই পরম সুখের মূল ; বাঁহারা  
পাপপুণ্যবিবর্জিত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন, তাঁহাকেই অতুল  
ভোগসম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণে ধীন হইতে সমর্থ হন। কিন্তু যখন অশ্রু  
ও মানবগণ প্রবৃত্তিধর্ম নিরত হইয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন  
এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই মোক্ষধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক প্রবৃত্তিধর্ম  
নিরত হইয়া হব্যকবা ভক্ষণে অমুরক্ত হইয়াছেন, তখন আমার বোধ  
হয়, মোক্ষধর্ম নিতান্ত দূরদূর্য্যে। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ব্রহ্মাদি  
দেবগণ পরমাত্মার লীন হইবার উপায় পরিত্যাগ নহেন। সেই নিমিত্তই  
কি তাঁহারা শাস্ত্রত মোক্ষমার্গ পরিত্যাগ পূর্বক প্রবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া  
বারম্বার স্থানচ্যুত হইতেছেন ? বাহা ইউক, যখন ব্রহ্মাদি দেবগণও  
নিবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ পূর্বক প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তখন  
মোক্ষধর্মকে কিরূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে ? হে দ্বিজ-  
শ্রেষ্ঠ ! এই সংশয় স্তব্ধনিখাত শল্যের ন্যায় আমাকে উদ্বেজিত করি-  
তেছে ; অতএব আপনি দেবতারা কি নিমিত্ত যজ্ঞের ভাগগ্রাহী হইলেন  
এবং কি নিমিত্তই বা ইহলোকে যজ্ঞস্থলে তাঁহাদিগকে আরাধনা করে ;  
দিশেষতঃ যে দেবতারা যজ্ঞে ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আবার  
মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক কাহারে ভাগ প্রদান করেন, এই সমুদায়  
বিবেচনাক্রমে কীর্তন করিয়া আমার সংশয় দূর করুন।

মহারাজ জনমেজয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি ঐশম্পায়ন তাঁহারে  
কহিলেন, রাজন্ ! তুমি আমার নিকট অতি গূঢ় বিষয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা  
করিয়াছ ; তপস্যা, বেদবিদ্যা ও পুরাণবিদ্যা না থাকিলে কেহই এই  
প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ হয় না। পূর্বে আমরা ঐরূপ প্রশ্ন করাতে  
আচার্য্য মহর্ষি বেদবাস আমাদের নিকট যাহা কীর্তন করিয়াছিলেন,  
এক্ষণে আমি তোমার নিকট তাহাই কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।  
সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও আমি আমরা পাঁচ জন তাঁহার  
নিকট অধ্যয়ন করিতাম ; আমরা সকলেই শৌচাচারপরায়ণ জিত-  
ক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলাম। তিনি আমাদের চারিবেদ ও মহা-  
ভারত অধ্যয়ন করাইতেন। এক্ষণে তুমি আমাদের যাহা জিজ্ঞাসা  
করিলে, আমরাও একদা সিদ্ধচারণসেনিত পন্নয় রত্নগীষ হিমচক্র, বেদা-  
ভ্যাস ক্রুরিত করিতে গুরুদেব নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। আমরা

প্রশ্ন করিলে অজ্ঞানবিনাশী পরাশরভট্টনয় বেদব্যাঙ্গ আমাদিগকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! আমি পূর্ব অতি কাঠার তপস্যা করিয়াছিলাম। সেই তপঃপ্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমুদায় অবগত আছি। আমি ইন্দিয়সংঘম পূর্বক অতি বঠোর তপোহু-  
ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্ষীরোদশাশী ভগবান্ নারায়ণ আমার প্রতি প্রশংসা  
করিতাছিলেন। তাঁহার প্রশংসানিবন্ধন আমার ত্রৈলোক্যিক জ্ঞানের আশি  
ভাঁব হয়। আমি স্তনচক্ষুদ্বারা কল্পের প্রথমাবস্থায় যে সকল ঘটনা দর্শন  
করিয়াছি, তাহা আত্মপূর্বক কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করা। সাজা ও  
বোণশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতেরা বাহ্যকে পরমাত্মা বলিয়া কীর্তন করেন,  
যিনি স্বীয় বশবলে মহাপুরুষসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ  
হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি এবং অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ত্রিলোক হুষ্টি করিবাব  
নিমিত্ত ব্যক্ত আত্মাকে উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ অনিকল্পকেও সর্বভেদে  
ময় অহঙ্কার বলিয়া কীর্তন করা যায়। উনি লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে  
সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা হইতেই পৃথিবী, জল, বায়ু, আগ্নেয় ও জ্যোতি  
এই পঞ্চ মহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। মহাভূতপঞ্চকের সৃষ্টির পর উচা-  
দের গুণ সমুদায়ের সৃষ্টি হয়। অরীতি, অঙ্গিরা, অজি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু,  
বশিষ্ঠ ও স্বায়ম্ভুব মত এই আট মহাত্মা ব্রহ্মার প্রভাবে ঐ পঞ্চ মহাভূত  
হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। উহারা এই বিশ্বসংসারের প্রতিষ্ঠাতা ও  
সৃষ্টিকর্তা; লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সাক্ষবেদ  
ও সাক্ষযজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে মহাপুরুষ সত্ত্ব  
হইয়া অন্য দশ রূপের সৃষ্টি করেন। এই একাদশ রূপ সকলেই ব্রহ্মার  
অংশস্বরূপ। এইরূপে একাদশ রূপ ও মরীচি প্রভৃতি দেবর্ষি সমুৎপন্ন  
সমুৎপন্ন হইয়া লোকসৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,  
ভগবন্! আপনি আমাদিগের সৃষ্টি করিলেন; এক্ষণে আমরা কে  
কোনু অবিকারে অবস্থান ও কিরূপে উহা প্রতিপালন করিব এবং কাহার  
কিরূপ ক্ষমতা থাকিবে? তাহা নির্দেশ করিয়া দিন।

দেবগণ এই কথা কহিলে, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে  
সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা উৎকৃষ্ট প্রভাব করি-  
য়াছ; তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা যে বিষয়ের চিন্তা করিতেছ,  
আমরাও ঐ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কি প্রকারে ত্রিলোকের  
নিস্তাণ্ড এবং কিরূপেই বা তোমাদিগের ও আমার বশ রক্ষা হইবে,  
সেই চিন্তাতেই আমি নিগম বুধিয়াছি। অতএব এক্ষণে হুন্, আমরা

সকলে সমবেত হইয়া লোকসাক্ষী অপ্রকাশ্যাক্ষী ভগবান্ নারায়ণের নিকট গমন পূর্বক তাঁহার শরণাগত হই। তিনিই আমাদিগকে সত্বপদেশ প্রদান করিবেন।

ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, দেব ও ঋষিগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ক্ষীরোদ সাগরের উত্তরকূলে গমন পূর্বক বেদশাস্ত্রানুসারে মহা-নিয়ম নামে ঘোরতর তপস্যার আরম্ভ করিয়া একাগ্রচিত্তে উর্দ্ধদৃষ্টি ও উর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে জাগ্রত ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে দেব পরিমাণের সহস্র বৎসর অতীত হইলে, ভগবান্ নারায়ণের এই বেদবেদাঙ্গবিভূষিত স্তম্ভুর বাক্য তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল যে, হে ব্রহ্মাদিদেবগণ! হে তপো-ধনগণ! আমি তোমাদিগকে সত্বপদেশ প্রদান করিতেছি, তোমরা ত্রিলোকের হিতকর মহৎকার্য্য অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছ; আমি তাহা অবগত হইয়াছি; এক্ষণে তোমাদিগের বলবর্দ্ধন করা কর্তব্য। তোমরা আমার আরাধনার নিমিত্ত কঠোর তপস্যার প্রবৃত্ত হইয়াছ। অতএব আমি তোমাদিগকে তাহার অনুরূপ ফল প্রদান করিতেছি, উপভোগ কর। তোমরা সকলে সমবেত হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার উদ্দেশ্য যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক আমার ভাগ কল্পনা কর। তাহা হইলেই আমি তোমাদিগকে অধিকার নির্দেশ করিয়া দিব।

তখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ দেবদেব নারায়ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকল্পচিত্তে বেদোক্ত বিধি অনুসারে ঐক্ষবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা, দেবগণ ও মহর্ষিগণ সকলেই মারাতীত সর্বোন্নত সর্বগামী ভাস্করের ন্যায় ভাস্বর পরম পুরুষ নারায়ণের উদ্দেশ্যে ভাগ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ অলক্ষিতভাবে নভোমণ্ডলে অবস্থান করত দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা যেরূপ ভাগ কল্পনা করিয়াছ, তৎসমুদায়ই আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে আমি তোমাদিগের প্রতি অতিমাত্র প্রীতি ও প্রেমর হইয়া বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তোমরা প্রতিযুগেই প্রভূতদক্ষিণা দানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলভাগী হইবে। এই ত্রিলোকমধ্যে যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, তাহাদিগকে বেদবিধানানুসারে তোমাদিগের নিমিত্ত ভাগ কল্পনা করিতে হইবে। আর এই যজ্ঞে তোমাদিগের যথোচিত আমার নিমিত্ত যিনি যেরূপ ভাগ নির্দেশ করেন, তিনি সেইরূপ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবেন। বেদযথো

আমি এই রূপ ব্যবস্থা সংস্থাপিত করিয়াছি ; তোমরা লোকসমুদায়ের হিতচিন্তা করিয়া থাক ; অতএব এক্ষণে স্বীয় স্বীয় অধিকার অনুসারে লোক সকল প্রতিপালন করিতে সমর্থ হও । এষ্ট জীবলোকে প্রযুক্তিফল-মূলক যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রবর্তিত হইবে, তদ্বারা তোমরা পরিতৃপ্ত হইয়া লোকরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে । তোমরা মানবগণ কর্তৃক সংকৃত হইয়া পরে আমার সংকার করিবে । বেদ, যজ্ঞ ও ষষ্টি সকল তোমাদিগের প্রীতিসাধনার্থ ই নিষ্প্রিত হইয়াছে । এই সকল বস্তু যথানিয়মে ব্যবহৃত হইলেই তোমাদিগের প্রীতিসাধন হইবেক । যাবৎ কল্মষ না হয়, তাবৎ তোমরা স্ব স্ব অধিকারে অবস্থিতি করিবে । অতএব এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব অধিকারানুসারে লোকরক্ষার নিযুক্ত হও । মরীচি, অজিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন । ইহারা সকলেই বেদবেত্তা, বেদাচাৰ্য্য ও কর্মবিশারদ । ইহারা প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন । যাহারা যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাদিগের এই পথ নির্দিষ্ট হইল । এক্ষণে নিবৃত্তিমার্গানুসারীদিগের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । সনৎ, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন । ইহাদিগের বিজ্ঞানবল স্বতঃসিদ্ধ ; ইহারা সকলেই নিবৃত্তিপূর্ণাবলম্বী । ইহারা যোগ ও সাংখ্যজ্ঞানবিশারদ, মোক্ষধর্মের আচাৰ্য্য ও মোক্ষধর্মপ্রবর্তক । প্রকৃতি হইতে অহংকার, সত্ত্বা-দিগুণত্রয় এবং মহত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে । ক্ষেত্রজ প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ । আমি সেই ক্ষেত্রজ । আমি কর্মীদিগের প্রযুক্তিপথ ও জ্ঞানীদিগের নিবৃত্তি পথস্বরূপ । যে ব্যক্তি যেক্ষণ পথ অবলম্বন করে, তাহার তদনুরূপ ফল লাভ হয় ।

হে হৃদবগণ ! এই প্রজাপতি সকল লোকের গুরু, জগতের আদি কর্ত্তা ও তোমাদিগের পিতাম্বরূপ । ইনি আমার আদেশানুসারে জীবলোকের উপকারে প্রবৃত্ত হইবেন । ব্রহ্মদেব ইহার লালাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন । তিনি ব্রহ্মার আদেশানুসারে লোকের হিতসাধন করিবেন । এক্ষণে তোমরা অবিলম্বে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়া অধিকারানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও । এই ত্রিলোকমধ্যে অচিরং যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ প্রবর্তিত করিয়া প্রাণিদিগের কর্ম, গতি ও নিযুক্তি আবার বিষয় আলোচনা কর । এই সত্যযুগ সকল কাল হইতে শ্রেষ্ঠ ;



এই যুগে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক পশু ছেদন করা নিরাস্ত্র নিষিদ্ধ ; এই যুগে ধর্ম্চারিপন্থ ; এই সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইবে। এই ত্রেতা-যুগে ধর্ম্ম ত্রিপাণ । তখন যার্গযজ্ঞে পশু সকলকে মস্ত্রপূত করিয়া ছেদন করিবার কিছুই বাধা থাকিবে না । ত্রেতাযুগের পর দ্বাপর যুগ । এই যুগে ধর্ম্মের দুই পাদহীন হইবে। তখন পাপ ও পুণ্য তুল্যরূপ আধিপত্য প্রদর্শন করিবে। দ্বাপরের পর কলিযুগ উপস্থিত হইবে। ঐ যুগে ধর্ম্ম একপাদ-মাত্র বিরাজমান থাকিবে।

ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহাকে মনোমগ্ন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, আমাদিগের কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আপনি তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান করুন।

নারায়ণ কহিলেন, হে মহাপুরুষ সকল ! ঐ সময় যোথানে বেদ, যজ্ঞ, তপ, সত্য, ইন্দিয়নিগ্রহ ও অহিংসা থাকিবে, তোমরা সেই স্থানেই ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া অবস্থিতি করিবে। ঐ সময় যোথানে অবস্থিতি করিলে অধর্ম্ম তোমাদিগকে স্পর্শও করিতে না পারে, সেই স্থানে বাস করাই তোমাদিগের কর্তব্য।

ভগবান্ নারায়ণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার সমুদ্রা গ্রহণ পূর্বক তাঁহাকে নমস্কার করত স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। কেবল একমাত্র ব্রহ্মাই নারায়ণকে দর্শন করিবার মানসে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ হরগ্রীব মূর্ত্তি ধারণ পূর্বক ত্রিধণ্ড ও কমণ্ডলু হস্তে গ্রহণ করত সাক্ষ বেদ উচ্চারণ করিতে করিতে ব্রহ্মার সমক্ষে প্রোহৃত হইলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অমিত পরাক্রমশালী হরগ্রীব নারায়ণকে দর্শন করিবামাত্র প্রণাম করিয়া লোকত্রয়ের হিতার্থ ক্লতাজলিপুটে তাঁহার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! তুমি নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে ত্রিলোকের কার্য্যভার বহন কর। তুমি সর্ব্বভূতের স্রষ্টা ও জগতের নিয়ন্তা ; আমি তোমার প্রতি সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যখন দেবগণের কার্য্যভার বহন করা তোমার একান্ত দুঃসাধ্য হইবে, তখন আমি অংশে অবতীর্ণ হইব। ভগবান্ নারায়ণ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মাও তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে নারায়ণ যজ্ঞের অগ্রতাপ গ্রহণ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ

প্রদান দ্বারা স্বয়ং উহার অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন । তিনি স্বয়ং মুমুক্শুদিগের প্রধান গতি নিবৃত্তিমार्গ অবলম্বন করিয়া অনান্য লোকের নিমিত্ত প্রযুক্তি ধর্ম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । তিনি আদি, অন্ত ও মধ্য ; তিনি প্রজা-গণের বিধাতা, পোষ, কর্তা ও কার্য্য । তিনি যুগান্তকালে ত্রিলোক সংহার করিয়া নিদ্রাস্থ অবস্থান, আবার আদিতে জাগরিত হইয়া পুনরায় জগৎ সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । তিনি নিগূণ, অজ, বিশ্বরূপ ও দেবগণের তেজ-বরূপ । তিনি পঞ্চ মহাহূত, একাদশ রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনী-কুমার, বায়ু, বেদ, বেদাঙ্গ যজ্ঞ, তপস্যা, তেজ, যশ, বাক্য ও নদীসমুদায়ের অপিত । তিনি সমুদ্রবাণী, নিত্য, যুগ্মকেশী, ও শাস্ত্বরূপ । জীবগণ তাঁহা হইতেই মোক্ষধর্মের জ্ঞান লাভ করে । তিনি বপর্দী, বরাহ, এক-শূল, ধীমান, বিবসান, হরগ্রীব, চতুর্মূর্তিধারী, পরমগুহ্য, জ্ঞানদ্রব্য, ক্ষয় ও অক্ষয় । তিনি স্ত্রীম্ণ অব্যাহত গতিপ্রভাবে সর্বত্র বিচরণ করিতেছেন । কেবল জ্ঞানচক্ষুদ্বারা সেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারা যায় । হে শিষ্য-গণ ! আমি পূর্বে জ্ঞানবলে এই বিষয় সমস্ত অবগত হইয়াছি ; এক্ষণে আমি তোমাদিগের কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সবিস্তরে কীর্তন করিলাম । অতঃপর তোমরা আমার বাক্যানুসারে বেদপাঠদ্বারা সেই নারায়ণের স্তুতিগান, তাঁহার সেবা ও তাঁহার পূজায় অমুরক্ত হও ।

হে জনমেজয় ! ধীমান মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ কহিলে, তাঁহার পুত্র শুকদেব ও আমরা সকলে তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া ঋক্বেদ পাঠদ্বারা নারায়ণের স্তব করিয়াছিলাম । ইতিপূর্বে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই তাহা আমি কীর্তন করিলাম । আমাদের আচার্য্য বেদবাস পূর্বে আমাদের নিকট এই প্রকার কীর্তন করিয়াছিলেন । যিনি ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ বা কীর্তন করেন, তাঁহার কিছুমাত্র রোগ থাকে না ; প্রভূত তিনি অলৌকিক রূপ-সম্পন্ন ও বলশালী হইয়া থাকেন । এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিলে আত্মর ব্যক্তি রোগ হইতে এবং বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে নিমুক্ত হয় । কামী ব্যক্তির পূর্ণকাম ও দীর্ঘায়ু হয় । বন্ধ্যাত্মীর বন্ধাতাদোষ তিরোহিত হইয়া যায় এবং ব্রাহ্মণগণ সর্কজতা, ক্ষত্রিয়গণ বিজয়শ্রী, বৈশ্যেরা বিপুল ধনসম্পত্তি, শূদ্রেরা সমস্ত সুখ, পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্র এবং কন্যা অভিলষিত পাত্র লাভ করে । গুপ্তিগণ গুপ্তবেদনায় এই স্তব শ্রবণ করিলে, অবিলম্বে পুত্র প্রসব করে । শত্রুরা পশ্চিমদিক এই স্তব পাঠ করিলে, নিক্ষিপে পথাতিক্রমে সমর্থ হয় । ফলতঃ এই স্তব পাঠ করিলে, যে যাহা, বাঞ্ছা

করে, সে অনায়াসে তাহা গ্রাপ্ত হয় । ভক্তেরা মহাত্মা বেদব্যাসের মুখ-  
নির্গত এই নারায়ণমাহাত্ম্য এবং মহর্ষি ও দেবগণের একত্র সমাগম-  
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনায়াসে পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন ।

দ্বিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩৪২ ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যগণের সহিত যে  
সমুদায় নামোচ্চারণ পূর্বক মহাত্মা মধুসূদনকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই  
সমস্ত নামের বখাৰ্থ অর্থ কি ? আপনি তাহা কীর্তন করুন । আমি উহা  
শ্রবণ করিয়া শতংকাদীন নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় নির্ম্মল হইব ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্ ! ভগবান্ হরি ধনঞ্জয়ের সমীপে আপ-  
নার গুণ ও কথামুসারে নাম সমুদায়ের যেরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,  
তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । একদা মহামতি অৰ্জুন বাসুদেবকে  
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে কেশব ! তুমি সৰ্ব্ভূতের স্বষ্টিকর্ত্তা ও  
সৰ্বলোকের অভয়দাতা এবং ভূত, ভবিষ্য ও বৰ্ত্তমান এই কালত্রয়ের  
অধিপতি । তুমিই সকল লোকের অভয়দাতা ; এক্ষণে মহর্ষিরা বেদ ও  
পুরাণ মध्ये তোমার যে সকল গুণকর্ম্মামুরূপ নাম কীর্তন করিয়াছেন,  
আমি তৎসমুদায়ের প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে নিতান্ত অভিলাষী হই-  
য়াছি ; অতএব তুমি উহা কীর্তন কর । তুমি ভিন্ন আর কেহই উহা ব্যক্ত  
করিতে সমর্থ নহে ।

বাসুদেব কহিলেন, অৰ্জুন ! মহর্ষিরা বেদচতুষ্টয়, উপনিষৎ, পুরাণ,  
হ্যোতিষ, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র ও আয়ুর্কর্মে আমার অনেক নাম কীর্তন  
করিয়া গিয়াছেন । ঐ সকল নামের মধ্যে কতকগুলি গুণসম্ভূত ও কতক-  
গুলি কর্ম্মসম্ভূত । তুমি আমার অর্জুজস্বরূপ ; অতএব এক্ষণে তুমি  
আমার কর্ম্মসম্ভূত নাম সকলের অর্থ অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । সেই  
নির্গুণ গুণস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার । তাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মা ও ক্রোধে  
কুর্জ উৎপন্ন হইয়াছেন ; তিনি স্থাবরজঙ্গমাস্থক সমস্ত বিশ্বের কারণ এবং  
অষ্টাদশ গুণযুক্ত সত্ত্বস্বরূপ । তিনি আমার উৎপত্তিস্থান ; তিনিই ভূলোক ও  
ছালোকরূপে লোক সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । তিনি কক্ষক  
ও চিন্মাত্রস্বরূপ । তিনি সৰ্বলোকের আত্মা ও সারস্বা, তাহা হইতেই  
সৃষ্টিস্থিতি, প্রলয় হইতেছে । তিনি তপ, যজ্ঞ, যাজ্ঞিক, চিরন্তন পুরুষ ও

বিরাট । যিনি লোকের সৃষ্টিসংহার কর্তা অনিরুদ্ধ । ব্রহ্মার রাত্রি অতীত হইলে তাঁহারই অনুগ্রহে একটি পদ প্রাপ্ত হইত হয় এবং তাঁহারই প্রমাদে ঐ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন । অনন্তর ব্রহ্মার দিবস অতিবাহিত হইলে, ঐ দেবদেব অনিরুদ্ধের ক্রোধ হইতে লোকসংহারক রুদ্র প্রাপ্ত হন । এই-রূপে ব্রহ্মা ও রুদ্র অনিরুদ্ধের প্রসন্নতা ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন । ফলতঃ অনিরুদ্ধই সৃষ্টি সংহারের কর্তা ; ব্রহ্মা ও মহেশ্বর কেবল তদ্বিশেষের নিমিত্তমাত্র । জটাজুটারী শ্মশানালয়বাসী কঠোর ব্রতপরায়ণ পরমযোগী ভীষ্মমূর্তি দক্ষ-যজ্ঞবিনাশক সূর্য্যের নেত্রোৎপাটক রুদ্রদেব নারায়ণেরই অংশস্বরূপ ; আমি সকলের আত্মা, রুদ্রদেব আবার আমার আত্মস্বরূপ । এই জন্যই আমি তাঁহারে অর্চনা করিয়া থাকি । যদি আমি তাঁহার অর্চনা না করি, তাহা হইলে কেহিঁ আমার মংকার করিবে না । আমি যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছি, সকলে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে, নিয়ম সমুদায় সকলেরই আদরণীয় হয় ; এই নিমিত্ত আমি সর্বসামান্যকে আত্মার পূজায় নিরত করিবার বাসনার রুদ্রদেবের পূজার নিয়ম করিয়াছি । যিনি রুদ্রদেবকে জ্ঞাত আছেন, তিনি আমাকেও জানেন ; যিনি তাঁহার অনুগত, তিনি আমারও অনুগত । রুদ্র ও আমি আমার উভয়েই একাত্মা । আমরা আত্মরূপে সমুদায় ব্যক্তিতে অবস্থান পূর্ব্বক উহাদিগকে কার্য্য সকলে প্রার্থিত করিয়া থাকি । রুদ্রদেব ব্যতিরেকে আর কেহই আমাদের বর প্রদান করিতে পারে না । আমি এই বিবেচনা করিয়া সন্তানের জন্য ভগবান্ রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলাম । আমি আত্মস্বরূপ রুদ্রদেব ভিন্ন আর কোন দেবতাকেই প্রণাম করি না । ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও মহর্ষিগণ সকলেই ত্রিকালজ্ঞ সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বপূজ্য নারায়ণকে পূজা করিয়া থাকেন । অতএব তুমিও এক্ষণে শরণাগতবৎসল, হব্যকব্য-ভোক্তা বরদাতা হরিকে নমস্কার কর ।

এই জগতে মদীয় ভগবৎ শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভক্ত ; তন্মধ্যে একান্ত অনু-রক্ত ব্যক্তিরাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তাহারা আমা ভিন্ন আর অন্য দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয় না । আমিই উহাদিগের অনন্যগতি । তাহারা নিকাগ হইয়া সমুদায় কার্য্য সংসাধন করে । অবশিষ্ট শ্রেণীত্রয়ের ভক্তেরা ফলকামনা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে ; সুতরাং চরমে তাহাদিগকে ভ্রমঃপতিত হইতে হয় । জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । তাহারা ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মা ও মহাদেব প্রভৃতি অন্যান্য

দেবতার অর্চনা করিয়াও চরমে আমরা প্রাপ্ত হই ; এই আমি ভোমার নিকট ভক্তের বিষয় কীর্তন করিলাম । তুমি ও আমি আমরা উভয়ে নর নারায়ণ । আমরা কেবল পৃথিবীর ভারলাষের জন্য মানবদেহ ধারণ পূর্বক মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি । আমি যে ও যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি । অধ্যাত্মযোগ, মোক্ষার্থ ও লোকের মঙ্গলকর কার্য্য সকলই আমার বিদিত আছে । আমি মনুবাগণের একমাত্র আশ্রয় স্থান ।

সলিল নর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ; এই কারণে উহার নাম নারায়ণ । ঐ সলিল পূর্বে আমারই অয়ন, অর্থাৎ আশ্রয় স্থান ছিল বলিয়া আমার নাম নারায়ণ হইয়াছে । বায়ু শব্দের অর্থ নিবাস ও দেব শব্দের অর্থ প্রকাশক । আমি সূর্য্য স্বরূপ হইয়া করনিকর দ্বারা সমুদায় জগৎ প্রকাশিত করি এবং সমস্ত জীব আমাতেই বাস করে, এই জন্য আমার নাম বায়ু-দেব । বিষ্ণু শব্দের অর্থ গতি, উৎপাদক, ব্যাপক, দীপ্তিমান এবং প্রবেশ ও নির্গমের স্থান । আমি জীবগণের একমাত্র গতি ও জনরিতা ; আমি এই জগতে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি ; আমার কান্তি সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ বল এবং আমি হইতে সমস্ত জীব সন্তত ও পুনরায় আমাতে লীন হইতেছে ; এই জন্যই আমার নাম বিষ্ণু হইয়াছে । মনুষ্যেরা দমণ্ডল দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিবার মানসে ত্রিলোকস্বরূপ আমারে কামনা করিয়া থাকে ; এই কারণেই আমার নাম দামোদর হইয়াছে । পৃথ্বী শব্দের অর্থ বেদ, জ্ঞান, অন্ন ও অমৃত । ঐ বেদাদি পদার্থ সকল আমার গর্ভমধ্যে অবস্থিত আছে বলিয়া আমার নাম পৃথ্বীগর্ভ হইয়াছে । মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে, একত ও দ্বিত এই উভয়ে ত্রিতকে কূপ মধ্যে নিপাতিত করিলে, ত্রিত হে প্রসিদ্ধ ! আমারে উদ্ধার কর, এই বলিয়া আমার নামোচ্চারণ করাকে উদপান হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল । সূর্য্য, অনল ও চন্দ্রের যে সকল করজাল প্রকাশিত হয়, তৎসমুদায় আমার কেশরূপ ; এই জন্য ব্রাহ্মণেরা আমারে কেশব নামে নির্দেশ করিয়াছেন । মহামতি উত্থা স্বীয় ভার্য্যাতে গর্ভাধান করিয়া গ্রহান করিলে, একদা বৃহস্পতি সেই উত্থা ভার্য্যার সহবাস বাসনার তাঁহার নিকট উপনীত হইয়াছিলেন । বৃহস্পতি আগমন করিলে, ঐ গর্ভস্থ বালক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহাত্মন ! আমি জননীর গর্ভে অবস্থান করিতেছি ; অতএব আর্পণি আর আমার জননীকে আক্রমণ করিবেন না, গর্ভস্থ বালক এইকথা কহিলে, স্নেহপূর্ণ যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারে এই

বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, যখন ভূমি আমাদের সন্তোগস্থে বঞ্চিত করিলে, তখন তোমারে নিশ্চয়ই জন্মাক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে । অনন্তর কিছুদিন পরে উত্তম্যোর পুত্র বৃহস্পতির শাপপ্রভাবে অন্ধ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিল । ঐ পুত্র জন্মাক্ত হওয়াতে প্রথমে দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত হয় । কিন্তু পরিশেষে সাক্ষবেদ্যাব্যয়ন সমাপন পূর্বক বারম্বার আমার কেশব এই নাম কীর্তন করিয়া চক্ষু লাভ করে । তদবধি তাহার নাম গৌতম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । হে কৌন্তেয় ! কি দেবতা, কি ঋষি, যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে আমার কেশব এই নাম কীর্তন করে, নিশ্চয়ই তাহার সমুদায় অভীষ্ট সিদ্ধ হয় । অনল ও চন্দ্র এই উভয়ে এক স্থান হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই চরাচর বিশ্বসংসার রক্ষা করিতেছে ; উহারা তাপ প্রদান ও পদার্থ প্রকাশন দ্বারা সমুদায় লোককে আনন্দিত করে বলিয়া হ্রীবীনায়ে, কথিত হয় । ঐ অনল ও চন্দ্র আমার কেশবরূপ বলিয়া আমার নাম হ্রীবীকেশ হইয়াছে ।

### ত্রিচছারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩৭৩ ।

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! অনল ও চন্দ্র কীরূপে এক, যোনি হইতে সমুৎপন্ন হইলেন ? এই বিষয়ে আমার, অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি উহা দূর কর ।

কৃষ্ণ কহিলেন, অর্জুন ! আমি এই স্থলে আমারই প্রভাবসম্বৃত একটি পূর্ববৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । দেবমানে সহস্রযুগ অতিক্রান্ত হইলে স্থাবরজঙ্গমায়ক সমস্ত ভূতের একবার মহাপ্রলয় হইয়া থাকে । সে সময় জ্যোতি, বায়ু ও পৃথিবী কিছুই থাকে না । সমস্ত প্রদেশই গাঢ়তর অন্ধকারে সমাক্ষন্ন হয় । তখন কি দিন, কি রাত্রি, কি কার্য, কি কারণ, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না । কেবল ব্রহ্মরূপ জলরাশি চারদিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে । এইরূপ অবস্থায় অজর অমর ইন্দ্রিয়শূন্য ইন্দ্রিয়াতীত অযোনিগম্বৃত সত্যস্বরূপ অকিঞ্চক চিন্তামণিস্বরূপ প্রকৃতিবিশেষপ্রবর্তক সর্বব্যাপী সর্বপ্রভা ঐশ্বর্যাদি গুণের একমাত্র আশ্রয় প্রকৃতি হইতে অবিনাশী নারায়ণ প্রাভূত হন । এই স্থলে, প্রকৃতিগলক একটি দৃষ্টান্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

মহাপ্রলয়কালে কি দিন, কি রাত্রি, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুমাত্র ছিল

না। কেবল বিশ্বব্যাপী প্রকৃতিই বিরাজিত ছিলেন; তিনিই বিশ্বস্বরূপ নারায়ণের রাত্রিস্বরূপ।

তদনন্তর প্রকৃতি সমুত্ত হইয়া হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। সেই ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিবার বাসনা করিয়া নেন্দ্রিয় হইতে অগ্নি ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন। পরে ক্রমশঃ সমুদায় প্রজা সৃষ্টি হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ বিভাগ করিত হইল। চন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং অগ্নি ক্ষত্রিয় স্বরূপ হইলেন। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ যে গুণবিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেন, ইহা সর্বলোকপ্রত্যক্ষ। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী কেহই নহে। ব্রাহ্মণের মুখে হোম করিলেই প্রজ্বলিত ছত্ৰাশনে আহুতি প্রদান করা হয়। এই জন্যই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভূত সমুদায় সৃষ্টি করিয়া লোক সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। যে অগ্নিকে যজ্ঞের মন্ত্র, হোতা, কর্তা এবং দেব ও মনুষ্যাদি সর্বলোকের হিতসাধক বলিয়া বেদমন্ত্র ও শ্রুতিতে নির্দেশ করিয়াছে, সেই অগ্নি ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। যেমন মন্ত্র ভিন্ন আহুতি প্রদত্ত ও পুরুষ ভিন্ন তপ অনুষ্ঠিত হয় না, সেইরূপ অগ্নিভিন্ন বেদ, দেবতা, মনুষ্য ও ঋষিগণের পূজা হয় না; এই জন্যই অনল হোতা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। মনুষ্যগণমধ্যে ব্রাহ্মণেরই হোতাকার্য্যে অধিকার আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র অধিকার নাই। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণেরা অগ্নিস্বরূপ। যজ্ঞ সমুদায় দেবগণের তৃপ্তিসাধন করে। দেবগণ যজ্ঞে পাকীভূত হইয়া পৃথিবী প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া ব্রাহ্মণমুখে আহুতি প্রদান করিলেই পৃথিবী রক্ষিত হইতে পারে। যিনি ব্রাহ্মণমুখে আহুতি প্রদান না করেন, তাঁহার প্রজ্বলিত ছত্ৰাশনে হোম করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণেরা এই জন্যই অগ্নি বলিয়া কথিত হন। বিধানেরা অগ্নির আরাধনা করিয়া থাকেন; বিষ্ণুরূপী অগ্নি সর্ব প্রাণীতে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই স্থানে সনৎকুমার যেরূপ আশ্রমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, শ্রবণ কর। সকলের আদিভূত ভগবান্ ব্রহ্মা সর্বপ্রাণে সকল লোকের সৃষ্টি করেন। কিন্তু ঐ সমুদায় লোকমধ্যে ব্রাহ্মণেরাই বেদপাঠ পূর্বক স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ঠৈষ্ঠ্য যেরূপ গব্যাদি ধারণ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের বুদ্ধি, বাক্য, কর্ম, প্রজা ও তপস্যা ভূলোক ও হ্যালোক ধারণ করিতেছে। সত্য অপেক্ষা ধর্ম, মাতার তুল্য গুরু এবং ব্রাহ্মণের তুল্য উৎকৃষ্ট জীব আর কেহই নাই। যে প্রদেশে ব্রাহ্মণগণ বৃত্তিবিহীন

হইয়া অবস্থান করেন, তথায় বৃষপ্রভৃতি বাহন সমুদায় কাহারেও বহন করে না ; যন্ত্র সমুদায় সমাক্ষ পরিচালিত হয় না এবং তথাকার লোক সমুদায় উৎসন্ন ও দস্যবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে । বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে কীর্তিত আছে যে, সৰ্ব্বকর্তা লোকের হিতকারী বরপ্রদ ব্রাহ্মণেরা নারায়ণের বাক্য সংযমকালে মুখ হঠতে প্রাকৃত হইয়াছেন । ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্য বর্ণসমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে । ব্রাহ্মণই দেবাসুরগণের সৃষ্টিকর্তা । আমি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ঐ ব্রাহ্মগণকে উৎপাদন করিয়াছি এবং আমিই দেবাসুর ও মহর্ষিগণের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করি ।

ব্রাহ্মণের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য ! দেখ, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র অহল্যার সত্যত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া গৌতমের শাপে তাহার মুখমণ্ডল হরিদ্বর্ণ শূন্যজালে সমাকীর্ণ এবং মহর্ষি কৌশিকের অভিষাপে তাহার মুখ নিপতিত ও পুষ্কিশেষে মেঘবৃষদ্বারা তাহার বৃষণ নিষ্প্রিত হয় । সর্জাতি রাজার বজ্রস্তলে মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদানে কৃতসংকল্প হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপে সমুদ্যত হইয়া তাহার শাপপ্রভাবে স্তম্ভিতবাহ হইয়াছিলেন ।

প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞবিনাশ নরক্কন সাত্তিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তপোমুষ্ঠান পূর্বক কত্বের লগাটদেশে একটী নেত্র উৎপাদন করিয়া দিয়াছেন । যখন ক্রুদ্ধ ত্রিপুণ্ড্রকে বধ করিবার নিমিত্ত দাক্ষিণ্য হইল, তখন ভৃগুনন্দন জ্বীয় মন্তক হইতে জটা উৎপাটন পূর্বক কত্বের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, উহা হইতে ভূজঙ্গ সমুদায় প্রাকৃত হয় । সেই সকল ভূজঙ্গ ক্রুদ্ধদেবকে বারম্বার দংশন করিতেই ক্রুদ্ধের কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে । কেহ কেহ বলেন যে, পূর্বে স্বায়ম্ভুব মধুস্তরে নারায়ণ হস্তদ্বারা মহাদেবের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়াছে ।

দেবগুরু বৃহস্পতি অমৃতোৎপাদনকালে পুরস্চরণ করিবার নিমিত্ত যখন জলে আচমন করেন, তখন জল কিতান্ত কলুষিত ছিল, তদর্শনে বৃহস্পতি সাত্তিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রকে এই বলিয়া, শাপ প্রদান করিলেন যে, আমি পুরস্চরণার্থ আচমন করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি এক্ষণে শুষ্ক হইলে না ; অতএব অদ্যাবধি মৎস্য, কচ্ছপ, ও মকর প্রভৃতি জলজন্তু সকল তোমারে কলুষিত করিবে । সেই অবধি সমুদ্র নানাবিধ জলজন্তুতে সমাকীর্ণ রহিয়াছে । পূর্বে বিশ্বরূপ নামে তৃতীয় পুত্র দেবগণের পুরোহিত হইয়াছিলেন । উহার অন্য নাম ত্রিশিরা ; তিনি অসুরগণের ভাগিনেয় হইয়াও তাহাদিগকে গোপনে এবং হৃদযত্নাদিগকে প্রকাশ্যভাবে



বজ্রভাগ প্রদান করিতেন। অনন্তর একদা অনুরগণ হিরণ্যকশিপুকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বরূপের মাতার নিকট গমন পূর্বক তাঁহারে কহিলেন, ভগিনি! তোমার পুত্র ত্রিশিরা বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত হইয়া তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে এবং আমাদিগকে গোপনে বজ্রভাগ প্রদান করিতেছেন। এই কারণে ক্রমে ক্রমে আমাদের বলক্ষয় এবং দেবগণের বল বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব ত্রিশিরা স্বাহাতে দেবপক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক আমাদের পক্ষ অবলম্বন করেন, তুমি সত্ত্বের তাহার উপায় বিধান কর।

তখন বিশ্বরূপের মাতা ভ্রাতৃগণের বাক্য শ্রবণে তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া নন্দনকাননস্থিত স্বীয় পুত্র বিশ্বরূপের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি কি জন্য শত্রুপক্ষের বলবর্দ্ধন ও মাতুলপক্ষ বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইয়াছ? একপ কার্যের অনুষ্ঠান করা তোমার নিতান্ত অকর্তব্য। বিশ্বরূপের মাতা এই কথা কহিলে, তিনি মাতৃবাক্য তিনান্ত অনুন্নজ্ঞানীর বিবেচনা করিয়া দেবপক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক দানবরাজ হিরণ্যকশিপু নিকট উপনীত হইলেন। বিশ্বরূপ সমাগত হইবামাত্র হিরণ্যকশিপু বক্ষপুত্র বশিষ্ঠদেবকে পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহাকে হোতৃপদে নিযুক্ত করিলেন। তখন বশিষ্ঠদেব হিরণ্যকশিপুকে কহিলেন, দানবরাজ! যখন তুমি আমারে পরিত্যাগ পূর্বক অন্য ব্যক্তিকে হোতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলে, তখন তোমার বজ্র কদাচ পরিসমাপ্ত হইবে না এবং তুমি অপূর্ণ জন্ত কর্তৃক নিহত হইবে। দানবেশ্র হিরণ্যকশিপু সেই ব্রহ্মশাপনিবন্ধন অবলম্বে নৃসিংহমূর্ত্তি নারায়ণ কর্তৃক নিহত হইল।

দানবরাজ হিরণ্যকশিপু এইরূপে নিহত হইলে, বিশ্বরূপ মাতুলকুলের বলবর্দ্ধন বাসনার ঘোরতর তপোহুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপঃপ্রভাব দর্শনে নিতান্ত ক্ষণিত হইয়া তপোভঙ্গের নিমিত্ত তাঁহার নিকট কতকগুলি অসামান্য রূপলাবণ্যবতী অম্বর প্রেরণ করিলেন। অম্বরাদিগের রূপ দর্শনে বিশ্বরূপের চিত্ত নিতান্ত বিচলিত হওয়াতে তিনি তাহাদের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে অম্বরগণ বিশ্বরূপকে নিতান্ত আসক্ত বিবেচনা করিয়া কহিল, মহাশয়! আমরা স্বস্থানে প্রস্থান করি। বিশ্বরূপ অম্বরাদিগের সেই অশ্লথকর বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কাতর হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কোথায় গমন করিবে; এই স্থানেই আমার সহিত পরম সুখে অবস্থান কর। তখন অম্বরোগণ তাঁহাকে সন্তোষান পূর্বক কহিল, মহর্ষে! আমরা দেবদানব, অম্বর। আমরা ব্রহ্মদাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে ভজনা করিয়া থাকি।

বিশ্বরূপ অপরোগণের এই কথা শ্রবণ করিষামাত্র ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে প্রস্থান কর ; আমি অন্যাই ইন্দ্রাদিদেবগণের বিনাশসাধন করিব । মহাতেজস্বী ত্রিশিরা এই কথা বলিয়া একাগ্রচিত্তে মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই মন্ত্রপ্রভাবে তাঁহার তেজ নিতান্ত পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি এক মুখদ্বারা ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যজ্ঞে আহৃত সমুদায় সোমরস পান, এক মুখদ্বারা অন্ন ভোজন ও অপর মুখদ্বারা ইন্দ্রাদিদেবগণের তেজ হ্রাস করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সোমরসপানে বিশ্বরূপকে পুলকিতনেত্র ও একান্ত বিবর্দ্ধিত অবলোকন করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে কহিলেন, পিতামহ ! বিশ্বরূপ সমুদায় যজ্ঞে সোমরস পান করিতেছে । আমরা একবারে যজ্ঞভাগ লাভে বঞ্চিত হইয়াছি । এক্ষণে অমুরপক্ষ বর্দ্ধিত হইতেছে ও আমরা ক্রমশঃ হীনবীৰ্য্য হইতেছি ; অতএব আপনি অচিরাৎ আমাদের মঙ্গল বিধান করুন । দেবগণ এই কথা কহিলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেবগণ ! মহর্ষি দধীচি অতি কঠোর তপোঅনুষ্ঠান করিতেছেন ; তোমরা তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহারে দেহভাগ করিতে অনুরোধ কর । তোমরা অনুরোধ করিলেই তিনি শরীর পরিত্যাগ করিবেন । তখন তোমরা তাঁহার অস্থি গ্রহণ পূর্বক তদ্বারা বজ্র নির্মাণ করিবে । সেই বজ্র দ্বারা ত্রিশিরার প্রাণ বিয়োগ হইবে ।

পদ্মবোনি ব্রহ্মা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ মহর্ষি দধীচির আশ্রমে গমন পূর্বক তাঁহারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার নিৰ্ব্বিঘ্নে তপোঅনুষ্ঠান হইতেছে ত ? তখন দধীচি তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রণয় করিয়া কহিলেন, দেবগণ ! আমি তোমাদিগের কি কার্য্য সম্পাদন করিব, তাহা ব্যক্ত কর । তোমরা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলিবে, আমি অচিরাৎ তাহা সমাধা ন করিব । তখন দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! জিলোকের হিত-সাধন করিবার নিমিত্ত আপনারকে দেহভাগ করিতে হইবে ।

দেবগণ এই কথা কহিলে, মহাযোগী দধীচি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তথাস্থ বলিয়া আত্মসমাধান পূর্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন । দধীচি তদুভাগ করিলে, ভগবান্ কমলবোনি তাঁহার অস্থিদ্বারা বজ্রান্ত নির্মাণ করিলেন এবং বিষ্ণু সেই বজ্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন । দেবরাজ ইন্দ্র সেই ব্রহ্মাণ্ডসমুদ্ভূত দুর্ভেদ্য বজ্রান্ত প্রহারে বিশ্বকপের শিরশ্চেদন

করিলেন । বিশ্বকর্পের মল্লক ছিন্ন হইয়ামাত্র তাঁহার দেহ হঠাৎ বৃক্শায়  
সমুৎপন্ন হইল । সুরপতি বজ্রাঙ্ক দ্বারা তাঁহারেও অচিরেও বিনষ্ট করি-  
লেন ।

এই প্রকারে দুইটি ব্রহ্মহত্যা সম্পাদিত হইলে, ত্রিদশাধিপতি চন্দ্র  
ভয় প্রযুক্ত সুররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অনিমাди ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে সূক্ষ্ম  
শরীর ধারণ পূর্ব্বক মানস সরোবরসমুদ্ভূত নলিনীর মৃগালমূত্রমধ্যে প্রবিষ্ট  
হইয়া রহিলেন । ত্রিলোকনাথ শটীপতি ব্রহ্মহত্যাভয়ে পলায়ন করিল ।  
জগৎ ঈশ্বরবিহীন হইল । দেবগণের মধ্যে রক্ত ও তমোগুণের আবির্ভাব  
হইয়া উঠিল । মহর্ষিগণের মন্ত্রের প্রভাব রহিল না । চারিদিকে রাক্ষস-  
গণ বন্ধমূল হইতে লাগিল । বেদ উৎসন্নপ্রায় হইল এবং লোকত্রয় বল-  
বীৰ্য্যশূন্য ও সুজেয় হইয়া উঠিল ।

এইরূপে সমস্ত জগৎ নিতান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিলে, মহর্ষি ও দেব-  
গণ একত্র মিলিত হইয়া আয়ুর পুত্র নহষকে দেবরাজ্যে অভিষেক করি-  
লেন । নহষ স্বীয় ললাটস্থিত সর্ষভূতাজোহর প্রজ্জ্বলিত পঞ্চশত  
জ্যোতিপ্রভাবে অনার্য্যাসে স্বর্গ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । তখন  
লোক সকল প্রকৃতিস্থ হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিল । কিছু দিন পরে  
আয়ুপুত্র নহষ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি শটীবাতীত  
ইন্দ্রোপভুক্ত সমুদায় দ্রব্য অধিকার করিয়াছি ; অতএব এক্ষণে শটীকে  
অধিকার করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করি । রাজর্ষি নহষ  
এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রাণীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন  
করত কহিলেন, সুন্দরি ! আমি ইন্দ্রভূ প্রাপ্ত হইয়াছি ; অতএব তুমি  
অর্ঘ্যমাণের ভজনা কর ।

শটী কহিলেন, রাজর্ষি ! তুমি স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরায়ণ ; বিশেষতঃ  
চন্দ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ; অতএব পরস্পরী স্পর্শ করা তোমার  
কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে । নহষ কহিলেন, সুন্দরি ! আমি ইন্দ্রভূ লাভ ও  
ইন্দ্রোপভুক্ত সমুদায় রত্নাদি অধিকার করিয়াছি ; তুমি ইন্দ্রোপভুক্ত ; অত-  
এব তোমাতে অধিকার করিতে আমার কিছুমাত্র অধর্ম্ম হইবে না ।  
তখন শটী মহুষ্যের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া  
তাঁহাকে কহিলেন, মহাত্মন ! আমি এক্ষণে একটি ব্রহ্ম অবলম্বন করি-  
য়াছি ; অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই । কিয়দ্দিন পরে ঐ ব্রহ্ম সমাপ্ত  
হইলেই আমি তোমার নিকট গমন করিব । ইন্দ্রাণী এইরূপ কহিলে,  
রাজর্ষি নহষ গেই স্থান হইতে গমন করিলেন ।

সেই সময় ইন্দ্রাণী নহষভয়ে নিতান্ত ভীত ও একান্ত কাতর হইয়া স্তম্ভাৎ সহিত সাক্ষাত করিবার উপায় উদ্ভাবনার্থ স্বপ্নগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন করিলেন । বৃহস্পতি ইন্দ্রাণীকে নিতান্ত উদ্ভিন্ন দেখিয়া ধ্যানপ্রভাবে তাঁহার অভিশ্রয় জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, মহাভাগে ! তুমি নিরম অবলম্বন পূর্বক দেবী উপশ্রুতিকে আহ্বান কর, তাঁহার প্রভাবেই তোমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হইবে । তখন ইন্দ্রাণী পবিত্রতানিয়ম অবলম্বন পূর্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া উপশ্রুতিকে আহ্বান করিলেন । উপশ্রুতি ইন্দ্রাণীর আহ্বানে অচিরাতঃ তথায় উপনীত হইয়া কহিলেন, ইন্দ্রাণী ! এই আমি তোমার সমীপে সমাগত হইয়াছি ; এক্ষণে আমাকে তোমার কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত কর ।

তখন ইন্দ্রাণী তাঁহাকে প্রগতি পূর্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সত্তাময়ি ! বাহাতে আমার ভদ্ভূদর্শন লাভ হয়, আপনি তাহার উপায় উদ্ভাবন করুন । ইন্দ্রাণী এইরূপ কহিলে, দেবী উপশ্রুতি অবিলাষে তাঁহাকে মানস সরোবরে উপনীত করিয়া, মৃণালগ্রন্থপ্রবিষ্ট ইন্দ্রকে প্রদর্শন করিলেন । ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় সহস্রশিখী শরীকে সাতিশর কুশা দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায় ! কি কষ্ট ! ইতিপূর্বে আমি সর্বলোকের অধিপতি ছিলাম ; কিন্তু আজ আমি এই মৃণালস্তম্ভ-মধ্যে লুকায়িত রহিয়াছি । শচী দেবী আমার অহুসঙ্কান করিয়া দুঃখিত-চিত্তে এত স্থানে সমাগত হইয়াছেন । সচীপতি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করতঃ মৃণালস্থ হইতে বহির্গত হইয়া শচীকে কহিলেন, দেবি ! তুমি এক্ষণে কেমন আছ ? শচী কহিলেন, নাথ ! নরপতি নহষ আমাকে ভাৰ্য্যাভ্যে পরিগ্রহ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছে ; আমিও তাহাকে কিয়দ্দিন অপেক্ষা করিতে কহিয়াছি । শচীনাথ ইন্দ্র শচীর মুখে সেই অপ্রিয় বাক্য্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে ! এক্ষণে তুমি রাজা নহষের নিকট গমন পূর্বক বল, মহারাজ ! ইন্দ্রের মনঃপ্রীতিকর নানাবিধ বাহন আছে ; আমি তাহাতে বহবার অরোহণ করিয়াছি । অতএব এক্ষণে তুমি অপূৰ্ব্ব ঋণিবুক্ত যানে অরোহণ পূর্বক আমাদের আমার আবাদ হইতে আনয়ন কর । ইন্দ্র এইরূপ কহিলে, শচী দেবী পুলকিতমস্তঃকরণে অচিরাতঃ নহষসমীপে গমন করিলেন । বাসবও মৃণালস্তম্ভ-মধ্যে পুনরায় প্রবিষ্ট হইলেন ।

শচী দেবী নহষসমীপে উপনীত হইবামাত্র রাজা নহষ তাঁহাকে দর্শন

করিয়া কহিলেন, সুরসুন্দরি ! তুমি আমাকে কিরূপে দিন অপেক্ষা করিতে কহিয়াছিলে, এক্ষণে কি সেই সময় পূর্ণ হইয়াছে ? শচী কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে আমি আপনাকে ভজনা করিব । কিন্তু আমার মনে একটী অভিলাষ আছে, আপনাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে । আমি ইন্দ্রের সহিত নানাবিধ যানে আরোহণ করিয়াছি ; এক্ষণে তুমি ঋষিযুক্ত যানে আরোহণ পূর্বক আমাকে আমার আবাস হইতে আনয়ন কর ।

ইন্দ্রাণী এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিলে পর রাজা নহষ ঋষিবাহন যানে আরোহণ পূর্বক শচীর নিকট গমন করিতে আরম্ভ করিলেন । কিম্বৎক্ষণ পরে তিনি যানের গতি পরিবর্তিত করিবার জন্য বাহক মহর্ষিগণকে ডাক্তারী করিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক জনের মস্তকে পদাঘাত করিলেন । ঐ মহর্ষির মস্তকে অগত্যা দেন বাস করিতেছিলেন । তিনি আপনার দেহে নহষকে পদাঘাত করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, রে পাপায়ন ! তুই নিতান্ত অকার্য্যের অহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিস । অতএব এক্ষণে আমি তোকে এই বলিয়া অতিশাপ প্রদান করিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তদবধি তুই সৰ্প হইয়া ছায়ায় অবস্থান করিবি । অগত্যা দেব এই কথা কহিবামাত্র নহষ তৎক্ষণাৎ যান হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন ।

রাজা নহষ নিপতিত হইলে, ত্রিলোক পুনর্ব্বার ইন্দ্রশূন্য হইল । তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রের নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত হইয়া কহিলেন, ভগবন্ ! বাসব ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন । আপনি তাঁহাকে এই পাপ হইতে বিমুক্ত করুন । বরদাতা নারায়ণ দেবগণের সেই বাণ্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেবগণ ! এক্ষণে সুরপতি ইন্দ্র বিষ্ণুর উদ্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের অহুষ্ঠান করুন । তাহা হইলে তিনি আপনাক পদলাভে সমর্থ হইবেন । ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা কহিলে, দেবতা ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রকে অশ্বমেধ করিতে আগিলেন ; কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শন পাইলেন না । তখন তাঁহারা শচীকে কহিলেন, স্তম্ভে ! তুমি অচিরে ইন্দ্রকে আনয়ন কর । তখন ইন্দ্রপত্নী সুরায় সেই মানসসরোবরে গমন পূর্বক ইন্দ্রের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিলেন । দেবরাজও শচীর বাণ্য শ্রবণে অবিলম্বে সেই সরোবর হইতে উদ্ধৃত হইয়া, বৃহস্পতির নিকট গমন করিলেন । অনন্তর সুরগুরু দেবরাজের নিমিত্ত এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অহুষ্ঠান করিলেন এবং ঐ যজ্ঞে কৃষ্ণবর্ণ অতি শিথিল এক অশ্ব প্রোক্ষিত করিয়া সেই অশ্বই ইন্দ্রকে আরোহণ

করাইয়া স্বস্থানে উপনীত করিলেন । তখন দেবরাজ একহত্যা হইতে বিমুক্ত  
এবং দেবতা মহর্ষিগণ কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া পরম সুখে দেবলোকে বাস  
করিতে লাগিলেন । তাঁহার সেই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ চারি ভাগে বিভক্ত  
হইয়া বিনীতা, অগ্নি, বৃক্ষ ও গো সমুদায়ে অবস্থান করিতে লাগিল । এই-  
রূপে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণগণের তেজঃপ্রভাবে শত্রুসংহার করিয়া পুনর্বার  
দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন ।

পূর্বে মহর্ষি ভরদ্বাজ আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীতে অবতীর্ণ হইয়া আচমন  
করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু জীবিক্রম রূপ ধারণ করিয়া  
তথায় আগমন করিলেন । মহর্ষি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র মন্দাকিনীর  
জলদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন । বক্ষঃস্থল আহত হইবামাত্র  
তাঁহাতে একটা চিহ্ন অঙ্কিত হইল । তদবধি বক্ষঃস্থল শ্রীংসচিহ্নে অঙ্কিত  
রহিয়াছে । মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপে অগ্নি সর্বভক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

পূর্বে সুরজননী অদिति, সুরগণ এই অন্ন ভোজন করিয়া অসুরগণকে  
সংহার করিবে, মনে করিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত অন্নপাক করিয়াছিলেন ।  
তাঁহার পাক সমাপ্ত হইলে, বৃষ ব্রত সমাপন করিয়া তাঁহার নিকট আগ-  
মন পূর্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন । অদिति দেবগণের ভোজন না হইলে,  
অন্য ব্যক্তি অগ্রে সেই অন্ন ভোজন করিতে পারিবে না, এই বিবেচনা  
করিয়া তৎকালে বৃষকে ভিক্ষা প্রদান করিলেন না । তখন বৃষ সাতিশয়  
ক্রুদ্ধ হইয়া অদিতিকে অভিশাপ প্রদান পূর্বক কহিলেন, তোমার উদর-  
 মধ্যে একটা ব্যাথা উপস্থিত হইবে ।

ঐজাপতি দক্ষের যে ষষ্টিসংখ্যক হিতা ছিল, তিনি তন্মধ্যে কশ্যপকে  
ত্রয়োদশটি প্রদান করেন । চন্দ্রের পত্নীগণ সকলেই একরূপ লাংগ্যবতী  
ছিলেন ; কিন্তু চন্দ্র একমাত্র রোহিণীর প্রতি একান্ত অশ্রদ্ধা হইয়াছি-  
লেন । চন্দ্রমা রোহিণীর প্রতি একান্ত আসক্ত হওয়াতে তাঁহার অন্যান্য  
পত্নীগণ নিতান্ত দীর্ষাপরবশ হইয়া পিতৃসমীপে গমন পূর্বক কহিলেন,  
পিতা :! আমরা সকলেই তুল্যরূপ রূপলাংগ্যবতী ; কিন্তু নিশানাথ এক-  
মাত্র রোহিণীর প্রতি সমধিক প্রীতি প্রদর্শন করিতেছেন । কন্যাগণ এই-  
রূপ দুঃখে প্রকাশ করিলে, ঐজাপতি দক্ষ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,  
অদ্যাবধি চন্দ্র যক্ষারোগে সমাক্রান্ত হইবে । অনন্তর চন্দ্র ঐজাপতি  
দক্ষের শাপপ্রভাবে যক্ষারোগাক্রান্ত হইয়া দক্ষের নিকট উপস্থিত হই-  
লেন । তখন দক্ষ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি আমার  
কন্যাগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর নাই ; এই কারণে আমি

তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছি। ঐ সময় ঋষিগণ নিশানাথকে স্বীণ হইতে দেখিয়া কহিলেন, চন্দ্র ! তুমি যক্ষারোগপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে স্বীণ হইতেছ; অতএব পশ্চিম সমুদ্রের সমীপবর্তী হিরণ্যসরোবর তীর্থে গমন পূর্বক অবগতন কর; তাহা হইলেই এই রোগ হইতে মুক্তলাভ করিতে পারিবে।

তখন ভগবান্ চন্দ্রমা ঋষিগণের বাক্যামুসারে হিরণ্য সরোবরতীর্থে গমন পূর্বক জ্ঞান করিয়া শাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন। তিনি ঐ তীর্থজলে জ্ঞান করিয়া দীপ্তিশালী হইয়াছিলেন বলিয়া, তদবধি ঐ তীর্থ প্রভাসনামে প্রথিত হইয়াছে। দক্ষের সেই শাপপ্রভাবে অদ্যাপি ভগবান্ নিশানাথ প্রতিপোর্ণমাসীর পর প্রতিদিবস এক কলা পরিহীন হইয়া অশ্রাবস্যায় সম্যক্ অপ্রকাশিত হন। ঐ শাপপ্রভাবে অদ্যাপি তাঁহার দেহে মেষলেখা-সদৃশ শশলাঙ্ঘন স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্বে এক দিন স্মূলশিরা নামক এক মহর্ষি সূমেরুশৈলের উত্তর পূর্ব-দিকে ঘোরতর তপোমুষ্ঠান করিতেছিলেন, ইচ্ছাবশরে পবিত্র সমীরণ প্রবাহিত হইয়া তাঁহার দেহ স্পর্শ করিল। তিনি তপঃক্রেশে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া, স্মূলকল বায়ু স্পর্শ হওয়ার্তে পরম প্রীত হইলেন। মহর্ষি সমীরণস্পর্শজনিত প্রীতি প্রকাশ করিলে, বনস্পতিগণ বায়ুর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া মহর্ষিকে কুসুমশোভা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তদর্শনে মহর্ষি তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, তোমরা অদ্যাবধি আর সর্বসময়ে কুসুমশোভা প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

পূর্বকালে ভগবান্ নারায়ণ ত্রৈলোক্যের হিতসাধনার্থ বড়বামুখনামে মহর্ষি হইয়া সূমেরু পর্বতে তপোমুষ্ঠান করিতে করিতে সমুদ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু সমুদ্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল না। তখন তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় রোমজ গাভ্রোস্তাপে সমুদ্রজল স্তিমিত এবং স্বেদজল সদৃশ লবণাক্ত করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে নদীনাথ! আজি অবধি তোমার সলিল অপের হইল। কেবল যখন বড়বামুখ অনল তোমার জল পান করিবে, তখন তোমার সলিল সুস্থ হইবে। এইনিমিত্ত অদ্যাপি কেবল বড়বামুখ অনলই সাগরজল পান করিয়া থাকে।

পূর্বকালে ভগবান্ রুদ্রদেব হিমাচলসমীপে তাঁহার কন্যা পার্বতীর পানিগ্রহণাভিলাষ প্রকাশ করাত হিমাচল তাঁহার প্রার্থনার সম্বন্ধ হইয়াছিলোনা, হিমাচল রুদ্রদেবকে কন্যা প্রদানে অস্বীকার করিলে,

মহর্ষি ভৃগু তাঁহার নিকট আগমন পূর্বক কহিলেন, হে গিরিজাজ ! তুমি আমাকে তোমারই কন্যাটী সম্প্রদান কর । হিমালয় কহিলেন, মহর্ষে ! আমি ব্রহ্মদেবকে কন্যা সম্প্রদান করিব\* বলিয়া অবধারণ করিয়াছি । হিমালয় এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু রোষভরে তাঁহারে কহিলেন, যখন তুমি আমাকে প্রণাথান করিলে, তখন আমার শাপপ্রভাবে আজি অবধি আর তুমি রত্নভাজন হইবে না । অদ্যাবধি সেই মহর্ষির বাক্য প্রভাবে হিমালয় রত্নবিহীন হইয়া রহিয়াছেন ।

হে অর্জুন ! ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য এইরূপ অনির্বচনীয় । অগ্নিরগণ ব্রাহ্মণের প্রসাদবলেই এই সমস্ত পৃথিবী উপভোগ করিতেছেন । এইরূপে ব্রহ্মরূপ অনল ও সৌম্যকর্তৃক বিশ্বসংসার রক্ষিত হইতেছে ।

অনলরূপ সূর্য ও চন্দ্র সর্বদা এই জনপদের হর্ষবিধান করিতেছেন । তাঁহারা আমার চক্ষু এবং তাঁহাদের করনিকর আমার বেশস্বরূপ ; এই নিমিত্ত আমি ছবীকেশ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি । আমি মস্তককর্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া যজ্ঞভাগ হরণ করি এবং আমার বর্ণ হরিণ্যগিরি ন্যায় ; এই নিমিত্ত লোকে আমাকে হরি বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে । আমি সর্বলোকের পামস্বরূপ এবং আমি হইতেই ঋত অর্থাৎ সত্যের বিচার নিম্পত্তি হয় ; এই কারণে ব্রাহ্মণেরা আমাকে ঋতধামা বলিয়া নির্দেশ করেন । পূর্ব আমি রসাতলগত গোরুপথর বহু-ক্লমার উদ্ধারসাধন করিয়াছিলাম । এই জন্য দেবগণ পৌষিক নাম উচ্চারণ পূর্বক আমার স্তব করিয়া থাকেন । শিপি অর্থাৎ তেজঃ-প্রকাশ করিয়া সমুদার পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া থাকি ; এই নিমিত্ত আমার নাম শিপিবিষ্ট হইয়াছে । মহর্ষি জাম্ব সকল যজ্ঞে আমাকে ঐ গূঢ় নামে স্তব করিয়া আমার অমুগ্রহে পাতালগত নিরুক্ত শাস্ত্রের উদ্ধার করিয়াছেন । আমি সত্য প্রাণিগণের শরীর মধ্যে আত্মরূপে অবস্থান করি । কোন কালে জন্মগ্রহণ করি নাই এবং করিবও না ; এই জন্য পণ্ডিতগণ আমাকে অম বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । আমি কখন ক্ষুদ্র, অশ্লীল অথবা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই এবং সৎ অসৎ সমুদায় আমাতে বিনিবেশিত রহিয়াছে ; এই কারণে ব্রহ্মলোকবাসী মহর্ষিরা আমাকে সত্য বলিয়া নির্দেশ করেন । আমি কদাচ সত্ত্বগুণ হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই ; আমি হইতেই সত্ত্বগুণ সৃষ্ট হইয়াছে । আমি সর্বদা পাপ-বিহীন হইয়া সত্ত্বগুণ সহকারে নিম্নম কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং জ্ঞানবান্ বাক্তিরা সত্ত্বগুণময় জ্ঞান দ্বারাই আমাকে দর্শন করিয়া থাকেন ;



এই নিমিত্ত আমি সাত্ত্বতনামে বিখ্যাত হইরাছি। আমি লাক্ষণকুলক-  
রূপী হইয়া পৃথিবী কর্ষণ করি এবং আমার বর্ণও কৃষ্ণ এই জন্য আমার  
নাম কৃষ্ণ। আমি অকৃষ্টিতচিত্তে জলের সহিত পৃথিবীকে, বায়ুর সহিত  
আকাশকে ও তেজের সহিত বায়ুকে মিলিত করিয়াছি; এই নিমিত্ত  
পতিতগণ আমাকে বৈকুণ্ঠ নামে কীৰ্ত্তন করেন। আমি কখনই নির্বাণ-  
স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে চ্যুত হই নাই; এই জন্য আমার নাম অচ্যুত।  
অধশ্বে পৃথিবী, অক্ষশ্বে আকাশ ও জশ্বে ধারণকর্তা। আমি তেজঃ-  
প্রভাবে পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমার নাম অধো-  
ক্ষজ হইরাছে। শন্দার্থচিন্তাপরায়ণ বেদজ্ঞ পতিতগণ বজ্রশালার উপবে-  
শন করিয়া আমার অধোক্ষজ নাম উচ্চারণ পূর্বক স্তব করিয়া থাকেন।  
পূর্বৈমহর্ষিরা একাত্মচিন্তে কহিয়াছিলেন যে, ভগবান্ বাহুদেবভিন্ন  
আর কাহাকেও অধোক্ষজ বলিয়া সম্বোধন করা যায় না। প্রাণিগণের  
প্রাণধারণের হেতুভূত স্তুত আমার তেজঃস্বপ; এই নিমিত্ত বেদবিৎ  
পতিতগণ আমাকে হৃতাচ্ছি বলিয়া নির্দেশ করেন। পিত, স্নেহা ও বায়ু  
এই ত্রিবিধ কর্ষজ ধাতু প্রভাবেই প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষা হয়। ঐ ধাতু-  
ত্রয়ের ক্ষয় হইলেই প্রাণিগণ ক্ষীণ হইয়া যায়। আমি সেই তিন ধাতু-  
স্বরূপ হইয়া প্রাণিগণের শরীরে অবস্থান করিয়া থাকি; এই কারণে  
আমুর্বেদজ পতিতগণ আমাকে ত্রিধাতু বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। ভগবান্  
ধর্ম লোকসমাজে বৃষনামে বিখ্যাত আছেন। এই কারণে নৈর্ঘণ্টক-  
নামক বৈদিক কোষে আমাকে বৃষনামে নির্দিষ্ট করিয়াছে। পতিতগণ  
কপি শব্দে বরাহশ্রেষ্ঠ ও বৃষশব্দে ধর্ম বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন, এই কারণে  
ভগবান্ কণ্যাপ্রজাপতি আমাকে বৃষাকপি নাম প্রদান করিয়াছেন। কি-  
দেবগণ, কি অসুরগণ, কেহই আমার আদি, মধ্য ও অন্ত অবগত হইতে  
সমর্থ হন না, এই জন্য পতিতগণ আমাকে অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত বলিয়া  
কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন। আমি গালাপ্পর্শনা করিয়া পবিত্র বাবু সমুদার  
প্রবণ করি; এই জন্য আমি শুচিত্রবা নাম ধারণ করিয়াছি। পূর্বৈ  
আমি একদণ্ড ও ত্রিকুদ বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই ধরিত্রীর উদ্ধার  
করিয়াছিলাম, এই জন্য আমার নাম একশৃঙ্গ ও ত্রিকুদ নামে বিখ্যাত  
হইয়াছে।

সাংখ্যশাস্ত্রজ পতিতগণ বাহাকে বিরিকি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,  
উদার সহিত আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ঐ পতিতেরা আমাকে  
বিদ্যাগদ্যবান্ আদিভামণ্যহ কপিল বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। যে মহাত্মা

বেদমধ্যে সংস্কৃত হইয়া থাকেন এবং যিনি ভক্তিয়োগ দ্বারা পূজিত হন, আমিই সেই হিরণ্যগর্ভ । আমি একবিংশতি সহস্র শাখাবিশিষ্ট ঋগ্বেদ, বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ গীত আরাধ্যক বেদমধ্যে সহস্রশাখাসম্পন্ন সামবেদ, ষট্পকোণত অষ্ট ও সপ্তত্রিংশত শাখাসম্পন্ন যজুর্বেদ এবং মারগোচ্চাটিন-প্রভৃতি আভিচারিক কার্য্য পরিপূর্ণ পঞ্চকর্মীশ্বর অথর্ব বেদস্বরূপ । বেদ-মধ্যে যে সকল শাখাভেদ নির্দিষ্ট আছে, ঐ সকল শাখায় যে সমস্ত গীত নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং ঐ সমুদায় গীতের যে সমস্ত স্বর ও বর্ণোচ্চারণ প্রণালী বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই মৎকৃত । আমি বরদাতা হরগ্রীব ; আমি বেদপাঠের পদবিভাগ ও অক্ষরবিভাগ সম্পূর্ণরূপে বিদিত আছি । হহা! পাক্ষাগ আমারই প্রসাদে বামদেব হইতে বেদপাঠের পদবিভাগ শিক্ষা করিয়াছিলেন । বাভবাগোত্রসমুৎপন্ন মহর্ষি গালব আমারই পূর্ব-মূর্তি নারায়ণ হইতে বরলাভ ও অত্যাৎকৃষ্ট যোগলাভ করিয়া সর্বাণ্ডে বেদের পদবিভাগ ও শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপন করিয়াছিলেন । রাজা ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার মন্ত্রী কওরাক সপ্ত জন্ম মূহুর্ত্তনিত ক্রেশ অনুভব করিয়া পশ্চাৎ আমার প্রসাদে যোগসিদ্ধি লাভ করেন । আমি কোন কারণবশতঃ ধর্ম্মের ঔরসে দুই মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক নর ও নারায়ণ নামে বিখ্যাত হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে ধর্ম্মধানে আরোহণ করত তপোমুষ্ঠান করিয়াছিলাম । ঐ সময় প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞমুষ্ঠান করিয়া উহাতে রুদ্রের যজ্ঞভাগ করনা করেন নাই । তদর্শনে রুদ্রদেব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দধীচির বাক্যানুসারে দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রজলিত শূল নিক্ষেপ করেন । ঐ শূল দক্ষের যজ্ঞধ্বংস করিয়া বদরিকাশ্রমে নারায়ণের সন্নিধানে আগমন পূর্বক মহাবেগে নারায়ণের বক্ষঃস্থলে নিপনিত হইয়াছিল । সেই রুদ্রনির্ম্মিত শূলের প্রথর তেজঃপ্রভাবে নারায়ণের কেশ মুক্ত অর্থাৎ হরিষর্গ হইয়া যার ; এই জন্য আমি মুক্তকেশ নামে বিখ্যাত হইরাছি । অনন্তর সেই রুদ্রশূল মহাজ্ঞান নারায়ণের হস্ত দ্বারা প্রতিহত হইয়া পুনরায় শকরের হস্তে গমন করিল । তখন রুদ্রদেব রোষপরবশ হইয়া নর নারায়ণের প্রতি ধাবমান হইলেন । বিখ্যায়া নারায়ণ রুদ্রকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হস্ত দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ গ্রহণ করিলেন । সেই অবধি রুদ্রের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া গরিয়াছে । নারায়ণ রুদ্রের কণ্ঠ গ্রহণ করিলে, নর রুদ্রকে বিনাশ করিবার অভিলাষে এক সৈন্যবাহিনী গ্রহণ পূর্বক মস্তপুত করিলেন । সৈন্যগণ রুদ্রকে হইবামাত্র পঙ্কজ আকার ধারণ করিল । তখন নর রুদ্রের

কুদ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কুদ্র তৎক্ষণাৎ উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই নিমিত্ত আমি খণ্ডপরন্তু নাম ধারণ করিয়াছি।

অর্জুন কহিলেন, বাহুদেব! কুদ্র ও নারায়ণের সেই লোকজয়বিনাশন সংগ্রামে কে জয়লাভ করিয়াছিলেন; তাহা আমার নিকট কীর্তন কর।

বাহুদেব কহিলেন, অর্জুন! এইরূপে কুদ্র ও নারায়ণ সমরকার্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত লোক ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া উঠিল। তখন হত্যাণন যজ্ঞীয় ঘৃহগ্রহণে পরাভূত হইলেন। মহর্ষিগণের বৃথে বেদ ক্ষুরিত হইল না। রজ ও তমোগুণ দেবগণের অন্তঃকরণ আক্রমণ করিল। আশঙ্কিত সমুদায় পদার্থ নিপতিত হইতে লাগিল। চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল জ্যোতিহীন হইয়া গেল। প্রজাপতি ব্রহ্মা আসন হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। সমুদ্র শুষ্কপ্রায় ও তিমালয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। এই প্রকার হনিমিত্ত সমুদায় প্রভূত হইয়া উঠিলে, সর্ব লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতা ও মহর্ষিগণ সমভিবাংসারে সমরস্থলে সমাগত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে কুদ্রদেবকে কহিলেন, “বিশ্বনাথ! আপনি বিশ্বের হিতানুষ্ঠানার্থ অন্তঃশত্রু সকল পরিত্যাগ করুন। ত্রিলোকের মঙ্গল হউক। যিনি অক্ষর, অব্যক্ত, কূটস্থ, কর্তা, অকর্তা, নির্দন্দ ও লোকপ্রভা; এই নর ও নারায়ণ তাঁহারই, মূর্তি। ইহঁরা একগুণ ধর্ম্মের উরসে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘোরতর তপোানুষ্ঠান করিতেছেন। আমি কোন কারণবশতঃ সেই ব্রহ্মের প্রসন্নতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছি; আর আপনিও তাঁহারই ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব একগুণে আপনি আমার এবং অন্যান্য দেবতা ও মহর্ষিগণের সহিত এই বরদাতা নারায়ণকে প্রসন্ন করুন। শীঘ্র লোকজয়ের শান্তিলাভ হউক।

প্রজাপতি ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, বিশ্বেশ্বর কুদ্রদেব ক্রোধ প্রতিসংহার পূর্বক আদিদেব সর্বপ্রাণী নারায়ণকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মাদিদেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহার অর্চনা করিতে লাগিলেন। তখন ভিত্তিক্রোধ জিতেন্দ্রিয় ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্নতা লাভ করিয়া বিশ্বনাথকে কহিলেন, কুদ্র! যে ব্যক্তি তোমাকে অবগত আছিল, সে আমাকেও জানে। আর যে ব্যক্তি তোমার অনুগত, সে আমারও অনুগত। ফলতঃ আমাদের উভয়ের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এ বিষয়ে তোমার যেন ‘বিপরীতি সংস্কার না জন্মে। আমার বক্ষঃস্থলে

তোমার নিকৃষ্ট শূলের আঘাতে যে চিহ্ন হইয়াছে, অদ্যাবধি উহা শ্রীবৎস নামে বিখ্যাত হইবে, এবং আমি তোমার বর্গ গ্রহণ করাতে উহাতে একটি করচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধন অদ্যাবধি তোমার নাম শ্রীকর্গ হইবে ।

এইরূপে রুদ্রদেব ও নারায়ণ পরস্পর পরস্পরের চিহ্ন উৎপাদন ও সখ্যভাব সংস্থাপন করিলে, দেবগণ প্রফুল্লচিত্তে নর ও নারায়ণের নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন । দেবগণ বিদায় হইলে, তপোবনাগ্রগণ্য নারায়ণ পুনর্বার স্থিরচিত্ত হইয়া তপোমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ।

হে ধনঞ্জয় ! এই আমি তোমার নিকট রুদ্রনারায়ণসূক্তে নারায়ণের বিজয়বৃত্তান্ত এবং মহর্ষিগণনির্দিষ্ট আমার নামের যথার্থ অর্থ সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম । আমি এই প্রকার বিবিধরূপ ধারণ পূর্বক পৃথিবী, ব্রহ্মলোক ও গোলোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকি । তুমি আমারই ভুজ-বলে রক্ষিত হইয়া জয়লাভ করিয়াছ । তোমার যুদ্ধের সময় যিনি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, তিনি দেবদেব রুদ্র । আমি তোমাকে পূর্বেই কহিয়াছি, তিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া কালরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন । তুমি যে সমস্ত শত্রুসংহার করিয়াছ, তিনি অগ্রেই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন । তুমি কেবল উপলক্ষমাত্র । যিনি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং যাহার প্রভাব তোমার অবিদিত নাই, এক্ষণে সেই দেবাদিদেব উদ্যাপত্যিকে পবিত্রচিত্তে নমস্কার কর ।

—\*—

চতুঃচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩৪৪ ।

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে ! মহর্ষিগণ তোমার নিকট এই অপরূপ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া সন্তোষিত হইয়াছেন । একমাত্র নারায়ণকথা শ্রবণ করিলে, যেরূপ ফললাভ হয়, সমুদায় আশ্রমে গমন ও সমুদায় তীর্থে অবগামন করিলেও সেরূপ ফল লাভ হয় না । এই সর্বপাপ বিনাশন পরম পবিত্র নারায়ণকথা আন্যোপাস্ত শ্রবণ করিয়া আমাদের সর্বাপ পবিত্র হইয়াছে । সর্বলোকনমস্কৃত ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাদি দেবতা ও মহর্ষিগণের অঙ্গশ্য । দেবর্ষি নারদ কেবল তাহার অন্তর্গতবশতঃই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন । যাহা হউক, দেবর্ষি নারদ অনির্ভীকদেহে

অবস্থিত ভগবান্ নারায়ণকে দর্শন করিয়াও কি নিমিত্ত পুনরায় নয় ও নারায়ণকে দর্শন করিবার বাসনার ধাবনান হইলেন, তাহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

সৌতি কহিলেন, মহর্ষে ! সপসাত্তের অবসানে অন্যান্য কার্য্য সমুদায় আরম্ভ হইলে, মহারাজ জনমেজয় বেদনিধান ভগবান্ বেদব্যাসের তুলা মহর্ষি বৈশম্পায়নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ! দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের বাক্য চিন্তা করিতে করিতে শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রাতিনি-বৃত্ত হইয়া বদরিকাশ্রমে নয় ও নারায়ণের সহিত কতকাল বাস করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কি কি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে । যেমন দধি হইতে নবনীত ও মলয় হইতে চন্দন সমুদ্ভূত হয়, যেমন বেদ হইতে আরুণ্যক ও ওষধি হইতে অমৃত সমুদ্ভূত হইয়াছে, তদ্রূপ আপনি অসংখ্য উপাখ্যানপ্রপূরিত মহাভারত হইতে এই অমৃতস্বরূপ নারায়ণকথা সমুদ্ভূত করিয়া আমার নিকট কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । ভগবান্ নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ । আমি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ তেজের বিষয় শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি । যখন কল্পান্তে ব্রহ্মাদি দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ষ ও অন্যান্য প্রাণিগণ সেই একমাত্র নারায়ণে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাঁহার তেজ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ হয় সন্দেহ নাই । ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহার তুলা পবিত্র আর কেহই নাই । আমার পূর্ব্বপিতামহ মহাত্মা অর্জুনের যুদ্ধে জয় লাভ হওয়া আশ্চর্য্য নহে । ত্রিলোকপতি ভগবান্ বাসুদেব যাহার প্রিয় সখা, বোধ হয়, ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য নাই । তপোবল বাতিরেকে যাহাকে দর্শন করা যায় না, সেই সর্ব্বলোকপূজিত শ্রীবৎসলাঞ্জন ভগবান্ নারায়ণ যখন আমার পূর্ব্বপুরুষগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত ও তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন অবশ্যই তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবে । অমিত্ততেজা দেবর্ষি নারদ আবার তাঁহাদের অপেক্ষাও ধন্য ; কারণ, তিনি ভগবান্ নারায়ণের অনুগ্রহে শ্বেতদ্বীপে তাঁহার আদিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন । বাহা হউক, দেবর্ষি অনিরুদ্ধদেহে অবস্থিত ভগবান্ নারায়ণের রূপ দর্শন করিয়াও মরনারায়ণের দর্শনার্থ পুনরায় কি নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কত কাল অরস্থান করিলেন; এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! আমি অতুলতেজঃসম্পন্ন ভগবান্

বেদবাসকে নমস্কার করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে আপনার প্রার্থের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন ! দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে অনাদিনিধন নারায়ণকে সন্দর্শন করিয়া ভৎকথিত বিষয় সমুদায় চিন্তা করিতে করিতে স্মেরু পর্বতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং তথায় সমুপস্থিত হইয়া ‘আমি এতাদৃশ দূরপথে গমন পূর্বক কাণ্যসিদ্ধি করিয়া নির্ঝিল্লি প্রত্যাগমন করিলাম’ এই চিন্তা করিয়া বিশ্বর সাগরে নিমগ্ন হইলেন । অনন্তর তিনি সেই স্মেরুপর্বত হইতে আকাশপথে গগনাদিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে অতি সুবিস্তীর্ণ দৌবিকাশ্রমে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, তপোহুষ্ঠাননিরত ব্রহ্মাবলম্বী আশ্বনিষ্ঠ পুরাতন ঋষিদ্বয় তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন । তাঁহাদের তেজঃপ্রভা সর্বলোকে প্রকাশক সূর্য্য হইতেও সমধিক উজ্জ্বল ; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, মস্তকে কুটাভার, পদতলে চক্রচিহ্ন, করতলে চংগাচিহ্ন, বাঁহে আজামুলম্বিক এবং বক্ষঃস্থল অতি বিস্তীর্ণ । তাঁহারা উভয়েই মুকুটভূষণসম্পন্ন এবং মস্তিস্কাৎ ক্ষুদ্র ও আটটি বৃহৎ চণ্ডমুণ্ড । তাঁহাদিগের কর্ণের মেঘনির্ঘোষের ন্যায় গভীর; মুখমণ্ডল মনোহর, ললাটদেশ প্রশস্ত, মস্তক আতপত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং ক্রদর, হৃদয় নাসিকা অতি রমণীয় । দেবর্ষি নারদ এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সেই মহাপুরুষগণকে সন্দর্শন পূর্বক প্রকল্পমনে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে, তাঁহারাও তাঁহাকে প্রতিপ্রণাম ও স্বাগত প্রদান করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । ঐ সময় দেবর্ষি নারদ সেই মহাপুরুষদ্বয়কে সন্দর্শন পূর্বক ‘আমি শ্বেতদ্বীপে সর্বভূতনমস্কৃত যেরূপ ব্যক্তিদিগকে অবলোকন করিয়াছি, এই মহাপুরুষগণও তদ্রূপ’ এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ পূর্বক কুশাসনে উপবিষ্ট হইলেন । অনন্তর তপস্যা, যশ ও তেজের আধারস্বরূপ শমদমাদি ৩৭ সম্পন্ন নরনারায়ণ পূর্বাহ্নকৃত্য সমাধান পূর্বক পাদার্থ দ্বারা দেবর্ষি নারদকে পূজা করিয়া কুশল আসনে উপবেশন করিলে, তাঁহাদিগের তেজঃপ্রভাষে হৃত ছায়াশনের প্রজ্জলিত শিখা দ্বারা যজ্ঞভূমি যেরূপ সুশোভিত হয়, সেইরূপ ঐ আশ্রমপ্রদেশ সমধিক শোভমান হইল ।

অনন্তর দরনারায়ণ সুখোপবিষ্ট গহব্রম দেবর্ষি নারদকে কহিলেন, দেবর্ষে ! তুমি শ্বেতদ্বীপে আমাদিগের আদমূর্তি সনাতন ভগবান্ পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে কৃতকার্য হইয়াছ কি না, তাহা বল ।

নারদ কহিলেন, ‘আমি শ্বেতদ্বীপে বিশ্বকর্পী সনাতন মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি । দেবতা ও ঋষিগণসমুহে সমুদায়

লোক তাঁহার দেহমধো অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আপনাদের উভয়কে অবলোকন করিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, আমি এখনও সেই মহাপুরুষকে সন্দর্শন করিতেছি। শ্বেতদ্বীপে অব্যক্তরূপী নারায়ণকে যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়াছি, এখানে ব্যক্তরূপী আপনাদিগকেও সেই সমুদায় লক্ষণসম্পন্ন দেখিতেছি। আমি তথায় নারায়ণের উভয় পাশ্বে আপনাদিগকে অবলোকন করিয়াছিলাম। আবার আজি এখানে আগমন করিয়াও আপনাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছি। আপনারা ভিন্ন এই ত্রিভুবনমধ্যে আর কেহই তাঁহার তুল্য শ্রীমান, তেজস্বী ও যশস্বী নহেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত সমুদায় ধর্ম্ম, এবং স্বয়ং যে যে রূপে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইবেন, তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্তন করিয়াছেন। সেই শ্বেতদ্বীপে যে সকল বাহোস্ত্রিয়শূন্য শ্বেতবর্ণ পুরুষ অবস্থান করেন, তাঁহারা সকলেই তত্ত্বজ্ঞান নারায়ণভক্ত এবং সকলেই সর্বদা নারায়ণের পূজা ও তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ভগবান্ নারায়ণ নিতান্ত ভক্তবৎসল, বিপ্রপ্রিয়, বিধুসংহারকর্তা, সর্কগামী, কর্তা, কারণ ও কার্য্য। তাঁহার সদৃশ বল ও দ্রুতি আর কাহারও নাই। তিনি স্বয়ং তপোনিষ্ঠান পূর্বক তেজঃপ্রভাবে আপনাকে শ্বেতদ্বীপ অপেক্ষা উচ্চাসিত এবং ত্রিলোকমধ্যে শাস্তিসংস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, তথায় সূর্য্য প্রকাশিত, চন্দ্র সমুদিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে না। তিনি পৃথিবীতলে অষ্টাঙ্গল প্রমাণ বেদি নিৰ্ম্মাণ পূর্বক উর্দ্ধগত হইয়া একপদে অবস্থান ও সাদ্র বেদাধ্যয়ন করিয়া ঘোরতর তপস্যা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, পশুপতি এবং অন্যান্য দেবতা, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ, সিদ্ধ ও রাজর্ষিগণ প্রভৃতি মহাত্মারা যে সমুদায় হব্য কব্য প্রদান করেন, তৎসমুদায়ই সেই পরম পুরুষের চরণে নিপতিত হয়। আর একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তির। তাঁহাকে যাহা যাহা সমর্পণ করেন, তৎসমুদায় তিনি শিরোধার্য্য করেন। সূত্ররূপ ত্রিভুবনমধ্যে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা আর কেহই তাঁহার প্রিয়তর নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া আমিও তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। তিনি স্বয়ং আমার নিকট করিয়াছেন যে, একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তির। আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর। আমি এইরূপে শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ পূর্বক এখানে আগমন করিয়াছি। অতঃপর এই আশ্রমে আপনাদের সাহচর্য্য অবস্থিতি করিব।

সরনারায়ণ মহাত্মা নারায়ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেবর্ষে ! তুমি যখন শ্বেতদ্বীপে অনিরুদ্ধমূর্তিতে অবস্থিত সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণকে অবলোকন করিয়াছ, তখন তোমাকে ধন্য ও ভগবানের একান্ত অমুগ্ধীত বলিতে হইবে। অন্যের কথা কি বলিব, প্রজাপতি ব্রহ্মাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন না। সেই অবাক্ত প্রভব ভগবান্ নারায়ণকে সন্দর্শন করা নিতান্ত দুষ্কর। ভক্ত অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তর আর কেহই নাই। তুমি তাঁহার একান্ত ভক্ত ; এই জন্য তিনি স্বয়ং তোমাকে স্বীয় মূর্তি দর্শন করাইয়াছেন। সেই পরমাত্মা যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, তথায় আমরা দুই জন ভিন্ন আর কেহই গমন করিতে পারে না। তিনি স্বয়ং যে স্থানে বিরাজিত রহিয়া-  
য়াছেন, সেই স্থানের প্রভা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। সেই বিশ্বপতি হইতে ক্ষমাগুণ উৎপন্ন হইয়াছিল ; ঐ ক্ষমাগুণ দ্বারা পৃথিবী ভূষিত হইয়াছে। রস সেই সর্বলোকহিতকর দেবতা হইতে উৎপন্ন হইয়া জলকে আশ্রয় করিয়াছে। রূপাত্মক তেজ তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হই-  
য়াছে। সূর্য্যদেব সেই তেজ লাভ করিয়া প্রভাজাগ বিস্তার করিতেছেন। সমীরণ সেই পুরুষোত্তম হইতে সমুৎপন্ন স্পর্শগুণ লাভ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। শব্দ তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া আকাশকে আশ্রয় করিতে আকাশ অন্য বস্তু দ্বারা অনাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সর্বভূতগত মন তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া চক্ষুকে আশ্রয় পূর্বক উহাকে প্রকাশশালী করিয়াছে। বেদে নির্দিষ্ট আছে যে, হব্যকব্যাভোজী ভগবান্ নারায়ণ বিদ্যার সহিত যে স্থানে বাস করিতেছেন, সেই স্থানের নাম সত্ত্বতোৎপাদক। এক্ষণে বাঁহারা পাপপুণ্যানু্য, তুমি তাঁহাদিগের শ্রেয়স্কর পথ অবলম্বন কর। তমোনাশক সূর্য্যদেব সর্বলোকের দ্বারস্বরূপ। মুমুক্শু বাক্তিরা সর্বাত্রে সেই সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া, তৎপরে আদিত্য হইতে দক্ষদেহ, অদৃশ্য ও পরমাণুস্বরূপ হইয়া সেই সূর্য্যমণ্ডলের মধ্য-  
বর্তী নারায়ণে, নারায়ণ হইতে নিজ্জাত হইয়া অনিরুদ্ধ, তৎপরে মনঃ-  
স্বরূপ হইয়া প্রহ্মায়ে, প্রহ্মায় হইতে নির্গত হইয়া জীবসংখ্যক সক্ষর্ষণে এবং পরিশেষে সক্ষর্ষণ হইতে ত্রিগুণহীন হইয়া নিগুণাত্মক সকলের অধিষ্ঠানভূত ক্ষেত্রজ বাহুদেবে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

হে মহর্ষে ! এক্ষণে আমরা ধর্ম্মাণয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই দেবদেব নারায়ণের যোগকল মূর্তি ত্রিগোকমধ্যে আবির্ভূত হইবে, তৎসমুদায়ের শ্রেয়োবিধানার্থ এই রমণীয় বদন্তিকাশ্রমে ঘোরতর তপস্যা করিতেছি !



আমরা অসাধারণ বিধি অবলম্বন পূর্বক রুচ্ছ মাধ্যমত সমুদায় সংসাধন করিয়াছি। আমরা তোমাকে ধোয়দ্বীপে অবলোকন করিয়াছি এবং তুমি ভগবান্ নারায়ণের সন্নিহিত সমাগত হইয়া যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহাও জ্ঞাত হইয়াছি। সেই দেবাদিদেব, এই বিশ্বমধ্যে যে সমুদায় শুভাশুভ সমুৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, তোমার সম্মুখে সেই সমস্তই কহিয়াছেন।

দেবর্ষি নারদ মহাত্মা নারায়ণের এইরূপ বাক্যশ্রুত্রে তথায় অবস্থান পূর্বক পরম পুরুষের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, নারায়ণনিষ্ঠ, বিবিধ মন্ত্ররূপে একান্ত অধুরক্ত ও সেই নারায়ণের অর্চনার নিত্য আসক্ত হইয়া তপশ্চরণ করত দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

—\*—

### ষট্চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩৬৬ ।

একদা ধর্ম্মের জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে দেবদর্শ্য সমাধানান্তর পিতৃদার্ষ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহাকে সঙ্কোচন পূর্বক কহিলেন, মহর্ষে! তুমি এই দৈব ও পৈত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোন্ ফলকামনায় কাহার উপাসনা করিতেছ, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর।

নারদ কহিলেন, ভগবন! পূর্বে আপনার মুখেই শুনিয়াছিলাম যে দেবতাদিগের উপাসনা করা অবশ্য কর্তব্য। দৈবই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ ও সনাতন পরমাত্মারূপ। আমি আপনার সেই কথাশ্রুত্রেই সর্বদা নারায়ণের আরাধনা করিতেছি। সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সনাতন নারায়ণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। আমার পিতা দক্ষ প্রজাপতি তাহার পুত্র। আমি ভগবান্ ব্রহ্মার মানস পুত্র হইয়াও অভিশাপবশতঃ সেই দক্ষ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। লোকে পিতৃযজ্ঞে পিতা, মাতা ও পিতামহ স্বরূপ সেই সনাতন নারায়ণেরই পূজা করিয়া থাকে; এই জন্য আমি পিতৃযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া সেই পরমাত্মার আরাধনা করিতেছি। ঐতি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে, দেবতারা অগ্নিস্বাত্মাদিকে বেদাধ্যয়ন করাইয়া অমরত্বের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করেন। ঐ যুদ্ধ বহুকাল হইয়াতে ঐশ্বর্য্য তাহাদের স্তম্ভিত হইতে অন্তর্হিত হয়। তন্নিবন্ধন তাহারা সেই কাম্বোজাদির নিকট পুনরায় বেদাধ্যয়ন করেন। দেবতারা

অগ্নিস্বাদাদির নিকট বেদাধান করাতে অগ্নিস্বাদাদি দেবগণের পুত্র হইয়াও পিতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন । দেবগণ ও পিতৃগণ যে ধর্মাতলে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া তাহার উপর পিতৃত্ব প্রদান পূর্বক পরস্পর পরস্পরের পূজা করিয়াছিলেন, ইহা আপনাদিগের অবিদিত নাই । যাহা হউক, পূর্বে পিতৃগণ কি প্রকারে পিতৃসংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্তন করুন ।

তখন নারায়ণ তপোধন নারদকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেবর্ষে ! পূর্বে ভগবান নারায়ণ বরাহরূপ ধারণ পূর্বক সমাগরা পৃথিবীকে উদ্ধৃত ও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া মধ্যাহ্নকাল সমাগত হইলে, জলকর্দম-লিপ্ত কণেবরে পূর্বমুখ হইয়া ভূতলে কুশ সংস্থাপন ও আত্মদেহের উত্তাপসমুদ্ভূত স্নেহগর্ত্ত তিল দ্বারা সেই কুশ প্রোক্ষণ পুরসর দংষ্ট্রাদ্বারা তিনটি মৃগ্য পিণ্ড উট্টোলন ও সেট কুশোপরি সংস্থাপন পূর্বক লোকের নিয়ম সংস্থাপনার্থ কহিয়াছিলেন, আমিই সর্বলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা । এক্ষণে আমি স্বয়ং পিতৃগণের সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি । মদীর দত্তদ্বারা মৃৎপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়াছে ; এই জন্য অদ্যাবধি পিতৃ সকল পিতৃগণ বলিয়া কীর্তিত হইবে । আমি এই যে পিতৃত্বের সৃষ্টি করিলাম, ইহারা আমার আদেশক্রমে পিতৃত্ব লাভ করুক । পিতৃগণ আমাকেই পিতৃত্বেরে অবস্থিত পিতা প্রপিতামহ ও পিতামহ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । আমিই সকলের শ্রেষ্ঠ ও পুত্র । কেহই আমার পিতা নহে । আমিই সকলের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ স্বরূপ । দেবদেব নারায়ণ এই বলিয়া বরাহ শৈলে পিতৃ প্রদান পূর্বক আপনার পূজা করিয়া অস্তহিত হইলেন । সেই অবধি পিতৃগণ পিতৃনামে অভিহিত হইয়া পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন । ইহারা কায়মনোবাক্যে পিতৃ দেবতা, গুরু, অতিথি ও ব্রাহ্মণগণ এবং পৃথিবী, গাে ও জননীর পূজা করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুপূজার ফললাভ হইয়া থাকে । সুবংশশূন্য নারায়ণ সর্বদা সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত রহিয়াছেন ।

সপ্তচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩৪ ।

মহাশাক ! দেবর্ষি নারদ নারায়ণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাত্মার সাক্ষী ভক্তিপারায়ণ ও একান্ত অম্বভূত হইলেন । তিনি

নারায়ণের আশ্রমে সহস্র বৎসর অবস্থান, তাঁহাদের মুখে নারায়ণোপাখ্যান শ্রবণ ও তপ্য বিধিরূপ হরিকে অবলোকন করিয়া হিমাচলস্থ স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন । সেই বিখ্যাত তপস্বী মহর্ষি নারায়ণও রমণীয় বদরিকাশ্রমে অবস্থান পূর্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন । আজি তুমি আমার নিকট এই অপূর্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পবিত্র হইলে । যে ব্যক্তি কাম্রমণোবাচ্যে সেই অনাদিনিধন নারায়ণের প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ করে, সে কি ইহলোক, কি পরলোক, কুত্ৰাপি পরিত্যাগ পায় না । যে ব্যক্তি দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণের বিদ্রোহ করে, সকলেরই দেবা ও তাহার পূর্ব পুরুষগণ অনন্তকাল ঘোরতর নরকে নিপতিত হয় । নারায়ণ সর্বকৃতির আত্মস্বরূপ ; হুতরাং তাঁহার ঘেষ করিলে, আত্মদেহী হইতে হয় । আমাদের উপাখ্যান গুরুবতীচনর মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট যেকূপ নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, দেবর্ষি নারদ স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের নিকট তাঁহার মাগিয়া শ্রবণ করিয়াছিলেন । আমি পূর্বে ভগবদ্বাক্য কীর্ত্তনসময়ে ঐ মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়াছি । ভগবান্ বেদব্যাস নারায়ণস্বরূপ । তিনি ভিন্ন আর কেহই মহাভারত রচনা ও যথাবিধি বিবিধ ধর্মোপদেশ প্রদানে সমর্থ নহেন । যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যে অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়াছ, তাগ আরম্ভ হউক ।

সৌতি কহিলেন, সৌনক ! রাজা জনমেজয় এই বিস্তীর্ণ নারায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । তুমি এই সমস্ত মহর্ষি সমস্তি ব্যাহারে যে নারায়ণমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তাহা কীর্ত্তন করিলাম । পূর্বে দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণ, ভীষ্ম, পাণ্ডবগণ ও মহর্ষি সমুদায়ের সাক্ষাতে দেবশুভ বৃহস্পতির নিকট ঐ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন । ভগবান্ নারায়ণ সমস্ত মহর্ষি ও ত্রিলোকের অধিপতি । তিনি বেদের বিধাতা ; তিনিই এই সুবিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । শর্মদমাদি নিরম সমুদায় তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে ; ত্রাক্ষণগণ তাঁহাকে অর্জনা করিয়া থাকেন । তিনি দেবতাদিগের হিতসাধনার্থ অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন । তিনি তপোনিধি, যশোভাজন, মধুকৈটভনিহন্তা এবং ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের একমাত্র গতি ও অভয়পাতা । তিনি সপ্তর্ষি, নিশ্চর্ণ, বাহুদেবা দ্যুর্জিহতু-ষ্টমধারী এবং যজ্ঞ ও যাতাদির ফলভাগহারী । সেই দুর্জয় অমিতপরাক্রম ভূগর্ভান্ নারায়ণ পুণ্যাত্ম মহর্ষিগণের উৎকৃষ্ট গতি নিধান করিয়া

ধাকেন। সাংখ্যমতাবলম্বী পণ্ডিত ও বৌদ্ধগণ তাঁহাকে ত্রিভুবনের  
আদিকাশী, মোক্ষের আধার এবং সূক্ষ্ম, অচল ও সনাতন পুরুষ বলিয়া  
কীৰ্ত্তন করেন। সৰ্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও সেই লোকত্ৰয়সাক্ষী  
জন্মবিহীন আদিপুরুষ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া থাকেন; অতএব  
আপনারা একান্তচিত্তে সেই ত্রিলোকনাথকে নমস্কার করুন।

### অষ্টচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়। ৩৪৮।

শোনক কহিলেন, হে সৌতে! আমি তোমার নিকট সেই পরমা-  
ন্তার মাণ্ড্য ষষ্ঠাংশে নরনারায়ণরূপে তাঁহার আবির্ভাব, মহাবরাহ-  
রূপে পূৰ্ণচন্দ্র পিতৃপুত্রপতি এবং প্রযুক্তি ও নিবৃত্তিধর্মের বিষয় শ্রবণ  
করিয়াছি। তুমি যে মহাসাগরের সন্নিধানে জৈবাণকোণে হব্যাকব্য-  
ভোজী ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তি বিশেষ হরগ্রীবের বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিয়াছ,  
ব্রহ্মা সেই হরগ্রীবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি,  
সেই লোকপালক হরগ্রীবের রূপ কি প্রকার ও প্রভাবই বা কি রূপ?  
আর লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অদ্বিত পবিত্রমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াই বা  
কি রূপ অনুষ্ঠান করিলেন? হে ব্রহ্মন! আমাদিগের এই বিষয়ে নিতান্ত  
সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে তুমি ঐ বিষয় কীৰ্ত্তন কর।  
তুমি পরম পবিত্র পুরাণ কীৰ্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিয়াছ।

তখন সৌতি কহিলেন, মহাত্মন! ভগবান্ বৈশম্পায়ন রাজা জনমে-  
জয়ের নিমিত্ত যাহা কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই বেদমূলক পুরাণ  
কহিতেছি, শ্রবণ করুন। নরপতি জনমেজয় দেবাদিদেব বিষ্ণুর হর-  
গ্রীবমূর্ত্তির বিষয় শ্রবণ পূৰ্ব্বক নিতান্ত সংশয়াপন্ন হইয়া বৈশম্পায়নকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! প্রজাপতি ব্রহ্মা যে হরগ্রীবমূর্ত্তি সন্দর্শন  
করিয়াছিলেন, কি নিমিত্ত সেই মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়? আপনি আমার  
নিকট তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

তখন বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইহলোকে যে সমুদায় দেহহৃদি  
হৃদা পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমস্তই জৈবের সঙ্কল হইতে সমুৎ-  
পন্ন পঞ্চভূতের সমষ্টি। সর্বভূতের অন্তরাত্মা জৈব এই বিশ্বসংসার  
সকল কল্লোল এবং তাহা হইতেই ইহার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। এক্ষণে  
যে রূপে জৈবের, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে পৃথিবী জলে

লীন হয়, তৎপরে জল জ্যোতিতে, জ্যোতি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনোমধ্যে, মন মহত্তবে, মহত্ত্ব প্রকৃতিতে, প্রকৃতি জীবা-  
জ্বাতে ও জীবায়া পরমাঝাতে লীন হয়। তৎকালে সমুদায়ই ঘোরতর  
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তখন আর কিছুই অস্বত্ব হয় না।

একণে যেকপে উৎপত্তি হয়, তাহাও প্রবণ কর। তমোরূপ প্রকৃতি  
হইতে জগৎকারণ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়; ঐ ব্রহ্মাই প্রকৃতির মূল ও  
অমৃতস্বরূপ। তিনি বিশ্বভাব প্রাপ্ত হইয়া পৌরুষ দেহ আশ্রয় করিয়া  
থাকেন। তিনিই অনিরুদ্ধ, প্রধান, অব্যক্ত ও ত্রিগুণাত্মক। সেই  
অনিরুদ্ধনামক হরি বিদ্যাগহায়সম্পন্ন হইয়া যোগনিদ্রা অধিকার  
পূর্বক সলিলোপরি শয়ন করিয়া জগৎসৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন।  
সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে অঁহকারস্বরূপ  
সর্বলোকপিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রাভূত হইলেন। গদ্বলোচন ভগবান্  
হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়া পদ্মে উপবেশন পূর্বক সমস্ত জগন্ময় দেবীরা সন্তু-  
গ্ন অবলম্বন পূর্বক ভূতসমুদায়ের সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিলেন। পদ্ম-  
যোনি ব্রহ্মা তৎকালে যে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সূর্যাস্নিভ  
পদ্মের পত্রে নারায়ণনিকিণ্ড দুই বিন্দু সলিল নিপতিত ছিল। ঐ বিন্দুদ্বয়ের  
মধ্যে এক বিন্দু মধুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। তদর্শনে অনাদিনিধন নারায়ণ  
কহিলেন, এই জলবিন্দু হইতে তমোগুণাবলম্বী মধুদৈত্য উৎপন্ন হউক।  
তিনি এই প্রকার আজ্ঞা করিবামাত্র সেই জলবিন্দু হইতে মধুদৈত্য প্রা-  
ভূত হইল। অন্য জলবিন্দু অত্যন্ত কঠিন ছিল। ঐ জলবিন্দু হইতে নারায়-  
ণের আদেশানুসারে রক্তোগুণাবলম্বী কৈটভ উৎপন্ন হইল। অনন্তর  
সেই রক্ত ও তমোগুণাবলম্বী মহাবল পরাক্রান্ত গদাধারী অশুরদ্বয় ঐ  
পদ্মমধ্যে পর্যটন করিতে করিতে দেখিলেন, উহার মধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মা  
সর্বাঙ্গে মনোহর বেদের সৃষ্টি করিতেছেন। তদর্শনে তাহাদের চিতে  
ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তখন তাহারা পদ্মযোনির নিকট হইতে সেই বেদ  
গ্রহণ পূর্বক সাগরমধ্যে গমন করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। বেদ অপ-  
হৃত হইলে, কমলযোনি ব্রহ্মা নিতান্ত কাতর হইয়া নারায়ণকে কহিলেন,  
ভগবন্! বেদ আমার দিব্য চক্ষু ও উৎকৃষ্ট বল; বেদ আমার ভেজ ও  
উৎসাহ বস্তু; একণে মধুকৈটভনামক দানবদ্বয় উহা বলপূর্বক অপহরণ  
করিয়াছে। বেদবিরহে আমি লোকসমুদায় অন্ধকারায় অবলোকন করি-  
তেছি। আমি বেদব্যতিরেকে কি প্রকারে লোকসৃষ্টি করিব? প্রকৃত বেদ  
বিনষ্ট হওয়াতে আমার সাতিশর দুঃখ উপস্থিত ও হৃদয় ব্যথা সন্তপ্ত হই-

রাছে। আজি কোন ব্যক্তি সেই বেদ সমুদায় আনয়ন করিয়া আমায়ে এই শৌকার্ণব হইতে উদ্ধার করিবে? পদ্মযোনি নারায়ণের নিকট এইরূপ হুঃখ প্রকাশ পূর্বক কৃতাজ্ঞা হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে করিতে কহিলেন, ভগবন্! তুমি ব্রহ্মস্বরূপ ও আমার পূর্বজাত; তুমি লোকের আদি, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সাংখ্যায়োনিনিধি। তুমি মহত্ত্ব ও প্রকৃতির স্রষ্টা; অচিন্তনীয় ও শ্রেয়স্খাবলম্বী। তুমি বিশ্বসংহারক সর্বভূতের অন্তরাশ্রয় ও স্বরভূত। তোমাকে নমস্কার। তোমার প্রসাদেই আমার উদ্ধব হইয়াছে। আমি প্রথমবার, তোমার মানস হইতে, দ্বিতীয়বার চক্ষু হইতে, তৃতীয়বার বাক্য হইতে, চতুর্থবার শ্রবণ হইতে, পঞ্চমবার নাসিকা হইতে ও ষষ্ঠবার অত্যন্ত মধ্য হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই আমার সপ্তম জন্ম। এবারে তোমার নাভিপদ্ম হইতে আমার উৎপত্তি হইয়াছে। হে পুণ্ডরীকায়! আমি কল্পে কল্পে সৃষ্টির সমস্ত বিস্তৃক্তসত্ত্বসম্পন্ন ও তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়া থাকি। তুমি সৈশ্বর্য ও স্বরভূত। আমি তোমা হইতেই সম্ভূত হইয়াছি। বেদ আমার চক্ষুঃস্বরূপ। হ্রদাশ্রয় দানবদ্বয় আজি আমার সেই চক্ষু অপহরণ করিতে আমি এক্ষণে অন্ধপ্রায় হইয়াছি। অতএব একবার নিদ্রা পরিহার পূর্বক আমায়ে চক্ষু প্রদান কর। তুমি আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ করিয়া থাক, আমিও তোমার প্রতি সেইরূপ ভক্তি করি।

ভগবান্ নারায়ণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার এই প্রকার স্তুতিবাদ শ্রবণ করত নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক গাত্রোত্থান করিয়া বেদের উদ্ধারসাধনার্থ সমুদ্যত হইলেন। ঐ সময়ে তিনি অনিমাди ঐশ্বর্য্য প্রস্নোগদ্বারা দ্বিতীয় হরগ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করিলে, তাঁহার কলবর ও নাসিকাদি অবয়ব সমুদায় নিশাকরতুল্য ও কমণীয় হইয়া উঠিল। নক্ষত্রচারাসমবেত স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্যাকিরণ কেশপাণ, আকাশ ও পাতাল কর্ণদ্বয়, পৃথিবী ললাট, গঙ্গা ও সরস্বতী নিতম্বদ্বয়। মহাসংগরবর ক্রমুগল, চন্দ্র ও সূর্য্য লোচনদ্বয়, সন্ধ্যা নাসিকা; ওঙ্কার সংস্কার, বিহ্বল জিহ্বা, সোমপাত্রী পিতৃগণ দন্ত সমুদায়, গোলোক ব্রহ্মলোক ওষ্ঠ ও অধর এবং কালরাত্রি তাঁহার গ্রীবাশ্বরূপ হইল। ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে বিবিধ মূর্ত্তিপরিবৃত হরগ্রীবমূর্ত্তি ধারণ পূর্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি অবস্থিত হইয়া ঘোরতর যোগানুষ্ঠান পূর্বক উদাত্তাদি স্তব সমুদায় অবলম্বন করিয়া সামগান করিতে আরম্ভ করিলে, রসাতল প্রতিকর্ষিত হইয়া উঠিল। তখন মণ্ডকটত সেই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র একান্ত ব্যগ্র হইয়া রসাতলমধ্যে বেস নিষ্ক্ষেপ পূর্বক শব্দাশ্রুসারে ধাবমান হইল।

অমরত্বের বেদ নিক্ষেপ করিবারাত্র হরগ্রীবমূর্ত্তিধারী ভগবান্ নারায়ণ তাহাদের অগোচরে সমস্ত বেদ গ্রহণ ও স্বস্থানে আগমন করিয়া ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করিলেন এবং মহাসাগরের প্রাণকোণে স্বীয় হর গ্রীবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্বয়ং পূৰ্বরূপ ধারণ পূৰ্বক নিজাগত হইলেন।

এ দিকে মধুকৈটভ অনেক ক্ষণ সেই শকের কারণ অনুসন্ধান পূৰ্বক কোথাও কিছুমাত্র দর্শন না করিয়া পরিশেষে যেখানে বেদ নিক্ষেপ করিয়াছিল, তথায় আগমন ও বেদ অব্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু মহাত্মা নারায়ণ ইতিপূর্বেই বেদ লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন; সুতরাং উহার তথায় উহার অনুসন্ধান পাইল না। তখন তাহার পুনরায় রমাতল হইতে উথিত হইয়া দেখিল, সেই পূর্ণচন্দ্রসদৃশ অমিতপরাক্রম শুভ্রবর্ণ আদি-পুত্র নারায়ণ সলিলের উপর কিরণজালসমাবৃত স্বীয় দেহপ্রমাণ অনন্ত-শস্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন। তাহারে দর্শন করিবারাত্র ঐ দানবদ্বয় ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত কহিল, এই সেই খেতবর্ণ পুত্র নিজাস্থ অমুভব করিতেছে। এই ব্যক্তিই নিঃস-দেহ রমাতল হইতে বেদ অপহরণ পূৰ্বক লইয়া আসিয়াছে। হৃষীকি অমরত্ব এই প্রকার অবধারণ পূৰ্বক নারায়ণের নিকটবর্তী হইয়া এ কে, কি কারণে অনন্তশস্যায় শয়ন করিয়া নিজাস্থ অমুভব করিতেছে? উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ খাঙ্ক্যবিন্যাস পূৰ্বক তাহার নিজাভঙ্গ করিল। নারায়ণ জাগ-রিত হইবামাত্র দানবদ্বয়কে যুদ্ধার্থী দেখিবা স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিলেন এবং বিরুদ্ধ পরে ব্রহ্মার উপকারার্থ তাহাদের উভয়কেই একবারে সংহার করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দানবদ্বয়ের বিনাশ ও নিখিল বেদের উদ্ধার দ্বারা ব্রহ্মার শোকা-পনোদন হইলে, পদ্মধোনি বেদ ও নারায়ণের সহায়বলে স্বাধারজঙ্গমাস্তক বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে ভগবান্ নারায়ণ মধুকৈটভের নিধনসাধন ও ব্রহ্মার অন্তরে লোকসৃষ্টির বুদ্ধি প্রদান করিয়া তথা হইতে 'অন্তর্হিত' হইলেন। এইরূপে মহাত্মা হরি হরগ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ এই নারায়ণ বৃত্তান্ত শ্রবণ বা অভ্যাস করেন, তাহার বদ্যাপি বেদাধ্যয়নের বিষয় উপস্থিত হয় না। পূৰ্বক পাঞ্চালরাজ দৈববাণী অনুসারে ঘোরতর তপোভুজান পূৰ্বক হরগ্রীবমূর্ত্তি নারায়ণের আরাধনা করিয়া স্বীয় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! তুমি ইতিপূর্বে আমাকে ভগবান্ নারায়ণের 'যে হরগ্রীবমূর্ত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে' এই আমি

তোমার নিকট তাহা কীৰ্ত্তন করিলাম । তিনি কার্যসাধনার্থ যখন যেক্রপ মূর্তি ধারণ করিতে অভিলাষ করেন, তখনই সেইরূপ মূর্তি ধারণ করিয়া থাকেন । ঐ মহাস্বা বেদ ও তপস্যার নিধিস্বরূপ । তিনি সাংখ্যদেয়গ ও পরমব্রহ্ম । যজ্ঞসমুদায় তাঁহারই উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । তিনিই সকলের পরমগতি, সত্য এবং প্রভৃতি ও নিকৃতিসংকল ধর্ম্মস্বরূপ । ভূমির গন্ধ, সলিলের রস, জ্যোতির রূপ, বায়ুর স্পর্শ, আকাশের শব্দ এবং প্রকৃতির গুণ মন তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । গ্রহনক্ষত্রাদির গমন-গমননিবন্ধন যে কাল প্রাহৃত হয়, তাহাও নারায়ণজ্ঞক । কীর্ত্তি, শ্রী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতা সকল নারায়ণের আশ্রয়েই অবস্থান করিতেছেন । ফলতঃ নারায়ণই এই সমুদায় পদার্থের প্রধান কারণ ও কার্য্যস্বরূপ । তিনিই অধিষ্ঠানকর্ত্তা, পূণকৃষিকরণ, বিবিধ চেষ্টা ও দৈব । যাহারা হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, মহাযোগী হরীই তাঁহাদিগের সেই তত্ত্বস্বরূপ । তিনি ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, সাংখ্যামতাবলম্বী, যোগী ও আত্মজ্ঞ যিদিগের মনোবাসনা সমুদায় অবগত হইতেছেন ; কিন্তু ঐ সমুদয়ে মহাস্বারা কোনমতেই তাঁহার অভীষ্ট বুঝিতে পারেন না । এই ত্রিভুবনমধ্যে যাহারা দৈব ও গৈত্র কার্য্য এবং দান ও তপস্যা করিয়া থাকেন, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগের সকলেরই আশ্রয় । তিনি সকলের বাসস্থান বলিয়া মহর্ষিরা তাঁহাকে বাসুদেব নামে কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন । তিনি নিত্য, পরম মহর্ষি, মহাবিভূতি ও নিগুণ । বসন্তাদি ঋতুতে কাল যেক্রপ ঋতুচিহ্ন ধারণ করে, সেইরূপ তিনি সগুণ হইয়া রূপাদি ধারণ করিয়া থাকেন । মহাস্বারা তাঁহার গতি বা প্রাণ্যগতি কিছুই অবধারণ করিতে পারেন না । যে মহর্ষিগণ জ্ঞানবল আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাি তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে অবলোকন করেন ।

### উনপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩৪৯ ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবান্ ! মহাস্বা নারায়ণ একান্ত ভক্তিপরায়ণ মহাস্বাদিগের প্রতি প্রেম হইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করেন, ইহা সীমান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । আপনি পাপপুণ্যবিহীন নিগুণ পুরুষদিগের পূজ্য গতির বিষয় কীৰ্ত্তন করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের



সহিত একান্ত ভক্তিনিগের বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে। যখন একান্ত ভক্তিপরাগ মহাত্মারা অনিরুদ্ধাদি দেবত্রয়ের উপাসনা না করিয়াও চতুর্থ মূর্তি বাসুদেব লীন হন, তখন একান্ত ধর্মের তুল্য শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণের প্রিয় আর কিছুই নাই। যে ব্রাহ্মণগণ যতিধর্ম আশ্রয় করেন এবং যাহারা সতত বিধিপূর্বক বেদবেদাঙ্গ পাঠ করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও একান্ত ভক্ত মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন্ দেবতা বা কোন্ মহর্ষি এই ঐকান্তিক ধর্ম কীর্তন করিয়াছেন, কোন্ সময়ে উহা উৎপন্ন হইল, কি রূপেই বা উহা প্রতিপালন করিতে হয়, এই সমুদায় বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি ঐ সংশয় নিরাকরণ পূর্বক আমার চিত্তের তৃপ্তিসাধন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কুরুপাণ্ডবীর যুদ্ধে মহাবীর অর্জুন বিমনারমান হইলে, মহামতি মধুসূদন তাঁহার নিকট যেক্রপ ঐকান্তিক ধর্ম কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি পূর্বে আপনাকে নিবট তাহা কীর্তন করিয়াছি। ঐ ধর্ম নিতান্ত হৃষ্টবেশ্য। মৃত ব্যক্তিগণ কদাপি উহা বৃদ্ধিতে পারে না। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামবেদসম্মত ঐকান্তিক ধর্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পূর্বে ধর্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির ঋষিগণসমাজে বাসুদেব ও ভীষ্মের সাক্ষাতে দেবর্ষি নারদকে এই ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহারে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, আমার গুরু ব্যাসদেব তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেই সমুদায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কমলযো ন ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইলে, তিনি আত্মকৃত ধর্ম অবলম্বন পূর্বক পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা করিয়াছিলেন। পরে ফেনশ নামক মহর্ষিগণ ঐ ধর্মের অনুবর্তী হন। অনন্তর বৈখানস নামক মহর্ষিগণ ফেনশগণ হইতে উহা গ্রহণ করিয়া চল্লহে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অনন্তর ব্রহ্মা নারায়ণের চক্ষু হইতে দ্বিতীয়বার জন্মপরিগ্রহ করিয়া চল্লহে নিকট হইতে ঐ ধর্ম গ্রহণ পূর্বক রুদ্রদেবকে প্রদান করেন। তৎপরে বাণখিগ্যানামক মহর্ষিগণ সেই যোগাক্রুত মহাদেব হইতে উহা প্রাপ্ত হন, তৎপরে সেই সনাতন নারায়ণের মারাত্মকভাবে উহা পুনর্বার তিরোহিত হয়।

তদনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা মহাত্মা নারায়ণের বাক্য হইতে তৃতীয়বার

অন্নগ্রহণ করিলে, নারায়ণ পুনরায় স্বয়ং ঐ ধর্ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন । মহর্ষি সুপর্ণ তপস্যা, নিরম ও দমণ্ড প্রভাবে নারায়ণ হইতে ঐ ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদিন জিনবার উঠা পাঠ করিতেন । এই জন্য পণ্ডিতগণ ঐ ধর্মকে ত্রিসৌপর্ণ বলিয়া নির্দেশ করেন । ঐ ধর্ম ঋগ্বেদমধ্যে কীর্তিত আছে । উহার অনুষ্ঠান করা নিত্যস্ত হুঃসাধ্য । জগৎপ্রাণ সমীরণ মহর্ষি সুপর্ণ হইতে ঐ সনাতন ধর্ম লাভ করিয়া বিষমাপী মহর্ষি-গণকে এবং মহর্ষিগণ উহা মহাসাগরকে প্রদান করেন । তৎপরে ঐ ধর্ম পুনরায় ভগবান্ নারায়ণে লীন হইয়া যায় ।

অনন্তর সনাতন নারায়ণের কর্ণ হইতে ব্রহ্মার জন্মপরিগ্রহবৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন ; দেবদেব নারায়ণ জগৎসৃষ্টিবাসনায় সৃষ্টিকর্তার উৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, তিনি চিন্তা করিতে করিতে সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার কর্ণদেশ হইতে বিনির্গত হইলেন । ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, বৎস ! আমি তোমাতে তেজ, বল ও সনাতন ধর্ম প্রদান করিতেছি ; তুমি ঐ সমস্ত গ্রহণ পূর্বক অন্ন হইতে প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়া যথাবিধি সত্যযুগ সংস্থাপন কর । আমি হইতে অবশ্যই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে ।

ভগবান্ নারায়ণ এই কথা কহিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মুখবিন্দুস্রুত আরণ্যকবেদের সহিত 'সুরহস্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম গ্রহণ করিলেন । তখন যুগধর্মের বিধাতা বিষয়রাগবিহীন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে ঐ ধর্ম শিক্ষা করাইয়া মায়াভীত পরম স্থানে গমন করিলেন । তৎপরে সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বাবরজ্জন্মপরিপূর্ণ সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিলেন । ঐ সময় সর্বাগ্রে সত্যযুগ সমাগত ও সনাতন ধর্ম সর্বত্র প্রচারিত হইল । তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই নারায়ণবদনবিনির্গত ধর্মাম্বুসারে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া ঐ ধর্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাত্মা স্বারোচিষ মনুকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন । মহাত্মা মনুর পুত্র শত্রুঘ্ন পিতৃসম্মিধানে ঐ ধর্ম অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় পুত্র দিকুপাল সুবর্ণাভকে উহা প্রদান করিলেন । পরিশেষে ত্রেতাযুগ সমুপস্থিত হইলে, ঐ ধর্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইল ।

অনন্তর ভগবান্ পদ্মযোনি নারায়ণের নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং তাঁহার নিকট ঐ ধর্মই কীর্তন করিলেন । তৎপরে ভগবান্ সত্যযুগের তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম অধ্যয়ন করিয়া প্রজাপতি বীরশ্রবকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন । তৎপরে মহাত্মা বীর

পুত্র রৈভ্যকে ও রৈভ্য স্বীয় পুত্র দক্ষিণতি কুক্ষিনামাকে উহা প্রদান করিলেন । পরিশেষে সেই নারায়ণ সুখোদ্ভূত ধর্ম পুনরায় তিরোহিত হইল ।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা অণু হইতে জন্ম গ্রহণ করিলে, ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে পুনর্বার ঐ ধর্ম সমুদ্ভূত হইল । সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বিধানানুসারে ঐ ধর্ম গ্রহণ পূর্বক বহির্বদ নামক মহর্ষিগণকে অধ্যয়ন করাইলেন । তৎপরে জ্যেষ্ঠ নামে বিখ্যাত এক সামবেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের নিকট উহা প্রাপ্ত হইয়া রাজা অবিকল্মীকে প্রদান করিলেন । তৎপরে ঐ সনাতন ধর্ম অন্তর্হিত হইল ।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সপ্তমবার নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিলে, ভগবান্ নারায়ণ পুনরায় ঐ ধর্ম তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন । তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র আদিত্যকে এবং আদিত্য বিবস্বানকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন । অনন্তর ত্রেতাযুগের আরম্ভে বিবস্বান মনুকে এবং মনু লোকপ্রতিষ্ঠার স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ঐ ধর্ম সমর্পণ করিলে, তিনি ত্রিলোকমধ্যে উহা প্রচার করিয়াছিলেন । তদবধি অদ্যাপি ঐ ধর্ম বিদ্যমান রহিয়াছে । প্রলয়কাল সমাগত হইলে, পুনর্বার উহা নারায়ণে লীন হইবে । হে মহারাজ ! ইতিপূর্বে হরিগীতার বতি ধর্ম কীর্ত্তনসময়ে তোমার নিকট সংক্ষেপে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম কীর্ত্তন করিয়াছি । দেবর্ষি নারদ নারায়ণের নিকট হইতে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন । ঐ সনাতন সত্য ধর্মই সকলের আদি, হৃজের ও হ্রনুষ্ঠের । কিন্তু সন্ন্যাসধর্মাবলম্বীরাই উহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন । ঐকান্তিক ধর্ম ও অহিংসা ধর্মযুক্ত সংকর্ম্মপ্রভাবে নারায়ণ প্রীত হন । ঐ মহাত্মাকে কেহ কেহ কেবল অনিরুদ্ধ মূর্ত্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ ও প্রহ্মমূর্ত্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রহ্ম ও সর্কর্ষণ মূর্ত্তিতে এবং কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রহ্ম, সর্কর্ষণ ও বাসুদেব মূর্ত্তিতে উপাসনা করিয়া থাকেন । উনি মমতাপরিশূন্য, পরিপূর্ণ ও আশ্চর্যরূপ । উনি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের গুণ সমুদায় অতিক্রম করিয়াছেন । উনি পঞ্চভূতের গুণ সমুদায় অতিক্রম করিয়াছেন । উনি মন ও পাঁচ ইন্দ্রিয় স্বরূপ, উনি ত্রিলোকের নিরন্তর, সৃষ্টিকর্ত্তা, অকর্ত্তা কার্য্য ও কারণ । উনি স্বেচ্ছানুসারে জগতের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন ।

হে মহারাজ ! এই আমি আচার্য্য দেবব্যাসের প্রসাদে তোমার নিকট হৃজের ঐকান্তিক ধর্ম কীর্ত্তন করিলাম । ইংলোকে ঐকান্তিক

ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি অভি রিরল। এই জগৎ হিংসাপাশিশূন্য, সর্বভূতহিংস্রী তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ঐকান্তিক ধর্মাবলম্বী লোকসমুদয়ে পরিবৃত্ত হইলে, সত্য-যুগের আবির্ভাব হইবে এবং সমুদায় লোক নিকাম ধর্মের অনুষ্ঠান করিবে। হে মহারাজ! মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণ ও ভীষ্মের সন্নিধানে শ্লি-গণের নিকট এইরূপে এই ঐকান্তিক ধর্ম কীর্তন করিয়াছিলেন। তিনি পূর্বে দেবর্ষি নারদের নিকট এই ধর্মের উপদেশ প্রাপ্ত হন। ঐকান্তিক ধর্মাবলম্বী নারায়ণপারায়ণ ব্যক্তিবা চরমে চন্দ্রসন্নিভ-স্বেতবর্ণ নারায়ণকে লাভ করেন।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! জ্ঞানবান্ ব্যক্তির। যে ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ততনিষ্ঠ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কি জন্য তাহা অব-লম্বন করেন না?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্যের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী, এই তিন প্রকার প্রকৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। সাত্ত্বিক প্রকৃতি-সম্পন্ন পুরুষগণই সর্বশ্রেষ্ঠ ও মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন। উহারা মন্ত্ৰগুণপ্রভাবেই নারায়ণকে অবগত হইতে পারেন, এবং নারায়ণের অনুগ্রহ বাতিরেকে যে মুক্তিলাভ করা যায় না, তাহাও বিলক্ষণ জানেন; এই নিমিত্তই তাঁহাদিগকে সাত্ত্বিক বলিয়া নির্দেশ করা যায়। তাঁহারা নারায়ণপারায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিসংকারে তাঁহাকে মত্ত চিত্ত করত আপনার সমুদায় অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি মোক্ষলাভার্থ পরাশ্রয় হইয়া থাকেন, নারায়ণই তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করেন। ভগবান্ নারায়ণ সাত্ত্বিকদৃষ্টিপাত দ্বারা তাঁহাদের জন্ম-মরণ হুঃখ নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারাি সাত্ত্বিক এবং মুক্তিলাভে কৃতনিশ্চয় হন। নারায়ণাত্মক মুক্তিলাভের নিমিত্ত একান্তচিত্তে অনুষ্ঠিত ধর্ম সাধ্য ও যোগধর্মের অনুকূপ বলিয়া অভিহিত হয়। জ্ঞানী মনুষ্য সেই ঐকা-ন্তিক ধর্মপ্রভাবে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। পুরুষ জন্মমৃত্যু-জনিত হুঃখভোগ সময়ে ারায়ণ কর্তৃক রূপাদৃষ্টি দ্বারা নিরীক্ষিত হইলেই জ্ঞান লাভ করে। তাঁহার রূপাদৃষ্টি ভিন্ন কেহই স্বেচ্ছানুসারে জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না। রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিকে বিমিশ্র প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করা যায়। রাজ ও তমোগুণাবলম্বী প্রকৃতিবর্ষাক্রান্ত পুরুষকে ষাংসার জন্মমৃত্যুজনিত হুঃখভোগ করিতে দেওয়াও নারায়ণ তাহার প্রতিকূপাদৃষ্টি বিতরণ করেন না; ঐরূপ ব্যক্তি লোকপিতামহ এক্ষারই রূপপাত্র হইয়া থাকে। দেবতা ও ঋষিগণ সাত্ত্বিক অংকার হইতে জন্ম

ঐহব পূর্বক সম্বন্ধ হইতে অগুমাৎ পরিভ্রষ্ট হইলেও তাঁহাদিগকে অতিক্রম্যে মুক্তিলাভ করিতে হয়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! সাম্প্রিক অহঙ্কারযুক্ত পুরুষ কি প্রকারে পুরুষোত্তমকে লাভ করিতে পারে, আপনি তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পুরুষ মোক্ষলাভার্থী হইয়া সেই অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিলেই স্মারকরূপ স্টিম্বিত প্রায়কর্তা পুরুষকে লাভ করিতে সমর্থ হয় । সাংখ্য যোগ, আরণ্যক বেদ ও পঞ্চরাত্র এই সমুদায় শাস্ত্র পরস্পর অঙ্গস্বীভূত । মনু্য এই সকল শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই তাহার ঐকান্তিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় । যেমন বারি-প্রবাহ মহার্ণব হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় সেই মহার্ণবে প্রবেশ করে, সেইরূপ জ্ঞান সমুদায় সেই নারায়ণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাঁহাতেই পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে । হে মহারাজ ! এই আপনার নিকট ঐকান্তিক ধর্ম্মের বিষয় কীর্তন করিলাম । এক্ষণে যদি আপনি সমর্থ হন, তবে শাস্ত্রানুসারে উহার অনুষ্ঠান করুন । দেবর্ষি নারদ আমার গুরু ব্যাসের নিকট গৃহস্থ ও যতিদিগের অক্ষয় ঐকান্তিক ধর্ম্মের বিষয় এইরূপ কীর্তন করিয়াছিলেন । তৎপরে মহাত্মা বেদব্যাস রাজা সুধিষ্ঠিরের নিকট প্রীতিসহকারে এই বিষয় কীর্তন করেন । এক্ষণে আমি আপনার নিকট ইহা কীর্তন করিলাম । এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা নিতান্ত দুষ্কর, এই নিমিত্ত অনেকেই ইহার অনুষ্ঠানে পরাজিত হয় । ভগবান্ বাসুদেব এই জগতের স্টিম্বিতপ্রলয়কর্তা ; তুমি তাহার প্রতিই দৃঢ়ভক্তি প্রদর্শন কর ।

—\*—

পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩৫০ ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! সাংখ্যযোগ, পঞ্চরাত্র ও আরণ্যকবেদ এই তিন জ্ঞান শাস্ত্র সর্ব্বলোকে প্রচারিত রহিয়াছে ; কিন্তু ঐ সমস্ত কি এক ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে, না পৃথক পৃথক ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা আমি অবগত হইতে পারি নাই ; অতএব আপনি উহা বিধানানুসারে কীর্তন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! সত্যাবতী স্বীপমধ্যে মহর্ষি পদ্মশরের সহযোগে যে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই ভগবান্ বেদব্যাসকে

নমস্কার করি। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে নারায়ণাংশসমুচ্চ, বিভূতিযুক্ত বেদ-  
বিদ্বি দ্বৈপায়ন বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। সত্যযুগে ভগবান্ নারা-  
য়ণ হইতে সেই মহাত্মার জন্ম হয়।

জন্মেজয় কহিলেন, তপোধন ! পূর্বে আপনি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি,  
শক্তির পুত্র পরাশর ও পরাশরের পুত্র বেদব্যাগ বলিয়া কীর্তন করিয়া-  
ছেন, এক্ষণে আবার বেদব্যাগকে ভগবান্ নারায়ণের পুত্র বলিয়া নির্দেশ  
করিতেছেন ; অতএব কি রূপে নারায়ণ হইতে ব্যাগের জন্ম হইয়াছিল  
তাঁহা আমার নিকট কীর্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পূর্বে আমার গুরু দক্ষাভ্য মহা-  
শক্তি ব্যাগদেব বেদার্থ অন্বেষণের নিমিত্ত হিমাচলের একদেশে অবস্থান  
করিয়াছিলেন। ঐ সময় সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও আমি, আমরা  
পাঁচ জনই তাঁহার শিষ্য ছিলাম। তিনি এই মহাত্মার এই প্রসঙ্গ  
করিয়া নিতান্ত পরিত্রাণ হইলে, আমরা তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া  
ছিলাম। তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া বেদ ও ভারতার্থ  
পাঠে প্রবৃত্ত হওয়াতে ভূতগণপরিবৃত্ত ভূতপতির ন্যায় তাঁহা অপরূপ  
শোভা হইয়াছিল।

একদা আমরা অবসর ক্রমে গুরু বেদব্যাগকে ভিজ্ঞান করিলাম,  
ভগবন্ ! আপনি আমাদের নিকট সমুদায় বেদ, ভারতার্থ এবং নারায়ণ  
হইতে আপনার জন্মের বিষয় কীর্তন করুন। তখন শুদ্ধবিদ্যাগণ্য  
ভগবান্ বেদব্যাগ প্রথমে আমাদের নিকট বেদার্থ ও ভারতার্থ সমুদায়  
কীর্তন করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ ! আমি সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ  
হইতে সেরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, তৎপ্রভাবে তাহা আমার  
বিদিত আছে, এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট উহা কীর্তন করিতেছি,  
শ্রবণ কর।

পূর্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা শুভাশুভবিবর্ত্তিত ভগবান্ নারায়ণের  
নাতিদেশ হইতে সপ্তমবার জন্মগ্রহণ করিলে, তিনি তাঁহাকে কহিলেন,  
কংস ! তুমি আমার নাতিদেশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ ; এক্ষণে স্বাক্ষর  
জন্মায়ত্ত সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি কর। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা দেবদেব নারা-  
য়ণের এই কথা শ্রবণে নিতান্ত চিন্তিত হইয়া তাঁহাকে প্রণতি পূর্বক কহি-  
লেন, ভগবন্ ! আমি নিতান্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া রতিয়াছি। সুতরাং  
প্রণাস্তি করিতে আমার ক্ষমতা নাই ; অতএব আপনি উহার উপায়  
বিধান করুন। ভগবান্ কংসমোহিত এই কথা কহিলে, নারায়ণ তৎকথায়

অন্তর্হিত হইয়া বুদ্ধিকে চিন্তা করিবামাত্র তিনি তাঁহার সম্মুখে সমাগত হইলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ ঐশ্বর্য তাঁহাকে যোগৈশ্বর্য প্রদান পূর্বক কহিলেন, বৎসে ! তুমি প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হও। দেবদেব নারায়ণ এই প্রকার অনুজ্ঞা করিলে, বুদ্ধি অচিরে ব্রহ্মার অন্তরে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাত্মা নারায়ণ ব্রহ্মাকে দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, বৎস ! এক্ষণে তুমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণীর সৃষ্টি বিধান কর। নারায়ণ ইহা কহিলে, সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম বলিয়া তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ অচিরে তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া স্বীয় প্রকৃতি লাভ করিলেন। কিছুকাল পরে ভগবান্ নারায়ণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে এই বহুব্রহ্মা দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব ও রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ হইয়া একান্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছেন। অতঃপর দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ তপোবলে বলশালী পূর্বক অপরিমিত বলশালী ও একান্ত দর্পিত হইয়া দেবতা ও ঋষিগণের উপর নিত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিবে; অতএব বিবিধ হর্ষিণ্যায়ণ পূর্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া যথাক্রমে হৃষ্টের দমন ও শিষ্টেব পালন দ্বারা পৃথিবীর ভারবহন কর। আমার অবশ্য কর্তব্য। আমি নাগমূর্তি ধারণ পূর্বক রসাতলে অবস্থান করিয়া এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছি বলিয়া, ইনি বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছেন; অতএব অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া ইহার পরিচালন করা আমার কর্তব্য কর্ম্ম। অতঃপর আমাকে বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও মনুষ্য প্রভৃতি বিবিধমূর্তি ধারণ করিয়া হর্ষিণীকৃত দেবঋষিগণকে সংহার করিতে হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ নারায়ণ “ভো” এই শব্দ উচ্চারণ করিলে, ঐ শব্দ হইতে অপান্তরতমা নামে এক মহর্ষি সম্ভূত হইলেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, সত্যবাদী ও অধ্যবসায়শীল। অপান্তরতমা সম্ভূত হইবামাত্র আদিদেব নারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভক্ত। তোমাকে বেদ বিভাগ করিতে হইবে। নারায়ণ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, মহর্ষি অপান্তরতমা তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বেদ বিভাগ করিলেন। তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার বেদবিভাগ কার্য্য, তপস্যা, নিয়ম ও সংসমদ্বারা সাত্বিক সম্ভূত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি প্রতি-  
 ক্ষয়ন্তরে এইরূপ জন্মলাভ করিয়া বেদবিভাগাদি কার্য্য সম্পাদন করিবে।

কেহই তোমাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। কলিযুগ সমাগত হইলে ভরতবংশে কোণব নামে বিখ্যাত মহাত্মা নরপতিগণ তোমা হইতে সমুৎপন্ন হইবে। তুমি তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত না থাকিতে তাহারা শরম্পন্ন ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত করিয়া সমালয়ে গমন করিবে। ঐ যুগে তুমি কৃষ্ণবর্ণ, বিবিধ ধর্মের প্রার্থক, জ্ঞানোপদেষ্টা ও তপস্বী হইয়া বেদ বিভাগ করিবে; কিন্তু স্বয়ং কদাপি বিষয়ানুগ্রহ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। ভগবান্ ভূতভাবনের প্রপাদে হোনার বে পুত্র জন্মিবে, সেই বিষয়ানুগ্রহপরিশূন্য হইবে। ব্রাহ্মণগণ যে বশিষ্ঠদেবকে ব্রহ্মার মানস পুত্র ও তপোদ্বীপপ্রাপ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যাহার তেজঃপ্রভাবে সূর্য্যপ্রভা তিরস্কৃত হইয়াছে, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের বংশে মহাপ্রভাবসম্পন্ন পবানর নামে মহর্ষি জন্ম গ্রহণ করিবেন। তিনি বেদের আকর ও মহাতপস্বী হইবেন। তুমি তাহার ঔরসে অববাহিতা সত্যবতীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিবে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না। এবং কিছুতেই তোমার সংশয় উপস্থিত হইবে না। তুমি তপঃপ্রভাবে অনায়াসে অতীত যুগ সমুদায় জ্ঞাত হইতে পারিবে, এবং ঐ কলিযুগ অবধি চিরকাল জীবিত থাকিয়া অদ্যন্ত যুগ অতিক্রান্ত হইতে দেখিবে। ঐ কলিযুগে আমি চক্র দারণ পুর্নক তোমার নেত্রগে চর হইব। তোমার ষষ্টিমৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ হইবে। যে মন্বন্তরে রবিস্কৃত শনৈশ্চর সাবর্ণিমনু নামে বিখ্যাত হইবেন, সেই মন্বন্তরে তুমি মন্বাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ত্রিলোকমধ্যে যে সমুদায় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমস্তই আমি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যে যেক্রপ বাদনা করে, আমি অনায়াসেই তাহার সেই অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়া থাকি। ভগবান্ নারায়ণ অপান্তরতমাকে এই কথা বলিয়া তাহার আজ্ঞা প্রতিপালনে অনুমতি করিলেন।

হে শিশ্যগণ! ঋষিভূব মন্বন্তরে এইরূপে নারায়ণের প্রভাবে উদ্ভূত হইয়া অপান্তরতমা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। এক্ষণে বৈবস্বত মন্বন্তরে বশিষ্ঠবংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি উৎকৃষ্ট সমাধিবলে পূর্বে ঘোরতর তপোমুষ্ঠান করিয়া ছিলাম। আমি তোমাদের জিজ্ঞাসানুসারে আমার পূর্নজন্ম ও পরে আমার যাহা যাহা হইবে, তৎসমুদায় এই কীর্ত্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার বিবৃতি আমাদের



উপাধায় মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্ত এই কীৰ্ত্তন করিলাম । অতঃপর  
আর যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর ।

সাম্বাযোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাণ্ডপত প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র  
বিদ্যমান আছে । তন্মধ্যে মহর্ষি কপিল-সাম্ব্যের, পুরাতন পুরুষ যোগের,  
অপাস্তরভূম্য বেদের, ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ মণিদেব পাণ্ডপতধর্ম্মের, এবং  
ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং সমুদায় পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রণেতা । সাংখ্যযো-  
গাদি সমুদায় শাস্ত্রেই একমাত্র নারায়ণকে উপাস্য বলিয়া প্রতিপন্ন  
করিতেছে । অজ্ঞানীরা বাস্তবিক কখনই তাঁহাকে পরমায়ুষ্বরূপ বলিয়া  
অবগত হইতে পারে না । শাস্ত্রবর্জিত মনীষিগণ ঐ নারায়ণকেই অহি-  
তীয় পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া বীৰ্ত্তন করেন । যাঁহারা বেদ ও অনুরমা-  
নাদি দ্বারা সন্দেহশূন্য হইয়াছেন, নারায়ণ সর্ব্বদা তাঁহাদের অন্তরে  
প্রকাশিত থাকেন । আর যাহারা কুতর্কনিবন্ধন সন্দেহান্বিত হন, তাহারা  
কখনই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না । পঞ্চরাত্রশাস্ত্রজ্ঞ একান্ত  
অনুরক্ত মহাত্মারা চরমে অনার্য্যসে নারায়ণে লীন হইয়া থাকেন ।  
মহারাজ ! মহর্ষিরা সাম্ব্য, যোগ ও বেদপ্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রে এই  
অগৎ নারায়ণময় বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । ত্রিভুবন মধ্যে যে সমস্ত  
শুভাশুভ কাণ্ড সংঘটিত হয়, তৎসমুদায়ই নারায়ণসমুৎত বলিয়া জ্ঞাত  
হওয়া কর্তব্য ।

### একপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩৫১ ।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! পুরুষ এক, না অনেক ? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ  
পুরুষ কে ? এবং সকলের উৎপত্তি স্থানই বা কে ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! সাম্ব্য ও যোগশাস্ত্র পুরুষকে বহু  
বলিয়া নির্দেশ করেন ; কিন্তু আমাদের মতে যেমন ঘটপটাদিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
আকাশের একমাত্র মহাকাশই কারণ, সেইরূপ পরমাত্মাই সমুদায় পুরুষের  
কারণরূপে অভিহিত হন । এক্ষণে আমি তপঃপারায়ণ পরম পূজনীয়  
মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া, কপিলাদি মহর্ষিগণ অব্যাক্রান্ত নিকপণ  
করিতে গিয়া সামান্য ও বিশেষাকারে যাহা কহিয়াছেন, সেই সর্ব্ববেদ-  
প্রণীত এই সত্য বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । আমাদের ঐ মহর্ষি  
বেদব্যাস পুরুষের একত্বের বিষয় সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিয়া গিয়াছেন ।

এই স্থলে ত্র্যম্বকব্রহ্মসংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে, তুমি অবহিত হইয়া, উহা অরণ করিলে, এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবে।

কীরোদমাগয়ের মধ্যে স্বৰ্ণপ্রভ বৈজয়ন্ত নামে এক পক্ষী আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রতিদিন ঐ পক্ষীতে গমন করিয়া একাকী অধ্যায়তত্ত্ব চিন্তা করিতেন। তিনি একদা তথায় সমাসীন আছেন, এমন সময়ে তাঁহার ললাটদেশসমুত্ত ভগবান্ মহেশ্বর যদৃচ্ছাক্রমে আকাশনাগ দিয়া ঐ স্থানে আগমন করিলেন এবং অচিরে ব্রহ্মার সম্মুখীন হইয়া প্রীতমনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা মহাদেবকে পদতলে নিপতিত দেখিয়া বামহস্তে তাঁহাকে গ্রহণ পূর্বক অবিলম্বে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলেন, এবং তাঁহাকে বৃহৎকালের পর আগমন করিতে দেখিয়া প্রীতমনে কহিলেন, মহাকাহো ! কেমন, নির্ঝিল্লি আগমন করিয়াছ ত ? এক্ষণে তোমার তপস্যা ও বেদাধ্যয়নের মঙ্গলত !

রুদ্র কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার প্রসাদে আমার তপস্যা ও বেদাধ্যয়নের মঙ্গল। সমস্ত জগৎও নির্ঝিল্লি আছে। আমি ব্রহ্মলোকে আপনার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি ; কিন্তু তথায় আপনার সাক্ষাৎকার না পাইয়া এই পক্ষীতে উপনীত হইলাম। আমি আপনাকে এই নির্জ্ঞান স্থানে অবস্থিত দেখিয়া নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি ; বোধ হইতেছে যে, আপনি গামান্য কারণে এই পক্ষীবাস আশ্রয় করেন নাই। এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত সেই দেবাসুরসেবিত, ঋষি গন্ধৰ্ব্ব ও অসুরোগণে পরিপূর্ণ ক্ষুৎপিপাসাশূন্য উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করিয়া একাকী এই পক্ষীতে বাস করিতেছেন, তাহা কীৰ্ত্তন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, রুদ্র ! আমি এই বৈজয়ন্ত নামক পক্ষীতে বাস করিয়া একাগ্রচিত্তে বিরাট পুরুষকে চিন্তা করিতেছি।

তখন রুদ্র কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি অনেক পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন ; কিন্তু আপনি যাহাকে চিন্তা করেন, সেই বিরাট পুরুষ কে ? আমার এই বিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি তাহা ছেদন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে রুদ্র ! আমি বহুপুরুষের সৃষ্টি করিয়াছি এখাৎ বটে, এবং বেদমধ্যে ইহার প্রমাণ সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে যে একমাত্র বিরাট পুরুষকে চিন্তা করিতেছি, তিনি ঐ সমুদায় পুরুষের কারণ। ঐ পুরুষ পুরুষেরা ঐ বিরাট হইতে সমুৎপন্ন হইয়া, সাধনবলে

নিগুণ হইতে পারিলে, সেই নিগুণ বিশ্বব্যাপী পুরুষে প্রবর্ত হইতে পারেন।

—\*—

দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশতম অধ্যায় । ৩৫২ ।

হে বৎস ! পণ্ডিতগণ ভগবান্ নারায়ণকে শীঘ্রত, অব্যয়, অপ্রমেয় ও সৰ্ব্বময় বলিয়া কীর্তন করেন। কি তুমি, কি আমি, কি অন্যান্য ব্যক্তি কেহই তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হন না। তিনি বুদ্ধীন্দ্রিয়সম্পন্ন শমদমাদিশূন্য মূঢ় ব্যক্তিগণের জ্ঞানের অগোচর। ঐ নিরাকার পুরুষ সর্বলোকের দেহমধ্যে অবস্থিত হইয়াও শুভাশুভ কার্য্য সমুদয়ে নিলিপ্ত রহিয়াছেন। তিনি আমাদের সনেরই অন্তরাত্মা ও সাক্ষীস্বরূপ; অথচ আমরা কেহই তাঁহাকে অবগত হইতে সমর্থ নহি। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মস্তক, ভূজ, পদ ও নাসিকাস্বরূপ। তিনি একাকী স্বেচ্ছাচারী হইয়া পরম সুখে সর্ব শরীরে বিচরণ করিতেছেন। দেহরূপ ক্ষেত্র ও শুভাশুভ কর্ম্মরূপ বীজ তাঁহার বিদিত আছে; এই নিমিত্ত তিনি ক্ষেত্রজ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তিনি কি রূপে প্রাণীদিগের শরীর আশ্রয় ও কি রূপে উহা পরিত্যাগ করেন, তাহা কেহই অবগত হইতে পারে না। আমি সাংখ্য বিদী ও যোগবল আশ্রয় করিয়া তাঁহার তত্ত্বচিন্তায় তৎপর হইয়াছি; কিন্তু কিছুতেই সেই পরম তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে আত্মজ্ঞানানুসারে সেই সনাতন পুরুষের একত্ব ও মহত্ব কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অস্থিতীয় পুরুষ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। মহাপুরুষ শব্দ কেবল তাঁহাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন একমাত্র ছত্ৰাশন বিবিধরূপে প্রজ্জ্বলিত হন, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ বিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যেমন একমাত্র সূর্য্য সমুদায় জগৎ প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ হইতে সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হয়। যেমন একমাত্র বায়ু ইহলোকে সৰ্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না, তদ্রূপ সেই একমাত্র নারায়ণ সৰ্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়াও নিলিপ্তভাবে অবস্থান করেন এবং যেমন একমাত্র সমুদ্র সমুদায় জলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান, তদ্রূপ সেই একমাত্র পুরুষ সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া নিদ্রিষ্ট হইয়া থাকেন। বৈব্যাক্ত্যদ্যেহেন্দ্রিয়াদির অন্নিমান, শুভাশুভ কার্য্য এবং পুণ্য ও মিত্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই

নিষ্ঠা হইয়া থাকেন । যে মহাত্মা যোগবলে সেই মনের অগোচর পরম পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইয়া ক্রমে অনিরুদ্ধের সহিত প্রহাসের, প্রহাসের সহিত সর্কষণের ও সর্কষণের সহিত বাহ্যদেবের একীভাব সম্পাদন পূর্বক সমাধি করিতে পারেন, তিনিই সেই পরম পুরুষে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হন । যোগ-বেত্তা পণ্ডিতগণ সেই পরম পুরুষ পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করেন । সাংখ্যবেত্তা পণ্ডিতগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । পণ্ডিতগণ পরমাত্মাকেই নিষ্ঠা, সর্বময় ও নারায়ণ বলিয়া নির্দেশ করেন । পদ্মপত্র যেরূপ সঁলিলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনি কৰ্মফলে নিলিপ্ত রহিয়াছেন । জীবাত্মা কখন মোক্ষপ্রাপ্ত, কখন বা বিষয়ভোগে আসক্ত হইতেছেন । তাহাকে লিঙ্গদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া দেবমহাবাদি বিবিধ মূর্তি ধারণ পূর্বক অবস্থান করিতে হয় । এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন । কিন্তু ফলতঃ পুরুষ একমাত্র । সেই সর্বপ্রকাশক পুরুষই মস্তা ও মস্তব্য, ভোক্তা ও ভোগ্য, রসাস্বাদনকর্তা ও রসনীয়, ভ্রাণকর্তা ও শ্রের, স্পর্শকর্তা ও স্পর্শনীয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্যনীয়, শ্রোতা ও শ্রবণীয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং সগুণ ও নিষ্ঠা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন । সেই শাশ্বত অব্যয় পুরুষ হইতেই মহত্ত্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে । ত্রাক্ষণেরা তাহাকেই অনিরুদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । তিনিই সমুদায় বৈদিক কার্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । লোকে তাঁহারই প্রীতিসাধনার্থ কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিরা তাহাকেই যজ্ঞভাগ প্রদান করেন । আমি সেই নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়া তোমারে উৎপাদন করিয়াছি এবং তোমা হইতে সমুদায় স্বাবরজ্জন্মান্বক প্রাণী ও সরহস্য বেদের সৃষ্টি হইয়াছে । সেই ভগবান্ নারায়ণ পরমাত্মা, জীবাত্মা, বুদ্ধি ও মন এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া দেহমধ্যে জীড়া করেন । জীবাত্মা আত্মজ্ঞানপ্রভাবে প্রতিবোধিত হইতে পারিলেই পরমাত্মায়োজন হইয়া থাকেন । হে বৎস ! সাংখ্যজ্ঞান ও যোগশাস্ত্রে যেরূপ পরমতত্ত্ব কীর্তিত আছে, এই আমি তোমার নিকট তাহা বিস্তার পূর্বক কীর্তন করিলাম ।

—•••—

ত্রিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩৫৩ ।

সোতি কহিলেন, হির্ষ্যে ! এইরূপে মহামতি বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট নারায়ণমহাত্মা কীর্তন করিয়া তাহাকে, কহিলেন, মহারাজ !

অতঃপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বাহা বাহা জিজ্ঞাসা ও মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে যেরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির পিতামহের নিকট-নারায়ণমহাত্মা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, গিতা-মহা ! আপনি আমার নিকট মঙ্গলময় মোক্ষধর্ম সমুদায় কীর্তন করিলেন ; এক্ষণে আশ্রমবাসীদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম কীর্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! সমস্ত আশ্রমেই স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ নানা-বিধ ধর্ম নির্দিষ্ট আছে । যজ্ঞাদি বিবিধ উপায় অবলম্বন পূর্বক ধর্ম-লুষ্ঠান করিতে হয় । ধর্মক্রিয়া কখন নিষ্ফল হয় না । যাহার যে ধর্মে অভিরুচি হয়, তিনি সেই ধর্মেরই বিস্তর প্রশংসা করিয়া থাকেন । এক্ষণে পূর্বে দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের নিকট বাহা কহিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

একদা ত্রিলোকপুঞ্জিত দেবর্ষি নারদ বায়ুর ন্যায় অব্যাহত গতিপ্রভাবে ত্রিলোক পর্যটন করিতে করিতে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলে, দেবরাজ তাঁহাকে বথেষ্ট সমাদর করিয়া আসন প্রদান পূর্বক সমীপে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষে ! আপনি কোতৃহলাক্রান্ত হইয়া সাক্ষীর ন্যায় এই চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছেন । আপনার কিছুই অবিদিত নাই ; অতএব যদি আপনি কোন স্থানে কোন আশ্চর্য বিষয় দর্শন, শ্রবণ বা অনুভব করিয়া থাকেন, তবে উহা কীর্তন করুন । দেব-রাজ ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, দেবর্ষি নারদ তাহার নিকট বাহা কহিয়া-ছিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর ।

চতুঃপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩৫৪ ।

পূর্বে মহাসমুদ্রসম্পন্ন মহাপদ্মনগরে ভাগীরথীর দক্ষিণতীরে এক অত্রিংশসঙ্গাত সৌম্যমূর্তি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । সেই ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ, লমপ্রমাদশূন্য, সত্যনিরত, সচ্চরিত্র, জিতক্রোধ, সন্তুষ্টচিত্ত, নিরন্তেন্দ্রিয় এবং কুলধর্মালুষ্ঠান, তপসা ও বেদাধ্যয়নে আগ্রহ ছিলেন আর ন্যায়-পথে অর্ধোপাজ্জন করিয়া পরিবারগণের ভরণপোষণ করিতেন । ঐ সদ্ধতিসম্পন্ন অকলঙ্ককুলসম্ভূত ব্রাহ্মণের বহুসংখ্যক পুত্র ছিল । কাল-ক্রমে ঐ পুত্রেরা উপযুক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ ধর্ম্যমুষ্ঠানে সমধিক ব্যগ্র হইয়া

চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বেদোক্ত ধর্ম শাস্ত্রোক্ত ধর্ম শিষ্টসমাজের  
ধর্ম এই তিন প্রকার ধর্ম বিদ্যমান রহিয়াছে ; ইহার মধ্যে কোন  
প্রকার ধর্ম আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ; এক্ষণে আমি কোন ধর্ম ই বা  
আশ্রয় করিব । ব্রাহ্মণ এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বহুদিন অতি-  
বাহিত করিলেন ; কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না । কিয়দিন  
পরে একদা এক বিপ্র অতিথি হইয়া তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইলেন ।  
দ্বিজবর তাঁহারে দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্বক যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করি-  
লেন । অতিথিও ব্রাহ্মণকৃত পূজা গ্রহণ পূর্বক পরমসুখে তথায় উপবেশন  
করিয়া শ্রমাপনোদন করিতে লাগিলেন ।

### পঞ্চপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩৫১ ।

অনন্তর অতিথি সম্যাকরূপে শাস্তি দূর করিলে, দ্বিজবর তাঁহাকে  
তথিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি আপনার দর্শন ও সুমিষ্টবাক্য শ্রবণে  
পরম সন্তোষলাভ করিয়াছি । এক্ষণে আপনাকে মিত্রভাবে কিছু কহি-  
তেছি, অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ করুন । গার্হ্য্য ধর্মের সমস্ত ভার পুত্রের  
দেহের সমর্পণ করিয়া সম্রাট ধর্ম অবগমন পূর্বক জীবাত্মা ও পরমাত্মার  
একত্ব প্রতিপাদন করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে । কিন্তু আমি  
বিষয়পাশে বদ্ধ হইয়া উঠাব অনুষ্ঠানে সমর্থ হইতেছি না । যাহা হউক,  
আমি অতঃপর বঁচকাগ জীবিত থাকিব, সেই বহুফলায়ক পারলৌকিক  
পাথেয় সঞ্চয় করিয়াই কালাতিপাত করিব । এই সংসারসাগর উত্তীর্ণ  
হইবার নিমিত্ত আমার শুভ বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে ; কিন্তু এক্ষণে ধর্ম-  
ময় ভেলা কোথায় পাইব ? দেবতা প্রভৃতি সকলেই কর্মফলপ্রভাবে  
একবার দেবলোকে গমন ও পুনরায় ভুলোকে আগমন করিতেছেন ;  
বসরাজের স্বজপতাকা দূশ রোগশোকাদি সর্বদা প্রজাগণমধ্যে সঞ্চরণ  
করিতেছে এবং পরিব্রাজকেরা গ্রামাচ্ছাদিনের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে  
লালারিত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন । এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া  
আমার মন কোন ধর্মেই অনুরক্ত হইতেছে না । অতএব এক্ষণে আপনি  
বুদ্ধিবল অবগমন পূর্বক আমাকে কোন উৎকৃষ্ট ধর্মপথে নিয়োগ করুন ।

মহাপ্রাজ্ঞ অতিথি ধর্মো ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে  
সম্বোধন পূর্বক উহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনার অন্যর আমারও উৎকৃষ্ট ধর্ম-

লাভে অতিশয় স্পৃহা হইতেছে; কিন্তু কোনটী উৎকৃষ্ট ধর্ম, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া আমি নিতান্ত বিমূঢ় হইয়াছি। আমার সংশয় কোন-মতেই দূরীভূত হয় নাই। ইহলোকে কোন কোন মহাত্মা মুক্তির ও কেহ কেহ যজ্ঞফলের বিলক্ষণ প্রাশংসা করেন এবং কেহ কেহ গার্হস্থ্য, কেহ কেহ বানপ্রস্থ, কেহ কেহ রাজধর্ম, কেহ কেহ জ্ঞানধর্ম, কেহ কেহ গুরুভ্রাতৃপ্রভৃতি ধর্ম ও কেহ কেহ বাকুসংযমকে প্রিয়ত্তর বোধ করিয়া থাকেন। কতকগুলি সুদ্বিমান লোক কেবল মাতা পিতার সেবা, কেহ কেহ অহিংসাধর্মের অনুষ্ঠান, কেহ কেহ সত্যপ্রতিপালন, কেহ কেহ সম্মুখযুদ্ধে দেহত্যাগ, কেহ কেহ উৎকৃষ্টতসামান এবং কেহ কেহ বেদব্রত-পরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিরন্তর বেদাধ্যয়ন করত স্বর্গলাভ করিয়াছেন। কোন কোন সরলস্বভাব মহাত্মা কুটিল ব্যক্তি কর্তৃক নিহত হইয়া স্বরপূরে বিহার করিতেছেন। হে মহাত্মন! এইরূপ বহুবিধ ধর্মের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে; কিন্তু কোনটি শ্রেয়, তাহা নিশ্চয় করিতে গিয়া আমার চিত্ত পবনসঞ্চালিত মেঘের ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে।

### ষটপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৫৫৬ ।

ধর্ম এই প্রকার অত্যন্ত দূরবগাহ। এক্ষণে আমার গুরুদেব আমারে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আপনার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পুষ্পাশ্টিসময়ে যে স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসচক্র প্রবর্তিত কইয়াছিল; যে স্থানে দেবগণ একত্র হইয়া বজ্রানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যে স্থানে মাক্ষাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই গৌমতীতীরস্থিত নৈমিষারণ্যে একটী নাগপুর আছে। ঐ পুরমধ্যে পদ্মনাভ নামে বিখ্যাত এক ধর্মশীল মহানাগ বাস করিয়া থাকেন। তিনি কার্যমনোবাক্যে প্রাণিগণের হিতসাধন করেন এবং তত্ত্বমুসন্ধান পুরুষক সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা হৃষ্ট দমন ও শিষ্ট প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ঐ নাগ সংকুলসজ্জাত, বুদ্ধিশাস্ত্রবিশারদ, অতীষ্টগুণসম্পন্ন, জলের ন্যায় নির্মল, অধ্যয়ননিরত, অতিথিপ্রিয়, তপ ও দমগুণসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, যাজ্ঞিক, দাতা, ক্রমাশীল, সত্যবাদী, অসুরাশূন্য অমুকুলবাদী, নিত্যসজ্জত এবং কার্য্যাকাঙ্ক্ষাবিচারকর্ম্ম। তিনি ঐতিথিগ্ৰন্থতি সকলের আহার্য্যদানে স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনি তাহার

বিকট গমন করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন তিনি আপনাকে কথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই।

### সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশতম অধ্যায়। ৩৫৭।

দ্বিজবর অতিথির এই কথা শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করত তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন! ভার্য্যাদিত ব্যক্তির ভার্য্যবতরণ, পথপ্রান্তের পরন, দণ্ডারমান ব্যক্তির আসন, তৃষ্ণার্জের পানীয়, কুধার্জের অন্ন, অতিথির প্রকৃত সময়ে অভীষ্টভোজন, পুত্রার্থী বৃদ্ধের পুত্র ও মনঃ-কল্লিত শ্রীতিকর বস্তুর দর্শন লাভ, যেমন নিতান্ত সন্তোষজনক হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার বাক্য আমার যার পর নাই প্রীতিকর হই-  
রাছে। এক্ষণে আপনি বাহা কহিলেন, আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব। ঐ দেখুন, স্বর্ধ্যদেব স্বীয় করজাল সঙ্কুচিত করিয়া অন্তর্গরি-  
গমন করিতেছেন; রজনী প্রায় আগত হইল। অতএব আপনি এই  
রাত্রি আমার আবাসে অতিবাহিত করুন। প্রাতঃকালে গমন করি-  
বেন।

অতিথি সেই ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ পূর্বক তৎপ্রদত্ত আতিথ্যসে-  
কার গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত ধর্মের কথোপকথন করিতে করিতে  
দিবসের ন্যায় পরম সুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন এবং প্রত্যন্ত  
হইবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্বক ব্রাহ্মণ কর্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার  
আবাস হইতে বহির্গত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও স্বজনগণের অহুজ্জা  
গ্রহণ পূর্বক অতিথির উপদেশানুসারে সেই সেই নগরাজের আলয়ে  
গমন করিবার জন্য স্বীয় আলয় হইতে নিজস্ব হইয়া নৈমিষাভিষে  
যাত্রা করিলেন।

—•••—

### অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশতম অধ্যায়। ৩৫৮।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ বিচিত্র অরণ্য, তীর্থ ও সরোবর সমূহায়  
অগ্রিম পূর্বক এক মহর্ষির আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সেই মাতের  
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে মহর্ষি তাঁহার প্রতি



সদয় হইয়া তাঁহার নিকট উহা সবিস্তরে কীর্তন করিলেন । তখন ব্রাহ্মণ পরম প্রীত হইয়া সেই নাগালয়ে উপনীত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে তাঁহারে সম্বোধন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় নাগরাজ আপনার আলয়ে উপস্থিত ছিলেন না ! তাঁহার ধর্মবৎসলা পতিপরায়ণা পত্নী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা ও তাঁহার বথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আমাের আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন ।

তখন সেই ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবী ! ভূমি যথোচিত সংকার ও মধুর বাক্য প্রয়োগ দ্বারা আমার শান্তি দূর করিয়াছ । এক্ষণে হোনার নিকট আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । মহাত্মা নাগরাজকে দর্শন করিবার জন্যই আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি । তাঁহাকে দর্শন করিলেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয় । তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্তই আজি আমি তোমাদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি ।

তখন নাগপত্নী কহিলেন, ভগবন্ ! আমার পুত্রিকে এক বৎসরের মধ্যে এক মাস সূর্য্যের রথ বহন করিতে হয় । এক্ষণে তিনি সেই নিরামানুষারে আদিত্যের রথ বহন করিতে গমন করিয়াছেন । আপনি পঞ্চদশ দিন এখানে অবস্থান করুন, নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিবেন । এই আমি আপনার নিকট আমার ভীর্ত্তার বিদেশগমনের বারণ কীর্তন করিলাম ; এক্ষণে আপনি আমােরে যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি ।

তখন ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পতিব্রতে ! আমি নাগরাজের দর্শনলাভের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি ; সুতরাং অরম্ভাই আমােরে তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষা করিতে হইবে । আমি তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় এই গোমতীতীরে নিরাধারে অবস্থান করিব । তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ভূমি তাঁহার নিকট আমার আগমনের বিষয় কীর্তন করিতে বিস্থত হইও না । ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে বারম্বার এই কথা বলিয়া গোমতীতীরে গমন পূর্ব্বক নিরাধারে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

ঊনষষ্ঠ্যধিকত্রিশতম অধ্যায় । ৩৫৯ ।

অনন্তর সেই অতিথিপরাধণ নাগরাজের ভাৰ্য্যা, বন্ধু বান্ধব ও ভ্রাতৃ-  
গণ সেই ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি গোমতীতীর-  
বর্তী বিজনপ্রদেশে সমাধীন হইয়া অনাধারে টেঁটমস্ত্র জপ করিতেছেন ।  
তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণের যথোচিত পূজা করিয়া অসন্ধিক্ষণে তাঁহাকে  
কহিলেন, ভগবন! আপনি ছয় দিন হইল, এইস্থানে আগমন করিয়াছেন ;  
কিন্তু অদ্যাপি কিছুমাত্র আহার করিলেন না । আমরা গৃহস্থ ধৰ্ম্ম আশ্রয়  
করিয়াছি ; সুতরাং অতিথিসংকারই আমাদেরই কর্তব্য ধৰ্ম্ম ও প্রধান  
ধৰ্ম্ম । এক্ষণে যখন আপনি আমাদের অধিকারে অবস্থান করিতেছেন  
এবং যখন আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমাদের  
প্রদত্ত জলপান এবং ফল, মূল, পত্র বা স্নান ভোজন করা আপনার অবশ্য  
কর্তব্য । এই বনে অনাধারে অবস্থান করিয়া আমাদেরই আবাল বৃদ্ধ  
সমুদায় পরিবারকে অপর্য্যে লিপ্ত করা আপনার কখনই উচিত নহে ।  
আমাদের বংশে কেহ কখন ব্রহ্মহত্যা করে নাই ; কাহারও সন্তান  
জন্মগ্রহণমাত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় নাই এবং দেবগণের পূজা, অতিথি ও  
বন্ধুবর্গের ভোজন না হইতে কেহ কখন অন্ন গ্রহণ করে নাই ।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নাগগণ! আপনাদের প্রযত্নেই আমার  
আহার করা হইয়াছে । নাগরাজের আগমন করিবার আর আট দিন  
অবশিষ্ট আছে, যদি আট দিন পরে সেই পন্নগরাজ আগমন না করেন,  
তাহা হইলে, আমি নিশ্চয়ই আহার করিব । তাঁহার আগমনের নিমিত্তই  
আমি এই কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি । তোমরা অনুতাপ পরিত্যাগ  
পূর্বক যথাস্থানে গমন কর । আমার এই ব্রতের বিঘ্নসাধন করা তোমাদের  
কদাচ কর্তব্য নহে । ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, নাগগণ তাঁহার অধ্যবসায়  
জ্ঞাত হইয়া কৃতকার্য হইতে না পারিয়া দুঃখিতচিত্তে স্ব স্ব আবাসে গমন  
করিলেন ।

ষষ্ঠ্যধিকত্রিশতম অধ্যায় । ৩৬০ ।

অনন্তর নিয়মিত কাল পূর্ণ হইলে, নাগরাজ কৃতকার্য ও আদিত্যকর্তৃক  
সমুজ্জাত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । তাঁহার পত্নী, তৎকণাৎ  
তাঁহার পুত্র প্রমোদনের নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন । পন্নগরাজ

পতিব্রতা পত্নীকে নিকটবর্তী দেখিয়া সন্দোধান পূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে ! আমি পূর্বে যে রূপ নিরমে দেবতা ও অতিথিদিগকে পূজা করিতে আদেশ করিয়াছি, তুমি সেইরূপ করিয়াছ ত ? আমি এস্থান হইতে প্রস্থান করিলে, তুমি জীবুদ্ধিনিবন্ধন কাতর হইয়া ধর্মপ্রতিপালনে নৈথিল্য প্রকাশ পূর্বক ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হও নাই ত ?

তখন নাগপত্নী কহিলেন, নাথ ! গুরুভ্রষ্টা শিষ্যগণের, বেদাভ্যাস ত্রাস্কণের, অভ্যুৎকর্ষ্য প্রতিপালন ভ্রাতার, প্রজ্ঞাশাসন নরপতির, বিপন্ন ব্যক্তির পরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের, যজ্ঞাদিকার্যের অনুষ্ঠান ও অতিথিসেবা বৈশ্যের, ত্রিবর্ণভ্রষ্টা শূদ্রের, সর্বভূতহিতৈষিতা গৃহস্থের, পরিমিতাহার, যথাবিধি ব্রতানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়সংযমসমুদায় বর্ণের, আমি তাহার, কোথা হইতেই বা উদ্ধৃত হইলাম, আমার সহিতই যা কাহার সম্বন্ধ আছে, এই রূপ চিন্তা করা মোক্ষাগ্রমীর এবং পতিব্রতা জীলেকের প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। হে নাগরাজ ! আপনি স্বধর্ম অবস্থান করিয়া আমারে বেক্ষপ ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহাই যথার্থ ধর্ম বলিয়া অবগত হইয়াছি। অতএব কি জন্য আমি সংপদ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে পদার্পণ করিব। আমি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর দেবপূজা ও অতিথিসেবার নিযুক্ত রহিয়াছি। আজি পঞ্চদশ দিন হইল, এক ত্রাস্কণ কোন কার্যোপলক্ষে এ স্থানে আগমন করিয়াছেন। তিনি কোনরূপেই আমার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি আপনার প্রত্যাগমনপ্রতীকার গোমতীতীরে কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন ঐ মহাত্মা গমনবালে আপনি গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র আপনাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে কহিয়া গিয়াছেন। আমিও তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে সম্বরে গোমতীতীরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার নিতান্ত কর্তব্য।

—••—

### একষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়। ১৬১।

পদ্মগরাজ স্বীয় পত্নীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সন্দোধান পূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে ! তুমি গেই ত্রাস্কণকে দর্শন করিয়া কি অবধারণ করিয়াছ ; তিনি কি মনুষ্য না কোন দেবতা মানবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমাগত হইয়াছেন। আমার বোধ হয়, তিনি মনুষ্য নহেন, কারণ, মনুষ্য

নিকট গমন করিতে আজ্ঞা করিতে পারে না। দেবতা, অশ্বর ও দেবর্ষি-  
গণের অপেক্ষা নাগ সমুদায় মহাবল পরাক্রান্ত, সমধিক বরদ ও বন্দনীয়।  
মহেশ্বরা কখনই আমাদিগের দর্শনলাভে কৃতকার্য হইতে পারে না।

তখন নাগভাষ্যা কহিলেন, নাথ! আমি সেই ব্রাহ্মণের সরলতা দর্শনে  
অবগত হইয়াছি যে, তিনি কখনই দেবতা নহেন। তিনি আপনার একান্ত  
ভক্ত। তিনি কোন কার্যোপলক্ষে জলাভিলাষী চাককের ন্যায় আপনার  
দর্শনাভিলাষে কালগ্রাসীক্য করিতেছেন। জগদীশ্বর এরূপ যেন, আপনার  
অদর্শননিবন্ধন তাঁহার কোন অমঙ্গল উপস্থিত না হয়। সম্বৎসরাত কোন  
কিছই অতিথির প্রীতি অনাদর প্রকাশ করেন না। অতএব নৈসর্গিক  
ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আপনার অবশ্য  
কর্তব্য। আজি যেন সেই ব্রাহ্মণের আশা উন্মূলিত করিয়া আপনাকে  
ক্লেশে নিপতিত হইতে না হয়। রাজা বা রাজপুত্র যদি আশায়ুক্ত ব্যক্তি-  
গণের আশা পরিপূর্ণ পূর্বক নেত্রজল পরিমার্জন না করেন তাহা হইলে,  
তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। মৌনদ্বারা  
জ্ঞানলাভ, দানদ্বারা যশোলাভ এবং সত্যবাক্য দ্বারা বাগ্মীতা ও পর-  
লোকে সম্মানলাভ হইয়া থাকে। ভূমি দান করিলে, পুণ্যাশ্রমবাসী  
দিগের তুল্য সৎগতি ও ন্যায়পথে অর্থোপার্জন করিলে, শুভফল লাভ  
হয়। আশ্রয়িতকর ধর্ম কার্য অনুষ্ঠান করিলে, কদাচ নরকগামী হইতে  
হয় না।

নাগরাজ কহিলেন, প্রিয়ে! আমার জাতিনিবন্ধন কিছুমাত্র অভি-  
মান নাই। অন্যান্য ভূজঙ্গমের ন্যায় আমি কখনই ক্রোধে অজ্ঞান  
হই না। আমার যে নৈসর্গিক অন্নমাত্র ক্রোধ ছিল, তাহাও এক্ষণে  
তোমার বাক্যানলে দগ্ধ হইয়াছে। ক্রোধের ন্যায় শত্রু আর কেহই  
নাই। দেখ, ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাণপ্রতাপ দশানন রোষপঙ্কশ হইয়া  
রানচন্দ্রের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। ইন্দ্রসমপরাভ্রম কার্ত্তবীৰ্য্য, জম-  
দগ্নিপুত্র পরশুরাম অস্তঃপুরমধ্যস্থিত কামনেন্দ্র প্রত্যাহরণ করিয়াছেন  
ওনিয়া রোষভরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পুত্রগণের সহিত শমন-  
ভবনে গমন করিয়াছেন! এক্ষণে আমি তোমার বাচ্যশ্রবণে প্রেরো-  
নাশক তপস্যার প্রধান শত্রু ক্রোধকে এককালে পরিত্যাগ করিলাম।  
আজি ভূমি আমার যৎপরোনাস্তি উপকারসাধন করিলে। এক্ষণে তোমার  
সদৃশ ভাষ্যা লাভ করিয়া আমি আপনাকে স্নান করিয়া বিবেচনা  
করিবেছি। অতঃপর, আমি গৌমতীতীরে সেই ব্রাহ্মণের নিকট চলি-

লাম। আমি অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিব। তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইয়া গমন করিতে পারিবেন।

### দ্বিষষ্ঠাধিক ত্রিশততম অধ্যায় । ৩৬২ ।

অনন্তর পদ্মগরাজ, ব্রাহ্মণ কোন কার্যাসুরোধে আগমন করিয়াছিলেন, মনে মনে ইহাই আন্দোলন করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানার্থ গোমতীতীরে যাত্রা করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে তথায় উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্বক মধুরবাক্যে কহিলেন, তপোধন! আপনি ক্রোধ সংবরণ পূর্বক আপনার এখানে আগমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করুন। আপনি এই নির্জন গোমতীতীরে কাহার উপাসনা করিতেছেন?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাশয়! আমার নাম ধর্ম্মারণ্য। আমি কোন কার্যাসুরোধে নাগরাজ পদ্মনাভের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি তাঁহার গৃহে গমন পূর্বক ভূনিলাম ভিষ্মি স্ব্যাসমীপে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে কৃষক বেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেই রূপ আমি তাঁহার অপেক্ষা করিতেছি এবং যোগাবলম্বন পূর্বক তাঁহারই ক্লেণ ও অমঙ্গল নিবারণের নিমিত্ত বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তখন নাগরাজ কহিলেন, ব্রহ্মণ! আপনি সচ্চরিত্র ও সজ্জনবৎসল। সেই নাপের প্রতি যথার্থই আপনার যথেষ্ট স্নেহ আছে। এক্ষণে আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, আমিই সেই নাগ। অতএব আপনি ইচ্ছানুসারে আজ্ঞা করুন; আমি আপনার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। আমি পরিবারগণের মুখে আপনার গোমতীতীরে আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি বিধিসূচিতে আমাকে কোন কার্যে নিয়োগ করুন। আমি অবশ্যই তাহা সংসাধন করিব। আপনি যখন আপনার হিত পরিত্যাগ করিয়া আমার স্বত্যয়ন করিতেছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই আপনার গুণগ্রামে প্রীত হইলাম।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগেন্দ্র! আমি আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এই স্থানে আগমন করিয়া আপনার দর্শনলাভপ্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে আমি পরমাত্মাকে ভ্রান্ত হইতে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; সংসারে আমার তাদৃশ অসুরাগ বা বিরাগ নাই। আপনি দশধর-

করসকাল আশ্রয়প্রার্থিত যশোরালি দ্বারা আপনাদের প্রার্থিত করিয়াছেন ।  
একদা আমি আপনাদের সূর্যালোকগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনাকে একটি  
বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষী হইয়াছি । আপনি অগ্রে সেই বিষয়ের  
উত্তর প্রদান করিলে, পশ্চাৎ আমি যে জন্য এখানে আসিয়াছি, তাহা  
প্রকাশ করিব ।

—\*—

ত্রিমস্ত্যধিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩৬৩ ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ ! আপনি পর্যায়ক্রমে সূর্য্যের একচক্র  
বহন করিতে গমন করিয়া থাকেন । যদ্বি তথায় কোন অদ্ভুত বস্তু  
আপনার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন ।

নাগ কহিলেন, ব্রাহ্মণ ! ভগৱান্ সূর্য্যদেব বিবিধ অদ্ভুত পদার্থের  
আম্পদ । তাঁহা হইতে ভূত সমুদায় নির্গত হইয়াছে । তাঁহা হইতে  
সমীরণ নিঃসৃত হইয়া তাঁহারই রশ্মি আশ্রয় পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে সঞ্চরণ  
করিতেছেন । সূর্য্যদেব সেই সমীরণকে পুরোবাতাদিক্রমে পরিণত  
করিয়া প্রজাগণের হিতসাধনার্থ বর্ষাকালে জলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।  
বিহঙ্গমগণ যেমন বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়া বাস করে, সেইরূপ উঁহার  
রশ্মিজালে দেবগণ ও সিন্ধু মহর্ষিগণ বাস করিতেছেন । পুরমাস্ত্রা উঁহার  
মণ্ডলমধ্যে তেজঃপুঞ্জ প্রদীপ্ত হইয়া লোকসকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ।  
উঁহার শুক্রনামে কক্ষবর্ণ একটি রশ্মি আছে । ঐ রশ্মি মেঘরূপে নভো-  
মণ্ডলে প্রাহুভূত হইয়া বর্ষাকালে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে । সূর্য্যদেব  
বর্ষাকালে পৃথিবীতে যে জল বর্ষণ করেন, আটমাস কিরণজালদ্বারা তাহা  
গ্রহণ করিয়া থাকেন । তিনি বীজ উৎপাদন ও পৃথিবী প্রতিপালন করি-  
তেছেন । অনাদিনিধন স্বয়ং নারায়ণ তাঁহাতে বাস করিয়া রহিয়াছেন ।  
আমি নিঃশূল নভোমণ্ডলে সূর্য্যের সন্নিহিত ধাবিয়া এই সমুদায় অপেক্ষা  
আর একটি যে অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাও শ্রবণ করুন ।  
একদা মধ্যাহ্নকালে দিবাকর কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক লোকসকলকে  
সম্ভ্রান্ত করিতেছেন, এমন সময় আদিত্যের ন্যায় এক তেজঃপুঞ্জকলেবর  
পুরুষ আমাদের নৈরপথে নিপতিত হইলেন । ঐ পুরুষ স্বীয় তেজঃ-  
প্রভাবে লোক সকলকে উদ্ভাসন পূর্ব্বক গগনতল বিদীর্ণ করিয়াই যেন  
সূর্য্যভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন । অনন্তর সেই পুরুষ উপস্থিত  
হইবামাত্র সূর্য্য তাঁহাকে অত্যাশ্রিত করিবার নিমিত্ত হৃৎকৃত্ত্বং প্রদাহিত

করিলে, তিনিও দিনকরের সম্মানস্বার্থ স্বীয় দক্ষিণ হস্ত প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি গগনতল ভেদ করিয়া সূর্য্যের রশ্মিমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সূর্য্যের সহিত তাঁহার আব কিছুমান বিভিন্নতা দৃষ্ট হইল না। ঐ সময় ঐ উভয়ের মধ্যে কে সূর্য্য, তাহিনয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। অনন্তর আমরা সূর্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ভগবন্ ! এই যে পুরুষ নভোমণ্ডলে আগমন করিয়া বিহীন সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন, ইনি কে ?

চতুঃস্ক্যাদিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩৬৪ ।

আমরা এই কথা ভিজ্ঞান করিলে, সূর্য্য কহিলেন, কোমবা এই যে, তেজঃপুঞ্জচলেবর পুরুষকে অবলোকন করিতেছ, ইনি দেবতা, অগ্নি, সর্প বা অশ্বর নহেন। ইনি একজন উজ্জ্বলিত্ত্বতসিক্ত মহর্ষি। ইনি উজ্জ্বলিত্ত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক ফল, মূল, শীর্ণ পত্র ও বায়ু ভক্ষণ এবং জলপান, উজ্জ্বলিত্ত্ব ব্রতধারণ, স্বর্গকলকামনা ও সংহিতাপাঠ দ্বারা মহাদেবের প্রীতিসাধন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ অতিশয় নিরীহ ও সর্ব্বভূত-হিতৈষী। যাহারা সদ্গতি লাভ করিয়া, সূর্য্যামণ্ডলে আগমন করেন, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অশ্বর ও পন্নগমধ্যে কেহই তাঁহাদিগেব সমকক্ষ হইতে পারেন না।

যে ব্রাহ্মন্ ! আমি সূর্য্যের নিকট অবস্থান করিয়া এই আশ্চর্য্য বাণীস্বর দর্শন করিয়াছি। উজ্জ্বলিত্ত্ব ব্রাহ্মণ অদ্যাপি সূর্য্যের সহিত সমুদায় পৃথিবী পর্যাটন করিতেছেন।

—\*—

পঞ্চমস্ক্যাদিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩৬৫ ।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভূভগবাজ ! আপনি যাগ কহিলেন, তাহা নিশ্চয়ই অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! আমি আমি আপনার অর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সংপদ অবগত হইতে পারিলাম। আমার বৎসরোনাশ্চি প্রীতিলভ হইল। এক্ষণে আপনার মঙ্গললাভ হউক ; আমি প্রস্থান করিলাম। আপনি ভূতা প্রেরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে আমার তত্ত্ব করিবেন।

নাগ কহিলেন, ভগবন্ ! স্বীকৃত অভিজ্ঞায় প্রকাশ না করিয়া এখান

হঠাৎ গমম করা আপনার উচিত নহে আপনি যে জন্য এখানে আগমন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করুন ! আপনার কর্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন হইলেই আপনি আমারে সম্ভাষণ করিয়া প্রস্থান করিলেন । এক্ষণে আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রণয়সংকার হইয়াছে । সুতরাং বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট পশ্বিকের ন্যায় উদাসীনভাবে কেবল আমারে দর্শন করিয়াই গমন করা আপনার কদাপি কর্তব্য নহে । আমার প্রতি আপনার যে প্রকার ভক্তি, আপনার প্রতিও আমার তদ্রূপ ভক্তি আছে, সন্দেহ নাই । যখন আমার সহিত আপনার মিত্রতা জন্মিয়াছে, তখন আমার ভবনে অবস্থান করিতে আপনার আশঙ্কা কি ? আপনাকে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । আমার সমুদায় পরিবারই আপনার অধিকৃত ।

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, নাগরাজ ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা যথার্থ বটে ; দেবতারা আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন । যখন কি আপনি, কি আমি, কি অনার্য্য ঐশিগণ সকলকেই একমাত্র পরমেশ্বরে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, তখন আপনাকে ও আমাকে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । যাহা হউক, পূর্বে আমি পুণ্যসংসারের উপায় স্থির করিতে অসমর্থ ছিলাম, আপনার প্রসাদে তদ্বিস্ময়ে সমর্থ হইয়াছি । এক্ষণে আপনি পরম সুখে কালযাপন করুন, আমি প্রস্থান করিষ্টুমি । অতঃপর আমি নিশ্চর্য্যই পরমার্থলাভের প্রধান সাধন উৎসৃষ্টি অবলম্বন করিব ।

১০ সট্‌সম্ভাষিকত্রিশততম অধ্যায় । ৩৬৬ ।

তীয় কহিলেন, শর্য্যরাজ ! সেই ব্রাহ্মণনাগরাজকে এই প্রকারে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিয়া দীক্ষালাভের মানসে ভৃগুনন্দন চ্যবনের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন । মহামতি চ্যবন তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক উৎসৃষ্টি-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন । তখন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া সংযম ও নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া উৎসৃষ্টিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন । প্রথমতঃ দেবর্ষি চ্যবন জনকের আশ্রয়ে উপস্থিত হইবা দেবর্ষি নারদের নিকট ঐ উৎসৃষ্টি ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কৌতূহল করেন । পরে নারদ দেবরাজ ইন্দ্রকে ও দেবরাজ ব্রাহ্মণগণকে ঐ বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন । পরশুরামের সহিত আদ্যম যখন যুদ্ধ উপ-



## মহাকীর্তি ।

সেই সময় রত্নগণ আমার নিকট এই পবিত্র কথা কীর্তন  
করিতেছিলেন । এক্ষণে তুমি আমাকে আশ্রমীদিগের ধর্ম জিজ্ঞাস  
কর । আমি তোমার নিকট সেই উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের উপাখ্যান বর্ণ  
করিব ।

মোক্ষধর্মপর্ব সমাপ্ত ।

শান্তি পর্ব সম্পূর্ণ ।





